Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१,४ल
ध

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
पुस्तकालय

विषय संख्या २४८
पुस्तक संख्या ८
आगत पञ्जिका संख्या ३०,०६४

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से अधिक समय तक पुस्तक अपने पास न रखें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३७,९७४
२०-२-६४

सत्यमेव जयते

मनुस्मृति का मेधातिथि भाष्य

মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য

(বঙ্গানুবাদ)

(बंगला अनुवाद)

দ্বিতীয় খণ্ড

द्वितीय भाग

অধ্যায় ৪-৬

अध्याय ४-६

অনুবাদক—শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ

अनुवादक - श्री भूतनाथ सप्ततीर्थ

*মূল্য—৪·২৫ টাকা

मूल्य रु. ४.२५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যমেব জয়তে

মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য

(বঙ্গানুবাদ)

দ্বিতীয় খণ্ড

অধ্যায় ৪-৬

অনুবাদক—শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तक सं०
आगत सं०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মেধাতিথিভাষ্যের বিষয়সূচী

চতুর্থ অধ্যায়

	পৃষ্ঠা
আয়ুর চতুর্থ ভাগ বলিতে কি বুঝায়	৪০৩
প্রথম চতুর্থ ভাগ কোন্‌টী কিরূপে ধর্ত্তব্য ...	৪০৩
'অদ্রোহ' এখানে কি ...	৪০৩
এখানের বৃত্তিনির্দ্দেশটী 'সামান্য নির্দ্দেশ,' অন্যত্র বিশেষনির্দ্দেশ	৪০৩
পোষ্যবর্গের প্রতিপালনের জন্য ধনসঞ্চয় কর্ত্তব্য ...	৪০৪
কোন্ কোন্ বৃত্তিতে জীবিকা-নির্ব্বাহ কর্ত্তব্য ...	৪০৪
উঞ্ছপ্রভৃতিকে ঋত, অমৃত, মৃত বলা হয় কেন ...	৪০৪
পরগৃহ হইতে ভিক্ষালব্ধ অন্নে বৈশ্বদেব কর্ম্ম করা যায় না ...	৪০৫
ভিক্ষাগ্রহণ 'প্রতিগ্রহ' কিনা ...	৪০৫
'প্রতিগ্রহ' কাহাকে বলে ...	৪০৫
দয়াপূর্ব্বক যে দান তাহা যে-কোন লোককে করা যায় ...	৪০৫
'প্রতিগ্রহ' স্থলে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই জাতি, গুণ প্রভৃতি পরীক্ষণীয় ...	৪০৫
যাচ্ঞাপূর্ব্বকত্ব থাকিলেও প্রতিগ্রহ, যাজন প্রভৃতি, 'মৃত' পদবাচ্য নহে ...	৪০৬
বাণিজ্যকে 'সত্যানৃত' এবং সেবাকে 'শ্ববৃত্তি' বলা হয় কেন	৪০৬
সঞ্চয় পক্ষে কি পরিমাণ সঞ্চয় করা অনুমোদিত ...	৪০৬
যাঁহার সঞ্চয় যত অল্প তিনি তত উৎকৃষ্ট ...	৪০৭
যাহাতে বিষয়ভোগ বাসনা নিবৃত্ত হয় সেইরূপ করা উচিত ...	৪০৭
বহুপরিবার ব্যক্তি বৃত্তির জন্য উঞ্ছ, শিল প্রভৃতি ছয়টী উপায়ই গ্রহণ করিতে পারে ...	৪০৭
'ষট্‌কর্ম্ম' ইহার অন্য প্রকার ব্যাখ্যায় দোষ ...	৪০৭
পরের দ্বারা সম্পাদিত কৃষি ও বাণিজ্যবৃত্তি আপৎকালীন ব্যবস্থা ...	৪০৮
শিল এবং উঞ্ছকে ব্রহ্মসত্র বলা হয় কেন ...	৪০৮
শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা সকল ঋতুতে জীবিকানির্ব্বাহ কি সম্ভব ...	৪০৮
'অশ্বস্তনিক' এবং 'যথোপপাদস্থিতিক' এক নহে ...	৪০৮
ব্যাখ্যান্তরের সমালোচনা ...	৪০৯
শিলোঞ্ছবৃত্তিজীবীরও অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস এবং বৎসরান্তে আগ্রয়ণেষ্টি কর্ত্তব্য ...	৪০৯
যাহার ভার্য্যা কষ্ট সহিতে অসমর্থ তাহার শিলোঞ্ছবৃত্তি নাই ...	৪০৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
চান্দ্রায়ণাদি ব্রতস্থ হইলে বৈশ্বদেব-কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে ...	৪০৯
ভাঁড়ামি প্রভৃতি হীনবৃত্তি অবলম্বন করিবে না ...	৪১০
শঠতা, কপটতা পরিত্যাগ করিয়া সরলতা অবলম্বনীয় ..	৪১০
স্নাতকব্রত নির্দ্দেশের উপক্রম	৪১১
'ব্রত' অর্থ মানস সঙ্কল্প ...	৪১১
নৃত্যগীতাদি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবে না ...	৪১১
নিন্দিত উপায়ে ধনার্জ্জন করিবে না	৪১১
প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি নিবৃত্ত করিবে ...	৪১২
যাহা যাহা স্বাধ্যায়ের পরিপন্থী তাহা পরিত্যাগ করিবে ...	৪১২
বেশভূষা প্রভৃতি বয়স, অবস্থা ও বংশমর্য্যাদার অনুরূপ হইবে ...	৪১২
বুদ্ধিবৃদ্ধিকর এবং জীবনযাত্রার উপকারী শাস্ত্রও আলোচনা করা উচিত ...	৪১৩
ইহার মূল দৃষ্ট প্রয়োজন ...	৪১৩
যখন যেরূপ দ্রব্য থাকিবে তখন তাহা দ্বারাই পঞ্চমহাযজ্ঞ কর্ত্তব্য	৪১৩
পঞ্চমহাযজ্ঞ আধ্যাত্মিকভাবেও করা যায় ...	৪১৩
ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণাগ্নি-হোত্র বিদ্যার উল্লেখ ...	৪১৪
ইহাতে বাহিরের উপকরণ অনাবশ্যক ...	৪১৪
বাক্ ব্যাপার এবং প্রাণ ব্যাপার উভয়ের মধ্যে উভয়ের হোম ...	৪১৪
এই উপাসনার ফল মুক্তি ...	৪১৪
এই উপাসনায় সকলে অধিকারী নহে ...	৪১৪
অগ্নিহোত্র এবং দর্শপূর্ণমাসের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ এখানে পুনরুক্তি নহে ...	৪১৫
উহার স্বরূপ এবং ইতিকর্ত্তব্যতা শ্রৌতসূত্র এবং গৃহ্যসূত্র হইতে জ্ঞাতব্য ...	৪১৫
এখানে উহাদের ইতিকর্ত্তব্যতা না বলিবার হেতু ...	৪১৬
সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নি-হোত্র কর্ত্তব্য ...	৪১৬
আগ্রয়ণ যাগ না করিয়া নবশস্য ভক্ষণ করিবে না ...	৪১৬
যে সময় নবশস্য উঠে সেই সময় উহা কর্ত্তব্য ...	৪১৭
শরৎকালেও উহা করা যায় ...	
শীতকাল বৎসরের আদি ...	৪১৭
"দীর্ঘমায়ুর্জ্জিজীবিষুঃ" প্রয়োগটীর সাধুত্ব বিচার ...	৪১৮
কোন্ কোন্ শস্য দ্বারা আগ্রয়ণ যাগ করা যায় ...	৪১৮
গৃহে রক্ষিত অগ্নিকে নবশস্য দ্বারা আহুতি না দিলে দোষ বর্ণন ...	৪১৮
গৃহে স্থিত অতিথির প্রতি যেন উপেক্ষা প্রদর্শিত না হয় ...	৪১৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃষ্ঠা

পাষণ্ডী দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তি বাড়ীতে আসিলে তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য প্রভৃতি দিতে হয় তবে সমাদর করিতে নাই ... ৪১৯

পাষণ্ডী, বৈড়াল ব্রতিক প্রভৃতিকে সমাদর করা দূরে থাকুক উহাদের সহিত কথাও কহিবে না ... ৪১৯

অন্নদান যে-কোন লোককে করা যায়, কিন্তু অন্নদানকালে কাহারও জন্মগুণাদি বৃত্তান্ত প্রশ্ন করিবে না ... ৪১৯

যাহারা বেদাধ্যয়ন না করিয়া কেবল মাত্র 'ব্রত' পালন করিয়াছে, তাহাদিগকে 'ব্রতস্নাতক' বলে না ... ৪২০

শ্রোত্রিয়কে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইল কেন ... ৪২০

সামর্থ্য থাকিলে দরিদ্র ভিক্ষাজীবিদিগকে কিছু খাদ্য এবং অর্থ দেওয়া উচিত ... ৪২০

'ভূত' শব্দটীর নানাপ্রকার অর্থ প্রদর্শন ... ৪২০

পোষ্যবর্গকে ক্লেশ দিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান সুখদায়ক হয় না ... ৪২১

"রাজতো ধনম্" এখানে 'রাজ' অর্থ চারিবর্ণেরই ধনী লোক ... ৪২১

'রাজন' শব্দটীকে এখানে ক্ষত্রিয়ার্থক বলার বাধা ... ৪২১

ধনাবসাদ ঘটিলে যাজিত এবং অধ্যাপিত ব্যক্তির নিকট অর্থ লওয়া যায় ৪২২

পৃষ্ঠা

ধনাবসাদ এবং আপৎকাল উভয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশ ... ৪২২

বিশেষ ঠেকায় না পড়িলে পরান্নজীবী কিংবা যাচ্ঞাপরায়ণ হইবে না ৪২২

গুরুপাক ও বিদাহী (ঝাল) ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিবে না ... ৪২৩

যষ্টি ধারণের প্রয়োজনীয়তা ... ৪২৩

কমণ্ডলু সকল সময়ে কাছে থাকিবে ৪২৩

মলমূত্র দ্বারা দূষিত না হইলে শৌচের পর ঘসামাজা করিবে ৪২৩

কোন্‌গুলি শরীর সংস্পৃষ্ট এবং কোন্‌গুলি শরীর সন্নিহিত থাকিবে ৪২৪

উদয়াস্তকালীন সূর্য্যদর্শন, গোবৎসরজ্জুলঙ্ঘন বর্জ্জনীয় ... ৪২৪

জলমধ্যে নিজ শরীর দেখিবে না ৪২৪

গো, ব্রাহ্মণ, দেবায়তন প্রভৃতিকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবে ... ৪২৪

দেবায়তন কাহাকে বলে ... ৪২৫

প্রজ্ঞাত বনস্পতি অর্থ কি ... ৪২৫

রজস্বলাগমন এমন কি স্পর্শনও নিষিদ্ধ ৪২৫

উহার দোষকীর্ত্তন ... ৪২৫

ভার্য্যার সহিত একত্র বসিয়া উভয়ে আহার করিবে না ... ৪২৫

'স্ত্রীলোকের মুখ শুচি' ইহা কোথায় প্রযোজ্য ... ৪২৫

'সহভোজন' বলিতে কিরূপ অর্থ বুঝায় ৪২৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
পত্নী ভোজন করিতেছে ইত্যাদি অবস্থায় তাহাকে দেখিতে নাই কেন	৪২৬
কোন্ কোন্ স্থানে মূত্রত্যাগ করা উচিত নয়	৪২৭
কোন্ কোন্ বস্তুর দিকে চাহিয়া মলমূত্রত্যাগ নিষিদ্ধ ...	৪২৭
উহার দোষকীর্ত্তন ...	৪২৭
স্মৃত্যন্তর অনুসারে মলমূত্রত্যাগ-কালে যজ্ঞসূত্র কর্ণের উপর রাখিতে হয় ...	৪২৮
আগুনে ফুঁ দেওয়া, পা তুলিয়া উত্তপ্ত করা, নগ্ন নারী দর্শন করা নিষিদ্ধ	৪২৮
খট্বাদির তলায় অগ্নিপূর্ণ পাত্র রাখা, যাহাতে হাঁপাইতে হয় এরূপ করা নিষিদ্ধ	৪২৯
সন্ধ্যাকালে আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও বেদপাঠ নিষিদ্ধ ...	৪২৯
পুকুর, কুয়া প্রভৃতির জলে মল, মূত্র, নিষ্ঠীবনাদি ত্যাগ করা নিষিদ্ধ	৪২৯
অব্যবহৃত গৃহে শয়ন করা, অনাহূত হইয়া যজ্ঞবাড়ীতে গিয়া ভোজন করা নিষিদ্ধ	৪২৯
কাহাকেও ইন্দ্রধনু (রামধনু) দেখাইবে না	৪৩০
কাশ্মীরদেশে রামধনুকে 'বিজ্ঞান-চ্ছায়া' বলা হয় ...	৪৩০
যে রাজ্যের সব কয়টি বিভাগই শূদ্রচালিত সেখানে বাস নিষিদ্ধ	৪৩০
বাহ্লীকদেশ ম্লেচ্ছগণের দ্বারা উপদ্রুত ; তথায় বাস নিষিদ্ধ...	৪৩০
উদর পরিপূর্ণ করিয়া খাইবে না ...	৪৩০
রাত্রির আহারটী মধ্যাহ্ন ভোজনের তুলনায় অল্পপরিমাণ করিবে	৪৩১
বৃথা চেষ্টা, নৃত্য, গীত প্রভৃতি নিষিদ্ধ	৪৩১
কাংস পাত্রে পা ধুইবে না, ভাঙ্গা-পাত্রে খাইবে না ...	৪৩২
অন্যের ব্যবহার-করা জুতা প্রভৃতি পরিবে না	৪৩২
প্রাতঃকালের কিরণ, শবদাহের ধূম গায়ে লাগাইবে না ...	৪৩৩
দাঁত দিয়া নখ কাটিবে না ...	৪৩৩
বৃথা মানসিক ক্রিয়াও বর্জ্জনীয় ...	৪৩৩
বহির্মাল্যধারণ, গোপৃষ্ঠে অরোহণ নিষিদ্ধ	৪৩৪
সখ করিয়াও পাশা খেলিবে না, খাদ্যদ্রব্য হাতের চেটোয় রাখিয়া খাইবে না ...	৪৩৪
ইহা স্নাতকব্রতপ্রকরণ, কাজেই নিষেধস্থলগুলিতেও তাদৃশ নিয়ম পালন করিবার সঙ্কল্প করিবে—এইপ্রকার অর্থ ...	৪৩৫
ভোজনকালে পা ভিজা থাকিবে কিন্তু শয়নকালে পা ভিজা রাখিবে না	৪৩৫
চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ প্রভৃতির সহিত একত্র উপবেশন প্রভৃতি করিবে না ...	৪৩৬
শূদ্রকে মতি (মন্ত্রণা, মতলব) দিবে না, ইহার অর্থ কি ...	৪৩৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
বন্ধুত্বরূপে তাহাকে 'মতি' দেওয়া নিষিদ্ধ নহে	৪৩৬
উচ্ছিষ্ট কাহাকে বলে ...	৪৩৬
ভোজনাদির পর যতক্ষণ না আচমন করা হয় ততক্ষণ তাহাকেও উচ্ছিষ্ট বলে ...	৪৩৬
'শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দিবে না' ইহা পর্য্যুসিত অন্ন এবং যজ্ঞের হুতাবশিষ্ট দ্রব্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য ...	৪৩৭
'ন হবিষ্কৃতং' ইহার বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা	৪৩৭
সংস্পৃষ্ট বস্তুটি নিষিদ্ধ হইলে যৎসংসর্গে নিষেধ সেই শুদ্ধবস্তুটীও নিষিদ্ধ হয়	৪৩৭
সুরাসংস্পৃষ্ট শক্তু প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণে সুরা'পান' প্রায়শ্চিত্ত উপদেশ সঙ্গত কিনা ...	৪৩৮
দুইটি বস্তু মিশ্রিত হইলে তাহা একটি তৃতীয় পদার্থ হইয়া যায়	৪৩৮
কতকগুলি বিশেষ স্থল ছাড়া শূদ্রকে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার প্রকারপদ্ধতি উপদেশ করা কর্ত্তব্য নহে ...	৪৩৮
লোভবশত কেহ কেহ উহা করিয়া থাকে	৪৩৯
মতান্তরে শূদ্রকে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনা নিষিদ্ধ	৪৩৯
উহাকে বেদাঙ্গশাস্ত্রও অধ্যাপনা করা যায় না	৪৩৯
'ব্রত' শব্দটীর অর্থ এখানে কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি	৪৩৯
উক্ত নিষেধটী লঙ্ঘন করিলে তাহার দোষ বর্ণন ...	৪৪০
দুই হস্তে মস্তক চুলকান নিষিদ্ধ ...	৪৪০
সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইলেও মস্তক না ভিজিলে বৈধস্নান সিদ্ধ হয় না।	৪৪০
মাথায় তৈল মাখিবার পর অন্য অঙ্গে তৈল লাগাইবে না। ...	৪৪০
অক্ষত্রিয় দেশাধিপতির কিংবা শাস্ত্রবিরুদ্ধকারী ক্ষত্রিয় নৃপতির দান লইবে না ...	৪৪১
তৈলচক্রাদিজীবীর দান লইবে না। উহা করিলে বহু নরকভোগ ...	৪৪১
নরক একটী স্থানবিশেষ ...	৪৪১
একুশটি নরক	৪৪২
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া ধর্ম্ম, অর্থ এবং বেদের তত্ত্বার্থ চিন্তা করিবে ...	৪৪২
বেদের 'তত্ত্বার্থ' বলিতে কি বুঝায়	৪৪২
আয়ুষ্কামনায় দীর্ঘসময় সন্ধ্যাবন্দনা কর্ত্তব্য, ইহা গুণফলবিধি ...	৪৪৩
গৃহে অবস্থিত সাগ্নিকের পক্ষে ইহা করা সম্ভব নহে ...	৪৪৩
শ্রাবণী কিংবা ভাদ্রপদী পূর্ণিমায় 'উপাকরণ' কর্ম্ম কর্ত্তব্য ...	৪৪৩
ইহার সাড়ে চারি মাস পরে 'বেদোৎসর্গ' নামক কর্ম্ম কর্ত্তব্য	৪৪৪
'পক্ষিণী' শব্দের ব্যুৎপত্তি ...	৪৪৪
অবিস্পষ্ট অধ্যয়ন এবং শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন কর্ত্তব্য নহে ...	৪৪৪
'ছন্দস্কৃত' শব্দটীর স্বরূপ এবং অর্থ পর্য্যালোচনা ...	৪৪৪

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
অনধ্যায়কালে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন বর্জ্জনীয় ...	৪৪৫
অনধ্যায়কাল নির্দ্দেশ ...	৪৪৫
উভয় সন্ধ্যায় মেঘগর্জন প্রভৃতি 'আকালিক' অনধ্যায় ঘটাইবে	৪৪৫
'আকালিক' ইহার অর্থ নিরূপণ	৪৪৫
কিরূপ স্থলে 'সজ্যোতিঃ' অনধ্যায় এবং কখন আকালিক অনধ্যায়	৪৪৬
'সজ্যোতিঃ' ইহার অর্থ নিরূপণ	৪৪৬
গ্রাম বা নগরের চারিদিক হইতে দুর্গন্ধ উঠিতে থাকিলে অনধ্যায়	৪৪৭
বহুলোকের সমবায়ে অনধ্যায়, মধ্যরাত্রে অনধ্যায় ...	৪৪৭
উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মনে মনেও শাস্ত্রচিন্তা নিষিদ্ধ ...	৪৪৭
'উচ্ছিষ্ট' অর্থ কি, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে অনধ্যায়	৪৪৭
একোদ্দিষ্ট নবান্ন শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার পর অনধ্যায় ...	৪৪৮
অষ্টমী, অমাবস্যা প্রভৃতিতে অনধ্যায়	৪৪৮
লঙ্ঘন করিলে দোষনির্দ্দেশ ...	৪৪৮
শৃগাল ডাকিতে থাকিলে, এক জাতীয় অনেকগুলি গাধা প্রভৃতির সারি বাঁধিয়া শব্দে অনধ্যায়	৪৪৯
শ্মশানসমীপে, গোষ্ঠে, মৈথুনকালীন বস্ত্র পরিধানে অনধ্যায় ...	৪৪৯
শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিলে অনধ্যায়	৪৪৯

	পৃষ্ঠা
পাণিই ব্রাহ্মণের মুখস্বরূপ ...	৪৪৯
'অদ্ভুত' উৎপাত প্রভৃতিতে অনধ্যায়	৪৪৯
বিবাদ কলহাদিকালে, অনধ্যায়	৪৫০
পূজ্য ব্যক্তি গৃহে সমাগত হইলে অনুমতি লইয়া তবে অধ্যয়ন করিবে	৪৫০
সামধ্বনি শ্রুত হইলে অন্য বেদ অধ্যয়ন করিবে না ...	৪৫০
ঋগ্‌, যজুঃ এবং সামবেদের অধিপতি যথাক্রমে দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং পিতৃগণ ...	৪৫১
অর্থবাদরূপে সামবেদকে অশুচি বলিবার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ ...	৪৫১
যজ্ঞস্থলে সামগানকালেও অন্য বেদ অনধ্যেয় নহে ...	৪৫১
গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীর গমনে অনধ্যায়	৪৫১
অশুদ্ধভূমিতে এবং নিজের অশৌচে কোন বৈধ কর্ম্মই কর্ত্তব্য নহে	৪৫২
অমাবস্যা, অষ্টমী, পূর্ণিমা এবং চতুর্দ্দশীতে ব্রহ্মচারীর নিয়ম পালনীয়	৪৫২
"ভোজন করিবার পর স্নান করিবে না" ইহার তাৎপর্য্য নিরূপণ	৪৫২
আতুর ব্যক্তি স্নান না করিয়া মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক মস্তকে জলপ্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধ হইবে ...	৪৫৩
বহুবস্ত্রযুক্ত অবস্থায় স্নান করা নিষিদ্ধ	৪৫৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
দেবমূর্ত্তি, পিতা, রাজা প্রভৃতির ছায়া ইচ্ছাপূর্ব্বক লঙ্ঘন করিতে নাই	৪৫৩
গা-রগড়ান জিনিষ, স্নানাবশিষ্ট জল, শ্লেষ্মা প্রভৃতির উপর দাঁড়াইবে না ...	৪৫৪
অধার্ম্মিক, তস্কর এবং পরনারীর সাহচর্য বর্জ্জনীয় ...	৪৫৪
পরদার সেবার দোষ ...	৪৫৪
সর্প, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তির উপর বিক্রম প্রকাশ করিবে না	৪৫৪
ধনলাভের জন্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সচেষ্ট হওয়া উচিত ...	৪৫৫
সত্যকথা, প্রিয়কথা, অপ্রিয় সত্য-কথা কাহাকে বলে ...	৪৫৫
কাহারও সহিত দেখা হইলে "ভদ্রং ভদ্রং" বলিবে ...	৪৫৬
অতিপ্রত্যূষে, ভরদুপুরে, ভরসন্ধ্যায় কোথাও যাইবে না ...	৪৫৬
কানা, খোঁড়া, কুঁজো প্রভৃতি ব্যক্তিকে ঐসব শব্দে ডাকিবে না	৪৫৬
ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় গরু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি স্পর্শ করিবে না	৪৫৬
বিনা কারণে গুপ্ত স্থান কিংবা লোম স্পর্শ করিবে না ...	৪৫৭
মঙ্গলাচার যুক্ত হইবে—মঙ্গল কাহাকে বলে, মঙ্গলাচার কি	৪৫৭
মাঙ্গলিক দ্রব্য ধারণে অশুভ নিবৃত্তি হয়	৪৫৭

	পৃষ্ঠা
অবসর পাইলেই বেদপাঠ কর্ত্তব্য	৪৫৮
সতত বেদপাঠ, শৌচ, তপস্যা এবং অহিংসার ফলে মানুষ জাতিস্মর হয়	৪৫৮
এরূপ ফল নির্দ্দেশের প্রয়োজন কি	৪৫৮
অষ্টকা এবং অন্বষ্টকা কোন্ কোন্ দিনকে বলে ...	৪৫৯
মলমূত্রত্যাগ এবং তাহার শৌচ এবং বাহির হইতে আসিয়া পা ধোয়া, গৃহ হইতে দূরে কর্ত্তব্য	৪৫৯
'মৈত্র কর্ম্ম' ইহার ব্যাখ্যান্তর ...	৪৫৯
দেবতা, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ, গুরু ইহাদের মধ্যে মধ্যে দর্শন করিলে অশুভ দূর হইয়া যায়	৪৫৯
যাহার জন্য অন্য ব্যক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা বর্জ্জনীয়	৪৬০
বেদবিহিত জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মে ইহা প্রয়োজ্য নহে ...	৪৬০
যাচ্ঞার ন্যায় দুঃখপ্রদ কিছু নাই	৪৬০
আচার্য্য, অধ্যাপক, পিতা, মাতা, গুরু, ব্রাহ্মণ, গরু ও তপস্বীর প্রতিকূলতা বর্জ্জনীয় ...	৪৬১
নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবনিন্দা প্রভৃতি বর্জ্জনীয় ...	৪৬১
ক্রুদ্ধ হইয়া অপরকে দণ্ডাঘাত করিবে না	৪৬১
ব্রাহ্মণকে ক্রুদ্ধভাবে দণ্ড উঠানও মহৎ অনিষ্ট ঘটায় ...	৪৬২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
উৎকোচ গ্রহণ এবং প্রবঞ্চনা, মিথ্যাসাক্ষ্যাদি লব্ধ ধন কখনও সুখপ্রদ হয় না ...	৪৬৩
ধর্ম্মপথে থাকিয়া কষ্ট পাওয়াও ভাল তথাপি অধর্ম্মপথ আশ্রণীয় নহে...	৪৬৩
অধর্ম্ম কিংবা ধর্ম্মের ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলে না ...	৪৬৩
"গৌরিব" দৃষ্টান্তটী সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য উভয় প্রকারে ব্যাখ্যা	৪৬৩
ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল নিজের উপর না ফলিলেও পুত্র বা পৌত্রে প্রকাশ পায়	৪৬৪
উহা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয় ...	৪৬৪
অধর্ম্মকারীর প্রথমত বাড়-বাড়ন্ত হয় কিন্তু শেষে সবংশে ধ্বংস ঘটে	৪৬৪
সত্য, ধর্ম্ম, সদাচার এবং শৌচে রতি (তৃপ্তি) রাখিবে ...	৪৬৪
বাক্য, বাহু এবং উদরকে সংযত রাখিবে	৪৬৪
ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থকাম বর্জ্জনীয় ...	৪৬৫
স্থলবিশেষে অর্থবিরুদ্ধ ধর্ম্মও পরিহরণীয়	৪৬৫
'লোকসংক্রুষ্ট ধর্ম্ম' বর্জ্জনীয় ...	৪৬৫
প্রাচীনমতে 'লোকসংক্রুষ্ট' ধর্ম্মের উদাহরণ	৪৬৫
এ সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত প্রদর্শন	৪৬৫
স্বমতে 'লোকসংক্রুষ্ট' ধর্ম্মের উদাহরণ	৪৬৫
পরের অনিষ্টফলক কর্ম্ম করিবে না, সেরূপ চিন্তাও করিবে না ...	৪৬৬
সন্দেহ হইলে পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত কর্ম্ম অনুসরণ করিবে	৪৬৬
শ্লোকটীর ব্যাখ্যান্তরে দোষপ্রদর্শন	৪৬৬
ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, বালক প্রভৃতির সহিত কলহ করিবে না	৪৬৬
আচার্য্য, পিতা হইতে পুত্রকন্যা, দাস প্রভৃতি কে কাহার স্বরূপ	৪৬৭
প্রতিগ্রহ করিবার অভ্যাস ত্যাগ করিবে	৪৬৭
বিদ্বান্ ব্যক্তি যতটুকু আবশ্যক কেবল ততটুকু প্রতিগ্রহ করিতে পারেন	৪৬৭
অবিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে প্রতিগ্রহ করা গুরুতর দোষের ...	৪৬৮
কোন্ কোন্ বস্তুর প্রতিগ্রহে কি কি দোষ	৪৬৮
বেদবিদ্যা এবং তপোহীন ব্যক্তি প্রতিগ্রহের দ্বারা দাতাকে এবং নিজেকে ডুবায় ...	৪৬৮
দানকালে দাতার পক্ষে পাত্র-নিরূপণ করা কর্ত্তব্য ...	৪৬৮
অপাত্রে ধনদান নিষিদ্ধ কিন্তু অন্ন-দান নিষিদ্ধ নহে ...	৪৬৯
'বৈড়াল ব্রতিক' কাহাকে বলে ...	৪৭০
এ সম্বন্ধে পাঠান্তরে অপর একটী শ্লোক	৪৭০
উহাও বৈড়ালব্রতিকের লক্ষণ এবং প্রামাণ্যযুক্ত	৪৭০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃষ্ঠা

'বকব্রতিক' কাহাক বলে ... ৪৭০

বৈড়ালব্রতিক এবং বকব্রতিক ইহাদের উভয়ের পার্থক্য কি ৪৭১

প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি বলিয়া প্রচার করিবে না ৪৭১

কপটতাপূর্ব্বক যে ব্রত করা হয় তাহা নিষ্ফল ... ৪৭১

অন্য আশ্রমের বেশ ধারণ করিবে না—করিবার দোষ কীর্ত্তন ... ৪৭২

পরের অনুৎসৃষ্ট জলাশয়ে স্নান-পানাদি করিবে না .. ৪৭২

নদী, হ্রদ, স্বতঃ-সঞ্জাত সরোবর প্রভৃতিতে নিত্যস্নানাদি কর্ত্তব্য ৪৭২

'যম' এবং 'নিয়ম' উভয়ই পালনীয়

নিষেধ পরিহারকে বলে 'যম' আর বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে বলে নিয়ম ৪৭৩

'যম' পালন সর্ব্বাগ্রে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহার পর 'নিয়ম'অনুষ্ঠান ৪৭৩

যে যজ্ঞে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ঋত্বিক নহেন সেখানকার অন্ন ভোক্তব্য নহে ৪৭৩

অবিদ্বান্ এবং গ্রামযাজী ঋত্বিক্-যুক্ত ও স্ত্রীলোকের প্রাধান্য-বিশিষ্ট যজ্ঞ শিষ্টজননিন্দিত ... ৪৭৩

মদ্যপস্পৃষ্ট এবং কেশকীটাদি দূষিত অন্ন অভক্ষ্য ৪৭৪

মহাপাতকিদৃষ্ট কিংবা রজস্বলা-স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিবে না ... ৪৭৪

পৃষ্ঠা

'রজস্বলা' পৃথক্‌ভাকে উল্লেখ করিবার হেতু কি ... ৪৭৪

ঘুষ্টান্ন এবং গণান্ন ভক্ষণীয় নহে ৪৭৪

অবিভক্ত বহু ভ্রাতার অন্ন গণান্ন নহে ৪৭৫

পুংশ্চলী এবং গণিকার পার্থক্য ... ৪৭৫

শূদ্রকে অন্নপাত্র হইতে অন্ন দিবার পর যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে তাহা অভক্ষ্য ... ৪৭৫

খাইতে বসিয়া একগ্রাস ভোজন করিলে অবশিষ্ট অন্নটী নিজের পক্ষে উচ্ছিষ্ট হয় কি না ... ৪৭৫

চিকিৎসক, মৃগয়াজীবী, উগ্র এবং সূতকাশৌচীর অন্ন অভক্ষ্য ... ৪৭৬

"অনির্দ্দশং'' ইহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ ৪৭৬

'পর্য্যাচান্ত' অন্ন (খাইতে খাইতে উঠিয়া আচমন করিবার পর পুনরায় সেই পরিত্যক্ত অন্ন) অভক্ষ্য ৪৭৬

'বৃথামাংস' অভক্ষ্য ... ৪৭৬

'তুন্নবায়' (যে লোক দর্জ্জির কাজ করে তাহার) অন্ন অভক্ষ্য ... ৪৭৭

কর্ম্মকার প্রভৃতির অন্ন অভক্ষ্য ... ৪৭৭

যাহার গৃহে উপপতির সম্বন্ধ থাকে তাহার অন্ন অভক্ষ্য ... ৪৭৭

'অনির্দ্দশ' পদটীর পুনরুল্লেখের তাৎপর্য্য নিরূপণ ... ৪৭৮

'রাজা' প্রভৃতিদের মধ্যে কাহার অন্ন ভোজনে কি দোষ ঘটে ... ৪৭৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
বিষ্ঠা, মূত্র এবং রেতো ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত	৪৭৮
পূর্ব্বোক্ত অভক্ষ্যান্ন ভক্ষণে জ্ঞানপূর্ব্বকত্ব এবং অজ্ঞানপূর্ব্বকত্ব ভেদে দোষভেদ এবং তদনুসারে প্রায়শ্চিত্তভেদ ...	৪৭৮
অন্ন চারি প্রকারে দোষগ্রস্ত সুতরাং অভক্ষ্য হয়	৪৭৯
শূদ্রের নিকট হইতে আমান্ন গ্রহণ করা যায়	৪৭৯
পূর্ব্বে "শূদ্রস্যোচ্ছিষ্টমেব চ" এস্থলে শূদ্রান্ন ভক্ষণও নিষিদ্ধ হইয়াছে	৪৭৯
গুণবান্ কৃপণ এবং বদান্য সুদখোর উভয়েরই অন্ন সমপ্রকার দোষযুক্ত কিনা	৪৮০
শ্রদ্ধাহীন লোক গুণবান্ হইলেও তাহার অন্ন অশ্রদ্ধাদূষিত ...	৪৮০
কুসীদলব্ধ ধনের দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্ফল হইবে না ...	৪৮০
ধনলাভের উপায়সকলের মধ্যে বিদ্যা, তপঃ, শৌর্য্য প্রভৃতিগুলি উৎকৃষ্ট ...	৪৮০
কুসীদ, কৃষি, বাণিজ্যাদি মধ্যম ...	৪৮১
উৎকোচ, জুয়া প্রভৃতিগুলি অপকৃষ্ট	৪৮১
চৌর্য্য এবং সাহস দ্বারা লব্ধ দ্রব্যে স্বত্ব জন্মে কিনা ...	৪৮১
এ সম্বন্ধে এক সম্প্রদায়ের মতে স্বত্ব সিদ্ধ হয় ...	৪৮১
উহাতে স্বত্ব সিদ্ধ হয় না—সিদ্ধান্ত	৪৮২
কেহ যাচ্ঞা করিলে তাহাকে যা হয় কিছু দিবে ...	৪৮২
জলদানকারী, ভূমিদানকারী প্রভৃতি ব্যক্তিরা কে কিরূপ ফল পায়...	৪৮২
গোদান সম্বন্ধে বিশেষ ভূষণাদি নির্দ্দেশ	৪৮৩
'ব্রহ্মসার্ষ্টিতা' অর্থ কি ...	৪৮৩
ব্রহ্মদান সকল দানের সেরা ...	৪৮৩
'যে যে ভাবে দান করে' ইহার অর্থ পর্য্যালোচনা ...	৪৮৪
'তাহা তাহা প্রাপ্ত হয়' ইহার অর্থ কিরূপ	৪৮৪
সৎকারপূর্ব্বক দানই শ্রেষ্ঠ ...	৪৮৪
দান করিয়া প্রচার করিবে না ...	৪৮৪
প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়াও ধর্ম্ম সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য ...	৪৮৫
ধর্ম্মই পরলোকে একমাত্র উপকারী বন্ধু	৪৮৫
পুত্র যে মৃত মাতাপিতার শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পরলোকে উপকার করে তাহাও নিজ ধর্ম্মেরই ফল ...	৪৮৫
বান্ধবগণ মৃত ব্যক্তিকে কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ ফেলিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় ...	৪৮৫
ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে জ্যোতির্ম্ময় দেহে স্বর্গাদি স্থানে লইয়া যায় ...	৪৮৬
উত্তম বংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, অধমবংশের সহিত সংসর্গ বর্জ্জনীয় ...	৪৮৬
ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি নষ্ট হয় না ...	৪৮৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
'ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া যায়' ইহার অর্থ 'শূদ্রসদৃশ' হয় ...	৪৮৬
অযাচিতভাবে আগত দ্রব্য শূদ্রের নিকট হইতেও গ্রহণীয় ...	৪৮৭
মহাভয়ে চণ্ডালাদিরও উপকার গ্রহণীয়	৪৮৭
কোন নিকৃষ্ট ব্যক্তিও হঠাৎ কোন বস্তু গৃহে আনিয়া দিলে তাহা গ্রহণীয়	৪৮৭
উহা প্রত্যাখ্যান করিলে কি দোষ হয়	৪৮৮
ঐভাবে উপস্থাপিত কোন্ কোন্ বস্তু প্রত্যাখ্যান করিতে নাই ...	৪৮৮
গুরুজনগণ এবং পোষ্যবর্গ ক্ষুধাতুর হইলে তাঁহাদিগের নিমিত্ত অপ্রতিগ্রাহ্যেরও প্রতিগ্রহ বিহিত	৪৮৮
নিজের জন্য কেবল অনিষিদ্ধ ব্যক্তিরই প্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য ...	৪৮৮
গোপাল প্রভৃতির ভোজ্যান্নতা সম্বন্ধে বিশেষ কথা ...	৪৮৯

	পৃষ্ঠা
আত্মনিবেদনকারী শূদ্র কিরূপ ...	৪৮৯
এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যান্তর সমালোচনা	৪৮৯
নিজের স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মিথ্যা পরিচয়দানকারী অতি পাপিষ্ঠ	৪৮৯
উহা দ্বারা বাক্‌স্তেয় করা হয় যাহা সর্ব্বপ্রকার স্তেয় অপেক্ষা অতি-নিকৃষ্ট	৪৯০
ঋণত্রয় শোধ করা হইলে গৃহেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে ...	৪৯০
এই যে সন্ন্যাস ইহা কাম্যকর্ম্মের সন্ন্যাস মাত্র	৪৯০
একাকী থাকিয়া আত্ম চিন্তার ফলে মোক্ষলাভ করা যায় ...	৪৯০
পূর্ব্বোক্ত স্নাতক ব্রতকলাপ ব্রাহ্মণেরই অবশ্যপালনীয় ...	৪৯১
পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়গুলির অনুষ্ঠানের ফলশ্রুতি	৪৯১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পঞ্চম অধ্যায়

	পৃষ্ঠা
ঋষিগণের পুনরায় ভৃগুকে প্রশ্ন ...	৪৯২
ভৃগুকে 'অনলপ্রভব' বলা হয় কিরূপে	৪৯২
অন্নদোষের গুরুত্ব নির্দ্দেশ করাই তাৎপর্য্য	৪৯২
অন্নদোষে অকালমৃত্যু ঘটে ...	৪৯৩
লশুন, পলাণ্ডু প্রভৃতি বস্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ	৪৯৩
'কবক' বস্তুটী কি? ...	৪৯৩
দূষিত সংসর্গে উৎপন্ন বস্তুও নিষিদ্ধ	৪৯৩
লশুনবর্ণ এবং লশুনগন্ধি দ্রব্যও অভক্ষণীয়	৪৯৩
লোহিতবর্ণ বৃক্ষনির্য্যাস অভক্ষণীয়	৪৯৪
গো 'পীযূষ' (সদ্যঃপ্রসূতগাভীর দুগ্ধ) অভক্ষণীয়	৪৯৪
'পীযূষ' অর্থ গোদুগ্ধের একটী অবস্থা বিশেষ	৪৯৪
বৃথা কৃসর প্রভৃতি ভক্ষণ নিষিদ্ধ ...	৪৯৪
'বৃথা' বলিতে কিরূপ অর্থ বুঝায়	৪৯৫
"নাত্মার্থং পচেৎ" ইহার অর্থ নিরূপণ	৪৯৫
বৈদিক অগ্নিতে বৈশ্বদেব কর্ত্তব্য নহে	৪৯৬
অপ্রোক্ষিত মাংস অভক্ষ্য ...	৪৯৬
নবপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ দশ দিন অভক্ষ্য	৪৯৬
উষ্ট্র প্রভৃতির দুগ্ধ সকল সময়েই অভক্ষ্য	৪৯৬
বিবৎসা গাভীরই দুগ্ধ অপেয়, ছাগী কিংবা মহিষীর নহে ...	৪৯৭
অনির্দ্দশা ছাগী এবং মহিষীরও দুগ্ধ অপেয়	৪৯৭
মহিষ ছাড়া বন্যপশুমাত্রেরই দুগ্ধ বর্জ্জনীয়	৪৯৭
স্ত্রী ক্ষীর সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় ...	৪৯৭
'শুক্ত' দ্রব্য অভক্ষ্য ...	৪৯৭
'শুক্ত' কাহাকে বলা যায় ...	৪৯৮
দধি এবং দধিসম্ভূত তক্র প্রভৃতি 'শুক্ত' হইলেও অভক্ষ্য নহে ...	৪৯৮
আমমাংসভুক্ পক্ষী এবং একশফ পশু অভক্ষ্য	৪৯৮
হংস, গ্রামকুক্কুট প্রভৃতি অভক্ষ্য ...	৪৯৯
'উপসংহার' কাহাকে বলে ...	৪৯৯
এখানে 'উপসংহার' গ্রহণ করা সঙ্গত কিনা	৫০০
বেদের উপর অভিযোগ চলে না কেন	৫০০
ভক্ষ্যবস্তুর নিষেধ সম্বন্ধে বিকল্প স্বীকার করা যায় কিনা ...	৫০০
সূনা (কসাইখানা বা মাংসের দোকান) হইতে গৃহীত মাংস অভক্ষ্য	৫০১
বক, বলাকা, মৎস্য প্রভৃতি অভক্ষ্য	৫০১
বোয়াল মাছ এবং রোহিত প্রভৃতি সশল্ক মৎস্য ভক্ষণ করা যায় ...	৫০২
"ভক্ষ্যোঘপি সমুদ্দিষ্টান্" এস্থলে 'সমুদ্দিষ্ট পদটীর তাৎপর্য্য কি	৫০২
পঞ্চনখ প্রাণীর মধ্যে কোন্ পাঁচটী ভক্ষণ করা চলে ...	৫০২
ছত্রাক, রশুন, পলাণ্ডু প্রভৃতি ভক্ষণে পাতিত্য ...	৫০৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃষ্ঠা

অজ্ঞাতসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ হইয়াছে, এই প্রকার শঙ্কায় ব্রাহ্মণের পক্ষে বৎসরে একবার প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য ... ৫০৩
যজ্ঞাদির জন্য প্রশস্ত পশুবধ করা চলিবে ৫০৪
এ সম্বন্ধে শ্রুতি এবং পুরাণের নির্দ্দেশ ৫০৪
অবিকৃত পর্য্যুষিত খাদ্যদ্রব্য স্নেহ-সংযুক্ত করিয়া খাওয়া যায় ... ৫০৫
'হবিঃশেষ' ইহার সহিতও 'স্নেহ-সংযুক্ত'টী অন্বিত হইবে ... ৫০৫
যব, গম এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য পর্য্যুষিত হইলেও খাওয়া যায় ... ৫০৫
অতঃপর বর্ণিত নিষেধগুলি শূদ্রের পক্ষেও প্রয়োজ্য ... ৫০৬
যে দ্রব্য বৈশ্বদেব কর্ম্মে ব্যবহার করা যায় না তাহা ভক্ষণ করা যে নিষিদ্ধ এরূপ নহে ... ৫০৬
মাংসের পক্ষে ঐ নিয়মটী খাটিবে না ৫০৬
'প্রোক্ষিত মাংস' ইহার অর্থ কি
মতান্তরে 'প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েৎ' এটী অনুবাদ ৫০৭
প্রবৃত্তির লৌকিক কারণ অন্বয়-ব্যতিরেকলব্ধ হইলে বিধির বিধায়কতা নাই ... ৫০৭
'প্রোক্ষিত ভক্ষণে' নিয়মবিধি স্বীকারে দোষ ... ৫০৮
উহাতে 'পরিসংখ্যা' স্বীকার করিয়া সামঞ্জস্য প্রদর্শন ... ৫০৮
মতান্তরে অসামঞ্জস্য নির্দ্দেশ ... ৫০৮
"প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েৎ" ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্দ্দেশ ... ৫০৮

পৃষ্ঠা

ব্রাহ্মণগণের আদেশে তাঁহাদের সহিত মাংস ভোজন করা যায় ৫০৯
মধুপর্কার্হ ব্যক্তির পক্ষে মধুপর্ক অবশ্য ভক্ষণীয় কিনা ... ৫১০
ঋত্বিক্‌গণের ইড়াভক্ষণে মাংসভক্ষণ কর্ত্তব্য কিনা ... ৫১০
গোপের গোপূজা গোবধ ... ৫১০
ব্রহ্মচারীর পক্ষে শ্রাদ্ধেও মাংসভক্ষণ অকর্ত্তব্য ... ৫১১
প্রাণসংশয়ে মাংসভোজন অনুমোদিত ... ৫১১
ক্ষয়রোগী প্রভৃতির পক্ষে মাংসভোজন সর্ব্বদা অনুমোদিত ... ৫১১
বেদান্ত দর্শনের 'সর্ব্বান্নানুমতি' অধিকরণের উল্লেখ ... ৫১১
স্থাবর জঙ্গম সমস্তই প্রাণের অন্ন ৫১২
এসম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদের উল্লেখ ... ৫১২
ভীরুরা বীরের খাদ্য ... ৫১২
প্রজাপতিই কতকগুলি প্রাণীকে অন্য কতকগুলি প্রাণীর খাদ্য করিয়াছেন ... ৫১২
দেবতা এবং পিতৃগণকে নিবেদন পূর্ব্বক মাংস খাওয়া যায় ... ৫১২
কেনা মাংস 'সৌন' হইবে না কিরূপে ৫১৩
অবৈধ মাংসভক্ষণে দোষ ... ৫১৩
বেদবিহিত স্থল ছাড়া অন্যবিধি অনুসারে পশুবধ কর্ত্তব্য নহে ৫১৪
যজ্ঞে নিহত পশু প্রভৃতিরা ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয় ৫১৫
উহা সম্ভব কিনা, তদ্বিষয়ক বিচার ৫১৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
শ্রাদ্ধে মাংস দিবার নির্দ্দেশ থাকিলেও পশুবধ উহার 'অঙ্গ' নহে	৫১৭
বানপ্রস্থাশ্রমীর পক্ষে হিংসা অনুমোদিত নহে ...	৫১৭
বেদবিহিত হিংসায় দোষ নাই ...	৫১৮
হিংসানিবৃত্ত ব্যক্তির উৎকর্ষ ...	৫১৯
মাংসভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উচিত	৫১৯
প্রাণিবধের অনুমোদনকর্ত্তা প্রভৃতিরা 'ঘাতক' পদবাচ্য হয় কি না	৫২০
পদপদার্থ সম্বন্ধ নিরূপণে ব্যাকরণ স্মৃতিই অনুসরণীয় ...	৫২০
মাংসখাদক ও প্রাণিবধের প্রয়োজক কিনা ...	৫২১
প্রয়োজকত্ব বিচার ...	৫২১
নষ্টাশ্বদগ্ধরথন্যায়	৫২২
মাংসত্যাগের প্রশংসা ...	৫২২
একজনের পক্ষে শত অশ্বমেধ অনুষ্ঠান সম্ভব কিনা ...	৫২২
আসক্তিচালিত না হইয়া পরিমিত-ভাবে বৈধ মাংস ভোজনাদিতে দোষ নাই	৫২৩
শুদ্ধির জ্ঞান অশুদ্ধিজ্ঞান সাপেক্ষ	৫২৪
অজাতদন্ত, জাতদন্ত, কৃতচূড় ভেদে বালকের মরণে অশৌচভেদ	৫২৪
অশৌচ বিকল্পে ব্যাখ্যান্তরের সমালোচনা	৫২৪
'কৃতচূড়' ইহা দ্বারা কি প্রকার বয়স লক্ষিত হয় ...	৫২৫
অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত শৈশব কাল, তৎপরবর্ত্তী বয়সের মরণে পূর্ণাশৌচ	৫২৫

	পৃষ্ঠা
সগুণাদি ভেদে অশৌচ ভেদ ...	৫২৬
অশৌচ শব্দের গৌতম বচনের তাৎপর্য্য নিরূপণ ...	৫২৭
সপিণ্ডতা নিরূপণ	৫২৭
ব্রাহ্মণাদির ভিন্নজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সম্বন্ধে সপিণ্ডতা কিরূপ	৫২৮
রাজা, কারুশিল্পী প্রভৃতির 'সদ্যঃ শৌচ' কোন্ বিষয়ে ...	৫২৯
অশৌচ বিষয়ে অবিবাহিতা নারীর সপিণ্ডতা তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ...	৫২৯
'সমানোদক' কোন্ পর্য্যন্ত ...	৫২৯
জননাশৌচে মরণাশৌচের অতিদেশ বিষয়ক আলোচনা ...	৫৩০
পুত্রজন্মদিবসে পিতার অশৌচ থাকে না, ইহার তাৎপর্য্য নিরূপণ	৫৩১
অনাথ স্বজাতীয় মৃত ব্যক্তির বহনদহনে অশৌচ নাই ..	৫৩১
আচার্য্যের বহনদহনাদিতে অশৌচ কিরূপ	৫৩২
গর্ভস্রাবাশ্রৌ এবং তন্নিমিত্তক অশৌচ বিচার	৫৩২
রজস্বলাশৌচ সম্বন্ধে বিচার ...	৫৩২
দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ না হইলে তৎপূর্ব্বে মৃত বালকের ঔর্দ্ধ-দেহিক কিরূপ	৫৩৩
বালকের তৃতীয় বৎসর পূর্ণ না হইয়া মরণে ঔর্দ্ধদেহিক কিরূপ	৫৩৩
বাগ্দত্তা নারীর মরণে অশৌচ বিষয়ক বিচার	৫৩৪
মৃতাহাশৌচ মধ্যে সপিণ্ডগণের পালনীয় নিয়ম	৫৩৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
বিদেশস্থাশৌচ কিরূপ ...	৫৩৬
অশৌচসঙ্কর ঘটিলে অশৌচ কিরূপ	৫৩৭
অশৌচসঙ্করের ভেদ নিরূপণ ...	৫৩৭
রাজার মৃত্যুতে অশৌচ ...	৫৩৭
ক্ষত্রিয় প্রভৃতির অশৌচকাল নির্দ্দেশ	৫৩৮
মতান্তরের সমালোচনা ...	৫৩৯
'অশৌচের দিন বর্দ্ধিত করিবে না' ইহার তাৎপর্য্য নিরূপণ ...	৫৩৯
অশৌচ নিবৃত্তিতে স্নানাদি বাহ্য শৌচে বিলম্ব করিবে না ...	৫৪০
অশৌচমধ্যে নিত্যকর্ম্ম করা যায় কিনা	৫৪০
শবস্পর্শকারীকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয় ...	৫৪১
অন্য অস্পৃশ্য স্পর্শনকারীকে স্পর্শ করিলে স্নান কর্ত্তব্য কি না ...	৫৪১
অশুচি দর্শনে মন্ত্রবিশেষ জপ কর্ত্তব্য	৫৪২
সমাবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারীর পক্ষে প্রেতক্রিয়া নিষিদ্ধ ...	৫৪২
নিজ মাতার প্রেতক্রিয়াটী কিন্তু তাহারও অবশ্য কর্ত্তব্য ...	৫৪৩
কাহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে	৫৪৩
কাহাদের পক্ষে আত্মঘাতে দোষ নাই, তাহা অনুমোদিত ...	৫৪৩
অবৈধ আত্মঘাতীরও ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নারায়ণবলিযাগ প্রভৃতি পূর্ব্বক করা চলে ...	৫৪৪
অবৈধ আত্মঘাতীর শবানুগমন, অশ্রুপাতাদিতে প্রায়শ্চিত্ত ...	৫৪৪
অনিচ্ছাপূর্ব্বক জলাদি মৃত্যুতে আত্মঘাত হয় কিনা ...	৫৪৫
সম্ভবস্থলে স্বেচ্ছায় অসাবধান হওয়ায় কিংবা হঠকারিতায় মৃত্যুতে আত্মঘাতী হইবে ...	৫৪৬
উহারই কয়েকটী দৃষ্টান্ত ...	৫৪৬
কিরূপ নারীর ঔর্দ্ধদেহিক নিষিদ্ধ	৫৪৬
"ব্রাহ্মণো ন পিবেৎ সুরাম্" এখানে লিঙ্গ বিবক্ষিত কিনা	৫৪৭
'ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ'' এস্থলে লিঙ্গ বিবক্ষিত নহে	৫৪৭
লিঙ্গ সংখ্যাদির বিবক্ষিতত্ব এবং অবিবক্ষিতত্ব বিচার ...	৫৪৭
প্রাতিপদিকার্থটীই সর্ব্বত্র বিবক্ষিত, কিন্তু লিঙ্গসংখ্যাদি নহে ...	৫৪৮
উহার কারণ বিশ্লেষণ ...	৫৪৮
"ন হন্তব্যঃ" এস্থলে নঞ্ পদার্থটীই বিধির সহিত অন্বিত হয় ...	৫৪৮
হনন ক্রিয়াটীর অন্বয় হয় কিরূপে তাহা নিরূপণ ...	৫৪৯
"ব্রাহ্মণঃ" ইহার একত্ব এবং পুংস্ত্ব বিবক্ষিত নহে কেন তাহার বীজ উদ্‌ঘাটন ...	৫৫০
"ব্রাহ্মণো ন পিবেৎ সুরাম্" ইত্যাদি স্থলেও ঐ একই কারণে একত্ব এবং পুংস্ত্ব বিবক্ষিত নহে ...	৫৫০
"গ্রহং সম্মার্ষ্টি" এস্থলে একত্ব অবিবক্ষিত কেন তাহার হেতু বিশ্লেষণ	৫৫১
"ভার্য্যামুপযচ্ছেত" "অপত্যমুৎপাদয়েৎ" এস্থলে একত্ব বিবক্ষিত কেন ...	৫৫১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
"পশুনা যজেৎ" এস্থলে লিঙ্গ এবং সংখ্যাকে বিবক্ষিত বলা হয় কেন তাহার কারণ বিশ্লেষণ … …	৫৫১
"অক্তাঃ শর্করাঃ" ইত্যাদি অর্থবাদের সহিত "দেবনামশ্নতা হবিঃ" এই অর্থবাদটীর পার্থক্য প্রদর্শন … …	৫৫২
গুরু এবং মাতাপিতার বহন দহনাদিতে ব্রহ্মচারীর ব্রতলোপ হয় না … …	৫৫২
বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে রাজা অশৌচজনিত অশুচি হইবেন না …	৫৫৩
কোন্ কোন্ স্থলে মরণে সদ্যঃ শৌচ … …	৫৫৪
যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির উৎকর্ষ …	৫৫৪
অশৌচ শুদ্ধির নিমিত্ত স্নান এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান …	৫৫৫
ইচ্ছাপূর্ব্বক সজাতি শবানুগমনকারীর স্নান করা কর্ত্তব্য …	৫৫৬
ব্রাহ্মণাদির শবদেহ শূদ্রের দ্বারা বহনদহন করাইবে না …	৫৫৬
কোন্ কোন্ পদার্থ শুদ্ধিকারক …	৫৫৬
নদী প্রভৃতি কিভাবে শুদ্ধ হয় …	৫৫৭
শরীর, মন, বুদ্ধি এবং জীবাত্মা শুদ্ধ হয় কিরূপে … …	৫৫৮
'বুদ্ধির শুদ্ধি" ইহার নানাপ্রকার ব্যাখ্যা … …	৫৫৮
দ্রব্যশুদ্ধির প্রতিজ্ঞা …	৫৫৯
দ্রব্যের শুচিত্ব এবং অশুচিত্ব কি ভাবে ঘটে তাহা কেবল শাস্ত্র হইতেই জ্ঞেয় …	৫৫৯
শুচিত্ব অশুচিত্ব পদার্থ নির্দ্দেশ করা ধর্ম্মশাস্ত্রে সঙ্গত কিনা …	৫৬০

	পৃষ্ঠা
শুদ্ধি বিধি অশুদ্ধ বস্তু ব্যবহার নিষেধের প্রতিপ্রসবস্বরূপ …	৫৬০
সিদ্ধার্থ প্রতিপাদক স্মৃতির মূলেও তাদৃশ বেদবচনই আছে …	৫৬১
ধনবিভাগ বিষয়ক 'ধন গ্রহণ করিবে' ইত্যাদি স্মৃতি বিধি হইতে পারে না …	৫৬১
উহাকে নিয়মবিধি বলিলে দোষ …	৫৬১
ঐ স্থলে পরিসংখ্যা বিধি বলিলে দোষ … …	৫৬১
"বিভজেরন্" ইত্যাদি পদে 'প্রাপ্তকালে লিঙ্' উহা অনুবাদ স্বরূপ … …	৫৬২
শুদ্ধিবোধক স্মৃতিকে বিধিও বলা যায় … …	৫৬২
অশুদ্ধ তৈজস দ্রব্য কিভাবে শুদ্ধ করিতে হয় … …	৫৬৩
তৈজস দ্রব্য কিরূপে অশুদ্ধ হয় …	৫৬৩
শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্যের শুদ্ধি …	৫৬৩
তামা, লোহা, পিতল, রাং ও সীসার শুদ্ধি …	৫৬৪
ঘৃত তৈলাদি দ্রব দ্রব্যের শুদ্ধি …	৫৬৪
ভূমিস্থিত দ্রব্য এবং সংহত দ্রব্যের শুদ্ধিপ্রকার …	৫৬৫
গ্রহচমসাদি যজ্ঞপাত্রের শুদ্ধি প্রকার … …	৫৬৫
বহু পরিমাণ ধান্যাদির শুদ্ধি প্রকার … …	৫৬৬
'বহুপরিমাণ' বলিতে কি পরিমাণ বুঝায় … …	৫৬৬
প্রকৃতি এবং বিকৃতির শুদ্ধি একই নিয়মে … …	৫৬৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
ময়ূরাদির পালক এবং তন্নিষ্পন্ন দ্রব্য, তাল বৃন্ত প্রভৃতির শোধন	৫৬৭
'তৃণরাজ' তাল বৃক্ষের নাম ...	৫৬৭
রেশম, কম্বল প্রভৃতির শুদ্ধি প্রকার	৫৬৭
গৃহ শুদ্ধ করিবার প্রকার ...	৫৬৮
আবাসভূমি শুদ্ধ করিবার প্রক্রিয়া	৫৬৮
পক্ষী দ্বারা উচ্ছিষ্ট, গরুর দ্বারা আঘ্রাত অন্ন কিভাবে শুদ্ধ হয়	৫৬৯
পরিমাণে অল্প হইলে তাহা পরিত্যাজ্য	৫৬৯
দ্রব্য শুদ্ধ করিতে হইলে মৃদ্ঘর্ষণ এবং জলসেচন সকল স্থলেই আবশ্যক	৫৭০
তিনপ্রকার বস্তু শুদ্ধ ...	৫৭১
মাটীর উপর কি পরিমাণ জল থাকিলে তবে তাহা শুদ্ধ হইবে	৫৭২
শিল্পীর হস্ত অশুচি নহে, ইহার তাৎপর্য	৫৭২
হট্টে প্রসারিত পণ্য দ্রব্য অশুচি হয় না	৫৭৩
দোকানের খাবার অভক্ষ্য ...	৫৭৩
'স্ত্রীলোকের মুখ পবিত্র' ইহার তাৎপর্য্য	৫৭৩
গোদোহনকালে গোবৎসের মুখ অপবিত্র নহে ...	৫৭৩
নাভির ঊর্দ্ধবর্ত্তী ইন্দ্রিয়গুলি পবিত্র	৫৭৪
মক্ষিকা, ছায়া প্রভৃতি অপবিত্র নহে	৫৭৪

	পৃষ্ঠা
হস্ত প্রভৃতিতে দেহের মল লাগিলে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা তাহা শুদ্ধ করিতে হয়...	৫৭৫
দেহের দ্বাদশ প্রকার মল কি কি	৫৭৫
মলদ্বার প্রভৃতিতে মৃত্তিকা ঘর্ষণের নিয়ম	৫৭৫
ব্রহ্মচারী প্রভৃতির পক্ষে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ শৌচ কর্ত্তব্য ...	৫৭৬
শৌচের পর এবং বেদ অধ্যয়ন-অধ্যাপন ও ভোজনের পূর্ব্বে আচমন কর্ত্তব্য ...	৫৭৬
স্ত্রী-শূদ্রের পক্ষে আচমনবিধি ...	৫৭৬
সদাচারপরায়ণ শূদ্রের পক্ষে আচমনের বিশেষত্ববিধান ...	৫৭৬
দন্তসংলগ্ন ভুক্তদ্রব্য দন্তবৎ হইয়া যায়	৫৭৭
এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা ...	৫৭৭
আঁচাইবার জল মাটীতে পড়িয়া ছিটকাইয়া লাগিলে অশুচি হয় কিনা	৫৭৮
কাহাদের কাহাদের উচ্ছিষ্ট বলে	
উচ্ছিষ্টস্থ ব্যক্তির দেহস্থিত দ্রব্য কিরূপে শুদ্ধ হয় ...	৫৭৮
এসম্বন্ধে অন্যস্মৃতি বচনের সহিত বিরোধ পরিহার ...	৫৭৯
বমন ও বিরেচনকারীর শুদ্ধি ...	৫৭৯
ক্ষবণ প্রভৃতির পর আচমন কর্ত্তব্য	৫৭৯
স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য নাই ...	৫৮০
স্ত্রীলোকের গৃহমধ্যে কর্ত্তব্য কিরূপ	৫৮১
জীবিত কি মৃত কোন অবস্থায় স্বামীকে লঙ্ঘন করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য নহে	৫৮১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
বিবাহ স্ত্রীলোকের মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন-স্বরূপ	৫৮১
স্বামীই স্ত্রীলোকের ইহলোক এবং পরলোকের সুখদাতা ...	৫৮২
সধবা নারীর স্বতন্ত্রভাবে কোন ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার নাই ...	৫৮২
স্ত্রীলোকের সহমরণ কর্ত্তব্য নহে	৫৮৩
পরাশর স্মৃতির "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনের অর্থ নিরূপণ	৫৮৪
পুত্রলাভের জন্যও বিধবা নারীর পরপুরুষ সংসর্গ কর্ত্তব্য নহে ...	৫৮৪
স্ত্রীলোকের পত্যন্তরগ্রহণ ইহলোক এবং পরলোক উভয়ত্রই অনিষ্ট-ফলক	৫৮৫
মৃতপত্নীক পুরুষের পুনর্ব্বার বিবাহ কর্ত্তব্য কেন ...	৫৮৬
বিধবা নারীর পুরুষান্তর সংসর্গ নিষেধ এবং 'নিয়োগ' শাস্ত্রের বিরোধ পরিহার ...	৫৮৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ষষ্ঠ অধ্যায়

	পৃষ্ঠা
গৃহস্থাশ্রমের পর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণের বিধি ...	৫৮৭
গ্রাম্য আহার এবং পরিচ্ছদ বর্জ্জনীয়	৫৮৭
অগ্নিহোত্রের অগ্নি এবং তাহার উপকরণ লইয়া যাইবে ...	৫৮৮
বনেও পঞ্চযজ্ঞ কর্ত্তব্য ...	৫৮৮
সতত স্বাধ্যায়নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক	৫৮৯
বানপ্রস্থে সঙ্গে পত্নী না থাকিলে যজ্ঞাদি করা চলে কিনা ...	৫৯০
এসম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত প্রদর্শন	৫৯০
উক্ত বিষয়ে মতান্তরে সমাধান প্রদর্শন	৫৯১
ঐ মতান্তরের সমীক্ষা এবং সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ	৫৯১
বনে স্বয়ং উৎপন্ন নীবার প্রভৃতি দ্বারা যজ্ঞ কর্ত্তব্য ...	৫৯২
বানপ্রস্থাশ্রমীর পক্ষে মধু, মাংস প্রভৃতি বর্জ্জনীয় ...	৫৯৩
উহারই ভক্ষণ বিষয়ক বিশেষ নিয়ম	৫৯৩
ভোজন কমাইয়া আনিবার নির্দ্দেশ	৫৯৪
‘পঞ্চতপাঃ’ প্রভৃতি হইয়া কষ্ট সহ্য করিবার উপদেশ ...	৫৯৫
ভস্মপান বিধানে শ্রৌত অগ্নির আত্ম-সমারোপণ ...	৫৯৬
খাদ্য না মিলিলে অল্প পরিমাণ ভৈক্ষ সংগ্রহ করা চলিবে ...	৫৯৬
মহাপ্রস্থান করিবার উপদেশ ...	৫৯৭
ঐ সমস্ত তপঃসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হন ...	৫৯৮
তাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারেন কিনা ...	৫৯৮
‘ব্রহ্মসংস্থ’ ব্যক্তি অমৃতত্বলাভ করেন, ইহার অর্থ বর্ণন ...	৫৯৯
আশ্রমান্তরস্থিত ব্যক্তিরও অদ্বৈ-তাত্মজ্ঞানমূলক ব্রহ্মভাবাপত্তি	৫৯৯
বানপ্রস্থাশ্রমীর মৃত্যুবরণ শ্রুতি-বিরুদ্ধ কিনা ...	৬০০
আয়ুর চতুর্থভাগে সন্ন্যাস গ্রহণ, ইহার অর্থ নিরূপণ ...	৬০০
আশ্রমসমুচ্চয়ের নির্দ্দেশ ...	৬০১
ত্রিবিধ ঋণ শোধ করিবার উপদেশ	৬০১
সব কয়টী আশ্রম পর পর পালনীয় কি না	৬০১
উক্ত বিষয়ে মতান্তর পর্য্যালোচনা	৬০১
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে এবং সন্ন্যাসে ক্লীব, পঙ্গু, অন্ধ প্রভৃতিরই অধিকার, এই মতটীর যৌক্তিকতা পর্য্যালোচনা ...	৬০২
আশ্রম বিকল্পপক্ষে নিগমন ...	৬০২
প্রাজাপত্য-ইষ্টি এবং অগ্নিসমা-রোপণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ বিধি	৬০৩
সন্ন্যাসীর নিকট সর্ব্বভূতের অভয়-প্রাপ্তি কিরূপ ...	৬০৩
সন্ন্যাসী কোন বিষয়ে আকৃষ্ট বা স্নেহযুক্ত হইবেন না ...	৬০৪
সন্ন্যাসীর পক্ষে লৌকিক অগ্নিও পরিত্যাজ্য	৬০৪
মৌন অবলম্বন করা এবং একচিন্ত হওয়া উচিত	৬০৪

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃষ্ঠা

ভগ্ন মৃৎপাত্র এবং ছিন্ন বস্ত্রমাত্র সঙ্গে থাকিবে ৬০৫
"দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদম্" ইত্যাদি নিয়ম অনুসরণ করা উচিত ... ৬০৫
কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ কিংবা কোন বিষয়ে অসহিষ্ণু না হওয়া উচিত ৬০৬
'সপ্তদ্বারাবকীর্ণ' মিথ্যা ভাষণ বিষয়ে সাবধান হইবে ... ৬০৬
অধ্যাত্ম চিন্তাই কেবল কর্ত্তব্য ... ৬০৬
জ্যোতিষ বিদ্যা, হাতদেখা প্রভৃতির সাহায্যে ভিক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ ... ৬০৬
সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্রাদি কিরূপ হইবে ৬০৭
কিভাবে কোন্ সময়ে ভিক্ষা কর্ত্তব্য ৬০৮
সংসারের অসারতা ভাবনা দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের ক্লেশ সহ্য হয় ... ৬০৯
অতি কষ্টপ্রদ সংসারগতি চিন্তা দ্বারা বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্তি কর্ত্তব্য ৬০৯
যোগের দ্বারা চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন কর্ত্তব্য ... ৬১০
সন্ন্যাসীর চিহ্ন ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করিলেই যে সন্ন্যাসের ফল পাওয়া যায় তাহা নহে ... ৬১১
কোন ক্ষুদ্র প্রাণীরও যাহাতে মৃত্যু না ঘটে সেইভাবে শোওয়া, বসা, চলাফেরা করা কর্ত্তব্য ... ৬১১
প্রাণায়াম সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য ... ৬১১
স্বর্ণাদি ধাতু যেমন অগ্নি সংযোগে শুদ্ধ হয় শরীরও সেইরূপ প্রাণায়ামে শুদ্ধ হয় ... ৬১২
'প্রাণায়াম দ্বারা দোষ দগ্ধ করিবে' ইহার অর্থ কি ... ৬১২

পৃষ্ঠা

'ধারণা দ্বারা কিল্বিষ ধ্বংস করিবে' ইহার তাৎপর্য্য নিরূপণ ... ৬১৩
'ধারণা' কাহাকে বলে ... ৬১৩
মতান্তরে মৈত্রী করুণাদিকে বলে ধারণা ৬১৪
মৈত্রী করুণাদির লক্ষণ ... ৬১৪
গুণত্রয়কে দগ্ধ করা যায় কিরূপে ... ৬১৪
কর্ম্মবশে নানা যোনিতে ভ্রমণ ইহা ধ্যানযোগে নিরূপণ করিবে ... ৬১৫
ঐ 'ধ্যানযোগ' কি ... ৬১৫
তত্ত্বজ্ঞানে সংসার নিবৃত্তি ... ৬১৫
জ্ঞান এবং কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষলাভ ৬১৫
কোন্ বৈদিক কর্ম্মের ফল মোক্ষ ... ৬১৫
নিত্যকাম্য সকল প্রকার কর্ম্মের ফল মোক্ষ ৬১৬
মতান্তরে কর্ম্মফলোক্তি অসত্য, শাস্ত্রে কর্ম্মফলশ্রুতি 'রোচনার্থা' ৬১৭
মনুষ্যদেহটী একটী ভূতের বাড়ী ... ৬১৭
দেহে দোষ দর্শন দ্বারা আসক্তি ত্যাগ কর্ত্তব্য ৬১৮
শরীর ত্যাগ করিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া অনাবশ্যক ... ৬১৮
প্রিয় এবং অপ্রিয়কারীর প্রতি রাগদ্বেষ বর্জ্জন করিবার উপায় ৬১৯
সন্ন্যাসীর পক্ষে সকল পদার্থে সর্ব্বতোভাবে স্পৃহাশূন্য হওয়া আবশ্যক ৬১৯
'সমস্তই ধ্যানিক' ইহার অর্থ কি ... ৬১৯
সুখদুঃখ নিজ কর্ম্মেরই ফল ভাবিয়া কাহারও প্রতি তুষ্ট বা রুষ্ট হওয়া অনুচিত ... ৬২০
'অনধ্যাত্মবিৎ' ইহার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ৬২০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	পৃষ্ঠা
অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মকলাপের উপর তত্ত্বদৃষ্টি না থাকিলে তাহার ফল নশ্বর হয়	৬২১
আধিযজ্ঞিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ বেদই জ্ঞাতব্য	৬২১
অজ্ঞ, বিজ্ঞ, স্বর্গার্থী, মোক্ষার্থী সকলেরই ঐ বেদ অভীষ্টপ্রদ	৬২১
আশ্রম সমুচ্চয়ের ফল নির্দ্দশ ...	৬২২
'বেদসন্ন্যাস' ইহার অর্থ নিরূপণ ...	৬২২
বেদসন্ন্যাসী কোন্ আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত	৬২২
ইহাতে অনাশ্রমিত্ব দোষ আসে কিনা	৬২৩
গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি	৬২৩
এতদ্‌বিষয়ক স্মৃতির পূর্ব্বাপর বিরোধ উদ্ভাবন ...	৬২৩
বিবাহের প্রয়োজক কে—শ্রৌত-কর্ম্মকলাপ, অপত্যোৎপাদনবিধি, না কাম ?	৬২৩
ইহাদের একটীকে প্রয়োজক বলিলে অন্য দুইটীর উপকার প্রসঙ্গসিদ্ধ হয় ...	৬২৪
কামই বিবাহের প্রয়োজক বলিয়া সিদ্ধান্ত	৬২৪

	পৃষ্ঠা
ঐরূপ বলিবার ফল কি তাহা নির্দ্দেশ	৬২৫
অগ্ন্যাধান কাম্য কর্ম্মপ্রযুক্ত ...	৬২৬
মতান্তরে কর্ম্মবিধি সকলই বিবাহের প্রয়োজক	৬২৬
ঋণ শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা	৬২৬
প্রকারান্তরে গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা নির্দ্দেশ	৬২৬
'দশলক্ষণ' ধর্ম্ম কি ...	৬২৭
ঋণত্রয় থাকিতে প্রব্রজ্যাদিতে অধিকার নাই ...	৬২৮
বেদান্তার্থ জ্ঞানও স্বাধ্যায়বিধি-বোধিত	৬২৮
'বেদসন্ন্যাস' কোন সময় কর্ত্তব্য ...	৬২৮
বেদপাঠ পরিত্যাজ্য নহে ...	৬২৮
'ব্রাহ্মণের পক্ষেই চারি আশ্রম' ইহাতে শঙ্কা ...	৬২৯
পূর্ব্বপক্ষমতে উপক্রমবাক্যের প্রাবল্য প্রদর্শন ...	৬২৯
প্রকরণার্থবিরোধী উপক্রমবাক্য দুর্ব্বল	৬২৯
প্রকরণ সঙ্গত উপসংহার বাক্য প্রবল	৬২৯
ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের সন্ন্যাসে অধিকার নাই ...	৬৩০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চতুর্থ অধ্যায়

(দ্বিজাতিগণ জীবনের প্রথম চতুর্থভাগ গুরুকুলে ব্রহ্মচারিরূপে বাস করিয়া জীবনের দ্বিতীয় চতুর্থ অংশটী দারপরিগ্রহপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্ববর্ণিত দুইটী অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়টী স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটীতে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছেন। (ইহা হইল এই শ্লোকটী বলিবার প্রথম প্রয়োজন)। গার্হস্থ্যধর্ম্মে জীবিকা অর্জনের উপায় কি সে সম্বন্ধে বিধান এখানে বলা হইবে,—ইহা জানাইয়া দেওয়া এই শ্লোকটীর দ্বিতীয় প্রয়োজন। মানুষের আয়ুর কোন নির্দ্ধারিত পরিমাণ নাই। কাজেই আশ্রমী ব্যক্তিগণের আশ্রমের কালরূপে জীবনের চতুর্থভাগটীকে নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় না। এইজন্য এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, আশ্রমের পক্ষে যে পরিমাণ কাল পূর্ব্বে বিধান করা হইয়াছে ইহা দ্বারা তাহারই অনুবাদ করা হইতেছে মাত্র। যদিও "পুরুষের আয়ুঃ শত বৎসর" এই বেদবচন অনুসারে শতবৎসর আয়ু ধরিয়া লইলে তাহার চতুর্থ ভাগ (পঁচিশ বৎসর) পাওয়া যায় বটে এবং তদনুসারে 'আয়ুর চতুর্থ ভাগ' এরূপ বলা কথঞ্চিৎ সঙ্গত হয় তথাপি "বেদ গ্রহণই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সমাপ্তি কাল" এইভাবে প্রথম আশ্রমটীর অন্য প্রকার সীমাও (কালিক পরিমাণও) নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার "গৃহস্থ যখন দেখিবে যে নিজের কেশজাল পক্ক হইয়াছে" ইত্যাদি বচনে গৃহস্থাশ্রমেরও অন্য প্রকার সীমা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই এখানে যেভাবে আশ্রমের সীমা উল্লেখ করা হইতেছে উহাতে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই বলিয়া এটী যে পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়েরই অনুবাদ, ইহা অনুমান করা যায়। "চতুর্থম্ আদ্যম্ আয়ুষো ভাগম্"=জীবনের প্রথম চতুর্থ ভাগ;—এই যে 'প্রথম'তা ইহা জন্ম সময় হইতে ধরিতে হইবে। "গুরৌ উষিত্বা"=গুরুসমীপে বাস করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তাহার পর জীবনের দ্বিতীয় চতুর্থ ভাগটী বিবাহ করিয়া "গৃহে বসেৎ"=গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে। ১

(প্রাণিগণের প্রতি কোনরূপ 'দ্রোহ' না করিয়া অথবা অতি অল্পমাত্রা 'দ্রোহ' করিয়া যে জীবিকা অর্জ্জন করা যায় ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহাই আশ্রয়ণীয়।)

(মেঃ)—সেই গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে থাকিয়া "অদ্রোহেণৈব ভূতানাং"=প্রাণিগণের প্রতি কোনরূপ 'দ্রোহ' না করিয়া,—। যদি কাহারও নিকটে বারবার 'আমায় এটী দিন, আমায় ওটী দিন' এইভাবে যাচ্ঞা করা হয় তাহা হইলে তাহাতে তাঁহার চিত্তে বিরক্তি উপস্থিত হয়; এই যে চিত্তবিকার ইহাকেই এখানে দ্রোহ বলা হইয়াছে; কিন্তু 'দ্রোহ' বলিতে এখানে হিংসা বুঝাইতেছে না; কারণ হিংসা সর্ব্বসাধারণভাবেই নিষিদ্ধ। "অল্পদ্রোহেণ" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অপরের নিকট যাচ্ঞা না করিলে যদি জীবিকা নির্ব্বাহ না হয় তাহা হইলে অতি অল্পমাত্রায় যাচ্ঞা করা উচিত। ইহারই নাম 'অদ্রোহ';—। যে "বৃত্তি" অর্থাৎ জীবন ধারণের উপায়, যেমন কৃষিকর্ম্ম, সেবা প্রভৃতি,—। যেরূপ বৃত্তিতে অন্যের উপর উৎপীড়ন না হয় তাহাই অবলম্বন করা উচিত। ইহা সকলের প্রতি সাধারণ উপদেশ অর্থাৎ এই উপদেশটী সর্ব্বসাধারণের প্রতি প্রয়োজ্য এবং ইহা সাধারণভাবে সকলেরই পালনীয়। "সমাস্থায়"=আশ্রয় করিয়া,—জীবনধারণ করিবে। আপৎকালে জীবনধারণের জন্য কর্ত্তব্য কি, সে সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা দশম অধ্যায়ে বলা হইবে। এই উপদেশটী হইতে জানিতে পারা যায় যে, অগ্রে যে সমস্ত বৃত্তির কথা বলা হইবে সেগুলি ছাড়াও অন্য কোন একটী বৃত্তি অবলম্বন করা যায়। কারণ, তাহা না হইলে বিশেষ বিশেষ যে সকল বৃত্তির কথা অগ্রে বলা হইবে সেগুলিতেই মাত্র যদি তাৎপর্য্য থাকে তাহা হইলে এখানে এই প্রকারে সাধারণভাবে বৃত্তির কথা বলা অনর্থকই হইয়া পড়ে—ইহার কোন প্রয়োজনই থাকে না। এই কারণে 'অমৃত' নামে যে বৃত্তির কথা অগ্রে বলা হইবে যাজন, অধ্যাপন এবং কুসীদ (টাকার সুদ খাটান) এই বৃত্তিগুলি তাহার মধ্যে না পড়িলেও এগুলি অবলম্বন করা যায়, ইহা বুঝা যাইতেছে। অল্প পরিমাণ যে উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করা হয় তাহাই হইতেছে 'অল্পদ্রোহ'। গৌতমও এইরূপ বলিয়াছেন "স্বয়ং না করিয়া অন্যের দ্বারা যে কৃষিবাণিজ্য করান হয় তাহা এবং কুসীদ, এই বৃত্তিগুলি অবলম্বন করা যায়"। কেবলমাত্র নিজের জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহাই বিধান। কিন্তু (পোষ্যবর্গের প্রতিপালন এবং

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য) ধন সঞ্চয়ও করা যায় বা করিতে হয়; তবে তাহা বক্ষ্যমাণ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মগুলি দ্বারাই কর্ত্তব্য। ২

(নিজ কুটুম্ববর্গের ভরণপোষণের নিমিত্ত শরীরকে পীড়া না দিয়া যাহার পক্ষে যে যে কর্ম্ম বিহিত সেই সকল অনিন্দিত কর্ম্মের দ্বারা সে ধন সঞ্চয় করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব শ্লোকটীতে বলা হইয়াছে নিজের দৈনন্দিন জীবিকার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, আর এই শ্লোকটীতে ধন সঞ্চয় সম্বন্ধে নিয়ম বলা হইতেছে,—"স্বৈঃ কর্ম্মভিঃ ধন সঞ্চয়ং কুর্ব্বীত"=নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের দ্বারা ধন সঞ্চয় করিবে। সেই কর্ম্মগুলি কি তাহা অগ্রে বলা হইবে। ধন সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন কি তাহাই বলিতেছেন "যাত্রামাত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থম",—। নিজের ভোগের জন্য কষ্ট করিয়া ধন সঞ্চয় করিতে হইবে না, কিন্তু কেবল 'যাত্রা' প্রসিদ্ধির নিমিত্তই উহা কর্ত্তব্য। নিজ কুটুম্ব (পোষ্য) বর্গের যে ভরণ-পোষণ তাহারই নাম 'যাত্রা'; সেই যাত্রার 'প্রসিদ্ধি' অর্থাৎ নির্ব্বাহ; তাহার নিমিত্ত—সেই প্রয়োজনে। নিজের জীবন রক্ষার মধ্যেই নিত্য (অবশ্য করণীয়) কর্ম্ম সকল অন্তর্ভূত; কারণ, সেই নিত্য কর্ম্মগুলি না করিলে নিজের জীবনধারণ হয় না (অর্থাৎ জীবনধারণ করিতে গেলে নিত্য কর্ম্মগুলি না করিলে চলে না)। এইজন্য আচার্য্য পূর্ব্বেই (৩।৬১ শ্লোকে) বলিয়া দিয়াছেন, "যে লোক এই পাঁচ জনগণকে অন্নদান না করে তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিলেও সে মৃতের সমান"। অথবা কোন কর্ম্ম জীবনধারণের জন্য করা শাস্ত্রানুমোদিত হইলেও যদি তাহা লোকনিন্দিত হয় তাহা হইলে উহা বর্জ্জন করাই উচিত। যেমন অতি উচ্চবংশজাত কোন ব্যক্তির ধনসম্পত্তি ভোগ বশতঃ নষ্ট হইয়া গেলে তাহার পক্ষে, নিকৃষ্ট বংশসঞ্জাত হঠাৎ-বড়লোক কোন ব্যক্তি সমান জাতীয় হইলেও তাহার কাছে প্রতিগ্রহ প্রভৃতি কোন উপায়ে ধনলাভ করিয়া জীবনধারণ করা। "অক্লেশেন শরীরস্য"=শরীরকে কষ্ট না দিয়া,—। সেবা এবং বাণিজ্য মহাক্লেশকর, কারণ তাহাতে দূর পথে যাওয়া প্রভৃতি কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। কাজেই সেরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে (ব্রাহ্মণের পক্ষে)। "সঞ্চয়" ইহার অর্থ রাশীকৃত করিয়া রক্ষা করা। ৩

(ঋত এবং অমৃত নামক কর্ম্মের দ্বারা জীবনধারণ করিবে; মৃত, প্রমৃত, সত্য ও অনৃত এই সকল কর্ম্মের দ্বারাও জীবনধারণ করা যায়; কিন্তু শ্ববৃত্তি দ্বারা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।)

(মেঃ)—কোন্ কোন্ কর্ম্ম অবলম্বনীয় সেইগুলিরই এক্ষণে নাম নির্দ্দেশ করিতেছেন। ঐসকল কর্ম্মের মধ্যে কোন কোনটীর নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে সেগুলি প্রশংসিত। আর ঐ প্রশংসা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন এই যে উহাদের মধ্যে প্রশস্ত কর্ম্মগুলি অবলম্বন করা সম্ভব না হইলে নিন্দিত কর্ম্মটীও আশ্রয় করা যায়। ঐগুলির মধ্যে 'মৃত' এবং 'প্রমৃত' এই দুইটী কর্ম্ম একেবারে নিন্দিত। 'সত্য' এবং 'অনৃত' এই দুইটী কর্ম্ম উহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। কারণ, আচার্য্য বলিতেছেন, "আচ্ছা, ঐ দুইটীর দ্বারাও না হয় জীবনধারণ করিবে"। "সত্যানৃতাভ্যাম্ অপি বা" এইখানে যে 'অপি' শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা অরুচি (অনিচ্ছা) সূচিত হইতেছে। ৪

('উঞ্ছ' এবং 'শিল' এই দুইটী বৃত্তিকে 'ঋত' বলিয়া জানিবে, অযাচিত বৃত্তির নাম হইতেছে 'অমৃত', ভিক্ষা যাচ্ঞাবৃত্তির নাম 'মৃত' আর ভূমিকর্ষণরূপ কৃষিবৃত্তির নাম 'প্রমৃত'।)

(মেঃ)—উঞ্ছ ও শিল=উঞ্ছশিল, তাহাকে 'ঋত' বলিয়া জানিতে হইবে। কারণ ইহা সত্যব্রতের সমান। ধান্য প্রভৃতি শস্য ক্ষেত্র হইতে কাটিয়া বাড়ীতে কিংবা খামারে যখন লইয়া যাওয়া হয় তখন তাহা হইতে যে অল্পস্বল্প তুচ্ছধান্য পড়িয়া যায় যাহা সেই শস্যের অধিকারী উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া যায় সেইগুলিকে সংগ্রহ করার নাম 'উঞ্ছ'; তাদৃশ বৃত্তিকে বলে 'ঋত'। ঐ শস্য পরের দ্রব্য, কাজেই উহা আমি লইব না, এরকম মনে করা উচিত নহে (কারণ উহা পরিত্যক্ত নিঃস্বামিক দ্রব্য)। এইরূপ, খেতখামার হইতে, পতিত পরিত্যক্ত যে শস্যমঞ্জরী তাহা কাটাই হউক অথবা কাটা নাই হউক তাহা গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করার নাম 'শিল'। "অমৃতং স্যাদযাচিতম্"=যাহা কাহারও নিকট যাচ্ঞা করা হয় নাই কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই লোকে দিয়াছে তাহার নাম 'অমৃত', কারণ তাহা (বিনা প্রার্থনায় প্রাপ্ত হওয়ায়) অত্যন্ত প্রীতিপদ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যাচ্ঞা দ্বারা লব্ধ যে ভিক্ষাসমূহ তাহা মৃতের ন্যায় ; এইজন্য তাহার নাম 'মৃত'। এখানে কেবল 'যাচিত' বলিলেই চলিত তথাপি 'ভৈক্ষ' শব্দটী প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই 'ভৈক্ষ' শব্দটী 'সমূহ অর্থে' তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে ; কাজেই ইহা দ্বারা এই কথাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে বহু লোকের নিকট যাচ্ঞা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু একজনের নিকট বেশী যাচ্ঞা করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলা উচিত নহে। এইজন্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "লোককে অল্প-স্বল্প উৎপীড়িত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়"। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, 'ভৈক্ষ' শব্দটী সিদ্ধান্নবিষয়ক অর্থাৎ অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে সিদ্ধান্ন যাচ্ঞা করার নাম ভৈক্ষ ; কারণ "আত্মশুদ্ধির জন্য ভৈক্ষ গ্রহণ করিবে" ইত্যাদি বচনে ঐরূপ অর্থই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইজন্য এখানে এই যে 'যাচিত' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে ইহা সামান্যতঃ অন্নবোধক—সিদ্ধান্ন এবং আমান্ন উভয়ই বুঝাইতেছে। কাজেই এই যে 'মৃত' নামক বৃত্তি ইহা যে কেবল পরগৃহ হইতে ভিক্ষালব্ধ সিদ্ধান্নকেই বুঝাইতেছে তাহা নহে, কারণ সাগ্নিক ব্যক্তির পক্ষে অন্যের গৃহে তাহার নিজ প্রয়োজনে পাক করা যে অন্ন তাহা দ্বারা বৈশ্ব-দেবাদি কর্ম্ম করা চলে না। আর একথাও বলা চলে না যে, এই ভৈক্ষ গ্রহণ কেবল নিজের জীবনধারণ করিবার উদ্দেশ্যে ভোজন করিবার জন্য ; কারণ, ইহা স্থিতির জন্য—গৃহস্থ যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত। আর এই জীবনযাত্রারূপ স্থিতিটী যে কেবল ভোজনের দ্বারাই নির্ব্বাহ হয় তাহা নহে, কিন্তু গৃহস্থের স্থিতির উপযোগী, গৃহে থাকিতে গেলে যাহা কিছু আবশ্যক সেই সমস্তের দ্বারাই স্থিতিটী নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। এইজন্য জল ও জলপাত্র, পরিধেয় বস্ত্র এবং গৃহস্থলীর পক্ষে আবশ্যক পাক পাত্র ও আচ্ছাদন পাত্র প্রভৃতিও ভিক্ষা করা যায়। (ইহা গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে বিধি)। কিন্তু ব্রহ্মচারীর পক্ষে ভোজনকালে বিধিপূর্ব্বক পাক করা সম্ভব নহে বলিয়া তাহার পক্ষে যে কেবল নিয়মিতভাবে সিদ্ধান্ন ভৈক্ষ যাচ্ঞা করাই বিধান ইহা বুঝা যাইতেছে। এই যে 'ভিক্ষা' শব্দটী ইহা যে বস্তু ভিক্ষা করা হয় তাহার পরিমাণকেও বুঝায়। "যাচ্ঞা করা হইলেও ভিক্ষামাত্র দেয় না" ইত্যাদি যে প্রয়োগ রহিয়াছে এখানে ভিক্ষার পরিমাণ যে 'মুষ্টিভিক্ষা' তাহাই 'ভিক্ষা' শব্দটী বুঝাইতেছে। কাজেই, গরু সুবর্ণ প্রভৃতি ভিক্ষা স্থলে ঐ মুষ্টিপরিমাণ ভিক্ষা শাস্ত্রানুমোদিত নহে অর্থাৎ সেরূপ অর্থ বুঝাইবে না।

যাচ্ঞার প্রয়োজন প্রতিগ্রহ প্রভৃতি করা। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ঐ যে ভৈক্ষগ্রহণ উহাও ত প্রতিগ্রহ ছাড়া আর কিছু নহে? (উত্তর,—না তাহা নহে ; কারণ), কেবলমাত্র গ্রহণ করাকেই প্রতিগ্রহ বলে না। যেহেতু, বিশেষ এক প্রকার স্বীকার (গ্রহণ) করা অর্থেই 'প্রতি' পূর্ব্বক 'গ্রহ' ধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে। কাজেই যে কোন প্রকার স্বীকার (গ্রহণ) 'প্রতিগ্রহ' শব্দের অর্থ নহে। অগ্রে "প্রতিগ্রহ করিবার শক্তি থাকিলেও", "প্রতিগ্রহটী সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট" ইত্যাদি শ্লোকে যে 'প্রতিগ্রহ' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তথায় উহার অর্থ এইরূপ,—দাতা যাহা অদৃষ্ট (ধর্ম্ম) হইবে এই বিবেচনায় দান করে এবং গ্রহণকারীও যদি তাহা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গ্রহণ করে তবেই উহা 'প্রতিগ্রহ' হয়। বস্তুতঃ প্রতিগ্রহ স্থলে যেমন "দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় ভৈক্ষ গ্রহণকালে সেরূপ মন্ত্র পাঠ করা হয় না। এইরূপ, প্রীতি প্রভৃতি নিবন্ধন যে দান এবং গ্রহণ করা হয় তাহাতেও ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় না এবং সেরূপ স্থলে তাহাকে যে প্রতিগ্রহ বলে এরূপ ব্যবহারও নাই। এইজন্য এখানে 'ঋত' এবং 'অমৃত' এই দুইটী শব্দে যাহা বলা হইয়াছে তাহা প্রতিগ্রহ হইতে স্বতন্ত্র বিষয়। আর এই কারণে যাচ্ঞা করা হউক অথবা নাই হউক যিনি অন্তঃকরণের মহত্ত্বহেতু দান করেন তাঁহার সেখানে কোন উপকার লাভ করা অপেক্ষিত নহে ; কাজেই এরূপ স্থলে যিনি দান করিতেছেন তাঁহার জাতি, গুণ প্রভৃতিরও অপেক্ষা নাই—দ্রষ্টব্য নহে। কাজেই কেবল প্রতিগ্রাহ্য ব্যক্তির প্রতি করুণাবশতঃ যাহা দেওয়া হয় তাহা যে লোক গ্রহণ করে তাহার পক্ষেও সেটী 'প্রতিগ্রহ' করা হয় না। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, করুণাবশতঃ যে দান করা হয় তাহারও ফলে অদৃষ্টই জন্মিয়া থাকে ত? (উত্তর—) না, তাহা নহে। কারণ, সেরূপ স্থলে দানের যাহা ধর্ম্ম তাহা নাই। যেমন হিত উপদেশ দেওয়া প্রভৃতি স্থলে অনুগ্রাহ্য ব্যক্তির জাতিগুণ প্রভৃতি লক্ষ্য করা হয় না সেইরূপ করুণাবশতঃ যে দান করা হয় তাহাতেও জাতিগুণ প্রভৃতি গ্রাহ্য করা হয় না। এইজন্য শিষ্ট ব্যক্তিগণও এইরকম দানের বেলায় "বেদ-তত্ত্বার্থজ্ঞান সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে" ইত্যাদি বিধানটী মানেন না। এইজন্য ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিরাও দারিদ্র্যগ্রস্ত হইয়া যদি পরপ্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহাতে যে তাহারা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রাহ্মণের বৃত্তি 'প্রতিগ্রহ' আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাও নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত স্থির হইল। তথাপি যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে প্রতিগ্রহস্থলেও যাচ্ঞা থাকিতেও পারে এবং যাচ্ঞা নাও থাকিতে পারে তথাপি কেবল ঐ কারণেই উহাকে 'মৃত' অথবা 'অমৃত' বলা যায় না অর্থাৎ যাচ্ঞা পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ হইলেই যে তাহা 'মৃত' এবং অযাচিত বস্তুর প্রতিগ্রহ হইলেই যে তাহাকে 'অমৃত' বলা হইবে তাহা সম্ভব নহে। কারণ, 'প্রতিগ্রহ' শব্দটীর বিষয় (অর্থ) যে অন্য প্রকার এবং 'মৃত' ও 'অমৃত' এই দুইটী শব্দেরও বিষয় (অর্থ) যে অন্য প্রকার তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এমন কি, যাজন এবং অধ্যাপন এই দুইটী স্থলেও ঐ যাচিতপূর্ব্বকত্ব এবং অযাচিতপূর্ব্বকত্ব থাকিতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি যাচ্ঞা করিয়া যাজকতা লাভ করে আবার কাহাকেও যাজকতা গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে হয় (তিনি যাজকতা গ্রহণ করিতে সহজে স্বীকার করেন না)। অধ্যাপন সম্বন্ধেও এই কথা বুঝিতে হইবে। (তাই বলিয়া যাজন এবং অধ্যাপনকেও যে 'মৃত' কিংবা 'অমৃত' বলা হয় তাহা নহে)। এইজন্য যাচ্ঞা দ্বারা যে জীবিকা অর্জ্জন তাহা দীনতাজনক বলিয়া মরণের সমান। এ কারণে তাহাকে 'মৃত' এই শব্দে উল্লেখ করা হয়। আবার কর্ষণ বা কৃষি মরণাপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কারণ, কৃষিকর্ম্মে যে লাঙ্গল চালনা করিতে হয় তাহা ভার বহন করিতে হয় (ইহা ভারবাহী মুটের কাজ)। আবার ইহা পদ কর্ম্ম—পদ দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়; উহা নিকৃষ্ট লোকের কাজ। ৫

(সত্যানৃত বলিতে বাণিজ্য বুঝায়; তাহা দ্বারাও জীবনধারণ করা যায়। আর সেবাকে বলা হয় 'শ্ববৃত্তি'; উহা 'শ্ববৃত্তি' অর্থাৎ কুকুরের কাজ বলিয়া উহাকে বর্জ্জন করা উচিত।)

(মেঃ)—এস্থলে এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না যে শাস্ত্রমধ্যে বাণিজ্যে সত্য এবং মিথ্যা উভয়ই আশ্রয় করিতে অনুমোদন করা হইতেছে। কিন্তু এখানে এই কথা মাত্র বলা হইতেছে যে ইহা বস্তুস্বভাব—অর্থাৎ বাণিজ্যে স্বভাবত সত্য এবং মিথ্যা উভয়ই থাকে। কারণ, ইহাতে যে লাভ গ্রহণ করা হয় সেইটাই অনৃতস্বরূপ। এখানে "জীব্যতে"=বাণিজ্যের দ্বারা জীবনধারণ করা হয় এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে বাণিজ্য কেবল জীবনধারণের জন্য করা যায়। কিন্তু উহা দ্বারা ধন সঞ্চয় কর্ত্তব্য নহে। "সেবা শ্ববৃত্তি"=সেবা কুক্কুর বৃত্তির সমান;—কুকুরকে যেমন যেখানে সেখানে পাঠান হয় এবং অতিকষ্টে তাহার জীবিকালাভ ঘটে সেবক যে তাহার পক্ষেও একথা প্রয়োজ্য। 'সেবা' ইহার অর্থই আজ্ঞাধীনতা। উচিতই হউক আর অনুচিতই হউক যে কোন কর্ম্মে যাহাকে নিযুক্ত করা হয় সে হয় সেবক। এইজন্য যুদ্ধ কর্ম্মাদি উৎকৃষ্ট উপায়ে যাহারা রাজার অনুগত হয় তাহারা সেবক নহে। ৬

(বৃত্তির জন্য 'কুসূলধান্যক' হওয়া যায়, অথবা 'কুম্ভীধান্যক' হইতে পারা যায়, কিংবা 'ত্র্যহৈহিক' হওয়া চলে বা 'অ-শ্বস্তনিক' হইতে পারা যায়।)

(মেঃ)—একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আত্মীয় পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করা উচিত কিন্তু কেবলমাত্র নিজভোগের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু একথা বলিয়া দেওয়া হয় নাই যে ঐ ধন সঞ্চয় কি প্রত্যহ কর্ত্তব্য অথবা সুযোগ সুবিধা হইলে বহুদিনের ব্যবহারোপযোগী ধন একসঙ্গে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়। এ স্থলে এ সম্বন্ধে কাল বিষয়ক নিয়ম জানাইয়া দিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইতেছে। "কুসূলধান্যকো বা স্যাৎ"= কুসূলধান্যক হইবে; কুসূলে ধান্য যাহার সে 'কুসূলধান্যক'; এ স্থলে অর্থ প্রতীতির বাধা হইতেছে না বলিয়া 'ব্যধিকরণ বহুব্রীহি' স্বীকৃত হইয়াছে। এখানে 'কুসূলধান্যিক' এইরূপ পাঠান্তরও আছে। সে পক্ষে অর্থটী হয় এইরূপ;—। কুসূল পরিমিত ধান্য=কুসূল ধান্য; উহা যাহার আছে, এই প্রকার অর্থে মতুপ্প্রত্যয়ের অর্থবোধক 'ইক' প্রত্যয় করিয়া হয় 'কুসূল-ধান্যিক'। ধান্যাদি রাখিবার নিমিত্ত ইষ্টকাদি নির্ম্মিত যে গৃহ তাহাকে বলে 'কুসূল' অথবা 'কোষ্ঠ' (গোলা অথবা মরাই)। আর এই কুসূল শব্দের দ্বারা এখানে লক্ষণাবলে সেই স্থানে যত ধান্যাদি শস্য ধরে তাবৎ পরিমাণ বুঝাইতেছে। সেই কুসূল মধ্যে যত শস্য ধরে তত সঞ্চয় করিতে পারিবে। কাজেই এস্থলে আধারের কোন নিয়ম বলা হইতেছে না। (ঐ গোলা বা মরাইটীই শস্যাধার হইবে—অন্য কোথাও শস্য রাখিবে না, এরূপ নিয়ম নহে)। যে ব্যক্তির পরিজনবর্গ বিশাল—ভৃত্য, বন্ধু, পত্নী, দাস, পুত্র, গরু, অশ্ব প্রভৃতি বহুসংখ্যক আছে তাহারও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যাহাতে এক বৎসরের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যায় সেই পরিমাণ সঞ্চয় করা শাস্ত্রে অনুমোদিত। কারণ, আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে বলিয়া দিবেন "যাহার তিন বৎসরের অন্নসংস্থান আছে সে কাম্য-সোমযাগ করিবে" ইত্যাদি।

আর এখানে যে 'ধান্য' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাও স্বরূপতঃ বিবক্ষিত নহে। (কেবল ধান্যই সঞ্চয় করা চলিবে অন্য কিছু সঞ্চয় করা চলিবে না, ইহা বলা হইতেছে না)। কাজেই ঐপ্রকার জীবনযাত্রানির্ব্বাহের উপযোগী স্বর্ণরৌপ্যাদি সঞ্চয় করিলেও তাহা দোষাবহ হইবে না। ফলকথা এখানে বচনটীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, উহার অধিক পরিমাণ সঞ্চয় করা চলিবে না। "কুম্ভীধান্যকঃ" ;—কুম্ভী ইহার অর্থ উষ্ট্রিকা (বড় কলসী বা জালা)। ইহা দ্বারা ছয় মাসের সঞ্চয়ের কথা বলা হইল; ইহাই স্মৃতিসম্মত। "ত্র্যৈহিকঃ";—'ত্র্যহ' (তিন দিন ব্যাপী) 'ঐহিক' (সঞ্চয়) যাহার সে 'ত্র্যৈহিক'। যে লোক পোষ্যবর্গের প্রতিপালনের জন্য এবং নিত্য কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত (তিন দিনের উপযোগী) খাদ্য সঞ্চয় করে তাহাকে বলে 'ত্র্যৈহিক'। "অ-শ্বস্তনিকঃ" ;—আগামী কল্য দিবসের জন্য যে অন্ন তাহা 'শ্বস্তন' ; সেই 'শ্বস্তন' যাহার আছে সে 'শ্বস্তনিক' ; এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় ('কুসূলধান্যক' এই স্থলের ন্যায়) মত্বর্থীয় 'ইক' প্রত্যয় করিয়া তাহার পর 'নঞ্‌সমাস' করিতে হইবে। ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, সদ্য সেই দিনে যাহা অর্জ্জন করা হয় তাহাই ব্যয় করিবে। ৭

(এই চারি প্রকার সঞ্চয় সম্পন্ন গৃহস্থাশ্রমী দ্বিজগণের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তীর তুলনায় পর পরবর্ত্তিগণ ধর্ম্মানুসারে উৎকৃষ্ট বুঝিতে হইবে, কারণ ইঁহাদের মধ্যে যিনি পরবর্ত্তী তিনি স্বর্গলোক জয় করেন।)

(মেঃ)—ইঁহাদের মধ্যে যাহার সঞ্চয় যত অল্পকালের জন্য তিনি "ধর্ম্মতঃ জ্যায়ান্"=ধর্ম্মার্জ্জন বিষয়ে অধিক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট। আর ধর্ম্মের আধিক্য থাকিলে ফলেরও আধিক্য হইয়া থাকে; কাজেই তিনি "লোকজিত্তমঃ"=তিনি লোক সকল জয় করেন অর্থাৎ আধিপত্য লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ স্বর্গাদিলোককে তিনি ভোগ্যরূপে লাভ করেন। 'লোকজিত্তম' এখানে উৎকর্ষ বিবক্ষায় 'তম' প্রত্যয় হইবে। আর 'লোক' শব্দটী সাধারণভাবে অর্থাৎ বিশেষণ শূন্যভাবে প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া এখানে 'লোক' বলিতে স্বর্গই বুঝাইতেছে। অতএব কাহার পক্ষে কিরূপ সঞ্চয় করা শাস্ত্রানুমোদিত সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইবে এইরূপ,—। যাহার পরিজনবর্গ বিশাল,—পুত্রেরা বিভক্ত হয় নাই এবং কন্যারও বিবাহ দেওয়া হয় নাই তিনি 'কুসূলধান্যক' হইবেন। আর যাঁহার বয়স পরিণত (বৃদ্ধত্বের নিকটে উপস্থিত) হইয়াছে, পুত্র নাই, যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহা সমাপ্ত করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে যেরূপভাবে বিষয়োপশম (ভোগ নিবৃত্তি) উপস্থিত হয় সেইভাবে অন্য পক্ষগুলি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ৮

(ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জীবিকার জন্য ষট্‌কর্ম্মনিরত হন। অন্য কেহ কেহ তিনটী কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ দুইটী কর্ম্মের দ্বারাই বৃত্তিসম্পাদন করেন। আবার চতুর্থ প্রকার ব্যক্তিও আছেন যিনি 'ব্রহ্মসত্র' শিলোঞ্ছ কিংবা অধ্যাপন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।)

(মেঃ)—"এষাং"=এই যে 'কুসূলধান্যক' প্রভৃতি ব্যক্তির কথা বলা হইল ইঁহাদের মধ্যে "একঃ"= একজন 'ষট্‌কর্ম্মা ভবতি"=ষট্‌কর্ম্মা হন। আগে যে 'মহাপরিগ্রহ' অর্থাৎ বহুপরিবার ব্যক্তির কথা বলা হইল তাঁহার জীবিকার জন্য ছয়টী কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মগুলি কি কি? (উত্তর)—আলোচ্য উঞ্ছ, শিল, অযাচিতলাভ, যাচিতলাভ, কৃষি এবং বাণিজ্য (এইগুলি সেই ছয়টী কর্ম্ম)। এখানে যে 'যাচিত' এবং 'অযাচিত' বলা হইয়াছে তাহারই মধ্যে অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতিগ্রহ অন্তর্ভূত রহিয়াছে। যে ব্যক্তির পোষ্যবর্গ অনেক বেশী তাঁহার পক্ষে নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য পূর্ব্বোক্ত সব কয়টী বৃত্তিই সমুচ্চিতভাবে গ্রহণ করা চলে— এমন কি তিনি কৃষি এবং বাণিজ্য কর্ম্মও করিতে পারেন। এখানে যে 'ষট্‌কর্ম্মা' এইরূপ বলা হইয়াছে ইহার ব্যাখ্যাকল্পে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, প্রথম অধ্যায়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপন ইত্যাদি যে ছয়টী কর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে তাহাই এখানে 'ষট্‌কর্ম্ম' পদটীর অর্থ। ইঁহাদের এই প্রকার ব্যাখ্যাটী কিন্তু সঙ্গত নহে ; কারণ এইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে প্রকরণ বিরোধ ঘটে এবং বিনা প্রয়োজনে অধ্যয়ন, যাজন প্রভৃতিগুলিকে গ্রহণ করিতে হয় (কারণ, ঐগুলির সব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কয়টীই বৃত্তিস্বরূপ নহে, যেহেতু অধ্যয়নাদি ছয়টী কর্ম্মের মধ্যে অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতিগ্রহ—মাত্র এই তিনটী কর্ম্মই বৃত্তিস্বরূপ); বিশেষতঃ স্থলান্তরে ঐ অধ্যয়নাদি কর্ম্মগুলি যখন বিহিত হইয়াছে তখন এখানে উহা গ্রহণ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

"অন্যঃ"=কুম্ভীধান্যরূপ দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তি "ত্রিভিঃ প্রবর্ত্ততে"=তিনটী কর্ম্মের দ্বারা 'প্রবৃত্তি' অর্থাৎ বৃত্তি (জীবিকা) সম্পাদন করেন। "প্রবর্ত্ততে" এখানে 'প্র' এই উপসর্গটী নিরর্থক (উহা দ্বারা কোন বিশেষ অর্থ বোধিত হইতেছে না); কারণ, "বর্ত্ততে" বলিলে যে অর্থ বুঝায় "প্রবর্ত্ততে" বলাতেও সেই একই অর্থ বোধিত হইতেছে। "বর্ত্ততে"=বর্ত্তন (জীবিকা) করে—এখানে 'বর্ত্তন' ইহার অর্থ স্থিতি সম্পাদন করা—যাহাতে বাঁচিয়া থাকা যায় সেইরূপ করা। 'তিনটী কর্ম্ম' বলিতে আলোচ্য ছয়টী কর্ম্মের মধ্যে 'কৃষি ও বাণিজ্য' বাদ দিয়া যে কোন তিনটী কর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে যিনি 'কুম্ভীধান্যক' তিনি প্রথমোল্লিখিত কুসূলধান্যক অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত। কারণ, অগ্রে আচার্য্য স্বয়ং বলিয়া দিবেন যে "ঐ গোরক্ষক ও বাণিজ্য বৃত্তি বিশেষ নিন্দিত"। তবে যে গৌতম স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, "পরের দ্বারা সম্পাদিত কৃষি ও বাণিজ্য এবং কুসীদ এই বৃত্তিগুলি অবলম্বন করা যায়";—ইহা কিন্তু আপৎকাল পক্ষেরই বিধান। আর ঐ কৃষিবাণিজ্য স্বয়ং করা না হইলেও উহাতে দোষ অবশ্যই আছে, তবে সেটা লঘু হইতে পারে। "দ্বাভ্যামেকঃ"=কেহ কেহ দুইটী বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এ স্থলেও 'যাচিতলাভ' বৃত্তিটীকে বাদ দিয়া তিনটীর মধ্যে সম্ভবমত দুইটী বৃত্তি গ্রহণ করা হয়। আবার 'অযাচিতলাভ'ও ততটা মাত্র গ্রহণ করা উচিত যতটা দ্বারা তিন দিনের মাত্র জীবিকা ঠিকমত চলিতে পারে।

"চতুর্থস্তু ব্রহ্মসত্রেণ জীবতি"=চতুর্থ প্রকার হইতেছে যিনি 'ব্রহ্মসত্র' দ্বারা জীবনধারণ করেন। 'ব্রহ্মসত্র' অর্থ 'শিল' এবং 'উঞ্ছ' এই দুইটীর মধ্যে যে কোন একটী বৃত্তি। ইহা 'সততভব' (সর্ব্বদাই আছে), কিন্তু একদিনেই ইহার সমাপ্তি ঘটে না; এইজন্য ইহাকে 'সত্র' বলা হইয়াছে; কারণ 'সত্র' যাগ সততভব; ইহাও সেই সত্রের ন্যায়; যেহেতু সত্রযাগের ন্যায় ইহাও নিত্য—অহরহঃ অনুষ্ঠান করিতে হয়। আর 'ব্রহ্মসত্র' এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দটী ব্রাহ্মণরূপ অর্থের বোধক; এই সত্রটী সেই ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অনুষ্ঠেয়। এখানে এই (ব্রাহ্মণার্থক) 'ব্রহ্ম' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে, বৃত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহা কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই প্রয়োজ্য, বুঝিতে হইবে। আর ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণের বৃত্তি কি তাহা অগ্রে বলা হইবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, 'শিল' এবং 'উঞ্ছ' বৃত্তিতে জীবনধারণ করা কিরূপে সম্ভব? কারণ, কেবল শরৎ এবং গ্রীষ্মকালেই ত খেত-খামারে পরিত্যক্ত ধান্যাদি শস্য পড়িয়া থাকা সম্ভব; (কাজেই কেবল সেই সময়েই সেগুলি সংগ্রহ করিয়া জীবিকার্জ্জন করা যায়, কিন্তু অন্য সময়ে যখন উহা মিলিবে না তখন কিরূপে জীবিকানির্ব্বাহ হইবে)? ইহার উত্তরে যদি বলা হয় যে সমগ্র গ্রীষ্মকালে যে পরিমাণ খাদ্য আবশ্যক তাহা গ্রীষ্মকালীন শস্য হইতে সংগ্রহ করিবে এবং শরৎকালের শস্য হইতে সেই শরৎ ঋতুর উপযুক্ত পরিমাণ শস্য সঞ্চয় করিবে। ইহাও কিন্তু সংগত নহে; কারণ, এরূপ হইলে যিনি ঐপ্রকার জীবিকা অর্জ্জন করিবেন তিনি 'ষাণ্মাসিক বৃত্তি' হইয়া পড়িবেন, তিনি আর 'অ-শ্বস্তনিক' হইবেন না। ইহাতে যদি বলা হয় যে অন্য প্রকারও হইতে পারে, এখানে পড়াঝড়া যাহা কিছু যতটা শস্য পাওয়া যায় তাহাই সংগ্রহ করিবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ঐরূপ হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা জীবনধারণের জন্য যতটা ভোজন করা উচিত তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এইভাবে যিনি সঞ্চয় করেন তাহাতে যখন তিনি ভোজনের পক্ষে যতটা পর্য্যাপ্ত ততটা পাইবেন তখন ভোজন করিবেন; কিন্তু হয়ত পাঁচ দিনেও একবার ভোজনের উপযুক্ত শস্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এইজন্য মহাভারতে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যিনি শিলোঞ্ছবৃত্তি তাঁহার এক পক্ষ অন্তে একবার ভোজন হয়। কাজেই এরকম অবস্থায় এই গৃহস্থও 'তাপস' হইয়া যান। এভাবেও উক্ত শংকার সমাধান হয় না। কারণ, এরূপ হইলে ঐ ব্যক্তির অ-শ্বস্তনিকত্ব থাকে না, উহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে (অর্থাৎ এতাদৃশ বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে 'অ-শ্বস্তনিক' বলা চলে না)। তিনি 'অ-শ্বস্তনিক' না হইয়া 'যথোপপাদস্থিতিক' হইয়া থাকেন (যখন যেমন জোটে সেইভাবেই জীবনধারণ করেন)। কারণ, 'অ-শ্বস্তনিক' বলা হয় তাঁহাকে যিনি জীবনযাত্রার জন্য যে পরিমাণ অন্ন আবশ্যক তাহা প্রতিদিন সংগ্রহ করেন এবং যে দিন অর্জ্জন করেন সেই দিনই তাহা ব্যয় করিয়া ফেলেন, দ্বিতীয় দিনের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিমিত্ত আর রাখেন না। আর যিনি শিলোঞ্ছবৃত্তি, তাঁহার যদি প্রত্যহ ভোজন সম্পন্ন না হয় তাহা হইলে তিনি কিরূপে 'অ-শ্বস্তনিক' হইবেন এবং কিরূপেই বা সেইভাবে তাঁহার জীবনধারণ ও পুত্রকলত্র পোষণ করা সম্ভব হয়? এই কারণে (এই সকল অনুপপত্তি দেখিয়া) কেহ কেহ শ্লোকটীর "ত্রিভিরন্যঃ প্রবর্ত্ততে" এইখান থেকে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট অংশটীর অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে,—"ত্রিভিঃ" ইহার অর্থ—'যাজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ' এই তিনটী দ্বারা। এবং "দ্বাভ্যাং" ইহার অর্থ—ঐ তিনটীর মধ্যে প্রতিগ্রহটীকে বাদ দিয়া কেবল 'যাজন এবং অধ্যাপন' এই দুইটী ধরা হয়; প্রতিগ্রহটীকে বাদ দিবার হেতু "প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ"=প্রতিগ্রহটী বড় নিকৃষ্ট, ইত্যাদি বচনে উহা নিন্দিত হইয়াছে। আর 'ব্রহ্মসত্র' ইহার অর্থ অধ্যাপন; উহা জীবিকা নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট। তবে যে অগ্রিম শ্লোকে "শিলোঞ্ছ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকিয়া" ইত্যাদি বলা হইয়াছে উহা পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার বৃত্তি ছাড়া অন্য প্রকারই হইবে। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—যে ব্যক্তি 'শিল পরিমাণ' অর্থাৎ দশ কিংবা বারোটী করিয়া যব অথবা ধান্য বহু লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন—এইভাবে একদিনের জীবনযাত্রার উপযুক্ত শস্য সংগ্রহ করেন তিনি হইবেন 'শিলবৃত্তি'। আর যিনি ঐভাবে একটী একটী করিয়া শস্য জীবনযাত্রার জন্য ভিক্ষা করেন তাঁহাকে বলে 'উঞ্ছবৃত্তি'। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে এই উঞ্ছবৃত্তিকে 'যাযাবর বৃত্তি' বলা হয়। সুতরাং এইরূপ অর্থ হইলে বর্ষাদি সকল কালেই তাঁহার পক্ষে উহা সংগ্রহ করা সম্ভব। আর ইহাতে বৈশ্বদেব প্রভৃতি কর্ম্মের সহিত বিরোধ ঘটে না কিংবা পুত্র, ভার্য্যা প্রভৃতিকে ভরণ করিতে পারা যাইতেছে না, এইরূপ দোষেরও সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহাতেও গ্রহণ আছে, তবে যাচিতভৈক্ষে যে পরিমাণ গ্রহণ করা হয় ইহাতে তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত অল্প পরিমাণ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ৯

(শিল এবং উঞ্ছ বৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিতে থাকিয়া সদা অগ্নিহোত্রপরায়ণ হইবে; এবং কেবল পর্ব্বকালকর্ত্তব্য দর্শপূর্ণমাস ও অয়নান্তকর্ত্তব্য আগ্রয়ণেষ্টি সম্পাদন করিবে।)

(মেঃ)—পর্ব্ব এবং অয়নান্ত=পর্ব্বায়নান্ত; তাহাতে যাহা হইয়া থাকে তাহা 'পার্ব্বায়নান্তীয়'; এখানে প্রথমে স্বার্থে 'অণ্' প্রত্যয় করিয়া তাহার পর 'ছ' প্রত্যয় করিতে হইবে। 'পর্ব্বেষ্টি' বলিতে দর্শপূর্ণমাস বুঝায়; এবং অয়নান্তে যে যজ্ঞ করা হয় তাহার নাম আগ্রয়ণ। এখানে 'কেবল' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে কাম্য ইষ্টিসকল ইঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে, উহা নিষিদ্ধ। আবার তাঁহার পক্ষে বৈশ্বদেব হোম এবং বলিপ্রদান কর্ম্মটীও প্রত্যহ কর্ত্তব্য নহে; কারণ তাহা সম্পাদন করিতে যে পরিমাণ দ্রব্য আবশ্যক তাহা সকল সময়ে তাঁহার হয়ত নাও থাকিতে পারে। এইজন্য এখানে 'কেবল' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় বুঝা যায় যে পঞ্চ মহাযজ্ঞও তাঁহার নাই। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ইঁহার পক্ষে যেমন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান নাই সেইরূপ অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠানও ত নিশ্চয়ই অবশ্যকর্ত্তব্য নহে; কারণ উহাও ত অবশ্যই দ্রব্যসাধ্য—(উহা সম্পাদন করিতে গেলে অবশ্যই হোমীয় দ্রব্য থাকা দরকার, অথচ তাহা ঐ ব্যক্তির নাই)। (উত্তর)—তাহা সত্য; তবে তিনি এক এক পক্ষ অন্তর অগ্নিহোত্র হোম করিবেন। (ভাল, তাহা না হয় হইল, কিন্তু) তিনি ভার্য্যার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিবেন কিরূপে? (উত্তর)—সেও তাহার স্বামীর বৃত্তি অবলম্বন করিবে। কিন্তু পত্নী যদি ঐ প্রকার ব্রত পালন করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার স্বামীর পক্ষেও উহা করিবার অধিকার নাই। ইহাতে যদি প্রশ্ন করা হয়, এরূপ হইলে স্বামী যখন চান্দ্রায়ণাদি ব্রত আচরণ করিতে থাকে তখনই বা ভার্য্যার জীবনধারণ (গ্রাসাচ্ছাদন) সম্পন্ন হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এই প্রকার প্রশ্নই উঠিতে পারে না; কারণ সেরূপ স্থলে তাহার (স্ত্রীধন দ্বারা) অন্নসংস্থান করা হইয়া থাকে; তখন পত্নী অতিথি সেবাদি করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই ভোজন করে। আচ্ছা, এরূপ স্থলে তাহার স্ত্রীধন থাকিলেও বৈশ্বদেব হোম করা হইতেছে না বলিয়া তাহার পক্ষে একক ভোজন করাও ত সংগত নহে? কারণ, পতি এবং পত্নী উভয়ের পক্ষেই 'বিঘস' (যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন) ভোজন করাই বিহিত। কাজেই এরূপ স্থলে সে স্ত্রীধনের দ্বারা বৈশ্বদেব কর্ম্ম করিবে, যেহেতু ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠানের নিমিত্ত স্ত্রীধন গ্রহণ করা শাস্ত্রানুমোদিত। (উত্তর)—না, এরূপ হইতে পারে না; কারণ, সেরূপ অবস্থায় কেবলমাত্র অগ্নিহোত্র সম্পাদন করাই ধর্ম্ম, কিন্তু বৈশ্বদেব অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। আচ্ছা তাহাই না হয় হইল—স্ত্রীধনের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বারাই ঐ সকল কর্ম্ম করা গেল। কিন্তু যে স্ত্রীলোকের স্ত্রীধন নাই সে এরূপ অবস্থায় বাঁচিবে কিরূপে? অতএব এ স্থলে ইহাই বিধান বলিতে হইবে যে, যাহার পত্নী শিলোঞ্ছবৃত্তি পালনে অসমর্থ তাহার পক্ষে উহাতে অধিকার নাই—সে ব্যক্তি জীবিকার নিমিত্ত শিলোঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবে না। "বর্ত্তয়ন্" ইহার অর্থ নিজেকে জীবিত রাখিয়া। ১০

(জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কখনও, হীন লোকেরা সাধারণত যে সব কাজ করে তাহা অবলম্বন করিবে না ; কিন্তু কপটতা ও শঠতা শূন্য ব্রাহ্মণের যাহা শুদ্ধবৃত্তি তাহাই গ্রহণ করিবে।)

(মেঃ)—'লোকবৃত্ত' বলিতে সেই রকম সব কাজ বুঝায় যাহা অনুদারপ্রকৃতি হীন লোকেরা জীবিকার জন্য অবলম্বন করিয়া থাকে। দাম্ভিকতা কিংবা অসত্য প্রিয় কথা বলা; যেমন—"মহাশয়! আপনিই বিষ্ণু, আপনিই ব্রহ্মা, আপনার জয় হউক, আপনি দীর্ঘজীবী হউন" ইত্যাদি। সেইরূপ নানারকম হাস্যপরিহাসের কথা কহিয়া (ভাঁড়ামি করিয়া লোকের মনোরঞ্জন দ্বারা) জীবিকা অর্জ্জন করা। "বৃত্তিহেতোঃ" ইহার অর্থ—জীবিকার জন্য, উহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তবে যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ হাস্যকৌতুকপরায়ণ তাহার পক্ষে উহা দোষের নহে। "অজিহ্মাম্" ;—যাহার মনে এক রকম এবং বাহিরে আর এক রকম ভাব তাহাকে 'জিহ্ম' বলা হয়। ভিতরে দ্বেষ ও মৎসর (হিংসা) পরায়ণ হইয়াও লোকের নিকট বাহিরে যে প্রিয় কথা বলে। "অশঠাম্" ;—জনসমাজকে আকৃষ্ট বশীভূত করিবার জন্য কিংবা প্রতিগ্রহাদি লাভ করিবার নিমিত্তই যে লোক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে কিন্তু শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা বিশ্বাস রাখিয়া উহা করে না, তাহাকে বলা হয় 'শঠ'। যদিও এই জিহ্মতা এবং শঠতা আত্মার ধর্ম্ম তথাপি জীবিকা ও ঐ ধর্ম্মের অভেদ উপচার করিয়া এখানে জীবিকাকে জিহ্ম এবং শঠ বলা হইয়াছে "অজিহ্মাম্ অশঠাং শুদ্ধাম্";—'শুদ্ধ' ইহার অর্থ—যাহা অন্য বৃত্তির সহিত এবং জিহ্মতা ও শঠতা এই দুইটীর সহিত মিশ্রিত নহে। যদিও কেবল 'শুদ্ধ' এই একটী পদ প্রয়োগ করিলেই ঐ প্রকার অর্থ পাওয়া যাইত তথাপি যেমন 'গো-বলীবর্দ্দ' বলা হয় সেইরূপ এখানেও অজিহ্ম প্রভৃতি অনেকগুলি পদের দ্বারা ঐ একটী কথাই বলা হইয়াছে ; ছন্দের অনুরোধে এইরূপ করা হইয়াছে। আচ্ছা, "ব্রাহ্মণঃ জীবিকাং জীবেৎ" এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইল কিরূপে? কারণ 'জীব্' ধাতুটী হইতেছে অকর্ম্মক (সুতরাং 'জীবিকাং' এই পদটী উহার কর্ম্ম হইতে পারে না)। আবার একই 'জীব্' ধাতুটীর দুইবার প্রয়োগই বা কিরূপে সঙ্গত হয় ('জীবিকা' ইহার মধ্যে 'জীব্' ধাতু রহিয়াছে এবং 'জীবেৎ' ইহাও 'জীব্' ধাতুর পদ)? কারণ, "গমনং গচ্ছেৎ" এইভাবের সাধ্য সাধনভাব (ক্রিয়া ও কর্ম্ম) হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—'সামান্য-বিশেষভাব' অনুসারে সাধ্যসাধনভাব নির্দ্দেশ করা বিরুদ্ধ নহে। "অশ্বপোষং পুষ্টঃ" ("স্বপোষং পুষ্টঃ"?) ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় এখানে প্রয়োগ হইয়াছে। (এরূপ স্থলে, প্রথম ক্রিয়াটী দ্বারা সাধারণভাবে ধাত্বর্থটী উল্লিখিত হয়, আর দ্বিতীয় ক্রিয়াটী দ্বারা তাহারই বিশেষত্ব বোধিত হইয়া থাকে)। বস্তুতঃ এখানে 'জীব্' ধাতুটী জীবিকার নিমিত্ত যে অনুষ্ঠান করা তাহাই বুঝাইতেছে ; কাজেই এরূপ অর্থে উহাকে সকর্ম্মক প্রয়োগ করা দোষের নহে। সুতরাং "জীবেৎ" ইহার অর্থ জীবনধারণের জন্য এইরূপ অনুষ্ঠান করিবে। ১১

(পরম সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সুখাভিলাষী ব্যক্তি সংযত হইবে, কারণ সুখের মূলই হইতেছে সন্তোষ ; ইহার বিপরীত অর্থাৎ অসন্তোষ দুঃখের নিদান।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে ঋত, ঐহিক এবং অ-শ্বস্তন বৃত্তির কথা বলা হইল সে বিষয়ে যাহাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করা যায় তাহারই নিমিত্ত এই প্রকার ভাবনা করিতে বলা হইতেছে। সন্তোষ অবলম্বন করা উচিত। বহু ব্যক্তির উপজীব্য (আশ্রয়) হইব, এইজন্য এই বিবেচনায় যাচ্ঞার কষ্ট স্বীকার করা উচিত নহে। "সুখার্থী সংযতো ভবেৎ"=সুখাভিলাষী ব্যক্তি সংযম পরায়ণ হইবে। 'সংযম' ইহার অর্থ জীবনযাত্রার জন্য যে পরিমাণ ধন আবশ্যক তাহার অধিক অভিলাষ না করা। সন্তোষই হইতেছে উদারচেতা ব্যক্তিগণের সুখের মূল। আর দুঃখের মূল "বিপর্য্যয়ঃ"=অসন্তোষ। অভিলষিত বস্তু যদি সম্পন্ন না হয় তাহা হইলে তাহাতে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের বড়ই দীনতা জন্মে (?)। অতএব সন্তোষ অবলম্বন করিবে। ১২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(স্নাতক ব্রাহ্মণ এইগুলির মধ্যে কোন একটী বৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিতে থাকিয়া বক্ষ্যমাণ ব্রতগুলি পালন করিবে; ঐগুলি স্বর্গ, আয়ুঃ এবং যশ প্রদান করে।)

(মেঃ)—এখানে যে 'বৃত্তি' শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা বৃত্তিবিষয়ক বিধি বোধিত হইতেছে। সুতরাং "অতোঽন্যতময়া" এখানে কেবল মাত্র একটী বৃত্তি দ্বারা জীবনধারণের কথা বলা হয় নাই, কারণ ঐ বৃত্তিগুলির মধ্যে যে কোনটীর দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বলা হইয়াছে। কাজেই যে লোক সব কয়টী বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং যে পিতৃধন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারও এই ব্রত পালন করিবার অধিকার লোপ পায় না। এরূপ না বলিলে কেবল একটী মাত্র বৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করাই বিধেয় হইয়া পড়ে। "ব্রতানি ইমানি"=এই ব্রতগুলি ;—। মানস সংকল্পকে ব্রত বলা হইতেছে। 'আমি এই শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিব, ইহা করিব না', মনে মনে এই প্রকার যে সংকল্প করা (স্থির করা), ইহাই ব্রত। "স্বর্গ্যায়ুষ্য-যশস্যানি"=এগুলি স্বর্গ-জনক, আয়ুষ্কর এবং যশঃপ্রদ। কেহ কেহ বলেন ইহা ঐ ব্রতধারণের ফল ; কাজেই এই ফল লাভ করিতে যাহারা ইচ্ছা করে তাহাদেরই এই ব্রতে অধিকার। এরূপ বলা কিন্তু সংগত নহে ; কারণ এরূপ হইলে ঐ ব্রতধারণটী 'অনিত্য' হইয়া পড়ে (উহা আর নিত্য অর্থাৎ অবশ্যকরণীয় হয় না)। আর তাহা হইলে পরবর্ত্তী শ্লোকে যে 'নিত্য' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা বাধা প্রাপ্ত হয়। এগুলি যে নিত্য (অবশ্য পালনীয়) তাহা শ্রুতিমধ্যেও জ্ঞাপিত হইয়াছে। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন,—"যতদিন পাপযুক্ত হইয়া থাকে" ইত্যাদি। উক্ত স্বর্গ প্রভৃতিগুলিকে যদি কাম্য (ফল) রূপে ধরা যায় তাহা হইলে কিন্তু ঐ বৃত্তিগুলি অধিকারীর বিশেষণ হইয়া পড়ে (আর তাহা হইলে ঐ প্রকার ব্রতধারণ করাটীর নিত্য কর্ম্মত্ব থাকে না)। ১৩

(বেদবিহিত বক্ষ্যমাণ ব্রতরূপ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম আলস্য পরিহারপূর্ব্বক নিত্য সম্পাদন করা উচিত। কারণ নিজ শক্তি অনুসারে উহা করিতে থাকিলে মানব পরমা গতি লাভ করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—যদিও এইগুলি স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম তথাপি বেদই হইতেছে স্মৃতির মূল। এইজন্য ঐগুলিকে বেদবিহিত কর্ম্ম বলা হইল। "স্বকং কর্ম্ম" ইহার অর্থ বক্ষ্যমাণ ব্রতসমূহ। ঐগুলি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম ; এইজন্য বলা হইয়াছে "স্বকং কর্ম্ম"। "নিত্যং কুর্য্যাৎ"=যাবজ্জীবন করিয়া যাইবে। "অতন্দ্রিতঃ"=আলস্যবিহীন হইয়া। "যথাশক্তি"=নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে এই ব্রত পালন করিতে থাকিয়া,—। ইহা দ্বারা এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইল যে, শক্তি থাকিলে সম্ভবমত অনুষ্ঠান করিবে। এইজন্য এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, "মনে মনেও এই আচারগুলি সমগ্রভাবে পালন করিবে"। "পরমাং গতিং" ইহার অর্থ ব্রহ্ম প্রাপ্তি। ১৪

(গানবাজনা প্রভৃতি দ্বারা অর্থ লাভ করিতে চেষ্টা করিবে না, শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিরুদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবে না। পিতৃধন প্রভৃতি থাকিলে তাহা দ্বারা জীবিকা সম্ভব হইলে ধনার্জ্জন করিবে না। বিপদে পড়িলেও যেখান সেখান থেকে, পতিতাদি ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করা উচিত নহে।)

(মেঃ)—"প্রসঙ্গেন"=প্রসঙ্গ হইতে;—পুরুষ যাহাতে 'প্রসক্ত' হয় তাদৃশ বিষয়কে বলে প্রসঙ্গ ; যেমন গানবাজনা প্রভৃতি। বিষয়ী লোকেরা উহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে। অতএব গান-বাজনা প্রভৃতি দ্বারা ধন অর্জ্জন করিবে না। 'বিরুদ্ধ কর্ম্ম' অর্থাৎ শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম এবং যাহা নিজ বংশের উপযুক্ত নহে তাদৃশ কর্ম্ম। "কল্পমানেষু অর্থেষু"=পিতা প্রভৃতির ধন প্রাপ্ত হইলে তাহা যদি জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত হয় তাহা হইলে অন্য ধন পাইতে ইচ্ছা করিবে না। "ন আর্ত্ত্যাং"=বিপদেও "যতস্ততঃ"=যে-কোন স্থান হইতে ধন সংগ্রহ করিবে না। যিনি একক তিনি সৎপ্রতিগ্রহ দ্বারাও বৃত্তি নির্ব্বাহ করিতে জোর করিয়া চেষ্টা করিবেন না ; তবে আপৎকালে ইহাও অনুমোদিত হইবে। ১৫

(কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রসক্ত হইবে না। ভোগ্য পদার্থে ইন্দ্রিয়-সকল যদি অতি মাত্রায় প্রসক্ত হয় তাহা হইলে উহার দোষ চিন্তা দ্বারা নিরুদ্ধ করিবে।)

(মেঃ)—'ইন্দ্রিয়ার্থ' বলিতে ইন্দ্রিয়সকলের গ্রাহ্য বিষয় যেমন রূপ, রস প্রভৃতি; সেগুলিতে "ন প্রসজ্যেত"=প্রসক্ত হইবে না ; সেগুলির প্রতি অত্যন্ত আসক্তি ও সেবা করিবে না। মনোহর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যুবতী নারী, বংশীধ্বনি ও গীত, সুস্বাদু রস, কর্পূরাদির গন্ধ, কোমল স্পর্শ এইগুলি সব ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়। এইগুলির অতি মাত্রায় সেবা করিবে না। "কামতঃ"=কামনাচালিত হইয়া।—তবে ঐগুলি সব অযাচিতভাবে উপস্থিত বিষয়ের ন্যায় যৎকিঞ্চিৎ নিত্য ভোগ করা যায়। "অতি প্রসক্তিং চৈতেষাং",—ইহা দ্বারা ঐগুলিকে নিবৃত্ত করিবার উপায় বলা হইতেছে। বস্তুর প্রসক্তিকে (উপস্থিতিকে) আটক করা যায় না; তবে মনে মনে 'প্রতিপক্ষ-ভাবনা' দ্বারা (ঐগুলির দোষ চিন্তা করিতে থাকিয়া) ঐগুলিকে আটক করা যায়। (সেই দোষ চিন্তারূপ প্রতিপক্ষভাবনাটী এইরূপ,—), "প্রথমতই এগুলি সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য; আবার যদিই বা এগুলি উপস্থিত হয় তথাপি যেগুলি পূর্ব্বে ভোগ করা হইয়াছে সেগুলি স্বভাবতই অল্প সময়ের মধ্যে বিরস (অতৃপ্তিকর) হইয়া পড়ে এবং নষ্ট হইয়া যায়; এগুলির উপর আসক্তি প্রকাশ করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে নরকপাত হইয়া থাকে"; ইত্যাদি প্রকার ভাবনা করিবে। এইজন্য পূর্ব্বে (২।৯৬ শ্লোকে) বলা হইয়াছে "জ্ঞানের দ্বারা এগুলিকে যেভাবে নিরুদ্ধ করা যায় অন্য কোন উপায়ে সেরূপ হয় না"। ১৬

(স্বাধ্যায়ের পরিপন্থী সকল প্রকার ধনার্জ্জনাদি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কোনও উপায়ে নিজের এবং পোষ্যবর্গের পোষণ করিবে। কারণ স্বাধ্যায় সম্পাদনই কৃতকৃত্যতা।)

(মেঃ)—বেদাভ্যাসের বিরোধী যত কিছু বিষয় আছে সেগুলি পরিত্যাগ করা উচিত। যেমন রাজবাড়ী কিংবা রাজার মন্ত্রীর বাড়ী গিয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জন করা ইত্যাদি প্রকার ক্রিয়াকলাপ; এগুলি পরিত্যাগ করা উচিত। এই প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকিয়া কৃষি, কুসীদ প্রভৃতি দ্বারা যে অধিক পরিমাণ লাভ হইবে তাহা দ্বারা আত্মীয়বর্গের পোষণ হইবে। তখন বহু কুটুম্ব এবং ধনসম্পত্তি থাকায় দাসদাসীও বহু হইতে পারিবে। (এভাবও বর্জ্জনীয়।) "সা হি"=তাহাই "অস্য"=এই ব্রতধারী স্নাতকের "কৃতকৃত্যতা"=কৃতার্থতা; নিত্য স্বাধ্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যে, কোনগতিকে তাঁহার কুটুম্ব (পোষ্য)বর্গকে বাঁচাইয়া রাখেন (ইহা দ্বারাই তাঁহার কর্ত্তব্য সমাধা হইয়া যায়)। ১৭

(এই পৃথিবীতে নিজ বয়স, কর্ম্ম, অর্থ, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বংশমর্য্যাদা অনুসারে তাহার উপযুক্ত বেশ, বাক্য প্রয়োগ এবং বুদ্ধি বা জ্ঞাননিষ্ঠা অবলম্বন করিবে।)

(মেঃ)—অগ্রে যে 'সারূপ্য' কথাটী রহিয়াছে তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকায় "বয়সঃ" ইত্যাদি স্থলে ষষ্ঠী হইয়াছে। "বেশ-বাগ্-বুদ্ধি" এখানে সমাহার দ্বন্দ্ব হইয়াছে। 'সারূপ্য' এ স্থলে স্বার্থে 'ষ্যঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে। অতএব এখানে যাহা বলা হইল তাহা এইরূপ,—নিজ বয়স প্রভৃতির সহিত যাহা মানায় সেই প্রকার পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি ধারণ করা কর্ত্তব্য। 'সারূপ্য' ইহার অর্থ ঔচিত্য; কারণ আকৃতি প্রভৃতি অন্য বস্তুর সাদৃশ্য সম্ভব নহে। বয়স প্রভৃতি অনুসারে বেশাদির ঔচিত্য, যেমন,—প্রথম বয়সে কেশগুচ্ছধারণ, যৌবনকালে কৌন্তল প্রভৃতি আকারে কেশধারণ এবং বৃদ্ধ বয়সে জটাধারণ কিংবা মস্তকমুণ্ডন। বেশ বলিতে কেশাভরণ প্রভৃতির বিন্যাস। বয়সের অনুরূপ কথা বলা। এইরূপ বয়স প্রভৃতির অনুরূপ বুদ্ধি যেমন—প্রথম বয়সে (গৃহস্থের) ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান এবং তাহা ধারণ করা। আর বৃদ্ধ বয়সে কেবলমাত্র ধর্ম্ম প্রধানতঃ অনুষ্ঠানের বিষয়। যাহার যেরূপ কর্ম্ম এবং যেরূপ অর্থ সেই অনুসারে তাহার বেশ হইবে। এইরূপ, নিজ বংশের অনুরূপ বেশবিন্যাস—দশনরাগ প্রভৃতি উন্নত প্রকার হইলেও তাহা লোকের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করে না। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে, "লোক-ব্যবহারই ইহার বিষয়"। এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—এই শ্লোকটীতে যাহা বলা হইল তাহা বিধিস্বরূপ নহে, কারণ ইহার স্বরূপ শাস্ত্র-ছাড়াও অন্য প্রকারে লোকে নিরূপণ করিয়া থাকে; এইজন্য ইহা অনুবাদস্বরূপ; আর লোক-ব্যবহারই তাহার মূল (অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারে যাহা প্রসিদ্ধ আছে তাহাই এখানে অনুবাদরূপে বলা হইয়াছে মাত্র)। যে লোক এইভাবে থাকে সে লোকাচারই অনুসরণ করে, ইহাতে সে, লোকের বিদ্বেষ অর্থাৎ ঘৃণা বা নিন্দার পাত্র হয় না। ১৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে সকল শাস্ত্র আলোচনা করিলে বুদ্ধির বিকাশ হয়, যাহা হইতে ধনলাভ করা যায় এবং জীবনের পক্ষে যাহা হিতকর সেই সমস্ত শাস্ত্র এবং বৈদিক নিগমসমূহ পর্য্যালোচনা করিবে।)

(মেঃ)—'বুদ্ধিবৃদ্ধিকর' শাস্ত্র, যেমন,—পুরাণ, তর্কশাস্ত্র, বৃহস্পতি ও শুক্রপ্রণীত নীতি-শাস্ত্র প্রভৃতি। "হিতানি"=যাহার প্রয়োজন এইখানেই উপলব্ধি করা যায়, যাহা মনুষ্যজীবনের উপকার সাধন করে; যেমন,—চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি। অর্থশাস্ত্রটী এখানে ধরা হইতেছে না, কারণ তাহা পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা আছে। "বৈদিক নিগম" ইহার অর্থ যাহা হইতে বেদের অর্থজ্ঞান লাভ করা যায়; যেমন—নিগম, নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও মীমাংসা। এখানে 'বৈদিক নিগম' বলিতে যদি 'ঋক্' অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে রূঢ়ি অনুসরণ করা হয় বটে কিন্তু ইহা অদৃষ্টার্থক হইয়া পড়ে। ১৯

(লোকে যে পরিমাণ শাস্ত্রের উপর অভিনিবেশ সম্পন্ন হয় তাহার নিকট শাস্ত্রের তাৎপর্য্য সেইভাবে প্রকাশ পায় এবং বুদ্ধিও উজ্জ্বল হয়।)

(মেঃ)—"সমধিগচ্ছতি"=সমধিগত করে; সমধিগম ইহার অর্থ অভিনিবেশ বা অভ্যাস। "বিজানাতি"=বিশেষরূপে জানে। ইহা সকলের প্রত্যক্ষ বিষয় যে পুনঃ পুনঃ আলোচনায় বিদ্যালাভ হয়। তখন "বিজ্ঞানং চাস্য"=তাঁহার বুদ্ধি "রোচতে"=উজ্জ্বল হয়। ইহা দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত স্মৃতিটীর মূল বলা হইল। (অর্থাৎ বুদ্ধি বিকাশের জন্যই পূর্ব্ববর্ণিতরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য, এই প্রকার দৃষ্ট অর্থ ইহা হইতে সিদ্ধ হয়।) এখানে রুচ্ ধাতুটী অভিলাষার্থক নহে; কাজেই "রুচ্যর্থানাম্" ইত্যাদি সূত্র অনুসারে "অস্য" এখানে সম্প্রদান বিভক্তি হইল না। ২০

(ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞ এগুলি সকল সময়ে সামর্থ্য অনুসারে অনুষ্ঠান করিবে—কখনও ত্যাগ করিবে না।)

(মেঃ)—পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। সে সম্বন্ধে বিশেষ কথা বলিবার নিমিত্ত এখানে তাহার অনুবাদ করা হইতেছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে "অনীহমানাঃ" ইত্যাদি অংশে ঐ বিশেষ বিষয়টী বলা হইবে। কেহ কেহ ইহার এইরূপ তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করেন,—ইহা ব্রতের অধিকার (প্রকরণ) অর্থাৎ পূর্ব্বে ১৩ শ্লোক হইতে ব্রত সম্বন্ধে বিধি বলা হইতেছে; কাজেই এখানে ঐ পঞ্চমহাযজ্ঞের যে পুনরুল্লেখ করা হইতেছে ইহা দ্বারা ঐ সম্বন্ধে নিয়ম নির্দ্দেশ করা হইতেছে। সুতরাং,—'যতদিন আমার গার্হস্থ্য আশ্রম থাকিবে ততদিন আমি এই মহাযজ্ঞগুলি পরিত্যাগ করিব না' এই প্রকার সংকল্প করিতে হইবে, ইহাই (এইরূপ নিয়মই) এখানে বিধান করা হইতেছে। এস্থলে এরূপ বিবেচনা করা সংগত হইবে না যে, পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্বন্ধে যখন দুইবার বলা হইতেছে তখন ইহাদ্বারা দুইবার বিধি নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কারণ, এখানে এই যে পঞ্চমহাযজ্ঞের উল্লেখ ইহা বস্তুতঃ বিধি নহে, যেহেতু এখানে কোন বিধিবোধক পদের প্রয়োগ নাই। এখানে কেবল "ন হাপয়েৎ"=ত্যাগ করিবে না, এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা যখন নিত্য কর্ম্ম তখন ইহা যে পরিত্যাগ করা উচিত নহে, তাহা প্রকারান্তরে প্রাপ্তই রহিয়াছে। আর এখানে যখন পূর্ব্ববিহিত কর্ম্মেরই প্রত্যভিজ্ঞা (অভিন্নতাবোধ) রহিয়াছে তখন ইহাকে আলাদা একটী কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবারও কোন কারণ নাই। "যথা-শক্তি" ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে পক্কান্ন, আমান্ন কিংবা ফলমূল প্রভৃতি যখন যাহা উপস্থিত থাকিবে তাহা দ্বারাই উহা সম্পন্ন করিতে হইবে। ২১

(যজ্ঞশাস্ত্রের তাৎপর্য্যাভিজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তি ধনাভিলাষবিহীন হইয়া নিজ নিজ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মধ্যেই এই পঞ্চযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—যজ্ঞশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ কোন কোন গৃহস্থ এই মহাযজ্ঞগুলিকে নিজ নিজ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মধ্যেই "জুহ্বতি"=সম্পাদন করিয়া থাকেন। "অনীহমানাঃ"=তাঁহারা ধনাভিলাষ করেন না, তাঁহারা গৃহকর্ম্মসমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা দেহসন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহারা শিলবৃত্তি এবং উঞ্ছবৃত্তি, তাঁহাদের পক্ষেও এই প্রকার অনুষ্ঠান অনুমোদন করা হয়। পঙ্গু প্রভৃতি লোকেদের পক্ষেও এই বিধান শাস্ত্রানুমোদিত। তবে অগ্রে (৯।২০ শ্লোকে) "যদি তাহাদের দারপরিগ্রহের অভিলাষ থাকে" ইত্যাদি বচনে পঙ্গু প্রভৃতিরও দারগ্রহণ করা অনুমোদিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইবে। কিন্তু ইহাদের পঞ্চমহাযজ্ঞে অধিকার নাই, কারণ তাহাদের কোন দ্রব্য (ধনাদি) নাই। এই-জন্য যাহাতে দেহধারণ করা যায় ততটুকু মাত্র দ্রব্য তাহারা পাইতে পারে কিন্তু যজ্ঞাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার জন্যও যে ধনাদি পাইবে তাহা হইতে পারে না। "জুহুবতি" এখানে 'হু' ধাতুর অর্থ হোম নহে কিন্তু উহা লক্ষণা দ্বারা 'কৃ' ধাতুর অর্থ যে নিষ্পাদন করা তাহাই বুঝাইতেছে। কারণ, যাগ হইতেছে একটী ক্রিয়া বিশেষ ; আবার হোমও হইতেছে একটী ক্রিয়া বিশেষ ; কাজেই ঐ ক্রিয়া বিশেষরূপ যাগটী অপর একটী ক্রিয়া বিশেষ যে হোম তাহার কর্ম্ম হইতে পারে না। যেহেতু, "পচতি পাকং" এরূপ প্রয়োগ হয় না, কিন্তু 'পাকং করোতি'=পাক করিতেছে, 'যাগং করোতি'=যাগ করিতেছে এই প্রকার প্রয়োগই হইয়া থাকে। যে সমস্ত ক্রিয়া সাধারণভাবে কোন বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষাযুক্ত সেগুলির পক্ষে দ্রব্য এবং কর্ম্মও বিষয় হইতে পারে। যেমন 'ভোজন করিতে ইচ্ছা করে', 'ভোজন করিতে পারে', 'ভোজন করিতে জানে' ইত্যাদি। আবার কোন একটী বিশেষ যে অপর একটী সামান্যের পরিচায়ক হয় তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় ; যেমন, 'এই গরুটীকে তাহার পা দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে' ইত্যাদি।

এই যে হোমের কথা বলা হইল, কেহ কেহ ইহার ব্যাখ্যাকল্পে এইরূপ বলেন যে, ইন্দ্রিয় সংযমকেই এখানে হোম বলা হইয়াছে। অন্য কেহ কেহ আবার এই প্রকার ব্যাখ্যা করেন,—উপনিষদের প্রাণসংবাদ প্রকরণে আম্নাত হইয়াছে,—"যে অন্নগ্রাস ভোজনের নিমিত্ত মুখে প্রথম উপস্থিত হয় তাহাই হোমীয় দ্রব্য ; সেই অন্নের দ্বারা সায়ংকালে 'প্রাণায় স্বাহা' ইত্যাদি বলিয়া প্রথম আহুতি হোম করিবে" ;—এইভাবে যে আধ্যাত্মিক হোম (প্রাণাগ্নিহোত্র) বর্ণিত হইয়াছে তাহারই কথা এখানে বলা হইতেছে। অন্য কেহ কেহ আবার এইরূপ ব্যাখ্যা বলেন যে, এখানে পরবর্ত্তী শ্লোকে উপাসনার যে বিশেষ বিধান বলা হইয়াছে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই 'হোম' বলা হইতেছে ; এইরূপ বলিলে তবেই উহাদের যে একবাক্যতা প্রতীত হইতেছে তাহা ঠিক থাকে। ইহাতে কেহ হয়ত শঙ্কা উত্থাপন করিয়া বলিতে পারেন যে, পরবর্ত্তী শ্লোকে "বাক্-মধ্যে প্রাণকে হোম করিবে" এইরূপ বলা হইয়াছে কিন্তু ইন্দ্রিয়ে হোম করিবার কথা ত বলা হয় নাই? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—উহা দোষের নহে—(ঐ প্রকার বলা না হইলেও কোনও ক্ষতি নাই) ; কারণ, এখানে যে ইন্দ্রিয় শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা দ্বারা আধ্যাত্মিক (দেহ মধ্যে সম্পাদ্য) হোমেরই কথাই সূচিত হইয়াছে। এতাদৃশ হোম করিবার জন্য দেহের বাহিরের কোন দ্রব্য করণ বা উপকরণরূপে আবশ্যক নহে, ইহা জানাইয়া দেওয়াই এস্থলে অভিপ্রেত। ২২

(কেহ কেহ বাগ্‌মধ্যে প্রাণকে আহুতি দেন, এবং প্রাণমধ্যে বাক্-ব্যাপারকে সর্ব্বদা আহুতি দিয়া থাকেন। তাঁহারা, প্রাণ এবং বাক্ ইহারই মধ্যে যে যজ্ঞ নিষ্পাদন করা হয় তাহার ফল অক্ষয়, ইহা উপলব্ধি করিয়াই ঐরূপ করিতে থাকেন।)

(মেঃ)—যখন এই মানবের প্রশ্বাস বহিতে থাকিবে তখন সে এইরূপ চিন্তা করিবে 'আমি বাগ্‌ব্যাপারকে প্রাণমধ্যে আহুতি দিতেছি'; যখন কথা কহিতে থাকিবে এইরূপ চিন্তা করিবে 'আমি প্রাণকে বাগ্‌ব্যাপার মধ্যে আহুতি দিতেছি'। ইহা দ্বারাই তাহার পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইবে। আর এইগুলি যদি নিত্য কর্ম্ম হয় তাহা হইলে ইহাদের ফল নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক। এই প্রকার যজ্ঞসম্পাদনে আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের অধিকার। কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ মধ্যে পঞ্চাগ্নি উপাসনা প্রকরণে এই বিষয়টী বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মূলে যে "অক্ষয়" কথাটী আছে উহা ফলকে বুঝাইতেছে—এইভাবে যে যজ্ঞ করা হয় তাহার ফল অক্ষয় হইয়া থাকে; কারণ অপুনরাবৃত্তিই (মুক্তিই) উহার ফল। ২৩

(অন্য কোন কোন ব্রাহ্মণ জ্ঞানের দ্বারা ঐ যজ্ঞ সর্ব্বদা সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকেন যে জ্ঞানই এই সকল যজ্ঞের মূল।)

(মেঃ)—"তৈঃ মখৈঃ"=আলোচ্যমান ঐ সমস্ত যজ্ঞের দ্বারা, "যজন্তে"=ঐ যজ্ঞ সম্বন্ধে তাঁহাদের যে কর্ত্তব্যতা তাহা সম্পাদন করেন। এখানে 'যজ্' ধাতুর এইরূপ ভিন্ন প্রকার অর্থ হইতেছে বলিয়া "যজ্ঞৈঃ যজন্তে" এইভাবে যজ্ঞটী সাধন (করণ) এবং যজ্ ধাত্বর্থটী সাধ্য হইতে পারিল। ইহার উদাহরণ যেমন "অগ্নিষ্টোমযাজী" (এখানে অগ্নিষ্টোমযাগটী সাধন এবং যজ্-ধাত্বর্থটী তাহার সাধ্য হইতেছে)। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, জ্ঞানের দ্বারা যাগ নিষ্পন্ন হইবে কিরূপে? কারণ দেবতার উদ্দেশে যে দ্রব্যত্যাগ করা হয় তাহারই নাম যাগ। কিন্তু জ্ঞানের আকার ত এরূপ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নহে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এখানে যে "যজন্তে" বলা হইয়াছে ইহা দ্বারা যাগের কার্য্য (প্রয়োজন) নিষ্পাদন করাই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহাতে পুনরায় এইরূপ সংশয় হয় যে, জ্ঞানের দ্বারাই যদি যাগের কার্য্য (প্রয়োজন) নিষ্পাদিত হইয়া যায় তাহা হইলে আর কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার দরকার কি? কারণ, কর্ম্মানুষ্ঠানের কোন বিষয় (আয়োজন উপকরণ) নাই অথচ কর্ম্মানুষ্ঠান হইবে, ইহা ত সম্ভব নহে? ইহাতে যদি বলা হয়, শ্রুতিমধ্যে—"যিনি এই কর্ম্ম সম্বন্ধে এই প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করেন তিনিও এই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন" এই প্রকার উপদেশ যখন রহিয়াছে এবং ইহা দ্বারা যজ্ঞবিষয়ক জ্ঞানকেও যখন ফলপ্রদ বলা হইয়াছে তখন বাহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ, শ্রুতির ঐ উক্তিটী অর্থবাদ; যেহেতু উহা অন্য একটী বিষয়ের সহিত অঙ্গরূপে সম্বদ্ধ হওয়ায় উহা তাহার অংশ বলিয়া তাহারই সহিত প্রশংসা প্রতিপাদকরূপে অন্বিত হয়। এই প্রকার সংশয় উত্থাপিত হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। যে সমস্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ধনাদি বস্তুর আকাঙ্ক্ষাশূন্য তাঁহারাই যে এইভাবে যজ্ঞ সম্পাদনের অধিকারী তাহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি। সেই জ্ঞানিগণই এই প্রকার যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানবিৎ ব্যক্তিগণ এরূপ করিবেন না, ইহাই এস্থলে অভিপ্রেত। সেই জ্ঞানিগণ 'বেদসন্ন্যাসী' হইয়া গৃহে অবস্থান করেন; তাঁহাদের পক্ষেই এই ভাবনাময় মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিবার কথা বলা হইতেছে। ইহা দ্বারা এই প্রকার অর্থ জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, দ্রব্যসম্ভার দ্বারা সে পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদন করা হয় তাহা এই 'সম্পৎ'-উপাসনা দ্বারা এইভাবে আত্মজ্ঞান দ্বারা সম্পাদন করা যায়। তবে ঐ সমস্ত বেদ-সন্ন্যাসিগণের পক্ষেও স্বাধ্যায় এবং উদক-তর্পণ যে কর্ম্মসাধ্য, তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইবে।

এইভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করিবার কারণ স্বরূপ অর্থবাদ বলিতেছেন "জ্ঞানমূলাম্" ;—। জ্ঞান হইয়াছে মূল যে ক্রিয়ার তাহা 'জ্ঞানমূলা ক্রিয়া'। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের মূল (কারণ) হইতেছে জ্ঞান; কারণ যিনি কিছু জানেন না, যাঁহার শাস্ত্রার্থ জ্ঞান নাই তিনি কিছুই অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। এই জন্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে "কর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া তবে যাগযজ্ঞ করিবে"। "পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা",—। জ্ঞান হইতেছে চক্ষুর ন্যায়; চক্ষু দ্বারা যেমন রূপ গ্রহণ করা হয় (তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়) সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা সব কিছু জানা যায়। আর জ্ঞান বলিতে যে বেদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা নহে*। ২৪

(যাবজ্জীবন দিবা এবং রাত্রির প্রারম্ভে ও অবসানে অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিবে এবং কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের অবসানে দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ করিবে)।

(মেঃ)—'অগ্নিহোত্র' প্রভৃতি শব্দগুলি শ্রুতি ও গৃহ্যস্মৃতিমধ্যে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের নাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ সকল কর্ম্ম এবং সেগুলির ইতিকর্ত্তব্যতাও সেইখানে (শ্রুতি এবং গৃহ্য-সূত্রাদির মধ্যে) উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এখানে ঐ অগ্নিহোত্রাদি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সেই শ্রুতিবাক্যেরই অনুবাদস্বরূপ, কিন্তু ইহা অপূর্ব্ববিধি নহে; কারণ অপূর্ব্ববিধি-স্থলে কর্ম্মের রূপ যে দ্রব্য এবং দেবতা তাহার বিধান থাকে; কিন্তু এখানে তাহার কোন উল্লেখ নাই। এখানে কেবল সেই হোম যে কর্ত্তব্য তাহাই মাত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু দ্রব্য কিংবা দেবতার কোনও নির্দ্দেশ নাই। আর 'অগ্নিহোত্র' প্রভৃতি নাম বলিলেই তাহার যে একটী বিশেষ স্বরূপ আছে সে সম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা (জিজ্ঞাসা) উদিত হইয়া থাকে। কাজেই শাস্ত্রান্তরে ঐ কর্ম্মের যে বিশেষ স্বরূপ নির্দ্দেশ করা আছে তাহাই এখানে বোধিত হইতেছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ভাল, তাহাই যদি হয় তবে এখানে ইহা বলা ত অনর্থক; কারণ, সেই শাস্ত্রান্তর হইতেই ত উহার কর্ত্তব্যতা এবং ইতিকর্ত্তব্যতা উভয়ই জানিলে চলিবে? (উত্তর)—এখানে উহা উল্লেখ করা নিরর্থক নহে; কারণ, বেদসন্ন্যাসিগণের যে উপাসনার বিষয় আলোচিত হইতেছে তাহার সহিত সমতা বিধান করিবার নিমিত্ত এখানে ইহা বলা হইতেছে। পূর্ব্বে "বাচোকে জুহ্বতি প্রাণং" এবং "জ্ঞানেনৈবাপরে" ইত্যাদি শ্লোকে যেমন জ্ঞান দ্বারা ভাবনাময় পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদন করিতে বলা হইয়াছে এই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও সেইভাবে সম্পাদন করা উচিত, ইহাই এখানে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। আর, 'এখানে ঐ কর্ম্মগুলির পুনরুল্লেখ কেন' এইভাবে যে দোষ দেখান

*ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ২৫—৩৩ শ্লোকে এই আধ্যাত্মিক যজ্ঞ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইয়াছে তাহা অকিঞ্চিৎকর—অসার; কারণ, এরূপ হইলে সকল শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধেই ঐ প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে হয়; যেহেতু সকল শ্রুতিস্মৃতি মধ্যেই এইরূপ দেখা যায় যে, এক জায়গায় যাহা বলা হইয়াছে অন্য জায়গাতে তাহারই পুনরুল্লেখ রহিয়াছে। তবে এই প্রকার পুনরুল্লেখের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উঠান হয় সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে এইরূপ পরিহার বলা হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠকগণের জন্য একই বিষয় বিভিন্ন স্থানে এইভাবে পুনরুল্লিখিত হইয়া থাকে। কাজেই ইহা পুনরুক্তি বলিয়াই গণ্য নহে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের বোধের জন্য একই ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন; কারণ, একটী মাত্র চক্ষু দ্বারা সকলে দেখিতে পারে না, কাজেই পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, এইরূপ বিভিন্ন লোকের বোধের জন্য বেদের শাখাও ভিন্ন ভিন্ন এবং স্মৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, এখানে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের নাম যখন বলা হইল তখন উহাদের রূপই বা বলা হইল না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য, ইহাও দোষাবহ নহে। কারণ, একই কর্ম্মের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখায় ভিন্ন ভিন্ন ইতিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কোন্ শাখা অনুসারে তাহা বলা হইবে? যত প্রকার ইতিকর্ত্তব্যতা আছে সবই যদি বলিতে হয় তাহা হইলে গৌরব (গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি) হয়। আবার যদি কোন একটীর উল্লেখ করা হয় তাহা হইলে অন্যগুলি পরিত্যাগ করা হয়, (তাহারই বা হেতু কি?) কারণ ঐরূপ করিলে তাহার বিরুদ্ধেও আপত্তি থাকিয়া যায়। বস্তুতঃ, ইহা যে কোন বিধি নহে কিন্তু ইহা এখানে অনুবাদস্বরূপ উল্লেখ সে কথা আগে বলাই হইয়াছে। ইহা যদি বিধি হইত তাহা হইলে এই প্রকার আপত্তি করা চলিত যে এই কর্ম্মটী যখন অন্যত্র শাস্ত্রান্তরে বিহিত হইয়াছে তখন এখানে পুনরায় উহার বিধি বলা হইতেছে কেন?

"আদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ";—এখানে 'দিবার আদিতে এবং নিশার অন্তে' এভাবে যথাক্রমে নির্দ্দেশ বক্তব্য নহে; কিন্তু 'দিবার ও নিশার আদিতে এবং দিবার ও নিশার অন্তে' এই প্রকার অর্থই বিবক্ষিত। ইহা দ্বারা সায়ংকাল এবং প্রাতঃকালের কথা বলা হইল। যাঁহারা উদিতহোমী তাঁহাদের পক্ষে দিবাভাগের প্রারম্ভে এবং যাঁহারা অনুদিতহোমী তাঁহাদের পক্ষে নিশাবসানে (সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে) অগ্নিহোত্র সম্পাদন করিতে হয়। "দ্যুনিশোঃ" এখানে যে 'দ্যু' এই শব্দটী রহিয়াছে ইহা দিবসরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। "সদা" ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইতেছে যে, যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। "দর্শেন" ইহার সহিত "যজেত" এই ক্রিয়াপদটীর অধ্যাহার করিতে হয়। কারণ দর্শপূর্ণমাসযাগের উৎপত্তিবাক্যে "জুহুয়াৎ" এরূপ উল্লেখ নাই কিন্তু "দর্শেন যজেত" এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। আর এখানে ইহা তাহারই অনুবাদস্বরূপ। এই কারণেই তদনুসারে এখানে "যজেত" এই ক্রিয়াটীরই অধ্যাহার করা হয়। আর এই কারণেই অর্দ্ধমাসান্তে এই প্রকার সাধারণভাবে উল্লেখ থাকিলেও (অর্দ্ধমাস বলিতে পক্ষান্ত অর্থাৎ অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা উভয় অর্থই গ্রহণ করা যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও) কৃষ্ণপক্ষের অবসানে (অমাবস্যায়) দর্শযাগ এবং শুক্লপক্ষের অবসানে (পূর্ণিমায়) 'পূর্ণমাস' যাগ অনুষ্ঠেয়। কারণ, শ্রুতিমধ্যে এইরূপই নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে "অমাবস্যায় দর্শযাগ এবং পূর্ণিমায় পূর্ণমাস যাগ কর্ত্তব্য"। ২৫

(পূর্ব্ব বৎসরের শস্য স্বভাবতঃ যে সময় ফুরাইয়া যায় সেই সময় অর্থাৎ নূতন শস্য উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণের পক্ষে নবশস্যেষ্টি বা 'আগ্রয়ণ' নামক যজ্ঞ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। ঋতুত্রয়ের অবসানে চাতুর্ম্মাস্য যাগ অনুষ্ঠেয়। ছয় মাস অন্তর পশুযাগ করণীয় এবং বৎসরান্তে সোমযাগ কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—"শস্যান্তে" এখানে শস্য শব্দটীর অর্থ ব্রীহি প্রভৃতি ধান্য; তাহার 'অন্ত' অর্থাৎ ক্ষয়। পূর্ব্ব বৎসরের শস্য ক্ষয় হইয়া গেলে নবশস্যেষ্টি অর্থাৎ 'আগ্রয়ণ' নামক যজ্ঞ কর্ত্তব্য। এস্থলে পূর্ব্বসঞ্চিত শস্যের ক্ষয়ই যে আগ্রয়ণ যাগের কারণ তাহা নহে (যেহেতু তিন বৎসর সংসার খরচের উপযুক্ত শস্য সঞ্চয় করা যায়); আবার নূতন শস্যের উৎপত্তিও যে ঐ যাগের নিমিত্ত তাহাও নহে। কিন্তু এখানে এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, 'আগ্রয়ণ' যাগ না করিয়া নূতন শস্যসঞ্জাত নবান্ন ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। এইজন্য এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, "আগ্রয়ণ যাগ না করিয়া নবান্ন ভক্ষণ করিবে না"। অতএব আগ্রয়ণ নামক যাগ দ্বারাই নবশস্য ভক্ষণ বিহিত। সুতরাং আগ্রয়ণ যাগ করা কর্ত্তব্য। এইভাবে কেহ কেহ এই অংশটীর ব্যাখ্যা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিয়াছেন। কিন্তু এ পক্ষে দোষ এই যে, কাহারও যদি পূর্ব্বসঞ্চিত শস্য থাকিয়া যায় এবং নূতন শস্য সংগ্রহ করা না ঘটে এবং তাহার যদি তাহা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা না হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে নিয়মানুসারে আগ্রয়ণেষ্টি প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ তাহাকে যে উহা করিতেই হয়, এ কথা আর বলা চলে না। আবার যদি এরূপ অর্থ করা হয় যে "শস্যান্তে" ইহা নবশস্যের উপলক্ষণ (অর্থাৎ নবশস্য জন্মিলে ঐ যাগ কর্ত্তব্য, এইরূপ যদি বলা হয়) তাহা হইলে ঐ যজ্ঞটী না করিয়াও নবশস্য ভক্ষণ করা যাইতে পারে (যে কোন সময়ে নবশস্যের দ্বারা যাগ করিলেই চলিবে)। অতএব এই প্রকার অনুপপত্তি (অসামঞ্জস্য) পরিহার করিতে হইলে বলিতে হয় যে এস্থলে দুইটী বিধিবাক্য রহিয়াছে। একটী বিধি হইতেছে "আগ্রয়ণ যাগ না করিয়া নবশস্য ভক্ষণ করিবে না"; আর "শস্যান্তে আগ্রয়ণ যাগ কর্ত্তব্য" ইহা অপর একটী বিধিবাক্য। এখানে যে 'শস্যান্ত' বলা হইয়াছে উহা দ্বারা নবশস্যের উৎপত্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, কারণ এই নবশস্যোৎপত্তিটী নিয়ত অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া উহাই ঐ যাগের 'নিমিত্ত' হইতে পারে (অর্থাৎ প্রতিবৎসরেই নবশস্য অবশ্যই জন্মিবে এবং যাগও কর্ত্তব্য হইবে)। পক্ষান্তরে পূর্ব্ব-সঞ্চিত শস্যের ক্ষয়টী নিয়ত অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী নহে ; কারণ, যাহারা ধনবান্ তাহাদের তিন বৎসর সংসারব্যয় নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত শস্য থাকিতে পারে। (সুতরাং তাহাদের পক্ষে প্রতিবৎসর পূর্ব্ব শস্যের ক্ষয় হয় না বলিয়া ঐ আগ্রয়ণ যাগটীও অবশ্য কর্ত্তব্য হইতে পারে না।) এইজন্য কল্পসূত্রকার বলিয়াছেন "অগ্নিহোত্র না করিয়া নবশস্য ভক্ষণ করিবে না"। আরও বলা হইয়াছে, "বৎসরব্যাপী শস্য দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিয়া আগ্রয়ণ যাগ করিবে"। এ সম্বন্ধে অপর একটী জ্ঞাতব্য এই যে, "শরৎকালে নবান্ন যাগ কর্ত্তব্য" এই বচনটীতে ঐ সম্বন্ধে বিশেষ একটী কালের বিধান করা হইয়াছে। এরূপ স্থলে, যে ব্যক্তির পূর্ব্বসঞ্চিত শস্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই সে শরৎকাল সমাদর করিবে অর্থাৎ ঐ সময়ে 'আগ্রয়ণ' যাগ করিবে, আর তাহা ছাড়া অন্য ব্যক্তি সেরূপ করিবে না (শরৎকালে ঐ যজ্ঞটী করিবে না), এই প্রকার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইলে দুইটী বচনেরই সার্থকতা থাকে। এখানে ইহাই যদি তাৎপর্য্য না হইত তাহা হইলে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন,—"নবশস্য উৎপন্ন হইলে নবশস্য যাগ করিবে"। কিন্তু ইহা না বলিয়া এখানে বলিতেছেন যে "নবশস্য যাগ না করিয়া নবশস্য ভক্ষণ করিবে না"। সুতরাং নবশস্য না হইলেও যাহার শস্য বিদ্যমান আছে তাহার পক্ষে শরৎকালে প্রতিপালন করা (শরৎকালে ঐ যজ্ঞ করা) কর্ত্তব্য। আর নবশস্যের উৎপত্তিই যখন এই যজ্ঞের নিমিত্ত তখন নবান্ন ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও ঐ 'আগ্রয়ণ' যাগটী অবশ্য কর্ত্তব্য।

"ঋত্বন্তে" ;—বেদমধ্যে "ঋতুই সম্বৎসর" এই প্রকার বর্ণনা রহিয়াছে দেখা যায় ; এইজন্য এখানে ইহা দ্বারা 'চাতুর্ম্মাস্য' নামক যাগের অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ করা হইতেছে। "অধ্বরৈঃ" এখানে যে "অধ্বর" শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা দ্বারা এই 'চাতুর্ম্মাস্য' যাগ-গুলিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অয়নদ্বয়ের আদিকে লক্ষণা দ্বারা অয়নান্ত বলা হইয়াছে (যেহেতু একটী অয়নের অন্ত অপর একটী অয়নের আদি)। অয়ন হইতেছে দুইটী—উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন। সেই সময় বৎসরে দুইবার পশুযাগ করিতে হয়। এইজন্য কল্পসূত্রকার বলিয়াছেন "পশুযাগ ছয় মাস অন্তর করা যায় কিংবা বৎসরে মাত্র একবারও করা চলে"। "সমান্তে" ;—'সমা' অর্থ বৎসর ; তাহার (বৎসরের) 'অন্ত' অর্থাৎ সমাপ্তি ঘটে শীতকালে (শীতকাল উপস্থিত হইলে)। কিন্তু শীতকালে সোম যাগ করিবার বিধান নাই ; শীত চলিয়া গেলে বসন্তকাল আসিলে সেই সময়েই উহা করা বিধিবোধিত। এইজন্য শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "প্রতিবৎসর বসন্তকালে 'জ্যোতিষ্টোম' যাগ করিবে। এইগুলি সব হইতেছে নিত্য (অবশ্যকরণীয়) কর্ম্ম"। কাজেই যিনি বেদসন্ন্যাসী তাঁহার পক্ষেও এইগুলি যে কোন প্রকারে কোনরূপে সম্পাদন করা উচিত। ২৬

(যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার পক্ষে নবশস্য যাগ না করিয়া নবান্ন ভক্ষণ করা উচিত নহে এবং পশুযাগ না করিয়া মাংস ভোজন করাও কর্ত্তব্য নহে)।

(মেঃ)—"অগ্নিমান্" বলিতে এখানে আহিতাগ্নি ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, কারণ ইহা আহিতাগ্নিরই পালনীয় ব্রত সম্বন্ধে আলোচনার প্রকরণ চলিতেছে। তাহার পক্ষে যে হোম করিতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয় তাহাতে যজুর্ব্বেদোক্ত নিয়মকলাপ পালনীয়। "নানিষ্টবা পশুনা"=পশু যাগ না করিয়া মাংস ভক্ষণ করিবে না এবং আগ্রয়ণ যাগ না করিয়া নবান্ন ভোজন করিবে না। এই প্রকার নিয়ম পালন করিবার ফল কি তাহাই বলিতেছেন "দীর্ঘমায়ুঃ জিজীবিষুঃ" ;—। আয়ুঃ বলিতে শরীর মধ্যে ক্রিয়াশীল প্রাণ, অপান প্রভৃতি বায়ুর বৃত্তি। 'জীব্' ধাতুটী অকর্ম্মক হইলেও 'জিজীবিষু' এখানে সন্ প্রত্যয়বাচ্য যে ইচ্ছার্থ ইষ্ ধাতু তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকায় "আয়ুঃ" এস্থলে কর্ম্মে দ্বিতীয়া হইয়াছে। কারণ 'জীব্' ধাতুটী সন্ প্রত্যয়ান্ত হইয়াও ইচ্ছা অর্থ বুঝাইতেছে। কিন্তু একটী মত আছে, সন্ প্রত্যয়বাচ্য ইষ্ ধাতুর কর্ম্ম হইবে আন্তর অর্থাৎ প্রকৃতিভূত 'জীব' ধাতুর অর্থ, তাহার বহির্ভূত কোন পদার্থ উহার কর্ম্ম হইতে পারে না। (সুতরাং 'আয়ুঃ' এটী আন্তর না হইয়া বাহ্য—অন্তরঙ্গ না হইয়া বহিরঙ্গ হইতেছে বলিয়া ইহা ঐ ইচ্ছাটীর কর্ম্ম হইতে পারে না)। অথবা ইচ্ছা হয় ইষ্যমাণ পদার্থের গুণস্বরূপ। 'প্রকৃতি ও প্রত্যয় একসঙ্গে মিলিয়া প্রত্যয়ের অর্থই প্রধানভাবে প্রকাশ করে' এই যে নিয়ম ইহা সন্ প্রত্যয় ছাড়া অন্য স্থলে প্রয়োজ্য। সুতরাং এই মতানুসারে 'আয়ুঃ' কর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব 'আয়ুঃ' বলিতে লক্ষণা দ্বারা জীবনকাল বুঝাইবে। সুতরাং "দীর্ঘমায়ুঃ জিজীবিষুঃ" ইহার অর্থ দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করিলে। এপক্ষে "দেশ-কালা-ধ্ব-গন্তব্যাঃ কর্ম্মসংজ্ঞা হ্যকর্ম্মণাম্" এই নিয়ম অনুসারে আয়ুঃ শব্দে দ্বিতীয়া হইয়াছে।

'নিরূঢ়-পশুবন্ধ' যাগ এবং 'অগ্রয়াণ' যাগ সম্বন্ধে আহিতাগ্নির পক্ষে ইহাই নিয়ম। আর যিনি গৃহ্য (স্মার্ত্ত) অগ্নি ধারণ করেন তাঁহার পক্ষেও আগ্রয়ণ যাগটী অবশ্য করণীয়, ইহা গৃহ্যসূত্র মধ্যে বিহিত হইয়াছে। শরৎকালে এই যে নবান্ন যাগ করা হয় ইহা ব্রীহি কিংবা শ্যামাক ধান্য দ্বারা কর্ত্তব্য, ইহা যব দিয়া করিতে হয় না। যে কোন শস্য দ্বারাই যে শস্যেষ্টিযাগ করা যায় তাহা নহে; কারণ, মাষকড়াই, মুগকড়াই প্রভৃতিও শস্য; কিন্তু তাহা দ্বারা এই যাগ করা চলে না; (সেইরূপ, অন্য যাগ যব দিয়া করা যাইলেও এই নবান্ন যাগ সেরূপ হইবে না)। কারণ, এখানে এই যে যাগের বিষয় উল্লেখ করা হইতেছে ইহা বিধিবাক্য নহে, কিন্তু ইহা শাস্ত্রান্তরসাপেক্ষ অনুবাদ স্বরূপ। আর শাস্ত্রান্তরে এ সম্বন্ধে এইরূপ বিধি আছে যে আগ্রয়ণেষ্টি ব্রীহিধান্য, শ্যামাকধান্য কিংবা যবের দ্বারা কর্ত্তব্য (তবে শরৎকালে ইহা করা হইলে যবের দ্বারা করা হয় না)। কিন্তু একথা ঠিক যে আগ্রয়ণেষ্টি না করিয়া অন্য কোন নবশস্যও ভক্ষণ করা উচিত নহে। কারণ নিষেধবাক্যে "শস্যং নাশ্নীয়াৎ"=কোন নবশস্য খাইবে না, এই প্রকারে সাধারণভাবে শস্য মাত্রই ভক্ষণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র ঐ কয়টী শস্য ভক্ষণ নিষেধ করাই যদি অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে এইরূপ বলিতেন "আগ্রয়ণ যাগ সম্পাদন না করিয়া ব্রীহি, শ্যামাক এবং যব খাইবে না"। কিন্তু সূত্রকার এইভাবে বচনটী বলিয়াছেন, "ব্রীহি, শ্যামাক এবং যব ইহা দ্বারা আগ্রয়ণেষ্টি কর্ত্তব্য; উহা দ্বারা অগ্নিহোত্র (ঐ যাগটী) সম্পাদন না করিয়া কোন নবশস্য ভক্ষণ করিবে না"। এই কারণে এই শস্য শব্দটী ঐ কয়টী নির্দ্দিষ্ট শস্যকেই বুঝাইতেছে না। ২৭

(সাগ্নিক ব্রাহ্মণের গৃহে স্থাপিত অগ্নিগুলিকে যদি নবশস্য দ্বারা এবং পশুবন্ধ যাগে হত পশুর মাংসাহুতি দ্বারা অর্চ্চনা করা না হয় তাহা হইলে নবান্ন এবং মাংসলিপ্সু ঐ অগ্নিগণ গৃহস্থের প্রাণই ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন।)

(মেঃ)—ঐ আগ্রয়ণাদি যাগগুলি যে নিত্য কর্ম্ম তাহারই সমর্থনকল্পে বলিতেছেন ঐগুলি না করিলে দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। নবশস্য দ্বারা যদি অর্চ্চিত না হন অর্থাৎ তাহা দ্বারা যদি হোম করা না হয় তাহা হইলে গৃহে স্থাপিত অগ্নিগুলি ঐ আহিতাগ্নি ব্যক্তির প্রাণই ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করেন। "গর্দ্ধিনঃ"—এখানে 'গর্দ্ধ' অর্থ অভিলাষ; সেই 'গর্দ্ধ' যাহার আছে সে গর্দ্ধী; এখানে মত্বর্থীয় ইন্ প্রত্যয় হইয়াছে। ২৮

(গৃহস্থ তাঁহার গৃহে সমাগত অতিথিকে আসন, ভক্ষ্য, শয্যা, জল এবং মূল ও ফল এই সকল বস্তু দ্বারা যথাশক্তি সমাদর করিবে; কোন অতিথি যেন অনাদৃত হইয়া গৃহে না থাকে।)

(মেঃ)—এসব কথা আগেও বলা হইয়াছে; তথাপি পরবর্ত্তী বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করিবার জন্য এখানে ইহা বলিতেছেন। কোন অতিথি যেন সমাদৃত না হইয়া (উপেক্ষিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইয়া) উঁহার গৃহে বাস না করেন। সকল অতিথিকেই পূজা করিয়া বাড়ীতে থাকিতে দিবে। "শক্তিতঃ"=শক্তি অনুসারে—একজন, দুইজন কিংবা বহুজন যতজন অতিথির আদর আপ্যায়ন করিবার সামর্থ্য থাকিবে ততজনকেই আসনাদি দান করিয়া পূজা (সমাদর) করিবে। এই যে শয্যাসন দান ইহাতে সকল গৃহস্থেরই স্বত্বনিবৃত্তি রূপ আত্যন্তিক দান বুঝাইতেছে না: কিন্তু তাহাদিগকে সমাদর করিবার জন্য ঐগুলি ব্যবহার করিতে দিবে, এইরূপ অর্থই বোধিত হইতেছে। তবে ভাত, ঝোল, মাংস, অন্ন, ঘৃত প্রভৃতি দেওয়া সম্ভব না হইলে অন্ততঃ কিছু মূল ও ফল খাইতে দেওয়া উচিত। এইজন্য মূল ও ফল এই দুইটী আলাদা করিয়া বলা হইয়াছে। ২৯

(পাষণ্ডী, বিকর্ম্মজীবী, বৈড়ালব্রতিক, শঠ, হৈতুক এবং বকবৃত্তি ইহাদিগকে কথা দ্বারাও সমাদর সম্মান দেখাইবে না।)

(মেঃ)—কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বশ্লোকে "বসেৎ"='রাত্রি বাস করিবে', এইরূপ প্রয়োগ থাকায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এই শ্লোকে পাষণ্ডী প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে সায়ংকালের যে আতিথ্য তাহা প্রদর্শন করিতেই নিষেধ করা হইতেছে। এরূপ ব্যাখ্যা করা সংগত নহে। কারণ, এখানে ঐ সকল ব্যক্তিকে পূজা (সমাদর সম্মান) করিতেই নিষেধ করা হইতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে ভাত প্রভৃতি কোন কিছু খাদ্য কেহই দিবে না, একথা বলা হইতেছে না। কারণ দিনের বেলাতেও যেসকল অতিথি ভোজন করে তাহারাও কিছুক্ষণ বাস করিতে পারে। কাজেই "বসেৎ" ইহা দ্বারা যে কেবল রাত্রি বাস করাই বুঝায় তাহা নহে। উঁহাদের মধ্যে "পাষণ্ডিনঃ"= যাহারা বাহিরে নানা প্রকার চিহ্ন ধারণ করে ; যেমন কেহ রক্তবস্ত্র ধারণ করে, কেহ নগ্ন থাকে, কেহ বা ঘুরিয়া বেড়ায়। "বিকর্ম্মস্থান্"=যাহারা আপৎকাল ছাড়াও অন্য বর্ণের বৃত্তি (জীবিকা) গ্রহণ করে; যেমন, ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি কিংবা ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। "বৈড়ালব্রতিক" ইহার অর্থ দাম্ভিক। যাহারা কেবল লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্যই এইভাবে গৃহাদি লাভ করিব, এই বিবেচনায় অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করে, কিন্তু 'ইহা শাস্ত্রবিহিত ইহা আমার পক্ষে করা ধর্ম্ম' এইপ্রকার বুদ্ধিতে ঐ সকল কর্ম্ম করে না। "শঠ" বলিতে সেই সকল লোককে বুঝায় যাহাদের মনে এক রকম এবং কথায় অন্য রকম ; কাহারও কোন উপকার করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া কাজের বেলায় তাহা অবজ্ঞা (উপেক্ষা) করে— তাহা পালন করে না। "হৈতুক" ইহার অর্থ নাস্তিক;—যাহাদের এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় যে, পরলোক নাই, দানেরও কোন ফল নাই, হোম করারও কোন ফল নাই। "বকবৃত্তি" বলিতে ঐ দাম্ভিকদেরই বুঝায়, কিছু ভেদ আছে এই যা ; ইহাদের মধ্যে পরস্পর ভেদ কি তাহা অগ্রে দেখান হইবে। "বাঙ্মাত্রেণাপি"=কথা দ্বারাও ;—তাহাদিগকে বসিতে আসনাদি দেওয়া দূরে থাক, তাহাদিগকে সম্মানপূর্ব্বক স্বাগত, এখানে বসুন (আস্তাজ্ঞা, বস্তাজ্ঞা) ইত্যাদি প্রকার বাক্যও প্রয়োগ করিবে না। তবে চণ্ডালাদিও যদি বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাদিগকে যেমন কিছু অন্নাদি দেওয়া হয় ইহাদিগকেও সেইভাবে কিছু অন্নাদি দেওয়া অনুমোদন করা যায়। এইজন্য অন্নদান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রসংগে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইরূপ বলিয়াছেন,—"অন্নদান করিবার সময় কাহারও জন্মবৃত্তান্ত কিংবা অধ্যয়নাদি বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন করিবে না"। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, এরূপ স্থলে পাত্রাপাত্র গবেষণা করিবে না। ৩০

(বেদস্নাতক, বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক এবং শ্রোত্রিয় গৃহস্থগণকে দৈব ও পিতৃ কার্য্যে পূজা করিবে ; যাহারা ইহার বিপরীত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে।)

(মেঃ)—বেদ এবং বিদ্যা এবং ব্রত=বেদ-বিদ্যা-ব্রত; এইগুলি দ্বারা যাঁহারা 'স্নাত' অর্থাৎ ঐ বিষয়গুলিতে যাঁহারা সমাপ্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা 'বেদবিদ্যাব্রতস্নাত'। ইহা দ্বারা নানা প্রকার স্নাতকের উল্লেখ করা হইল। ইহাদের মধ্যে 'বেদস্নাতক' তাঁহাদের বলা হয় যাঁহারা বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছেন। 'বিদ্যাস্নাতক' অর্থে যাঁহারা বেদবিদ্যার অর্থজ্ঞান লাভ করিয়া বিদ্যা সমাপ্তি করিয়াছেন তাঁহাদের বুঝায়। 'বিদ্যা' বলিতে এখানে বেদবিদ্যাই বুঝাইতেছে, কারণ তাহাই এখানে সন্নিহিত (বেদ শব্দটীর পাশাপাশিই রহিয়াছে)। আর বাস্তবিক পক্ষে

8

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বেদ-বিদ্যাই হইতেছে যথার্থ বিদ্যা। 'ব্রতস্নাতক' ;—'ব্রত' বলিতে পূর্ব্বে (৩।১ শ্লোকে) ষট্‌ত্রিংশদাব্দিক ইত্যাদি যে সকল পালনীয় নিয়ম বলা হইয়াছে তাহাই বুঝাইতেছে। কারণ, এরূপ একটী মতও আছে যে, বেদাধ্যয়ন এবং বেদার্থ বিচার সমাপ্ত হইলেও তাহাতেই তখনই সমাবর্ত্তন স্নান কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু 'ষট্‌ত্রিংশদব্দ' ইত্যাদি যে ব্রতকাল বলা আছে তাহা পূরণ করিতে হয় (ততদিন পর্য্যন্ত ব্রত পালন করিতে হয়)। আবার অন্য কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, যাহারা বেদাধ্যয়ন না করিয়াই ব্রত পালন করিতে থাকিয়া তিন বৎসরের পর সমাবর্ত্তন স্নান করে তাহারা ব্রতস্নাতক। বস্তুতঃ ইহা একটী কথাই নহে ; কারণ, যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করে নাই তাহার আবার সমাবর্ত্তন স্নান হইবে কিরূপে? কাজেই এই মতটী অগ্রাহ্য। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এখানে আলাদা করিয়া শ্রোত্রিয়ের উল্লেখ করা হইল কেন? কারণ, 'স্নাতক' বলাতেই ত শ্রোত্রিয়ও বলা হইয়া যায়? (উত্তর)—'আধিক্য'—অর্থ বুঝাইবার জন্যই আলাদা বলা হইয়াছে। সুতরাং এখানে 'শ্রোত্রিয়' বলিতে যাঁহারা সর্ব্বদা বেদাভ্যাসনিরত তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছে।

"গৃহমেধিনঃ" অর্থ গৃহস্থ। ইহা দ্বারা একথা বলা হইতেছে না যে (যাঁহারা গৃহস্থ নহেন যেমন) ভিক্ষু, তাপস এবং ব্রহ্মচারী তাঁহাদের পূজা করিবে না ; কিন্তু ইহাই বলা হইতেছে যে, তাঁহারা ভৈক্ষ-ভোজী ; কাজেই তাঁহারা 'অতিথি' হইতে পারেন না। যেহেতু (অতিথি গৃহস্থের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিতে পারে, কিন্তু) ব্রহ্মচারী গুরুগৃহ ছাড়া এবং তাপস বন ছাড়া অন্য কোথাও বাস করিতে পারে না। আবার যিনি প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে "কেবল মাত্র ভৈক্ষ সংগ্রহের অভিলাষেই গ্রামে যাইবে" এই প্রকার বিধান থাকায় তিনিও গ্রামে বাস করিতে পারেন না। অতএব অন্য আশ্রমে যাঁহারা থাকেন তাঁহারা গৃহের বাহিরে থাকেন ; কাজেই তাঁহারা গৃহমেধী নহেন। তাঁহাদের পূজা করা নিষিদ্ধ হইতেছে না ; কারণ "গৃহমেধিনঃ" এই কথাটী প্রায়িক অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে। বেশীর ভাগই গৃহস্থগণকেই সাধারণতঃ পূজা করিতে হয়। "হব্যেন কব্যেন"=শান্তি কর্ম্ম প্রভৃতি দৈব কর্ম্মে এবং শ্রাদ্ধরূপ পিতৃকার্য্যে উহাদেরই পূজা করা উচিত। "বিপরীতান্"=যাহারা স্নাতক নহে ; তাহারা পূর্ব্ব-বর্ণিত দোষবর্জ্জিত হইলেও তাহাদিগকে "বর্জ্জয়েৎ"=পরিত্যাগ করা উচিত। ৩১

(যাহারা অন্ন পাক করে না তাহাদিগকে যথাশক্তি অন্নদান করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। এবং পোষ্যবর্গের যাহাতে কোন রকম বাধা কষ্ট না জন্মে সেইভাবে সর্ব্বভূতের উপকারার্থে ধনাদি দান করাও বিধেয়।)

(মেঃ)—কেহ কেহ বলেন "অপচমান" বলিতে ব্রহ্মচারী এবং পরিব্রাজক বুঝায় (কারণ তাঁহারা অন্ন পাক করেন না)। এরূপ ব্যাখ্যা করা সমীচীন নহে ; কারণ "ভিক্ষাং চ ভিক্ষবে দদ্যাৎ" (৩।৯৪) ইত্যাদি বচনে উঁহাদিগকে ভিক্ষা দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য, এইরূপ বিধি বলা হইয়াছে। অতএব "অপচমানেভ্যঃ" ইহার অর্থ যাহারা দরিদ্র কিংবা যে সমস্ত পাষণ্ডী প্রভৃতিরা ভৈক্ষ দ্বারা জীবনধারণ করে তাহাদিগকে "শক্তিতো দাতব্যম্"=নিজ সামর্থ্য অনুসারে দান করা উচিত—যতজন লোককে যে পরিমাণ দিবার সামর্থ্য থাকে এবং যে পরিমাণ অন্ন পাক করা থাকে। আর এই যে অন্নদান ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ন (রান্না করা ভাত তরকারি) দিবার কথাই বলা হইয়াছে ; কারণ, যাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে তাহাদের অন্ন পাক নাই বলিয়াই তাহাদিগকে অন্ন দান করিতে বলা হইতেছে। "সংবিভাগশ্চ" ;—যাহাতে তাহারা বস্ত্র, ইন্ধন, ঔষধ প্রভৃতি ক্রয় করিতে পারে তাহার উপযোগী অন্য প্রকার ধনও তাহাদিগকে কিছু কিছু দেওয়া উচিত। "সর্ব্ব ভূতেভ্যঃ" ;—এখানে এই "ভূত" শব্দটী জগতের চেতন পদার্থ মাত্রকেই বুঝাইতেছে। যেমন শ্রুতিমধ্যে আম্নাত হইয়াছে "গায়ত্রীই এই চেতনাত্মক জগৎরূপে বিরাজমানা" ইত্যাদি। অচেতন পদার্থ সকল চেতন পদার্থের উপকার সম্পাদনই করে; কাজেই তাহাদিগের জন্য সংবিভাগ হইতে পারে না ; অতএব "ভূতেভ্যঃ" ইহা দ্বারা চেতন পদার্থ সকলের জন্যই সংবিভাগ করিতে বলা হইতেছে। আর এই কারণে "যাহাদের প্ররোহ জন্মে তাহারও চেতন পদার্থ" এই মতানুসারে 'ভূত' বলিতে বৃক্ষাদিকেও বুঝায়; সুতরাং বৃক্ষাদিতে জলসেচনাদির নিমিত্তও ধনসংবিভাগ করা উচিত। 'ভূত' শব্দটীর অর্থ বহুপ্রকার। কখনও ইহা প্রাধান্য অর্থ বুঝায়; যেমন "ভূতমিয়ং ব্রাহ্মণী অস্মিন্ গৃহে"=এই গৃহে এই ব্রাহ্মণীই প্রধান। কখন কখন 'পিশাচ' অর্থে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহার প্রয়োগ হয় ; যেমন 'ভূতোপসৃষ্ট' (ভূতে-পাওয়া লোক) ইত্যাদি। কখন কখন ইহার অর্থ 'বিপরীত' ; যেমন 'ভূত (বিপরীত কথা) বলিতেছে' ইত্যাদি।*

কখন কখন ইহা অতীতার্থ বুঝায় ; যেমন 'ভূত ক্রিয়া' ইত্যাদি। কখন কখন ভূত শব্দটী দ্বারা দেবতা বিশেষ অভিহিত হয় ; 'ভূতগণের উদ্দেশে বলি প্রদান' ইত্যাদি। কোন কোন সময়ে ইহা চেতন পদার্থ মাত্রকেই বুঝায় ; যেমন "কোনও ভূতের প্রতি হিংসা করিবে না" ইত্যাদি। কখন কখন ইহার অর্থ প্রাপ্তি ; যেমন, 'চন্দ্র মহদ্‌ভূত' অর্থাৎ মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে—বড় হইয়া উঠিয়াছে। কখন কখন ইহা উপমা অর্থ প্রকাশ করে ; যেমন, 'কাব্যভূত' অর্থাৎ কাব্যের সমান। কোন কোন সময়ে ইহার অর্থ 'উৎপন্ন হওয়া' ; যেমন "পুত্রো ভূতঃ"=পুত্র জন্মিয়াছে। আর এখানে এই 'ভূত' শব্দটীর যাহা অর্থ তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করাই হইয়াছে। "ভূতেভ্যঃ" এখানে তাদর্থ্যে চতুর্থী হইয়াছে। "অনুপরোধতঃ" ;—যাহাতে নিজ পোষ্যবর্গের ক্লেশ না হয়, সেই-ভাবে তাহাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় রাখিয়া অধিক যে দ্রব্য থাকিবে তাহা দ্বারাই ঐ সংবিভাগ করা উচিত। এইজন্য এইরূপ বলা হইয়াছে "ভরণীয় পোষ্যবর্গের ক্লেশ জন্মাইয়া যাহা কিছু পারলৌকিক ফলার্থে করা হয় তাহা সুখপ্রদ হয় না" ইত্যাদি। ৩২

(স্নাতক ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অবসন্ন হইলে রাজার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন, কিংবা পূর্ব্বে যাহার যাজন এবং অধ্যাপন করা হইয়াছে তাহারও নিকট হইতে অর্থ লইবেন কিন্তু অন্য কাহারও অর্থ গ্রহণ করিবেন না, ইহাই শাস্ত্রমর্য্যাদা।)

(মেঃ)—"রাজতো ধনমন্বিচ্ছেৎ" এখানে যে রাজার কথা বলা হইয়াছে ইহা দ্বারা চারি বর্ণেরই ধনী ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। এইজন্য আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে (১০।১১৩ শ্লোকে) বলিয়া দিবেন,— "ব্রাহ্মণগণ পোষ্যবর্গের ভরণ করিতে না পারায় অবসাদ প্রাপ্ত হইলে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সুবর্ণরজত ব্যতিরিক্ত দ্রব্য আবশ্যক হইলে মহীপতির নিকট ধন যাচ্‌ঞা করিবেন"। অতএব ইহা হইতে বুঝা যায় যে যদিও 'রাজন্‌' শব্দটীর মুখ্য অর্থ হইতেছে ক্ষত্রিয় জাতি তথাপি এই শাস্ত্রের শেষ পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে জানা যায় যে এখানে উহা জনপদের অধিপতিকেই বুঝাইতেছে। যেহেতু যাঁহারা জনপদের অধীশ্বর তাঁহাদের প্রচুর ধন থাকে। অতএব এখানে এই কথাই বলা হইতেছে যে, প্রচুর—গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশু এবং ধান্যাদি ধন থাকায় যাঁহারা মহাধনী তাঁহাদের নিকট হইতে দান গ্রহণ করা উচিত। এইরূপ করিলেই পূর্ব্বে "অদ্রোহেণৈব" ইত্যাদি বচনে যাহা উপদেশ করা হইয়াছে তাহা পালন করা হয়। যেহেতু ধনী লোকেরা যদি দান করে তাহা হইলে তাহাতে তাহাদের বেশী ক্লেশ হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির ধন অতি অল্প তাহার নিকট যাচ্‌ঞা করিয়া ধন গ্রহণ করিলে তাহা দোষের হইয়া থাকে। "রাজতো ধনমন্বিচ্ছেৎ" এখানে যদি 'রাজন্‌' শব্দটীর মুখ্য অর্থ (ক্ষত্রিয় জাতিরূপ অর্থ) গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে কেবল ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতেই ধন গ্রহণ অনুমোদিত হয় ; আর তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদির নিকট হইতে দান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহাতে কিন্তু সকল স্মৃতির সহিত বিরোধ ঘটিয়া থাকে। কারণ, অন্যান্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, "প্রশস্ত সদাচারনিষ্ঠ দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে এবং সেবাপরায়ণ শূদ্রের নিকট হইতেও পক্কান্ন ভিন্ন অন্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারা যায়"। আবার "রাজার দান গ্রহণ করিবে না" (৪।৮৪ শ্লো) ইত্যাদি বাক্যমধ্যেও যে 'রাজ' শব্দটী রহিয়াছে উহারও অর্থ জনপদের অধিপতি ছাড়া আর কিছু নহে; (উহারও অর্থ ক্ষত্রিয় জাতি নহে)। আরও কথা এই যে, উক্ত বচনটীতে যে ক্ষত্রিয়ের দান গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে; কারণ উহারই শেষাংশে বলা হইয়াছে "যে রাজা রাজন্য সন্তান নহে তাহার দান গ্রহণ করিবে না" ইত্যাদি। এখানে যখন 'অরাজন্যপ্রসূতি' এইরূপ বলা হইয়াছে তখন বুঝা যাইতেছে যে ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয় জাতীয় ব্যক্তির দান গ্রহণ নিষিদ্ধ হয় নাই; তাহা যদি হইত তবে 'অরাজন্যপ্রসূতি' এইরূপ বলা হইত না; যেহেতু ক্ষত্রিয় কখনও 'অরাজন্যপ্রসূতি' হইতে পারে না (অর্থাৎ যে রাজন্য-সন্তান নহে সে

*বস্তুতঃ এটী 'অবিপরীত' হইলেই ভাল হয়—সুতরাং 'ভূতার্থ' বলিতে 'ঠিক কথা, যথাযথ উক্তি' এই প্রকার অর্থ পাওয়া যায়। এইরূপই শিষ্টপ্রয়োগ। অভিধানে আছে "ভূতং ক্ষ্মাদৌ পিশাচাদৌ ন্যায্যে সত্যোপমানয়োঃ"='ভূত' শব্দটীর অর্থ— পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, পিশাচাদিযোনিবিশেষ, ন্যায্য, সত্য এবং উপমা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কখনও ক্ষত্রিয় হইতে পারে না)। অতএব এস্থলে যাহা বলা হইল তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—ক্ষত্রিয় জাতীয় রাজা যদি শাস্ত্রানুশাসন মতে থাকে তবে তাহার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে, কিন্তু অন্য ব্যক্তির দান গ্রহণ করিবে না।

"যাজ্যান্তেবাসিনোঃ";—এখানে ধনের সহিত সম্বন্ধ বিবক্ষিত হওয়ায় ষষ্ঠী হইয়াছে। এস্থলে "যাজ্যান্তেবাসিতঃ" এইরূপ 'তস্' প্রত্যয়ান্ত পাঠও হইতে পারে। 'যাজ্য' এবং 'অন্তেবাসী' এই দুইটী শব্দ ক্রিয়ানিমিত্তক—(যাহার যাজন করা হয় সে 'যাজ্য' এবং যাহাকে অধ্যাপনা করা হয় সে 'অন্তেবাসী'); সুতরাং ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে, যাজন এবং অধ্যাপন এই দুইটী কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলেন, চৌর্য্য প্রভৃতি উপায়ে ধনলাভ নিষিদ্ধ, অন্য উপায়ে উপপাতক হইয়া থাকে; কাজেই ধনীর আরাধনা করিয়া ধনলাভ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে—তিনি প্রীতিবশতঃ সেই ধন দান করুন কিংবা স্বস্তিবাচন দ্বারা সেই ধন তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যাউক ক্ষতি নাই। আর এইভাবে যিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করেন তিনি যে ধনীর সেবক হইয়া যান তাহা নহে। সেবাবৃত্তিটী নিষিদ্ধ; (কিন্তু এরূপ করা সেবা নহে)। এইরূপ, পূর্ব্বে যাঁহার (যাজনাদি দ্বারা) উপকার করা হইয়াছে তৎকালে তাঁহার যাজন না করিলেও তাঁহার নিকট হইতে ধন লইতে পারিবে; কারণ সে ব্যক্তি যাজ্য—একসময়ে তাহার যাজন করা হইয়াছে। যাজনরূপ সম্বন্ধ বহু পূর্ব্বে অতিক্রান্ত হইলেও সেই অতীত সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া 'যাজ্য' এস্থলে কৃত্য প্রত্যয় হইয়াছে। "সংসীদন্"=ধনাবসাদ প্রাপ্ত হইলে, ঐরূপ করিবে। সুতরাং পিতা প্রভৃতির ধন থাকিলে ঐরূপ করিবে না। এইজন্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "পিত্রাদির ধন বর্ত্তমান থাকিতে কোন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না" ইত্যাদি। উক্ত স্থলে যাহা বলা হইয়াছে ইহা তাহারই অনুবাদ। ইহা যে আপদ্ধর্ম্ম তাহা নহে অর্থাৎ রাজাদির নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবার আপাৎকালীন বিধি এখানে বলা হইতেছে; সুতরাং ইহা অনুবাদ নহে কিন্তু বিধি, একথা বলা যায় না। কারণ, ধনাবসাদ 'আপৎ' নহে; কিন্তু অর্জ্জিত ধনের যে অভাব তাহাই অবসাদ;—ধনার্জ্জনের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট উপায় যদি সম্ভব না হয় এবং অর্জ্জিত ধন যদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহা 'আপৎ' নামে অভিহিত হইবে। ধনাবসাদ এবং আপৎ এই দুইটীর মধ্যে ভেদ এই যে, স্থলান্তরে বহু ধান্যধন থাকিলেও দুর্ভিক্ষাদি স্থলে যখন সাধারণ লোকের অন্ন মেলে না, ক্ষুধাপীড়িত হইয়া কেবল আতিথ্যলব্ধ অন্নের উপর নির্ভর করিতে হয় তখন তাহাকে 'আপৎ' বলা হইয়া থাকে। আর কোন ব্যক্তি ক্ষুধাপীড়িত না হইলেও অর্থাভাববশতঃ যে কষ্ট পায় তাহাকে বলে 'ধনাবসাদ'। "ন তু অন্যতঃ"=যে ব্যক্তির ধন অল্প এবং যাহার কোন উপকার করা হয় নাই কিংবা উপকার করিবার সম্ভাবনা নাই তাহার নিকট হইতে ধন লইবে না। ৩৩

(স্নাতক ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য থাকিতে যেন 'অবসাদ' প্রাপ্ত না হয় এবং তাহার অর্থ থাকা সত্ত্বেও সে যেন জীর্ণ এবং মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া না থাকে।)

(মেঃ)—কোনও কারণে যদি (কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা) ধন উপার্জ্জনের চেষ্টা ব্যাহত হয় তাহা হইলে তখনই আপদ্ধর্ম্ম অবলম্বন করা উচিত নহে কিন্তু পুনরায় তাহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। এইজন্য বলা হইয়াছে "মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সম্পৎলাভের অভিলাষ করিবে"। আর এই কারণে ভূমি কর্ষণাদি করা সত্ত্বেও বর্ষা প্রভৃতি না হওয়ার জন্য যদি কোন প্রকারে শস্য নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে কেবল এইটুকু মাত্র কারণে পরপ্রদত্ত অন্নের উপর নির্ভর করিবে না কিংবা যাচ্ঞা করিতে থাকিবে না। ধনসম্পত্তি আছে এবং যুক্তিও (যোগ=অলব্ধ বস্তুর লাভও) আছে এরূপ অবস্থায় ছেঁড়া কিংবা ময়লা পোষাকে থাকা অনুমোদিত নহে। ৩৪

(কেশ, নখ এবং শ্মশ্রু ছেদন করিয়া দর্প বর্জ্জিত হইয়া শুভ্রবেশে পবিত্রভাবে থাকিয়া সকল সময়ে স্বাধ্যায়পরায়ণ হইবে এবং নিজ শরীরের যাহাতে হিত হয় সেইরূপ করিবে।)

(মেঃ)—ক্লৃপ্ত=কল্পন করিয়া; কল্পন অর্থ শ্মশ্রু প্রভৃতির ছেদন। নিয়মিতভাবে গোঁপদাড়ি কামান উচিত—এই বিষয়েই নিয়ম বলা হইতেছে। এই অনুসারেই —এইটী লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন 'শুচি হইয়া',—। কারণ, যে ব্যক্তির বড় বড় চুল থাকে তাহার স্নানাদিতে দৈহিক মল দূর করা কষ্টসাধ্য; তখন স্নানাদি বিষয়ে তাহার আলস্য আসিবে। আর তাহা হইলে শরীরে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ময়লা থাকিয়া গেলে অশুচিতা জন্মিবে—অশুচি হইয়া যাইবে। তবে বড় বড় চুল থাকা সত্ত্বেও কেহ যদি প্রতিদিন স্নান করিয়া শরীর পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখে তাহা হইলে তাহার বড় বড় চুল থাকাও দোষের হয় না। "দান্ত" ইহার অর্থ দর্পবর্জ্জিত। "শুচি",—অর্থ বিষয়ে শুচি হইবে এবং দেহকে শুদ্ধ করিতে হইলে মৃত্তিকা, জল এবং আচমন করা প্রভৃতি যাহা যাহা আবশ্যক তাহা দ্বারাও শুচি হইয়া,—। বেদাধ্যয়ন করিতে নিত্য নিযুক্ত হইবে। যদিও এ বিষয়টী পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তথাপি ইহার প্রতি অধিক আদর (ঝোঁক) দিবার জন্য বার বার ইহা বলা হইতেছে। "আত্মহিত",—ব্যাধি হইলে তাহার প্রতিকার করা এবং (ব্যাধি যাহাতে না হয় সেজন্য) অজীর্ণ অবস্থা, অসময় এবং গুরুপাক ও ঝাল অন্নব্যঞ্জনাদি পরিহার করা—ইহা হইল শরীরের পক্ষে হিতকর। ৩৫

(বাঁশের লাঠি, জলপূর্ণ কমণ্ডলু, যজ্ঞোপবীত, একগোছা কুশ এবং সোনার দুইটী মনোরম কুণ্ডল ধারণ করিবে।)

(মেঃ)—যজ্ঞোপবীত এবং কুণ্ডল ধারণ করা ইহার অর্থ ঐ দুইটী বস্তু সকল সময়ে শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। ইহার মধ্যে যে বস্তুটী যে অংগে সন্নিবেশ করা সমুচিত সেটীকে সেইখানেই ধারণ করিবে। যেমন, কুণ্ডল ধারণ করিতে হয় দুই কর্ণে এবং উপবীত ধারণ করিতে হয় দেহে, যেহেতু কর্ণের আভরণকেই কুণ্ডল বলে এবং দক্ষিণ বাহু তুলিয়া ধরিয়া বাহির করিয়া লইয়া স্কন্ধোপরি যে কণ্ঠসংলগ্ন সূত্র ধারণ করা হয় তাহারই নাম যজ্ঞোপবীত। যষ্টি প্রভৃতিগুলি ধারণ করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করা যায় বলিয়া ঐগুলি সকল সময়েই দেহের সহিত সংলগ্ন থাকিবে। যেমন,—যষ্টি ধারণ করিবার প্রয়োজন এই যে, পরিশ্রান্ত হইলে ইহার উপর ভর দেওয়া যায় ; আবার গরু প্রভৃতি দুষ্ট প্রাণী কিংবা অন্য কেহ আঘাত করিতে সম্মুখে আসিলে তাহাকে উহা দ্বারা আটকান যায়—নিবারণ করা যায়। পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে জল তুলিয়া তাহা দ্বারা শৌচ করা বিহিত ; সুতরাং সেই জলটী রাখিবার জন্য পাত্র আবশ্যক ; তাহারই নিমিত্ত কমণ্ডলুতে উহা ভরিয়া রাখিবার নিয়ম করিয়া দিতেছেন (কমণ্ডলুতেই জল রাখিবে)। কলস এবং কমণ্ডলু উভয়েরই একই প্রয়োজন ; কাজেই এখানে কমণ্ডলুতে নিয়ম ব্যবস্থা করায় উহা দ্বারা কলস প্রভৃতি নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, (তাহা গ্রহণীয় হইবে না), কিন্তু উহা দ্বারা কুণ্ডল, কটক (বলয়) প্রভৃতি অলঙ্কার পরিত্যাজ্য হইবে না। সুতরাং এখানে কমণ্ডলুতে যে জল রাখিতে বলা হইয়াছে তাহার প্রয়োজন হইতেছে এই যে, জল দিয়া যে অশুচিত্ব দূর করিতে হয় তাহারই জন্য কমণ্ডলুটী জলপূর্ণ থাকিবে। এইজন্য অন্য স্মৃতি-মধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে "শক্তি থাকিতে ক্ষণকালও অশুচি থাকিবে না"। "শক্তিবিষয়ে"= শক্তি থাকিতে ; ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আগে যে জল সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহা যদি ব্যবহার হইয়া গিয়া থাকে, আর তাহা পাওয়া যাইতেছে না, অথচ শ্লেষ্মা, নিষ্ঠীবন (থুথু, গয়ের) প্রভৃতি ত্যাগ করিবার ফলে অশুচি হইয়া পড়িতেছে এরূপ স্থলে অশুচি থাকা দোষাবহ হইবে না। কিন্তু মলমূত্র স্বতঃ নির্গত হইলে স্নান করিতে হয়, ইহা আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে (১১।২০২ শ্লোকে) বলিবেন, যথা "কাছে জল না থাকিলে মলমূত্রের বেগপীড়িত ব্যক্তি জল বিনাই যদি মলমূত্র ত্যাগ করে তাহা হইলে গ্রামের বাহিরে গিয়া পরিহিত বস্ত্রসমেত জলে অবগাহন করিবে" ইত্যাদি। অন্য স্মৃতিমধ্যে এরূপ স্থলে প্রত্যেক স্থলে সংগে সংগে শুদ্ধ হইতে এবং শুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে। এইজন্য বশিষ্ঠ এইরূপ বলিয়াছেন,—"জলে, মনুষ্য হস্তে এবং কাষ্ঠে অগ্নি শুচি বলিয়া কথিত। অতএব হস্ত এবং জল দ্বারা কমণ্ডলু মার্জ্জন করিয়া",—। "প্রজাপতি মনু এইরূপ বলিয়াছেন যে, শৌচজ্ঞ ব্যক্তি শুচি হইবার জন্য পর্য্যগ্নি-করণ হোম এবং অবশ্যকরণীয় শৌচ কর্ম্মকলাপ করিয়া আচমন করিবেন"। বৌধায়নও "এই-বার ধারণীয় কমণ্ডলুর সম্বন্ধে বিধি বলা যাইতেছে" এইভাবে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন,— "অতএব মলমূত্র ত্যাগের পর শৌচ করিয়া কমণ্ডলুটী মাজিয়া লইবে ; কোন পাত্রকে যে মাজিয়া লওয়া হয় তাহাই উহার পক্ষে পর্য্যগ্নিকরণ সংস্কারের তুল্য"। আরও, "অশৌচ অবস্থা হইতে পূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াও কমণ্ডলু সম্বন্ধে অশুচিত্বজ্ঞান পরিত্যাগ করিবে (অর্থাৎ উহা অশুচি হয় না)। জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে এই কমণ্ডলুর কুৎসা করা উচিত নহে, কিংবা ইহার উপর কোন প্রকার অশুচিত্বশঙ্কা করা সংগত নহে অথবা ইহার দোষ উদ্ভাবন করাও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ আকারের একটী পাত্রকে কমণ্ডলু বলে ; কাজেই ইহার উপাদান কোন্ জাতীয় (ইহা কিসের তৈয়ারি) তাহা বিবেচনা করা অনাবশ্যক। এইজন্য কমণ্ডলু মাটীরই হউক, সোনারই হউক অথবা রূপারই হউক, উহার শুদ্ধি হইবে ঐ একই প্রকারে—কিন্তু উহার যাহা প্রকৃতি বা উপাদান (যেমন, মৃত্তিকা, স্বর্ণ প্রভৃতি) তাহা শুদ্ধ করিবার যেরূপ বিধিব্যবস্থা আছে এস্থলে (মলমূত্র ত্যাগের পর শুদ্ধ করিতে) তাহা প্রয়োজ্য হইবে না। তবে যদি উহাতে মলমূত্রের স্পর্শ ঘটে তাহা হইলে উহার উপাদান যে জাতীয় দ্রব্য তাহা শুদ্ধ করিবার যেরূপ বিধিব্যবস্থা আছে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে অর্থাৎ তদনুসারে শুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। উহা হাত দিয়া মাজিয়া শুদ্ধ করিবার যে বিধান তাহা কেবল তখনই প্রয়োজ্য যখন উহাতে উচ্ছিষ্ট লোকের স্পর্শাদিজনিত অশুচিত্ব ঘটিয়া থাকে। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন,—"কখন কখন শৌচের জন্য কমণ্ডলুটী নিকটে রাখিয়া দিবে"। এইজন্য এখানে (মূল শ্লোকে) যে কমণ্ডলু ধারণ করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহারও তাৎপর্য্য ইহাই (যে কমণ্ডলু কাছে থাকিবে), কিন্তু উহা নিজে হাতে করিয়া সর্ব্বদা ধরিয়া থাকিবার বিধান নহে। "বেদ" ইহার অর্থ একগোছা কুশ ; "কুশের দ্বারা প্রাণের অর্থাৎ আন্তর বায়ুর উপস্পর্শন (শোধন) হইয়া থাকে" ইত্যাদি শাস্ত্রবচনে যেরূপ প্রয়োজন বলা হইয়াছে তাহাই ঐ কুশধারণের প্রয়োজন। এই কারণে এই শ্লোকে যষ্টি, কমণ্ডলু প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য ধারণ করিতে উপদেশ করা হইয়াছে সেগুলির মধ্যে যেগুলি ধারণ করার কোন লৌকিক প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না সুতরাং যাহা অদৃষ্টার্থক (যেমন উপবীত, কুণ্ডল ধারণ) সেগুলি সকল সময়ে শরীর সংলগ্ন হইয়া থাকিবে। আর যষ্টি প্রভৃতি যেগুলি ধারণ করিবার লৌকিক প্রয়োজন দৃষ্ট হয় সেগুলিকে সকল সময়ে কাছে রাখিবে, দরকার হইলেই হাতে লইবে। "শুভে কুণ্ডলে"=দেখিতে চমৎকার এমন দুইটী কর্ণাভরণ ; সে দুইটীর আকার (গঠন) ভাল এবং সুবর্ণ শুদ্ধির বিধান অনুসারে অগ্নিদাহ, ছেদ, ও ঘসামাজা (পালিশ করা) প্রভৃতি হইবে। ৩৬

(সূর্য্য যখন পূর্ব্ব দিক্‌চক্রবালে উদিত হইতে থাকিবে কিংবা যখন অস্ত যাইতে থাকিবে অথবা যখন রাহুগ্রস্ত হইবে কিংবা জলমধ্যগতভাবে অথবা যখন মধ্য আকাশে থাকিবে সেই অবস্থায় তখন তাহাকে দর্শন করা স্নাতকের পক্ষে নিষিদ্ধ।)

(মেঃ)—"উপসৃষ্ট" অর্থ গ্রহোপরাগযুক্ত (সূর্য্যগ্রহণকালে); "বারিস্থ" ইহার অর্থ জলে প্রতিবিম্বিত। "নভসঃ"=নভঃ অর্থাৎ অন্তরিক্ষ, তাহার মধ্যগত—মধ্যাহ্নকালে (মাথার উপরে যখন থাকিবে) তখন তাহাকে দর্শন করা নিষিদ্ধ। ৩৭

(গোবৎস বন্ধন করিবার রজ্জু ডিঙ্গাইবে না, বৃষ্টি পড়িতে থাকিলে ছুটিবে না এবং জলমধ্যে নিজ প্রতিমূর্ত্তি দেখিবে না, ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ।)

(মেঃ)—'বৎসতন্ত্রী' ইহার অর্থ যে দড়ি দিয়া গো-বৎস বন্ধন করা হয় অথবা উহার অর্থ গো-বৎসের পংক্তি (সারি) ; তাহা লঙ্ঘন করিবে না—ঠেলিয়া লাফ দিয়া যাইবে না। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন "বৎসতন্ত্রীর উপর দিয়া যাইবে না"। "স্বরূপম্"=নিজ শরীরের সংস্থান (অবয়ব সন্নিবেশ)। এখানে 'স্ব' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, পরের প্রতি-মূর্ত্তি জলমধ্যে দেখা নিষিদ্ধ নহে। "ইতি ধারণা"=শাস্ত্রের মধ্যে এইরূপ নিরূপণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৩৮

(পথে যাইবার সময়ে সম্মুখে যদি সঞ্চয় করা মৃত্তিকাস্তূপ পড়ে কিংবা গরু, দেবমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ, ঘৃত, মধু ও চতুষ্পথ ও অতিবিশাল বিশেষ জাতীয় বৃক্ষ—এইগুলি সাম্‌নে পড়ে তাহা হইলে এগুলিকে ডান দিকে রাখিয়া গমন করিবে অর্থাৎ এমনভাবে যাইবে যাহাতে ঐগুলি নিজের ডান দিকে পড়ে।)

(মেঃ)—পথে চলিবার সময়ে সম্মুখে যদি মৃত্তিকারাশি প্রভৃতি উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেগুলির প্রতি এইরূপ বিধান পালন করা উচিত। ঐ মৃত্তিকা স্তূপ প্রভৃতিগুলিকে যেভাগে নিজের দক্ষিণ হস্ত সেইভাগে রাখিয়া যাইতে হয়। "মৃত্তিকা" বলিতে এখানে স্থানান্তর হইতে তুলিয়া আনিয়া রাশি করা যে মৃত্তিকা তাহাই বুঝাইতেছে; তাহারই প্রতি এইরূপ নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য। অন্য শাস্ত্রমধ্যে গমনবিধি নির্দ্দেশ করিবার প্রকরণে এইরূপ বিধান বলা হইয়াছে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"দক্ষিণাবর্ত্ত করিয়া গমন করিবে"। "দৈবত" ইহার অর্থ লৌকিক প্রসিদ্ধি অনুসারে পূজার জন্য পটাদিতে যে দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত করা আছে। এ সম্বন্ধে গৌতম কিন্তু বলিতেছেন "দেবায়তন-সকল দক্ষিণভাগে রাখিয়া গমন করিবে"। 'দেবায়তন' বলিতে চতুর্ভুজ, মার্ত্তণ্ড প্রভৃতি দেবতার মন্দির প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। যজ্ঞগৃহসকল সম্বন্ধেও এই বিধানটী পালনীয়, ইহা বলিয়া দিবেন। "মধু";—এখানে 'ঘৃত' শব্দের সহিত পঠিত হওয়ায় 'মধু' অর্থ মৌমাছির মুখসঞ্চিত রস; কারণ মাঙ্গল্যদ্রব্যের মধ্যে এই প্রকার মধুরই উল্লেখ আছে; (অতএব উহার অর্থ এখানে মদ্য নহে)। "প্রজ্ঞাত বনস্পতি"—অতি বিশাল প্রসিদ্ধ বৃক্ষসকল। যেগুলি বিশালপ্রমাণ কিংবা যেগুলি খুব বেশী পরিমাণ ফল-ফুলে ভরা—সেগুলি 'মহাবৃক্ষ'; যেমন উদুম্বর প্রভৃতি বৃক্ষ। বেদমধ্যে উদুম্বর সম্বন্ধে এইরূপ প্রশংসার্থবাদ আছে "উদুম্বর বলস্বরূপই হইতেছে"। কেহ কেহ বলেন, "প্রজ্ঞাতান্ বনস্পতীন্" এখানে 'প্রজ্ঞাত' শব্দটীর অর্থ 'অধিক গুণবিশিষ্ট'; ইহাদের এই প্রকার উক্তির মূলে কোন প্রমাণ নাই; কেবল লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারেই তাঁহারা ঐরূপ বলেন, তাঁহাদের কথা উপেক্ষার যোগ্য। ৩৯

(কামোন্মত্ত হইলেও স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব অবস্থায় তাহার সহিত রতি সংসর্গ করিবে না। তাহার সহিত এক শয্যাতে শয়নও করিবে না।)

(মেঃ)—"প্রমত্ত"=কামশরে জর্জ্জরিত হইয়াও। "আর্ত্তব" ইহার অর্থ স্ত্রীচিহ্ন যে শোণিত যাহা প্রতিমাসে নির্গত হয়; ইহা প্রসিদ্ধ। সেই আর্ত্তব দৃষ্ট হইলে সেই স্ত্রীতে গমন করিবে না এবং তাহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না। আচ্ছা, রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করা যখন নিষিদ্ধ তখন উহা দ্বারাই তাহার সহিত এক শয্যায় শয়নও ত নিষিদ্ধ হইয়াছে (সুতরাং এখানে আবার তাহা নিষেধ করা হইতেছে কেন)? (উত্তর)—ইহা নিষেধ নহে, কিন্তু ইহা স্নাতক ব্রত; এবং এইজন্য রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করা ও এক শয্যায় শয়ন করার জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত আছে। ৪০

(যে পুরুষ আর্ত্তবশোণিতযুক্ত নারীতে উপগত হয় তাহার প্রজ্ঞা, তেজঃ, বল, চক্ষু এবং আয়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—"রজঃ" ইহার অর্থ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত আর্ত্তব। "অভিপ্লুত" অর্থাৎ তাহার দ্বারা সংসৃষ্ট। এই শ্লোকটী পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বিষয়ের নিন্দার্থবাদ। ৪১

(আর্ত্তবশোণিতযুক্ত নারীকে যে পুরুষ পরিহার করে তাহার প্রজ্ঞা, তেজ, বল, চক্ষু এবং আয়ু এগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—এখানে যে 'বৃদ্ধিপ্রাপ্ত' হইবার কথা বলা হইয়াছে ইহা প্রশংসার্থবাদ ছাড়া আর কিছু নহে। ৪২

(ভার্য্যার সহিত বসিয়া উভয়ে একসঙ্গে খাইবে না, ভার্য্যা যখন ভক্ষণ করিতে থাকিবে, হাঁচিতে থাকিবে, হাই তুলিতে থাকিবে কিংবা অসংযত অবস্থায় বসিয়া থাকিবে তখন তাহাকে দেখিবে না।)

(মেঃ)—"স্ত্রীলোকের মুখ সকল সময় শুচি" এইভাবে শুচি বলা হইয়াছে, আবার "স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের উচ্ছিষ্ট" ইত্যাদি বচনে তাহাকে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। এস্থলে স্থলভেদে দুইটী বচনের বিষয় ব্যবস্থা হইবে। তন্মধ্যে, স্ত্রীলোকের মুখকে যে শুচি বলা হইয়াছে তাহা অন্য স্মৃতির "রতিসংসর্গকালে স্ত্রীলোকের মুখ পবিত্র" এই বচন অনুসারে রতিযোগ্যা নারীর পক্ষেই প্রয়োজ্য (কিন্তু স্ত্রীলোক মাত্রের প্রতি প্রয়োজ্য নহে) বুঝা যায়। সুতরাং "স্ত্রীলোকের উচ্ছিষ্ট" ইহা দ্বারা 'পারিশেষ্য' নিয়ম অনুসারে যাহাদের সহিত রতি সম্বন্ধ হইতে পারে না মাতা, ভগিনী প্রভৃতি সেই সমস্ত স্ত্রীলোকের উচ্ছিষ্ট নিষিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ "স্ত্রিয়শ্চ রতিসংসর্গে" এখানে 'রতি' শব্দের অর্থ কেবল প্রীতি অর্থাৎ স্নেহ ভালবাসা মাত্র নহে; কিন্তু উহার অর্থ মদনজন্য মনের অবস্থা বিশেষ, শৃঙ্গারপূর্ব্বক (কামভাবমূলক) স্ত্রীলোকের প্রতি স্পৃহা। কাজেই এতাদৃশ স্ত্রীলোকের শুচিতা থাকিবে, ইহার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন অন্য সকলে অশুচিই হইবে। রমণের নিমিত্ত তাহার পূর্ব্বভূমিরূপে পত্নীর সহিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একসঙ্গে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এজন্য সে সম্বন্ধে এই বচন বলা হইতেছে "পত্নীর সহিত ভোজন করিবে না"। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে "স্ত্রিয়শ্চ রতিসংসর্গে" এই বচনে 'সংসর্গ' কথাটী দেওয়া থাকায় ইহাই বুঝা যায় যে, রমণকারী পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের সহিত বিশেষ একটী সংসর্গই অনুমোদিত ; কাজেই তৎকালে তাহাকে যে চুম্বনাদি করা হয় সেই বিষয়েই তাহার শুচিত্ব বোধিত হইতেছে। সুতরাং পত্নীর সহিত একসঙ্গে ভোজন করার সম্ভাবনা কোথায় যে তাহা নিষেধ করা হইতেছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ইহা যে ব্রতরূপে গ্রহণীয় তাহা বুঝাইবার জন্য এই নিষেধ বচন। সুতরাং যাবজ্জীবনের জন্য এইরূপ সংকল্প করিতে হইবে যে 'পত্নীর সহিত ভোজন করিব না'। এই যে সহভোজন নিষেধ, ইহা দ্বারা একই স্থানে একই সময়ে একই পাত্রে উভয়ের যে ভোজন করা তাহাই নিষিদ্ধ হইতেছে। কাজেই উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষিদ্ধ হওয়ায় এই নিষেধটী পুনরুক্তি (ইহা ঐ উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষেধ দ্বারাই গতার্থ) এই প্রকার শঙ্কা আর রহিল না। 'সহভোজন' শব্দটীর এই প্রকার বিশেষ অর্থটী অন্য প্রমাণ, অন্য স্মৃতিবচন এবং শিষ্টসমাচার অনুসারেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে উচ্ছিষ্ট ভোজন বলিতে উচ্ছিষ্ট শব্দের মধ্যে যে 'শেষ' কথাটী রহিয়াছে তাহা কেবল অন্য কর্তৃক যাহা উপেক্ষিত (পরিত্যক্ত) হইয়াছে সেইরূপ অর্থ বুঝায়। এইরূপ "বন্ধু প্রভৃতি অপরাপর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে পত্নীর সহিত ভোজন করাইবে" (৩।১০৩ শ্লোক) এস্থলে যে সহভোজনের বিষয় বলা হইয়াছে এখানে 'একই পাত্রে ভোজন করা' এরূপ অর্থ প্রতীত হইতেছে না ; কিন্তু ঐ ভোজনকারী ব্যক্তির সহিত একই স্থানে অথবা একই সময়ে ভার্য্যার ভোজন করিবার কথা বলা হইয়াছে। অন্য কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ বলেন যে, 'উচ্ছিষ্ট' আলাদা জিনিষ ; খাইবার পর যাহা ফেলিয়া রাখা হয় তাহাকে বলে উচ্ছিষ্ট। একটীমাত্র পত্নী হইলে তাহার সহিত একই পাত্রে যে ভোজন তাহাই সহভোজন। (এরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। কারণ), এইভাবে ব্যাখ্যা করা হইলে শূদ্রের সহিত সহভোজন নিষিদ্ধ হয় না ; আর তাহা হইলে যেরূপ প্রসিদ্ধি (শিষ্টাচার) আছে তাহাও ত্যাগ করা হয়। কারণ, ভোজনকালে শূদ্রের সংস্পর্শকেই উচ্ছিষ্ট বলা হয়, ইহাই লোকব্যবহার। সুতরাং শূদ্রের সহিত যদি সহভোজন করা হয় তাহা হইলে তাহাতেও ঐ সংস্পর্শ থাকে। (কাজেই তাহা উচ্ছিষ্টস্বরূপ হওয়ায় পরিত্যাজ্য, ইহাই ব্যবহার)। কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ বলেন যে, পত্নীর সহিত এক জায়গায় এক সময়ে ভোজন করাও নিষিদ্ধ, কারণ ইহাতে এই যে নিষেধবিধি ইহার দৃষ্টার্থতা রক্ষিত হয়। যেহেতু নানা পুরুষের নানা প্রকার রুচি। কোন কোন পুরুষ যে নারী বহু ভোজন করে তাহাকে পছন্দ করে না; আবার এমন লোকও আছে যে অল্পভোজিনী নারীকেই সন্দেহ করে—সে মনে করে যে এই স্ত্রীলোকটী আমার সম্মুখে কপটতা করিতেছে—আমার সম্মুখে অল্প আহার করিতেছে ইত্যাদি। (এই সমস্ত কারণে স্বামীর দৃষ্টিগোচরে ভার্য্যার ভোজন করা উচিত নহে)। 'পত্নীর সহিত সহভোজন করিব না' এইরূপ সংকল্প করিবার ন্যায় অন্য কতকগুলি নিয়মও বলা হইতেছে,— "নৈনামীক্ষেত চাশ্নতীম্"=পত্নী যখন ভোজন করিতেছে তখন সেরূপ অবস্থায় তাহাকে দেখিবে না। কারণ, সেরূপ অবস্থায় দেখিলে, সে তখন মুখ ফাঁক করিয়া অন্ন গ্রাস করিতেছে বলিয়া এরূপভাবে তাহার সৌন্দর্য্যবিকৃতি ঘটে; তাহাতে তাহার উপর স্বামীর অরুচি জন্মিতে পারে। "ক্ষুবতীং"=ক্ষবথুকারিণীকে ; মস্তক মধ্য হইতে প্রেরিত বায়ু নাসিকা মধ্যে প্রবেশ করিলে যে শব্দ হয় তাহার নাম 'ক্ষবথু' (হাঁচি)। তাহাতেও মুখসৌন্দর্য্য বিকৃত হইয়া যায়। এজন্য সেরূপ অবস্থায় দেখিলে অরুচি হইতে পারে। 'জৃম্ভমাণা' ;—মুখ ফাঁক করিয়া বিলম্বিতভাবে শ্বাস গ্রহণ করা (হাই তোলা) ; অথবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারিত করা। তাহাও এইরূপ অরুচিজনক। "যথাসুখং চ আসীনাং"=অসংযতভাবে থাকা অবস্থায় ;—কেশ পাশ বন্ধন করা নাই, মাটীর উপর গা এলাইয়া দিয়া রহিয়াছে, সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিবে না। ৪৩

(স্ত্রী যখন নিজ নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন লাগাইবে, যখন তৈলাদি মাখিয়া থাকিবে, যখন অনাবৃতভাবে অবস্থান করিবে কিংবা যখন প্রসব করিবে তখন তাহাকে দেখা তেজস্কামী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।)

(মেঃ)—অপরের নেত্র যখন অঞ্জনযুক্ত করিয়া দিবে তখন তাহার শোভা অবশ্যই থাকিবে। 'অনাবৃত' ইহার অর্থ যাহার ঊর্দ্ধ্ব অঙ্গ হইতে বস্ত্র সরিয়া গিয়াছে। অবগুণ্ঠিত নারীকেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লোকে বিশেষভাবে পছন্দ করে। যে স্ত্রীলোকের অঙ্গে বস্ত্র নাই তাহাকে যখন ভালভাবে দেখিতে থাকিবে তখন কোন নারীই সর্ব্বাঙ্গ-অনবদ্য হইতে পারে না বলিয়া (তাহার দেহের কোন না কোন ত্রুটি অবশ্যই দৃষ্টিগোচর হইবে বলিয়া) বিবস্ত্রা ভার্য্যাকে দেখা উচিত নহে। "তেজঃকামঃ" ;—'তেজঃ' ইহার অর্থ বর্ণের উজ্জ্বলতা এবং উৎসাহ প্রয়োগ (সকল বিষয়ে উৎসাহ দেখান)। ৪৪

(একবস্ত্র হইয়া অর্থাৎ উত্তরীয়হীন হইয়া অন্নভোজন করিবে না ; নগ্ন হইয়া স্নান করিবে না ; পথের মধ্যে, ভস্মের উপর এবং যে পথে গরুর পাল চরা করিতে যায় সেখানে মূত্র ত্যাগ করিবে না।)

(মেঃ)—যদিও যজ্ঞোপবীত রহিয়াছে তথাপি উহা সকল সময়েই দেহের সঙ্গী; কাজেই উহা আবরণস্বরূপ নহে এবং স্বতন্ত্রভাবে উপনয়নকাল হইতে উহা ধারণ করিবার বিধান রহিয়াছে (এজন্য উপবীত থাকিলেও তাহা আবরণস্বরূপ নহে বলিয়া) উত্তরীয়বিহীন লোকই 'একবাসাঃ'। অতএব ভোজনকালে যেন অঙ্গের আচ্ছাদনযোগ্য বস্ত্র প্রভৃতি দ্বিতীয় বস্ত্র থাকে। "ন মূত্রং" ;—যদিও এখানে কেবল মূত্র ত্যাগ করিতে নিষেধ করা হইতেছে তথাপি ইহা দ্বারা মল ত্যাগও নিষিদ্ধ হইতেছে। 'পথি'=রাস্তায় (পথের উপরে) ; "গোব্রজে"=যে পথ দিয়া কিংবা যে জায়গায় গরু চরা করিতে যায়। ৪৫

(লাঙ্গল দিয়া চষা জমিতে, জলে, ইষ্টকস্তূপে, পর্ব্বতে, জীর্ণ দেবালয়ে এবং উইঢিপির উপর কখন মলমূত্র ত্যাগ করিবে না।)

(মেঃ)—"চিত্যাং"=অগ্নিচয়ন (বৈদিক কর্ম্মবিশেষ) করিবার জন্য যে ইষ্টকস্তূপ রাখা হইয়াছে তাহাতে। এখানে যে 'পর্ব্বত' শব্দটী রহিয়াছে ইহা দ্বারা অরণ্য এবং উদ্যান উপলক্ষিত (বোধিত) হইতেছে। এইজন্য "পর্বতমস্তকে" এইরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া আবার নিষেধ করা হইবে। কিন্তু পর্ব্বতের সর্ব্বত্রই যদি মূত্রত্যাগ নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে যাহারা পর্ব্বতে বাস করে তাহাদের মূত্রাদি ত্যাগ বন্ধ হইয়া যায়। 'বল্মীক' ইহার অর্থ কৃমিকীটসঞ্চিত মৃত্তিকা-রাশি (উইঢিপি)। ৪৬

(যে গর্ত্তে কোন প্রাণী থাকে সেখানে, কিংবা চলিতে চলিতে, অথবা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিংবা নদীতীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া অথবা পর্ব্বতের চূড়ায় মলমূত্র ত্যাগ করিবে না।)

(মেঃ)—"ন গচ্ছন্ নাপি চ স্থিতঃ"=চলিতে চলিতে কিংবা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া—এই দুইটী অবস্থাতে মূত্রাদি ত্যাগ নিষিদ্ধ হওয়ায় বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা অনুমোদিত হইতেছে। নদী-তীর যেখানে জল আসন্ন (নিকটস্থ), নদীজলে যেখানে উহা গিয়া পড়িতে পারে এরূপ সম্ভাবনা আছে সেখানে। পর্ব্বতের মস্তক ইহার অর্থ পর্ব্বতশৃঙ্গ। ৪৭

(বায়ু, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, সূর্য্য, জল এবং গরু এই সকল বস্তুর দিকে চাহিয়া কখনও মলমূত্র ত্যাগ করিবে না।)

(মেঃ)—বায়ু প্রভৃতি সম্মুখে রহিয়াছে বলিয়া আড়্চোখেও দেখা যায়। কিন্তু মূত্র ত্যাগ করিতে করিতে সেভাবেও দেখিবে না। বায়ুর কোন প্রকার 'রূপ' না থাকায় তাহা চোখে দেখা যায় না ; কাজেই বায়ুচালিত পত্র, লোষ্ট্রাদির ভ্রমণ ক্রিয়া হইতে তাহা অনুমিত হইয়া থাকে। বায়ু সকল স্থানেই বহিতেছে; এইজন্য 'বায়ুচক্র' সম্বন্ধেই এই নিষেধটী বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইবে—(বায়ুচক্র অর্থাৎ ঘূর্ণি বাতাস দেখিবে না ইহাই এই নিষেধটীর তাৎপর্য্য)। ৪৮

(অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, ব্রাহ্মণ, গরু এবং বায়ু—ইহাদিগের দিকে ফিরিয়া যে লোক মূত্র ত্যাগ করে তাহার প্রজ্ঞা নষ্ট হইয়া যায়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে নিষেধ বলা হইল তাহারই ইহা অর্থবাদ। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দিকে মুখ করিয়া মূত্র ত্যাগ করিবার বিধি বলা হইয়াছে ; অথচ সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হন ; কাজেই মূত্র ত্যাগ করিবার সময় সূর্য্যাভিমুখ হইবার সম্ভাবনা কোথায় যে তাহা নিষেধ করা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইতেছে? (উত্তর)—"অন্তরিক্ষে অগ্নিচয়ন করিবে না, দ্যুস্থানে আকাশে অগ্নিচয়ন করিবে না" ইত্যাদি বেদবচনের ন্যায় ইহা নিত্যানুবাদরূপ অর্থবাদ (কারণ, এখানে অপ্রসক্তের প্রতিষেধ করা হইয়াছে)। অথবা, উত্তরায়ণকালে সূর্য্য যখন উত্তরদিকে লম্বিত থাকে তখন উহা সম্ভব হইতে পারে। কাজেই এই নিষেধটীর বিষয়ও সম্ভব। কেহ কেহ এখানে "প্রতিসন্ধ্যাম্" এইরূপ পাঠ স্বীকার করেন। ইহা কিন্তু সংগত নহে। কারণ দিবাভাগের ন্যায় উভয় সন্ধ্যাতেও মূত্র ত্যাগ করা অনুমোদিত। যেহেতু মলমূত্রের বেগধারণ করা নিষিদ্ধ। অতএব "প্রতিসন্ধ্যাম্" এরূপ পাঠ হইবে না কিন্তু "প্রতিবাতম্" এই প্রকার পাঠই এখানে গ্রহণীয়। আগে যাহা বলা হইয়াছে তাহারই ইহা অর্থবাদ। "মেহতঃ" এটী শতৃ প্রত্যয়ান্ত কিংবা 'তস্' প্রত্যয়ান্ত উভয় প্রকারই হইতে পারে। শতৃ প্রত্যয়ান্ত হইলে ইহার অর্থ হয়—মেহনকারী (মূত্রত্যাগকারী) ব্যক্তির। আর 'তস্' প্রত্যয়ান্ত হইলে অর্থ হইবে—মেহন হইতে বা মেহন হেতু। ৪৯

(কাঠ, ঢিলি, পাতা ও ঘাস প্রভৃতি সরাইয়া দিয়া কথা বন্ধ করিয়া অনুচ্ছিষ্ট মুখে মাথায় বস্ত্র ঢাকা দিয়া দেহ আবৃত করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে।)

(মেঃ)—"তিরস্কৃত্য"=কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্য সরাইয়া দিয়া সেই স্থানে প্রস্রাব করিবে। অথবা "তিরস্কৃত্য" ইহার অর্থ আবৃত করিয়া ;—কাষ্ঠাদি দ্বারা ভূমি আবৃত করিয়া দিয়া তাহার উপর মূত্র ত্যাগ করিবে। এপক্ষে "তৃণাদিতঃ" এই প্রকার 'তস্' প্রত্যয়ান্ত পাঠ থাকিলে অর্থটী অধিক স্পষ্ট হয়। (আর তখন তৃতীয়া স্থানে তস্ প্রত্যয় হইয়াছে বলিয়া) 'কাষ্ঠের দ্বারা, লোষ্টের দ্বারা, পত্রের দ্বারা কিংবা তৃণের দ্বারা' এই প্রকার অর্থ পাওয়া যায়। "অভ্যুচ্চরেৎ" ইহার অর্থ মূত্র ও মল ত্যাগ করিবে। বাক্ সংযত করিয়া এবং "প্রয়তঃ"=অনুচ্ছিষ্টমুখে। "সংবীতাঙ্গঃ"= সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া। "অবগুণ্ঠিতঃ"=মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া। অন্য স্মৃতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—"যজ্ঞসূত্র কর্ণের উপর রাখিয়া",—। ৫০

(দিবাভাগে উত্তরমুখ হইয়া, রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া এবং দুই সন্ধ্যায় দিবাভাগের ন্যায় উত্তর মুখ হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে।)

(মেঃ)—"মূত্রোচ্চার-সমুৎসর্গ" ইহার অর্থ মলমূত্র ত্যাগ। ৫১

(ছায়াযুক্ত স্থানে, অন্ধকারে এবং প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে এরূপ অবস্থায় কিংবা ভয়ের কারণ যেখানে আছে সেখানে দিনেই কি এবং রাতেই কি সুবিধামত যে কোন দিকে মুখ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে পারা যায়।)

(মেঃ)—"ছায়া"=বাড়ীর দেওয়াল কিংবা কপাট প্রভৃতি দ্বারা সূর্য্যরশ্মির আবরণ। অন্ধকার,—মেঘ, কুয়াসা, কিংবা রাহুগ্রাস অথবা রাত্রি নিবন্ধন সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থের যে তিরোধান। "যথাসুখমুখঃ"=যথাসুখ (সুবিধামত খুসিমত দিকে ফিরান) হইয়াছে মুখ যাহার ; যে দিকে মুখ করা সুবিধা সেই ভাবেই মলমূত্র ত্যাগ করিবে। যেখানে অন্ধকারে কোন্‌টা কোন্ দিক্ তাহা জানা যায় না, সেখানে এই বিধান। 'প্রাণবাধ'=প্রাণবিয়োগ। "ভয়" অর্থাৎ দস্যুতস্করাদির ভয়। ৫২

(মুখ দিয়া আগুনে ফুঁ দিবে না, উলঙ্গ স্ত্রীলোককে দেখিবে না, অপবিত্র বস্তু অগ্নিতে ফেলিবে না এবং পা তুলিয়া ধরিয়া আগুনে তাতাইবে না।)

(মেঃ)—কেহ কেহ এই শ্লোকটী এই অধ্যায়ে ধরেন না। পাখা প্রভৃতি দিয়া আগুনে বাতাস দিবে। উলঙ্গ স্ত্রীলোককে দেখিবে না,—"মৈথুন করিবার সময় ছাড়া", ইহা অন্য স্মৃতিমধ্যে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। "নামেধ্যম্" ;—'মেধ' অর্থ যজ্ঞ ; যাহা যজ্ঞের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা মেধ্য। সুতরাং "অমেধ্য" ইহার অর্থ যাহা যজ্ঞিয় হইতে পারে না এতাদৃশ বস্তু ; যেমন পেঁয়াজ, মূত্র, বিষ্ঠা প্রভৃতি ; এসব পদার্থ আগুনে ফেলিবে না। দুই পা তুলিয়া আগুনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উত্তপ্ত করিবে না। তবে গরম করিবার জন্য বস্ত্রাদি উত্তপ্ত করিয়া তাহা দ্বারা যদি পা তাতান যায় তাহাতে কোন দোষ হয় না। ৫৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(খাট তক্তাপোষ প্রভৃতির তলায় আগুন রাখিবে না, আগুন ডিঙ্গাইবে না, পায়ের তলায় আগুন রাখিবে না এবং যাহাতে হাঁপাইতে হয় এমন কাজ করিবে না।)

(মেঃ)—খাটিয়া প্রভৃতির নীচে আগুনের মালসা, টব প্রভৃতি রাখিবে না। "ন উপদধ্যাৎ"=উপধান করিবে না; 'উপধান' ইহার অর্থ স্থান (স্থাপন)। "ন অবলঙ্ঘয়েৎ"=অবলঙ্ঘন করিবে না; 'অবলঙ্ঘন' অর্থ লাফাইয়া যাওয়া। "পাদতঃ"=পায়ে;—লাফাইয়া যাইতে গেলে পায়ের তলায় যাহাতে আগুন পড়ে সেরকম করিবে না। "প্রাণবাধং"=যাহাতে প্রাণবায়ুর পীড়া (ক্লেশ) জন্মে সে রকম অতিরিক্ত পরিশ্রম, জোরে চলা প্রভৃতি করিবে না। ৫৪

(সন্ধ্যাকালে ভোজন, গমন ও শয়ন করিবে না। ভূমিতে দাগ কাটিবে না এবং নিজ হস্তে নিজ মাল্য ফেলিয়া দিবে না।)

(মেঃ)—"সন্ধিবেলায়াং"=সন্ধ্যাকালে; "সংবিশেৎ"='সংবেশ' করিবে না; 'সংবেশ' ইহার অর্থ নিদ্রা বা শয়ন। ঐ সময় বেদপাঠ করিতেও নিষেধ করিবেন। অন্য স্মৃতিমধ্যে ঐ সময়ে স্ত্রীসংসর্গ করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে; যথা,—"সন্ধ্যাকালে আহার, মৈথুন, নিদ্রা এবং বেদপাঠ—এই চারিটী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে"। "ন চৈব প্রলিখেৎ"=ভূমি প্রলিখন=প্রকৃষ্টভাবে (জোরে) দাগ কাটা—বিদীর্ণ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু খড়ি প্রভৃতি দ্বারা ভূমির উপর অক্ষর বিন্যাস করা নিষিদ্ধ নহে। "নাত্মনোঽপহরেৎ স্রজম্" ;—সূত্রাদি দ্বারা গ্রন্থিত পুষ্প সকলকে বলা হয় 'স্রক্' (মাল্য)। নিজ কণ্ঠে অথবা মস্তকে ধারণ করা স্রক্ শুকাইয়া গিয়াছে বলিয়াই হউক, কিংবা ভারি ঠেকিতেছে বলিয়াই হউক নিজ হস্তে ফেলিয়া দিবে না; কিন্তু অপরের দ্বারা তাহা ফেলাইয়া দিবে, এই কথা 'অর্থাপত্তি' দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইল। কেহ কেহ বলেন এই যে নিষেধ এগুলির সমস্তই কেবল সন্ধ্যাকালে প্রয়োজ্য। ৫৫

(মল, মূত্র, থুথু-গয়ের, অপবিত্রলিপ্ত অন্য কিছু, রক্ত কিংবা বিষ এগুলি জলে অর্থাৎ কুয়া বা পুষ্করিণী প্রভৃতিতে ফেলিবে না।)

(মেঃ)—"লোহিত" অর্থ রুধির। "বিষাণি" এখানে যে বহুবচন রহিয়াছে তাহার অর্থ এই যে, কৃত্রিম, অকৃত্রিম, স্থাবরজ এবং জঙ্গমজ ও গরল প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদযুক্ত বিষ আছে—তাহার কোনটীই জলে ফেলিবে না। ৫৬

(শূন্য গৃহে অর্থাৎ পোড়ো বাড়ীতে বা ঘরে একা শয়ন করিবে না, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কোন কিছু বুঝাইবার চেষ্টা করিবে না, রজস্বলা নারীর সহিত সম্ভাষণ করিবে না এবং নিমন্ত্রিত না হইয়া যজ্ঞস্থলে যাইবে না।)

(মেঃ)—'শূন্যগৃহ' ইহার অর্থ যেখানে কেহ বাস করে না। "ন শ্রেয়াংসং প্রবোধয়েৎ"=কনিষ্ঠ হইয়া বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা গুণজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে 'ইহা করা আপনার উচিত, ইহা অনুচিত' ইত্যাদি প্রকারে যুক্তি নির্দ্দেশাদি দ্বারা কোন কিছু বুঝাইয়া দিবে না। "উদক্যা" অর্থ রজস্বলা নারী; তাহার সহিত সম্ভাষণ করিবে না। "যজ্ঞং গচ্ছেৎ ন চাবৃতঃ"='বৃত' অর্থাৎ নিমন্ত্রিত না হইয়া যজ্ঞস্থলে যাইবে না। তবে গৌতম বলিয়াছেন "যজ্ঞ দেখিবার জন্য যাইতে পার"। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অনিমন্ত্রিত ব্যক্তির পক্ষে যজ্ঞে গিয়া ভোজনাদি করিতে নিষেধ করা হইতেছে। ৫৭

(অগ্নিশালায়, গোশালায়, বহু ব্রাহ্মণের সন্নিধানে, বেদপাঠকালে এবং ভোজনকালে দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ধরিবে—উত্তরীয়াদির ভিতর হইতে বাহির করিয়া রাখিবে।)

(মেঃ)—'গোষ্ঠ' শব্দটী বাসস্থান বুঝায়; ইহা সমাসবদ্ধ শব্দের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র শব্দ। "ব্রাহ্মণানাং সন্নিধৌ" এখানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটীতে যে বহুবচন আছে তাহা বিবক্ষিত (অর্থাৎ একজন, দুইজন ব্রাহ্মণ নহে কিন্তু বহু ব্রাহ্মণের যেখানে সন্নিধান বা উপস্থিতি)। "দক্ষিণং পাণিং" ইহা দ্বারা দক্ষিণ বাহুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "ভোজন" অর্থাৎ স্বয়ং ভোজন করিবার সময়ে। ৫৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(গরু যখন জল অথবা গোদুগ্ধ পান করিবে তখন তাহাকে নিবারণ করিবে না কিংবা সে কথা কাহাকেও বলিয়া দিবে না। আকাশে রামধনু দেখিয়া তাহা কাহাকেও দেখাইবে না।)

(মেঃ)—"গাং",—নিজের গরুই হউক অথবা পরের গরুই হউক যখন সে জল অথবা গোদুগ্ধ পান করিতে থাকিবে তখন তাহাকে নিবারণ করিবে না কিংবা অন্য কাহাকেও তাহা বলিবে না। গাই দুহিবার পূর্ব্বেই এই প্রকার নিষেধ; কিন্তু গোদোহনকালে বৎসের দ্বারা দুগ্ধ প্রস্নবণ করান বিধিসংগত (কাজেই তখন তাহাকে নিবারণ করা যায়)। "গাং ধয়ন্তীং" এস্থলে স্ত্রীলিংগ প্রয়োগ রহিয়াছে; কাজেই স্ত্রীবৎস সম্বন্ধেই এই নিষেধটী প্রয়োজ্য কিন্তু পুংবৎস যদি দুগ্ধ পান করিতে থাকে তাহাকে নিবারণ করা দোষাবহ নহে। "ইন্দ্রায়ুধ" অর্থ ইন্দ্রধনু (রামধনু); কাশ্মীর দেশে ইহাকে বিজ্ঞানচ্ছায়া বলা হয়। "দিবি" এ অংশটী অনুবাদস্বরূপ। (কারণ আকাশেই রামধনু উঠে)। কেহ কেহ বলেন পর্ব্বতস্থ রামধনু দেখা বা দেখান দোষাবহ নহে; এইজন্য (ইহা জানাইয়া দিবার নিমিত্ত) এখানে "দিবি" এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। ৫৯

(যেখানে বহু অধার্ম্মিক লোকের বসতি সেখানে বাস করিবে না, যেখানে খুব বেশী রোগের প্রকোপ সে জায়গাতেও বাস করিবে না। একক দূরপথে যাইবে না এবং বহুক্ষণ পর্ব্বতে থাকিবে না।)

(মেঃ)—অধার্ম্মিক অর্থাৎ পাতকী এবং উপপাতকী লোক যেখানে বেশী পরিমাণে বাস করে সেই গ্রামকে ঐ অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের সম্পর্ক বশতঃ 'অধার্ম্মিক গ্রাম' বলা হয়। সেখানে বাস করিবে না। এখানে 'গ্রাম' বলা হইয়াছে বটে কিন্তু ইহা দ্বারা বাস করিবার উপযুক্ত জায়গামাত্রই বুঝান হইতেছে। কাজেই এতাদৃশ নগরেও বাস করা নিষিদ্ধ। স্বভাবতঃ ব্যাধি-বহুল জলপ্রধান (নিম্ন) ভূমি কিংবা ব্যাধিবহুল জলশূন্য স্থানেও বাস করিবে না। যেখানে দৈবদোষবশতঃ রোগের প্রকোপ দেখা দেয় সেরূপ স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। "একঃ"= সহায়হীন হইয়া (দূর) পথে বাহির হইবে না। ৬০

(শূদ্রের রাজ্যে বাস করিবে না; অধার্ম্মিক লোকের দ্বারা পরিবৃত স্থানে, পাষণ্ডিগণ দ্বারা আক্রান্ত এবং অন্ত্যজগণের দ্বারা উৎপীড়িত স্থানে বাস করিবে না।)

(মেঃ)—জনপদের উপর যে আধিপত্য তাহার নাম রাজ্য। যে জনপদ শূদ্রের শাসনাধীন সেখানে বাস করিবে না। মন্ত্রী, সেনাপতি, দণ্ডকারিক ইত্যাদি সাতটী প্রকৃতি (রাজ্যের অঙ্গ) লইয়া রাজ্য। যেখানে উহারা সকলেই শূদ্রজাতীয় সেখানে বাস করিবার ইহা নিষেধ। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, "নাধার্ম্মিকজনাবৃতে" ইহা বলিবার দরকার কি? কারণ, পূর্ব্বশ্লোকে "না-ধার্ম্মিকে বসেৎ" ইহা দ্বারাই ত উহা গতার্থ হইতেছে? (সুতরাং ইহা পুনরুক্তি মাত্র।) ইহার উত্তরে বক্তব্য, ইহা দোষাবহ নহে। কারণ পূর্ব্বশ্লোকে এই কথা বলা হইয়াছে যে, অধার্ম্মিক লোকেরা যেখানে বাস করে সেখানে বাস করিবে না, আর এই শ্লোকটীতে বলা হইতেছে যে, অধার্ম্মিক লোকেদের বাস অন্য স্থানে হইলেও যেখানে তাহারা দল বাঁধিয়া উপস্থিত হয় এবং যদি সন্নিহিত থাকে তাহা হইলে সেরূপ স্থানেও বাস করিবে না। এইজন্য এখানে "অধার্ম্মিকজনাবৃতে" এইভাবে 'আবৃত' কথাটী বলা হইয়াছে। যে জায়গা ইহাদের দ্বারা আবৃত সেখানেও থাকা উচিত নয়। এইরূপ, যে স্থান পাষণ্ডিজনগণের দ্বারা আক্রান্ত সেখানেও বাস করিবে না। যদিও ইহারাও অধার্ম্মিকই বটে, কারণ ইহারা বেদ বহির্ভূত তবুও ইহাদের একটা ধর্ম্মবুদ্ধি আছে। এইজন্য অধার্ম্মিক ও পাষণ্ডিগণকে আলাদা করিয়া বলা হইল। অন্ত্যজগণের দ্বারা 'উপসৃষ্ট' অর্থাৎ সম্বন্ধযুক্ত স্থানে,—। অথবা 'উপসৃষ্ট' ইহার অর্থ উৎপীড়িত উপদ্রুত। যেমন বাহ্লীক দেশ ম্লেচ্ছগণের দ্বারা উপদ্রুত। ৬১

(যে বস্তু হইতে স্নেহভাগ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা খাইবে না; যাহাতে অতিমাত্রায় তৃপ্তি জন্মে সেভাবে উদর পরিপূর্ণ করিয়া খাইবে না। খুব সকালবেলা কিংবা একেবারে ভরসন্ধ্যাবেলা খাইবে না। সকালে বেশী খাওয়া হইলে রাত্রে আর খাইবে না।)

(মেঃ)—'উদ্ধৃতস্নেহ'=যাহা হইতে স্নেহ পদার্থটী তুলিয়া লওয়া হইয়াছে; সেরকম দ্রব্য, যেমন খইল, ঝোল, মাংস। তবে ঐ উদ্ধৃতস্নেহ বস্তুটী যদি যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্য হয় তাহার এবং

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দুগ্ধের যে সমস্ত বিকার তাহারও প্রতিপ্রসব করা হইবে (সেগুলি যে খাইতে পারা যায় সে সম্বন্ধে পুনর্বিধান অগ্রে ৫।২৪, ২৫ শ্লোকে বলা হইবে)। আর তথায় "পয়সশ্চৈব বিক্রিয়াঃ" এইভাবে বহুবচন দেওয়া হইতেছে এইজন্য যে উহার তক্র, কিলাট ইত্যাদি বহুপ্রকার ভেদ আছে। (সেগুলিও পর্য্যুষিত দোষ দুষ্ট হয় না)। বস্তুত দুগ্ধের সাক্ষাৎ বিকার হইতেছে কেবল দধি। আর কেবলমাত্র ঐ দধিটীর সম্বন্ধে পুনর্বিধান করা যদি অভিপ্রেত হইত অর্থাৎ দুগ্ধের বিকারের মধ্যে কেবল 'দধি'টীই ভক্ষণ করা যদি অনুমোদিত হইত তাহা হইলে তথায় "পয়শ্চৈব বিক্রিয়াঃ" (৫।২৫) এরূপ না বলিয়া কেবল 'দধি' শব্দটীই প্রয়োগ করা হইত। বস্তুতঃ (পর্য্যুষিত প্রকরণে) দধির ভক্ষ্যতা বিধান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ দধি পর্য্যুষিত হয় না। অতএব উদশ্বিৎ, তক্র কিলাট প্রভৃতি যেসব বস্তু দুগ্ধের বিকারসঞ্জাত (সেগুলির স্নেহাংশ নবনীত তুলিয়া লওয়া হইলেও) সেগুলির সম্বন্ধে "ন ভুঞ্জীতোদ্ধৃতস্নেহম্" এই নিষেধ বচনটী প্রয়োজ্য নহে। "নাতিসৌহিত্যম্ আচরেৎ"=অত্যধিক তৃপ্তি (ভোজন) করিবে না। জঠরের একভাগ অন্নের জন্য, আর একভাগ দ্রব পদার্থের জন্য এবং অপর এক-ভাগ বায়ু প্রভৃতির দোষ ঘটিলে তাহার সঞ্চরণের জন্য খালি থাকিবে, এইভাবে ভোজন করিতে হয় ; এইরূপই করা উচিত। "ন অতিপ্রগে"=প্রাতঃকালে সূর্য্য সবেমাত্র উদিত হইয়াছে এরকম সময়ে খাইবে না। কিন্তু একপ্রহর বেলা কাটিয়া গেলে—যাহারা রোগা তাহারা তখন পূর্ব্বাহ্নেও খাইতে পারিবে, আর অন্যান্য ব্যক্তিরা মধ্যাহ্নকালে ভোজন করিবে। "নাতিসায়ং",—সূর্য্য যখন অস্তগমন করে সেসময়ে ভোজন করিবে না। আবার "প্রাতরাশিতঃ"=সকালদিকে খাওয়াটা যদি বেশী হয় সায়ংকাল পর্য্যন্ত যাহার তৃপ্তি থাকিয়া যায় তাহা হইলে সায়ংকালে ভোজন করিবে না। অতএব দিবসেই কি এবং রাত্রিকালেই কি উভয় সময়েই ভোজনের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তবেই ভোজন করিবে। এসম্বন্ধে স্মৃত্যন্তরে এইরূপ বলা হইয়াছে, "সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে মনুষ্যগণের ভোজন করা দেবগণ বিধান করিয়াছেন"। প্রাতঃকালের ভোজনে যদি কেহ তৃপ্ত হইয়া থাকে (তাহা যদি পর্য্যাপ্ত হয়) তবে আর তাহার রাত্রিকালে ভোজন করা উচিত নহে। অথবা এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়,—"ন সায়ংপ্রাতরাশিতঃ স্যাৎ"=দুইবেলাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া (পর্য্যাপ্তভাবে) ভোজন করিবে না। এইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—"সায়ংকালে অল্প আহার করা উচিত"। ৬২

(বৃথা চেষ্টা—বাজে কাজ করিবে না ; হাতে আঁজলা করিয়া জল খাইবে না ; খাদ্যদ্রব্য কোলের উপর রাখিয়া কিংবা কোঁচোড়ে করিয়া খাইবে না ; কোন বিষয়ে বিনা কারণে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে না।)

(মেঃ)—"বৃথা চেষ্টা" ইহার অর্থ যাহা ইহলোক কিংবা পরলোকের কোন ব্যাপারেই উপকার সাধন করে না। যেমন অন্যান্য দেশের বার্ত্তা সমাচার জানিতে লাগিয়া থাকা। "অঞ্জলিনা"= অঞ্জলি করিয়া,—দুই হাত সংযুক্ত করার নাম অঞ্জলি; তাহা দ্বারা জলপান করিবে না। এখানে 'বারি' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে অঞ্জলি করিয়া দুগ্ধাদি পান করা নিষিদ্ধ নহে। 'ভক্ষ্য' অর্থাৎ ধানা (যব ভাজা, ছোলা ভাজা প্রভৃতি), পিঠা প্রভৃতি বস্তু; সেগুলি "উৎসঙ্গে"=ঊরুদ্বয়ের উপরে বা মধ্যস্থলে রাখিয়া "ন ভক্ষয়েৎ"=খাইবে না। এখানে 'ভক্ষ্য' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে ফল প্রভৃতিও ঐভাবে ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। তবে শক্তু প্রভৃতি দ্রব্য না ভিজাইয়া খাওয়া যায় না ; এইজন্য উহা কোলের উপর রাখিয়া খাইবার সম্ভাবনাই নাই। "কুতূহলং"=বিনা প্রয়োজনে কোন কিছু সম্বন্ধে 'ইহা কি' এই প্রকার জানিবার উৎকণ্ঠা। "ন জাতু"=কখনও না, কখনও প্রকাশ করিবে না। ৬৩

(নৃত্য করিবে না, গান গাহিবে না, বাজনা বাজাইবে না, মাটীর উপর হাত চাপড়াইয়া শব্দ করিবে না, দাঁতে দাঁতে ঘসিয়া শব্দ করিবে না এবং সন্তুষ্ট অবস্থায় খামাকা বিরোধ করিবে না।)

(মেঃ)—'নর্ত্তন' বলিতে বিশেষ একপ্রকার অঙ্গ সঞ্চালন বুঝায়; ইহা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। "গান" অর্থ ষড়্জ প্রভৃতি সপ্ত স্বর অনুসারে শব্দ উচ্চারণ করা। লৌকিক গান সম্বন্ধেই এই নিষেধ ; বৈদিক গানে ইহা প্রয়োজ্য নহে, কারণ তাহা শাস্ত্রবিহিত। 'বাদিত্র' অর্থ বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ প্রভৃতি। নিজে সেগুলি বাজাইবে না, তাহারই নিষেধ ; কিন্তু বাদকগণের দ্বারা ঐসকল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাদ্যযন্ত্র বাজান নিষিদ্ধ নহে। "ন বাদয়েৎ" এখানে 'ণি' প্রত্যয়যুক্ত প্রয়োগ রহিয়াছে বটে কিন্তু তাই বলিয়া যে ইহা ণিজন্ত ধাতু তাহার কোন প্রমাণ নাই (যেহেতু চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর স্বার্থে 'ণি' প্রত্যয় হয়। ইহা যদি ণিজন্ত প্রয়োগ হইত তাহা হইলে বাদ্যকার দ্বারা বাজানও নিষিদ্ধ হইত)। "নাস্ফোটয়েৎ"=আস্ফোটন করিবে না;—'আস্ফোটন' ইহার অর্থ হাত চাপড়ান প্রভৃতি। মাটীর উপর হাত দিয়া জোরে আঘাত করিলে যে শব্দ উঠে। "ন চ ক্ষেবড়েৎ"=ক্ষেবড়ন করিবে না ;—দাঁতে দাঁতে ঘসিয়া অস্ফুট শব্দ করার নাম 'ক্ষেবড়ন' ; ইহা 'ক্ষেবড়নিকা' এই নামেও প্রসিদ্ধ। 'বল্গন' বলিতে অন্য অর্থ বুঝায়। "রক্তঃ"=পরিতুষ্ট সুস্থ থাকিয়া "ন বিরোধয়েৎ"=বিরোধ করিবে না ; তবে পীড়িত হইলে ইহা দোষাবহ নহে। "বিরোধয়েৎ" এখানে 'ঘঞ্' প্রত্যয়ান্ত বিরোধ শব্দের উত্তর করণার্থে 'ণিচ' প্রত্যয় করিতে হইবে। (ইহা নাম ধাতু নিষ্পন্ন পদ)। ৬৪

(কাংস্যপাত্রে কখনও পা ধুইবে না। ভাঙ্গাফুটা ভাণ্ডে ভোজন করিবে না। যে পাত্রে খাইতে মন খুঁত খুঁত করে তাহাতে ভোজন করিবে না।)

(মেঃ)—কাংস্যপাত্রে পা ধুইবে না। ভাঙ্গাভাণ্ডে—একজায়গায় ভাঙ্গিয়া গেলেও তাহাতে খাইবে না। সব জায়গায় যদি ভাঙ্গা ফুটা হয় তাহা হইলে তাহাতে খাওয়া স্বতই নিবৃত্ত হইয়া যায়। পত্রনির্ম্মিত পুটক (পাতার ঠোঙ্গা) প্রভৃতিকে 'ভিন্নভাণ্ড' বলিয়া ধরা হয় না, এরূপ ব্যবহার নাই ; কাজেই তাহা ছিদ্রযুক্ত হইলেও তাহাতে খাওয়ায় দোষ নাই। "ভাবপ্রদূষিতে" ;— 'ভাব' ইহার অর্থ মনের ভিতরের অভিপ্রায়। যেখানে মন তুষ্ট হয় না ; কিংবা 'পতদ্‌গ্রহ' (পিক্‌দানী) প্রভৃতি যেসব পাত্রের নামটাই দুষ্ট তাহাতেও ঐ ভাবপ্রসাদ হয় না। (কাজেই তাহাতেও ভোজন করা উচিত নহে)। ৬৫

(অন্যের ব্যবহার করা জুতা কিংবা কাপড়, অথবা যজ্ঞোপবীত, অলংকার ও মাল্য পরিবে না, সেরূপ কমণ্ডলুও ধারণ করিবে না।)

(মেঃ)—"অন্যৈঃ"=পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি ছাড়া অন্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক "ধৃতং"=ব্যবহার করা উপানৎ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি ব্যবহার করিবে না। এসম্বন্ধে গৌতম বলিয়াছেন "অসামর্থ্যপক্ষে ঐগুলি কাচিয়া ব্যবহার করা যায়"। "করক" ইহার অর্থ কমণ্ডলু ; ইহা পিতা প্রভৃতির ব্যবহার করা হইলেও ব্যবহার করা চলে না—সেরূপ করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। কারণ, ঐ পদার্থটী সম্বন্ধিস্বরূপ ; কাজেই যাহার সহিত উহা সম্বন্ধযুক্ত কেবল তাহার পক্ষেই পবিত্র, অন্যের পক্ষে পবিত্র নহে। 'অলঙ্কার' যেমন দন্ত-বলয়, (হাতীর দাঁত প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত বলয়?) প্রভৃতি। অল্পার্থ করক প্রভৃতির সহিত উক্ত হওয়ায় এইরূপ অর্থ, হইল। এস্থলে কেহ কেহ বলেন যে মণি, মুক্তা প্রভৃতি অলঙ্কার অন্যের ব্যবহার করা হইলেও নিষিদ্ধ নহে। ৬৬

(শকটবাহী অশান্ত বৃষ প্রভৃতি দ্বারা বাহিত যানে গমন করিবে না, কিংবা ক্ষুধাকাতর, ব্যাধি পীড়িত অথবা যাহার শৃঙ্গ, চক্ষু ও খুর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অথবা পুচ্ছটী ছিন্ন বা বিকৃত হইয়াছে সেরূপ বৃষাদি চালিত শকটে যাইবে না।)

(মেঃ)—'অবিনীত' ইহার অর্থ যাহাকে দমন করা যায় না, সেইরূপ বৃষ, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতি। 'ধুর্য্য' অর্থ যাহারা শকটের 'ধুরা' (জোয়াল) বহন করে—তাহাতে যোজিত হয়। ইহা দ্বারা 'গন্ত্রী' (গরুর গাড়ী) প্রভৃতিও লক্ষিত হইয়াছে। "ন চ" এখানে 'চ' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, জোয়ালে বদ্ধ না হইলেও শকটশূন্য অদান্ত বৃষাদির সহিত গমন করিতে নাই। ভগ্ন হইয়াছে শৃঙ্গ যাহার তাদৃশ বৃষ ; এখানে ইহা কেবল বৃষকেই বুঝাইবে ; কারণ তাহারই শৃঙ্গ থাকে, অশ্ব প্রভৃতির শৃঙ্গ থাকে না। "বালধিবিরূপিতৈঃ"= 'বালধি' অর্থ পুচ্ছ, তাহা দ্বারা বিকৃত ; অর্থাৎ যাহাদের পুচ্ছ ছিন্ন হইয়াছে, সেরূপ বাহনেও যাইবে না। অন্য স্মৃতিমধ্যে ইহাদের উপর কেবল আরোহণ করাটাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। ৬৭

(শিক্ষিত, দ্রুতগামী, সুলক্ষণযুক্ত, সুন্দরবর্ণ ও সুন্দর আকৃতিযুক্ত বাহনে যাইবে, কিন্তু তাহাকে বেশী কশাঘাত করিবে না।)

(মেঃ)—কতকগুলি বৃষ প্রভৃতি বাহন দৃপ্ত হইলেও শিক্ষা দ্বারা আয়ত্ত হয়। এইজন্য বলা হইয়াছে "বিনীতৈঃ" অর্থাৎ সুশিক্ষিত। "আশুগ" অর্থ দ্রুতগামী। 'লক্ষণান্বিত' অর্থ প্রশস্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রোমাবর্ত্ত প্রভৃতিযুক্ত, কিন্তু রোমাবর্ত্তশূন্য মস্তক নহে। বর্ণযুক্ত এবং রূপযুক্ত;—শোভন বর্ণযুক্ত—যেমন সোনার মত লোহিতবর্ণ; রূপযুক্ত—যেমন আকৃতিটী চমৎকার। উহা শোভন কিনা তাহা পশুলক্ষণ বিদ্যা হইতে জানিতে হয়। "ভৃশম্ অক্ষিপন্"=বেশী পীড়া না দিয়া;— অংকুশ প্রভৃতি দ্বারা যদি বার বার বেশী উত্যক্ত করা হয় তাহা হইলে সে ছাড়িয়া পলাইবে। ৬৮

(প্রাতঃকালীন সূর্য্যকিরণ, শবদাহের ধূম, এবং ছেঁড়া আসন—এগুলি পরিত্যাগ করা উচিত। নিজে ব্যসন প্রযুক্ত হইয়া অর্থাৎ কদভ্যাসবশতঃ নিজ নখ ও লোম ছিঁড়িবে না কিংবা দাঁত দিয়া নখ উৎপাটন করিবে না।)

(মেঃ)—সূর্য্য সবেমাত্র উদিত হইয়াছে সেই সময় থেকে ছয় দণ্ড কাল সূর্য্যকিরণকে 'বালাতপ' বলা হয়। 'প্রেতধূম'=শবদাহ হইতে যে ধূম নির্গত হয়। এবং ছিন্ন, ছিদ্রযুক্ত ও ভগ্ন আসন,—এগুলি সব বর্জ্জন করা উচিত। কদভ্যাসবশতঃ নিজেই নিজের নখ ও লোম ছিঁড়িবে না বা কাটিবে না; তবে সেগুলি বেশী বাড়িয়া গেলে নাপিতের দ্বারা ছেদন করাইবে। নখ অতিশয় বাড়িয়া গেলেও দাঁত দিয়া তাহা উৎপাটন করিবে না। কেহ কেহ এ স্থলে এইরূপ অন্বয় করেন "ন ছিন্দ্যাৎ নখরোমাণি দন্তৈঃ"=দাঁত দিয়া নখ ও লোম ছেদন করিবে না, আর দাঁত দিয়াও নখ ফেলিবে না। নখভংগযোজনা কালে (রতিকালীন ক্রিয়া বিশেষে) কামিনীগণ নখ বিনাই আঁচড়াইয়া দেয়। ৬৯

(মৃত্তিকাও ঢিলি খণ্ড খণ্ড করিবে না; নখ দিয়া তৃণ ছেদন করিবে না; নিষ্ফল কর্ম্ম করিবে না; এবং যাহার পরিণামে দুঃখ জন্মে সেরূপ কর্ম্মও করিবে না।)

(মেঃ)—"বিমর্দ্দয়েৎ"=বিমর্দ্দন করিবে না—খণ্ড খণ্ড করিবে না। 'বিমর্দ্দন' ইহার অর্থ মাটীর ঢিলি খণ্ড খণ্ড করা। মাটীর ডেলা কিংবা চূণ প্রভৃতির ডেলাও ঐরূপ মর্দ্দন করিবে না। 'মর্দ্দন' ইহার অর্থ ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া আছাড় দেওয়া; খামাকা বিনা প্রয়োজনে মাটী ঘসা বা ছুঁড়িতে থাকাই এইভাবে নিষেধ করা হইতেছে, কিন্তু শৌচ প্রভৃতি প্রয়োজনবশতঃ মাটী ঘসা কিংবা হাতের চাপ দিয়া ভাংগা নিষিদ্ধ নহে। পূর্ব্বে যে 'নিষ্ফল কাজ করা' নিষেধ করা হইয়াছে তাহা এখানেও আসিবে। তাহা দ্বারাই যখন ইহা গতার্থ হয় তথাপি এখানে স্বতন্ত্র-ভাবে নিষেধ করিবার হেতু এই যে, এইপ্রকার কাজ করিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা আছে। "করজ" ইহার অর্থ নখ। আচ্ছা, পূর্ব্বে (৬৩ শ্লোকে) "বৃথা কাজ করিও না" এই যে নিষেধ করা হইয়াছে তাহা দ্বারাই যখন চলিয়া যায় (এই নিষেধটীর বক্তব্য সিদ্ধ হয়) তখন এখানে আবার "ন কর্ম্ম নিষ্ফলং কুর্য্যাৎ"=নিষ্ফল কাজ করিবে না, ইহা বলা হইতেছে কেন? ইহার উত্তরে বলা হয়—পূর্ব্বে যে "বৃথা চেষ্টা" বলা হইয়াছে তাহার অর্থ বিশেষ ক্রিয়া—ভৌতিক ব্যাপার অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া; আর এখানে সাধারণ ক্রিয়ারও (কেবল যে শারীরিক ক্রিয়া তাহা নহে কিন্তু মানসিক ক্রিয়ারও) নিষেধ করা হইতেছে। কাজেই মনে মনেও নানা প্রকার বৃথা ক্রিয়াকলাপ চিন্তা করা বর্জ্জনীয়, ইহাই এখানে বক্তব্য। "আয়ত্যাম্"= আয়তিতে অর্থাৎ উত্তরকালে। যে কর্ম্ম থেকে উত্তরকালে দুঃখ জন্মিবে—যেমন অজীর্ণ অবস্থায় ভোজন করা, কুটুম্ব-পোষ্যবর্গকে ভরণ করিতে হইবে ইহা মনে না রাখিয়া প্রচুর ধন ব্যয় করা ইত্যাদি;—এসব কাজ করিবে না। ৭০

(যে লোক লোষ্ট্র মর্দ্দন করে, নখ দিয়া তৃণ ছেদন করে, দাঁত দিয়া নখ চিবায়, এবং যাহারা খল ও অশুচি তাহারা দ্রুত বিনাশ প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যাহা বলা হইল ইহা তাহারই নিন্দারূপ অর্থবাদ। এখানে কেবলমাত্র 'লোষ্ট্র' শব্দটীরই উল্লেখ আছে (কিন্তু 'মৃত্তিকা' শব্দটীর প্রয়োগ নাই); এইজন্য ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বশ্লোকের "মৃল্লোষ্টং" এটী ষষ্ঠী সমাস (মৃত্তিকার লোষ্ট্র); কারণ তথায় উভয়ের প্রাধান্য (দ্বন্দ্ব সমাস) যদি অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে এখানে যেমন লোষ্ট্রের উল্লেখ করা হইয়াছে সেইরূপ মৃত্তিকারও উল্লেখ করা হইত। এখানে মৃত্তিকার লোষ্ট্র মর্দ্দন নিষেধ করাই যে অভিপ্রেত তাহার আরও কারণ এই যে, মৃত্তিকার লোষ্ট্রই হাত দিয়া সহজে মর্দ্দন করা যায় (চাপ দিয়া ভাংগা যায়) বলিয়া সেরূপ করা লোকের পক্ষে স্বাভাবিক; কাজেই তাহা নিষেধ করাই সংগত। কিন্তু চূণের ঢেলা কঠিন, কাজেই তাহা মর্দ্দন করা কষ্টসাধ্য; সুতরাং বিনা প্রয়োজনে কেহ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহা করিতে যায় না। কিন্তু মাটীর ডেলা হাতের চাপ দিয়া ভাঙ্গা কোন কোন লোকের স্বভাব; কাজেই ইহা স্বভাবতঃ প্রাপ্ত বলিয়া ইহা নিষেধ করা হইতেছে। "তৃণচ্ছেদী"=পূর্ব্ব শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে। "নখখাদী"=যে লোক দাঁত দিয়া নখ চিবাইতে থাকে। "সূচকঃ"=যে অন্যের বিরুদ্ধে লাগানি করে (কাণ্ ভাঙ্গায়); অন্যের দোষ থাক বা নাই থাক সে কথা যে লোক তাহার অসাক্ষাতে অপরের নিকট বিস্তৃতভাবে বলে। "অশুচিঃ" ;—ইহার অর্থ আগেই বলা হইয়াছে। "বিনাশম্ আশু ব্রজতি"=শীঘ্র বিনাশপ্রাপ্ত হয়,—। বৈদিক কর্ম্মের ফল প্রকাশিত হইবার যেমন বাঁধাধরা সময় নাই, এই কর্ম্মগুলি সেরূপ নহে; কিন্তু ইহজন্মেই অচিরে যে ধনাদি বিয়োগ ঘটে তাহা সুনিশ্চিত। তাহাকেই এখানে ("বিনশ্যতি"=) বিনাশ বলা হইয়াছে। ৭১

(আমি যাহা বলিতেছি তাহাই ঠিক, না হয়ত এই 'বাজি' রহিল ইত্যাদি প্রকারে 'বিগৃহ্যকথা' কহিবে না; বহির্দ্দেশে উত্তরীয়বস্ত্রাদির উপরে মাল্য ধারণ করিবে না। যেভাবেই হউক গরুর পৃষ্ঠে চড়িয়া যাওয়া একেবারে নিন্দিত।)

(মেঃ)—ঝোঁকবশত 'বাজি রাখিয়া' কোন লৌকিক আলোচনা অথবা শাস্ত্রীয় আলোচনা করা—পরস্পর উক্তির মধ্যে নিজ উক্তির যথার্থতাখ্যাপনরূপ যে 'আহোপুরুষিকা' (আমি যাহা বলিতেছি তাহাই ঠিক, এইপ্রকার ভাব) তাহাকে বলা হয় "বিগৃহ্যকথা"। "বহির্মাল্য",—বস্ত্রের বাহিরে; কণ্ঠধৃত মাল্য বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে; এইরূপই শিষ্টাচার। কেহ কেহ বলেন "বহিঃ" ইহার অর্থ অনাবৃত স্থান; বাহিরে থেকে মালাটী দেখিতে পাওয়া যায় এরূপভাবে নগরের পথ প্রভৃতি ভ্রমণ করিবে না। অথবা 'বহির্মাল্য' ইহার অর্থ যাহার গন্ধ বাহির হইয়া গিয়াছে, যাহার গন্ধ উপলব্ধি করা যায় না সেরূপ মাল্য। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে "স্বর্ণমাল্য ছাড়া গন্ধশূন্য অন্য কোন মাল্য ধারণ করিবে না"। "গবাং পৃষ্ঠে যানং"=জিন চাপা না দিয়া শুদ্ধ গো-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাওয়া নিষেধ করা হইতেছে। "সর্ব্বথা"—'জিন' প্রভৃতি চাপা দিয়াও গো-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। তবে গরুটী গাড়ীতে নিযুক্ত হইলে সেভাবে আরোহণ করিয়া যাওয়া (গো-যানে যাওয়া) নিষিদ্ধ নহে। ৭২

(প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত বাড়ী বা নগরে প্রবেশদ্বার ছাড়া অন্য উপায়ে প্রবেশ করিবে না। রাত্রিকালে গাছতলা থেকে দূরে থাকিবে।)

(মেঃ)—প্রাচীর প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত যে গ্রাম তাহার মধ্যে প্রবেশদ্বার ব্যতীত অন্য স্থল দিয়া প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। তবে উহা যদি প্রাচীরবেষ্টিত না হয় তাহা হইলে উহার প্রবেশ দ্বার থাকিলেও ইচ্ছানুসারে যে-কোন দিক্ দিয়া প্রবেশ করা যায়। ৭৩

(কখনও পাশা খেলিবে না, নিজের ব্যবহার করা জুতাও নিজহস্তে বহিয়া লইয়া যাইবে না; শয়ন করা অবস্থায় ভোজন করিবে না এবং হাতের উপর কিংবা আসনের উপর খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া খাইবে না।)

(মেঃ)—পণ বিনাও সখ করিয়াও কখন পাশা খেলিবে না। "কদাচিৎ" শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে শলাকাদি ক্রীড়াও নিষিদ্ধ—সকলপ্রকার 'বাজি' খেলাই নিষিদ্ধ। 'উপানৎ' ইহার অর্থ চর্ম্মনির্ম্মিত পাদত্রাণ (চটিজুতা বা স্যান্ডেল); তাহা নিজে হাতে করিয়া কিংবা লাঠি প্রভৃতিতে ঝুলাইয়া লইয়া দেশান্তরে বহন করিবে না। নিজ জুতা সম্বন্ধেই এইরূপ নিষেধ বলা হইতেছে, কারণ "স্বয়ং" বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে। সুতরাং গুরু প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তির জুতা বহন করা নিষিদ্ধ নহে। শয়নে অর্থাৎ খাট, তক্তাপোষ, খাটিয়া প্রভৃতিতে, উপবেশন করিয়া ভোজন করিবে না। "পাণিস্থং"=হাতের তলে (চেটোয়) স্থাপিত খাদ্যবস্তু; উহা ঐভাবে রাখিয়া খাইবে না। খাদ্যদ্রব্য কোন পাত্রের উপর না রাখিয়া কেবল আসনের উপর রাখিয়া খাইবে না। আসনে খাদ্যদ্রব্য রাখারই নিষেধ, কিন্তু ভোজনকারীর পক্ষে আসনে উপবেশন করিয়া ভোজন নিষিদ্ধ নহে; কারণ "পাণিস্থং" ইহার অনন্তর "ন চাসনে" বলা হইয়াছে। ৭৪

(সূর্য্যাস্তের পর তিল সম্বন্ধযুক্ত কোন বস্তু খাইবে না। নগ্ন হইয়া শয়ন করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কোথাও যাইবে না।)

(মেঃ)—সূর্য্য অস্তগত হইলে। 'প্রতি' এই শব্দটী লক্ষণার্থে কর্ম্ম প্রবচনীয় হয় বলিয়া তদ্‌যোগে দ্বিতীয়া (?)। "ন চ উচ্ছিষ্টঃ"=উচ্ছিষ্ট থাকিয়া (অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কোথাও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যাইবে না)। আচ্ছা, ইহা ত ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম প্রকরণে নিষিদ্ধ হইয়াছে; আর নিষেধটী যে পুরুষ-ধর্ম্ম (সুতরাং ইহা পালন না করিলে পুরুষেরই প্রত্যবায় হইবে) তাহাও ত জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে? অতএব ইহা ব্রহ্মচারিধর্ম্ম প্রকরণে বলা হইলেও ত কেবল ব্রহ্মচর্য্যার্থকই নহে (অর্থাৎ ইহা ব্রহ্মচর্য্যার্থও বটে এবং পুরুষার্থও বটে—উভয়ার্থ)? (উত্তর)—তাহা ঠিক; তবে ইহা যে ব্রতস্বরূপ, সেই কথাটাই এখানে বলা হইতেছে। অতএব যাবজ্জীবন ঐ নিয়ম পালন করিবার সংকল্প করিতে হইবে*। ৭৫

(দুই পা ভিজাইয়া ভোজন করিবে কিন্তু পা ভিজা আছে এরূপ অবস্থায় শয়ন করিবে না। যে লোক ভিজা পায়ে ভোজন করে সে দীর্ঘ আয়ু পাইয়া থাকে।)

(মেঃ)—ভোজন কর্ম্ম আরম্ভ করিবার সময় এইরূপ করিবে—পা ভিজাইয়া ভোজনে বসিবে। কিন্তু তাই বলিয়া যতক্ষণ খাইবে ততক্ষণ যে পা ভিজাইয়া বসিয়া থাকিবে এরূপ নহে। "ন সংবিশেৎ"=শয্যায় গা ঢালিয়া দিবে না। 'সংবেশন' বলিতে শয্যায় গাত্র সংযুক্ত করিয়া দেওয়া। এরূপ করিলে কি ফল হয় তাহা বলিতেছেন,—"দীর্ঘম্ আয়ুঃ" =দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। তাই বলিয়া 'আয়ুষ্কাম ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ কর্ত্তব্য', এই প্রকার বিধি এখানে বিবক্ষিত নহে (অর্থাৎ ইহা কাম্য কর্ম্ম নহে), কিন্তু ইহা পূর্ব্বের ন্যায় নিত্য কর্ম্ম। তবে যে এখানে দীর্ঘায়ু লাভের কথা বলা হইল ইহা অর্থবাদমাত্র। ৭৬

(কোন দুর্গম স্থান যদি চক্ষুর্গ্রাহ্য না হয়—সেখানে কি আছে না আছে তাহা যদি দেখা না যায় তাহা হইলে সেখানে কখনও যাইবে না। বিষ্ঠা ও মূত্র দেখিতে থাকিবে না এবং বিনা কারণে সাঁতার দিয়া নদী পার হইবে না।)

(মেঃ)—"দুর্গ" ইহার অর্থ দুরারোহ পর্ব্বতাদি এবং তরুগুল্মলতা দ্বারা দুর্গম যে বন; "ন প্রপদ্যেত"=সেখানে যাইবে না, "অচক্ষুর্ব্বিষয়ম্"=যাহা চক্ষুর্গ্রাহ্য নহে। কারণ, সেখানে সর্প, চৌর প্রভৃতি লুকাইয়া থাকিতে পারে। এখানে "অচক্ষুর্ব্বিষয়" এইভাবে যদিও কেবল চক্ষুরই (চাক্ষুষ প্রমাণেরই) উল্লেখ রহিয়াছে তথাপি 'যাহা আগমাদি প্রমাণেরও বিষয় নহে' এইরূপ অর্থও বুঝাইতেছে। "ন বিণ্মূত্রম্ উদীক্ষেত"=বিষ্ঠা ও মূত্র উদীক্ষণ করিবে না; 'উদীক্ষণ' ইহার অর্থ উহার বর্ণাদি কিরূপ তাহা নিরূপণ করা। আর অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলে তবেই নিরূপণ হয়। সেরূপ করিবে না। যদি দৈবক্রমে কখন কেহ দেখিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহাতে দোষ হয় না। বাহু দ্বারা (হাত দিয়া সাঁতার কাটিয়া) যে নদী পার হইতে নিষেধ করা হইতেছে ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রয়োজ্য। কিন্তু নেক্‌ড়ে প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভয়ে উহা করা যায়, সেখানে উহা নিষিদ্ধ নহে। ৭৭

(কেশ, ভস্ম, অস্থি, ভাঙ্গাখোলা-খাপরা, কাপাস তুলার বীজ ও তুষ—এই সমস্ত বস্তুর উপর দীর্ঘজীবনাভিলাষী ব্যক্তি কখনও বসিবে না।)

(মেঃ)—"কপালিকা"—ভাঙ্গা হাঁড়িকলসীর টুকরা। "দীর্ঘমায়ুঃ",—এস্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি কিরূপে সঙ্গত হয় তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৭৮

(পতিত, চণ্ডাল, পুল্কস, মূর্খ, ধনগর্ব্বিত, অন্ত্য এবং অন্ত্যাবসায়ী—ইহাদের সহিত কোন প্রকার ব্যবহার করিবে না।)

(মেঃ)—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এই শ্লোকের যাহা বক্তব্য তাহা ত পূর্ব্বে "নাধার্ম্মিকজনাবৃতে" এবং "নোপসৃষ্টেহন্ত্যজৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকাংশে বলাই হইয়াছে, (তবে আবার ইহা বলা হইতেছে কেন)? (উত্তর)—না, আমরা বলি তাহা নহে। পূর্ব্বে উহাদের সহিত বাস করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল; আর এখানে উহাদের সহিত 'সংবাস' নিষিদ্ধ হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে গ্রামে উহারা বাস করে সেখানে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া থাকিবে না। 'সংবাস' ইহার অর্থ=সম্যক্ ব্যবহার—

*বস্তুত এই প্রকরণে স্নাতকব্রতের বিষয় উপদেশ করা হইতেছে বলিয়া এখানকার নিষেধগুলি সব 'পর্য্যুদাসার্থক'। এইজন্য, উদয় এবং অস্তকালে সূর্য্য 'দেখিবে না' ইহার অর্থ 'অনীক্ষণসঙ্কল্প' করিবে—'তাদৃশ সূর্য্য আমি দেখিব না' এই প্রকার সঙ্কল্প করিবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেওয়া-নেওয়া প্রভৃতি দ্বারা বন্ধুত্ব করা, তাহাদের ঘরের কাছে থাকা এবং একই স্থানে (বৃক্ষাদি-তলে) ছায়ায় বিশ্রাম লওয়া ইত্যাদি। "নাধার্ম্মিকজনাবৃতে" এখানে 'আবৃত' শব্দটী দ্বারা ইহাই বোধিত হইতেছে যে, সেখানে তাহারা সংখ্যায় খুব বেশী। সুতরাং যে গ্রামে তাহারা সংখ্যায় খুব বেশী তাহার নিকটেও বাস করা উচিত নহে, ইহাই ঐ শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ। আর এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, কোন স্থানে উহাদের সংখ্যা অধিক না হইলেও তাহাদের কাছে বাস করা কিংবা উপবেশন করাও নিষিদ্ধ,—ইহাই দুইটী শ্লোকের বক্তব্য বিষয়ের পার্থক্য। 'পুল্কস'=নিষাদ জাতি; শূদ্রার গর্ভে নিষাদ হইতে উৎপন্ন। "অন্ত্য"='মেদ' প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতি। "অন্ত্যাবসায়ী"=নিষাদ স্ত্রীর গর্ভে চণ্ডাল কর্ত্তৃক উৎপাদিত, ইহা অগ্রে (১০।৩৯ শ্লোকে) বলা হইবে। "অবলিপ্ত=মদোদ্ধত—ধনাদি মদগর্ব্বিত। ৭৯

(শূদ্রকে কোন মন্ত্রণা পরামর্শ দিবে না, তাহাকে উচ্ছিষ্ট দিবে না, যজ্ঞের হবিঃসম্পর্কিত কোন বস্তু দিবে না, তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র উপদেশ করিবে না এবং কোন ব্রত করিতেও নির্দ্দেশ দিবে না।)

(মেঃ)—দৃষ্টবিষয়=ইহলোকে উপকারসাধক কিংবা অদৃষ্টবিষয়=পরলোকের হিতসম্পাদক কোন উপদেশ শূদ্রকে দিবে না। শূদ্রের মন্ত্রিত্ব করিবে না, ইহাই ফলিতার্থ। জীবিকার জন্য যদি ঐরূপ করা হয় তাহা হইলে তাহাই দোষাবহ, কিন্তু বন্ধুত্ববশতঃ যদি শূদ্রকে মন্ত্রণা-পরামর্শ দেওয়া হয় তবে তাহাতে দোষ নাই। কারণ, শূদ্রেরাও কাহারও কাহারও বংশানুক্রমিক বন্ধু হইয়া থাকে। আর বন্ধুত্ববশতঃ অবশ্যই হিত উপদেশ করা হয়। বস্তুতঃ সকল বর্ণের লোকের সহিতই ব্রাহ্মণের মিত্রতা শাস্ত্রানুমোদিত। কারণ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে "ব্রাহ্মণ সকলের সহিত মিত্রভাবাপন্ন হইবেন"। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—পূর্ব্বে "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ" (২।১১০) ইত্যাদি বচনে 'জিজ্ঞাসা না করিলে কাহাকেও কিছু উপদেশ দিবে না' এইরূপ যাহা বলা হইয়াছিল ইহা তাহারই উপসংহার, কারণ ঐ বচনান্তরে যাহা বলা হইয়াছিল এখানেও সেই কথাই বলা হইতেছে। এই প্রকার ব্যাখ্যা সংগত নহে। কারণ, পূর্ব্বের "নাপৃষ্টঃ" ইত্যাদি বচনটীর তাৎপর্য্য এই যে, যদি কেহ বেদ পাঠ করিতে করিতে বেদের স্বর, বর্ণ কিংবা অন্য কোন বিষয়ের অসংগত পাঠ করিতে থাকে তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা না করিলে "তুমি এইখানের পাঠটী নষ্ট করিয়াছ' ইত্যাদি প্রকার উপদেশ দিবে না। এইরূপ অর্থ করিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বে সেখানে "এই সমস্ত ব্যক্তিকে পড়াইবে না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহারই প্রসংগে বলা হইয়াছে "নাপৃষ্টঃ ব্রূয়াৎ"=জিজ্ঞাসিত না হইলে বলিবে না;—যে ব্যক্তি নিজের শিষ্য নহে সে যদি জিজ্ঞাসা না করে তাহা হইলে সে বেদ পাঠকালে 'স্বর' অথবা অক্ষর বিকৃত করিয়া পাঠ করিলেও তাহাকে কিছু বলিবে না, ইহাই ঐ বচনটীর তাৎপর্য্যার্থ।

"নোচ্ছিষ্টং"=শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দিবে না। ভোজনজনিত যে অপ্রশস্ততা অর্থাৎ ভোজনের সংসর্গে যে অব্যবহার্য্যতা তাহারই নাম 'উচ্ছিষ্ট'। মলমূত্র ত্যাগ করিবার পর যদি কেহ আচমন না করে তাহা হইলে তাহাকেও উচ্ছিষ্ট বলা হয়। "উচ্ছিষ্ট অবস্থায় হাত দিয়া কিছু স্পর্শ করিবে না" এই স্থলে এসম্বন্ধে বিশেষ কথা বলিব। তবে সাধারণতঃ 'উচ্ছিষ্ট' শব্দটী ভোজন সংসর্গে যে অপবিত্রতা জন্মে সেই অর্থেই বেশীর ভাগ প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। যে ব্যক্তি ভোজন করে তাহার মুখমধ্যের সহিত সংস্পর্শ ঘটে বলিয়া মুখস্থিত কিংবা বহিঃস্থিত বস্তুটী উচ্ছিষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য "মুখমধ্যে প্রবিষ্ট গোঁপ-দাড়ি উচ্ছিষ্ট হয় না" ইত্যাদি বচনে ইহাই সূচিত হইতেছে যে শ্মশ্রু ছাড়া অন্য যে কোন বস্তু মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহা উচ্ছিষ্ট হইয়া পড়ে। আর এই কারণেই যে ব্যক্তি ভোজন করে, যাহা ভোজন করে, যে পাত্রে ভোজন করে এবং যে স্থানে ভোজন করে তৎসমুদয়কেই উচ্ছিষ্ট বলা হয়, ইহাই লোক ব্যবহার। কখন কখন আবার, যে বস্তু ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার অবশিষ্ট অংশটীকেও 'উচ্ছিষ্ট' বলা হয়; যেমন "উচ্ছিষ্ট হবির্দ্রব্যটী এস্থলে দক্ষিণা হইবে" ইত্যাদি প্রয়োগ রহিয়াছে। আবার লোকাচার অনুসারে অন্য স্থলেও 'উচ্ছিষ্ট' কথাটী ব্যবহার করা হয়; যেমন উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি কোন পাত্র হইতে অল্প কিছু খাদ্যবস্তু লইয়া ভোজন করিলে সেই পাত্রের অবশিষ্ট দ্রব্যটীকেও উচ্ছিষ্ট বলা হয়। আবার কোন পাত্রে শুদ্ধ অন্নাদি রহিয়াছে; ভোজনকারী ব্যক্তি তাহা স্পর্শ করে নাই; কিন্তু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহাকে যে স্পর্শ করিয়াছে তাহা দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে উহাও উচ্ছিষ্টবোধে শিষ্টাচার অনুসারে পরিত্যাগ করা হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে পূর্ব্বোক্ত "শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট অন্নটী দিবে" এবং এই স্থলের "শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দিবে না" এই যে বিধি এবং নিষেধস্বরূপ দুইটী বচন ইহাদের বিষয় একই অর্থাৎ একই পদার্থ সম্বন্ধে পরস্পরবিরুদ্ধ এই যে বিধি এবং নিষেধ রহিয়াছে ইহাদের বিরোধ পরিহার করিতে হইলে এই প্রকার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিতে হইবে যে, উহাদের মধ্যে বিধিবাক্যটী ("শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দিবে" এই বচনটী) ঋত অর্থাৎ আচারপরায়ণ শূদ্র সম্বন্ধে এবং অন্য বচনটী অনৃত অর্থাৎ আচারহীন শূদ্র সম্বন্ধে প্রয়োজ্য। অথবা 'নিষেধ বচনটী' উচ্ছিষ্ট হবির্দ্রব্য প্রদান বিষয়ক নিষেধ ('শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট—যজ্ঞাবশিষ্ট হবির্দ্রব্য দিবে না' এই প্রকার নিষেধ) বুঝাইতেছে। এইভাবে বিকল্প বুঝাইতেছে। অথবা "নোচ্ছিষ্টং" ইহার অর্থ এইরূপ,—অতিথি প্রভৃতির ভোজনের পর রন্ধনপাত্রে যে অবশিষ্ট অন্ন থাকে যাহা প্রায় পর্য্যুষিত হইয়া পড়িয়াছে তাহা শূদ্রকে দেওয়া উচিত নহে। এরূপ স্থলে "জীর্ণ পরিত্যক্ত বস্ত্র দিবে না" এই-ভাবে জীর্ণ বসন সম্বন্ধীয় নিষেধের সাহচর্য্য থাকায় (?) এই প্রকার অভিমত দেওয়া যায় যে, এই শেষোক্ত অর্থটী গ্রহণ করা সঙ্গত। কারণ, 'উচ্ছিষ্ট' ইহার প্রকৃতিভূত যে শিষ্ ধাতু তাহার অর্থ হইতেছে ব্যবহৃত বস্তুর অবশিষ্ট অংশ; আর 'উৎ' এই উপসর্গটীও ঐ ধাত্বর্থেরই অনুকূলতা করে। কাজেই "উচ্ছিষ্ট হবির্দ্রব্যটী দক্ষিণা" এস্থলে যেমন 'উচ্ছিষ্ট' শব্দটীর অর্থ হইতেছে 'অবশিষ্ট', সেইরূপ "নোচ্ছিষ্টং" ইত্যাদি বচনেও উহার ঐরূপ অর্থে প্রয়োগটী বিরুদ্ধ নহে। আর এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে এই দুইটী স্মৃতি বচনের যে বিরোধ দেখা যাইতেছে তাহারও সমাধান হইয়া যায়। তবে 'উচ্ছিষ্ট' শব্দটী আচমনার্হ পদার্থতেই রূঢ়, সেইরূপ প্রয়োগই প্রায়শঃ বচনমধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। "বৈশ্যের ন্যায় ইহাদেরও শৌচবিধি" ইত্যাদি যে বচন আছে তাহা ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে যে শূদ্র সেই শূদ্র সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য এবং তথায়ও ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য সম্বন্ধেই যে ঐপ্রকার বিধান বলা হইতেছে তাহা আমরা তথায় দেখাইয়া দিব।

"ন হবিষ্কৃতং"=যাহা হবির্দ্রব্যের জন্য করা হইয়াছে—সেইভাবে ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে। এস্থলে সমাসটী বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করিতেছে; কারণ যাহা যাহা হবির্দ্রব্যের নিমিত্ত উপকল্পিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই শূদ্রকে দেওয়া নিষিদ্ধ। এখানে 'দণ্ডাপূপিকা' ন্যায় অনুসারে জানা যাইতেছে যে, যাহাতে যাহাতে হবির্দ্রব্যের গন্ধ আছে তৎসমুদয়ই নিষিদ্ধ। সুতরাং যে বস্তু যজ্ঞের হবিঃ হইবে বলিয়া সঙ্কল্প করা হইয়াছে, যাহা যজ্ঞের হবিঃস্বরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, যাহা হবিঃশেষ তাহা যদি না খাইয়া ফেলিয়া রাখা হয়—ইত্যাদি প্রকারের সর্ব্ববিধ হবির্দ্রব্যই শূদ্রকে প্রদান করা নিষিদ্ধ। আর এইজন্যই "হবিষ্কৃতম্" এখানে যে 'কৃতম্' শব্দটী রহিয়াছে উহার 'কৃ' ধাতুটী ক্রিয়াসামান্যরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্যই প্রয়োগ করা হইয়াছে (উহার অর্থ যজ্ঞের হবির জন্য সংকল্পাদি যাহা কিছু করা হয়)। সুতরাং "হবিষ্কৃতম্" ইহার অর্থ যজ্ঞের হবির জন্য যাহা 'কৃত' অর্থাৎ সঙ্কল্পিত। এইজন্য উচ্ছিষ্ট হবির্দ্রব্যকেও 'হবিষ্কৃত' বলা যাইবে, কারণ তাহাও প্রথমে সঙ্কল্পিতই হইয়াছিল বলিয়া তাহাকেও 'হবিষ্কৃত' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তাহারই নিষেধ করা হইয়াছে বুঝা যাইতেছে।

অন্য কেহ কেহ এস্থলে 'যাহা হবির্দ্রব্য মিশ্রিত তাহাই হবিষ্কৃত' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর সংসৃষ্ট বস্তুটী যখন নিষিদ্ধ তখন যাহার সংসর্গ রহিয়াছে সেটীও অবশ্যই নিষিদ্ধ হইতেছে (কাজেই হবির্দ্রব্যটীও নিষিদ্ধই হইয়া থাকে)। যেমন যাহা বিপ্রের সহিত সংসৃষ্ট তাহা যদি নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে বিপ্রও নিষিদ্ধই হইয়া থাকে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সংসৃষ্ট বস্তুটী নিষিদ্ধ হইলে যে কেবল (সংসর্গহীন শুদ্ধ) বস্তুটীও নিষিদ্ধ হইবে তাহা কিরূপে সম্ভব? (উত্তর)—কেবল (অসংসৃষ্ট) বস্তুটী যদি নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে সংসৃষ্ট নিষেধটী অপ্রধান হইলেও তাহাকে কখন কখন নিষিদ্ধ বলা যায়। যে স্থলে দুইটী পদার্থ পরস্পর সংসৃষ্ট হইলেও পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, কিংবা যেখানে ঐ সংসৃষ্ট পদার্থ দুইটী চক্ষু দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা যেখানে দুইটী সংসৃষ্ট পদার্থের রূপ প্রতিভাসমান না হইলেও রসাদি দ্বারা উভয়ের মিশ্রণ সত্তা উপলব্ধি করা যায় সেখানেও ঐ 'সংসৃষ্ট' শব্দটীর প্রয়োগ হয় এবং তদনুসারে ব্যবহার (দ্রব্যটী গ্রহণ অথবা পরিত্যাগ করা হয়)। যেমন শক্তুপিণ্ড সুরা প্রভৃতির সম্পর্কযুক্ত হইলে (তাহা যদি ভক্ষণ করা হয় তাহা হইলে)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেখানে সুরা প্রভৃতির রূপ প্রতিভাসমান হইতেছে না বটে কিন্তু তাহাতে সুরা সম্পর্ক রহিয়াছে এই বিবেচনায় তাহাতে সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই করিতে হয়। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এরূপ স্থলে 'সুরাপান' কিরূপে হয়? (কারণ তরল পদার্থেরই 'পান' হয়); এখানে সুরাটী শক্তুপিণ্ড প্রভৃতির সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে; কাজেই তাহা যখন আর তরল পদার্থস্বরূপে নাই তখন তাহা 'পান' করা হইয়াছে একথা ত বলা সংগত হয় না (সুতরাং এরূপ স্থলে সুরা 'পান' জনিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে কেন)? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—ইহা বলা দোষাবহ নহে অর্থাৎ এরূপ স্থলেও সুরা 'পান' বলা অসংগত নহে। কারণ, তরল পদার্থের 'পান'ই স্বাভাবিক। তাহা ভক্ষণ করাকেই পানই বলা উচিত; ইহারই অনুবাদ করিয়া 'পান' বলা হয়। বাস্তবিকপক্ষে যে কোন প্রকারেই হউক সুরা ভক্ষণই নিষিদ্ধ। কারণ 'ভক্ষ্য' এবং 'অভক্ষ্য' নিরূপণ করিবার প্রকরণে সুরা 'পান' নিষিদ্ধ হইয়াছে। (সুতরাং সুরা ভক্ষণও নিষিদ্ধ)। আর যে কোন উপায়ে খাওয়া হউক না কেন সেই খাওয়াকেই 'ভক্ষণ' বলে। পান করা, ভোজন করা এবং চর্ব্বণ করা এগুলি সব ঐ ভক্ষণেরই বিশেষ বিশেষ প্রকারভেদমাত্র। কিন্তু গন্ধ তাহার আশ্রয়ভূত দ্রব্যকে ছাড়িয়াও পৃথগ্‌ভাবে উপলব্ধ হয়—যেখানে গন্ধ পাওয়া যাইতেছে সেখানে গন্ধবৎ দ্রব্যটী না থাকিলেও গন্ধ উপলব্ধি করা যায়; যেমন, কর্পূরের গন্ধ দূর থেকেই পাওয়া যায়। কাজেই সেই গন্ধ হইতে অবগত হওয়া যায় না যে, সেই গন্ধবৎ দ্রব্যটীও সেখানে আছে। দ্রব্যটীর সূক্ষ্ম অবয়বও সেখানে আছে ইহা কল্পনা করিলে সেই দ্রব্যের পরিমাণও কল্পনা করিতে হয়। যেখানে কিন্তু পরস্পর সংসর্গবশত দুইটী বস্তু একীভূত হইয়া যায় সেখানে যদি স্বতন্ত্রভাবে একটী পদার্থ উপলব্ধ না হয় তাহা হইলে সেখানে কেবল একটী পদার্থবিষয়ক বিধি কিংবা নিষেধ অনুসরণ করা যাইতে পারে না। যেমন, 'দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য' এরূপ বলিলে যদি দুধ ও জল মিশাইয়া খাওয়া হয় তাহা হইলে তাহা দুগ্ধপানও হয় না, জলপানও হয় না; কারণ সেখানে দুগ্ধ এবং জল মিশিয়া আলাদা একটী দ্রব্য হইয়া গিয়াছে। সেস্থলে সেই দ্রব্যটীও আলাদা এবং রস (স্বাদ) প্রভৃতিও আলাদা; কাজেই সেটী যে দ্রব্যান্তর তাহা উপলব্ধি করিবার হেতু রহিয়াছে; এইজন্য তাহা স্বতন্ত্র একটী দ্রব্যই হইয়া থাকে। আচ্ছা, এইরূপই যদি হয় তাহা হইলে, মদ্য এবং জল মিশ্রিত করিয়া যদি পান করা হয় তাহা হইলে ত আর মদ্যপানের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না; কারণ তাহা একটী স্বতন্ত্র দ্রব্যই হইতেছে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এরূপ আপত্তি সংগত নহে। কারণ, তিক্তরস যেমন অন্য সকল রসকে অভিভূত করে (ছাপাইয়া গিয়া প্রকাশ পায়) মদ্যও সেইরূপ অপরাপর সকল পদার্থকেই অভিভূত করিয়া থাকে। কাজেই এরূপ স্থলে মদ্যরসের প্রত্যভিজ্ঞা রহিয়াছে বলিয়া সেখানে মদ্য ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। তবে, যেখানে জলের পরিমাণ অনেক বেশী আর মদ্য প্রভৃতি অভক্ষ্য বস্তুর পরিমাণ অতি অল্প সেখানে তাহা ভক্ষণ করিলে সংসর্গবিষয়ক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ইহা একাদশ অধ্যায়ে নিপুণভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইব। অতএব কেবল আশ্রয়বিষয়ক যে নিষেধ তাহা সংসর্গকেও আক্রমণ করে (বুঝাইয়া থাকে)। যেমন, 'মাষকড়াই খাইবে না' এরূপ বলিলে অন্য দ্রব্যের সহিত উহা যদি মিশাইয়া থাকে তাহা হইলে সেই দ্রব্যটীও খাওয়া হয় না; এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। কিন্তু যেখানে সংসর্গের আশ্রয়টী লক্ষ্য হয় সেখানে পরস্পর অসংসৃষ্ট পদার্থ দুইটীর একটীও স্বতন্ত্রভাবে বিধিনিষেধের বিষয় হইতে পারে না (কারণ যে কোন একটী পদার্থ সংসর্গের আশ্রয় হয় না, কিন্তু দুইটী পদার্থ মিলিয়াই সংসর্গের আশ্রয় হয়)। ইহার উদাহরণ, যেমন—'গংগাযমুনার সংগম হইতে জল আন' এইরূপ বলা হইলে কেবল গংগার জল আনা হয় না কিংবা কেবল যমুনার জলও আনা হয় না। ইহাতে যদি বলা হয়, এস্থলে শিষ্টাচারই এইরূপ তাহা হইলে বলিব শিষ্টাচারই উদাহরণ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

"ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং";—ইহাকে ধর্ম্মোপদেশও দিবে না,—। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, (ইহা না বলিলেও ত চলিত; কারণ) "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" এই কথা বলাতেই দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট সকল বিষয়েই মতি (উপদেশ) দেওয়াই যখন নিষিদ্ধ হইতেছে তখন উহা দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ দান করাও ত অবশ্যই নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—ঐপ্রকার সংশয় হওয়া সংগত বটে; তবে কোন কোন বিষয় শেষ (বাদ) থাকিবে অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া যায় ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এইরূপ বলা হইতেছে। এইজন্য শূদ্রকে প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রানুমোদিত হইতেছে। অগ্রে "শরণাগতং পরিত্যজ্য"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(১১।১৯৮) শ্লোকে ইহা আমরা আলোচনা করিয়া দেখাইব। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, শূদ্রের যাজক হইয়া তাহাকে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, পাকযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের ইতিকর্ত্তব্যতারূপ ধর্ম্ম শিখাইয়া দিবে না; ইহা "ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং" এই অংশে বলা হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ এইরূপ শঙ্কা উত্থাপন করেন, শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া যদি নিষিদ্ধই হয় তাহা হইলে সে ধর্মবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে কিরূপে? আর ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান যদি তাহার না থাকে তাহা হইলে ত সে কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানই করিতে পারিবে না। আর তাহা হইলে শাস্ত্রমধ্যে শূদ্রের পক্ষে যে সকল ধর্ম্মকার্য্য কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে সেগুলি বিফল হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, এই প্রকার আপত্তিই হইতে পারে না। কারণ, কোন ব্রাহ্মণ যদি এই নিষেধটী লঙ্ঘন করে—ইহা না মানে, কিংবা কেহ যদি লোভপরবশ হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে শূদ্রকেও উপদেশ দেওয়া সম্ভব; (এরূপ যে হইতে পারে না তাহা নহে)। ব্রহ্মহত্যা করিলে সর্ব্বস্বদান করিবার যে বিধি আছে যে ব্যক্তি ঐ দান গ্রহণ করে ব্রহ্মহত্যা তাহার ঐ প্রতিগ্রহের প্রয়োজক নহে। এস্থলে লোভই ঐ প্রতিগ্রহের প্রয়োজক হইয়া থাকে, ইহাই সম্ভব। (সেইরূপ শূদ্রের ধর্ম্মানুষ্ঠান বিধিবিহিত বটে কিন্তু তাহা শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার প্রয়োজক নহে, ঐপ্রকার বিধি আছে বলিয়াই যে শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া বিহিত তাহা নহে, কিন্তু লোভ চালিত হইয়া মানুষ তাহা করিয়া থাকে বলিয়া লোভই শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার প্রয়োজক)।

আচ্ছা, "অন্য বর্ণত্রয়কেও উপদেশ দিবে, এই প্রকার বিধিও ত রহিয়াছে"? (উত্তর)—হাঁ, তাহা আছে বটে, কিন্তু উহাতে বৃত্তিবিষয়ক উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিবার কথা বলা হইয়াছে। কারণ সেখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ,—"ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের জীবিকার উপায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে জানিবেন এবং অপর বর্ণগুলিকে তাহা উপদেশ দিবেন" (১০।২) ইত্যাদি। তবে কিন্তু যে শূদ্র ব্রাহ্মণকে সেবা করিবার জন্য আশ্রয় করিয়াছে তাহাকে নিশ্চয়ই ধর্ম্মোপদেশ করিতে হইবে; কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে তাহার যদি কোন জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে সে বিধি এবং নিষেধ উভয়ই লঙ্ঘন করিতে পারে। সেরূপ স্থলে তাহার সাহচর্য্যই "ন মূর্খৈর্না-বলিপ্তৈশ্চ" ইত্যাদি বচনে পূর্ব্বে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, এই বচনটী দুইটী অংশের দ্বারা শূদ্রকে ধর্ম্মশাস্ত্র উপদেশ দেওয়া এবং তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। একটী অংশে শূদ্রের শাস্ত্রাধ্যয়ন (তাহাকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করা) এবং অপরটীতে শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তবে কোন শাস্ত্রগ্রন্থ অনুসরণ না করিয়া যে উপদেশ দেওয়া তাহা এই বচনটীর কোন অংশেই নিষিদ্ধ হয় নাই। যাঁহারা এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন তাঁহাদের কথা মানিয়া লইলে ইহাকে পুনরুক্তিদোষদুষ্ট বলিতে হয়। কারণ "তস্য শাস্ত্রবিচারঃ" ইত্যাদি বচনেই তাহা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এস্থলে অপর কেহ কেহ আবার এইরূপ বলেন, ধর্ম্মবিচারের উপকারক যে ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র তাহাকেই এখানে 'ধর্ম্ম' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, ঐ ব্যাকরণ শাস্ত্রাদি ধর্ম্মশাস্ত্র নহে; যেহেতু উহাতে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের উপদেশ নাই। এইজন্য উহার সম্বন্ধে নিষেধ উপদিষ্ট হয় নাই। তবে উহা যে ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের উপায় ইহা অবশ্য হইতে পারে। কারণ ব্যাকরণশাস্ত্রে অভিজ্ঞ একজন লোক পদপদার্থজ্ঞান দ্বারা এক একটী পদার্থ অনুসরণ করিয়া জটিল বাক্যার্থেরও জ্ঞান লাভ করিতে পারেন—তাহার তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে পারেন। আর এই ব্যাকরণ শাস্ত্রটীও ঐভাবে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বের "তস্য শাস্ত্রবিচারঃ" ইহার সহিত "ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং" এটী গতার্থ হইতেছে না; এজন্য এখানে আলাদা করিয়া বলা হইতেছে। এরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহাদের এই উক্তি সংগত বটে। বেদ এবং স্মৃতিশাস্ত্র এই দুইটী হইতেছে প্রধান; ঐ দুইটীতেই যাহার অধিকার নাই সে উহার অঙ্গগুলিতে অধিকার প্রাপ্ত হইবে কিরূপে? উহাতে যে শূদ্রের অধিকার নাই। "ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ"=তাহাকে কোন ব্রত নির্দ্দেশ করিবে না;—। এখানে 'ব্রত' শব্দটীর অর্থ 'কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ' প্রভৃতি; কারণ, "এতৈর্ব্রতৈঃ"=এই সমস্ত ব্রতের দ্বারা, ইত্যাদি বচনে ঐপ্রকার অর্থে 'ব্রত' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। পরলোকে পুণ্য হইবে, এইপ্রকার কামনা লইয়া যে শূদ্র ঐপ্রকার ব্রত করিতে ইচ্ছা করে তাহাকে উহা উপদেশ দিবে না। তবে প্রায়শ্চিত্তরূপে সে যদি উহা করিতে চায় তাহা হইলে অবশ্য তাহাকে উহার উপদেশ দেওয়া যায়। 'ব্রত' বলিতে যে স্নাতকব্রত বুঝাইবে তাহার প্রসঙ্গই নাই, কারণ শূদ্র কখনও স্নাতক হইতে পারে না। এইরূপ, ইহার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অর্থ যে সাবিত্রব্রত হইবে তাহাও সম্ভব নহে ; কারণ তাহার বেদাধ্যয়ন নাই (যে বেদাধ্যয়ন করে তাহার পক্ষেই সাবিত্রব্রত বিহিত)। শূদ্রের উপনয়ন নাই বলিয়া তাহার বেদাধ্যয়নও নাই। উপনয়ন কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষেই শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। ৮০

(যে লোক শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দেয় এবং যে তাহার নিকট ব্রতবিধি বর্ণনা করে সেই উপদেশকারী ব্যক্তি ঐ শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক তমোমধ্যে নিমগ্ন হয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব শ্লোকে যে নিষেধ বলা হইয়াছে ইহা তাহারই অর্থবাদ। "তেনৈব সহ" ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, যে লোক ঐ উপদেশ শ্রবণ করে এবং যে উহা বর্ণনা করে তাহাদের উভয়েরই দোষপ্রাপ্তি ঘটে। "মজ্জতি"=অবগাহন করে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়। ৮১

(দুই হাত সংশ্লিষ্ট করিয়া নিজ মস্তক কণ্ডূয়ন করিবে না ; উচ্ছিষ্ট অবস্থায় মস্তক স্পর্শ করিবে না এবং মস্তক বাদ দিয়া স্নান করিবে না।)

(মেঃ)—"সংহতাভ্যাম্" ইহার অর্থ পরস্পরসংশ্লিষ্ট, একসঙ্গে দুইহাতে মাথা চুলকান নিষিদ্ধ। "পাণিভ্যাম্" ইহা দ্বারা বাহুদ্বয়ের সংশ্লেষ (সংযোগ) নিষেধ করা হইতেছে। "আত্মনঃ"=নিজের ;—কিন্তু পরের হইলে দোষ নাই। সুতরাং অন্য কেহ যদি হস্তদ্বয় সংহত করিয়া মস্তক চুলকাইয়া দেয় তাহা হইলে তাহাতে দোষ হয় না। এখানে "আত্মনঃ শিরঃ"= নিজ 'মস্তক', এই প্রকার উল্লেখ থাকায় নিজের পৃষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গ যদি ঐভাবে দুইহাতে চুলকান যায় তাহা হইলে তাহাতে কোন দোষ হয় না। "ন স্পৃশেচ্চৈতৎ"=ইহা অর্থাৎ এই মস্তক উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্পর্শ করিবে না ; কেহ কেহ বলেন (উচ্ছিষ্ট অবস্থায়) নিজ হস্তেই হউক অথবা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারাই হউক মস্তক স্পর্শ করিবে না। ইহা বলা সঙ্গত নহে ; কারণ এখানে "পাণিভ্যাং"=দুইহস্তে—এইভাবে হস্তের কথাই আলোচনা করা হইতেছে (বিশেষভাবে বলা হইয়াছে)। মস্তক বাদ দিয়া স্নান করিবে না ;—। নিত্য স্নান এবং নৈমিত্তিক স্নান সম্বন্ধেই এই প্রকার বিধান বলা হইতেছে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, কোন লোক যখন ঘর্ম্মাক্ত হইয়া স্নান (অঙ্গ প্রক্ষালন) করে তখন সেই স্নানের পক্ষে এই বিধানটী কিরূপে খাটে (কারণ সে ত তখন মস্তক সিক্ত করে না)? (উত্তর)—বিহিত (বৈধ) যে স্নান তাহারই সহিত এই বিধিটীর একবাক্যতা রহিয়াছে ; (সুতরাং ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তির অবৈধ স্নানে ইহা প্রয়োজ্য নহে ; কাজেই তাহার পক্ষে উহা দোষের নহে)। এই শিরঃস্নানবিষয়ক বিধিটী প্রত্যাসত্তি (নৈকট্য সম্বন্ধ) অনুসারে বৈধস্নানের সহিত অপেক্ষাযুক্ত, ইহা বলাই যুক্তিসঙ্গত। কাজেই ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তির যে স্নান তাহা লৌকিক স্নান ; তাহা বিধিবিহিত নহে। সুতরাং ইহার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া তথায় শিরঃস্নানের প্রাপ্তি নাই। এই যে 'স্না' ধাতুটী ইহার অর্থ জল বা গোমূত্রাদি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ প্রক্ষালন করা ; মস্তক বাদ দিয়াও যে অঙ্গ প্রক্ষালন তাহাও ঐ 'স্না' ধাতুর অর্থ। এরূপ হইলে পর, চণ্ডালাদি স্পর্শ ঘটিলে কেহ হয়ত নিজ খুসীমত মস্তক বাদ দিয়াও স্নান করিতে পারে। তাহা নিষেধ করিবার জন্য বলা হইতেছে "ন চ স্নায়াদ্ বিনা ততঃ"=(এরূপ স্থলে ইহা বৈধস্নান—চণ্ডালাদি স্পর্শে স্নান করিতে হয়, ইহাই বিধি। কাজেই তখন) মস্তক বাদ দিয়া স্নান করিবে না। লৌকিক স্নানও আছে, তাহাতে মাথা ভিজান হয় না। এইজন্য অগ্রে বলা হইবে "তৈল দ্বারা শিরঃস্নান করিলে অর্থাৎ মাথায় তেল মাখিলে" ইত্যাদি। ৮২

(ক্রোধে কাহারও কেশধারণ করিবে না কিংবা মস্তকেও আঘাত করিবে না। তৈল দ্বারা শিরঃস্নান করিয়া তৈল দ্বারা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করিবে না।)

(মেঃ)—কেহ কেহ বলেন নিজের অথবা পরের কাহারও কেশধারণ করিবে না। অন্য কেহ কেহ আবার বলেন যে, 'নিজের কেশধারণ নিষিদ্ধ', কারণ নিজের সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা চলিতেছে। ক্রোধহেতু যে কেশধারণ তাহাই নিষিদ্ধ। কিন্তু রতিসম্ভোগকালে স্ত্রীলোকের যে কেশধারণ করা হয় তাহা নিষিদ্ধ নহে। "শিরঃস্নাত"='স্নাত' অর্থাৎ ক্ষালিত হইয়াছে শিরঃ (মস্তক) যাহা দ্বারা সে শিরঃস্নাত। এখানে রাজদন্তাদি স্থলে পূর্ব্ব পদটীর পরনিপাত হয়, এই নিয়ম অনুসারে 'স্নাত' এই পদটীর পরনিপাত হইয়াছে। রাজদন্তাদি আকৃতিগণ (উহার অন্তর্গত শব্দগুলি বাঁধাধরা নিয়মবদ্ধ নহে)। কাজেই 'বাহুলক' নিয়ম অনুসারে 'শিরঃস্নাত' এস্থলে সমাস হইয়াছে। "নাঙ্গম্" ইহার অর্থ নিজ অঙ্গ। ৮৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যিনি ক্ষত্রিয় সন্তান নহেন সেরূপ রাজার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না। সূনা, চক্র ও ধ্বজসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এবং বেশজীবী ব্যক্তিরও দান গ্রহণ করিবে না।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "রাজার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবে" (৪।৩৩)। আর এই 'রাজা' শব্দটী হইতেছে ক্ষত্রিয়বাচক। আবার ক্ষত্রিয়জাতি নহে এমন যে জনপদেশ্বর সেরূপ অর্থেও উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যেমন,—"ব্রাহ্মণগণের রাজ্য" ইত্যাদি। এইজন্য, "রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করিবে" এই যে প্রতিগ্রহ করিবার বিধি এবং "রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না" এই যে নিষেধ, এই উভয়স্থলেই 'রাজা' ইহার অর্থ জনপদের অধীশ্বর। এইজন্যই বলিয়া দিতেছেন "অরাজন্যপ্রসূতিতঃ";—। জনপদের অধিপতি হওয়া সকল বর্ণের পক্ষেই সম্ভব, কারণ সকল জাতিরই উহা লাভ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে এবং লাভও করিতে পারে। এইজন্য এসম্বন্ধে বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন "অরাজন্যপ্রসূতিতঃ";—। 'রাজন্য' অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইতে যাহার প্রসূতি অর্থাৎ উৎপত্তি নহে সে 'অরাজন্যপ্রসূতি'; সেরূপ 'রাজা' অর্থাৎ জনপদেশ্বরের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না। আবার রাজা ক্ষত্রিয়জাতীয় হইলেও যদি সে লুব্ধ কিংবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ পথবর্ত্তী হয় তাহা হইলে তাহারও দান গ্রহণ করিবে না; ইহা অগ্রে নিষেধ করা হইবে। 'সূনা' ইহার অর্থ পশুবধ; যে ব্যক্তি বধ-করা পশুর মাংস ক্রয়বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে সে 'সূনাবান্'। লৌকিক ভাষায় ইহাকে খটিক (কসাই) বলা হয়। (চক্র=তৈলচক্র অর্থাৎ তৈলনিষ্কাসন যন্ত্র=ঘানি; তাহা দ্বারা যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে সে চক্রবান্)। "ধ্বজ" ইহার অর্থ মদ্যের ব্যবসায়;—যে লোক মদ্য ক্রয়-বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে সে 'ধ্বজবান্'। "বেশ" ইহার অর্থ বেশপণ্য=বেশ্যা; তাহা দ্বারা যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে পুরুষই হউক অথবা স্ত্রীলোকই হউক। ৮৪

(একটী চক্র দশটী সূনার সমান দোষপ্রদ; একটী ধ্বজ দশটী চক্রের সমান দোষজনক; একটী বেশ দশটী ধ্বজের সমান দোষাবহ; এবং একটী নৃপতি দশটী বেশের সমান দোষজনক; ইহাদের দানগ্রহণ এইভাবে প্রত্যবায়জনক হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকে যেভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই অনুসারে পরবর্ত্তীগুলির দোষজনকতা অধিক, ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে। আপৎকালে উপায় কি—কোন্‌টী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা পরে বলিবেন। ৮৫

(যে সৌনিক দশ হাজার সূনা পরিচালনা করে প্রতিগ্রহ বিষয়ে রাজা তাহার সমান; এইজন্য রাজার দান গ্রহণ করা বড় ভয়ঙ্কর।)

(মেঃ)—যে ব্যক্তি সূনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকে বলে 'সৌনিক'। "বাহয়তি" ইহার অর্থ স্বার্থসাধনে পরিচালনা করে। "ঘোরঃ"=ইহা ভয়ঙ্কর, কারণ, ইহা নরকাদির হেতু হইয়া থাকে। ৮৬

(যে লোক শাস্ত্রনিষিদ্ধপথবর্ত্তী দানরহিত কৃপণ রাজার প্রতিগ্রহ করে সে পর্য্যায়ক্রমে এই একুশটী নরকে গমন করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—রাজার প্রতিগ্রহ স্বীকার করার নিন্দা একত্র করিয়া বলিতেছেন। "লুব্ধ" ইহার অর্থ যিনি সামন্ত প্রভৃতির নিকট হইতে কেবল ধন আদায় করিয়া থাকেন। "উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তী"= অগ্রে "শ্রুতশীলে চ বিজ্ঞায়" ইত্যাদি বচনে রাজার রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যে নিয়মশাস্ত্র বলা হইবে সেই শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া যিনি শাসন করেন—অসৎ দণ্ডবিধান, পরস্ত্রী হরণ প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন। "পর্য্যায়েণ"=পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ একটী নরকে ফল ভোগ করিয়া তাহার পর অন্য একটী নরকে গমন করে। 'নরক' এই শব্দটীর অর্থ নিরতিশয় দুঃখ। অথবা 'নরক ভোগ করে' অর্থাৎ কেবল দুঃখ ভোগ করে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দ্দেশ থাকায় উহা কোন একটী বিশেষ স্থানকে বুঝায় (যেখানে সুখের লেশমাত্র নাই কিন্তু কেবল দুঃখই আছে), ইহা শ্রুতার্থাপত্তি দ্বারা সিদ্ধ হয়। "একবিংশতিং"=একুশটী নরক, এইরূপ যে উক্তি ইহা অর্থবাদ। (ইহা শ্রুতার্থাপত্তিসিদ্ধ—কারণ, ঐ প্রকার একটী স্থান ব্যতীত অন্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কোথাও সুখসম্পর্কবর্জ্জিত কেবল দুঃখভোগ হয় না। অথচ ঐ প্রকার দুঃখভোগটী 'শ্রুত' অর্থাৎ শাস্ত্রবর্ণিত)। ৮৭

(তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, কালসূত্র, মহানরক, সঞ্জীবন, মহাবীচি, তপন, সম্প্রতাপন, সংহাত, কাকোল, কুড্মল, পূতিমৃত্তিক, লোহশঙ্কু, ঋজীষ, পন্থা, শাল্মলী, নদী, অসিপত্রবন এবং লোকদারক—এই একুশটী নরক।)

(মেঃ)—তিনটী শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট। ৯০

(ব্রহ্মবাদী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ এই সকল নরকের কথা জানেন বলিয়া তাঁহারা পরলোকে নিজ নিজ শ্রেয়োলাভের ইচ্ছা থাকায় রাজার প্রতিগ্রহ স্বীকার করেন না।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে প্রতিগ্রহ করিবার যে নিষেধ বলা হইল ইহা তাহারই অর্থবাদ। রাজার প্রতিগ্রহ গ্রহণ করা নানাবিধ দুঃখ এবং নরকাদির কারণ, ইহা জানিয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ রাজার প্রতিগ্রহ করেন না। "প্রেত্য" ইহার অর্থ পরজন্মে; "শ্রেয়ঃ" অর্থ কল্যাণ,—। তাহা যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন অর্থাৎ কামনা করেন। 'প্রেত্য' এই শব্দটী ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত 'প্রেত্য' শব্দেরই সমান স্বতন্ত্র একটী অব্যয় শব্দ। "ব্রহ্মবাদিনঃ"='ব্রহ্ম' ইহার অর্থ বেদ; তাহা যাঁহারা বলেন অর্থাৎ পাঠ করেন। এখানে যে 'বিদ্বান্' এবং 'ব্রহ্মবাদী' এই দুইটী শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইঁহারা ঐ দান গ্রহণ করিলে ইঁহাদের দুঃখ অধিক হইয়া থাকে। তাঁহাদের ঐ প্রতিগ্রহ অতীব দোষাবহ। এইজন্য অগ্রে বলিবেন "বিদ্বান্ ব্যক্তি উহাতেও ভীত হইবেন"। ৯১

(ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রা ত্যাগ করিবে; তখন ধর্ম্ম ও অর্থের বিষয় মনে মনে আলোচনা করিবে। কি পরিমাণ ধর্ম্ম ও অর্থ সম্পাদনে কি পরিমাণ কায়িক ক্লেশ হইতে পারে তাহাও বিবেচনা করিবে। বেদের তত্ত্বার্থ আলোচনা করিবে।)

(মেঃ)—রাত্রির তিনটী প্রহর থাকে। রাত্রির শেষ ভাগটী হইতেছে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। সেই সময় নিদ্রা ত্যাগ করিবে। তখন জাগিয়া উঠিয়া 'ধর্ম্ম' এবং 'অর্থ' বিষয়ে মনে মনে আলোচনা করিবে। যে ধর্ম্মটী সম্পাদন করিতে গেলে যে পরিমাণ শারীরিক ক্লেশ জন্মে তাহাও বিবেচনা করিবে। যদি অল্প পরিমাণ ধর্ম্ম অর্জ্জিত হয় এবং তাহার জন্য অধিক মাত্রায় শারীরিক ক্লেশ ঘটে, কিংবা যদি কোন একটী ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলে অন্য একটী ধর্ম্মের সহিত বিরোধ হয় তাহা হইলে সেরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান বর্জ্জন করিবে। সেবা প্রভৃতিরূপ যে অর্থ তাহাও যদি অতিশয় ক্লেশকর হয় তাহা হইলে তাহাও বর্জ্জন করিবে। যেহেতু "সর্ব্ব প্রকারে নিজেকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য"। সুতরাং ক্ষতিবৃদ্ধি নিরূপণ না করিয়া কোন কিছু করিবে না। 'মনোরাজ্য' প্রভৃতি বিকল্প চিন্তা করিবে না। কারণ, মানুষের স্বভাবই হইতেছে এই যে, বাহিরের কোন কাজ না থাকিলে পরের দ্রব্য লাভ করিবার অভিলাষ প্রভৃতি বিষয়ক চিন্তা মনে জাগিতে থাকে। তাহা নিবৃত্ত করিবার জন্য পুরুষার্থরূপে এই নিষেধটী উপদেশ করা হইতেছে। সেই সময়ে বেদের "তত্ত্বার্থ" অর্থাৎ বেদমধ্যে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে এইটী সাধ্য এবং এইটী তাহার সাধন বা করণ, এইভাবে আলোচনা করিবে। এবং 'রহস্য' অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বিষয়েও চিন্তা করিবে অর্থাৎ বেদান্তমধ্যে যেরূপ উপদেশ আছে সেইভাবে অভ্যাস (অনুশীলন) করিবে। অথবা 'বেদতত্ত্বার্থ' ইহার অর্থ বেদের কর্ম্মকাণ্ড মধ্যে যে সমস্ত উপদেশ আছে তাহার অর্থ নিরূপণ করিবে। যেমন, এই বিধিটীর অর্থ এইরূপ; এই কর্ম্মটী এই প্রকার; এই কর্ম্মে এই দেবতা, এই দ্রব্য, এই ব্যক্তি অধিকারী এবং ইহা এস্থলে ইতিকর্ত্তব্যতা, ইত্যাদি প্রকার তাৎপর্য্য নিজ বুদ্ধি অনুসারে নিরূপণ করিবে। যাঁহারা বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহাদের মতভেদ রহিয়াছে বলিয়া, হেতু অনুসরণ করিয়া নির্ণয় করিয়া লইবে যে, এস্থলে এই ব্যাখ্যাকারের জ্ঞানই যথার্থ—(তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক), আর এই ব্যাখ্যাতার জ্ঞানটী ভ্রমাত্মক—অযথার্থ—তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। ৯২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া মলমূত্রত্যাগাদি করিয়া শৌচ করিবে। তাহার পর প্রাতঃসন্ধ্যাকালে একাগ্রমনে সাবিত্রী জপ করিতে করিতে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে। সায়ংসন্ধ্যাকালেও এইভাবে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে।)

(মেঃ)—তাহার পর রাত্রি প্রভাত হইলে শয্যা ত্যাগ করিবে। "আবশ্যকং"=মলমূত্রাদিত্যাগ কর্ম্ম,—। সাধারণতঃ লোকেরা ঐ সময়েই উহা করিয়া থাকে। সেই সময়ে 'আবশ্যক'=মলমূত্রাদিত্যাগ এবং মুখ ধোয়া, দাঁত মাজা প্রভৃতি যে কর্ম্ম তাহা করিয়া "কৃতশৌচঃ"=শৌচ করিয়া, "লিংগে একবার মৃত্তিকা ঘসিবে" ইত্যাদি নিয়ম অনুসারে শৌচ করিয়া আচমন করিবে। তাহার পর "সমাহিতঃ"=একাগ্রমনে—অন্য কোন প্রকার চিন্তা বা সংশয় মনে স্থান না দিয়া "সন্ধ্যাং তিষ্ঠেৎ"=যতক্ষণ সন্ধ্যাকাল ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে,—। "জপন্"= সাবিত্রী ঋক্ জপ করিতে করিতে, "চিরং"=বহুক্ষণ ধরিয়া ভগবান্ সূর্য্যে মন স্থাপন করিবে। যতক্ষণ না সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হন ততক্ষণ 'সন্ধ্যাকাল' ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আয়ুষ্কামী ব্যক্তি তাহা অপেক্ষাও অধিক সময় ঐভাবে জপ করিতে থাকিবে, এই প্রকার বিধি ('ফলার্থক গুণবিধি') এখানে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সন্ধ্যাবিধিরই ইহা 'গুণফলবিধি'। আবার "অপরাং সন্ধ্যাং"=সায়ংসন্ধ্যাটীও সায়ংসন্ধ্যাকালে অর্থাৎ সূর্য্যের অস্তগমন কাল হইতে যতক্ষণ না তারকা দেখা যায় ততক্ষণ এবং তাহার পরেও ঐভাবে কাটাইবে। ৯৩

(ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ধ্যা করিতেন; এইজন্য তাঁহারা দীর্ঘ আয়ু, প্রজ্ঞা, যশ, কীর্ত্তি এবং ব্রহ্মবর্চ্চস লাভ করিতেন।)

(মেঃ)—যে নিমিত্ত পূর্ব্বের বিধিটী পুনর্ব্বার বলা হইল তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন। আয়ুঃ প্রভৃতি রূপ ফল যিনি কামনা করেন তিনি দীর্ঘকাল সন্ধ্যাজপ করিবেন। যদিও এই সন্ধ্যা বন্দনাটী নিত্যকর্ম্ম তথাপি এখানে দীর্ঘত্বরূপ গুণ বিধান করা হইতেছে বলিয়া সেই গুণের জন্য এই ফল লাভ করা যাইবে। (অর্থাৎ সন্ধ্যা নিত্যকর্ম্ম; তাহার কোন ফল নাই; যাহার ফল আছে তাহা কাম্য কর্ম্ম। সুতরাং আয়ুঃ প্রভৃতি তাহার ফল হইবে কিরূপে? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—দীর্ঘকালত্বরূপ গুণেরই ইহা ফল)। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, অগ্নিরহিত যে প্রবাসস্থ ব্যক্তি তাহারই পক্ষে এইভাবে সন্ধ্যা জপ করা সম্ভব। কিন্তু সাগ্নিক গৃহস্থের পক্ষে এই প্রকার দীর্ঘসন্ধ্যাদি বিধি পালন করিতে গেলে অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিবার কাল অতিক্রান্ত হইয়া যায়। 'দীর্ঘসন্ধ্যা' এটী গৌণ প্রয়োগ; সন্ধ্যা সময়ে অব্যভিচরিতভাবে জপাদি অনুষ্ঠান করিতে হয়; এইজন্য 'দীর্ঘসন্ধ্য' এস্থলে 'সন্ধ্যা' শব্দটীর লাক্ষণিক অর্থ জপাদি অনুষ্ঠান। 'দীর্ঘ হইয়াছে সন্ধ্যা যাঁহাদের তাঁহারা দীর্ঘসন্ধ্য', এইভাবে এখানে বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। এখানে যে 'ঋষি'গণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা অর্থবাদ। ৯৪

(শ্রাবণ অথবা ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে 'উপাকরণ' নামক কর্ম্মটী করিয়া তন্ময় হইয়া সাড়ে-চারিমাস বেদ পাঠ করিবে।)

(মেঃ)—শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত যে পূর্ণিমা তাহা শ্রাবণী। এইরূপ প্রৌষ্ঠপদী (প্রৌষ্ঠপদ অর্থাৎ ভাদ্রপদনক্ষত্রযুক্ত যে পূর্ণিমা তাহা প্রৌষ্ঠপদী)। সেই পূর্ণিমাতে "উপাকৃত্য"= উপাকর্ম্ম নামক কর্ম্ম করিয়া, "যথাবিধি অধীয়ীত"=পূর্ব্বে "প্রাক্ কূলান্" ইত্যাদি বচনে যেরূপ বিধান বলা হইয়াছে সেই অনুসারে অধ্যয়ন করিবে, এইভাবে ইহা দ্বারা ঐ পূর্ব্বোক্ত ঐ বিধানগুলিই স্মরণ করা হইতেছে;—। "যুক্ত"=তৎপরায়ণ (তদাসক্ত) হইয়া, "ছন্দাংসি"= বেদ সকল,—। 'ছন্দঃ' এই শব্দটী এখানে বেদবাচক—ইহার অর্থ বেদ, কিন্তু ইহার অর্থ এখানে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ নহে; এইজন্য যিনি বেদের ব্রাহ্মণাদিভাগ অধ্যয়ন করেন তাঁহার পক্ষেও ইহাই বিধি। কাজেই বেদের মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয় স্থলেরই অধ্যয়নকালে এই নিয়ম অনুসরণ করা সংগত; কারণ, উভয় স্থলেই 'ইহা বেদ' এই প্রকার জ্ঞান একইভাবে জন্মিয়া থাকে। (মন্ত্রের উপর 'ইহা বেদ' এই প্রকার জ্ঞান যেমন হয়, ব্রাহ্মণের উপরও ঠিক সেইভাবে 'ইহা বেদ' এই প্রকার বেদত্ববুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কাজেই দুইভাগ অধ্যয়নের পক্ষে একই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিধান প্রয়োজ্য এবং অনুসরণীয়)। এস্থলে "শ্রাবণ্যাং প্রৌষ্ঠপদ্যাং বা" এই যে বিকল্প বলা হইল ইহা ব্যবস্থিত বিকল্প। ছন্দোগ-গণ (সামবেদাধ্যায়িগণ) প্রৌষ্ঠপদী পূর্ণিমাতে উপাকরণ কর্ম্মটী করিবেন আর ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদিগণ শ্রাবণী পূর্ণিমাতে উহা করিবেন, (এই প্রকার ব্যবস্থা এই বিকল্পটীতে অনুসরণীয়)। ৯৫

(পুষ্যানক্ষত্রে কিংবা মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে পূর্ব্বাহ্ণে অনাবৃত স্থানে বেদোৎসর্গ নামক কর্ম্ম করিবেন।)

(মেঃ)—ইহার পর সাড়ে-চারি মাস কাটিয়া গেলে যে পুষ্যানক্ষত্র পাওয়া যাইবে তাহাতে 'উৎসর্জন' (উৎসর্গ) নামক কর্ম্ম করিতে হয়। ঐ উৎসর্গ কর্ম্মটী কিরূপ তাহা গৃহ্যসূত্রকারগণ বলিয়া দিয়াছেন। "বহিঃ" ইহার অর্থ অনাবৃত স্থান (ফাঁকা জায়গা)। এই যে 'উপাকর্ম্ম' এবং 'উৎসর্গ' নামক দুইটী কর্ম্ম ইহাদের স্বরূপ কিরূপ তাহা গৃহ্যসূত্র হইতে জ্ঞাতব্য। ৯৬

(এইভাবে শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে অনাবৃত স্থানে 'ছন্দ উৎসর্গ' কর্ম্ম সমাধা করিয়া পক্ষিণী রাত্রি অথবা কেবল সেইদিন দিবারাত্র অধ্যয়ন বন্ধ রাখিবে।)

(মেঃ)—ঐ 'উৎসর্গ' নামক কর্ম্মটী করিয়া দুই দিন দিবাভাগ এবং মধ্যবর্ত্তী রাত্রি এই পক্ষিণী কাল যাবৎ "বিরমেৎ"=বিশ্রাম দিবে অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন করিবে না। "তদহর্নিশম্"= সেইদিন দিবারাত্র, আর পরদিবসের কেবল দিবাভাগ—রাত্রিটী নহে, এই পর্য্যন্ত সময় অধ্যয়ন করিবে না। যে রাত্রির দুই পার্শ্বে দুইটী দিবাভাগ পক্ষস্বরূপ থাকে তাহার নাম 'পক্ষিণী' রাত্রি। অথবা যেদিন ঐ 'উৎসর্গ' কর্ম্মটী করা হইয়াছে সেই দিবসের দিবাভাগ এবং রাত্রিকাল ব্যাপিয়া অনধ্যায়—সেদিন দিবারাত্র অনধ্যায়। পরদিবসে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। আর প্রথম কল্পটীতে দ্বিতীয় দিবসের কেবল দিবাভাগ পর্য্যন্ত অনধ্যায়, কিন্তু রাত্রিতে অধ্যয়ন করিবার কথা বলা হইতেছে। ৯৭

(ইহার পর থেকে সংযত হইয়া, শুক্লপক্ষে মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ পাঠ করিবে আর কৃষ্ণপক্ষে বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন করিবে।)

(মেঃ)—"অত ঊর্দ্ধ্বং"=এই উৎসর্গ কর্ম্মটী সম্পাদন করিবার পর শুক্লপক্ষগুলিতে "ছন্দাংসি"=মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয় প্রকার বেদ অধ্যয়ন করিবে। আর শিক্ষা, যজ্ঞসূত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদাঙ্গ সকল কৃষ্ণপক্ষে পাঠ করিবে। ৯৮

(অবিস্পষ্টভাবে অধ্যয়ন করিবে না; শূদ্রলোকের সন্নিধানে পাঠ করিবে না। রাত্রিশেষে বেদাধ্যয়ন করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে পুনরায় শয়ন করিবে না।)

(মেঃ)—যেভাবে অধ্যয়ন করিতে থাকিলে বর্ণ এবং স্বরগুলি পরিস্ফুটভাবে অভিব্যক্ত হয় না তাহাকে বলে 'অবিস্পষ্ট'। দ্রুত পাঠ করিতে থাকিলে সাধারণতঃ এইরূপ ঘটে। "নিশান্তে"=রাত্রির শেষভাগে। সুপ্তোত্থিত হইয়া বেদাধ্যয়ন করিতে করিতে যদি পুনরায় শ্রান্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে আর শয়ন করিবে না। এস্থলে শ্লোকটীর শেষার্দ্ধে "ন নিশান্তে পরিশ্রান্তো ব্রহ্মাধীত্য শয়ীত তু" এই প্রকার পাঠটী সঙ্গত। ৯৯

(বেদাধ্যয়নের যেরূপ নিয়ম বলা হইয়াছে তদনুসারে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দোযুক্ত করিয়া প্রতিদিন বেদ পাঠ করিবে। আপৎকাল ভিন্ন অন্য সময়ে দ্বিজাতিগণের পক্ষে ব্রাহ্মণ এবং ছন্দোযুক্ত করিয়া বেদ অধ্যয়ন করা বিধেয়।)

(মেঃ)—এখানে 'ছন্দঃ' বলিতে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ বুঝাইতেছে; সেই ছন্দের সহিত "কৃতং"=যুক্ত করিয়া "ব্রহ্ম"=ঋক্ এবং সাম (অধ্যয়ন করিবে)। 'কৃ' ধাতুর অর্থ অনেক প্রকার; এইজন্য এখানে এই প্রকার অর্থে ব্যাখ্যা করা হইল। যেমন, "গোবর করিয়া দাও" ইহার অর্থ সংহার করিয়া ফেল এবং "পিঠ (চ্যাপ্টা) করিয়া দাও" ইহার অর্থ উন্মর্দ্দন (দলিত করা), সেইরূপ "ছন্দস্কৃতং" এখানে 'কৃ' ধাতুটী 'যুজ্' ধাতুর অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। "ব্রহ্মচ্ছন্দস্কৃতং"=ব্রহ্ম এবং ছন্দঃ=ব্রহ্মচ্ছন্দঃ; তাহার সহিত 'কৃত' অর্থাৎ যুক্ত= ব্রহ্মচ্ছন্দস্কৃত। "ব্রহ্ম" ইহার অর্থ ব্রাহ্মণ। যজুর্ব্বেদের পক্ষে "ব্রহ্ম"=ব্রাহ্মণ এবং যজুঃ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সমুদায় এবং গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দোযুক্ত মন্ত্রসকল একই ভাগে পঠিত হইয়া থাকে; কিন্তু ঋগ্বেদ এবং সামবেদ মধ্যে যেমন বিভক্তভাবে এক অংশে মন্ত্রকলাপ এবং অন্য অংশে 'ব্রাহ্মণ' পঠিত হয়, যজুর্ব্বেদ মধ্যে সেরূপ আম্নাত হয় নাই। এইভাবে বেদের প্রকার ভেদ রহিয়াছে বলিয়া 'এইভাবে যুক্ত করিয়া পাঠ করিবে', ইহাই প্রাচীন আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা। "যথোদিতেন"=যেমন বিধান বলা হইল সেইভাবে,—। আপৎকাল ভিন্ন সময়ের জন্য পূর্ব্বে যে বিধিটি বলা হইয়াছে তাহারই উপসংহার করিতেছেন। কিন্তু আপৎকালে, যখন অধ্যাপকের সান্নিধ্য না থাকে তখন বেদের ঐ বিভাগ অনুসরণ করা হয় না, কারণ উহাতে বহু দেবতার বিভাগ রহিয়াছে; তাহা পুনঃ পুনঃ পঠিত না হইলে বিস্মৃত হইয়া যাইতে পারে। ১০০

(অধ্যয়নকারী ব্যক্তি এবং যিনি শিষ্যগণকে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে অধ্যাপনা করেন তিনিও এই বক্ষ্যমাণ অনধ্যায়গুলি বর্জ্জন করিবেন অর্থাৎ এই অনধ্যায়কালগুলিতে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন করা উচিত নহে।)

(মেঃ)—"ইমান্"=বক্ষ্যমাণ অনধ্যায়গুলিকে শিষ্য "বিবর্জ্জয়েৎ"=বিশেষভাবে বর্জ্জন করিবে। "অধ্যাপনং চ কুর্ব্বাণঃ"=এবং যিনি ইহা অধ্যাপনা করেন,—। এখানে 'অধ্যাপন করেন' ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি অনায়াসে অধ্যয়ন করিতে পারে না তাহার পক্ষেও এবং অভ্যাস করার পক্ষেও ইহাই বিধান—তাহাদের অধ্যাপকের নিকট শুনিয়া আয়ত্ত করাও নিষিদ্ধ। "নিত্যম্"=সকল সময়ে,—। পূর্ব্বোক্ত উৎসর্গ কর্ম্মের পর থেকে যে বেদাধ্যয়ন কেবল তাহাতেই যে এই নিয়ম এরূপ নহে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 'উপাকর্ম্ম' নামক কর্ম্মটী থেকে সাড়ে-চারি মাস কালও অধ্যয়ন সম্বন্ধে এইরূপই বিধি। "শিষ্যাণাম্" ইহা অনুবাদ স্বরূপ। ১০১

(রাত্রিকালে যদি এমনভাবে বাতাস বহিতে থাকে যে তাহা কাণে শোনা যাইতেছে কিংবা দিবাভাগে যদি বায়ু প্রভাবে ধূলা জড় হইতে থাকে তাহা হইলে অধ্যাপনবিধিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে এই দুইটী কারণে বর্ষাকালে অনধ্যায় হইবে।)

(মেঃ)—"অনিলঃ" অর্থ বায়ু। বেগে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে যখন তাহা অন্য বায়ুর সহিত সংঘর্ষ ঘটায় তাহার শব্দ কর্ণে শুনিতে পাওয়া যায় তখন তাহাকে 'কর্ণশ্রব' বায়ু বলা হয়। যাহা দুই কর্ণেই শুনিতে পাওয়া যায় তাহা 'কর্ণশ্রব'। ব্যাকরণের "সাধনং কৃতা" এই সূত্রানুসারে এখানে সমাস হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্ণ দ্বারাই যখন শ্রবণ করা সম্ভব তখন 'কর্ণশ্রব'; এখানে 'কর্ণ' শব্দটী অনাবশ্যক এরূপ বলা চলিবে না: কারণ বিশেষ একটী অবস্থা নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এইরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন এইভাবে বায়ুর শব্দ শুনা যাইবে তখন আর পড়া উচিত হইবে না। "পাংশুসমূহনঃ";—যাহা পাংশুরাশিকে (ধূলিরাশিকে) 'সমূহন' করে অর্থাৎ জড় করিয়া দেয়। 'পাংশু' অর্থ ধূলি। ইহা ঐ প্রকার বায়ুর উপলক্ষণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেকোন স্থানে বর্ষণ হউক না কেন যদি এইরূপ বাতাস বহিতে থাকে তাহা হইলে যে সময় ঐরূপ হইবে তখন থেকে পরদিনের সেই সময় পর্য্যন্ত অনধ্যায়। "অধ্যায়জ্ঞাঃ" ইহার অর্থ অধ্যাপনবিধি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ। ১০২

(বিদ্যুৎ চমকান, মেঘ গর্জ্জন এবং বর্ষণ তিনটী এক সময়ে হইতে থাকিলে কিংবা বড় বড় উল্কা পড়িলে—যে সময়ে ঐরূপ হয় তখন থেকে পরদিন সেই সময় পর্যন্ত অনধ্যায়, ইহা মনু বলিয়াছেন।)

(মেঃ)—"বিদ্যুৎ"=তড়িৎ; "স্তনিত"=মেঘগর্জ্জন;—। "বিদ্যুৎ-স্তনিত-বর্ষেষু" এখানে দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; এজন্য ঐগুলি একসংগে ঘটিলে তবেই অনধ্যায় হইবে। "মহোল্কা" ইহার অর্থ অন্তরিক্ষ হইতে যে সকল জ্যোতিঃপদার্থ পতিত হয় তাহাদের প্রভা, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; সেই উল্কা সকলের 'সংপ্লব' অর্থাৎ এদিকে ওদিকে পতন। "আকালিক মনধ্যায়ং"=আকালিক অনধ্যায় হইবে,—এখানে 'আকালিক' শব্দটী দ্বারা এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে যে, যখন ঐ উৎপাত ঘটিবে তখন থেকে পরদিনের সেই সময়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পর্য্যন্ত যে কাল তাহা। "মনুরব্রবীৎ"=মনু বলিয়াছেন,—এখানে 'মনু' শব্দটী শ্লোক পূরণের জন্য বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এরূপ স্থলে অনধ্যায়টী বিকল্পিত, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য 'মনু'র উল্লেখ করা হইয়াছে। ১০৩

(বর্ষাকালে এইগুলি যদি অগ্নিহোত্র হোমের অগ্নি প্রদীপ্ত করিবার সময় অর্থাৎ উভয় সন্ধ্যায় প্রকাশ পায় তবেই অনধ্যায় হইবে কিন্তু বর্ষাভিন্ন কালে ঐ সময়ে কেবল জলীয় মেঘ উঠিলেই অনধ্যায় হইবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তগুলি যেকোন সময়ে প্রকাশ পাইলেই যে এই অনধ্যায় ঘটে তাহা নহে কিন্তু "প্রাদুষ্কৃতাগ্নিষু" (=যে সময়ে অগ্নিহোত্র হোমের জন্য অগ্নি প্রদীপ্ত করা হয় কেবল সেই সময়ে) অর্থাৎ উভয় সন্ধ্যাকালে। কারণ সেই সময়েই হোম করিবার অভিলাষে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে অগ্নি প্রদীপ্ত করা হয়। 'প্রাদুঃ' এই অব্যয় শব্দটীর অর্থ প্রাকাশ্য (প্রকাশিত হওয়া)। "অনৃতৌ"=ঋতু ভিন্নকালে;—'ঋতু' বলিতে এখানে বর্ষা ঋতু বুঝাইতেছে। সেই সময়ে অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বালনকালে "অভ্রদর্শনে"=জলীয় মেঘ দৃষ্টিগোচর হইলে। ১০৪

(নির্ঘাত, ভূমিকম্প এবং অন্তরিক্ষে জ্যোতিঃপদার্থ সকলের পরস্পর সংঘর্ষ হইলে এইগুলি বর্ষা ঋতুতেও এবং বর্ষা ভিন্নকালেও 'আকালিক' অনধ্যায় ঘটাইবে, বুঝিতে হইবে।)

(মেঃ)—'নির্ঘাত' ইহার অর্থ অন্তরিক্ষে গ্রহাদির উৎপতনজনিত শব্দ। "জ্যোতিষাং"= চন্দ্র, সূর্য্য, বৃহস্পতি প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের "উপসর্জ্জনে"=পরিবেষ্টন অথবা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ঘটিলে,—। "ঋতাবপি"=বর্ষা ঋতুতেও;—এখানে 'অপি' শব্দটী থাকায় এইরূপ অভিপ্রায় বুঝাইতেছে যে বর্ষাকালে উৎপাত সকল ঘটিলে সাধারণত তাহা গ্রাহ্য করা হয় না। ১০৫

(অগ্নিহোত্র হোমের অগ্নি প্রদীপ্ত করা হইলে সেই সময়ে অর্থাৎ উভয় সন্ধ্যাকালে যদি বর্ষা ঋতুতেও এবং বর্ষা ভিন্নকালেও 'আকালিক' অনধ্যায় ঘটাইবে, বুঝিতে হইবে। অনধ্যায় অর্থাৎ কেবল দিবাভাগ অথবা কেবল রাত্রিভাগ অনধ্যায় হইবে। আর অন্য ঋতুতে ঐ সময়ে বর্ষণ হইলে দিবারাত্র 'আকালিক' অনধ্যায়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বিদ্যুৎপাত, মেঘ গর্জ্জন এবং বর্ষণ তিনটী একসঙ্গে ঘটিলে আকালিক অনধ্যায় হইবে; এক্ষণে বলা হইতেছে যে, উহাদের মধ্যে যে কোন দুইটী দেখা দিলে 'সজ্যোতিঃ' অনধ্যায় হয়। স্তনিতরূপ (মেঘ গর্জ্জনরূপ) যে নিঃস্বন অর্থাৎ শব্দ তাহা 'স্তনিতনিঃস্বন'। বিদ্যুৎ এবং স্তনিতনিঃস্বন=বিদ্যুৎ-স্তনিতনিঃস্বন;—এখানে সমাহারদ্বন্দ হইয়াছে। ঐ দুইটী যদি সন্ধ্যাকালে ঘটে তাহা হইলে 'সজ্যোতিঃ' অনধ্যায় হইবে অর্থাৎ দিবাভাগে ঘটিলে কেবল দিবাভাগ অনধ্যায়—কারণ সূর্য্যই দিবসের জ্যোতিঃ, আবার রাত্রিভাগে হইলে কেবল রাত্রিভাগই অনধ্যায়;—অগ্নিই রাত্রিকালের জ্যোতিঃ। যদি প্রাতঃসন্ধ্যাকালে ঐ দুইটীর সমাবেশ ঘটে তাহা হইলে কেবল দিবাভাগটীই অনধ্যায়, রাত্রিতে আর অনধ্যায় হইবে না। এইরূপ সায়ংসন্ধ্যাকালে যদি ঘটে তাহা হইলে মাত্র রাত্রিকালেই হইবে ঐ অনধ্যায়, কিন্তু প্রাতঃকালে অধ্যয়নে কোন দোষ থাকিবে না। এই জন্য বলা হইয়াছে "রাত্রিকালে যেমন অনধ্যায় দিবসেও সেইরূপ অনধ্যায়"। আলোচ্য বিদ্যুৎ, স্তনিত এবং বর্ষণ এই তিনটীর মধ্যে বিদ্যুৎ এবং স্তনিত (মেঘ গর্জ্জন) এই দুইটীকে আলাদা করিয়া উল্লেখ করিয়া বলা হইল। আর ইহাদের মধ্যে যে, 'শেষ' অর্থাৎ অবশিষ্টটী অর্থাৎ বর্ষণ; উহা (ঐ সময়ে) দৃশ্যমান হইলে পূর্ব্বোক্ত 'আকালিক' অনধ্যায় হইবে। এইজন্য বলা হইয়াছে "রাত্রৌ যথা দিবা" অর্থাৎ দিবাভাগের ন্যায় রাত্রিভাগও অনধ্যায়—পূর্ব্বোক্ত 'আকালিক' অনধ্যায়। "জ্যোতিঃ" ইহার অর্থ অতি প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ্টোম যাগ প্রভৃতি। "শেষে" ইহার বদলে "শেষং" এইরূপ পাঠও আছে। তখন উহার অর্থ 'শেষ' অর্থাৎ অবশিষ্ট যে দিবাভাগ যাহাতে হোম করা হয় তাহা অনধ্যায়ের কারণ হইয়া থাকে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি মূল শ্লোকটী "শেষং ত্বাকালিকং স্মৃতম্" এইরূপ বলা হইল না কেন? (উত্তর)— ভগবান্ মনুর শ্লোক রচনা এই প্রকার বিচিত্র রকমের। ১০৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(গ্রাম ও নগরের চারিদিক থেকে যদি দুর্গন্ধ উঠিতে থাকে তাহা হইলে শুদ্ধ ধর্ম্মাভিলাষী ব্যক্তিরা তাহাতে অনধ্যায় বিধি পালন করিবেন।)

(মেঃ)—"ধর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং"=নিপুণ ধর্ম্ম যাহারা কামনা করে, তাহারা গ্রাম এবং নগরের মধ্যে অধ্যয়ন করিবে না। ধর্ম্মের ফল যে স্বর্গাদি তাহাই এখানে 'ধর্ম্ম' শব্দটীর অর্থ। অথবা অধর্ম্মের দ্বারা অনুবিদ্ধ না হওয়াই ধর্ম্মের নৈপুণ্য। যদি অধর্ম্মের দ্বারা অনুবিদ্ধ না হয় তবেই বিধির বিষয়টী পরিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইজন্য যে ইহা পালন করিতে অসমর্থ তাহার পক্ষে অধ্যয়ন এস্থলে অনুমোদিত। "পূতিগন্ধ" ইহার অর্থ কুৎসিত গন্ধ; তাহা যদি নাসিকাপথে প্রবেশ করিতে থাকে। "সর্ব্বশঃ"=সর্ব্বত্র। শবগন্ধও এস্থলে ধর্ত্তব্য। ১০৭

(গ্রামের মধ্যে যদি শব পড়িয়া থাকে, অধার্ম্মিক ব্যক্তির যদি সন্নিধান ঘটে কিংবা বহু লোক যদি একত্র রোদন করিতে থাকে তাহা হইলে অনধ্যায় হইবে।)

(মেঃ)—অন্তর্গত হইয়াছে শব যেখানে—শবদেহ যদি গ্রাম মধ্যে থাকিয়া যায় তাহা যতক্ষণ না বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া হয়,—। বৃষলস্য;—এখানে 'বৃষল' বলিতে শূদ্র এরূপ অর্থ বুঝাইতেছে না; কারণ, পূর্ব্বেই "ন শূদ্রজনসন্নিধৌ" ইত্যাদি বচনে শূদ্র সন্নিধানে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শূদ্রধর্ম্মা অধার্ম্মিক ব্যক্তিরই এখানে নিষেধ করা হইতেছে। এখানে লক্ষণা দ্বারা বৃষল পদটীর অর্থ শূদ্রের মধ্যে বেশীর ভাগই যে অধর্ম্ম দেখা যায় সেই অধার্ম্মিকত্ব বোধিত হইতেছে। অতএব যে লোক পাপানুষ্ঠান পরায়ণ তাহার সমীপে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইতেছে। "রুদ্যমানে"=রোদনধ্বনি হইতে থাকিলে। এখানে 'রুদ্যমান' শব্দটী কেবলমাত্র ভাব (ধাত্বর্থ) বোধক—উহার অর্থ রোদন। লোকের "সমবায়"—এক জায়গায় বহু লোক জড় হওয়া;—যেখানে কাজের জন্য বহু লোক জড় হয় সেরকম স্থানে অধ্যয়ন করিবে না। অথবা "জনস্য সমবায়ে রুদ্যমানে"=বহু লোক এক জায়গায় জড় হইয়া কাঁদিতে থাকিলে—সেখানে এই অধ্যয়ন নিষেধ। এরূপ অর্থ করিলে 'রুদ্যমান' কর্ত্তৃবাচ্যে যে আত্মনেপদ রহিয়াছে উহা ছান্দস প্রযোগ বলিতে হয়। ১০৮

(জলমধ্যে দাঁড়াইয়া, মধ্য রাত্রিতে, মলমূত্র ত্যাগ করিবার সময়, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় এবং শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া মনে মনেও স্বাধ্যায় চিন্তা করিবে না।)

(মেঃ)—এখানে 'অর্দ্ধরাত্র' বলিতে চারিমুহূর্ত্ত (আট দন্ড) সময়; তাহারই নাম মহানিশা। অর্দ্ধরাত্রের প্রথম দুই মুহূর্ত্ত (চারি দন্ড) এবং শেষ দিকের দুই মুহূর্ত্ত। "উদকে" ইহার অর্থ নদী অথবা সরোবরে জলমধ্যস্থ হইয়া,—। এই জলমধ্যগত হইয়া স্বাধ্যায় জপ নিষিদ্ধ—ইহা অনধ্যায় স্বরূপ; কিন্তু জলমধ্যে দাঁড়াইয়া 'অঘমর্ষণ' জপ প্রভৃতির নিষেধ করা হইতেছে না। "উদকে" ইহার বদলে "উদয়ে" এইরূপ পাঠও কেহ কেহ স্বীকার করেন; ইহার অর্থ সূর্য্য যখন সবেমাত্র উদিত হইতেছেন তখন অনধ্যায়। "উচ্ছিষ্ট" ইহার অর্থ যে লোক ভোজন করিয়াছে অথচ আচমন করে নাই। যে ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছে সেও যতক্ষণ না আচমন করে ততক্ষণ উচ্ছিষ্ট পদবাচ্যই হয়। কেহ কেহ বলেন, যে অপ্রায়ত্য (অশুচিত্ব) আচমন দ্বারা বিদূরিত হয় তাহাই এখানে উচ্ছিষ্ট পদের অর্থ। এজন্য যে নিষ্ঠীবনাদি ত্যাগ করিয়াছে তাহাকেও উচ্ছিষ্ট বলে (যতক্ষণ না সে আচমন করে)। এই সকল অবস্থায় "মনসাপি"=মনে মনেও শাস্ত্র চিন্তা করিবে না,—। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে অন্য অবস্থায় অনধ্যায়কালে মনে মনে শাস্ত্র চিন্তা করা যাইতে পারে—তাহা শাস্ত্রানুমোদিত। কিন্তু ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে এই সকল নিমিত্তের সমবধানে মনে মনে শাস্ত্র চিন্তা করাতেও গুরুতর দোষ ঘটে। ১০৯

(একোদ্দিষ্ট নবশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে কিংবা চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ হইলে অথবা রাজার পুত্রজন্মরূপ অশৌচ ঘটিলে বিদ্বান্ ব্যক্তি তিন দিন বেদাধ্যয়ন করিবেন না।)

(মেঃ)—যাহাতে একজন (পিতৃপুরুষ) উদ্দিশ্যমান হন তাহা একোদ্দিষ্ট; নবশ্রাদ্ধকে একোদ্দিষ্ট বলা হইয়াছে। তাহাতে "নিকেতনং"=নিমন্ত্রণ "প্রতিগৃহ্য"=গ্রহণ করিয়া থাকিলে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণের সময় হইতে তিন দিন অনধ্যায় হয়। এইরূপ, "রাজ্ঞঃ"=রাজার;— 'রাজা' ইহার অর্থ চন্দ্র, তাহার 'সূতক' অর্থাৎ রাহুর প্রতি অমৃতবর্ষণ,—। "রাহোশ্চ" এখানে 'চ' শব্দটী থাকায় বুঝা যাইতেছে সূর্য্যেরও ঐ 'সূতক' হইলে। অথবা 'রাজা' ইহার অর্থ জন-পদের অধিপতি; তাঁহার 'সূতক' অর্থাৎ পুত্রজন্ম হেতু উৎসব ঘটিলে। 'রাহুর সূতক' ইহার অর্থ রাহু দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যের উপরাগ (গ্রাস); ইহাই 'গ্রহণ' এই নামে জনসমাজে প্রসিদ্ধ। ১১০

(যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়াছেন তাঁহার দেহে যতক্ষণ ঐ শ্রাদ্ধে প্রদত্ত কুঙ্কুম চন্দনাদির গন্ধ কিংবা প্রলেপ থাকিবে ততক্ষণ তাঁহার বেদপাঠ করা কর্ত্তব্য নহে।)

(মেঃ)—একজন পিতৃপুরুষকে উদ্দেশ করিয়া যে আমশ্রাদ্ধ করা হয় সেই শ্রাদ্ধে প্রদত্ত চন্দন-কুঙ্কুমের গন্ধ ও প্রলেপ যতক্ষণ শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণের শরীরে থাকিবে ততক্ষণ তাঁহার অনধ্যায় হইবে। পূর্ব্বশ্লোকে যে বিধি বলা হইল ইহা তাহা হইতে স্বতন্ত্র বিধি। পরদিবসে স্নান করিয়া সেই গন্ধ গাত্র হইতে বিদূরিত করিলে তখন তিনি অধ্যয়নের অধিকারী হইবেন। ইহা উপলক্ষণস্বরূপ। শরীরে গন্ধ এবং প্রলেপ না থাকিলেও শ্রাদ্ধে যে অন্ন ভোজন করা হইয়াছে তাহা যতক্ষণ না জীর্ণ হয় ততক্ষণ বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ। "বিদুষঃ"=বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে,—। শ্রাদ্ধ ভোজনে বিদ্বান্ ব্যক্তিরই অধিকার; কাজেই ইহা তাহারই অনুবাদস্বরূপ। ১১১

(শয়ন করিয়া, পা ছড়াইয়া, বস্ত্রাদি দ্বারা জানুদ্বয় বাঁধিয়া, মাংস এবং অশৌচান্ন ভক্ষণ করিয়া অধ্যয়ন করিবে না।)

(মেঃ)—"প্রৌঢ়পাদ" ইহার অর্থ পা ছড়াইয়া, কিংবা পায়ের উপর পা দিয়া অথবা খট্টা কিংবা আসন প্রভৃতিতে দুই পা সংযুক্ত করিয়া। "অবসক্থিকা" ইহার অর্থ বস্ত্রাদি দ্বারা জানুদ্বয় কিংবা মধ্যদেশ (কটিদেশ) বন্ধন করিয়া। "আমিষং" অর্থ মাংস। এখানে 'সূতক' শব্দটী কেবল জননাশৌচই বুঝাইতেছে না, কিন্তু উহা দ্বারা মরণাশৌচ প্রভৃতিও উপলক্ষিত হইতেছে। ১১২

(কুয়াসা হইলে, বাণের তীব্রশব্দ উত্থিত হইতে থাকিলে, উভয় সন্ধ্যাকালে, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা এবং অষ্টমী তিথিতে অনধ্যায় হইবে।)

(মেঃ)—"নীহার", ধূমিকা, দিঙ্মোহ (কুয়াসা) ইহাদের সব অর্থ এক। উহার ফলে দিঙ্মণ্ডল যেন বাষ্প ও ধূলি দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়া থাকে। "বাণশব্দ"=শরনির্ঘোষ। কেহ কেহ 'বাণ' এস্থলে বকারটীকে দন্ত্যোষ্ঠ্য বর্ণ ধরিয়া ব্যাখ্যা করেন। তখন 'বাণ' ইহার অর্থ বীণা। 'মহাব্রত' যজ্ঞের প্রকরণে বীণা অর্থে 'বাণ' শব্দটীর প্রয়োগ দেখা যায়। বাণ='বীণা' একশত তন্ত্রী নির্ম্মিত হইয়া থাকে, বীণা বিতন্ত্রীও হয়। "চতুর্দ্দশ্যাং"=শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ উভয়পক্ষেরই চতুর্দ্দশীতে। "অষ্টকা" বলিতে এখানে সকল অষ্টমী তিথিকেই বুঝান হইতেছে। অন্যস্মৃতির বচন এবং শিষ্টাচার অনুসারে এইরূপ অর্থ এখানে গ্রহণ করা হইল। কেহ কেহ "অষ্টকাসু" ইহার বদলে "অষ্টমীষু" এইরূপ পাঠ স্বীকার করেন। ১১৩

(অমাবস্যায় অধ্যয়ন গুরুর অর্থাৎ অধ্যাপকের বিনাশ ঘটায়, চতুর্দ্দশী শিষ্যের বিনাশ সাধন করে এবং অষ্টমী ও পূর্ণিমা বেদ নষ্ট করিয়া দেয়—ভুলাইয়া দেয়। অতএব ঐগুলি বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটী পূর্ব্ববচনবিহিত বিষয়েরই অর্থবাদ; ইহা দ্বারা এই কথা জানান হইতেছে যে অমাবস্যা প্রভৃতিগুলি সকল সময়েই বর্জ্জনীয়। এই নিষেধবিধিটী নিত্য (অবশ্য-পালনীয়)। এই জন্য, যেস্থলে অনধ্যায় বলা হইয়াছে অথচ তাহা যে 'নিত্য' সেরূপ অর্থ বুঝাইবার কোন জ্ঞাপক নাই তথায় উহা বিকল্পিত হইয়া থাকে। ইহা অগ্রে "দ্বাবেব বর্জ্জয়েৎ নিত্যং" ইত্যাদি বচনে বলা হইবে। ঐগুলিকে অধ্যয়নক্রিয়াতে বর্জ্জন করিবে অর্থাৎ ঐসকল তিথিতে অধ্যয়ন করিবে না। ১১৪

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ধূলিবর্ষণ হইতে থাকিলে, দিগ্‌দাহ উপস্থিত হইলে, শৃগাল ডাকিতে থাকিলে এবং কুকুর, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র সকল পংক্তিবন্ধ হইয়া শব্দ করিতে থাকিলে দ্বিজাতিগণের বেদপাঠ করা কর্ত্তব্য নহে।)

(মেঃ)—'গোমায়ু' অর্থ শৃগাল ; তাহার 'বিরুত'=শব্দ—ডাক হইতে থাকিলে। কুকুর, গাধা উট ইহারা সারিবন্ধ হইয়া ডাকিতে থাকিলে অনধ্যায় হয়। কুকুর প্রভৃতি প্রাণীরা একজাতীয় হইয়া যদি পংক্তিবন্ধভাবে শব্দ করে তবেই এই অনধ্যায় হয় (নতুবা একটী কুকুর, একটী গাধা এবং একটী উট একজায়গায় একসঙ্গে ডাকিতে থাকিলে ঐ অনধ্যায় হইবে না)। ১১৫

(শ্মশানসমীপে, গ্রামসমীপে, গোষ্ঠে, মৈথুনকালীন বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য দানগ্রহণ করিয়া অধ্যয়ন করিবে না।)

(মেঃ)—"শ্মশানান্তে" ;—এখানে 'অন্ত' শব্দটীর অর্থ সমীপ (নিকটে)। শ্মশানসমীপে এবং গ্রামসমীপে অধ্যয়ন করিবে না। "গোব্রজে"=গরুসকল যেখানে চরা করিতে যায়। অথবা "গোব্রজ" ইহার অর্থ গোষ্ঠ—(গোঠ বা গোশালা)। স্ত্রীসংসর্গকালে যে বস্ত্র পরিধান করা ছিল তাহা পরিয়া অধ্যয়ন করিবে না। 'মৈথুন' শব্দটী এখানে 'মৈথুনকালীন' এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে ; কারণ তাহাতে মৈথুনের সাহচর্য্য রহিয়াছে। "শ্রাদ্ধিকং"=শ্রাদ্ধের শুষ্ক অন্ন প্রভৃতিও যদি গ্রহণ করা হয় তথাপি তাহার পর অধ্যয়ন করা চলিবে না। ১১৬

(শ্রাদ্ধে যে বস্তু দান করা হইয়াছে তাহা প্রাণীই হউক অথবা অপ্রাণীই হউক প্রতিগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেই অনধ্যায় হইবে; কারণ হস্তই ব্রাহ্মণের মুখস্বরূপ, ইহা স্মৃতিমধ্যে অভিহিত হইয়াছে।)

(মেঃ)—শ্রাদ্ধের জন্য যে অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য দান করা হয় তাহা 'শ্রাদ্ধিক' এই নামে প্রসিদ্ধ। ইহা নিষেধ করিবার জন্য অর্থাৎ কেবল তাহাই 'শ্রাদ্ধিক' শব্দটীর অর্থ নহে ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য এই বচনটী বলা হইতেছে। শ্রাদ্ধে কেবল ব্রীহি, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিলেই যে অনধ্যায় হয় তাহা নহে কিন্তু গরু প্রভৃতি প্রাণীই হউক অথবা বস্ত্রযুগ্মাদিরূপে অপ্রাণী দ্রব্যই হউক যাহা কিছু শ্রাদ্ধে দান করা হয় তাহা "আলভ্য"=প্রতিগ্রহ করিবার নিমিত্ত হস্তে স্পর্শ করিলে আর অধ্যয়ন করা চলিবে না। কারণ ঐ যে হস্ত দ্বারা স্পর্শ উহাই তাহার ভোজন করার সামিল। 'পাণি' হইয়াছে 'আস্য' (মুখ) যাহার সে 'পাণ্যাস্য'। ইহা দ্বারা দেখাইয়া দিতেছেন যে শ্রাদ্ধে ভোজন এবং সেই শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য গ্রহণ উভয়ই তুল্য। ১১৭

(চোরেরা যদি দলবদ্ধ হইয়া গ্রামে উপদ্রব করে কিংবা যদি অগ্নি সংযোগজনিত ভয় উপস্থিত হয় অথবা দ্যুলোকে বা ভূলোকে অদ্ভুত উৎপাত উপস্থিত হয় তাহা হইলে 'আকালিক' অনধ্যায় হইবে।)

(মেঃ)—"উপপ্লুত" অর্থ উপদ্রুত। যখন বহু চোর গ্রামের মধ্যে নরহত্যাদি উপদ্রব করিবার জন্য আসিয়া পড়ে তখন অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। "সম্ভ্রমে" ইহার অর্থ যখন আগুন ধরিয়া যায়—তাহাতে ঘরবাড়ী প্রভৃতি পুড়িয়া যাইবার উপক্রম হয় তখন গৃহাদি দগ্ধ না হইলেও সেই সম্ভ্রম অর্থাৎ ভয় উপস্থিত রহিয়াছে বলিয়া তাহাতে 'আকালিক' অনধ্যায় হইবে—যখন উহা ঘটিয়াছে তখন থেকে পরের দিন সেই সময় পর্য্যন্ত অনধ্যায়। অপরাপর 'অদ্ভুত' উৎপাত দৃষ্টিগোচর হইলে—দ্যুলোক, ভূলোক কিংবা অন্তরিক্ষলোকে 'অদ্ভুত' উপদ্রব—যেমন জলে পাথর ভাসিতেছে, দিনের বেলা গ্রহনক্ষত্র দেখা যাইতেছে, এই রকম সব ঘটিলে ঐ 'আকালিক' অনধ্যায় হইবে। ১১৮

(উপাকর্ম্ম এবং উৎসর্গ কর্ম্মে তিন দিন অনধ্যায় স্মৃতিসম্মত। অষ্টকা এবং এক একটী ঋতুর শেষ দিনে অহোরাত্র অনধ্যায়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে ৯৫-৯৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে 'উৎসর্গ-কর্ম্ম' করিবার পর পক্ষিণী অথবা অহোরাত্র অনধ্যায় হয়। এখন বলা হইতেছে উহাতে ত্রিরাত্র অনধ্যায়। এরূপ স্থলে ইহাদের বিকল্প হইবে। উপাকর্ম্মে যে অনধ্যায় বলা হইতেছে ইহা পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই। কাজেই ইহা অপূর্ব্ব বিধি। 'অষ্টকা' বলিতে আগ্রহায়ণী পূর্ণিমার পরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষের তিনটী অথবা চারটী অষ্টমী তিথি। সকল অষ্টমী তিথিতেই অহোরাত্র অনধ্যায়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বটে তথাপি ইহা যে নিত্য (অবশ্য পালনীয়) বিধি তাহা জানাইয়া দিবার জন্য এখানে পুনরায় বলা হইতেছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর এই প্রকরণে যে যে খানে বিকল্প স্বীকার করা হইতেছে তাহার সকল স্থলেই একটী অর্থ আগেই বিহিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "ঋত্বন্তাসু"=যে সময়ে একটী ঋতুর অন্ত (অবসান) তখন অহোরাত্র অনধ্যায়। এখানে 'অহোরাত্র' এই পদটীর অনুষঙ্গ হইবে। ঋতু ছয়টী। যে দিবসে ঐ ছয়টী ঋতুর মধ্যে আগেরটী নিবৃত্ত হয় এবং অপর একটী আরম্ভ হয় সেই সময়ে অনধ্যায় হইয়া থাকে। এখানে যে "রাত্রিষু" এইভাবে 'রাত্রি' বলা হইয়াছে উহা দিবাভাগেরও উপলক্ষণ। ১১৯

(অশ্ব, বৃক্ষ, হস্তী, গর্দ্দভ, নৌকা, গাধা ও উটে চড়িয়া কিংবা মরুভূমিতে থাকিয়া অথবা যানারোহণে যাইতে যাইতে অধ্যয়ন করিবে না।)

(মেঃ)—'ঈরিণ' ইহার অর্থ লোকালয়ের বাহিরে জলশূন্য ও তৃণশূন্য যে স্থান যাহাকে মরুভূমি বলা হয়। "যানগ"=যানগামী হইয়া; 'যান' বলিতে গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতি বুঝায়। ১২০

(বিবাদকালে, কলহকালে, সেনার মধ্যে, যুদ্ধকালে, সবেমাত্র ভোজন করিয়া, অজীর্ণযুক্ত হইয়া, বমি করিয়া কিংবা ঢেঁকুর তুলিতে থাকিয়া অধ্যয়ন করিবে না।)

(মেঃ)—"বিবাদ" ইহার অর্থ আস্ফালন করা। 'কলহ' ইহার অর্থ দণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করা। 'সঙ্গর' অর্থ সংগ্রাম। সংগ্রাম না হইলেও সেনার মধ্যে থাকিয়া অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। 'ভুক্তমাত্র' ইহার অর্থ 'ভোজনের পর (আচমনান্তে) যতক্ষণ হাত ভিজা থাকে ততক্ষণ', অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপই উপদিষ্ট হইয়াছে। 'অজীর্ণ'—পূর্ব্ব দিনে যাহা ভোজন করা হইয়াছে পর দিবসে তাহা যদি পরিপাক না হয় তবে তাহাকে বলে অজীর্ণ। 'বমন' ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ। "শুক্তকে"=অজীর্ণ না হইলেও সেই দিন অথবা পরের দিন যদি ঢেঁকুর উঠে। ১১২

(গৃহে সমাগত পূজ্য ব্যক্তির অনুমতি না লইয়া, কিংবা যে সময়ে খুব জোরে বাতাস বহিতে থাকে, গাত্র হইতে যদি রুধির পড়িতে থাকে, অথবা শস্ত্র দ্বারা ক্ষত প্রাপ্ত হইলে অধ্যয়ন করিবে না।)

(মেঃ)—এখানে যে 'অতিথি' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা দ্বারা শিষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই বুঝান হইতেছে। যে শিষ্ট ব্যক্তি কাহারও গৃহে নিত্য আসেন না তিনিও গৃহাগত হইলে অতিথি-পদবাচ্য হইবেন। অধ্যয়নের পূর্ব্বে তাঁহার অনুমতি লইতে হয়—'মহাশয় আমি অধ্যয়ন করিব, অনুমতি দিন'। তিনি অনুমতি দিলে তখন অধ্যয়ন করিবে। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে "গৃহে শিষ্ট ব্যক্তি আসিলে অনধ্যায় হইবে"। "মারুতে বাতি"=বেগে বাতাস বহিতে থাকিলে (অনধ্যায় হইবে)। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, একথা ত আগেই "কর্ণশ্রবেঽনিলে" ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, (সুতরাং এখানে ইহা ত পুনরুক্তি হইতেছে)? উত্তর—তাহা ঠিক; তাহা অপেক্ষাও অধিক বেগে বর্ষা ছাড়া অন্য সময়েও যদি বাতাস বহিতে থাকে তাহা হইলে অনধ্যায় হইবে। অথবা, 'বাতি' ইহার অর্থ শুষ্ক হইলে;—'বা' ধাতুটী শোষণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর 'মারুত' এই শব্দটী দেহের সকল ধাতুকেই বুঝাইতেছে। অধ্যয়নজনিত পরিশ্রমে যদি শরীরস্থ ধাতু সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে তাহা হইলে অধ্যয়ন করিবে না। "মারুতে বর্দ্ধমানে" এবং "বিধার্য্যনি অধ্যেতারি" এই দুই স্থলে ভিন্ন সম্বন্ধে ব্যাধিকরণ সপ্তমী হইয়াছে (?) "রুধিরে চ পরিস্রুতে"=জলোকা (জোঁক) প্রভৃতির সংস্পর্শে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে কিংবা শরীর শস্ত্রাদি দ্বারা পরিক্ষত হওয়ায় রুধিরস্রাব হইলে। এখানে "রুধিরে চ স্রুতে গাত্রাৎ" ইহার সহিত একবাক্যতা রহিয়াছে (অর্থাৎ উহার সহিত ইহা সম্বন্ধযুক্ত)। ১২২

(সামধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলে ঋক্ ও যজুঃ কখনও অধ্যয়ন করিবে না। বেদের এক একটী ভাগ যেখানে সমাপ্ত হইয়াছে তাহা কিংবা বেদের আরণ্যক ভাগ অধ্যয়ন করিয়া বেদের অন্য অংশ অধ্যয়ন করিবে না।)

(মেঃ)—সামধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলে ঋক্ এবং যজুঃ অধ্যয়ন করিবে না। তবে ঋগ্বেদ এবং যজুর্ব্বেদের যে ব্রাহ্মণগ্রন্থ তাহা অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ নহে। 'পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ' মধ্যে যে সকল ঋক্ এবং যজুঃ আম্নাত হইয়াছে সেগুলি অধ্যয়ন করাও নিষিদ্ধ—সেখানেও এই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিষেধ বিধিটী প্রয়োজ্য হইবে। "বেদের অন্ত" অর্থাৎ যেখানে বেদের এক একটী অংশ সমাপ্ত হইয়াছে—তাহা মন্ত্রান্তও হইতে পারে অথবা ব্রাহ্মণান্তও (ব্রাহ্মণ গ্রন্থেরও অন্ত) হইতে পারে। 'আরণ্যক' ইহাও বেদের একাংশ; তাহা অধ্যয়ন করিয়া বেদের অন্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত নহে। ১২৩

(স্মৃতিমধ্যে এইরূপ কথিত আছে যে, ঋগ্বেদের দেবতা হইতেছেন দেবগণ, যজুর্ব্বেদের মনুষ্যগণ এবং সামবেদের অধিপতি হইতেছেন পিতৃগণ; এইজন্য ঐ সামবেদের ধ্বনি অশুচি।)

(মেঃ)—পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে সামগানের ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে থাকিলে ঋক্ ও যজুঃ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। এই শ্লোকটী তাহারই অর্থবাদস্বরূপ। দেবগণ হইয়াছেন দেবতা যাহার তাহা দেবদৈবত্য; সুতরাং ইহার অর্থ—উহা দেবতার স্তুতিপ্রতিপাদক। সাধারণতঃ ঋক্ মন্ত্র সকল স্তুতি প্রতিপাদন করিয়া থাকে; এইজন্যই বলা হইয়াছে 'দেবদৈবত্য'। "যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ";=মনুষ্যগণের মধ্যে কর্ম্মেরই প্রাধান্য; আর যজুর্ব্বেদ মধ্যে কর্ম্মকলাপেরই উপদেশ খুব বেশী। এই সাদৃশ্যবশতঃ যজুর্ব্বেদকে 'মানুষ' বলা হইয়াছে। 'মানুষ' শব্দটী এখানে মনুষ্য জাতিকে বুঝাইতেছে। আর তাহার সহিত অভেদ (অভিন্নতা) আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে "যজুর্ব্বেদঃ মানুষঃ"। "পিত্র্যঃ"=যাহা পিতৃগণের হিতসাধক। অথবা পিতৃগণ যাহার দেবতা তাহা 'পিত্র্য'। পিতৃগণের সহিত যে কোন প্রকার সম্পর্ক আছে ইহা ধরিয়া লইয়া এইরূপ বলা হইয়াছে। স্বর্গাদি লোক হইতেছে তিনটী; তাহাদের অধিষ্ঠাতাও তিনজন। তন্মধ্যে দ্যুলোকের অধিষ্ঠাতা হইতেছেন দেবগণ, ভূলোকের মনুষ্যগণ এবং অন্তরিক্ষলোকের অধিষ্ঠাতা হইতেছেন পিতৃগণ। এইরূপ, বেদ তিনটী; তন্মধ্যে দুই বেদ যে দেবগণ ও মনুষ্যগণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহা বলা হইয়াছে। কাজেই 'পারিশেষ্য' নিয়ম অনুসারে অবশিষ্ট যে সামবেদ তাহা 'পিত্র্য' অর্থাৎ পিতৃদৈবত্য হইয়া থাকে। "তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ"=তাহার ধ্বনি অশুচি;—। বস্তুতঃ সত্য সত্যই যে সামবেদের ধ্বনি অশুচি বুঝিতে হইবে তাহা নহে; কিন্তু অশুচি পদার্থের সন্নিধানে যেমন অধ্যয়ন করিতে নাই সেইরূপ সামবেদধ্বনির সান্নিধ্যেও অধ্যয়ন করিতে নাই। এইভাবে অশুচিত্বরূপ সাদৃশ্যই এখানে সামবেদধ্বনিকে অশুচি বলিবার আলম্বন বা হেতু। সামগান হইতে থাকিলে সেই ধ্বনির সমীপে ঋক্ ও যজুঃ অধ্যয়নের এই যে নিষেধ ইহা যজ্ঞমধ্যে প্রয়োজ্য হইবে না, কিন্তু সাধারণ অধ্যয়ন সম্পর্কেই এইরূপ বিধান; কারণ অধ্যয়ন বিষয়ক বিধিনিষেধ নির্দ্দেশ করিবার প্রকরণে এই নিষেধটী বলা হইতেছে। ১২৪

(বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের তিন বেদের এই সারবস্তু অবগত হইয়া প্রত্যহ বেদ পাঠকালে প্রথমে প্রণব, ব্যাহৃতি এবং সাবিত্রী যথাক্রমে পাঠ করিয়া পরে বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—"ঋগ্বেদো দেবদৈবত্যঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বেদত্রয়ের সহিত ত্রিলোকের যে অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্বন্ধ বলা হইল "বিদ্বাংসঃ"=প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ "ত্রয়ীর"=বেদত্রয়ের এই "নিষ্কর্ষং"=প্রণব, ব্যাহৃতি এবং সাবিত্রীরূপ সারবস্তু প্রথমত উল্লিখিত ক্রমে আবৃত্তি করিয়া "পশ্চাদ্ বেদম্ অধীয়তে"=তদনন্তর বেদ পাঠ করেন। আর তাহাতে হয় এই যে, লোকত্রয় এবং দেবতাত্রয়কে ইহা দ্বারা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এ বিষয়টী দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে; তথাপি এখানে পুনরায় বলা হইতেছে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অনধ্যায়ে যেমন পাঠ করিতে নাই সেইরূপ বেদের সারভূত ঐ প্রণব, ব্যাহৃতি এবং সাবিত্রী প্রথমে আবৃত্তি না করিয়াও বেদ অধ্যয়ন করিতে নাই। ১২৫

(বেদাধ্যয়নকালে যদি গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া গবাদি পশু, ভেক, বিড়াল, কুকুর, সর্প নেউল কিংবা ইঁদুর চলিয়া যায় তাহা হইলে অহর্নিশ অনধ্যায় জানিবে।)

(মেঃ)—"অন্তরাগমনে" ইহার অর্থ গুরু এবং শিষ্যের মাঝখান দিয়া কিংবা যাহারা অধ্যয়ন করিতেছে তাহাদের মাঝখান দিয়া চলিয়া গেলে। "অহর্নিশম্"=দিবারাত্র। গৌতম স্মৃতিমধ্যে কিন্তু এরূপ স্থলে তিনদিন উপবাস এবং বাহিরে বাস করিবার কথা বলা হইয়াছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্মশানে অধ্যয়ন করিলেও ইহাই প্রায়শ্চিত্ত। এরূপ স্থলে মনুপ্রোক্ত দিবারাত্র অর্থাৎ এক দিন এবং গৌতম কথিত তিন দিনের মধ্যে বিকল্প হইবে। ১২৬

(অনধ্যায়ের কারণস্বরূপ দুইটী বিষয়কে দ্বিজাতিগণ সর্ব্বদা যত্নসহকারে অধ্যয়ন কর্ম্মে বর্জ্জন করিবে; সেই দুইটী হইতেছে অশুদ্ধ স্বাধ্যায়ভূমি এবং নিজের অশৌচাদি নিবন্ধন অশুদ্ধি।)

(মেঃ)—এখানে "নিত্যং" এইরূপ বলায় এই অর্থই পাওয়া যাইতেছে যে, আগে যেসব অনধ্যায়ের হেতু বলা হইল সেগুলির বেলায় অনধ্যায়ের বিকল্প হইবে। তবে সেখানেও যে যে স্থলে অনধ্যায়টী নিত্য—(বিকল্পিত নহে) তাহা দেখানই হইয়াছে। সেখানেও যে যে স্থলে 'নিত্য' এই শব্দটীর উল্লেখ আছে, কিংবা অর্থবাদ আছে—যেমন "অমাবস্যায় অধ্যয়ন গুরুর অনিষ্ট ঘটায়" ইত্যাদি তথায় অনধ্যায় নিত্যই হইবে;—বিকল্প হইবে না। ভূমির অশুদ্ধি যেমন অস্থি, ভগলিঙ্গ প্রভৃতি অমেধ্য পদার্থের সম্পর্ক। নিজের অশুদ্ধি কিরূপে হয় তাহা পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হইবে। ভূমি এবং আত্মসম্বন্ধীয় এই যে অশুচিত্বকে অনধ্যায়ের কারণ বলা হইল ইহা অধ্যয়ন বিধির প্রকরণে উপদিষ্ট হইলেও সকল সময়ে সকল কর্ম্মেই প্রয়োজ্য। কারণ অশুচি ব্যক্তি কোন শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অধিকারী হয় না। এইজন্য বেদের ব্রাহ্মণমধ্যে এইরূপ আম্নাত হইয়াছে,—"অশুচি আত্মা অর্থাৎ যজমান এবং অশুচি স্থান এই দুইটী ব্রহ্মযজ্ঞের অনধ্যায় স্বরূপ"। 'ব্রহ্মযজ্ঞ' ইহার অর্থ নিত্য বেদপাঠ। ১২৭

(অমাবস্যা, অষ্টমী, পূর্ণিমা এবং চতুর্দ্দশী এই তিথিগুলিতে স্নাতক দ্বিজগণ সকল সময়ে ব্রহ্মচারী হইবেন—স্ত্রী ঋতুস্নাতা হইলেও।)

(মেঃ)—"ব্রহ্মচারী ভবেৎ",—এখানে ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম যে মৈথুনবর্জ্জন তাহারই অতিদেশ করা হইতেছে, কিন্তু ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য যে ভিক্ষাচর্য্যা প্রভৃতি সেগুলি লক্ষ্য করা হয় না। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, এখানে "অপ্যৃতৌ"=স্ত্রী ঋতুমতী হইলেও, এই উক্তিটীর সহিত একবাক্যতা রহিয়াছে বলিয়া স্ত্রীসংসর্গ নিবৃত্তিটীই সর্ব্বাগ্রে মনের মধ্যে উপস্থিত হয়। কাহারও কাহারও মতে ঐ তিথিগুলিতে মধু এবং মাংসও বর্জ্জনীয়। সে সম্বন্ধে অন্য স্মৃতির এই বচনটী উদ্ধৃত করা হয়। উভয় পক্ষের ষষ্ঠী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা এই তিথিগুলি তৈল, মাংস, মৈথুন এবং ক্ষৌরকর্ম্মে বর্জ্জনীয়। অন্য কেহ কেহ আবার বলেন, 'ব্রহ্মচারী' ইহা একটী বিশিষ্ট আশ্রমীর নাম। সুতরাং গৃহস্থ প্রভৃতি অন্য আশ্রমের লোককে যখন 'ব্রহ্মচারী' বলা হয় তখন সেখানে ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মটীই অতিদিষ্ট হয়—বেদ গ্রহণকালে ব্রহ্মচারীর পক্ষে যেসকল ধর্ম্ম পালনীয় তাহাই তখন লক্ষণাবলে বোধিত হইয়া থাকে; সেইরূপ অর্থই ঐ অতিদেশ দ্বারা বোধিত হয়। যখন একটী পদার্থের বাচক একটী শব্দ অন্য একটী পদার্থকে বুঝাইবার জন্য প্রয়োগ করা হয় তখন সেই শব্দটী 'বতি' প্রত্যয়ের অর্থই বুঝায়। (যেমন 'লোকটী বাঘ'; এখানে 'বাঘ'—ইহার অর্থ 'ব্যাঘ্রবৎ'=বাঘের মত)। সুতরাং "ব্রহ্মচারী ভবেৎ"=ব্রহ্মচারীর ন্যায় হইবে,—এইরূপে ব্রহ্মচারীর পালনীয় সকল ধর্ম্মগুলিই লক্ষিত হয়; তবে কিন্তু "এই নিয়মগুলি কেবল সমাবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পালনীয়" এবং "গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞের শেষভোজী হইবে" এই প্রত্যক্ষ বচন থাকায় ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য অগ্নীন্ধন, ভৈক্ষচর্য্যা প্রভৃতি কয়েকটী ধর্ম্ম ইহা হইতে বাদ পড়িবে। কেবল মধু, মাংস এবং মৈথুন সম্বন্ধে যে নিষেধ আছে তাহারই এখানে অতিদেশ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ 'ব্রহ্মচারী' এই শব্দটীর ব্যবহার 'মৈথুন পরিত্যাগ' এই অর্থেই প্রসিদ্ধ। কাজেই ঐ 'মধুমাংস নিবৃত্তি' পক্ষে ব্যাখ্যাটী অসার। ১২৮

(ভোজন করিয়া, ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, মহানিশায়, এবং বহু বস্ত্রসংবৃত দেহ হইয়া স্নান করিবে না, পুনঃ পুনঃ স্নান করিবে না এবং অজ্ঞাত জলাশয়ে স্নান করিবে না।)

(মেঃ)—যাহার ভোজন করা হইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে নিত্যস্নান প্রসক্ত নহে; কাজেই "ন স্নানমাচরেদ্ ভুক্ত্বা"=ভোজন করিবার পর স্নান করিবে না, এই যে নিষেধ ইহা ঐ নিত্যস্নানের পক্ষে প্রয়োজ্য নহে। প্রত্যুত অন্য স্মৃতিমধ্যে স্নানাদি পদার্থগুলির মধ্যে প্রথমে নিত্যস্নান, তাহার পর পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং তাহার পর 'শেষভোজন', এই প্রকার ক্রমই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার, চণ্ডালাদিস্পর্শ ঘটিলে স্নান করা বিধিবিহিত; এই নিষেধটী দ্বারা তাহাও যে নিষিদ্ধ হইয়াছে এ কথাও বলা যায় না; (কারণ চণ্ডালাদিস্পর্শে লোক অশুচি হইয়া পড়ে); অথচ "অশুচি অবস্থায় ক্ষণকালও থাকিবে না", এই যে নিষেধ রহিয়াছে তাহার সহিত ইহার বিরোধ হইয়া পড়ে। এইজন্য এখানে এই কথাই বলা হইতেছে যে, ঘর্ম্মাদি দূর করিবার জন্য লোকে যে নিজ ইচ্ছানুসারে স্নান করে তাহারই ইহা নিষেধ; "আতুরঃ" ইহার অর্থ ব্যাধিগ্রস্ত। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি অশুচি হইলেও তাহার পক্ষে সকল প্রকার স্নানই নিষিদ্ধ। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—"সর্ব্বপ্রকারে নিজেকে রক্ষা করিবে"। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ঐ ব্যাধিগ্রস্ত লোক অশুচি হইলে তাহার শুদ্ধিটী কিরূপ হইবে? (উত্তর)—তাহার পক্ষে গাত্রমার্জ্জন, নিজ মস্তকে মন্ত্রপূর্ব্বক জলপ্রোক্ষণ, বস্ত্রত্যাগ ইত্যাদি কর্ত্তব্য, (তাহাতেই সে শুদ্ধ হইবে)। "মহানিশা"=অর্দ্ধরাত্রির পূর্ব্বে ও পরে যে চারি-মুহূর্ত্ত (পূর্ব্বের দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারি দণ্ড এবং পরের দুই মুহূর্ত্ত) তাহাই 'মহানিশা'। কেহ কেহ 'মহানিশা' শব্দটীর এই প্রকার ব্যাখ্যা করেন,—মহতী (দীর্ঘ) হইয়াছে নিশা যে সময়ে—যে হেমন্তাদি কালে তাহা 'মহানিশা'। ইঁহাদের এই প্রকার ব্যাখ্যাটী কিন্তু সঙ্গত নহে; কারণ ইহাতে মাঘ ও ফাল্গুন মাসে প্রাতঃস্নান করিবার যে বিধি আছে তাহার সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ 'মহানিশা' বলিতে যদি শীতকাল বুঝায় তাহা হইলে তখন রাত্রিস্নান নিষেধ করিতে হইলে এখানে অপর একটী 'নিশা' (রাত্রিবাচক যে কোন শব্দ) থাকা আবশ্যক। কিন্তু তাহা এখানে নাই। "বাসোভিঃ" এস্থলে বহুবচনের দ্বারা বস্ত্রের বহুত্ব নিষেধ করা হইতেছে। শীতাদি সময়ে শরীরে বহু বস্ত্র থাকিতে পারে; সেরূপ অবস্থায় স্নান করা নিষিদ্ধ। একখানি কাপড় পরিয়া স্নান করা ত বিধিবিহিতই হইতেছে। কারণ বচন রহিয়াছে "উলঙ্গ হইয়া স্নান করিবে না"। দুইখানি কাপড় গায়ে থাকিলে বিধিনিষেধ কিছু নাই। কিন্তু তাহার অধিক নিষিদ্ধ। জলাশয়=জলাধার, সরোবর প্রভৃতি; "অবিজ্ঞাতে"=তাহা গভীর কি অগভীর ইহা ভালভাবে জানা না থাকিলে তাহাতে স্নান করা উচিত নহে। কারণ সেখানে হাঙ্গর-কুমীর প্রভৃতি জলজন্তুর ভয় থাকিতে পারে। "অজস্রং" ইহার অর্থ 'সর্ব্বদা'। ১২৯

(দেবতার, গুরুর, রাজার, স্নাতক ব্যক্তির, আচার্য্যের, 'বভ্রুর' এবং সোমযাগে দীক্ষিত ব্যক্তির ছায়া ইচ্ছাপূর্ব্বক লঙ্ঘন করিবে না।)

(মেঃ)—'দেবতা' বলিতে এখানে দেবমূর্ত্তি (দেবপ্রতিমা) বুঝাইতেছে, কারণ তাহারই ছায়া থাকা সম্ভব। 'গুরু' ইহার অর্থ পিতা। 'আচার্য্য' অর্থাৎ যিনি উপনয়ন দিয়াছেন। এখানে গুরু এবং আচার্য্যকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই অতিদেশ-বিধি অনুসারে যাঁহাদের 'গুরু' বলা হয় তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়মটী প্রয়োজ্য নহে। এইজন্য মাতুল প্রভৃতি গুরুজনের ছায়া লঙ্ঘনে এই নিষেধবিধিটী প্রয়োজ্য হইবে না। কেহ কেহ বলেন, মাতুল প্রভৃতি গুরুজনের ছায়া লঙ্ঘন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ; কাজেই ওরূপ বলা সঙ্গত নহে। এখানে গো-বলীবর্দ্দন্যায়ে গুরু এবং আচার্য্য ইঁহাদের ভেদ উল্লেখ বুঝিতে হইবে। 'বভ্রু' ইহার অর্থ কপিল বর্ণ (তামাটে রং); সেই প্রকার বর্ণযুক্ত যে দ্রব্য তাহাকে 'বভ্রু' বলা হইয়াছে। তবে এখানে 'বভ্রু' বলিতে কপিল বর্ণ গরু অথবা সোমলতাই অভিপ্রেত; কারণ বেদমধ্যে ঐ দুইটী অর্থেই 'বভ্রু' শব্দটীর প্রয়োগ দেখিতে পারা যায়। "কামতঃ"=ইচ্ছাপূর্ব্বক; কাজেই অনিচ্ছাকৃত লঙ্ঘন হইলে কোন দোষ হয় না। ১৩০

(দিন দুপুরে, রাত দুপুরে, আমিষযুক্ত শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া এবং উভয় সন্ধ্যাকালে চতুষ্পথের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবে না।)

(মেঃ)—মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্দ্ধরাত্রে অর্থাৎ মহানিশায় এবং সমাংস শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া "ন সেবেত"=বহুক্ষণ ধরিয়া সেখানে থাকিবে না। তবে এমন যদি হয় যে গ্রামাদিতে যাইতে হইলে চতুষ্পথ ছাড়া অন্য রাস্তা নাই তাহা হইলে যাইতে যাইতে চতুষ্পথের সহিত যতটুকু সংস্পর্শ ঘটে তাহা (অবর্জ্জনীয় বলিয়া) নিষিদ্ধ নহে। কেহ কেহ "শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চ" এখানে যে 'চ'-কারটী রহিয়াছে তাহার জন্য এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন—শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া এবং

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সামিষ অন্য দ্রব্যও ভোজন করিয়াও। এই প্রকার ব্যাখ্যার সমর্থনে শিষ্টাচার আছে কি না তাহা দেখা আবশ্যক; কারণ তাহা না হইলে 'চ' শব্দটী দ্বারা ব্যবহিত "ভুক্তবা" এই শব্দটীর সহিত "সামিষং" এই পদটীর ব্যবহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। (কাজেই ঐ প্রকার ব্যাখ্যাটী অগ্রাহ্য)। ১৩১

(উদ্বর্ত্তন দ্রব্য, স্নানাবশিষ্ট জল, বিষ্ঠা, মূত্র, রুধির, শ্লেষ্মা, মুখমধ্য হইতে পরিত্যক্ত কিংবা বমন করা বস্তু এইগুলির উপর ইচ্ছাপূর্ব্বক দাঁড়াইবে না।)

(মেঃ)—"উদ্বর্ত্তন" ইহার অর্থ যেসমস্ত পিষ্টচূর্ণ দ্রব্যাদি গাত্রমল দূর করিবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে; কিংবা তৈলাদি অভ্যঞ্জন দ্রব্য। "অপস্নানম্"=স্নানে ব্যবহৃত অবশিষ্ট জল। "নিষ্ঠ্যূতম্"=যাহা নিষ্ঠীবন করা হইয়াছে—মুখমধ্য হইতে যাহা কিছু ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা থুথু-গয়ের প্রভৃতি শ্লেষ্মাদ্রব্য না হইলেও ক্ষতি নাই; সুতরাং পানের খিলি প্রভৃতি চর্ব্বণ করিয়া যদি ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহাও ধর্ত্তব্য। "ন অধিতিষ্ঠেৎ"=তাহার উপর অধিষ্ঠান করিবে না; —'অধিষ্ঠান' ইহার অর্থ তাহার উপর দাঁড়াইয়া থাকা। "কামতঃ"= ইচ্ছাপূর্ব্বক—। কাজেই অনিচ্ছাকৃত হইলে দোষ নাই। ১৩২

(শত্রু কিংবা যে ব্যক্তি শত্রুর সাহায্যকারী তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবে না। অধার্ম্মিক ও তস্করের সাহচর্য্য এবং পরনারী সেবাও করিবে না।)

(মেঃ)—"বৈরী" অর্থ শত্রু; তাহাকে উপহার পাঠান, এক জায়গায় বাস করা কিংবা বসা, তাহার বাড়ীতে যাওয়া, তাহার সহিত গল্পগাছা করা—ইত্যাদি প্রকার কাজ করিবে না। 'অধার্ম্মিক' ইহার অর্থ পাতকী অথবা শঠতাজীবী। "তস্কর"=চোর। এখানে অধার্ম্মিক এবং তস্কর এইরূপ ভেদ নির্দ্দেশ রহিয়াছে বলিয়া 'অধার্ম্মিক' শব্দটী সকল প্রকার অধার্ম্মিককে বুঝাইতেছে না, কিন্তু যেভাবে ব্যাখ্যা করা হইল সেইরূপ অর্থই বুঝাইতেছে। "পরস্য যোষিতম্"=পরনারী;—। এখানে 'যোষিৎ' শব্দটী থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, অন্যের বিবাহিত স্ত্রীই যে কেবল বর্জ্জনীয় তাহা নহে, কিন্তু যদি তাহার রক্ষিতা নারী হয় সেও পরিত্যাজ্য। যেহেতু উভয়স্থলেই নারী শত্রুতার কারণ হয়; সাহচর্য্যবশতঃ উভয়স্থলেই দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর অগ্রে যে 'পরদার' সেবা নিষিদ্ধ হইবে তথায় বলা হইবে যে পরদার সেবায় অদৃষ্টদোষ (পাপ) বেশী পরিমাণেই হইয়া থাকে। এস্থলে এরূপ বলা সংগত হইবে না যে, এখানে 'যোষিৎ' এই শব্দটী দ্বারা সাধারণভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আর অগ্রে যে 'দার' শব্দটী উল্লেখ করিয়া নিষেধ করা হইবে তাহা ইহারই অর্থবাদ স্বরূপ; কাজেই এখানে 'যোষিৎ' শব্দটী সামান্যার্থবোধক (স্ত্রীমাত্রবোধক) হইলেও উহা যে পত্নীরূপ বিশেষ অর্থেই গ্রহণীয় তাহা ঐ 'দার' শব্দার্থবাদ হইতে নিরূপিত হয়। এরূপ বলা যে সঙ্গত নহে তাহার কারণ, 'দার' শব্দযুক্ত নিষেধ বচনটী এখানকার এই 'পরযোষিৎ' নিষেধের অর্থবাদ নহে। কিন্তু উহা স্বতন্ত্র বাক্যই (বিধিই) হইতেছে। (অভিপ্রায় এই যে পূর্ব্বপক্ষ-বাদীর মতানুসারে পরের বিবাহিত স্ত্রীর সাহচর্য্যই দোষাবহ—রক্ষিতা নারীর সাহচর্য্য দুষ্ট নহে)। ১৩৩

(পুরুষের পক্ষে পরপত্নী সেবা যেরূপ আয়ুঃক্ষয়কারক জগতে আর কোন কিছু সেরূপ নহে।)

(মেঃ)—যাহাতে অজীর্ণ হয় সেরূপ ভোজন, সুবর্ণ অপহরণ প্রভৃতি কর্ম্ম সেরূপ "অনায়ুষ্যম্"=আয়ুঃক্ষয়কারক নহে পরদারগমন যেরূপ। যেহেতু ইহাতে অদৃষ্ট এবং দৃষ্ট উভয়প্রকারেরই দোষ হয়—(পাপও হয় এবং জীবনহানিরও সম্ভাবনা আছে)। ১৩৪

(যে ব্যক্তি নিজের উন্নতি কামনা করে তাহার পক্ষে ক্ষত্রিয়, সর্প, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং কৃশ রুগ্ন অর্থাৎ প্রতিকার করিতে অসমর্থ ইহাদের উপর বিক্রম প্রকাশ করা উচিত নহে।)

(মেঃ)—"নাবমন্যেত"=অবমান করিবে না;—। 'অবমান' ইহার অর্থ অনাদর করা, গৌরব না করা কিংবা পরাভূত করা। "কৃশানপি"=যাহারা সে সময়ে প্রতিকার করিতে অসমর্থ তাহাদিগকেও। ১৩৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(এই তিনজাতীয় ব্যক্তি যদি অবমানিত হয় তাহা হইলে ইহারা দগ্ধ করিয়া মারিবে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহাদের কখনও অবমাননা করিবে না।)

(মেঃ)—"নির্দহেৎ"=অবমানকারী ব্যক্তিকে দগ্ধ করিয়া মারিবে;—"ত্রয়ম্ অবমানিতম্"= তিনজাতীয় ব্যক্তি অবমানিত হইয়া;—ক্ষত্রিয় এবং সর্প ইহারা দৃষ্ট শক্তিদ্বারা এবং ব্রাহ্মণ জপ, হোম প্রভৃতির সাহায্যে অদৃষ্টদোষ (অভিচার কিংবা প্রত্যবায়) দ্বারা। অতএব এই তিনটীকে নিত্য (কোন কালে) অবমান করিবে না। ইহা উপসংহার স্বরূপ। প্রথমে দোষ দেখাইয়া পরে যে আবার সেই কথাই বলা হইতেছে ইহার অভিপ্রায় এই যে, ইহা দ্বারা উহা যত্নসহকারে পরিহার করিতে বলা হইতেছে। আর পরিহার করিতে বিশেষ যত্ন দেখাইতে বলায়, ইহাও বুঝা যাইতেছে যে উহাতে প্রায়শ্চিত্তেরও আধিক্য আছে। ১৩৬

(পূর্ব্বের ধনাভাবাদিহেতু নিজেকে অবমান করিবে না অর্থাৎ ধিক্‌কার দিবে না। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ধনাভিলাষী হইবে; এই ধনসমৃদ্ধি যে দুর্লভ তাহা মনে করিবে না।)

(মেঃ)—'অসমৃদ্ধি' ইহার অর্থ ধনাদি লাভ করিতে না পারা; কৃষি প্রভৃতি দ্বারা ধন উপার্জ্জনের প্রয়াস করিলেও যে ধনাদি সাধন করিতে না পারা তাহা 'অসমৃদ্ধি'। এরূপ অবস্থায় নিজেকে তিরস্কার করিতে নাই—'আমি হতভাগ্য, আমার কোন পুণ্য নাই, এ অবসরে আমি যখন ধন লাভ করিতে পারিলাম না তখন অন্য সময়ে আর কিরূপে পাইব' ইত্যাদি প্রকারে অবসাদগ্রস্ত হইবে না। "আ মৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেৎ"=চরম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধন কামনা ত্যাগ করা উচিত নহে। আর "এনাং"=এই শ্রীকে "দুর্লভাং ন মন্যেত"= দুর্লভ বিবেচনা করিবে না। যদি আমি উদ্যমযুক্ত হই তাহা হইলে অবশ্যই সম্পদ্ লাভ করিব, এইরূপ ভাবিয়া গৃহের দুরবস্থা প্রভৃতি গ্রাহ্য না করিয়া কাজে লাগিয়া যাওয়া উচিত। এইজন্য একজন পূর্ব্বসূরি এইরূপ একটী সুন্দর উক্তি বলিয়া গিয়াছেন,— "যাহারা পুরুষকারবিহীন তাহারাই নিজ জন্মকুণ্ডলীতে অনুকূল অথবা প্রতিকূল গ্রহের সন্নিবেশ কিরকম তাহা বিবেচনা করিতে থাকে; কিন্তু যেসমস্ত উদ্যমশীল ব্যক্তি শক্তি ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতে সমর্থ তাঁহারা ওরূপ করেন না"। ইহা দ্বারা এই বিষয়টী দেখান হইল যে,—'আমি দুরবস্থাগ্রস্ত, ধন লাভ করা আমার পক্ষে ক্লেশকর; কাজেই আধানাদি কর্ম্মে আমার অধিকার নাই। অতএব অগ্নিহোত্র হোম করিবার যে ক্লেশ তাহা হইতে অব্যাহতি পাইলাম; এই প্রকার যাহার বুদ্ধি সে ব্যক্তি ঠিক বিবেচনা করে না—তাহার বিবেচনা ঠিক নহে। অতএব ধন লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ১৩৭

(সত্য কথা বলিবে, প্রিয় কথা বলিবে কিন্তু অপ্রিয় সত্য কথা বলিবে না। আবার মিথ্যা প্রিয় বাক্য বলিবে না—ইহাই বেদোপদিষ্ট ধর্ম্ম।)

(মেঃ)—প্রয়োজনবশতঃ (সত্যমিথ্যা) কথা বলা হয়। সে সম্বন্ধে সত্য বলিবার নিয়ম করিয়া দিতেছেন। যে পদার্থ যেমন দেখা হইয়াছে অথবা শুনা হইয়াছে তাহা ঠিক সেইভাবে যদি বলা হয় তবেই তাহা সত্য ভাষণ হইয়া থাকে। "প্রিয়ং ব্রূয়াৎ"=প্রিয় কথা বলিবে,— ইহা অপর একটী বিধি। 'প্রিয় কথা' লোকের উদারতা প্রভৃতি গুণ কীর্ত্তন করা; কিংবা অপরের কাছে তাহার অবিদিত কোন সুসমাচার কোনও অবসরমত বলা। যেমন, পুত্রজন্ম প্রভৃতির সংবাদ। নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও 'ব্রাহ্মণ! আপনার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে' ইত্যাদি সমাচার যদি তাহার অজ্ঞাত থাকে এবং যদি তাহা সত্য হয় তাহা হইলে উহা বলিবে। সত্য কথা প্রিয় এবং অপ্রিয় দুই রকমই আছে। তন্মধ্যে 'প্রিয় সত্য কথা', যেমন 'ব্রাহ্মণ! তোমার পুত্র হইয়াছে' ইত্যাদি। আর অপ্রিয় সত্য বাক্য, যেমন, 'ব্রাহ্মণ! তোমার কন্যাটী (অবিবাহিতা মেয়েটী) গর্ভিণী হইয়াছে'। ইহা যদি অসত্য হয় তবে ত বলিবেই না; আর যদি সত্য হয় তাহা হইলেও অবিবাহিতা কন্যার গর্ভধারণ সংবাদটী অপ্রিয়; কাজেই তাহা প্রকাশ করা উচিত নহে। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে এরূপস্থলে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবে। আচ্ছা, এরূপস্থলে মেয়েটী গর্ভিণী হইলেও তাহাকে অগর্ভিণী বলাই ত উচিত, কারণ উহা প্রিয় বাক্য? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, "প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াৎ"=মিথ্যা প্রিয় বাক্যও বলিবে না। কাজেই এরূপ অবস্থায় ঐ ব্রাহ্মণের সহিত যাহার প্রথম সাক্ষাৎকার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইয়াছে তাহার চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত। "ইহাই সনাতন ধর্ম্ম"; সনাতন হইতেছে নিত্য বেদ। সেই বেদমধ্যে ইহা বিহিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকেও সনাতন বলা হয়। ১৩৮

(কাহারও সহিত দেখা হইলে "ভদ্রং ভদ্রং"='ভাল ভাল' এইরূপ বলিবে অথবা কেবল কুশলবোধক শব্দ উচ্চারণ করিবে। কাহারও সহিত 'শুষ্কবৈর' অর্থাৎ বিনা কারণে শত্রুতা কিংবা বিবাদ করিবে না—উহা পরিত্যাগ করিবে।)

(মেঃ)—কেহ কেহ "ভদ্রং ভদ্রং" এস্থলের প্রথম 'ভদ্র' শব্দটীতে 'নঞ্' ছিল, তাহার লোপ হইয়াছে ('অভদ্রং' শব্দটী 'ভদ্রং' হইয়াছে) এইভাবে ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং উহার অর্থ—যদি কোন অভদ্র (অমঙ্গল) থাকে তবে তাহা ভদ্র (মঙ্গল) হউক। "ভদ্রম্ ইতি এব" এস্থলে 'ইতি' শব্দটী দ্বারা ইহাই বুঝান হইতেছে যে 'ভদ্র' ইহা একটী দৃষ্টান্ত মাত্র। সুতরাং 'ভদ্রং' ইহার ন্যায় 'কল্যাণং, মঙ্গলং, সিদ্ধং, শ্রেয়ঃ' ইত্যাদি শুভার্থক শব্দও উচ্চারণ করিতে পারা যায়। কিন্তু "অভদ্রং ভদ্রং" এটীকেও যদি দৃষ্টান্তমাত্র বলা হয় তাহা হইলে অন্ধকে চক্ষুষ্মান্, মূর্খকে প্রাজ্ঞ ইত্যাদি বলিতে হয়। (কাজেই এখানে প্রথমটীকে দৃষ্টান্তমাত্র বলা যায় না।) "শুষ্কবৈরং",—অর্থ লাভের সম্ভাবনা প্রভৃতি প্রয়োজন না থাকিলেও 'আমি অসাধারণ লোক' ইত্যাদি প্রকার আত্মশ্লাঘাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিবে না। এইরূপ, রাজাধিকরণে (বিচারালয়ে) শুষ্ক (খামাকা) বিবাদ অর্থাৎ নালিশ মোকদ্দমা করিতে যাওয়া পরিত্যাগ করিবে। "কেনচিৎ"=যেকোন লোকের সহিত বিবাদ, সে লোক মামলা করিতে অসমর্থ হইলেও তাহার সহিতও বিবাদ করিবে না। ১৩৯

(অতি প্রত্যূষে, ভর-সন্ধ্যার সময়, ভর-দুপুর বেলায়, অজানা লোকের সঙ্গে কিংবা শূদ্রের সহিত একক কোথাও যাইবে না।)

(মেঃ)—'অতিকল্য' এই শব্দটীর অর্থ দিবাভাগের প্রারম্ভ। উষাকালে কোথাও যাওয়া উচিত নহে। "অতিসায়ং"=রাত্রির প্রারম্ভে এবং অজানা লোকের সহিত কোথাও যাইবে না। আবার দ্বিতীয় কেহ সহায় না থাকিলে "বৃষলৈঃ সহ"=শূদ্রের সহিত যাইবে না। ১৪০

(যাহারা হীনাঙ্গ কিংবা অধিকাঙ্গ, বিদ্যাহীন, অত্যন্ত বৃদ্ধ, রূপহীন, ধনহীন কিংবা জাতিহীন তাহাদিগকে ব্যঙ্গ বা নিন্দা করিবে না।)

(মেঃ)—'হীনাঙ্গ'—যেমন, কাণা, কুঁজো, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত প্রভৃতি। 'অতিরিক্ত' অর্থাৎ অধিক হইয়াছে অঙ্গ যাহাদের তাহারা "অতিরিক্তাঙ্গ"; যেমন শ্লীপদী প্রভৃতি। "বিদ্যাহীন" অর্থাৎ মূর্খ। "বয়োতিগাঃ"=যাঁহারা অত্যন্ত বৃদ্ধ। "রূপহীনাঃ"=যাহাদের অঙ্গ সন্নিবেশ বিকৃত; যেমন টেরা প্রভৃতি। "দ্রবিণহীনাঃ"=দরিদ্র; 'দ্রবিণ' অর্থ ধন, তাহা দ্বারা হীন অর্থাৎ বর্জ্জিত। জাতিহীন=নিকৃষ্ট জাতি—কুণ্ড, গোলক প্রভৃতি। তাহাদিগকে "ন আক্ষিপেৎ"=আক্ষেপ করিবে না; 'আক্ষেপ' ইহার অর্থ কুৎসা বা নিন্দা। ঐ সমস্ত শব্দে যদি উহাদিগকে ডাকা হয় তাহা হইলে সেইটাই তাহাদিগকে কুৎসা করা হইল। ১৪১

(ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় গরু, ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি ইহাদিগকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবে না। কিংবা সুস্থ অবস্থায় অশুচি থাকিয়া আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদি দেখিবেন না।)

(মেঃ)—"উচ্ছিষ্ট" ইহার অর্থ যে ভোজন করিয়াছে অথচ আচমন করে নাই কিংবা মলমূত্রাদি ত্যাগের পর আচমন করে নাই। এখানে 'উচ্ছিষ্ট' বলিতে 'অশুচি' বুঝাইতেছে। এইজন্য এখানে উচ্ছিষ্ট শব্দের দ্বারা গবাদি স্পর্শ করা নিষেধ করা হইতেছে, আর ইহার জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় তাহা 'অশুচি' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করিয়া বলা হইবে। এখানে যদিও "পাণিনা"=হস্তদ্বারা, এইরূপ বলা হইয়াছে তথাপি উহার উপর প্রাধান্য নাই; কারণ অন্য অঙ্গ দ্বারাও স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। তবে বস্ত্রাদি দ্বারা ব্যবহিত হইলে সেভাবে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ নহে। আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দেখিবে না। "স্বস্থ" ইহার অর্থ যদি রোগগ্রস্ত না হয়। এখানে "দিবি"=আকাশে, এইরূপ বলায় বুঝা যাইতেছে যে ভূমির উপরে অগ্নিরূপ জ্যোতিঃপদার্থ দেখা নিষিদ্ধ নহে। ১৪২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(অশুচি অবস্থায় ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে জল দিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি এবং সমস্ত অংগ মার্জ্জন করিবে ও পাণিতলে নাভিস্পর্শ করিবে।)

(মেঃ)—যদিও এখানে প্রাণ শব্দটী সাধারণভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তথাপি উহা দ্বারা মস্তকস্থিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলিকেই বুঝান হইতেছে। 'প্রাণ' শব্দটী যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বাচক তাহা বেদে উপনিষৎ মধ্যে প্রাণোৎপত্তিপ্রকরণে দেখা যায়। "গাত্রাণি"=কাঁধ, জানু, পা প্রভৃতি গাত্র। পাণিতলে (হাতের চেটোয়) জল লইয়া স্পর্শ করিবে। ১৪৩

(যে ব্যক্তি আতুর নহে তাহার পক্ষে বিনা কারণে নিজ ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি এবং গুহ্যস্থানের লোমগুলি স্পর্শ করা কর্ত্তব্য নহে; এগুলি সব বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—"অনিমিত্ততঃ" ইহার অর্থ কণ্ডূয়ন প্রভৃতি নিমিত্ত ব্যতীত। "স্বানি খানি"= চক্ষুঃ প্রভৃতি শরীরচ্ছিদ্রগুলি "ন স্পৃশেৎ"=স্পর্শ করিবে না। "রহস্যানি"=গুপ্ত স্থানের অর্থাৎ বগলের কিংবা পুরুষাঙ্গের "লোমানি"=লোমসকল, "বিবর্জ্জয়েৎ"=স্পর্শ করা বর্জ্জন করিবে। এখানে "বিবর্জ্জয়েৎ" এই ক্রিয়াপদটী না বলিলেও চলিত,, ইহা কেবল শ্লোক পূরণের জন্য বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদটী থাকায় এটীর নির্দ্দেশ অনুসারে বুঝা যায় যে ঐগুলি দর্শন করাও নিষিদ্ধ। ১৪৪

(মাংগলিক বস্তু ধারণ করিয়া থাকিবে, বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচপরায়ণ এবং জিতেন্দ্রিয় হইবে। নিত্য আলস্যশূন্য হইয়া গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র জপ করিবে এবং অগ্নিতে হোম করিবে।)

(মেঃ)—অভিলষিত আয়ুঃ এবং ধন প্রভৃতি সম্পাদনকে বলে মঙ্গল; সেই মঙ্গলের জন্য যে আচার তাহা মঙ্গলাচার; যেমন, গোরোচনার তিলক ধরণ, শুভ ফলাদি স্পর্শ করা প্রভৃতি। তদ্‌যুক্ত হইবে—সকল সময়ে ঐগুলি সেবা করিবে। আচ্ছা, ইহা এখানে বলিবার প্রয়োজন কি? কারণ এগুলি ত সব সদাচার হইতেছে; আর সদাচারের প্রামাণ্য আগেই ত বলা হইয়াছে। (উত্তর)—তাহা ঠিক। তবে এস্থলে ঐগুলি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অদৃষ্ট সম্পাদনের নিমিত্ত এইগুলি করণীয়—ইহাতে অদৃষ্ট (পুণ্য) হইবে। যদি এগুলি লৌকিক প্রয়োজন নির্ব্বাহক এই বিবেচনায় অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে কখন কদাচিৎ ব্যভিচার ঘটিলে (উহা দ্বারা লৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধ না হইলে) উহার উপর লোকের আস্থা না থাকিতে পারে। এইজন্য ইহা পুনরায় বলা হইতেছে। যেমন কোনস্থলে যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইলে পুনরায় বলিয়া দিতে হয়;—দধি প্রভৃতি বন্দনা, শুক্লবস্ত্র দর্শন, ডানদিকে কপিঞ্জল পক্ষীর শব্দ, ফলযুক্ত বৃক্ষের উপর কেবল ডানদিকে বায়সের শব্দ ইত্যাদি প্রকার বিষয়গুলির উপর মঙ্গলের জন্য আদর (আগ্রহ) করিতে হয়—এগুলি শুভসূচক। ইহার বিপরীতগুলি বর্জ্জনীয়। "জিতেন্দ্রিয়ঃ"=বিষয়লোলুপতাশূন্য। জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক,—ইহা পুরুষার্থরূপে অনেকবার বলা হইয়াছে বটে তবুও পাছে বিনিপাত ঘটে (পড়িয়া যায়—পরিত্যক্ত হয়, কিংবা পতন ঘটে), এইজন্য আবার বলা হইতেছে। অগ্নি ছাড়া অন্যস্থলেও হোম হইতে পারে; এইজন্য বলিয়া দিতেছেন "অগ্নিং জুহুয়াৎ"=অগ্নিতে হোম করিবে। "অতন্দ্রিতঃ"= অনলস হইয়া; ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; তাহারই অনুবাদ। ১৪৫

(যাঁহারা নিত্য মঙ্গলাচারযুক্ত, সংযতচিত্ত এবং জপহোমপরায়ণ তাঁহাদের বিনিপাত অর্থাৎ অনিষ্ট নাই।)

(মেঃ)—"বিনিপাত",—যেমন, প্রাকৃতিক অশুভ কারণবশত দৈব উপদ্রব, ব্যাধি, ধননাশ, ইষ্টবিচ্ছেদ প্রভৃতি। যাঁহারা ঐ প্রকার আচারযুক্ত তাঁহাদের ঐ মাংগলিক দ্রব্যের প্রভাবে ঐ প্রকার 'বিনিপাত' রহিত হইয়া যায়। যদিও এই মাংগল্যদ্রব্য ধারণ করা ফলাভিসন্ধিমূলক তথাপি ইহা যে নিত্যকর্ম্মস্বরূপ, তাহাও ইহা দ্বারা বলিয়া দেওয়া হইল। দৈব উপদ্রব নিবৃত্ত না হউক, ইহা কেহই ইচ্ছা করে না। কাজেই এখানে যে "নিত্যং" বলা হইয়াছে ইহা অনুবাদস্বরূপ (যেহেতু ইহা না বলিলেও ইহার নিত্যতা প্রকারান্তরে সিদ্ধ হইয়া থাকে)। আর যদি এমন হয় যে, কোন ব্যক্তি তাহা পরিহার করিতে চায় না, তথাপি এই বিধিটীকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'নিত্য'ই বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে ইহা নিত্য এবং কাম্য উভয়াত্মক; নিত্যরূপে ইহা অবশ্যকরণীয়, আবার বিনিপাত নিবৃত্তির জন্যও ইহা আচরণীয়। ১৪৬

(যখনই অবসর পাইবে তখনই অনলস হইয়া কেবল বেদ পাঠই করিবে। কারণ মুনিগণ বলিয়াছেন বেদ পাঠই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম, অন্য সব উপধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'জপ করিবে এবং হোম করিবে'। সেস্থলে জপের সাধন কি তাহাই বলিতেছেন "বেদমেব জপেৎ"=কেবল বেদই জপ করিবে। শ্লোকটীর অবশিষ্ট অংশ অর্থবাদ। "যথাকালম্"=কালে কালে (অবসরে অবসরে); এখানে বীপ্সা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়াছে। যখনই সাংসারিক কাজ-কর্ম্ম ব্যাহত না হইবে তখনই জপ করিবে। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি অপরাপর কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠান করিবার সময় নিয়মবন্ধ (কাজেই সেগুলি যখন তখন যেকোন সময়ে করা চলে না)। কিন্তু যেকোন সময়ে শুচি থাকিলেই জপ করা যায়। ইহাই মুখ্য ধর্ম্ম। বাকী সব 'উপধর্ম্ম';—যাহা ধর্ম্মের 'উপ'=সমীপে অর্থাৎ কাছাকাছি থাকে তাহা 'উপধর্ম্ম'; ইহা অব্যয়ীভাব সমাস নহে কিন্তু সমীপ অর্থের প্রাধান্যযুক্ত তৎপুরুষ সমাস। "উপমানানি সামান্যবচনৈঃ" এই সূত্রের উপমান শব্দটীর ন্যায়। এখানে যে অন্য ধর্ম্মের নিন্দা করা হইয়াছে বেদ জপের প্রশংসা করাই ইহার তাৎপর্য্য, কিন্তু অন্য ধর্ম্ম নিষেধ করা ইহার লক্ষ্য নহে। ১৪৭

(সতত বেদাভ্যাস, শৌচ, তপস্যা এবং সর্ব্বভূতে অহিংসা এই সকলের দ্বারা পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করা যায়—মানুষ জাতিস্মর হয়।)

(মেঃ)—'অদ্রোহ' ইহার অর্থ অহিংসা। "ভূতানি"=স্থাবরজঙ্গমাত্মক জীববর্গ। এই চারিটী কর্ম্ম যদি যাবজ্জীবন সম্যক্ অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে ইহার ফলে জাতিস্মর হওয়া যায়। 'জাতি' ইহার অর্থ জন্মান্তর। "পৌর্ব্বিকী"=যাহা পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। ১৪৮

(পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ বেদাভ্যাসে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া থাকেন এবং তাহার ফলে শাশ্বত অনন্ত সুখস্বরূপ মোক্ষলাভ করেন।)

(মেঃ)—আচ্ছা, অভিলষিত ফললাভ করিবার ইচ্ছাতেই সকলে যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; ইহাই ত লোকপ্রসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ করাটা কিছু সুখস্বরূপ নহে; কাজেই তাহাকে ঐ পূর্ব্বোক্ত বেদাভ্যাস প্রভৃতি চারিটীর ফল বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে কিরূপে? এইপ্রকার শঙ্কা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন "পৌর্ব্বিকীং" ইত্যাদি। পূর্ব্ব-জন্ম স্মরণ করিতে পারিলে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ অভ্যাস করিতে থাকেন অর্থাৎ তাহাতে এইপ্রকার শ্রদ্ধাযুক্ত হন যে বেদাভ্যাস করা এমনই একটী কর্ম্ম যে ইহার ফলে জন্মান্তরের ব্যাপারও স্মরণ করা যায়। জন্মান্তর স্মরণ করিতে পারিলে পুনরায় বেদাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। এইভাবে বহু জন্ম বেদাভ্যাস করিবার পর ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ সুখলাভ হয়। "অজস্রং"=যাহা হইতে পুনরা-বৃত্তি হয় না সেইরূপ "অনন্তং সুখং"=অনন্ত সুখ "অশ্নুতে"=প্রাপ্ত হন। এখানে 'অনন্ত' শব্দটী দ্বারা বিশেষ প্রকার সুখ উপলক্ষিত হইতেছে। আত্মার যে পরিতৃপ্তি অর্থাৎ সুখ তাহা কোন সাধনসাধ্য নহে, (যেহেতু আত্মা নিত্যসুখস্বরূপ)। আর 'অজস্র' শব্দটী দ্বারা ঐ সুখ যে শাশ্বত তাহা বোধিত হইতেছে। ঐ প্রকার সুখলাভ করা যায়; তাহার ক্ষয় নাই। এইজন্য 'অজস্র' এবং 'অনন্ত' এই দুইটী শব্দের অর্থ সমান হইলেও এখানে পুনরুক্তি হইতেছে না। যেমন "বৃত্তকং বহতঃ পুরীষং" এই যে প্রয়োগ এখানে 'বৃত্তক' এবং 'পুরীষ' এই দুইটী শব্দ সমানার্থক জলবাচক হইলেও কথঞ্চিৎ ভেদবিবক্ষায় পুনরুক্তি হইতেছে না। ইহার মধ্যে 'বৃত্তক' এই শব্দটী জল অর্থে রূঢ়; আর 'পুরীষ' এটী ক্রিয়াসম্বন্ধমূলক—যাহা পূরণ করিতে সমর্থ তাহা পুরীষ; তাদৃশ 'বৃত্তক' অর্থাৎ জল। (এখানেও সেইরূপ 'অজস্র' এবং 'অনন্ত' এই দুইটী শব্দের মধ্যে পুনরুক্তি হইতেছে না।) ১৪৯

(প্রতি পূর্ণিমা এবং অমাবস্যাতে নিয়মিতভাবে সবিতৃদেবতার উদ্দেশে শান্তিহোম করিবে। অষ্টকা এবং অন্বষ্টকা দিবসে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে হোমের কথা বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহারই স্বরূপ বলা হইতেছে। 'সাবিত্র'—ইহার অর্থ সবিতৃদেবতার উদ্দেশ্যে যাহা করা হয়। "পর্ব্বসু"=পূর্ণিমা এবং

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অমাবস্যাতে কর্ত্তব্য। 'শান্তিহোম'=শান্তির নিমিত্ত হোম; অনিষ্ট নিবারণ করা ইহার প্রয়োজন। এই যে হোম ইহাতে আজ্যই হোমীয় দ্রব্য; কারণ সকল হোমের পক্ষে ইহাই নিয়ম যে, হোমের দ্রব্য যদি বিশেষভাবে উপদিষ্ট না হয় তাহা হইলে আজ্যই সেখানে হোমীয় দ্রব্যরূপে গ্রহণীয় অর্থাৎ আজ্য দ্বারাই হোম করিতে হইবে। এইজন্য শ্রুতিমধ্যে আম্নাত হইয়াছে "ধ্রুবা নামক পাত্রটীর মধ্যে এই যে আজ্য থাকে ইহা সকলপ্রকার যজ্ঞের জন্যই রক্ষিত হইতেছে"। "পর্ব্বসু" —এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থে সপ্তমী হইয়াছে (?)। অগ্নি হোমের অধিকরণ (আধারই) হইয়া থাকে, তাহা কখন কর্ম্ম হয় না। যে যে দ্রব্যে হোম করা হয় সেগুলি এইভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে,—খই, আজ্য, মাংস, ছাতু, দধি, দুগ্ধ, ধানা (ভাজা যব), পিষ্ট (পুরোডাশ) প্রভৃতি। এই হোমগুলি অপূর্ব্ব (পূর্ব্বে ইহা অন্য কোন বচন দ্বারা বিহিত হয় নাই)। আর শিষ্টাচার অনুসারে ইহার যাহা যাহা ইতিকর্ত্তব্যতা তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। 'অষ্টকা';—অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণপক্ষীয় তিনটী অষ্টমী (তিন মাসে) সেইগুলির নাম 'অষ্টকা'। কাহারও কাহারও মতে হেমন্ত ও শীত দুইটী ঋতুর (চারি মাসের) চারিটী কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীর নাম অষ্টকা। আর ঐ অষ্টকার পরদিনের যে সকল নবমী তিথি সেইগুলি 'অন্বষ্টকা'। সেই সময়ে "পিতৄণ্ অর্চ্চয়েৎ"=শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃগণের অর্চ্চনা করিবে। এখানে 'পিতৃ' শব্দটীর অর্থ হইতেছে যাঁহারা লোকান্তরিত হইয়াছেন। ১৫০

(গৃহ হইতে দূরে মূত্রত্যাগ এবং পাদপ্রক্ষালন করিবে। উচ্ছিষ্ট অন্ন, জল প্রভৃতি ত্যাগও গৃহ হইতে দূরে কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—যাহা দ্বারা পাদদ্বয় অবসিক্ত করা হয় তাহা পাদাবসেচন=পা-ধোয়া জল; উহা দূরে ফেলিবে। অথবা পা ধোয়াই গৃহ হইতে দূরে কর্ত্তব্য। "নিষেক"—ইহার অর্থ সিক্ত করা। তৈলাদি মাখিয়া যে জল দিয়া স্নান করা হয় তাহাও এই 'নিষেক' শব্দটীর অর্থ হইতে পারে। ব্যবহার করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, যাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা দূরে ফেলিয়া দেওয়া উচিত, এই কথাই এখানে বলা হইতেছে। এইটাই 'নিষেক' শব্দের প্রসিদ্ধতর অর্থ। ১৫১

('মৈত্র'কর্ম্ম অর্থাৎ মলত্যাগ এবং তাহার শৌচকর্ম্ম, প্রসাধন, স্নান, দন্তধাবন, অঞ্জন এগুলি সব পূর্ব্বাহ্ণেই করিতে হয়। দেবপূজাও পূর্ব্বাহ্ণেই কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—বেদের অর্থবাদমধ্যে নিহত পশুর অঙ্গসকলের যে স্তুতি আছে তাহাতে দেখা যায় যে পায়ু-ইন্দ্রিয়কে (মলদ্বারকে) 'মৈত্র' বলা হইয়াছে ('মিত্র'দেবতা তাহার অধিষ্ঠাতা)। এখানেও সেইরূপ ঐ দেবতা এবং ইন্দ্রিয়ের অভেদ কল্পনাপূর্ব্বক 'পায়ু'-ইন্দ্রিয়কে বলা হইয়াছে 'মিত্র'; সেই 'মিত্র'স্থানে হয় যে শৌচ তাহাকে বলা হইয়াছে 'মৈত্র'। 'প্রসাধন',—যেমন কেশরচনা (বিন্যাস), চন্দনাদি উপলেপন ইত্যাদি। সকালবেলা মলত্যাগ করা না হইলেও মলদ্বার প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। নিদ্রিত ব্যক্তির মুখ হইতে লালাস্রাব প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া যেমন নিদ্রা-ত্যাগের পর মুখ ধোওয়া বিহিত সেইরূপ এই মলদ্বার প্রক্ষালনও বিহিত। অথবা লালাস্রাবাদি কারণ থাকুক বা নাই থাকুক মুখ, মলদ্বার এবং প্রস্রাবদ্বার ধুইয়া ফেলা সকালবেলা অবশ্য-কর্ত্তব্য। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা বলিয়াছেন,—মিত্রের কার্য্য=মৈত্র; তাহা সকল কার্য্যের আগেই কর্ত্তব্য, যতই অন্তরঙ্গ কাজ হউক না কেন। ইহার কারণ এই যে, অশুচি অবস্থায় ক্ষণকালও থাকিতে নাই; এইজন্য সকল কর্ম্মের অগ্রে তাহা সারিয়া ফেলিতে হয়। এ পক্ষে "পূর্ব্বাহ্ণে কর্ত্তব্য" ইহার অর্থ অপরাপর কার্য্যের পূর্ব্বে সমাপনীয়; তাই বলিয়া যে উহা অপরাহ্ণে করা নিষিদ্ধ তাহা নহে, সেরূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য 'পূর্ব্বাহ্ণ' শব্দটী প্রয়োগ করা হয় নাই। অথবা, 'মিত্র'—ইহার অর্থ সূর্য্য; তাঁহার যে উপস্থান (সূর্য্যোপস্থান=সূর্য্য-পূজা) তাহাকে বলা হইয়াছে মৈত্র। ১৫২

(নিজের বিপদ্-আপদ্ হইতে রক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত দেবতা, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণ, রাজা এবং গুরুগণ, ইঁহাদিগকে পর্ব্বতিথিতে দর্শন করিতে যাইবে। বৃদ্ধগণ নিজগৃহে আসিলে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিবে, তাঁহাদিগকে নিজ আসন ছাড়িয়া দিবে, কৃতাঞ্জলি হইয়া উপাসনা অর্থাৎ সম্মান প্রদর্শন করিবে এবং তাঁহারা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যখন চলিয়া যাইবেন তখন পিছনে পিছনে যাইবে। যে সকল সদাচার শ্রুতিস্মৃতি-বিরোধী নহে, যাহা নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত সমন্বয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহার উপকারক হয় এবং যাহা ধর্ম্মের কারণ বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে তাহা সর্ব্বদা আলস্যশূন্য হইয়া পালন করিবে। যেহেতু সদাচার পালন করিলে তাহা হইতে লোকে আয়ুলাভ করে, সদাচার হইতে অভিলষিত সন্তানসন্ততি লাভ করে এবং সদাচার হইতে অক্ষয় ধনলাভ করে; সদাচার অলক্ষণ নষ্ট করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—এই আচারপরায়ণ ব্যক্তি কেবল যে নিজেই বিদ্যাবত্তা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হইয়া যাইবে তাহা নহে; কিন্তু তাহার সন্তানগণের জন্য ঐসকল গুণ প্রার্থনা করা হয়। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে,—'সে রকম গরু কি প্রয়োজন সাধন করিবে যে গরু দুধ দেয় না এবং গর্ভিণীও হয় না। সেইরূপ, যে পুত্র বিদ্বানও নহে এবং ধার্ম্মিকও নহে সে পুত্রের জন্মে কি ফল?' "অক্ষয্যং"—ইহার অর্থ প্রভূত, যাহা ব্যসনাসক্তিহীন ব্যক্তির নিকট ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। "অলক্ষণং"=দুর্লক্ষণ; যেমন কাঁধের উপর তিল প্রভৃতি চিহ্ন; ইহা দারিদ্র্যাদি দুর্ভাগ্যসূচক। আচার দ্বারা এইপ্রকার অলক্ষণও নষ্ট হইয়া যায়। অর্থাৎ আচারপরায়ণ হওয়ার ফলে উহা দ্বারা সূচিত অধর্ম্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ১৫৬

(অসদাচারপরায়ণ লোক জনসমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। সে দুঃখভাগী হয় এবং সর্ব্বদা ব্যাধিগ্রস্ত ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সদাচারপরায়ণ ব্যক্তির কোনপ্রকার শুভচিহ্ন না থাকিলেও তিনি যদি শাস্ত্রে শ্রদ্ধাযুক্ত এবং অসূয়াবিহীন হন তাহা হইলে শত বৎসর জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। যে সকল কর্ম্ম পরের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে; আর, যাহা যাহা নিজের অধীন তাহা যত্নসহকারে অবলম্বন করিবে।)

(মেঃ)—অপরের নিকট প্রার্থনা করিয়া যাহা করিতে হয়, তাহা নিজের ভালর জন্যই হউক অথবা অন্যের উপকারের জন্যই হউক তাহা "পরবশ"; তাহা বর্জ্জন করা হয়। কিন্তু তাই বলিয়া বৃত্তির জন্য সাধ্য যে আর্ত্বিজ্য প্রভৃতি কর্ম্ম তাহা বর্জ্জনীয় নহে। কারণ তাহা বস্তুতঃ স্ববশই হইয়া থাকে। আর সেই বিষয়ের জন্য ভৃতি (পারিশ্রমিক) প্রভৃতিও গ্রহণ করা হয়। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির কর্ম্মকলাপ পরবশ হইলেও তাহা ইহা দ্বারা নিষিদ্ধ হইতেছে না। কারণ তাহা সাক্ষাৎ শ্রুতিবিহিত; আর এই নিষেধটী হইতেছে স্মৃতিশাস্ত্রীয়। স্মৃতির দ্বারা শ্রুতির বাধ হইতে পারে না। (কাজেই এই নিষেধটী সেখানে কার্য্যকারী হইবে না।) এই স্মার্ত্ত নিষেধটী যখন পূর্ব্বোক্ত বিষয়কে পাইয়াই সাবকাশ (চরিতার্থ) হইতেছে তখন শ্রৌত কর্ম্মস্থলে ইহা অপ্রমাণ (অগ্রাহ্য) হইলে ক্ষতি নাই। তবে যে কর্ম্মটী নিজের "বশ্য"=অধীন, যেমন নিজ শক্তি অনুসারে অল্পপরিমাণ ধন দিয়া অল্পমাত্রায় পরোপকার করা, সে কাজ নিজে করিবে। যদি উপায়ান্তর না থাকে, ধনাভাবে নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করা যাইতেছে না, পোষ্যবর্গকে পোষণ করিবার উপযুক্ত ধন নাই তাহা হইলে অবশ্য যাচ্ঞা করিতেই হইবে। কিন্তু 'বিশেষভাবে যাগ করিব কিংবা বিশেষভাবে দান করিব', ইহার জন্য যাচ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। মোটের উপর শ্লোকটীর তাৎপর্য্যার্থ এই যে, কিছুমাত্রায় ধন থাকিলে তাহাতেই সন্তোষপরায়ণ হওয়া উচিত। ১৫৯

(সুখ এবং দুঃখের ইহাই সংক্ষেপতঃ লক্ষণ জানিবে যে, যাহা কিছু পরের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহাই দুঃখকর, আর যাহা নিজের অধীন তাহাই সুখ।)

(মেঃ)—যাচ্ঞা করার নিন্দা করিতেছেন। যাহা কিছু পরের অধীন তাহাই দুঃখ। (যাচ্ঞার নিমিত্ত) পরের বাড়ীর দ্বারে গিয়া ধর্ণা দেওয়া, পরের মন যোগান, এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ান, এসব করা দূরে থাকুক, যাচ্ঞা করিবার যে সংকল্প তাহাই হৃদয় সহ্য করিতে পারে না। (তথাপি যে লোকে ঐরূপ করে ইহাতে মনে হয়) নিশ্চয়ই ইহা মরীচিকায় ধাবন, নিঃসন্দেহে ইহা মায়া, ইহা স্বয়ম্ভূ বিধাতার সৃষ্টি নহে (?)। "সমাসেন"=সংক্ষেপে ইহাই দুঃখের লক্ষণ—যাচ্ঞাটাই দুঃখ, আর স্পৃহা না করাই সুখ। ১৬০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যে কর্ম্ম করিতে থাকিয়া অন্তরাত্মার পরিতোষ জন্মে তাহা যত্নসহকারে করা উচিত এবং তাহার বিপরীত কর্ম্ম বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—আত্মতুষ্টির প্রামাণ্য পূর্ব্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) বলা হইয়াছে, তাহা স্মরণ রাখিবার জন্য এখানে পুনরায় বলিতেছেন। আর ঐ আত্মতুষ্টির বিষয়টীও তাহাই হইয়া থাকে যাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। যে কর্ম্ম করিলে লোকনিন্দা না হয় তাহা করা উচিত। আর, যাহাতে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, তাহা বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ১৬১

(আচার্য্য, অধ্যাপক, পিতা, মাতা, গুরু, ব্রাহ্মণ, গরু এবং সর্ব্বজাতীয় তপস্বী, ইহাদের হিংসা করিবে না।)

(মেঃ)—আচার্য্য=যিনি উপনয়ন দেন। "প্রবক্তা"=অধ্যাপক, যিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। "গুরু"=এই আচার্য্য এবং অধ্যাপক ছাড়া পিতৃব্য, মাতুল প্রভৃতি আর যে সব পূজনীয় ব্যক্তি আছেন। "সর্ব্বাংশ্চৈব তপস্বিনঃ"=সর্ব্বজাতীয় তপস্বী,—এমন কি যে সমস্ত পাতকী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তরূপ তপঃ করিতেছে তাহাদেরও,—ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য এখানে 'সর্ব্ব' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। যদিও নির্ব্বিশেষে প্রাণিমাত্রের প্রতিই হিংসা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে তথাপি এখানে 'আচার্য্য প্রভৃতির প্রতি হিংসা করিবে না' এইভাবে পুনরুল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে, আচার্য্য প্রভৃতিরা আততায়ী হইলেও তাঁহাদের হিংসা করিবে না, এইরূপ ব্যাখ্যা কাহারও কাহারও অভিপ্রেত। আর এই কারণেই "গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা" (৮।৩৫০) ইত্যাদি যে অর্থবাদ তাহা ইহারই প্রতিপ্রসব। এস্থলে উপাধ্যায় এইরূপ বলিয়াছেন,—ইহা প্রতিষেধ নহে, কিন্তু ইহা পর্য্যুদাস। পূর্ব্বে "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং" ইত্যাদি স্থলে যেমন 'অনীক্ষণ সংকল্প' বিধানের জন্য পর্য্যুদাস স্বীকার করা হইয়াছে এখানেও সেইরূপ অহিংসন সংকল্প বিধান করা হইতেছে। কাজেই প্রযত্ন অতিক্রান্ত হইলে ইহা ঐ সংকল্পের প্রতিষেধ হইবে। অথবা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করার নাম 'হিংসা'। কারণ,—"সেই সেই কথা দ্বারা তাহাকে হত (বিদ্ধ) করা হইল" ইত্যাদি যে সব প্রয়োগ রহিয়াছে তাহাতে দুর্ব্বাক্যের দ্বারাও যে হিংসা করা হয় তাহা বুঝিতে পারা যায়। অথবা প্রতিকূল আচরণ করা অর্থে 'হন্' ধাতুটীর প্রয়োগ করা হইয়াছে—ইহাদের হিংসা করিবে না অর্থাৎ প্রতিকূল আচরণ করিবে না। ১৬২।

(নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবতাগণের কুৎসা করা, দ্বেষ, ঔদ্ধত্য, গর্ব্ব, ক্রোধ এবং তীক্ষ্ণতা —এসব বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—যে সমস্ত বিষয় বেদের প্রামাণ্যবলে সিদ্ধ সেগুলিকে যে মিথ্যা বলিয়া ঠিক করা তাহাই 'নাস্তিক্য'। আর শব্দ উল্লেখপূর্ব্বক উহা অপরকে বলিতে থাকার নাম 'বেদনিন্দা'। যেমন, 'বেদের মধ্যে সব পুনরুক্তি রহিয়াছে, পরস্পরবিরুদ্ধ কথা রহিয়াছে, উহার মধ্যে সত্য নাই', ইত্যাদি প্রকার উক্তি বেদনিন্দা। অবশ্য কেহ যদি কেবল পূর্ব্বপক্ষরূপে এগুলি বলে তাহা হইলে তাহা বেদনিন্দা হইবে না। কারণ এখানে ভাবদোষ থাকা আবশ্যক—ঐপ্রকার বিশ্বাস বা দৃঢ় ধারণা থাকা দরকার। "দেবতানাং চ কুৎসনং";—দেবতা, যেমন অগ্নি প্রভৃতি, তাঁহাদের কুৎসন অর্থাৎ নিন্দা। যেমন, 'পোড়া দেবতা দ্বারা হত হইলাম' এইভাবের কথাবার্ত্তা লোকে বলিয়া থাকে। "দ্বেষ"=মাৎসর্য্য প্রভৃতি নিবন্ধন অসন্তোষ। "স্তম্ভ"=অহংকারবশতঃ নম্র না হওয়া। "মান"=অহংকার, 'আমি পণ্ডিত', 'আমি ধনী' ইত্যাদি প্রকার আত্মাভিমান। "ক্রোধ"= অমর্ষ, অসহিষ্ণুতা। "তৈক্ষ্ণ্য"=পরুষতা (কঠোরতা)। ক্রোধের মূলে থাকে দ্বেষ। ১৬৩

(ক্রুদ্ধ হইয়া অপরকে মারিবার জন্য দণ্ড উ'চাইবে না, অপরের গাত্রে তাহা দ্বারা আঘাত করিবে না। তবে পুত্র এবং শিষ্যকে শাসন করিবার জন্য তাহা করা যায়, তাহাদিগকে আঘাত করিতে পারা যায়।)

(মেঃ)—যাহা দ্বারা দমন করা হয় তাহার নাম দণ্ড; যেমন করতল, যষ্টি, ছিপ্‌টি, রজ্জু, বাঁশের বাঁখারি প্রভৃতি। ক্রুদ্ধ হইয়া অপরের প্রতি ঐ দণ্ড উৎক্ষিপ্ত করিবে না; প্রহার করিবার নিমিত্ত তাহা তির্য্যগ্‌ভাবে ফেলিবেও না। "নিপাতয়েৎ"=নিপাতন করা; 'নিপাতন'—ইহার অর্থ জোরে তাহার গাত্রে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া। তবে পুত্র এবং শিষ্যকে ছিপ্‌টি, ছড়ি, চপেট

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রভৃতি আঘাত করা যায়, তাহা অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইবে; কিন্তু তাহাদিগকেও দণ্ডের দ্বারা প্রহার করিবে না। "পৃষ্ঠতস্তু শরীরস্য" ইত্যাদি বচনে বলা হইয়াছে শরীরের পশ্চাদ্ভাগে অল্প স্বল্প আঘাত করিবে। এখানে যে 'শিষ্য' শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা দাসী, দাস প্রভৃতিকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে, কারণ তাহাদিগকেও শাসন করিবার ঐ একই প্রয়োজন। ১৬৪

(ব্রাহ্মণকে পীড়ন করিবার ইচ্ছায় যদি কোন দ্বিজাতি দণ্ড উঁচায় তবে কেবল তাহারই ফলে তাহাকে শত বৎসর 'তামিস্র' নরকে ঘুরিতে হয়।)

(মেঃ)—যে কোন ব্যক্তিকেই তাড়না (পীড়ন) করা নিষিদ্ধ, ইহা সর্ব্বসাধারণভাবে বলা হইলেও ব্রাহ্মণকে ঐরূপ করিলে যে গুরুতর দোষ (পাপ) ঘটে তাহা জানাইয়া দিবার জন্য পাঁচটী শ্লোক বলিতেছেন। "অবগূর্য্য"=অবগোরণ করিয়া অর্থাৎ দণ্ড প্রভৃতি যদি কেবল উঁচান হয়, "বধকাম্যয়া"=পীড়ন করিবার অভিপ্রায়ে,—দণ্ড নিপাতিত না করিলেও সে শত বৎসর নরকে ঘুরিতে থাকে, নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। ১৬৫

(ক্রোধভরে ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি তৃণের দ্বারাও ব্রাহ্মণকে কেহ আঘাত করে তাহা হইলে তাহাকে একুশ জন্ম পাপযোনিতে ঘুরিতে হয়।)

(মেঃ)—"সংরম্ভ" ইহার অর্থ ক্রোধাবেশ; যদি নর্ম্ম (কৌতুক, ঠাট্টা) বশতঃ করা হয় তাহা ধর্ত্তব্য নহে। "মতিপূর্ব্বকম্"=জ্ঞাতসারে। "একবিংশতিম্"=একুশটী "আ-জাতি"=জন্ম; এখানে 'আ' শব্দটীর কোন সার্থকতা নাই, যেমন 'প্রলম্বতে' এস্থলে 'প্র' ইহার কোন সার্থকতা নাই ইহাও সেইরূপ। "পাপযোনিষু"=পাপী প্রাণীদের যোনি অর্থাৎ দুঃখবহুল তির্য্যক্ যোনি (পশু-পক্ষী প্রভৃতি)। দণ্ড প্রভৃতি পীড়াদায়ক বস্তু দ্বারা প্রহার করা দূরে থাক, কেবলমাত্র তৃণ দ্বারাও যদি আঘাত করা হয় তাহা হইলে দীর্ঘকাল নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী। ১৬৬

(যে লোক অজ্ঞতাবশতঃ অযুধ্যমান ব্রাহ্মণের দেহ হইতে রক্তপাত ঘটায় সে পরলোকে গুরুতর দুঃখভোগ করে।)

(মেঃ)—'অসৃক্' ইহার অর্থ রুধির। "তদঙ্গতঃ"=তাহার অঙ্গ হইতে "ব্রাহ্মণস্য অযুধ্যমানস্য"=যে ব্রাহ্মণ খড়্গাদি অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন না। কিন্তু দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে যিনি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক তাঁহার পক্ষে ইহা প্রয়োজ্য নহে। "সুমহদ্দুঃখং" =নরকাদি দারুণ দুঃখ, "প্রেত্য"=মরণের পর জন্মান্তরে ভোগ করে। "অপ্রাজ্ঞতয়া", ইহা অনুবাদ-স্বরূপ; কারণ, যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞ তাঁহার নিকট শাস্ত্রার্থ বিদিত; কাজেই তিনি কিছুতেই এরূপ করিতে পারেন না। ১৬৭

(ব্রাহ্মণের গাত্র হইতে যে শোণিত পাতিত করা হয় তাহা ভূতলে যতসংখ্যক ধূলিকণার সহিত সংসৃষ্ট হয় ঐ শোণিতপাতকারী ব্যক্তিকে পরলোকে তত বৎসর শ্বাপদগণ ছিঁড়িয়া খায়।)

(মেঃ)—ব্রাহ্মণকে অল্পমাত্রায় প্রহার করিলে কি ফল হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে বলা হইতেছে যে বেশীমাত্রায় পীড়ন করিলে "পাংসবঃ"=ধূলিকণাসকল "যাবতঃ"=যে পরিমাণ, যতসংখ্যক "গৃহ্নাতি"=ঐ রক্তে সংহত (একত্রীভূত) হয়, ব্রাহ্মণের অঙ্গ হইতে ভূমির উপর পতিত রক্ত যতসংখ্যক ধূলিকণাকে সংহত করে "তাবতঃ অব্দান্"=তত বৎসর "অমুত্র"=পরলোকে "অদ্যতে"=শৃগালকুক্কুর দ্বারা ভক্ষিত হইয়া থাকে "শোণিতোৎপাদকঃ"=ঐ রক্তপাতকারী ব্যক্তি। ১৬৮

(এই কারণে বিদ্বান্ অর্থাৎ কোন্ কর্ম্মের কিরূপ ফল তাহা যিনি অবগত আছেন তিনি যেন কখনও কোন ব্রাহ্মণকে প্রহারের নিমিত্ত দণ্ড উন্নত না করেন, তৃণের দ্বারাও আঘাত না করেন এবং তাহার গাত্র হইতে রক্তপাত না ঘটান।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে দণ্ড-উন্নয়ন, দণ্ডনিপাতন এবং রক্তপাতন এই তিনটী কর্ম্ম নিষেধ করা হইল ইহা তাহারই উপসংহার। "ন কদাচিৎ"=কখনও না, আপৎকালেও না। ১৬৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যে লোক অধার্ম্মিক, যাহার ধন মিথ্যা-প্রবঞ্চনা দ্বারা অর্জ্জিত এবং যে লোক হিংসাপরায়ণ সে কখনও ইহলোকে সুখলাভ করে না।)

(মেঃ)—সর্ব্বপ্রকার হিংসানিষেধের সাধারণভাবে ইহা ফলনির্দ্দেশ অথবা অর্থবাদ। "অধার্ম্মিকঃ",—শাস্ত্রনিষিদ্ধ অগম্যাগমন প্রভৃতি কর্ম্ম হইতেছে অধর্ম্ম; তাহা যে করে সে অধার্ম্মিক। "যস্য চ অনৃতং ধনম্"=যাহার ধন অনৃতমূলক; যেমন বিবাদনিরূপণস্থলে সাক্ষ্য দিতে গিয়া মিথ্যা কথা বলিয়া উৎকোচরূপে যে ধন গ্রহণ করা হয় তাহা 'অনৃত'। "যঃ হিংসারতিঃ"=হিংসায় যে অভিরত (আসক্ত); শত্রুতাবশতঃ কিংবা অর্থলাভের জন্য যে অপরের হিংসা করে। সে সুখলাভ করে না, "ইহ"=এই জগতে। ১৭০

(ধর্ম্মপথে থাকিয়া কষ্টভোগ করিলেও অধর্ম্মে মন দিবে না; কারণ অধার্ম্মিক পাপিগণের আশু পতন ঘটে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।)

(মেঃ)—"ধর্ম্ম" বলিতে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়ম; সেই ধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়া "সীদন্ অপি"=অবসাদপ্রাপ্ত হইলেও অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না। যেহেতু যদিও এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে অধার্ম্মিক ব্যক্তিরা চৌর্য্য, উৎকোচ, দম্ভ প্রভৃতি দ্বারা ধনসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে তথাপি তাহাদের ধনসম্পত্তিনাশরূপ "বিপর্য্যয়" শীঘ্র ঘটিয়া থাকে, ইহাও দেখা যায়। এই কারণে ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে। ১৭১

(অধর্ম্ম আচরণ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই যে তাহা ভূমি কিংবা গরুর ন্যায় ফলপ্রদান করে তাহা নহে। কিন্তু তাহা ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া অধর্ম্মাচরণকারীর মূল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—এতক্ষণ বন্ধুর ন্যায় হিত উপদেশ দিয়া অধর্ম্মের প্রত্যক্ষফল কি তাহা দেখাইয়া দিলেন। এক্ষণে শাস্ত্রনির্দ্দেশ কি তাহাই বলিতেছেন। বেদোক্ত শুভফলপ্রদ কিংবা অশুভফল-দায়ক কর্ম্মসকলের ফল প্রকাশ পাইবার কোন বাঁধাধরা সময় নাই। এইজন্য এইরূপ বলিতেছেন যে অধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পায় না। "অধর্ম্মশ্চরিতঃ"=অধর্ম্ম চরিত অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হইলে "সদ্যঃ"=সঙ্গে সঙ্গে "ন ফলতি"=ফল প্রদান করে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এইমাত্র বলা হইয়াছে যে বেদমধ্যে বিহিত কিংবা নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল যথাক্রমে সুখ এবং দুঃখ। কিন্তু সেই সুখদুঃখের বিশেষ কোন কাল নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া নাই যে এই সময়ে উহা প্রকাশ পাইবে। বিধিবাক্যের দ্বারা বিহিত কর্ম্মটী যে কর্ত্তব্য, ইহাই মাত্র বোধিত হয়; এবং তাহা হইতে, উহা যে একটী বিশেষ ফলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, এইরূপ অর্থে উহা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে; কিন্তু উহা দ্বারা ফলবিশিষ্ট কর্ম্মসকলের ফলপ্রকাশের সময় নিরূপিত বা নির্দ্দিষ্ট হয় না। আর নিত্যকর্ম্মসকলের কোন ফল নাই বটে কিন্তু নিত্যকর্ম্মকালে তাহা না করিলে প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে হয়। এজন্য ঐ নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে যে নিবৃত্তি তাহা শাস্ত্রীয় নিষেধের সামর্থ্যেই সাধিত হয়; তাহাতে নরকাদিদুঃখ-নিবৃত্তি-কামনাবান্ পুরুষের যে অধিকার এরূপ নহে। আর শাস্ত্রের ঐ যে নিষেধ উহা দ্বারা ইহাই বোধিত হয় যে নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার ফল দুঃখভোগ। এ সম্বন্ধে বহু বক্তব্য আছে; তাহা ভালভাবে বলিতে গেলে গ্রন্থকলেবর বাড়িয়া যায়; এজন্য তাহা হইতে বিরত হওয়া গেল।

"গৌরিব";—এই দৃষ্টান্তটী সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য উভয়প্রকারে লাগিবে। "গৌঃ", ইহার অর্থ পৃথিবী; ভূমিতে শস্য বপন করা হইলে তাহা যেমন তখনই নানাবিধ শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে না কিন্তু তাহা 'পরিপাক' সাপেক্ষ হয়—বীজ অঙ্কুরিত হইবে, গাছ বড় হইবে, ফুল ধরিবে, শস্য জন্মিবে এবং কালক্রমে সেই শস্য পাকিবে—এইভাবে অনেক সময় লাগে; বৈদিক কর্ম্মও সেইরূপ;—। ইহা হইল সাধর্ম্ম্য অনুসারে দৃষ্টান্ত। আর বৈধর্ম্ম্য অনুসারে দৃষ্টান্ত যেমন,—পশুবিশেষ যে গরু তাহা যেমন শকটাদি বহন কিংবা দুগ্ধ দানরূপ ফল সঙ্গে সঙ্গে দেখায় ধর্ম্মাধর্ম্ম সেরূপ নহে, অর্থাৎ বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে সেভাবে সদ্য সদ্য ফল হয় না। যদিও এখানে "নাধর্ম্মঃ" এইরূপে কেবল অধর্ম্মেরই উল্লেখ করা হইয়াছে তথাপি উহা দ্বারা ইহাও বোধিত হইতেছে যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলদান সম্বন্ধেও কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। "আবর্ত্তমানঃ"=কালক্রমে সঞ্চিত হইতে থাকিয়া—। "কর্ত্তুঃ"=নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তার—। "মূলানি কৃন্ততি"=মূল কর্ত্তন করিয়া দেয়। এই 'মূল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কর্ত্তন' দ্বারা সমস্ত ধ্বংস হইয়া যাওয়ার কথা বলা হইল। যেমন বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থের মূল উচ্ছেদ করিয়া দিলে তাহা হইতে আর প্ররোহ জন্মে না সেইরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিরও মূলোচ্ছেদ ঘটে। ১৭২

(নিজের উপর না যদি হয় তা হইলে নিজ পুত্রগণের উপর, পুত্রদের মধ্যে না যদি হয় তবে পৌত্রগণের উপর প্রকাশ পায়; ফল কথা ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহা কখনও নিষ্ফল হইবে না।)

(মেঃ)—এরূপ বলা ত অসংগত? কারণ এখানে বলা হইতেছে যে কর্ম্মফল 'অন্যগামী'—(যে ব্যক্তি কর্ম্ম করিতেছে না সে তাহার ফল পাইবে ইহা বলা কিরূপে সংগত হয়)? যেহেতু যে ব্যক্তি বেদবিহিত কর্ম্ম করে উহা তাহারই পক্ষে ফলপ্রদ হইয়া থাকে। আর 'বৈশ্বানর ইষ্টি'র নিয়মটী যে এখানে খাটিবে তাহা বলা চলে না; কারণ, সেখানে শ্রুতিমধ্যে সেইরূপই নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু এখানে সেরূপ নির্দ্দেশ নাই। এখানে ফলের পুত্রাদিভোগ্যতা শ্রুতিমধ্যে বলা হয় নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—কথাটী ঠিক বটে; তবে পুত্র যদি পীড়াপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে পিতা সেই পীড়াপ্রাপ্ত না হইলেও তাহার দুঃখ পুত্রের চেয়েও বেশী হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে কর্ম্মানুষ্ঠান-কর্ত্তারই দুঃখভোগ করা হইল। আবার পুত্রও যে দুঃখ পাইতেছে তাহা পূর্ব্বজন্মে তাহার স্বকৃত কর্ম্মেরই ফল। কাজেই ইহাতে এখানে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা কিছু বলা হইল না। নপ্তৃগণের ফলভোগ সম্বন্ধেও এইপ্রকার যুক্তি বুঝিতে হইবে। 'নপ্তা'—ইহার অর্থ পৌত্র। "কৃতোধর্ম্মঃ", এখানে "কৃতোহধর্ম্মঃ" এরূপ সন্ধি হইতে পারে। কাজেই সন্ধির ফল উভয়স্থলেই সমান; এজন্য এখানে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম উভয়ই বুঝাইতেছে। ১৭৩

(অধর্ম্মপথে লোকে প্রথমতঃ বৃদ্ধিলাভ করে, তাহার পর ধনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, তাহার পর শত্রুদেরও উৎসাদন করে। কিন্তু শেষে সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।)

(মেঃ)—"অধর্ম্মেণ",—প্রভুর অনিষ্ট করা প্রভৃতি অধর্ম্মের দ্বারা, "এধতে"=বৃদ্ধিলাভ করে, "তাবৎ"=তৎকালে; "ততঃ"=তাহার পর ধন অথবা গ্রামাদি লাভ করিয়া "ভদ্রাণি পশ্যতি"=বহু ভৃত্য, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া ভদ্র অনুভব করে। "ততঃ সপত্নান্ জয়তি"=তাহার পর দরিদ্র শত্রুদের পরাভূত করে,—। যাহারা শঠতাবিহীন হইয়া ধর্ম্মপথে অবস্থান করিতেছে তাহাদিগকে তিরস্কৃত, অপদস্থ করে। এইভাবে তাহাদের দারিদ্র্য ঐশ্বর্য্যের নিকট পরিভবপ্রাপ্ত হইবার কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু কিছুকাল এইরূপ হইয়া "সমূলং"=পুত্র, জ্ঞাতি, ধন এবং বান্ধব—সর্ব্বসমেত "বিনশ্যতি"=উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ১৭৪

(সত্য, ধর্ম্ম, সদাচার এবং শৌচে সর্ব্বদা পরিতোষলাভ করিবে। বাক্, বাহু এবং উদরকে সংযত করিয়া শাসনযোগ্য ব্যক্তিসকলকে ধর্ম্মানুসারে শাসন করিবে।)

(মেঃ)—যে বস্তুটীকে যেরূপ দেখা (জানা) হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ যে কথা বলা তাহাই 'সত্য'। "ধর্ম্ম"=বেদোক্ত বিধিনিষেধ। সত্যও ধর্ম্মস্বরূপই বটে তথাপি তাহাতে আধিক্য (অধিক তৃপ্তি) অনুভব করিবার জন্য তাহা পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অনৃত (মিথ্যা) বলা মানুষের স্বভাব। এইজন্য যত্নসহকারে তাহা বারবার নিষেধ করা হইতেছে। 'আর্য্যবৃত্ত'—ইহার অর্থ সদাচার; 'আর্য্য' অর্থ শিষ্ট ব্যক্তি, তাঁহাদের বৃত্ত অর্থাৎ আচরণ। সেই বিষয়গুলিতে "আরমেৎ"=রতি অনুভব করিবে। 'রতি'—ইহার অর্থ পরিতোষ। এই শ্লোকটী দ্বারা এই বিষয়গুলিতে পরিতোষ অনুভব করিবার বিধান করা হইল। এই প্রকারের অপরাপর আচার সকলেও মনের প্রসন্নভাব (তৃপ্তি) গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। "শিষ্যাংশ্চৈব"= ভার্য্যা, পুত্র, দাস এবং ছাত্র ইহারা সব অনুশাসনের যোগ্য বলিয়া 'শিষ্য'পদবাচ্য; ইহাদিগকে ধর্ম্মানুসারে উপদেশ দেওয়া এবং শাসন করা কর্ত্তব্য। শিষ্যকে ধর্ম্মানুসারে শাসন করা কিরূপ তাহা অগ্রে "পৃষ্ঠতস্তু শরীরস্য" (৮।২৯৯) ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইবে। "বাগ্-বাহূদরসংযতঃ"=বাক্, বাহু এবং উদর সংযত করিয়া;—। ইহার মধ্যে বাক্‌সংযম যেমন, প্রয়োজন থাকুক বা নাই থাকুক বেশী কথা না বলা। বাহুদ্বয়ের সংযম, যেমন—নিজের বাহুবল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রকাশ করিয়া কাহারও পীড়ন না করা। উদরের সংযম হইতেছে ঔদরিক এবং বহুভোজী না হওয়া। পরের বাড়ীতে খাইতে বসিয়া বিশেষ কোন খাদ্যবস্তুতে লালসা থাকায় সেইটী বেশী খাওয়া; ইহা ঔদরিকতা এবং বহুভোজিতা। যদিও এসমস্ত বিষয়ই আগে বলা হইয়াছে তথাপি 'ভাল কথা বারবার বলা উচিত', এই নিয়ম অনুসারে এগুলি পুনঃপুনঃ বলা হইতেছে। কাজেই এরূপ পুনরুক্তি দোষাবহ নহে। ১৭৫

(যে অর্থ এবং কাম ধর্ম্মবর্জ্জিত তাহা পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ যে ধর্ম্মের পরিণামে উত্তরকালে কষ্টে পড়িতে হয় কিংবা যে ধর্ম্ম লোকনিন্দিত তাহা পরিত্যাগ করিবে।)

(মেঃ)—ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ হইতেছে পুরুষার্থ, ইহা বলা হইয়াছে। কেহ কেহ হয়ত এই তিনটীকেই তুল্যবল মনে করিয়া এইরূপ বিবেচনা করিতে পারে,—অর্থ ও কামের বিরোধী জ্যোতিষ্টোমাদি ধর্ম্ম যেমন অর্থ-কাম বর্জ্জন করিয়াই অনুষ্ঠান করা হয়,—জ্যোতিষ্টোমাদি ধর্ম্ম যে অর্থবিরোধী তাহার কারণ উহাতে দক্ষিণাদানাদিরূপ অর্থক্ষয় হইয়া থাকে; আবার উহা কামবিরোধী, কারণ জ্যোতিষ্টোমে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালনীয়,—ঠিক সেইরূপ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থ এবং কামেরও সেবা করা চলে। যেস্থলে হিংসার উদ্দেশ্য শত্রুতাসাধন প্রভৃতি কোন কিছু নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় সেখানে সেরূপ হিংসাটী "ন হিংস্যাৎ" ইত্যাদি নিষেধশাস্ত্রের বিষয় অর্থাৎ তাহা বর্জ্জনীয়। কিন্তু যেখানে হিংসা দ্বারা অর্থ ও কাম সাধিত হয় সেরূপ স্থলে হিংসা দোষাবহ হইবে না। এইপ্রকার ভ্রান্তিমূলক ধারণাবশতঃ কেহ হয়ত কার্য্য করিতে পারে। তাহারই জন্য এই শ্লোকটী বলা হইতেছে। "পরিত্যজেৎ"=পরিত্যাগ করিবে "অর্থকামৌ" সেইরূপ অর্থ এবং কামকে "ধর্ম্মবর্জ্জিতৌ"=যাহাতে ধর্ম্মবিরোধ ঘটে। এইভাবে এই কথা বলা হইল যে, ধর্ম্ম সকল বিষয় অপেক্ষা প্রবল। এক্ষণে বলিতেছেন যে স্থলবিশেষে ধর্ম্মও বর্জ্জনীয়;—। "ধর্ম্মং চাপ্যসুখোদর্কং"='উদর্ক' অর্থাৎ উত্তরকাল বা পরিণাম অসুখ যাহার তাহা 'অসুখোদর্ক'; তাদৃশ ধর্ম্ম,—যেমন সর্ব্বস্বদান প্রভৃতি। ইহাতে লোকে সুখ্যাতি করিবে বটে—ইনি মহাপুণ্যবান্ ধার্ম্মিক লোক, কিন্তু পরিণামে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে। আবার নদীর তীরে একপার্শ্বেও যদি প্রত্যহ স্নান করা হয় তাহা হইলে বহুলোকে দেখিতে পায় এবং তাহারা সুখ্যাতি করে। এই স্নান ধর্ম্মফলক হইলেও ইহা দ্বারা লোক আকর্ষণ করা হয়। সকলের সমক্ষে, সকলে যাহাতে দেখিতে পায়, সেইভাবে উহা করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে সাধুবাদলাভ। কাজেই ইহা অর্থস্নান। এইরূপ, তীর্থে ভিক্ষুকদিগকে যে দান করা হয় তাহাতে ধর্ম্ম হইলেও দাতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করা তাহার অপর প্রয়োজন। বস্তুতঃ ধর্ম্ম এইসকল হইতে ভিন্নই হইয়া থাকে। এইরূপ, যে ধর্ম্ম 'লোকসংক্রুষ্ট' তাহাও বর্জ্জনীয়। এইজন্য বলিতেছেন "লোক সংক্রুষ্টমেব বা"। যে ধর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত বটে কিন্তু তাহা করিলে লোকে নিন্দা করে, তাহা বর্জ্জনীয়। যেমন জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে যে অনুবন্ধ্য পশু বধ করা হয় তাহাতে গো-বধ এবং তাহার মাংসভক্ষণ (শাস্ত্রবিহিত হইলেও) অন্য পশু বধ অপেক্ষা তাহা জনসমাজে বিশেষভাবে নিন্দিত। সর্প স্পর্শ করিতে যে নিষেধ করা হয়, তাহার যেমন লৌকিক প্রয়োজন দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ 'লোকসংক্রুষ্ট ধর্ম্ম' বর্জ্জন করিবার জন্য এই যে নিষেধ ইহারও মূল (লোকনিন্দা পরিহার) লোকপ্রসিদ্ধ। কারণ, সাধারণ লোক একথা জানে না যে, এই বিষয়টী শাস্ত্রবিহিত; আর তাহার ফলে ঐপ্রকার একটী আচরণ দেখিয়া তাহারা ঐ যাগকারী ব্যক্তিকে অধার্ম্মিক বলিয়া প্রচার করিতে থাকে। আবার, এইরকম লোকের সংখ্যাই বেশী; কাজেই তাহারা ঐরূপ রটাইয়া দিলে শিষ্ট ব্যক্তিরাও ঐপ্রকার রটনার মূল না জানিয়া ঐ যাগকারী ব্যক্তিকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন। এইজন্য বলা হইয়াছে "রাজা ধার্ম্মিক হইলে" ইত্যাদি। এই যে ব্যাখ্যা বলা হইল, প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণ এইরূপ বলিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের অনুগমন করিয়া ইহা দেখান হইল। বস্তুতঃ যাহা প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা বিহিত হইয়াছে স্মৃতিবচনের দ্বারা তাহার বাধা ঘটান ন্যায়সঙ্গত নহে। (অনুবন্ধ্য পশুবধ প্রত্যক্ষ শ্রুতিবচন বিহিত; কাজেই স্মৃতিবচনের দ্বারা তাহা অন্যথা করা যায় না।) সুতরাং এস্থলের ঠিক উদাহরণটী হইবে এইরূপ,—। নিয়োগধর্ম্মটী স্মৃতিবিহিত বটে, কিন্তু তাহা 'লোকসংক্রুষ্ট' (লোকে তাহা নিন্দা করে); কাজেই তাহা করা উচিত নহে। এইরূপ, কেহ যদি কোন অনাথা যুবতীকে দয়া করিয়া আশ্রয় দেয়, প্রতিপালন করে তাহা হইলে তাহাতে লোকনিন্দা হইতে পারে—যুবতী নারী, এইজন্যই ইহাকে ভাল লাগিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে। ইহাও লোকসংক্রুষ্ট ধর্ম্ম। ১৭৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(পাণিচাপল্য, পাদচাপল্য, নেত্রচাপল্য এবং বাক্‌চাপল্য রহিত হইবে; অনৃজু অর্থাৎ কুটিল হইবে না এবং পরের যাহাতে অনিষ্ট হয় সেরূপ কর্ম্ম অথবা চিন্তা করিবে না।)

(মেঃ)—পাণিপাদদ্বয়ের দ্বারা চপল='পাণিপাদচপল'। "তৃতীয়া" এই পাণিনীয় সূত্রের যোগ-বিভাগ নিয়ম অনুসারে এখানে তৃতীয়া সমাস হইয়াছে। 'পাণিচাপল্য'—যেমন, যে বস্তুর কোন উপযোগিতা নাই তাহা হস্তের দ্বারা গ্রহণ করা কিংবা সরাইয়া দেওয়া। 'নেত্রচাপল্য' যেমন পরস্ত্রীদর্শন, চিত্রদর্শন প্রভৃতি। পরের অনিষ্ট করিবার মতলবে কোন কর্ম্ম করিবে না কিংবা সেরূপ চিন্তা করিবে না। ১৭৭

(পিতৃপিতামহগণ যে পথে গিয়াছেন সেই পথ দিয়া সাধুমার্গে যাইবে, সেইভাবে যাইলে অনিষ্ট প্রাপ্ত হইবে না।)

(মেঃ)—পিতৃপিতামহগণ যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যাঁহাদের সহিত প্রীতি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের (যে বংশাদির) সহিত কন্যাবিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, যে বেদশাখা তাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, সে পথই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। সেরূপ করিলে "ন রিষ্যতি"=জনসমাজে বাধাপ্রাপ্ত, নিন্দাগ্রস্ত হইতে হয় না। রাজপটহ (ঢেঁড়া) যেমন ম্লেচ্ছগণের পক্ষে রাজাজ্ঞা নিরূপণ করিবার উপায় এই শ্লোকটীও সেইরূপ অজ্ঞ লোকের পক্ষে অহিংসাদি পুরুষধর্ম্ম নিরূপণ করিবার উপায়, অর্থাৎ এই শ্লোকটীতে ইহাই বলা হইল যে সন্দিগ্ধস্থলে নিজ আচরণীয় ধর্ম্ম এইভাবে পূর্ব্বপুরুষগণের আচরণ দেখিয়া নিরূপণ করিয়া লইবে। তবে অগ্নিহোত্র প্রভৃতিগুলি নিজ জ্ঞান ও বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়াই অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে—পিতৃপিতামহগণ যে ধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছেন তাহার যদি কোন মূলই না থাকে অর্থাৎ তাহা যদি শাস্ত্রমূলক না হয় তাহা হইলে তাহা ধর্ম্ম হইবে কিরূপে? আর যদি তাহার মূল শাস্ত্র থাকে অর্থাৎ উপলব্ধ হয় তাহা হইলে পুত্রাদির পক্ষেও তাহাই প্রমাণ হইবে, সুতরাং তাহার জন্য পিতৃপিতামহগণের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? এইপ্রকার আপত্তির পরিহার বলাই হইয়াছে। যাহারা অজ্ঞ, যাহারা ধর্ম্মের মূলীভূত শাস্ত্রনির্দ্দেশ জানে না তাহাদিগের জন্যই এই উপদেশ। অন্য কেহ কেহ এস্থলে এইপ্রকার ব্যাখ্যা বলিয়া থাকেন,—যেস্থলে নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াও শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়টী কি তাহা নিঃসন্দেহে নিরূপণ করা যায় না, যেখানে শাস্ত্রবচনের উভয় প্রকার অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে, সেখানে পিতৃপিতামহগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই আশ্রয় করা উচিত। এইরূপ ব্যাখ্যাটী কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, অর্থাৎ ইহা গ্রহণ করা যায় না। কারণ, যাহা নিত্যসন্দিগ্ধ—যাহার সন্দেহ নিরাস হয় না তাহা প্রমাণ হইতে পারে না—যাহাকে প্রমাণ বলা হয় তাহা সর্ব্বদা সন্দেহযুক্ত হইতে পারে না। শাস্ত্র প্রমাণ; কাজেই শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য অর্থও একটী বিষয়েই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। (কাজেই ইহার জন্য পিতৃপিতামহের পথ চাহিয়া থাকা আবশ্যক হয় না।) তবে একথা বলা যায় যে, শাস্ত্রার্থ যেখানে বিকল্পিত—উভয় প্রকারই হইতে পারে, সেখানে সেরূপ স্থলে পিতৃপিতামহগণ যেমনটী করিয়া গিয়াছেন সেইরূপ কর্ম্ম করাই সমীচীন। যেহেতু সেইভাবে অপরাপর ব্যক্তিরাও অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। "সতাং মার্গং",—সৎপথে যাইবে;—। যদি পিতৃপিতামহগণ কোন কারণে কোন প্রকার অধর্ম্ম আচরণ করিয়া গিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহা অনুসরণ করা উচিত নহে। এইজন্য বলা হইয়াছে "সতাং মার্গং"। ১৭৮

(ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, আশ্রিত ব্যক্তি, বালক, বৃদ্ধ, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বান্ধব, মাতা, পিতা, ভগিনী, ভ্রাতা, পুত্র, ভার্য্যা, দুহিতা এবং দাসবর্গ ইহাদের সহিত বিবাদ করিবে না।)

(মেঃ)—এখানে "বিবাদং ন সমাচরেৎ"=বিবাদ করিবে না, ইহা শ্লোকোক্ত ঋত্বিক্ প্রভৃতি প্রত্যেকটী পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। "সংশ্রিত"=ইহার অর্থ আশ্রিত—উপজীবী। "বৈদ্য"—ইহার অর্থ বিদ্বান্ ব্যক্তি অথবা চিকিৎসক। "জ্ঞাতি"=পিতৃবংশের লোকেরা। "সম্বন্ধী"=বিবাহসম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিরা। "বান্ধব"=মাতার সম্পর্কিত, মাতৃষ্বসার পুত্র প্রভৃতিরা। "জামি"=ভগিনী এবং সুবেশা নারী। "বিবাদ"=বিরোধ, প্রতিকূল আচরণ এবং বাক্‌কলহ,—। ইহাদের সহিত করিবে না। ১৭৯-১৮০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ইহাদের সহিত বিবাদ পরিত্যাগ করিলে লোক সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। ইহাদের সহিত সদ্‌ব্যবহার দ্বারা জয়যুক্ত হইলে গৃহস্থ বক্ষ্যমাণ লোকসকল জয় করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—ইহাদের সহিত বিবাদ করিলে যে পাপসংস্পর্শ ঘটে, যে লোক বিবাদ না করে তাহাকে তাহা সম্বন্ধযুক্ত (স্পর্শ) করে না। ইহাই "সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে" এই অংশে বলা হইয়াছে। ইহাদের জয় করা হইলে সকল লোক জয় করিয়া থাকে;—এটী অর্থবাদ। ১৮১

(আচার্য্য ব্রহ্মলোকের অধিপতি, প্রাজাপত্যলোকে পিতার আধিপত্য, অতিথি ইন্দ্রলোকের অধীশ্বর এবং ঋত্বিক্‌গণ দেবলোকের অধিপতি।)

(মেঃ)—আচার্য্য ব্রহ্মলোকের 'ঈশ' অর্থাৎ প্রভু; যেহেতু তিনি সন্তুষ্ট হইলে ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়। এইজন্য গুণগত সাদৃশ্য অনুসারে 'ব্রহ্মলোকেশ' এইপ্রকার গৌণ উক্তি করা হইয়াছে। পিতা প্রাজাপত্যলোকে প্রভু। ১৮২

(ভগিনীগণ অপ্সরোলোকের, বান্ধবগণ বৈশ্বদেবলোকের, সম্বন্ধিগণ বরুণলোকের, মাতা ও মাতুল ভূলোকের এবং বালক, বৃদ্ধ, কৃশ ও আতুর, ইহারা অন্তরীক্ষলোকের প্রভু। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার সমান। ভার্য্যা ও পুত্র নিজ দেহস্বরূপ।)

(মেঃ)—ভার্য্যা ও পুত্র হইতেছে স্বকীয়া তনু অর্থাৎ নিজ শরীরস্বরূপ। ১৮৩-১৮৪

(দাসবর্গ হইতেছে নিজ ছায়াস্বরূপ; কন্যা বড়ই দয়ার পাত্র। এইজন্য ইহারা যদি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ প্রভৃতি কোন প্রকারে ক্রোধ উৎপাদন করে তথাপি তাহা ক্রোধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সহ্য করিতে হয়।)

(মেঃ)—নিজের যে ভৃত্যবর্গ তাহারা নিজের ছায়ার সমান। ছায়া যেমন সর্ব্বদা নিজের অনুগত, তাহার উপর ক্রোধ করা চলে না, নিজ ভৃত্যবর্গও সেইরূপ। দুহিতা "কৃপণম্"= অনুকম্প্যা অর্থাৎ দয়ার পাত্র। ইহাদের দ্বারা "আধিক্ষিপ্তঃ"=কর্কশ, কঠোর বাক্য বলিয়া ইহারা যদি ক্রোধ উৎপাদন করে তথাপি তাহা "সহেত"=সহ্য করিবে, ক্ষমা করিবে। "অসজ্জ্বরঃ"= জ্বরশূন্য হইয়া। এখানে 'জ্বরশূন্যতা' দ্বারা চিত্তের সংক্ষোভরাহিত্য লক্ষিত হইতেছে। জ্বর-গ্রস্ত লোকের যেমন চিত্তসংক্ষোভ উপস্থিত হয় ক্রুদ্ধ ব্যক্তিরও সেইরূপ হইয়া থাকে। অথবা এস্থলে "অসংজ্বরঃ" এইরূপ পাঠান্তর আছে। 'সংজ্বর'—ইহার অর্থ সন্তাপ; নঞ্‌পদের দ্বারা উহার নিষেধ করা হইতেছে। ১৮৫

(স্বয়ং প্রতিগ্রহ করিবার উপযুক্ত হইলেও উহাতে আসক্তিশূন্য হইবে। যেহেতু প্রতিগ্রহের দ্বারা প্রতিগ্রহকারীর ব্রাহ্ম তেজ শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—কোন ব্যক্তি পুণ্যলাভের উদ্দেশে যে দান করে তাহা গ্রহণ করার নাম প্রতিগ্রহ। তাহাতে সমর্থ অর্থাৎ উপযুক্ত হইলেও সে বিষয়ে 'প্রসঙ্গ' অর্থাৎ বারবার প্রবৃত্ত হইবার অভ্যাস বর্জ্জন করিবে। (প্রতিগ্রহের সামর্থ্য কি?)—শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্র অধ্যয়ন, সদাচারপরায়ণতা এবং দ্রব্য সম্বন্ধে বিধিনিষেধের জ্ঞান—এইগুলিই ঐ সামর্থ্য। যদিও পূর্ব্বে "তস্মাদ্ অবিদ্বান্ বিভিয়াৎ" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে তথাপি পরের শ্লোকে যাহা বিধান করা হইবে তাহারই জন্য ইহার অনুবাদ করা হইতেছে। ১৮৬

(বিদ্বান্ ব্যক্তি ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেও প্রতিগ্রহ করা দ্রব্যটীর ধর্ম্মসঙ্গত বিধি কি তাহা বিশেষরূপে না জানিয়া প্রতিগ্রহ করিবে না।)

(মেঃ)—"অবিজ্ঞায়";—। কাম, উপভোগ প্রভৃতির জন্য প্রতিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে। এস্থলে এই কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, কুটুম্বগণের (পোষ্যবর্গের) প্রতিপালনের নিমিত্ত এবং নিত্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য প্রতিগ্রহ করা উচিত, অন্য কারণে প্রতিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে। "অবসীদন্নপি ক্ষুধা";—প্রতিগ্রহ না করিলে যদি অবসাদগ্রস্ত হইতে হয় সেও ভাল। 'অবসাদ' অর্থ শরীরের বৃদ্ধিরাহিত্য। অথবা এখানে "দ্রব্যসকলের প্রতিগ্রহে ধর্ম্মসঙ্গত বিধি" এইরূপ অন্বয় হইবে। ধর্ম্মসঙ্গত সেই বিধিটী কি? (উত্তর)—ধর্ম্মসঙ্গত প্রয়োজন বিদিত হইয়া—প্রতিগ্রহমন্ত্র এবং প্রতিগ্রাহ্য দ্রব্যের দেবতা—জানিয়া; যেমন, হিরণ্য দ্রব্যের অগ্নিদেবতা, গো-দ্রব্যের রুদ্রদেবতা ইত্যাদি। ১৮৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(অবিদ্বান্ ব্যক্তি হিরণ্য, ভূমি, অশ্ব, গরু, অন্ন, বস্ত্র, তিল এবং ঘৃত এইসমস্ত দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিলে কাষ্ঠের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া যায়।)

(মেঃ)—অবিদ্বান্ ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ দ্রব্য গ্রহণ করিলে তাহাতে তাহার গুরুতর দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহাই বলিতেছেন "ভস্মীভবতি দারুবৎ"। দারু (কাষ্ঠ) যেমন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয় সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাসম্পন্ন নয় তিনি যদি এই হিরণ্য প্রভৃতি দ্রব্যগুলি প্রতিগ্রহ করেন তাহা হইলে তিনিও ভস্মীভূত হইয়া থাকেন। ১৮৮

(হিরণ্য প্রতিগ্রহ করিলে তাহা আয়ু এবং অন্ন দগ্ধ করিয়া দেয়; ভূমি ও গরু প্রতিগ্রহ করিলে তাহা শরীর দগ্ধ করিয়া দেয়, অশ্ব প্রতিগ্রহ করিলে চক্ষু, বস্ত্র প্রতিগ্রহ করিলে গাত্রচর্ম্ম, ঘৃত প্রতিগ্রহ করিলে তেজ এবং তিল প্রতিগ্রহ করিলে তাহা সন্তানকে দগ্ধ করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—ভূমি এবং গরু "তনুং"=শরীরকে "ওষতঃ"=দগ্ধ করিয়া দেয়। হিরণ্য আয়ু দগ্ধ করে। শ্লোকের "ওষতঃ" এই পদটীকে এক্ষণে "ওষতি" এইরূপ বিপরিণামযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ, অশ্ব চক্ষু দগ্ধ করিয়া দেয় ইত্যাদি স্থলেও ঐ ক্রিয়াপদটীর অনুষঙ্গ (পুনর্গ্রহণ) করিতে হইবে। ১৮৯

(যাহার তপস্যা এবং অধ্যয়ন নাই সেরকম ব্রাহ্মণ যদি প্রতিগ্রহপরায়ণ হয় তাহা হইলে সে পাষাণের ভেলায় চাপিয়া নদীর পারগমনেচ্ছু ব্যক্তির ন্যায় নিজে ডুবিয়া যায় এবং দাতাকেও ডুবাইয়া থাকে।)

(মেঃ)—"অতপাঃ"=যাহার তপস্যা নাই, "অনধীয়ানঃ"=যে বেদাধ্যয়ন করে না,—। এখানে 'অধ্যয়ন' বলা হইলেও উহা দ্বারা এই প্রকরণে বর্ণিত বিদ্যাবত্তাই লক্ষ্য করা হইয়াছে। বিদ্যা এবং অধ্যয়ন এই দুইটী মিলিতভাবেই প্রতিগ্রহাধিকার জন্মাইবার কারণ হয় অর্থাৎ কাহারও যদি ঐ দুইটী পদার্থই যুগপৎ থাকে তবেই তিনি প্রতিগ্রহ করিবার অধিকারযুক্ত হন। কিন্তু যে লোক ঐ উভয়প্রকার গুণশূন্য সে যদি প্রতিগ্রহে অভিলাষী হয় তাহা হইলে সে 'তাহার সহিত' মগ্ন হয়, অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কাহার সহিত? এখানে অন্য কোন ব্যক্তির যখন উল্লেখ নাই অথচ দাতাই সন্নিহিত তখন 'দাতার সহিত' অধোগতি প্রাপ্ত হয়, এইরূপ অর্থই বুঝাইবে। দাতা নিজেকে পার করিবার জন্য প্রতিগ্রহকারী ব্যক্তিকে 'প্লব' (ভেলা, ডোঙ্গা) পদার্থের ন্যায় আশ্রয় করে। কিন্তু যে প্রতিগ্রহকারী ব্যক্তি এইপ্রকার অপাত্রস্বরূপ সে দাতাকে এবং নিজেকে উভয়কেই অধোগামী করে। জলে যেমন 'অশ্মপ্লব' অর্থাৎ পাষাণ নির্ম্মিত প্লব;—যাহার দ্বারা নদী প্রভৃতির পারে যাওয়া যায় তাহাকে বলে 'প্লব', যেমন নৌকা প্রভৃতি। ঐপ্রকার পাষাণ প্লবে নদী পার হইবার জন্য যদি কেহ আরোহণ করে তাহা হইলে সে যেমন ঐ পাষাণ প্লবের সহিত ডুবিয়া যায় সেইরূপ যে দাতা অনধিকারী ব্রাহ্মণকে দান করে সে নিজে এবং ঐ প্রতিগ্রহকারী ব্রাহ্মণও—দুইজনেই নরকে গমন করে। ১৯০

(অতএব এই কারণে বিদ্যাবিহীন ব্যক্তির কাহারও নিকট প্রতিগ্রহ করিতে ভীত হওয়া উচিত। গরু যেমন পাঁকে পুতিয়া গেলে উঠিতে না পারিয়া বিপদ্গ্রস্ত হয় সেইরূপ অবিদ্বান্ ব্যক্তিও অল্প বস্তুও প্রতিগ্রহ করিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়ে।)

(মেঃ)—অতএব "অবিদ্বান্"=মূর্খ ব্যক্তি "বিভিয়াৎ"=প্রতিগ্রহ হইতে ভীত হইবে অর্থাৎ প্রতিগ্রহ করিবে না, কারণ তাহাতে নরকের ভয় রহিয়াছে। হিরণ্য প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্যের তেজঃ অধিক তাহা প্রতিগ্রহ করা দূরে থাকুক "স্বল্পকেনাপি"=রাঙ্, সীসা প্রভৃতি অসার বস্তুও যদি অতি অল্প মাত্রায়ও প্রতিগ্রহ করা হয় তাহা হইলে তাহাতেও অবিদ্বান্ ব্যক্তি "পঙ্কে গৌরিব"=গরু যেমন পঙ্কে পতিত হইলে বিপদ্গ্রস্ত হয় সেইরূপ "সীদতি"=অবসন্ন (বিপন্ন) হইয়া পড়ে। ১৯১

(বৈড়ালব্রতিক এবং বকব্রতিক পাপ ব্রাহ্মণকে কোন ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজাতির পক্ষে জল পর্য্যন্ত দেওয়াও উচিত নহে; অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকেও কিছু দান করা কর্ত্তব্য নহে।)

(মেঃ)—প্রতিগ্রহকারীর কিরূপ ধর্ম্ম (গুণ) থাকা আবশ্যক তাহা বলা হইল; এক্ষণে দাতার ধর্ম্ম (কর্ত্তব্য) কি তাহা বলা হইতেছে। "বারি অপি"=জলও ;—এখানে এই 'অপি' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় সর্ব্বপ্রকার দানের দ্রব্যই নিষিদ্ধ হইতেছে। জল দেওয়া সম্বন্ধে পাত্রাপাত্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিচার নাই—উহা নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু এইসকল ব্যক্তিকে সেই জল দেওয়াটাও যখন নিষিদ্ধ তখন ইহাদিগকে অন্য দ্রব্য দেওয়া হইবে কিরূপে? এখানে 'অতিশয়োক্তি' দ্বারা অন্য বস্তু দান করাই নিষিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু পানীয় জল দেওয়া সকলকেই কর্ত্তব্য; কাজেই তাহা নিষেধ করা হইতেছে না। আচ্ছা, পূর্ব্বে ত একথা বলা হইয়াছে যে বৈড়ালব্রতিক ব্যক্তিগণকে কথা দ্বারাও সমাদর করিবে না? (তবে আবার সে সম্বন্ধে পুনরায় এখানে বলা হইতেছে কেন?)। উত্তর—তাহা সত্য; তবে পূর্ব্বে এইরূপ নিষেধ বলা হইয়াছে যে তাহাকে অর্চ্চা (সম্মান) করিবে না, আর এখানে বলা হইতেছে যে তাহাকে কিছু দান করিবে না। আবার এই দান বলিতে ধনদানই বুঝাইতেছে, অন্য বস্তু দান করা নিষিদ্ধ হইতেছে না। এইরূপ বলিলে তবেই দুই বার নিষেধ করিবার সার্থকতা থাকে। এইজন্য অগ্রে বলা হইবে "বিধি-পূর্ব্বক অর্জ্জিত ধনও দান করিলে"। এইজন্য পাষণ্ডী প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে যদি অবজ্ঞা (অশ্রদ্ধা) সহকারে অন্ন দান করা হয় তাহা নিষিদ্ধ নহে। কেহ কেহ এখানে এইরূপ বলেন, —যদিও এখানে 'অবেদবিৎ' এইরূপ বলা হইয়াছে তথাপি 'অনধীয়ান'=বেদাধ্যয়নবিহীন, ইহাও ধরিতে হইবে। আর তাহা হইলে কেহ 'বেদবিৎ' (বেদার্থজ্ঞ) না হইয়াও যদি 'অধীয়ান' হয় তাহা হইলে তাহকে দান করা যায়, ইহা বলা হইল। দাম্ভিক ব্যক্তিগণের সহিত বেদাধ্যয়ন-যুক্ত ব্যক্তির সাম্য অর্থাৎ তুল্যপ্রকারে নিষিদ্ধতা বলা সংগত নহে। (অর্থাৎ দাম্ভিককে দান করা নিষিদ্ধ এবং অর্থজ্ঞানহীন বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তিকেও দান করা নিষিদ্ধ এরূপ বলিলে উভয়কেই একই দলে ফেলা হয়। ইহা সংগত নহে।) যাঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা বলেন তাঁহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, বেদার্থ জ্ঞানশূন্য কেবলমাত্র অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তিকে দান করিবার কথা কোথায় বলা হইয়াছে? যদি বলা হয় "শ্রোত্রিয়কেই দান করিবে" ইত্যাদি বচনে ঐরূপ বলা হইয়াছে তাহা হইলে বক্তব্য "অহর্ত্তমায়"=অহর্ত্তম (অতিশয় মাননীয়) ব্রাহ্মণকে দিবে, ইহাও ত সংগে সংগে বলা হইয়াছে; আর বিদ্যা (বেদার্থজ্ঞতা) বিনা তাহা কিরূপে সম্ভব? বস্তুতঃ একই প্রকরণ মধ্যে "বিদ্বান্ ব্যক্তিকে দক্ষিণা দেওয়া উচিত" ইত্যাদি বচনসকলও ত রহিয়াছে। কাজেই ঐ সমস্ত বাক্য পর্য্যালোচনা করিয়া উহাদের সহিত একবাক্যতা করিলে এইরূপ অর্থই পর্য্যবসিত হয় যে, বেদাধ্যয়ন এবং বেদার্থজ্ঞান এই উভয়প্রকার বিশেষণযুক্ত ব্রাহ্মণকেই দান করা কর্ত্তব্য। অতএব "নাবেদবিৎ" এই স্থলে শব্দলভ্য যে অর্থটী পাওয়া যাইতেছে তাহা পরিত্যাগ করিবার পক্ষে কোন কারণ নাই। আর দাম্ভিকের সহিত সাম্য হইয়া পড়ে, এইপ্রকার যে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে তাহাও কোন কাজের নহে। কারণ যে বিষয়টী সাক্ষাৎ বচন দ্বারা বোধিত হইতেছে তাহার সম্বন্ধে 'ইহা সংগত অথবা ইহা অসংগত' এরূপ আপত্তি করা চলে না। যে লোক বিড়ালব্রত দ্বারা চলে সে 'বিড়ালব্রতিক'। বকেদের ব্রত=বকব্রত; তাহা যাহার আছে সে 'বকব্রতিক'। 'বৈড়ালব্রতিকে' এবং 'বকব্রতিকে' এখানে অধিকরণবিবক্ষায় সপ্তমী হইয়াছে। কিন্তু এখানে সম্প্রদানবিবক্ষায় চতুর্থী বিভক্তি হওয়াই সংগত। ১৯২

(বৈড়ালব্রতিক, বকব্রতিক এবং অবেদবিৎ এই তিন ব্যক্তিকেই যে ধন দান করা হয় তাহা বিধিপূর্ব্বক উপার্জ্জিত হইলেও তাহা পরলোকে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই অনর্থ সাধন করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—এখানে 'ধন' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, অন্নদান করা নিষিদ্ধ নহে। "বিধিনাপ্যর্জ্জিতম্"=সৎপ্রতিগ্রহ, ক্রয় প্রভৃতি শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে অর্জ্জিত হইলেও,—। সেইরূপ দান দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা উভয়ের পক্ষেই পরলোকে অনর্থের কারণ হয়। ১৯৩

(পাষাণময় নৌকায় নদী পার হইতে গেলে যেমন লোক জলে ডুবিয়া যায় সেইরূপ অজ্ঞ দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা উভয়ে অধোগামী হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—'ঔপল' ইহার অর্থ পাষাণময়। জল পার হইয়া যাইবার নিমিত্ত পাষাণময় নৌকা প্রভৃতিকে যে লোক আশ্রয় করে সে জলের নীচে "মজ্জতি"=অন্তর্হিত হয় (ডুবিয়া যায়)। সেইরূপ অজ্ঞ দাতা এবং 'প্রতীচ্ছক' অর্থাৎ প্রতিগ্রহীতাও মগ্ন হয়। 'যে প্রতীচ্ছা করে' এই প্রকার অর্থে ণিচ্ প্রত্যয় (নামধাতু) করিয়া তাহার উত্তর 'ণ্বুল্' প্রত্যয় করিতে হইবে; এইভাবে 'প্রতীচ্ছক' পদটীকে সাধিতে হইবে। এখানে 'প্রতীপ্সক' এইরূপ পাঠান্তরও আছে। তখন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সন্ প্রত্যয়ান্ত 'আপ্' ধাতুর উত্তর 'ন্বুল্' প্রত্যয় করিতে হইবে। উভয়স্থলেই কিন্তু অর্থটী একই। ১৯৪

(যে ব্যক্তি ধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া থাকে, সে সর্ব্বদা লুব্ধ, ছদ্মবেশধারী, লোকবঞ্চক এবং সকলের গুণাসহিষ্ণু ও হিংসাপরায়ণ তাহাকে 'বৈড়ালব্রতিক' বলিয়া জানিবে।)

(মেঃ)—'বেড়ালব্রতিক' এবং 'বকব্রতিক'—এই দুইটী শব্দ উপচার (গুণগত সাদৃশ্য) অনুসারে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। যদিও ঐপ্রকার উপচার প্রয়োগের অনেক কারণ থাকিতে পারে তথাপি যে বিষয়টী বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া নিষেধ করিতে যাওয়া হইতেছে সেইটীকেই ঐ উপচার প্রয়োগের কারণ বলিয়া ধরিতে হয়। ধর্ম্মধ্বজী;—ধর্ম্ম হইতেছে ধ্বজের ন্যায়=ধর্ম্মধ্বজ; ('পুরুষব্যাঘ্র' ইত্যাদির ন্যায় উপমিত সমাস হইয়াছে)। "উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ" ইত্যাদি সূত্রে যে 'ব্যাঘ্রাদি' বলা হইয়াছে তাহা আকৃতিগণ;' (কাজেই সমাসের শব্দগুলি নির্দ্দিষ্ট না থাকায় 'ধর্ম্মধ্বজ' এরূপ সমাস হইতে বাধা নাই)। কখন কখন সর্ব্বধন ইত্যাদি স্থলের ন্যায় কর্ম্মধারয় সমাস হয়। তাহার পর 'সেই ধর্ম্মধ্বজ' যাহার আছে এইপ্রকার অর্থে মত্বর্থীয় 'ইন্' প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে ধর্ম্মধ্বজী। যে লোক কেবল খ্যাতিলাভের জন্যই ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, কিন্তু শাস্ত্রবিধান আছে বলিয়াই যে করে তাহা নহে; তাহাকে বলে ধর্ম্মধ্বজী। কারণ, এসব লোক সেইরূপ স্থলে ধর্ম্মাচরণ করে যেখানে লোকেরা সব তাহা দেখিতে পায় এবং আপনজন-সব সুখ্যাতি করে। এইভাবে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইলে প্রতিগ্রহাদি লাভ করিতে পারিব, —ইহাই তাহাদের আসল উদ্দেশ্য। "লুব্ধ"—ইহার অর্থ মৎসরী—অন্যের ভাল সহ্য করিতে না পারা, অথবা কৃপণ। যে ব্যক্তি লোকসকলকে বঞ্চনা করে সে লোকদম্ভক। যে 'ছদ্ম' অবলম্বন করিয়া থাকে সে ছাদ্মিক। 'ছদ্ম'—ইহার অর্থ কপটতা। প্রকাশ্যভাবে ধার্ম্মিক, কিন্তু গোপন-ভাবে তাহার কাছে যাহা গচ্ছিত রাখা হয় তাহা অপহরণ করে এবং অপরের অপ্রকাশ্য বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়। কেহ হয়ত তাহাকে এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছে যে 'এই ব্যক্তি যখন ধার্ম্মিক তখন ইহার কাছে যাহা বলিব তাহা অন্য কেহ জানিবে না'; এইভাবে তাহার নিকট বিশ্বাস করিয়া কোন গুপ্ত কথা বলিয়াছে কিন্তু পরে দেখা গেল যে সে যাহাকে গোপন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল তাহারই নিকটে ঐ ব্যক্তি উহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। এইভাবে সে পরদ্রোহ—পরের অনিষ্ট করে। সে ব্যক্তি "সর্ব্বাভিসন্ধকঃ"=সকলেরই নিন্দাবাদ করিয়া থাকে, পরের গুণ সহ্য করে না। এরকম যে লোক তাহাকে 'বৈড়ালব্রতিক' বলিয়া জানিতে হইবে। "অভিসন্ধক" =যে অভিসন্ধান করে;—"আতশ্চোপসর্গে কঃ" এই সূত্র অনুসারে 'ক' প্রত্যয় করিয়া হয় 'অভি-সন্ধ'। তাহার উত্তর আবার স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় করিলে হয় 'অভিসন্ধক'। সর্ব্বের অভিসন্ধক =সর্ব্বাভিসন্ধক; ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে। কেহ কেহ এখানে এইরূপ একটী শ্লোকও আছে বলিয়া ধরেন, যথা—"যস্য ধর্ম্মধ্বজঃ" ইত্যাদি। "যাহার ধর্ম্মের ধ্বজা সকল সময়ে ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরা থাকে অথচ সে পাপকর্ম্ম যেসব করে সেগুলি চাপা দেওয়া থাকে ঐপ্রকার আচরণকে 'বৈড়ালব্রত' বলে"। পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বিষয়টীই এখানে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এইপ্রকার এক একটী গুণ থাকিলেই 'বৈড়ালব্রতিক' হয় বুঝিতে হইবে, ইহা এই শ্লোকটী হইতে অনুমান করা যাইতেছে। কারণ, যাহার পাপকর্ম্মসকল প্রচ্ছন্ন এইভাবে সাধারণভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; কোন বিশেষ পাপানুষ্ঠানের নির্দ্দেশ নাই। অথচ এই প্রকার সকল আচরণই পাপস্বরূপ; এইজন্য আচার্য্য উভয়প্রকারেই (দুইটী শ্লোকে) বৈড়াল-ব্রতিকের কথা শিষ্যগণের নিকট বলিয়া দিলেন। কোন কোন শিষ্যের নিকট এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে আবার কাহারও নিকট আগেকার শ্লোকটী বলা হইয়াছে। দুইটী শ্লোকই প্রমাণ। এইজন্য 'যে লোকটী অঙ্গদ ও কুণ্ডল পরিয়া আছে, যাহার স্কন্ধটী স্থূল এবং বক্ষঃস্থলও বিশাল সে দেবদত্ত' এইরূপ বলিলে যেমন সব কয়টী বিষয় মিলিয়া দেবদত্তের লক্ষণ হয় সেইরূপ এখানেও ধর্ম্মধ্বজিত্ব প্রভৃতি সবগুলি মিলিতভাবে যে বৈড়ালব্রতিকের লক্ষণ তাহা নহে, কিন্তু ঐগুলির এক-একটীই উহার লক্ষণ। ১৯৫

(যাহার দৃষ্টি সর্ব্বদা নিম্ন দিকে নিবদ্ধ, যে নিষ্ঠুর, স্বার্থসাধনে সতত উদ্গ্রীব, শঠ এবং মিথ্যাবিনীত সেইরূপ ব্রাহ্মণ 'বকব্রতিক' নামে প্রসিদ্ধ।)

(মেঃ)—বকব্রতের লক্ষণ হইতেছে মাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকা। অথবা যাহার দৃষ্টি 'নীচ' অর্থাৎ দীন (কাতরতাযুক্ত)। যে লোক সকল সময়েই কিছু পাইবার প্রত্যাশায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সক্রিয় থাকে, কোথাও থেকে হয়ত বা কিছু লাভও করে, অধম ব্যক্তিরও দান গ্রহণ করে। "নৈষ্কৃতিকঃ";—'নিষ্কৃতি' ইহার অর্থ নিষ্ঠুরতা; সেই নিষ্কৃতি আশ্রয় করিয়া যে লোক কাজ করে, নিষ্কৃতিই তাহার মধ্যে প্রধানতঃ বিদ্যমান, এবং সে অসম্যগ্‌ভাষী (মিথ্যা কথা বলে)। মিথ্যাবিনীত (বিনীত হইবার ভণ্ডামি করে), সাধারণতঃ নম্রতা অবলম্বন করিয়া থাকে কিন্তু কার্য্যের বেলায় তাহা ব্যাহত করে (বিনয়নম্রতা পরিত্যাগ করে)। বিড়াল আমিষ পাইবার প্রত্যাশায় কপটনিদ্রা আশ্রয় করে, সেইরূপ কপটভাবে যে লোক ধর্ম্মাচরণ করে তাহাকে বৈড়ালব্রতিক বলা হইয়াছে। বকব্রতচারী ব্যক্তিও ঐরূপ। বকেরা মাছ ধরিবার আশায় জলচর প্রাণীদের উপর অবজ্ঞা প্রকাশ করে, অথচ মৎস্য শীকার করাটাই তাহার আসল উদ্দেশ্য। এখানে 'ব্রত' শব্দটীর দ্বারা উহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এস্থলে পদগুলির যে পুনরুক্তি নাই তাহা দেখান হইল। আর যদিই বা পুনরুক্তি হয় তথাপি ইহা লক্ষণ নির্দ্দেশ; কাজেই পুনঃপুনঃ বলা দোষাবহ নহে। কারণ, যাহা বিশেষভাবে জানা ছিল না তাহা লক্ষণদ্বারা জানা যায়। কাজেই এরূপ স্থলে একই বিষয় যদি পুনঃপুনঃ বলা হয় তাহা হইলে বিষয়টী বুঝিয়া লওয়ার সুবিধা হয়। আচ্ছা, বকব্রতিক এবং বৈড়ালব্রতিক ইহাদের পার্থক্য কি? ইহার উত্তরে বলা যায় এই যে, বকব্রতিক ব্যক্তি কেবল নিজ স্বার্থটাই সম্পাদন করিতে ব্যগ্র; সে অন্য কাহারও কার্য্য ব্যাহত করে না। কিন্তু বৈড়ালব্রতিক লোকের স্বভাবই এই যে, নিজের স্বার্থসিদ্ধি না হইলেও সে অপরের উন্নতির প্রতি বিদ্বেষবশতঃ অন্যের কার্য্য নষ্ট করিয়া দেয়। ১৯৬

(যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বকব্রতী এবং বৈড়ালব্রতিক তাহারা তাহাদের সেই পাপকর্ম্মের জন্য অন্ধতামিস্র নরকে গমন করে।)

(মেঃ)—শ্লোকটী স্ববাক্যস্থ পদগুলি দ্বারাই ব্যাখ্যাত (ইহার আলাদা ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক)। ১৯৭

(পাপাচরণ করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে যখন কোন ব্রত করা হয় তখন 'ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি' এইভাবে তাহা প্রচার করিবে না। ঐভাবে ব্রতের দ্বারা পাপানুষ্ঠান চাপা দিয়া স্ত্রীলোক ও শূদ্রকে ভুলাইবে না।)

(মেঃ)—পাপকর্ম্ম করিয়া ধর্ম্মের ব্যপদেশে—বাস্তবিকপক্ষে সে প্রায়শ্চিত্তই করিতেছে তথাপি—আমি ধর্ম্মের জন্য ব্রত পালন করিতেছি, আমার প্রায়শ্চিত্ত করিবার কোন কারণই নাই —এইভাবে লোকের নিকট প্রচ্ছাদন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে না; এরূপ করা উচিত নহে। পাপকে চাপা দিয়া সেই ব্রতের দ্বারা স্ত্রীলোক এবং শূদ্রকে ভুলাইবে না। গুপ্তভাবে যে ব্রত পালন করা উচিত সেটী ছাড়া সকল প্রায়শ্চিত্তই প্রকাশ্যভাবে করিবে। ১৯৮

(ব্রহ্মবাদিগণ, বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ এতাদৃশ ব্রাহ্মণগণকে ইহলোক এবং পরলোকে নিন্দিত বলিয়া থাকেন। কপটতাপূর্ব্বক যে ব্রত করা হয় তাহা রাক্ষসদের অধিকারে যায়।)

(মেঃ)—বস্তু মাত্রেরই ইহাই ধর্ম্ম যে অন্য উদ্দেশ্যে কিছু করা হইলেও তাহার যাহা ফল সেটী প্রকাশ পাইবেই। যেমন গুরুর নিয়োগ অনুসারে নিয়োগধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও 'আমি ধর্ম্মের জন্যই গুরুবচন পালন করিতেছি, কামচালিত হইয়া এরূপ করিতেছি না', একথা বলিলেও বস্তুধর্ম্ম অনুসারে উহা কাম উৎপাদন করিয়া থাকে। কেহ হয়ত এস্থলে এইরূপ মনে করিতে পারে,—'ব্রতানুষ্ঠানের প্রয়োজন হইতেছে পাপ দূর করা। কাজেই সেগুলি যদি (লোকবঞ্চনা প্রভৃতি) অন্য উদ্দেশ্যেও করা হয় তথাপি সেগুলি নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করিবে না (তাহার ফলে পাপ দূর হইবেই)। এইভাবে—আমার এই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানটীও দুইটী প্রয়োজন সাধন করিবে, জনসমাজে আমি তপস্বী বলিয়া প্রচারিত হইব এবং পাপও ক্ষয় করিব'। এইপ্রকার মতলব যদি কেহ করে এইজন্য তাহা নিষেধ করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন "প্রেত্যেহ" ইত্যাদি। এই ব্রত যদি কপটতাপূর্ব্বক আচরণ করা হয় তাহা হইলে উহা "রক্ষাংসি গচ্ছতি" =নিষ্ফল হইয়া থাকে, তাহা পাপ ক্ষয় করে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ইহাতে কেবল যে কার্য্যটী বিফল হয় তাহা নহে, কিন্তু এতাদৃশ ব্রতানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি "গর্হ্যন্তে"=নিন্দিত হইয়া থাকে, "ব্রহ্মবাদিভিঃ"=বেদপ্রমাণজ্ঞ শিষ্টগণের দ্বারা। ১৯৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যে ব্যক্তি যে আশ্রমের লোক নহে সে যদি সেই আশ্রমের বেশ ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহা হইলে সে ব্যক্তি ঐ আশ্রমিগণের পাপটীমাত্র প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্যুর পর তির্য্যক্ জাতিতে জন্মে।)

(মেঃ)—প্রত্যেকটী আশ্রমেরই চিহ্ন (বেশ) ধারণ করা যায়। যেমন, ব্রহ্মচারী না হইয়াও ব্রহ্মচারীর চিহ্ন মেখলা-মৃগচর্ম্ম ধারণ করা; গৃহস্থের বেশ বংশদণ্ড, কুণ্ডল, কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ করা; বানপ্রস্থের চিহ্ন চর্ম্ম, ছিন্নবস্ত্র, জটা প্রভৃতি ধারণ করা; এবং সন্ন্যাসীর বেশ গৈরিক বস্ত্র, দণ্ড প্রভৃতি ধারণ করা। যে লোক অনাশ্রমী (কোন আশ্রমেই নাই) সে এইপ্রকার বেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষার জন্য যদি বিচরণ করে, সেইভাবে "বৃত্তিমুপজীবতি"=জীবিকা অর্জ্জন করে তাহা হইলে তাহা দ্বারা সে সেই আশ্রমীর পাপ হরণ করে এবং "তির্য্যগ্‌যোনৌ"=শৃগাল, কুকুর প্রভৃতি তির্য্যগ্ জাতিতে জন্ম গ্রহণ করে। এস্থলে এরূপ আশঙ্কা করা সঙ্গত নহে যে, লিঙ্গি-গণের যে পাপ তাহা উঁহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া কিরূপে অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হইতে পারে—ইহা ত অসম্ভব? কারণ ইহা হইতে এইপ্রকার নিষেধমাত্র প্রতীত হইতেছে যে অন্যের বেশ ধারণ কর্ত্তব্য নহে। যদিও এখানে নিষেধটী সাক্ষাৎ শব্দবোধিত নহে তথাপি এখানে এই যে নিন্দার্থবাদ রহিয়াছে ইহা হইতেই ঐ নিষেধটী অবগত হওয়া যায়। ২০০

(পরের জলাশয়ে কখন স্নান করিবে না। তাহাতে স্নান করিলে ঐ জলাশয়ের যিনি কর্ত্তা তাহার পাপের অংশে লিপ্ত হইয়া পড়িতে হয়।)

(মেঃ)—যাহাতে অথবা যাহা হইতে "নিপিবতি"=লোকে পান করে তাহাকে বলে নিপান। সুতরাং 'নিপান' অর্থ জলাশয়; যেমন, দীঘি, কুয়া, পদ্মাকর প্রভৃতি। সেই জলাশয় যদি পরকীয় হয় অর্থাৎ অপরে কেবল নিজ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহা খনন করে—সকলের জন্য যদি তাহা উৎসর্গ না করে তাহা হইলে তাহাতে কখনও স্নান করিবে না। চণ্ডালাদি স্পর্শজনিত যে নিত্য (অবশ্যকরণীয়) স্নান এবং গ্রীষ্মসন্তাপ ও স্বেদ দূর করিবার জন্য যে নৈমিত্তিক স্নান তাহা করাও সেখানে নিষিদ্ধ। ইহার ব্যতিক্রম করিলে অর্থাৎ এই নিষেধটী না মানিলে কি দোষ হয় তাহা বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি ঐ জলাশয়ের কর্ত্তা তাহার যাহা কিছু পাপ থাকে তাহার কোন একটী অংশ ঐ স্নানকারী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়। ইহা নিষেধেরই অঙ্গস্বরূপ নিন্দার্থবাদমাত্র। ২০১

(অন্য লোকের যান, শয্যা, আসন, কূপ, উদ্যান এবং গৃহ যদি তাহা কর্ত্তৃক দান করা না হয় তাহা হইলে সেগুলি যে ব্যবহার করে তাহাকে উহার পাপের চতুর্থ ভাগ ভোগ করিতে হয়।)

(মেঃ)—পরের যানাদি দ্রব্যগুলি যদি দান করা না হয় তাহা হইলে যে লোক তাহা ব্যবহার করে সে তাহার পাপের চতুর্থ ভাগ প্রাপ্ত হয়। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, এখানে "অদত্তানি" এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় ঐ দ্রব্যগুলি যদি সকলের ব্যবহারের জন্য কল্পিতও হয় তথাপি উহা ব্যবহার করা উচিত নহে। এরূপ বলা কিন্তু অসঙ্গত। কারণ, যাহাতে অন্যের অধিকার থাকে সেরূপ বস্তুর সম্বন্ধে ঐপ্রকার বলা যায়। কিন্তু ঐগুলিতে ত আর পরের অধিকার নাই; যেহেতু তাহা কর্ত্তৃক উহা সম্যক্‌ভাবে ত্যাগ করাই হইয়াছে। এখানে যে 'পাপের চতুর্থ অংশ' এইরূপ বলা হইয়াছে উহা বিবক্ষিত নহে, অর্থাৎ উহা স্বার্থে তাৎপর্য্যশূন্য, ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ২০২

(দেবখাত নদী, তড়াগ, সরোবর এবং গর্ত্ত ও প্রস্রবণে নিত্য স্নান করিবে।)

(মেঃ)—সকল নদীই দেবখাত (স্বাভাবিক জলাশয়)। কাজেই সেগুলি দেবখাত এবং অদেব-খাত এই উভয়প্রকার হইতে পারে না। অতএব এখানে যে 'দেবখাত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে নদী যখন উহার বাচ্য (বিশেষ্য) হয় তখন উহাকে ঐ স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে ('দেবখাতাসু' এইরূপ বলিতে হইবে)। তড়াগ প্রভৃতিগুলি দেবখাতও হইতে পারে এবং অদেব-খাত—মনুষ্য কর্ত্তৃক খনিতও হইতে পারে। দেবগণই যে তাহা খনন করিয়া দেয় তাহা নহে। এগুলির খননকর্ত্তা যে কে তাহা কাহারও স্মরণ নাই; কাজেই ঐগুলির মহত্ত্বই লক্ষণা দ্বারা বোধিত হইতেছে। অর্থাৎ অতি বিশাল যে তড়াগ প্রভৃতি, যাহার খননকর্ত্তা প্রসিদ্ধ নাই, তাহাতে নিত্য স্নান করা যায়, ইহাই এখানে বলা হইয়াছে। ২০৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(জ্ঞানী ব্যক্তি যেন কেবল 'নিয়ম' পালন করিয়াই সন্তুষ্ট না থাকেন, কিন্তু 'যম'গুলিও সতত পালন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি কেবল 'নিয়ম'পরায়ণ সে যদি 'যম' পালন না করে তাহা হইলে তাহাকে পতিত হইতে হয়।)

(মেঃ)—শাস্ত্রের যেগুলি নিষেধাত্মক বিধি সেগুলিকে বলে 'যম'; যেমন, "ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না," "সুরা পান করিবে না" ইত্যাদিগুলি হইতেছে 'যম'। আর যেগুলি অনুষ্ঠানযোগ্য কর্ম্ম সেগুলিকে বলে 'নিয়ম'; যেমন, "প্রতিদিন বেদ পাঠ করিবে" ইত্যাদি। "ন নিত্যং নিয়মান্"= নিত্য নিয়মই কেবল পালন করিবে না। ইহা দ্বারা একথা বলা হইতেছে না যে 'নিয়ম পালন করিবে না'; কিন্তু ইহাই বলা হইতেছে যে 'যম' পালন করা 'নিয়ম' পালন করা অপেক্ষা আরও বেশী অবশ্যকর্ত্তব্য। এইজন্য "যমান্ পতত্যকুর্ব্বাণঃ"='যম' পালন না করিলে পতিত হইতে হয়। কারণ, 'যম' লোপ হইলে পাতিত্যজনক ব্রহ্মহত্যাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে (যাহার ফলে পতিত হইতে হয়)। আর পতিত হইলে সন্ধ্যাবন্দনাদি 'নিয়ম' পালন করিবারও অধিকার থাকে না। পক্ষান্তরে যদি 'নিয়ম' পালিত না হয় তাহা হইলে পতিত হইতে হয় না। এইজন্য এইরূপ শিষ্টজন বচন রহিয়াছে,—"যে ব্যক্তি 'যম' পালনে বিমুখ সে পতিত হইয়া পড়ে, কিন্তু যে ব্যক্তি 'যম'পরায়ণ সে নিয়ম পালনে উৎসাহশূন্য হইলেও পাতিত্যগ্রস্ত হয় না।" "নিয়মসকল বিবেচনাপূর্ব্বক সম্যক্ পর্য্যালোচনা না করিয়া 'যম'প্রধান কর্ম্মে উপেক্ষা বুদ্ধি করিবে না।" কাহারও কাহারও মতে 'যমনিয়ম'গুলি পারিভাষিক অর্থাৎ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন, "অহিংসা, সত্যকথা বলা, ব্রহ্মচর্য্য, শাঠ্যহীনতা, চুরি না করা এই পাঁচটী এবং ব্রতকলাপ—এগুলির নাম 'যম'। ক্রোধহীনতা, গুরুসেবা, শৌচ, আচারপরায়ণতা ও প্রমাদশূন্যতা এই পাঁচটী এবং উপব্রতসমূহ—এগুলি হইতেছে 'নিয়ম'। ইঁহাদের মতানুসারেও কিন্তু এই শ্লোকটীতে যম ও নিয়মের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বলা হইতেছে—অর্থাৎ যমের গুরুত্ব অধিক; কাজেই তাহা অবশ্য-পালনীয়, ইহা বলা হইতেছে। কাজেই ইহা দ্বারা এরূপ বিধান করা হইতেছে না যে 'যম-' গুলিই পালন করিবে আর নিয়মগুলি পালন করিবে না; কারণ, যম এবং নিয়ম উভয়ই পালন করা শাস্ত্রবিহিত। (সুতরাং কোনটীই উপেক্ষা করা চলিবে না।) ২০৪

(বেদজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি যে যজ্ঞ করে, গ্রামযাজী ব্যক্তি যে যজ্ঞ করে, কিংবা স্ত্রীলোক অথবা নপুংসক যেখানে হোম করে সেখানে ব্রাহ্মণের ভোজন করা কখনও উচিত নহে।)

(মেঃ)—আগে যে ব্রতের বিষয় উপদেশ করা হইতেছিল তাহার প্রকরণ পূর্ব্বশ্লোকটীতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে নিষেধবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইতে থাকিবে। (কোন্ কোন্ বিষয় নিষিদ্ধ অর্থাৎ করা উচিত নহে তাহা এইবার বলা হইবে।) তন্মধ্যে ভোজন ক্রিয়াটীতে সকলেই প্রার্থী; কাজেই যে কোন স্থানেই ভোজন করাটা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এইজন্য সে সম্বন্ধে নিষেধ বলিতেছেন। "অশ্রোত্রিয়"—ইহার অর্থ যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করে নাই; সেরূপ লোকের দ্বারা "ততে"=প্রারব্ধ যজ্ঞে কিংবা অশ্রোত্রিয় ঋত্বিক্‌গণ যে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছে তাহাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। "গ্রামযাজী"= গ্রামের সকলের যিনি যাজকতা করেন; সেরূপ লোক যেখানে হোম করেন এবং স্ত্রীলোক যেখানে হোম করে,—। ছান্দোগ্য শাখীর পক্ষে গৃহ্যস্মৃতিকারগণ এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা অগ্নিহোত্র হোম করিবে। এইজন্য উহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এইরূপ নিষেধ বলিতেছেন। অথবা যদি এমন কিছু ঘটে যে, কোন যজ্ঞেতে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য—স্বামী দারিদ্র্যপীড়িত হওয়ায় তাহার কোন প্রাধান্য নাই এবং তাহার পত্নী তাহার যৌতুকাদি প্রাপ্ত ধন ও পিতৃবংশের বলে উদ্ধতস্বভাবা সেখানকার জন্য এই নিষেধ বলা হইতেছে, অর্থাৎ সেরূপ স্থলে ভোজন করিবে না। "ক্লীব"—ইহার অর্থ নপুংসক। ২০৫

(যে স্থানে ঐপ্রকার ব্যক্তি হবির্দ্রব্য আহুতি দেয় সেখানে উহা সাধু ব্যক্তিগণের পক্ষে মোটেই প্রশংসার বিষয় নহে; দেবতাগণের পক্ষেও উহা অনুকূল নহে। অতএব, ঐরূপ স্থলে ভোজন করা বর্জ্জনীয়।)

(মেঃ)—আগেকার শ্লোকটীতে যে নিষেধ বলা হইয়াছে ইহা তাহারই অর্থবাদস্বরূপ। 'অশ্লীলম্'=শ্লাঘার (প্রশংসার) বিষয় নহে; "সাধূনাং"=শিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে। যে স্থলে এইপ্রকার ব্যক্তিরা "হবিঃ জুহ্বতি"=যজ্ঞ করিয়া থাকে। ইহা দেবতাগণের "প্রতীপম্"=প্রতি-কূল। এই কারণে এরূপ স্থলে গমন পরিত্যাগ করিবে। ২০৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মত্ত, ক্রুদ্ধ এবং আতুর ব্যক্তির অন্ন কখনও ভোজন করিবে না। যাহা কেশ অথবা কীটের সংসর্গে দূষিত হইয়াছে এবং যাহাতে ইচ্ছা করিয়া পা ঠেকাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাও কখন ভোজন করিবে না।)

(মেঃ)—অল্পই হউক অথবা বেশীই হউক মদ্যাদিসেবী ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক থাকিলেই সেই অন্ন অভক্ষ্য হইবে। কেহ কেহ বলেন বেশী পরিমাণে মদ্যাদি সেবনে যে অপ্রকৃতিস্থ হয় সেরূপ যে মদ্যশৌণ্ড (মাতাল) তাহার অন্ন ভোজন করা উচিত নহে। এইরূপ, যে লোক ক্রোধপ্রধান, অল্পেতেই অধিক ক্রুদ্ধ হওয়া যাহার স্বভাব এবং যে লোক আতুর অর্থাৎ রোগগ্রস্ত তাহার অন্নও অভক্ষ্য। "কেশকীটাবপন্নং"=কেশ এবং কীটের দ্বারা যাহা অবপন্ন অর্থাৎ সংসর্গ ঘটায় দূষিত হইয়াছে। মাছি, টিক্‌টিকি প্রভৃতি কতকগুলি কীট মৃত অবস্থায় যদি অন্নের উপর পড়ে তবেই সেই অন্ন দূষিত হয়, জীবিত অবস্থায় পড়িলে দোষ হয় না। আবার অন্য কতকগুলি কীট আছে যেগুলি জীবন্ত অবস্থায় খাদ্যের উপর পড়িলেও তাহা দূষিত হইয়া যায়। এখানে 'কীট' বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও উহা দ্বারা কৃমি, পতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তুসকলকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর 'কেশ'-পদের দ্বারা নখ, লোম, দূষিকা (পিঁচুটি) প্রভৃতি মলও ধর্ত্তব্য বলিয়া অভিপ্রেত হইয়াছে, কারণ এইরূপই শিষ্টাচার। জ্ঞানপূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া যাহা পা দিয়া স্পর্শ করা হইয়াছে সেরূপ অন্নও অভক্ষ্য। যদি অসাবধানতাবশতঃ ঐরূপ ঘটে তাহাতে দোষ হয় না। ২০৭

(ভ্রূণহা যাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে, রজস্বলা নারী যাহা স্পর্শ করিয়াছে, আমিষাশী পক্ষী যাহাতে মুখ দিয়াছে এবং কুকুরে যাহা স্পর্শ করিয়াছে সেরূপ অন্নও অভক্ষ্য।)

(মেঃ)—"ভ্রূণহা"—ইহার অর্থ ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি; তাহা দ্বারা "অবেক্ষিতম্"=যাহা ভালভাবে দৃষ্ট হইয়াছে। অপরাপর পাতকীরও দৃষ্টান্তরূপে ইহা বলা হইল, অর্থাৎ যে কোনপ্রকার পাতকী ব্যক্তি যে অন্ন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে;—। পাতকিগণের দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করা অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ। আর পাতকী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, ইহাই যখন বিধি তখন উহা দ্বারাই পাতকিস্পৃষ্ট অন্নও যে পরিত্যাজ্য তাহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "উদক্যা"—ইহার অর্থ রজস্বলা নারী; সে যদি অন্ন স্পর্শ করে তবেই তাহা নিষিদ্ধ, কিন্তু তাহা দ্বারা অবেক্ষিত অন্ন নিষিদ্ধ নহে। আচ্ছা, ঐ রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিলেও ত স্নান করিবার বিধি বলিবেন। সুতরাং, ঐ বচনটীর দ্বারাই যখন রজস্বলার স্পর্শে অশুচি হয় ইহা সিদ্ধ হইতেছে তখন রজস্বলা নারী যে অন্ন স্পর্শ করিয়াছে তাহা ভোজন করিবার প্রসঙ্গ কোথায়? (অতএব এখানে তাহা নিষেধ করা অপ্রসক্ত-প্রতিষেধ হইয়া পড়িতেছে।) ইহার উত্তরে বক্তব্য, রজস্বলাস্পৃষ্ট অন্ন প্রক্ষালন করিয়া ভোজন করা যায়, কিন্তু পাতকিস্পৃষ্ট অন্ন প্রক্ষালন করিয়াও ভক্ষণ করা যায় না। অথবা 'ভ্রূণহা' বলিয়া যে উল্লেখ করা হইয়াছে উহা দৃষ্টান্তস্বরূপে একটীমাত্র উল্লেখ। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে "দিবাকীর্ত্তি" ইত্যাদি শ্লোকে যাহাদের উল্লেখ আছে 'ভ্রূণহ' শব্দের দ্বারা সেগুলি সব ধর্ত্তব্য তাহা হইলে রজস্বলা দ্বারা অবেক্ষিত অন্নও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। (এইজন্য পৃথক্‌ভাবে রজস্বলার উল্লেখ করা হইল।) ইহা দ্বারা "শুনা সংস্পৃষ্টং" এই অংশটীরও তাৎপর্য্য কি তাহা বলিয়া দেওয়া হইল। এইজন্য বলা হইয়াছে যে, 'ভ্রূণহা' ইহা অন্যান্য পতিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্তস্বরূপ। কাজেই এখানে পতিত, সূতিকা প্রভৃতির নিষেধ গ্রহণ করাও সঙ্গত। 'উদক্যা'—ইহা সূতিকারও দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ। "পতত্রিণা"='পতত্রী'—ইহার অর্থ পক্ষী; আর পক্ষী বলিতে গৃধ্র, বায়স প্রভৃতি আমিষাশী পক্ষীই বোদ্ধব্য, কিন্তু হংস প্রভৃতি পক্ষী নহে; কারণ এ সম্বন্ধে এইরূপই শিষ্টাচার। ২০৮

(যে অন্ন গরুর দ্বারা আঘ্রাত হইয়াছে, বিশেষভাবে ঘোষণা করিয়া যে অন্ন দেওয়া হয়, গণান্ন অর্থাৎ বহুলোকের স্বত্বস্বরূপ যে অন্ন, গণিকার অন্ন এবং বেদজ্ঞ ব্যক্তি যে অন্নের নিন্দা করেন সেরূপ অন্ন ভোজন করিবে না।)

(মেঃ)—"ঘুষ্টান্নং"—উচ্চ ঘোষণা করিয়া যে কোন অনিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে যে অন্ন ভক্ষণ করিতে দেওয়া হয়; মঠ, সত্র অথবা ভক্ত প্রভৃতি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যেখানে অন্ন রক্ষিত নহে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের জন্য যেখানে অন্ন প্রস্তুত হয়,—। অথবা, একজনকে দিবার জন্য যাহা স্বীকার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করা হইয়াছিল তাহা যদি অপর ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে বলে 'ঘুষ্টান্ন'। 'ঘুষ্' ধাতুটী প্রতিপত্তি জ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহা না থাকিলে যজ্ঞবিবাহাদি স্থলে অনিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে যে ভোজন করান হয় তাহা ঐ ঘুষ্টান্ন হইবে। "গণান্ন"=গণের অন্ন; এই যে 'গণ'—ইহার অর্থ সংঘাত অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধরহিত বহুর সমষ্টি। এইজন্য অবিভক্ত ভ্রাতাদের 'গণ' বলা চলে না। আর অবিভক্ত ভ্রাতাদের সকলের জন্য একটী মাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য এই বচন অনুসারে তাহাদের সকলের পক্ষে আতিথ্যক্রিয়া প্রভৃতি ধর্ম্ম একটীমাত্র; ইহা অগ্রে নবম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। আর এই জন্যই সেখানে বলা হইয়াছে যে "ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতার সমস্ত ধন গ্রহণ করিবে"। আর ঐ যে ধনগ্রহণ উহার অর্থ অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্মসকলে জ্যেষ্ঠেরই অধিকার, ইহাও দেখান হইতেছে। অন্য কোন ধন যদি ভ্রাতাদের সাধারণ সম্পত্তি হয় অথচ তাহা ঐ পিতৃধনের মধ্যে পড়ে না তাহা হইলে তাহা খরচ করা জ্যেষ্ঠের পক্ষে নিষিদ্ধ। 'গণিকা' অর্থ বেশ্যা। "জুগুপ্সিতং"=নিন্দিত, "বিদুষা"=বেদার্থজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা; যেমন 'বিসবল্লী' অর্থাৎ পদ্মের গোড়া এবং ডাঁটা প্রভৃতি (অভক্ষ্য না হইলেও নিন্দিত)। ২০৯

(চোর, গানক্রিয়াজীবী, ছুতার, সুদখোর, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে 'দীক্ষিত', কৃপণ, বদ্ধ এবং নিগড়বদ্ধ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না।)

(মেঃ)—"গায়ন"—ইহার অর্থ যে লোক গান গাহিয়া খায়। (তাহা না হইলে পুণ্যের জন্য) 'অপরান্তক' প্রভৃতি সপ্তবিধ গান যিনি গান করেন তাঁহার সেটী শাস্ত্রবিহিত বলিয়া তাঁহার অন্ন নিষিদ্ধ নহে। 'কদর্য্য' অর্থ কৃপণ। বদ্ধ এবং নিগড় ইহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, 'বদ্ধ' তাহাকে বলে যাহাকে কেবল কথা দ্বারা অবরুদ্ধ করা হইয়াছে, আর অপর ব্যক্তিটী রজ্জু কিংবা লৌহশৃঙ্খল প্রভৃতি দ্বারা রুদ্ধ; সে 'নিগড়'=নিগড়িত। "নিগড়স্য চ", ইহার বদলে "বিশদস্য চ" এইরূপ পাঠ কেহ কেহ স্বীকার করেন। 'কণ্ঠ'কে বিশদ বলা হয়। ২১০

(অভিশস্ত অর্থাৎ পতিত, ষণ্ঢ, পুংশ্চলী এবং দাম্ভিক—ইহাদের অন্ন, শুক্ত-অন্ন, শূদ্রের উচ্ছিষ্ট অন্ন—ইহাও ভোজন করিবে না।)

(মেঃ)—'পুংশ্চলী'=যে নারী যে কোন পুরুষের সহিত মৈথুনকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। আচ্ছা, পূর্ব্বে ত গণিকার অন্ন ভোজন করা নিষেধ করা হইয়াছে (তবে আবার এখানে পুংশ্চলীর অন্ন স্বতন্ত্রভাবে নিষেধ করিতেছেন কেন?) (উত্তর)—না; ইহা সেরূপ নহে। কারণ, গণিকা এবং পুংশ্চলী পৃথক্। 'গণিকা' অর্থ বেশ্যা, বেশজীবিনী নারী; আর 'পুংশ্চলী' হইতেছে ইন্দ্রিয়-চপলা (কামুকী) নারী। "দাম্ভিক"=বৈড়ালব্রতিক প্রভৃতি, যাহারা কপটতাপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করে। শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ; ইহাতে বিশেষপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; এই-জন্যই আলাদাভাবে নিষেধ করা হইয়াছে; তাহা না হইলে সকলের উচ্ছিষ্ট অন্নই অভক্ষ্য, তাহা ভোজন করা নিষিদ্ধই হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন রন্ধনপাত্রের মধ্য হইতে শূদ্রকে ভোজন করিতে দিবার পর যে অন্ন তাহাতে অবশিষ্ট থাকে তাহাকে 'শূদ্রোচ্ছিষ্ট' অন্ন বলা হয়। এস্থলে "শূদ্রস্যোচ্ছিষ্টমেব চ"—ইহার বদলে "উচ্ছিষ্টমগুরোস্তথা" এইরূপ পাঠান্তর আছে। উচ্ছিষ্ট বলিতে তাহাই বুঝায় যাহা অন্যের স্পর্শে অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে অথবা যাহা খাইবার পর ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। নিজে যখন ভোজন করা হয় তখন এক গ্রাস খাইলে ভোজনপাত্র মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা 'ভুক্তোজ্ঝিত' হইবে না। কারণ, ইহা শিষ্টাচার নহে যে, প্রদত্ত অন্ন একবার খাইয়া পুনরায় আচমন করিয়া অন্য পাত্রে আবার অন্ন লইয়া তাহা খাওয়া হয়। বস্তুতঃ, সেভাবে অন্ন ভোজন করিতে নাই। কারণ, খাইতে বসিয়া ঐভাবে উঠিয়া পড়া প্রভৃতি অন্যপ্রকার ক্রিয়া করাটা নিষিদ্ধ। এইজন্য ভোজন করিতে বসিয়া যতক্ষণ না তৃপ্তি হয় অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভোজন হয় ততক্ষণ একটীই ভোজন ক্রিয়া চলিতেছে বলিয়া সেরূপ অবস্থায় যতক্ষণ না আচমন করা হয় ততক্ষণের মধ্যে এক গ্রাস ভোজনের পর অন্যান্য গ্রাসগুলি গ্রহণ করিবার জন্য অন্নপাত্রটী যে স্পর্শ করা হয় তাহা দোষাবহ নহে। তবে যেখানে সহভোজন করা হয় সেখানে ভোজনকালে অন্য ব্যক্তি স্পর্শ করিলেও তাহাতে দোষ হয় না এবং তাহা উচ্ছিষ্ট ভোজন বলিয়াও গণ্য হয় না; কারণ, ঐ সহভোজনটী স্বতন্ত্র একটী পদার্থ। এরূপ স্থলে পিতা পুত্রাদির ভুক্তাবশিষ্ট রন্ধনপাত্রস্থ অন্ন ভোজন করিতে পারেন। এইজন্য আপস্তম্ব প্রভৃতি ঋষিগণ ভোজনস্থান উল্লেখ করিতে গিয়া সেই প্রসঙ্গে অনুপনীত পুত্রের সহিত ভোজন করারই নিন্দা করিয়াছেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিন্তু উপনীত পুত্রের সহিত বসিয়া ভোজন করিবার নিন্দা করেন নাই। এ পক্ষে অর্থাৎ যাঁহারা সহভোজন স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে বিজাতীয় (ভিন্নজাতীয়) ব্যক্তির সহিত সহ-ভোজন নিষিদ্ধ। সেরূপ স্থলে কোন কিছু ব্যবধান থাকা (কোন কিছু দ্বারা আড়াল করিয়া দেওয়া) আবশ্যক। খাইবার পর যাহা ভোজনপাত্রে পড়িয়া থাকে তাহা নিজের এবং পরের, সকলেরই ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট নামে কথিত হয়। কারণ, 'উচ্ছিষ্ট' শব্দটীর ধাত্বর্থলভ্য অর্থ তাহাই। ২১১

(চিকিৎসক, মৃগয়াজীবী, কুটিল ব্যক্তি এবং উচ্ছিষ্টভোজী—ইহাদের অন্ন, 'উগ্র' জাতির অন্ন, সূতিকার জন্য পাক করা অন্ন, 'পর্য্যাচান্ত' অন্ন এবং অশৌচের অন্ন ভক্ষণ করিবে না।)

(মেঃ)—অন্য স্মৃতি মধ্যে এইরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ আছে—শল্যাজীবী অর্থাৎ অস্ত্র-চিকিৎসক এবং নর্ত্তনজীবীর অন্ন খাইবে না। "মৃগয়ু"—ইহার অর্থ যে লোক মৃগ শীকার করে, মৃগয়ার জন্য অথবা মাংস বিক্রয় করিবার জন্য যে লোক মৃগ বধ করে। 'ক্রূর'—ইহার অর্থ কুটিল প্রকৃতির লোক যাহাকে সহজে প্রসন্ন করা যায় না। "উচ্ছিষ্টভোজী" অর্থাৎ নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্ট অন্ন যে ভোজন করে। "উগ্র"=জাতিবিশেষ;—। বেদে ইহাকে 'রাজা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। "উগ্রো মধ্যমশীরি বা" ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ 'উগ্র' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। উহার সম্বন্ধে অন্য কোন নিষেধবচন নাই; কেবলমাত্র 'উহার অন্নভোজনে এইরূপ দোষ হয়' এইপ্রকার দোষোল্লেখ রহিয়াছে। কাজেই এখানে "রাজার অন্ন তেজ হরণ করে" এইপ্রকার অর্থবাদ হইতে উহার সম্বন্ধে নিষেধ অনুমিত হয় ('রাজার অন্ন ভক্ষণ করিবে না' এইরূপ নিষেধ নিরূপিত হয়)। "সূতিকান্ন"= সূতিকা নারীর জন্য যে অন্ন পাক করা হইয়াছে তাহা সেই বংশের কাহারও পক্ষে ভক্ষণীয় নহে। ঐ সূতিকান্ন "অনির্দ্দশং"=দশ দিন অতিক্রান্ত না হইলে অর্থাৎ দশ দিন পর্য্যন্ত অভক্ষ্য। সুতরাং ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পক্ষে দশ দিনের পরও অশৌচ থাকে বটে, কিন্তু ঐ সূতিকান্ন কেবল দশ দিনই তাহাদের অভক্ষ্য। এস্থলে "সূতকান্ন" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। তখন ঐ 'সূতক' শব্দটী দ্বারা 'সূতক' (অশৌচ) যুক্ত লোক, এইরূপ অর্থ লক্ষিত হইবে। যাহাদের বংশে সূতক (সন্তানোৎপত্তি) হইয়াছে তাহাদের অন্ন দশ দিন ভোজন করা চলিবে না। যে স্থলে বংশের সকল লোকেরই জননাশৌচ হয় তখনই এই নিষেধ। কিন্তু কেবল মাতা ও পিতার কিংবা কেবল মাতারই যখন ঐ অশৌচ ঘটে সে পক্ষে বংশের অশৌচ যে কয়দিন হয় কেবল সেই কয়দিনই তাহাদের অন্ন অভক্ষ্য এবং মাতাপিতার যে কয়দিন অশৌচ কেবল তাহাদের অন্ন সেই কয়দিন অভক্ষ্য। এ পক্ষে ('সূতকান্ন' অভক্ষ্য এইরূপ পাঠ ধরা হইলে) 'অনির্দ্দশ' ইহা দ্বারা অশৌচ নিবৃত্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি যে বর্ণের যতদিন অশৌচ-কাল ততদিন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত, তাহাদের অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। এস্থলে শ্লোকটীতে "সূতিকান্নমনির্দ্দশম্" এইরূপ পাঠ থাকা উচিত ছিল বটে; কিন্তু ছন্দের অনুরোধে মাঝখানে "পর্য্যাচান্তম্" এই কথাটী বসাইয়া ব্যবধান করা হইয়াছে। কেহ কেহ "অনির্দ্দশং" এটীকে "সূতিকান্নং" ইহার সহিত অন্বিত না করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র রাখিয়া ব্যাখ্যা করেন। এস্থলে 'সূতক' শব্দটীর দ্বারা অশৌচকাল লক্ষিত হইতেছে। "অনির্দ্দশং"=গরু প্রভৃতি প্রাণীর দুগ্ধ দশ দিন অতিক্রান্ত না হইলে অর্থাৎ দশ দিন পর্য্যন্ত অভক্ষ্য। "পর্য্যাচান্তং"=শৌচ এবং আচমণের দ্বারা যদি ব্যবধান ঘটে। কোন কারণে যদি খাইতে খাইতে একবার আচমন করা হয় তাহা হইলে সেই ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন পুনর্ব্বার ভোজন করা অনুচিত। ২১২

(যে অন্ন সমাদরপূর্ব্বক দেওয়া হয় নাই তাহা, বৃথা মাংস, অবীরা নারীর অন্ন, শত্রুর অন্ন, নগরীর অন্ন, পতিত ব্যক্তির অন্ন এবং যাহার উপর হাঁচি পড়িয়াছে সেরূপ অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।)

(মেঃ)—পূজার যোগ্য ব্যক্তিকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক যে অন্ন দেওয়া হয় তাহা অনর্চ্চিত। কিন্তু বন্ধু প্রভৃতির পক্ষে সমাদরপূর্ব্বক দেওয়া না হইলেও তাহা অনর্চ্চিত অন্ন হইবে না। "বৃথা-মাংসং"=যে মাংস দেবপূজাদির অবশিষ্ট নহে কিন্তু যাহা কেবল নিজেদের ভোজনের জন্যই সংগ্রহ করা হইয়াছে। "অবীরা"—ইহার অর্থ যে স্ত্রীলোকের স্বামী অথবা পুত্র কেহই নাই। "দ্বিষৎ-অন্ন";—'দ্বিষৎ' অর্থ শত্রু। "নগরীর অন্ন",—'নগরী'—ইহার অর্থ নগরীর অধিপতি; তিনি রাজা না হইলেও তাঁহার অন্ন অভক্ষ্য। "অবক্ষুতং"=যে অন্নের উপরে কেহ হাঁচিয়া ফেলিয়াছে (তাহাও অভক্ষ্য)। ২১৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(পিশুন অর্থাৎ যে অসাক্ষাতে অন্যের নিকট অপরের বিরুদ্ধে কথা বলে, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, যে লোক নিজে যজ্ঞ করিয়া তাহার ফল অন্যের নিকট বিক্রয় করে, যে নটবৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে, যে সেলাইয়ের কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং সে উপকারীর অনিষ্ট করে তাহাদের অন্ন ভক্ষণ করিবে না।)

(মেঃ)—বিশ্বাস করিয়া কেহ কোন গোপনীয় কথা বলিলে তাহা যে অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয় কিংবা যে লোক অসাক্ষাতে অপরের ছিদ্র উদ্‌ঘাটন করে তাহাকে বলে 'পিশুন'। "অনৃতী"=যে লোক কূটসাক্ষ্য, মিথ্যা বলিয়া সাক্ষ্য দেয়। "ক্রতুবিক্রয়কারকঃ",—'ক্রতু' বলিতে যজ্ঞ বুঝায়; নিজে যজ্ঞ করিয়া যে লোক তাহা বিক্রয় করে অর্থাৎ আমার যজ্ঞের ফল তোমার হউক, এই বলিয়া তাহার মূল্য গ্রহণ করিয়া তাহা দান করে,—। যদিও বাস্তবিকপক্ষে যজ্ঞের ফল বিক্রয় করা সম্ভব নহে তথাপি যাহার ক্রিয়াকলাপ ও জীবিকা এইপ্রকারে অপরকে প্রতারণা করা তাহার অন্ন ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। "শৈলূষ"—ইহার অর্থ নট; অথবা যে নিজ স্ত্রীর দেহ পণ্য করে। "তুন্নবায়" অর্থ সৌচিক অর্থাৎ যে লোক সূচিবৃত্তি, সেলাইয়ের কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। "কৃতঘ্ন"=যে লোক অন্যে তাহার যে উপকার করিয়াছে তাহা নষ্ট করে (অস্বীকার করে) এবং সেই উপকারকারী ব্যক্তির অনিষ্ট করে, উপকার করিতে পারিলেও তাহার উপকার করে না। ২১৪

(কর্ম্মকার, নিষাদ জাতি, রঙ্গমধ্যে মল্লক্রীড়াদি প্রদর্শনকারী, সুবর্ণ ব্যবসায়ী, বাজনা বাজাইয়া যে লোক জীবিকার্জ্জন করে এবং যে ব্যক্তি অস্ত্র বিক্রয় করে তাহাদের অন্ন ভোজন করিবে না।)

(মেঃ)—"কর্ম্মার"—ইহার অর্থ লৌহজীবী। নিষাদ=জাতিবিশেষ; ইহার সম্বন্ধে দশম অধ্যায়ে বলা হইবে। "রঙ্গাবতরক"=নট, গায়ন ছাড়া অন্য যাহারা রঙ্গমঞ্চের সহিত সংশ্লিষ্ট; মল্ল প্রভৃতি। অথবা যেখানেই কোন রঙ্গপ্রদর্শন হয় সেইখানেই যে লোক কৌতুহলবশতঃ ক্রীড়া দেখাইবার জন্য উপস্থিত হয়। "বেণঃ"—ইহার অর্থ যাহারা বাজনা বাজাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। "শস্ত্রবিক্রয়ী"=খড়্গ প্রভৃতি তৈয়ারি করিয়া বিক্রয় করে কিংবা অম্‌নিই লৌহ বিক্রয় করে যে লোক। ২১৫

(যাহারা মৃগয়া প্রভৃতির জন্য কুকুর পোষে তাহাদের অন্ন, শৌণ্ডিক, যাহারা বস্ত্র পরিষ্কার করে, যাহারা বস্ত্রে রং করে, যাহারা সকলের স্তুতি পাঠরূপ চারণ কর্ম্ম করে, এবং যাহার গৃহে উপপতি থাকে তাহাদের অন্ন ভোজন করিবে না)

(মেঃ)—যাহারা মৃগয়া প্রভৃতির জন্য কুকুর পোষে তাহারা 'শ্ববান্'। 'শৌণ্ডিক'=মদ্যব্যসন-যুক্ত অথবা মদ্য বিক্রয়কারী। "চৈলনির্ণেজক"=চৈল অর্থাৎ বস্ত্র 'নির্ণেজন' অর্থাৎ প্রক্ষালন করে যে সে চৈলনির্ণেজক; ইহা একজাতীয় শিল্পীর নাম। "রজক"—ইহার অর্থ যে লোক বস্ত্রে নীলী রং প্রভৃতি লাগায় (কাপড় ছোবায়)। "নৃশংস"=যাহারা 'নৃ' অর্থাৎ মনুষ্যগণের 'শংসন' অর্থাৎ গুণগান করে, যাহাকে লোকে 'বন্দী' (স্তুতিপাঠক) বলে। অথবা "নৃশংস"—ইহার অর্থ নির্দ্দয়। 'উপপতি' অর্থাৎ পত্নীর জার যাহার গৃহে থাকে। ২১৬

(যাহারা নিজগৃহে নিজপত্নীর উপপতিকে জানিয়া-শুনিয়া বরদাস্ত করে এবং যাহারা সর্ব্ব-প্রকারে স্ত্রীর অধীন তাহাদের অন্ন ভোজন করিবে না। কোন লোকের মরণাশৌচ হইলে তাহার দশ দিন অশৌচকাল না কাটিলে তাহার অন্ন খাইবে না। যে অন্ন খাইয়া অতৃপ্তি জন্মে তাহাও খাইবে না।)

(মেঃ)—পূর্ব্বশ্লোকে যে পত্নীর উপপতির কথা বলা হইয়াছে সে ঐ গৃহস্থের অজ্ঞাত (গৃহস্থ জানে না যে তাহার গৃহে উপপতি সম্পর্ক রহিয়াছে); আর এই শ্লোকটীতে বলা হইতেছে যে, গৃহস্থের উহা জানা আছে তথাপি সে তাহা বরদাস্ত করে, পত্নীকে শাসন করে না। অথবা গৃহের বাহিরেও পত্নী জারসংযুক্ত হয় সে অবগত নহে (আছে ?) তাহা হইলেও তাহার অন্ন ভক্ষণ করা উচিত নহে (কারণ ঐ পত্নী তাহার গৃহে থাকায় তাহার অন্ন দোষযুক্তই হইয়া থাকে)। (?) "স্ত্রীজিতাঃ";—যাহাদের বাড়ীতে পত্নীই 'হর্ত্তা-কর্ত্তা, সর্ব্বে-সর্ব্বা', কিন্তু পরিজন-গণের উপর গৃহস্থের নিজের কোন আধিপত্য নাই। এইজন্য সকলেই সেই ভার্য্যার বশবর্ত্তী। "প্রেতান্নং":—মরণাশৌচ ঘটিলে যে বংশে মৃত্যু হইয়াছে সেই বংশের সকলেরই অন্ন অভক্ষ্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এখানে এই "অনির্দ্দশ" পদটী সর্ব্ব বর্ণের অশৌচকালের উপলক্ষণস্বরূপ। পূর্ব্বে (২১২ শ্লোকে) যে "অনির্দ্দশং" বলা হইয়াছে সেটী যদি স্বতন্ত্রভাবেই (কাহারও বিশেষণ না হইয়াই) অশৌচের সহিত যাহাদের যাহাদের সম্বন্ধ আছে তাহাদের সকলেরই অন্ন ভোজন সমানভাবে নিষিদ্ধ, এইরূপ অর্থ বুঝায় তাহা হইলে এখানে এই "অনির্দ্দশ" শব্দটী "প্রেতান্নং" ইহার সহিত সম্বদ্ধ হইয়া এইপ্রকার অর্থ বুঝাইবে—প্রেতের সুহৃদ্, বান্ধব প্রভৃতি যাহাদের অশৌচ নাই তাহাদের অন্নও দশ দিন অভক্ষ্য হইবে, তাহারা যদি প্রেতের প্রতি কৃপাবশতঃ চতুর্থী শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করে (তাহা হইলে সেরূপ ব্যক্তিদেরও অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ)। যেহেতু "দশ দিনে, নবম দিবসে, চতুর্থ দিনে এবং অষ্টম দিবসে শ্রাদ্ধ" করা যায়, ইহা রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। গৃহ্যসূত্রকারগণের মধ্যেও কেহ কেহ ইহা বলিয়াছেন। "অতুষ্টিকরং"=যে অন্ন ভোজন করিলে মন প্রসন্ন হয় না তাহাও ভক্ষণ করিবে না। ২১৭

(রাজার অন্ন তেজ হরণ করে, শূদ্রের অন্নে ব্রহ্মবর্চ্চস নষ্ট হয়, সুবর্ণ বিক্রয়ীর অন্ন আয়ু ক্ষয় করিয়া দেয় এবং চর্ম্ম ব্যবসায়ীর অন্ন যশোনাশ করে।)

(মেঃ)—ঐ নিষেধগুলি লঙ্ঘন করিলে কি ফল হয় তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। যে লোক রাজার অন্ন ভোজন করে তাহার তেজোনাশ ঘটে। অপরাপর স্থলগুলিতেও এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। 'সুবর্ণকার' প্রভৃতি শব্দগুলি বিশেষ বিশেষ শিল্পজীবী ব্যক্তিদের বুঝায়। যাহারা জীবিকার জন্য স্বর্ণ লইয়া কাজ (অলঙ্কারাদি) করে তাহাদের 'সুবর্ণকার' বলে। 'রজক' প্রভৃতি শব্দগুলিরও অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে। যাহারা চর্ম্ম কর্ত্তন করে, ছেদন করে, তাহারা চর্ম্মবিকর্ত্তী। সেই কাজ করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে সেইরূপ অর্থেই এই শব্দটী রূঢ় (প্রসিদ্ধ)। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, পূর্ব্বে যাহাদের সম্বন্ধে কোন নিষেধ বলা হয় নাই অথচ এখানে তাহাদের অন্নগ্রহণে দোষ উল্লেখ করা হইতেছে তাহাদের অন্নগ্রহণও যে নিষিদ্ধ তাহা এই দোষশ্রুতি হইতে অনুমান করিয়া লইতে হইবে। ২১৮

(পাচকগণের অন্ন ভক্ষণে সন্তানহানি ঘটে, নির্ণেজকের অন্ন বলক্ষয় করে, আর গণান্ন এবং গণিকান্ন স্বর্গাদি লোক ব্যাহত করিয়া দেয়।)

(মেঃ)—"কারুক" বলিতে পাচক প্রভৃতিকে বুঝায়, যাহাদের কাজ বিশেষ নিন্দিত নহে। ইহাই অপরাপর শিল্পী হইতে ইহাদের পার্থক্য। 'প্রজার বিঘাত'—ইহার অর্থ সন্তান উৎপন্ন না হওয়া। ২১৯

(চিকিৎসকের অন্ন পূযস্বরূপ, পুংশ্চলীর অন্ন শুক্রস্বরূপ, বার্দ্ধুষিক ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠা-স্বরূপ এবং শস্ত্রবিক্রয়ীর অন্ন মলস্বরূপ।)

(মেঃ)—চিকিৎসকের অন্ন ভোজন করা পূয ভক্ষণ করার সমান। 'ইন্দ্রিয়'—ইহার অর্থ এখানে শুক্র। 'বিষ্ঠা' এবং 'মল' একই বস্তু। ২২০

(আর যে সকল লোকের অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া ক্রমশঃ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে জ্ঞানিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে তাহাদের অন্ন ত্বক্, অস্থি এবং লোমস্বরূপ।)

(মেঃ)—আলাদা আলাদা করিয়া যাহাদের অন্নের দোষ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের ছাড়া এই প্রকরণে উল্লিখিত অপরাপর ব্যক্তিগণেরও যে অন্ন তাহা গাত্রচর্ম্ম, অস্থি এবং লোমস্বরূপ। সেই ব্যক্তির গাত্রচর্ম্ম ভক্ষণ করিলে যে দোষ হয় তাহার অন্ন ভোজন করিলেও সেইপ্রকার দোষ ঘটে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ২২১

(অতএব ইহাদের মধ্যে যে কোন একজনের অন্ন অজ্ঞানপূর্ব্বক ভোজন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিন দিন উপবাস করিবে। আর যদি জানিয়া-শুনিয়া উহাদের অন্ন ভক্ষণ করা হয় কিংবা রেতঃ, বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করা হয় তাহা হইলে 'তপ্তকৃচ্ছ্র' নামক ব্রত পালন করিতে হইবে।)

(মেঃ)—"ত্র্যহং"=তিন দিন, "ক্ষপণং"=উপবাস; "অমত্যা"=অজ্ঞানপূর্ব্বক (না জানিয়া)। কিন্তু যদি জ্ঞানপূর্ব্বক (জানিয়া-শুনিয়া) ঐরূপ করা হয়, তাহা হইলে "কৃচ্ছ্রং চরেৎ"='কৃচ্ছ্র' নামক ব্রত পালন করিবে। 'কৃচ্ছ্র' বলিতে এখানে 'তপ্তকৃচ্ছ্র'রূপ অর্থ বুঝিতে হইবে, যেহেতু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে তবেই অন্য স্মৃতির সহিত একবাক্যতা থাকে। কারণ, অন্য স্মৃতি মধ্যে এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে যে, "রেতঃ, বিষ্ঠা এবং মূত্র ভক্ষণ করিলে তপ্তাতিকৃচ্ছ্র ব্রত কর্ত্তব্য। অজ্ঞানপূর্ব্বক উহা ভক্ষণ করা হইলে তিন দিন জল, তিন দিন দুগ্ধ, তিন দিন ঘৃত এবং তিন দিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। তবে ইহার সংস্কার (পাপক্ষালন) হইবে"। যদিও ইহা প্রায়শ্চিত্তের প্রকরণ নহে তথাপি এখানে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলায় ইহাতে যে দোষের আধিক্য ঘটে তাহা জানাইয়া দিতেছেন। এখানে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে,—"অন্যতমস্য" এখানে ষষ্ঠী বিভক্তি থাকায় ইহাই বোধিত হইতেছে যে পরিগ্রহজনিত দোষযুক্ত হইলে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু কাল, স্বভাব এবং সংসর্গবশতঃ দোষ ঘটিলে এইপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। শুক্ত, পর্য্যুষিত প্রভৃতি চারি প্রকারে অন্ন দুষ্ট অর্থাৎ দোষগ্রস্ত বা অভক্ষ্য হয় (তাহা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ)। তন্মধ্যে শুক্ত, পর্য্যুষিত প্রভৃতিকে কালদুষ্ট বলা হয়। মদ্যসংস্পর্শ প্রভৃতি ঘটিলে সংসর্গ দুষ্ট হয়। লশুন প্রভৃতি দ্রব্য স্বভাবদুষ্ট (ওগুলি স্বভাবতই দোষযুক্ত—অভক্ষ্য)। আর পরিগ্রহদুষ্ট অন্ন, যেমন আলোচ্যমান অভোজ্যান্ন ব্যক্তিগণের অন্ন। এরূপ ব্যাখ্যা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য, চতুর্ব্বিধ অন্ন যে অভোজ্য তাহা ঠিক এবং এখানে ("অন্যতমস্য" এস্থলে) যে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ রহিয়াছে তাহাও ঠিক। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শুক্ত, পর্য্যুষিত প্রভৃতি নিষিদ্ধ ভক্ষণ করা হইলে সেস্থলে এই প্রায়শ্চিত্ত বিধিটী প্রযোজ্য হইবে না, ইহা যদি বলা হয় তাহা হইলে এই প্রকরণে ঐ শুক্ত এবং পর্য্যুষিত অন্নকেও যে অভক্ষ্য বলা হইয়াছে তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে। (কারণ তাহার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত করিবার নির্দ্দেশ নাই।) আবার, পঞ্চম অধ্যায়ে যে উহা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাও নহে। কাজেই, এখানে যে প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে ফেলিবার জন্যই ঐ শুক্ত প্রভৃতিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। (প্রশ্ন)—তবে সেখানে (পঞ্চম অধ্যায়ে) উহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে কেন? (উত্তর)—ইহার উত্তর সেইখানেই বলিব। আর "গর্হিত এবং অভক্ষ্য অন্ন ভক্ষণ করা" (১১।৫৫), "অভোজ্যান্ন ব্যক্তিগণের অন্ন ভোজন করিয়া" (১১।১৫১) ইত্যাদি বচনে যাহা বলা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় সেইখানেই (একাদশ অধ্যায়ে) পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে নিরূপণ করা হইবে। ২২২

(বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পাকযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানবিহীন শূদ্রের পক্কান্ন ভক্ষণ করিবেন না। জীবিকার অভাব ঘটিলে শূদ্রের নিকট হইতে কেবল একদিনের উপযুক্ত আমান্ন গ্রহণ করিবেন।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রকার শূদ্রান্ন ভোজন সাধারণভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। এক্ষণে তাহারই বিশিষ্ট স্থলে নিষেধ বলিতেছেন, "অশ্রাদ্ধিনঃ" ইত্যাদি। আচ্ছা, শূদ্রান্ন ভক্ষণ করিবার নিষেধ কোথায় বলা হইল? (উত্তর)— পূর্ব্বে ফ৪।২১১ শ্লোকে) "শূদ্রস্যোচ্ছিষ্টমেব চ" এই অংশে উহা বলা হইয়াছে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তথায় ত এই কথাই বলা হইয়াছে যে, শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ নিষিদ্ধ, শূদ্রের অন্ন ভক্ষণ যে নিষিদ্ধ তাহা ত সেখানে বলা হয় নাই? (উত্তর)—না, তাহা নহে; যেহেতু ঐ বচনটীতে এইভাবে অন্বয় হইবে,—'শূদ্রের অন্ন ভক্ষণ করিবে না এবং অন্য কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইবে না'। তবে সেখানে যেভাবে বচনটীর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা প্রাচীনগণের মত; কাজেই আমরাও তদনুসারে সেইরূপ ব্যাখ্যাই তথায় বলিয়া আসিয়াছি। "অশ্রাদ্ধিনঃ",—এখানে 'শ্রাদ্ধ' শব্দটী দ্বারা শূদ্রের পক্ষে পাকযজ্ঞাদি যে সকল ক্রিয়া বিহিত সেগুলিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং "অশ্রাদ্ধিনঃ"—ইহার অর্থ ঐসকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যে না করে সেইরূপ শূদ্রের অন্ন অভক্ষ্য। সৎ-শূদ্র ছাড়া অন্য শূদ্রের যে পক্কান্ন তাহা ভক্ষণ করিবে না। এস্থলে "অশ্রদ্ধিনঃ" এইরূপ পাঠও আছে। উহার অর্থ যে শ্রদ্ধাবান্ নহে তাহার। এইজন্য পরবর্ত্তী শ্লোকটীতে "বদান্যস্য" এই বলিয়া শ্রদ্ধার প্রাধান্য বলা হইয়াছে। "আমম্ অন্নং"=আমান্ন, যেমন শুষ্ক ধান্য, তণ্ডুল প্রভৃতি। এইরূপ "একরাত্রিকম্" ইহার অর্থ 'যাহা একদিনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত'; তাহার বেশী নহে। ২২৩

(একজন হইতেছেন শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ বা গুণান্বিত অথচ তিনি কৃপণ; আর একজন হইতেছেন সুদখোর অথচ দাতা—ইহাদের মধ্যে কাহার অন্ন প্রশস্ত তাহা বিচার করিতে গিয়া দেবগণ উভয়ের অন্নকেই সমান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।)

(মেঃ)—যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রকার গুণান্বিত,—। এখানে যে 'শ্রোত্রিয়' বলা হইয়াছে উহা একটী গুণের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ মাত্র। সুতরাং 'শ্রোত্রিয়'—ইহার অর্থ যিনি বিদ্বান্, যিনি বিহিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিতে ব্যস্ত, কিন্তু তিনি 'কদর্য্য'=কৃপণ অর্থাৎ জ্ঞাতি, অতিথি, প্রার্থী প্রভৃতি কাহাকেও দেখিতে পারেন না, কাহাকেও কিছু দিতে ইচ্ছা করেন না,—। আর অন্য ব্যক্তিটী হইতেছেন "বার্দ্ধুষি"=বৃদ্ধিজীবী (সুদখোর); তাঁর কাজটী বড়ই কুৎসিত। অথচ তিনি "বদান্য"=উদারস্বভাব, শ্রদ্ধাসম্পন্ন—তাঁহার বাড়ীতে যাহারা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং শ্রদ্ধাসহকারে ভোজনাদি দ্বারা তাহাদিগকে তিনি পূজা করেন,—। ইহাদের দুই জনেরই অন্নকে দেবগণ "সমং"=তুল্য প্রকার বলিয়া "অকল্পয়ন্"=ব্যবস্থা দিয়াছিলেন অর্থাৎ স্থির করিয়াছিলেন। যদিও ইহাদের মধ্যে একজন গুণবান্, সদাচারপরায়ণ তথাপি তিনি কৃপণতাবশতঃ কলুষিত। এইজন্য কথিত আছে "লোভ যেমন সকল গুণকে নষ্ট করিয়া দেয়" ইত্যাদি। আবার অপর ব্যক্তিটী শ্রদ্ধাসম্পন্ন বটে কিন্তু তিনি কর্ম্মদোষে দূষিত। এইরূপ "মীমাংসিত্বা"=বিচার করিয়া দেবগণ এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ইহারা উভয়েই সমান। ২২৪

(দেবগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনারা অসমান পদার্থ দুইটীকে সমান বলিয়া স্থির করিবেন না; কারণ বদান্য ব্যক্তিটীর অন্ন শ্রদ্ধা দ্বারা পবিত্র, কিন্তু অপরের অন্নটী অশ্রদ্ধাকলুষিত।)

(মেঃ)—প্রজাপতি (ব্রহ্মা) দেবগণের নিকট আসিয়া বলিলেন—এইভাবে "বিষমং"=বৈষম্যযুক্ত বস্তুদ্বয়কে "সমং"=তুল্য বলিয়া, বিবেচনা করিবেন না। দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন ইহাদের মধ্যে কে প্রশস্ত? প্রজাপতি পুনরায় বলিলেন,—শ্রদ্ধাবান্ বদান্য ব্যক্তির যে অন্ন তাহা শ্রদ্ধা দ্বারা পবিত্র; কাজেই সে ব্যক্তি বার্দ্ধুষি হইলেও ক্ষতি নাই। পক্ষান্তরে অন্য যে অন্ন,—শ্রোত্রিয় ব্যক্তিটীর যে অন্ন, তাহা কর্ম্মদোষে দূষিত। দেবগণ ও প্রজাপতির এই যে সংবাদ, এটী অর্থ-বাদ। অশ্রদ্ধাযুক্ত লোক গুণবান্ হইলেও তাহার অন্ন ভোজন করা উচিত নহে, পক্ষান্তরে আদর-যুক্ত শূদ্রেরও অন্ন ভোজন করা যায়। ২২৫

(সকল সময়ে অনলসভাবে শ্রদ্ধাসহকারে 'ইষ্ট' ও 'পূর্ত্ত' কর্ম্ম করিবে। ঐ ইষ্ট এবং পূর্ত্ত-কর্ম্ম যদি সদুপায়লব্ধ ধনের দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে উহা অক্ষয় হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—"ইষ্ট"=যাহা বেদির উপর করিতে হয়, যেমন যজ্ঞাদি কর্ম্ম। তাহা ছাড়া অন্য সব কর্ম্মকে বলা হয় পূর্ত্ত; তাহা সম্মানাদির জন্য এবং অদৃষ্টের জন্যও করা হয়। ঐসকল কর্ম্ম শ্রদ্ধাসহকারে কর্ত্তব্য। এবং উহা 'স্বাগতৈঃ ধনৈঃ'=শোভন (প্রশস্ত) উপায়ে, যেমন শাস্ত্রজ্ঞতা, শৌর্য্য, তপস্যা এবং কন্যার যৌতুক প্রভৃতি উপায়ে যাহা আসে তাদৃশ ধন দ্বারা কর্ত্তব্য। এই-রূপে উহা 'অক্ষয়' হয় অর্থাৎ উহার ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। কিন্তু যে সমস্ত ধন ঐভাবে 'স্বাগত' (সদুপায়লব্ধ) নহে তাহা দ্বারা যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করা হয় তাহার ফল 'অক্ষয়' হয় না; তাই বলিয়া যে উহা নিষ্ফল হয় তাহাও নহে। কারণ, সে প্রকার ধনেতেও অবশ্যই স্বাম্য (স্বামিত্ব বা স্বত্ব) জন্মিয়া থাকে। সুতরাং তাহা দ্বারা যাগাদি কর্ম্ম করা চলে। শাস্ত্র মধ্যে যে স্থলে যাগ-দানাদি কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে সেই প্রকরণে কুসীদ প্রভৃতি ধনলাভের উপায়ের নিষেধ নাই; তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে উহা অর্থাৎ ঐ নিষেধটী যাগাদির অঙ্গ হইতে পারিত (সুতরাং কুসীদলব্ধ ধন দ্বারা অনুষ্ঠিত যাগাদি কর্ম্ম নিষ্ফল হইত)। অতএব যত প্রকারে ধন উপার্জ্জন করিলে সেই ধন দ্বারা সম্পাদিত যাগাদি স্বর্গোৎপত্তির কারণ হয় সেই সমস্ত প্রকার ধন দ্বারাই অর্থাৎ অনিষিদ্ধ সকল প্রকার ধনের দ্বারাই যাগাদি কর্ম্ম করা উচিত। তাহাতে অবশ্য ফলের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ (তারতম্য) হইতে পারে। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, ধনলাভের পক্ষে কোন্ কোন্ উপায়গুলি প্রশস্ত? ইহার উত্তরে বলা যায়, "শাস্ত্রজ্ঞান, তপঃ, শূরতা, কন্যা, যাজ্যবৃত্তি, শিষ্য এবং পূর্ব্বপুরুষ হইতে আগত—এই সাত প্রকার ধন শুদ্ধ; ইহার উভয়ই ঐ প্রকার শুদ্ধ ধনাগমযুক্ত হইতেছে"। এইগুলির মধ্যে যে শ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞান) এবং তপস্যার কথা বলা হইয়াছে ইহা প্রতিগ্রহের কারণ অর্থাৎ এতাদৃশ ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিবার যোগ্য অধিকারী। যদিও প্রতিগ্রহ স্বরূপতঃ একটীই পদার্থ তথাপি উহার 'শ্রুত' এবং 'তপঃ' এই দুইটী কারণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উহাকেও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ধরা হইয়াছে। যাহার প্রতি-গ্রহ করা হইবে তাহার সদ্গুণ থাকাও এস্থলে আবশ্যক (তাহা না হইলে তাহার নিকট হইতে যে ধন প্রতিগ্রহ করা হয় তাহা শুদ্ধ হইবে না)। দাতা যদি খুব বেশী দোষযুক্ত না হয় তাহা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইলে তাহার নিকট হইতে যে ধন লাভ করা হয় তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে। এখানে 'যাজ্য' এবং 'শিষ্য' এই দুইটী শব্দের দ্বারা 'যাজন' এবং 'অধ্যাপন' এই দুইটী কর্ম্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'অন্বয়াগত'—ইহার অর্থ পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত। 'কন্যা'—ইহা দ্বারা কন্যাদান কালে তাহার শ্বশুরবাড়ী থেকে যে ধন লব্ধ হয় তাহার কথা বলা হইয়াছে। শৌর্য্যের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের ধনলাভ হয়। কন্যাগত ধন এবং অন্বয়াগত ধন সর্ব্বসাধারণের, সকল বর্ণের লোকেরই উহা হইতে পারে।

কুসীদ (টাকার সুদ খাটান), কৃষিকর্ম্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, সেবা অনুবৃত্তি (লোকের চাটুকারতা) এবং যাহার উপকার করা হইয়াছে সেইরূপ লোকের নিকট হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাদৃশ ধন শবল (মিশ্রিতস্বরূপ, শুদ্ধাশুদ্ধ) বলিয়া কথিত হয়। 'সেবা'=ভৃত্যের কাজ, যে কোন কর্ম্মে সেব্য ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত হওয়া। "অনুবৃত্তি"=লোকের প্রিয়তা এবং অনুকূলতা (মন যোগান)। এগুলির মধ্যে কুসীদ, কৃষি এবং বাণিজ্য অবৈশ্যের পক্ষে অপ্রশস্ত, —বৈশ্যের পক্ষে এগুলি প্রশস্তই হইয়া থাকে। "সেবা"=দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষা; ইহা শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত। অন্য প্রকার বৃত্তি কিন্তু শূদ্রের পক্ষে নিন্দিত। এখানে 'শবল'—এই কথাটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, ঐপ্রকার ধন দ্বারা যে যজ্ঞাদি করা হয় তাহার ফল চির-স্থায়ী (দীর্ঘকাল স্থায়ী) নহে। তবে উহার ফল যাবজ্জীবন ভোগ করা যায় বটে। "পার্শ্বিক অর্থাৎ উৎকোচাদিলব্ধ, দ্যূতক্রীড়ালব্ধ, চৌর্য্য, পরপীড়া, 'প্রাতিরূপক', সাহস এবং ব্যাজ (ছল) দ্বারা লব্ধ যে ধন তাহা কৃষ্ণ (অশুদ্ধ অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা নিন্দিত) বলিয়া কথিত হইয়াছে"। 'পার্শ্বিক'—ইহার অর্থ পার্শ্বস্থ ব্যক্তি উৎকোচাদি দ্বারা ধন অর্জ্জন করে; কাহারও ধনলাভের উপায় এবং সম্ভাবনা আছে জানিয়া কেহ যদি তাহাকে বলে 'আমি তোমায় টাকা পাওয়াইয়া দিব কিন্তু আমাকে কিছু দিতে হইবে'—এইভাবে যে ব্যক্তি অপরের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করে তাহাকে বলা হয় 'পার্শ্বিক'। এরূপ স্থলে কর্ত্তা এবং কারয়িতা (উৎকোচ-দাতা এবং উৎকোচ-গ্রহীতা) কেহই উদাসীন নহে; উৎকোচ গ্রহণকারী ব্যক্তিটীও যে না জানিয়া উহা গ্রহণ করিতেছে তাহা নহে। কারণ, সে ঐ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া উৎকোচ দাতার নিকট ঐ স্বীকৃত অর্থ পাওয়াইয়া দিবার জন্য অধমর্ণের জামিনস্বরূপ হইয়া থাকে। 'প্রতিরূপক'—দাম্ভিক। কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্রব্যের মধ্যে কুসুম্ভ প্রভৃতি মিশাইয়া দিয়া (ভেজাল দিয়া) যে বিক্রয় করা তাহাকে বলে 'ব্যাজ'। 'আর্ত্তি' —ইহার অর্থ পরপীড়া (অন্যের উপর জুলুম করিয়া লওয়া)। "চৌর্য্য"=গোপনভাবে অপহরণ করা। "সাহস"=বলপূর্ব্বক (জোর করিয়া) কাড়িয়া লওয়া (রাহাজানি, দস্যুতা প্রভৃতি)। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, 'চৌর্য্য' এবং 'সাহস' এই দুইটী উপায়ে যে ধন অর্জ্জিত হয় তাহাতে স্বাম্য (স্বামিত্ব বা স্বত্ব) থাকিতেই পারে না ত? যেহেতু এইরূপ শাস্ত্রনির্দ্দেশ রহিয়াছে, "ক্রয়, সংবিভাগ এবং পরিগ্রহ—এইভাবে যে ধনলাভ হয় তাহাতেই স্বামিত্ব জন্মে"; আরও বলা আছে, "বিদ্যা, শিল্প, বেতন" ইত্যাদিও ধনার্জ্জনের প্রশস্ত উপায়। আরও কথিত হইয়াছে, "সাত প্রকারে যে ধনলাভ হয় তাহা ধর্ম্মসংগত, শাস্ত্রানুমোদিত" ইত্যাদি। আর যদি বলা হয় যে "পার্শ্বিক-দ্যূত-চৌর্য্য" ইত্যাদি বচনটীর প্রামাণ্যবলেই চৌর্য্য এবং সাহস এই দুইটী উপায়ও ধনের প্রতি স্বামিত্ব উৎপাদনের কারণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে তাহাও কিন্তু সংগত নহে। কারণ, তাহা হইলে "বলপূর্ব্বক যে ধন গ্রহণ করা হয় তাহা ভোগ করিলে হজম করা যায় না, অর্থাৎ তাহার পরিণাম শুভ নহে"—এই বচনটী সংগত হয় কিরূপে?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, এস্থলে "দ্যূত-চৌর্য্যার্ত্তি" এইপ্রকার পাঠই নাই, কিন্তু "বৈর্য্যার্ত্তি" এইরূপ পাঠই আছে। ইহার অর্থ—বৈরীর নিকট হইতে সন্ধি করিবার সময় যে অর্থ গ্রহণ করা হয়—'যদি এই পরিমাণ অর্থ দাও তাহা হইলে তোমার সহিত সন্ধি করিব'—এই-ভাবে যে ধন আদায় করা হয় এবং সে ব্যক্তিও শক্তিহীন হওয়ায় সন্ধি করিবার জন্য তাহাই দেয়; তাহা 'বৈর্য্যার্ত্তি'লব্ধ ধন। এইরূপ, 'সাহস' বলিতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া বুঝাইতেছে না, কিন্তু সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি জীবনসংশয়কর উপায়ে অথবা গুপ্তভাবে রাজনিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা যে ধনার্জ্জন তাহার নাম সাহস। অন্য কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বলপূর্ব্বক যে অপহরণ করা হয় তাহাতে স্বামিত্ব (স্বত্ব) উৎপন্ন হওয়া এবং ভোগের দ্বারা তাহা জারণ (হজম) করা বিরুদ্ধ নহে। কারণ, প্রথমে (অপহরণ করিবার পূর্ব্বে) বল প্রকাশ করা হয়; কিন্তু তাহা যখন অপহরণ করা হয় এবং ভোগ করা হয় তখন বল প্রকাশ না থাকিলেও যাহার নিকট হইতে অপহরণ করা হইয়াছে সে তাহা উপেক্ষা করিতে পারে। অর্থাৎ দ্রব্যটী যাহার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সে ব্যক্তি যদি ভয়াদিবশতঃ সেই দ্রব্যটী উপেক্ষা করে তাহা হইলে অপহরণ করিবার সময় আর বল প্রকাশ করা আবশ্যক হয় না। তাহার পর ভোগ করাও বলপ্রকাশ বিনাই সম্ভব হয়। কাজেই তখন তাহাতে স্বামিত্ব হইতে পারে। যেখানে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সকল সময়ে বলপূর্ব্বক উপভোগ করা হয়, অর্থাৎ অপহরণ কালেও বলপ্রকাশ এবং ভোগ কালেও বলপ্রকাশ করিতে হয় সেখানে তাহাকে 'জীর্ণ হইতেছে' এরূপ বলা হয়। কাজেই এস্থলে দুইটী অবিরুদ্ধ। অর্থাৎ অপহরণ এবং ভোগ দুইটীর কোনটীই স্বামিত্ব উৎপত্তির বিরোধী হয় না। বস্তুতঃ 'চৌর্য্য' এবং 'সাহস'—এই দুইটী উপায়ে যে ধন অর্জ্জিত হয় তাহাতে স্বত্ব জন্মে না, ইহা বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, এখানে 'বৈর্য্যার্ত্তি' এরূপ পাঠ নাই, কিন্তু 'চৌর্য্যার্ত্তি'—চৌর্য্য এবং আর্ত্তি এইভাবে বিভাগ করিয়া পাঠ ধরা হয় এবং অপরাপর স্মৃতিকারগণও কেহই 'চৌর্য্য' এবং 'সাহস'কে স্বত্ব উৎপত্তির হেতু বলিয়া গ্রহণ করেন নাই—স্বত্ব উৎপত্তির যতগুলি হেতু উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে ঐ দুইটীকে ধরা হয় নাই। ২২৬

(উপযুক্ত পাত্র পাইলে নিত্য শুদ্ধচিত্তে শক্তি অনুসারে দানধর্ম্ম করিবে এবং ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিবে।)

(মেঃ)—দান এবং সরোবর খননাদিরূপ ধর্ম্ম। "দানধর্ম্মং"—এখানে সমাহারদ্বন্দ্ব হইয়াছে। অথবা দানরূপ ধর্ম্ম (কর্ম্মধারয় সমাস)। দানের সহিত ধর্ম্মের উল্লেখ থাকায় ঐ দান প্রীতি-পূর্ব্বক নিয়মসহকারে কর্ত্তব্য, ইহাই বোধিত হইতেছে। ।"পরিতুষ্টেন ভাবেন"=প্রসন্নচিত্তে উহা করিবে,—। "পাত্রমাসাদ্য"=সৎপাত্র পাইলে। ব্রতাদি দানও 'দানধর্ম্ম'। এইরূপ "পৌর্ত্তিকম্"—ইহার অর্থ যজ্ঞবেদীর বাহিরে যাহা করিতে হয়। ২২৭

(কেহ আসিয়া যাচ্ঞা করিলে অসূয়া প্রকাশ না করিয়া যাহা হয় কিছু দান করা কর্ত্তব্য। ঐ যাচকগণের মধ্যে হয়ত কোন সময়ে এমন কোন সৎপাত্র থাকিতে পারেন যিনি দাতাকে সকল প্রকার পাপ হইতে পার করিয়া দিতে পারেন।)

(মেঃ)—"যৎকিঞ্চিৎ"=অতি অল্প কিছুও, "যাচিতেন"=কাহারও দ্বারা প্রার্থিত হইলে দান করা কর্ত্তব্য। কে পাত্র এবং কে অপাত্র এরূপ সন্দেহ হইলে যদি কোন নিশ্চয় না হয় তাহা হইলে অল্প কিছু দান করা উচিত, খুব বেশী দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। সন্দেহ হইলেও দান করা উচিত, কারণ বচনে তাহা বলা হইয়াছে। "উৎপৎস্যতে"=কদাচিৎ হয়ত সেইরকম পাত্র উপস্থিত হইয়া পড়িবে। কিরকম পাত্র? (উত্তর)—যে পাত্র "তারয়তি'=রক্ষা করিবে, নরকপতনের হেতু-স্বরূপ সকল প্রকার পাপ হইতে। আগে যে বলা হইয়াছে "বেদতত্বার্থজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিবে"; এখানে তাহারই ব্যতিক্রম বলিতেছেন,—সন্দেহস্থলে অল্প কিছু দিবে। ২২৮

(যে লোক জলদান করে সে তৃপ্তি পায় অর্থাৎ তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণায় কষ্ট হয় না; যে অন্নদান করে সে অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হয়। তিলদানকারী ব্যক্তি অভিপ্রেত সন্তান এবং দীপ-দানকারী উত্তম চক্ষু লাভ করে।)

(মেঃ)—'তৃপ্তি'—ইহার অর্থ ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বারা পীড়িত না হওয়া। যে লোক ধনবান্ এবং রোগশূন্য তাহারই উহা হইতে পারে। সুতরাং জলদানের ফল বহুধন ও রোগহীনতা লাভ করা, ইহা বলা হইল। "অক্ষয়ং সুখম্"—এখানে যখন সুখের কোন বিশেষণ নাই তখন অন্ন-সম্ভূত সুখই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'অক্ষয়'—ইহার অর্থ সমগ্র জীবনব্যাপী। "অন্নদঃ"=যিনি শক্তু, ওদন (ভাত) প্রভৃতি সিদ্ধ অন্ন এবং তণ্ডুল প্রভৃতি আমান্ন দান করেন। "দীপদান"—ইহার অর্থ চৌরাস্তায় অথবা ব্রাহ্মণের সভায় আলো দেওয়া। ২২৯

(যে লোক ভূমিদান করে সে ভূসম্পত্তি পাইয়া থাকে, স্বর্ণদানকারী দীর্ঘ জীবন, গৃহদানকারী উত্তম গৃহ এবং রৌপ্যদানকারী উত্তম রূপ লাভ করে।)

(মেঃ)—"ভূমিম্ আপ্নোতি"—ইহার অর্থ ভূমির আধিপত্য লাভ করে। হিরণ্য অর্থ স্বর্ণ। রৌপ্যদানকারী ব্যক্তি উত্তম রূপ লাভ করে। ২৩০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(বস্ত্রদানকারী চন্দ্রলোকে যায়, অশ্বদানকারী অশ্বিনীকুমারের লোকে যায়, বৃষদানকারী মহতী শ্রী প্রাপ্ত হয় এবং গোদানকারী আদিত্যলোকে যায়।)

(মেঃ)—"চন্দ্রসালোক্য" প্রাপ্ত হয়—ইহার অর্থ চন্দ্রের ন্যায় তাহাকে দেখিতে হয় অর্থাৎ সকলের প্রিয়দর্শন হইয়া থাকে। ইতিহাসের সিদ্ধান্ত অনুসারে 'চন্দ্রলোক' হইতেছে স্বর্গস্থান বিশেষ; বস্ত্রদানকারী সেখানে গমন করে। "অশ্বদঃ"=অশ্বদানকারী ব্যক্তি "অশ্বিসালোক্যং"= অশ্বী অর্থাৎ অশ্ববান্ ব্যক্তিগণের সালোক্য প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বহু অশ্ব লাভ করে। ইতিহাসের সিদ্ধান্ত অনুসারে অশ্বিনীকুমারের লোকে গমন করে। যে লোক "অনডুহঃ"=অনড্বান্ দান করে—'অনড্বান্' বলিতে শকট বহন করিবার যোগ্য বৃষ বুঝায়; তাহা যে ব্যক্তি দান করে তাহার 'পুষ্টা'=বিপুল "শ্রী"=গরু, ছাগ, মেষ, ধন, ধান্য প্রভৃতি সম্পৎ হইয়া থাকে। ব্রধ্ন অর্থ সূর্য্য; তাঁহার "পিষ্টপং"=স্থান, লাভ করে। সে ব্যক্তি অতিশয় তেজঃসম্পন্ন হইয়া সকলের উপরে (সম্মানের স্থানে) থাকে। অথবা 'ব্রধ্নপিষ্টপ' বলিতে স্বর্গ বুঝাইতেছে। অন্য স্মৃতি মধ্যে শকটের (গোদানের?) বিশেষত্ব অনুসারে বিশেষ ফলের কথা বলা হইয়াছে; যথা,—। দুগ্ধবতী শান্তস্বভাবা ধেনু দক্ষিণার সহিত দান করিতে হয়; তাহার শৃঙ্গ দুইটীকে স্বর্ণ-বেষ্টিত করিয়া দিবে, খুরগুলি রূপা দিয়া মুড়িয়া দিবে; তাহার সহিত কাংস্যপাত্র (তাহার উদরদেশে কাংস্যক্রোড়) বাঁধিয়া দিবে এবং সেটীকে কাপড় দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া দিবে। এখানে "সদক্ষিণা" ইহার পরিবর্ত্তে 'সুদক্ষিণা' এইরূপ পাঠও আছে। সে পক্ষে অর্থ হইবে—সেই ধেনুর সহিত সুবর্ণ প্রভৃতি অন্য দক্ষিণাও দিবে। অথবা 'সুদক্ষিণা' এস্থলে 'সু' শব্দটীর অর্থ শোভন। সেইরকম যে ধেনু তাহা শোভন (উৎকৃষ্ট) দক্ষিণাস্বরূপ। এইরূপ "সকাংস্য-পাত্রা", ইহার বদলে "কাংস্যোপদোহা" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। 'কাংস্য'—ইহার অর্থ পরিমাণ-বিশেষ; তাহাতে (সেই বৃহৎ পরিমাণ পাত্রে) যাহাকে দোহন করা হয় অর্থাৎ যাহার প্রচুর দুগ্ধ হয়। "মুক্তালাঙ্গলশোভিত করিয়া রূপসংছন্না (পরিষ্কৃত) ভূমি দান করিবে", ইত্যাদি স্মৃতি-বচনে যে ভূমিদান বিধি বলা হইয়াছে তাহা যেমন বিশেষ ফললাভের জন্য উপদিষ্ট, এস্থলে ইহাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। গোদান সম্বন্ধে আরও এইরূপ বলা হইয়াছে, "যদি গরুটী কপিলা হয় এবং উভয়তোমুখী অর্থাৎ বৎস প্রসব করিতেছে এরূপ হয় তাহা হইলে তাহা দান করিলে উহা তাহার দেহে যত লোম আছে তত বৎসর দাতার সপ্তমকুল পর্য্যন্ত পাপমুক্ত করিয়া দেয়"। সবৎসা কপিলা ধেনু দান করা হইলে তাহার এইরূপ ফল। 'উভয়তোমুখী' অর্থাৎ যখন বৎস প্রসব করিতেছে সেই অবস্থায় যদি তাহা দান করা হয় তাহা হইলে তাহা দাতাকে সহস্র সহস্র বৎসর স্বর্গস্থ করে এবং তাহা "তারয়তি"=পাপমুক্ত করিয়া দেয়। মহাভারতে বলা হইয়াছে গোদানের প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার ফললাভ করা যায়। জল প্রভৃতি দান করিলেও যে তাহার ফলে স্বর্গ হয় একথা শাস্ত্রমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। "ভূমি, পশু, অন্ন, বস্ত্র, জল, তিল, ঘৃত, প্রতিশ্রয় (যজ্ঞশালা), গৃহ এবং স্বর্ণ দান করিলে স্বর্গে বাস করে"। 'নৈবেশিক'—ইহার অর্থ গৃহ। ২৩১

(যে ব্যক্তি যান এবং শয্যা দান করে সে উত্তম পত্নী লাভ করে, যে অভয়দান করে সে ঐশ্বর্য্য পায়, ধান্যদানকারী শাশ্বত সুখের অধিকারী হয় এবং বেদদানকারী ব্রহ্মসার্ষ্টিতা, ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—'ঐশ্বর্য্য'—ইহার অর্থ ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ প্রভুত্ব। 'সৌখ্য' অর্থ সুখিত্ব। 'ধান্য' অর্থাৎ ব্রীহি, মাষ, মুদ্গ প্রভৃতি শস্য। তিলদানের স্বতন্ত্র ফল বলা হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' অর্থ বেদ; যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্ম দান করেন অর্থাৎ অধ্যাপনা করেন কিংবা ব্যাখ্যা করেন তিনি "ব্রহ্মসার্ষ্টিতাং", —'ঋষ্টি'—ইহার অর্থ 'অর্ষণ' (গমন); সম হইয়াছে ঋষ্টি যাহার সে 'সার্ষ্টি'; এখানে যে 'সমান' শব্দটী 'স' হইয়া গিয়াছে ইহা ছান্দস প্রয়োগ। 'ঋষ্' ধাতুর অর্থ গমন করা। অথবা 'সার্ষ্টি' —ইহার অর্থ 'অর্ষণ' (গতি); তাহার ভাব 'সার্ষ্টিতা'। (যে প্রকারেই ব্যাখ্যা করা যাউক না কেন) উক্ত উভয়প্রকার ব্যাখ্যাতেই এই অর্থ বোধিত হইতেছে যে, এতাদৃশ ব্যক্তি ব্রহ্মের সমানগতিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মতুল্যত্ব লাভ করেন। ২৩২

(জল, অন্ন, ভূমি, গো, বস্ত্র, তিল, কাঞ্চন এবং ঘৃত যাহা কিছুই দান করা হউক না কেন সকল প্রকার দানের মধ্যে ব্রহ্মদানই শ্রেষ্ঠ।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে বিধি বলা হইয়াছে ইহা তাহার অর্থবাদ। যাহা দেওয়া যায় তাহা 'দান'; সুতরাং 'দান'—ইহার অর্থ দান করিবার দ্রব্য। অথবা 'দান করা' এই ক্রিয়াটীকেই দান বলা হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"ব্রহ্মদান"—ইহার অর্থ বেদ অধ্যাপন করা এবং তাহা অপরের নিকট ব্যাখ্যা করা। জল প্রভৃতি দ্রব্যগুলি দান করা সকল দানের সেরা; এইজন্য সেইগুলিরই এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। ২৩৩

(দাতা যেরকম যেরকম মনোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া যে যে বস্তু দান করে সে ঠিক সেইভাবেই সম্মানিত হইয়া সেইসকল বস্তু লাভ করে।)

(মেঃ)—এখানে যে 'ভাব' শব্দটী রহিয়াছে উহার অর্থ মনের অবস্থাবিশেষ। যেভাবে অর্থাৎ যদি প্রসন্নচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে আদরের সহিত দান করে তাহা হইলে সেও ঠিক সেইভাবে উহা লাভ করিয়া থাকে। আর যদি অশ্রদ্ধাসহকারে অবজ্ঞার সহিত দুঃখিতভাবে নাচার হইয়া দান করে তাহা হইলে সেও ঠিক সেইভাবেই দ্রব্যার্জ্জন করে। (তাহাকেও ঠিক সেইভাবে জীবিকার জন্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়।) এস্থলে "যদ্‌যৎ"=যাহা যাহা, ইহা প্রদেয় দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই, কিন্তু ইহা ফলকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে। সেই সেই দ্রব্য হইতে যে প্রীতিলাভ করা যায় সেইপ্রকার প্রীতি সেই দানকারীও লাভ করে। এরূপ না বলিয়া, 'সেই সেই দ্রব্য পায়' এইপ্রকার অর্থ গ্রহণ করা হইলে ফলতঃ দাঁড়ায় এই যে, কেহ যদি আতুর ব্যক্তিকে ঔষধ দান করে তাহা হইলে সে ব্যক্তি ঐ ঔষধই পাইবে; কিন্তু সে যদি ব্যাধিগ্রস্ত না হয় তাহা হইলে তাহাতে তাহার কি উপকার হইবে? সুতরাং উহা অনভিপ্রেতই হইয়া থাকে। কাজেই অন্যের যেরূপ উল্লাস হইতে প্রীতি হয় তাহারও সেইরূপ প্রীতি প্রাপ্তি ঘটিবে। কাজেই এই কথাই বলা হইতেছে যে, ঔষধ দান করা হইলে সর্ব্বদা রোগহীনতা লাভ করিবে। অথবা "যেন যেন ভাবেন"—ইহার অর্থ এইরূপ,—। 'ইহা আমার হউক' এইপ্রকার যে ফলকামনা, তাহাকেই এখানে 'ভাব' বলা হইয়াছে। যে যে ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া যে যে দ্রব্য দান করে সেও সেই সেই ফললাভ করে। সেই 'ভাব' অনুসারে অর্থাৎ সেই ইচ্ছাবশতঃ সে যাহা অভিলাষ করে তাহাই প্রাপ্ত হয়,—এই কথাই এখানে বলা হইল। আর ইহা দ্বারা এইটী দেখাইয়া দেওয়া হইল যে, সকল দ্রব্য দান থেকে সকল প্রকার ফলই লাভ করা যায়। ২৩৪

(যে লোক সৎকারপূর্ব্বক প্রদত্ত দান গ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি সৎকারপূর্ব্বক দান করে তাহারা দুইজনেই স্বর্গে যায়, ইহার বিপরীত হইলে নরকে গমন করিতে হয়।)

(মেঃ)—পূজাপূর্ব্বক দান করা উচিত এবং সেইভাবে দেওয়া হয় যে বস্তু তাহাই গ্রহণ করা উচিত। অবজ্ঞার সহিত দান করা উচিত নহে, ইহাই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য। এখানে "অর্চ্চিতং" এই পদটী ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ২৩৫

(নিজের অনুষ্ঠিত তপস্যায় বিস্মিত হইবে না, যাগযজ্ঞ করিয়া মিথ্যা কথা বলিবে না। উৎপীড়িত হইয়াও ব্রাহ্মণের নিন্দা করিবে না এবং দান করিয়া তাহা প্রচার করিবে না।)

(মেঃ)—নিজে এত তপস্যা করিয়াছি, এইভাবে বিস্ময় প্রকাশ করিবে না; আমি অতি উৎকট দুঃসাধ্য তপস্যা করিয়াছি, এইপ্রকার ভাব মনে উদিত হইতে দিবে না। "ইষ্ট্বা"=যাগযজ্ঞ করিয়া "অনৃতং ন বদেৎ"=মিথ্যা কথা বলিবে না। এই যে মিথ্যাকথন নিষেধ ইহা পূর্ব্বে সাধারণভাবে পুরুষার্থরূপে বিহিত হইয়া থাকিলেও পুনরায় এখানে ইহার বিধান থাকায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে এই নিষেধটী যাগাঙ্গ (ক্রত্বর্থ)। সুতরাং জ্যোতিষ্টোমাদি যাগকালে এই নিষেধটী লঙ্ঘন করা হইলে তাহার অঙ্গহানি ঘটিবে। (অভিপ্রায় এই যে, যাহা পুরুষার্থরূপে বিহিত তাহা লঙ্ঘন করিলে পুরুষেরই কেবল প্রত্যবায় জন্মে, তাহাতে যজ্ঞের কোন হানি ঘটে না; কিন্তু যাহা ক্রত্বর্থরূপে বিহিত তাহা যজ্ঞেরই অঙ্গস্বরূপ; কাজেই তাহা লঙ্ঘন করিলে যজ্ঞের অঙ্গহানি হইবে।) "আর্ত্তঃ"=উৎপীড়িত হইয়াও, ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অত্যাচারিত হইয়াও, "নাপবদেৎ"= ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিবে না। "দত্ত্বা"=গবাদি দ্রব্য দান করিয়া কাহারও সম্মুখে তাহা "ন পরিকীর্ত্তয়েৎ"=কীর্ত্তন করিবে না—আমি ইহা দান করিয়াছি এইভাবে প্রচার করিবে না। ২৩৬

(যজ্ঞমধ্যে মিথ্যা কথা বলিলে যজ্ঞ নিষ্ফল হয়, বিস্ময় প্রকাশ করিলে তপস্যা বিফল হইয়া যায়, ব্রাহ্মণের নিন্দা করিলে আয়ুঃ ক্ষয় হয় এবং প্রচার করিলে দান নিষ্ফল হয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে নিষেধ করা হইল ইহা তাহারই অর্থবাদ। অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা ভাষণ হেতু যজ্ঞ "ক্ষরতি"=নিষ্ফল হইয়া যায়, যেজন্য যজ্ঞ করা হইয়াছে তাহা সম্পন্ন হয় না। অপর সব কয়টী স্থলেও অর্থ এইরূপ। ২৩৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(উইপোকা যেমন অল্পে অল্পে মৃত্তিকা সঞ্চয় করিয়া উইঢিপি তৈয়ারী করে সেইভাবে ধীরে ধীরে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে, তাহাতে যেন কোন প্রাণীর প্রতি পীড়া দেওয়া না হয়। এইভাবে সঞ্চিত ধর্ম্মই পরলোকে সহায় হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—যদি মহৎ দান, মহৎ তপ এবং জ্যোতিষ্টোমাদি মহৎ যজ্ঞ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবে না। কিন্তু "শনৈঃ"=ধীরে ধীরে,—অল্প কিছু দান, অল্পপরিমাণ তপ এবং শক্তি অনুসারে পরের উপকার করা ও স্মৃতিবিহিত জপ, হোম করা, এইভাবে ধর্ম্ম সঞ্চয় করা উচিত। "পুত্তিকাঃ"=পিপীলিকা (উইপোকা) যেমন অল্পে অল্পে মৃত্তিকাস্তূপ সঞ্চয় করে সেইভাবে। "পরলোকসহায়ার্থং"=পরলোকে সহায় লাভ করিবার জন্য;—ইহা অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের ফল কীর্ত্তন। "সর্ব্বভূতানি অপীড়য়ন্"=(কোন প্রাণীর যাহাতে পীড়া হয় সেরূপ কিছু না করিয়া);—ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার জন্য যাচ্ঞা করিতে থাকিয়া কাহারও পীড়া উৎপাদন করা উচিত নহে। ২৩৮

(পিতাই বল আর মাতাই বল, পুত্রই কি, আর পত্নীই কি, অথবা জ্ঞাতিবর্গই কি,—কেহই পরলোকে সহায় হইয়া থাকে না; কিন্তু ধর্ম্মই তখন সহায়রূপে বিদ্যমান থাকে।)

(মেঃ)—যাহা যথার্থ ঘটনা, ইহা তাহারই অনুবাদমাত্র। "অমুত্র"—ইহার অর্থ পরলোকে; "সহায়ার্থং"=নরকাদি দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সুহৃৎ, বান্ধব প্রভৃতি কাহারও সামর্থ্য নাই। জীবিত অবস্থায় যে ধর্ম্ম করা হইয়াছিল কেবলমাত্র তাহাই তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। ২৩৯

(জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে এবং একাকীই পরলোকে গমন করে। এককই সৎকর্ম্মের ফলভোগ করে এবং এককই দুষ্কর্ম্মের ফল অনুভব করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—'জন্তু' অর্থাৎ প্রাণী (জীব) যেমন এককই জন্মগ্রহণ করে, সুহৃৎ, বান্ধবাদির সহিত ভূমিষ্ঠ হয় না। সেইরূপ সে একাকীই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু সুহৃদ্-বান্ধবগণ তাহার সঙ্গে মরণযন্ত্রণা অনুভব করে না। যদিও ভার্য্যা অথবা অন্য কোন অত্যন্ত অনুরক্ত ব্যক্তি তাহার মৃত্যুকালে আত্মহত্যা করে তথাপি তাহার ঐ যে মরণক্রিয়া উহা একটী পৃথক্ ব্যাপারই হইতেছে। ইহা দ্বারা কিন্তু কেহ অত্রির ন্যায় গর্ভৈক্য অনুভব করে না। এইরূপ পাপপুণ্যও পৃথক্ পৃথক্ই ভোগ করিয়া থাকে। আচ্ছা, "পুত্র-কলত্র সহায় হয় না"—এইরূপ যে বলা হইল তাহা কিরূপে সংগত হয়? কারণ, পুত্র মৃত ব্যক্তির (পিতার) শ্রাদ্ধাদি করিয়া অবশ্যই তাহার উপকার করিয়া থাকে। ভার্য্যাও সেইরূপ উপকার সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। (উত্তর)—তাহা সত্য; কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তিরই সেইরূপ পুত্র হয়। এইজন্য ইহা দ্বারা ধর্ম্মই যে প্রধান তাহাই বোধিত হইতেছে। যেমন কোন অসমর্থ জীবিত ব্যক্তির হাত ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য কেহ হয়ত সহায় হয়, সেইরূপ মৃত ব্যক্তির পুত্রও তাহার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকে মধ্যস্থ করিয়া তাহার সহায় হইয়া থাকে, উপকার করিয়া থাকে। ২৪০

(বন্ধুবান্ধবগণ মৃত শরীরটাকে কাষ্ঠলোষ্ট্রাদির ন্যায় ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়,—একমাত্র ধর্ম্মই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে।)

(মেঃ)—"অনুগচ্ছতি"=সঙ্গে সঙ্গে যায়। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; ইহা ভাবনা করিবার জন্য বলা হইতেছে। প্রয়োজনশূন্য কাষ্ঠকে যেমন লোকে ফেলিয়া দেয় সেইরূপ মৃত শরীরটীকে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া বান্ধবগণ বিমুখ হইয়া (মুখ ফিরাইয়া) চলিয়া যায়। ধর্ম্মই কেবল মৃত পুরুষের অনুগমন করিয়া থাকে। ২৪১

(অতএব পরলোকে সহায় পাইবার জন্য সকল সময়ে ধীরে ধীরে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। যেহেতু ধর্ম্মরূপ সহায়ের বলে জীব দুস্তর দুঃখ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটী উপসংহারস্বরূপ। "দুস্তর"—ইহার অর্থ যাহা অতি কষ্টে পার হওয়া যায়। "তমঃ" অর্থ দুঃখ। তাদৃশ দুঃখও ধর্ম্মরূপ সহায়ের বলে সহজে পার হওয়া যায়। সেরূপ তমোমধ্যে ধার্ম্মিক লোক ডুবিয়া যায় না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ২৪২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যে লোক ধর্ম্মপরায়ণ এবং যে তপস্যার দ্বারা অনবধানতাকৃত পাপ ক্ষয় করিয়াছে ধর্ম্ম তাহাকে জ্যোতির্ম্ময় দিব্য দেহে পরলোকে লইয়া যায়।)

(মেঃ)—ধর্ম্ম হইয়াছে প্রধান যাহার সে ধর্ম্মপ্রধান, অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ধর্ম্মপরায়ণ। "তপসা হতকিল্বিষম্"=অনবধানতাবশতঃ যদি কোন স্খলন ঘটে তাহা হইলে যিনি "তপঃ" অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সেই পাপ ক্ষয় করিয়াছেন;—ঐ দোষ বা স্খলনটী হইতেছে শাস্ত্রলঙ্ঘনজনিত; কাজেই শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা উহা নষ্ট করিয়া ফেলা হইলে "পরলোকং"=দেবগণের স্থান যে স্বর্গাদি পরলোক তথায় "নয়তি"=লইয়া যায়,—। কে লইয়া যায়? (উত্তর)—ধর্ম্মের কথাই এখানে প্রকৃত (আলোচনার বিষয়, সে সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছে); কাজেই সেই ধর্ম্মই লইয়া যায়। "শরীরিণং"=ধার্ম্মিক পুরুষকে, তাহার নিজের যাহা যথার্থ শরীর সেই শরীরে। অপরাপর সাধারণ লোকের শরীর যেমন পাঞ্চভৌতিক তাঁহার শরীর সেরূপ নহে; কিন্তু তাঁহার নিজ শরীর যে ব্রহ্মস্বরূপ সেই অবস্থায়। ইহা দ্বারা ঐ শরীরের বিভুত্ব (অপরিচ্ছিন্নত্ব) বলিয়া দেওয়া হইল। ২৪৩

(সকল সময়ে উত্তম উত্তম ব্যক্তি ও বংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, ইহাতে নিজ বংশকে উৎকর্ষযুক্ত করা যায়। সুতরাং অধমগণের সহিত সম্পর্ক বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—'উত্তম' (উৎকৃষ্ট লোক) অনেক রকমের হইতে পারে; এইজন্য "উত্তমৈঃ উত্তমৈঃ" এখানে বীপ্সা (দ্বিরুক্তি) হইয়াছে। কাহারও মধ্যে জাতিগত উৎকৃষ্টতা আছে, কাহারও মধ্যে বিদ্যাগত উৎকর্ষ থাকে, আবার কেহ বা চরিত্রগত উৎকৃষ্টতা সমন্বিত। অথবা সম্বন্ধী নানাপ্রকার; কাজেই যে কোন উত্তম ব্যক্তির সহিত যে কোন সম্বন্ধ স্থাপন প্রশস্ত। "উত্তমৈঃ উত্তমৈঃ"=যাহারা জাতি প্রভৃতিতে উৎকৃষ্ট তাঁহাদের সহিত "সম্বন্ধান্"=কন্যাদান প্রভৃতি সম্বন্ধ "আচরেৎ"=স্থাপন করা উচিত "নিনীষুঃ কুলম্ উৎকর্ষম্"=নিজ বংশকে শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিবার অভিলাষে। "অধমান-ধমাং স্ত্যজেৎ"=সকল প্রকার অধম ব্যক্তিদের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে। এখানে কেবল 'উত্তম'-গণের সহিতই যখন সম্বন্ধ স্থাপন করিবার বিধান বলা হইয়াছে তখন উহা দ্বারাই অধমসম্বন্ধ যে পরিত্যাজ্য তাহাও (অর্থাপত্তিবলে) সিদ্ধ হয়। সুতরাং তাহা বলিয়া দেওয়া পুনরুক্তিমাত্র। তথাপি যে এখানে অধমগণের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে উহার তাৎপর্য্য এই যে 'মধ্যম' ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করাও শাস্ত্রানুমোদিত। "অধম"—ইহার অর্থ অপকৃষ্ট। ২৪৪

(ব্রাহ্মণ যদি উত্তম উত্তম ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং অধম ব্যক্তিদের সংসর্গ পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে তিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, অন্যথা ইহার বিপরীত আচরণ করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।)

(মেঃ)—"উত্তমান্ গচ্ছন্"—ইহার অর্থ তাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। এখানে যদিও 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তথাপি ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও লক্ষিত হইয়াছে। "প্রত্যবায়েন"=ইহার বিপরীত আচরণের দ্বারা অর্থাৎ হীন ব্যক্তিগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা হইলে তাহা প্রতিলোম আচরণ হয়, যাহার ফলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জাতি কখন নষ্ট হয় না, কাজেই ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইতে পারে না বলিয়া 'শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়'—ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে শূদ্রসদৃশ হইয়া পড়ে। ২৪৫

(দৃঢ়কারী, মৃদু, দান্ত, ক্রূরকর্ম্মা ব্যক্তিগণের সহিত সম্পর্কশূন্য, হিংসারহিত এবং তাদৃশ ব্রতপরায়ণ হইয়া দম এবং দানের দ্বারা স্বর্গলোক জয় করিবে।)

(মেঃ)—যে ব্যক্তি নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মসকলে দৃঢ়নিশ্চয় তাহাকে বলে "দৃঢ়কারী"। সে যে কার্য্য আরম্ভ করে তাহা অবশ্যই সমাপ্ত করিয়া থাকে কিন্তু তাহা অসমাপ্ত রাখিয়া ছাড়িয়া দেয় না। সে 'অনবস্থিত' (অব্যবস্থিতচিত্ত) নহে। এইজন্য বলা হইয়াছে "যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হইয়াছে তাহার শেষ পর্য্যন্ত যাইতে হয়"। "মৃদু"—ইহার অর্থ, যে নিষ্ঠুর নহে। "ক্রূরাচারৈঃ অসংবসন্"=চোর-ডাকাত প্রভৃতি ক্রূরকর্ম্মা লোকের সহিত সম্বন্ধ না করিয়া। এইরূপে 'দম' (ইন্দ্রিয়সংযম) এবং দানের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে। "তথাব্রতঃ"=এইপ্রকার নিয়ম পালন করিতে থাকিয়া.— এখানে 'দম' শব্দটী পৃথক্ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া প্রথমের 'দান্ত' এই শব্দটীর অর্থ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করিতে যিনি সমর্থ—এইরূপ বুঝিতে হইবে। ২৪৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপস্থাপিত অন্ন, মধু এবং অভয়দান—এগুলি সকলের নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়।)

(মেঃ)—"এধ"—ইহার অর্থ ইন্ধন, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি। "অন্নং"=পক্কান্ন অথবা আমান্ন উভয়ই,—। "অভ্যুদ্যতং"=যাহা নিকটে আনিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে,—। ইহা সকল জাতির নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়;—। পতিত, অভিশস্ত এবং চণ্ডাল প্রভৃতি প্রতিলোমজ, ইহাদের বাদ দিয়া শূদ্র কিংবা অল্প স্বল্প পাপযুক্ত লোকের নিকট হইতেও ঐগুলি গ্রহণ করা যায়। 'মধু'=মাক্ষিক (মৌচাকজাত মধু)। "অভয়দক্ষিণা"=অভয় দক্ষিণার স্বরূপ। ইহা দৃষ্টান্তমাত্র (কারণ 'অভয়দাক্ষিণা' গ্রহণ করা যায় না)। যেহেতু পরের যে বস্তু তাহার ইচ্ছা অনুসারে গ্রহণ করা যায় তাহাকে বলে প্রতিগ্রহ; ইহা অন্য প্রকার হইতে পারে না। অভয়দান স্থলে কাহারও কোন স্বত্বনিবৃত্তি হয় না এবং তাহা গ্রহণ করিয়াও কাহারও স্বত্ব উৎপন্ন হয় না। কাজেই, 'অভয়দক্ষিদা'—এখানে যে 'দক্ষিণা' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে উহা স্তুতি (প্রশংসা) মাত্র। অরণ্যে কিংবা দুর্গম স্থানে চৌরাদি ভয় উপস্থিত হইলে যেমন চণ্ডাল।।দ দ্বারা জীবনরক্ষা করান যায়, সেই যে জীবনরক্ষা গ্রহণ করা, তাহা দোষের হয় না; সেইরূপ শূদ্রের নিকট হইতে ঐ 'এধ' প্রভৃতি বস্তু গ্রহণ করা হইলেও তাহা দোষের হয় না। ইহা আপৎকাল ভিন্ন অন্য সময়ের পক্ষে বিধি। কিন্তু আপৎকালে চণ্ডালাদির নিকট হইতেও গ্রহণ করিবার অনুজ্ঞা বলিবেন। এখানে যে 'অভ্যুদ্যত' শব্দটী রহিয়াছে নৈকট্য অনুসারে উহা কেবল অন্নের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, কিন্তু এধ প্রভৃতি পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে না। সুতরাং অন্ন যাচ্ঞা করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইলেও এধ প্রভৃতিগুলি যাচ্ঞা করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। "ধার্ম্মিক দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে পরিগ্রহ করিবে"—এইপ্রকার বিধান থাকায় অধার্ম্মিক দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়) এবং শূদ্রের নিকট পরিগ্রহ নিষিদ্ধ। তবে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য যাচ্ঞা করা শাস্ত্রসম্মত। তাহারই জন্য এই বচন "এধোদকম্" ইত্যাদি। ২৪৭

(এমন কোন বস্তু যদি কেহ সম্মুখে হঠাৎ আনিয়া উপস্থিত করে যাহার সম্বন্ধে কোন কথা দাতাও পূর্ব্বে জানায় নাই এবং গ্রহীতাও কিছু জানে না অথবা কোন অনুরোধও করে নাই, তাহা পাপীর নিকট হইতেও গ্রহণযোগ্য,—স্বয়ং প্রজাপতি ইহা অনুজ্ঞা দিয়াছেন।)

(মেঃ)—কাষ্ঠ ছাড়াও অন্য যে কোন দ্রব্য আছে তাহাও বক্ষ্যমাণ অবস্থাবিশেষে গ্রহণযোগ্য, এই কথা এই শ্লোকে বলা হইতেছে। এখানে 'ভিক্ষা' শব্দটী প্রশংসা বুঝাইবার জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্তু কেবলমাত্র ভিক্ষাই এখানে বক্তব্য নহে; কারণ, 'ভিক্ষা' বলিতে পরপ্রদত্ত অল্পপরিমাণ সিদ্ধান্ন বুঝায়। ভিক্ষা অতি অল্পপরিমাণই হইয়া থাকে; এজন্য তাহা গ্রহণ করা বড় বেশী দোষের নহে। প্রত্যুত ব্রহ্মচারীর পক্ষে সকল বর্ণের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা বিধিসম্মত। অন্য বস্তুও ঐ ভিক্ষারই তুল্য হইবে যদি তাহা এই বিশেষ প্রকারে উপস্থাপিত হয়, এইপ্রকার অর্থ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে এখানে 'ভিক্ষা' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। মহাভারতেও এইরূপ অর্থে 'ভিক্ষা' শব্দটীর প্রয়োগ আছে; যথা,—। "সেই মহাপ্রভাব নরশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দনদ্বয় অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া ভার্গবের গৃহে জননী পৃথার নিকট উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীকে 'ভিক্ষা' বলিয়া নিবেদন করিলেন"। "আহৃতা"—ইহার অর্থ উপহৃত; প্রতিগ্রহকারী ব্যক্তিটী যেখানে আছেন সেইখানে যাহা লইয়া গিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে। "অভ্যুদ্যতা"=যাহা প্রতিগ্রহ-কারীর অগ্রে রাখা হইয়াছে এবং বচনের দ্বারাই হউক অথবা ইঙ্গিতেই হউক 'আপনি ইহা গ্রহণ করুন' এইভাবে যাহা নিবেদন করা হইয়াছে। "পুরস্তাৎ অপ্রচোদিতাম্"=যাহা প্রতিগ্রহকারী ব্যক্তিটী পূর্ব্বে যাচ্ঞা করে নাই কিংবা দাতাও যাহার সম্বন্ধে কোন কথা নিজমুখে অথবা পরমুখে বলে নাই যে 'আমার এই দ্রব্যটী আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করুন'; কিন্তু তাহা অতর্কিতভাবে আনিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে এবং কেবল সেই সময়েই তাহা লইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে,—। এইপ্রকারের যে 'ভিক্ষা' "প্রজাপতিঃ"=হিরণ্যগর্ভ "মেনে"=মনে করিয়াছিলেন,—। কি মনে করিয়াছিলেন? (উত্তর)—"অপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ গ্রাহ্যাম্"=তাহা দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তির নিকট হইতেও গ্রহণীয়, ইহা মনে করিয়াছিলেন। 'দুষ্কৃত' অর্থাৎ পাপ হইয়াছে কর্ম্ম যাহার সে দুষ্কৃতকর্ম্মা। ২৪৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যে লোক ঐপ্রকার 'ভিক্ষা'কে উপেক্ষা করে পিতৃপুরুষগণ পনর বৎসর তাহার প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করেন না এবং অগ্নিও তাহার হব্য দেবগণের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান না।)

(মেঃ)—উহা গ্রহণ না করিলে তাহা যে নিন্দনীয় সে সম্বন্ধে নিন্দার্থবাদ বলা হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি কোন স্থলে ইহা অবজ্ঞা করে তাহা হইলে তাহার পিতৃগণ তাহার প্রদত্ত শ্রাদ্ধ ভোজন করেন না; অগ্নিও তাহার প্রদত্ত হবির্দ্রব্য দেবগণের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান না। সে ব্যক্তি পিতৃকর্ম্ম এবং দেবকর্ম্ম কোনটীরও ফল লাভ করে না, ইহাই এখানকার তাৎপর্য্যার্থ। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলেন, যদি কোন বস্তু অপ্রয়োজনীয়ও হয় তথাপি তাহা এইভাবে উপনীত হইলে দাতার প্রতি অনুগ্রহ দেখাইবার জন্য অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এরূপ বলা কিন্তু অসঙ্গত। কারণ, ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইতেছে যে, এই অযাচিত প্রতিগ্রহটী নির্দ্দোষ; (এরূপ প্রতিগ্রহ করিলে কোন দোষ হয় না)। ইহা প্রতিপ্রসবস্বরূপ, অর্থাৎ সাধারণভাবে যে স্থলে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে ইহা দ্বারা তাহারই পুনর্বিধান বা অনুমোদন করা হইতেছে। কারণ, যাহা নিষেধ করা হয় তাহারই প্রতিপ্রসব হইয়া থাকে; স্বাভাবিক প্রবৃত্তিনিবন্ধন যাচ্ঞা করিয়া দ্রব্যলাভ করা নিষিদ্ধ; কাজেই তাহারই প্রতিপ্রসব হইতে পারে। (অভিপ্রায় এই যে, অনাবশ্যক বস্তু কেহ যাচ্ঞা করে না। কাজেই সেখানে প্রতিগ্রহের সম্ভাবনা না থাকায় তাহার নিষেধও হইতে পারে না। আর নিষেধ না হইলে তাহার প্রতিপ্রসবও হইতে পারে না। অথচ এখানে প্রতিপ্রসব বলা হইতেছে। কাজেই কাহারও অনুরোধে বা উপরোধে অনাবশ্যক বস্তুও যে প্রতিগ্রহ করা কর্ত্তব্য, এরূপ বলা সংগত হয় না।) ২৪৯

(শয্যা, গৃহ, কুশ, গন্ধদ্রব্য, জল, পুষ্প, মুক্তা প্রভৃতি মণি, দধি, ধানা অর্থাৎ যবচূর্ণ, মৎস্য, দুগ্ধ, মাংস এবং শাক—এসমস্ত দ্রব্য কেহ যদি অযাচিতভাবে আনিয়া উপস্থিত করে এবং তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে তাহা হইলে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না।)

(মেঃ)—শয্যা প্রভৃতি দ্রব্যগুলি গ্রহীতার সম্মুখে আনিয়া উপস্থাপিত করা না হইলেও "ন নির্ণুদেৎ"=তাহা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে। কাহারও বাড়ীতে ঐ দ্রব্যগুলি আছে; সে যদি আসিয়া বলে যে, এই এই দ্রব্যগুলি আমি আনিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটু অপেক্ষা করুন,—তাহা হইলে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না। ২৫০

(গুরুজনগণ এবং ভরণীয় ব্যক্তিগণ ক্ষুধাতুর হইলে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এবং দেবতা ও অতিথির পূজা করিবার নিমিত্ত সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিবে, কিন্তু নিজে তাহা ভক্ষণ করিবে না।)

(মেঃ)—উপদিষ্ট এবং অতিদিষ্ট ভেদে গুরু বহুপ্রকার। 'ভৃত্য' অর্থ আশ্রিত। অন্য স্মৃতি মধ্যে ইঁহাদের সংখ্যা বলিয়া দেওয়া আছে; যথা,—"বৃদ্ধ পিতামাতা, পতিব্রতা পত্নী এবং শিশু নাবালক পুত্র" (ইহারা অবশ্যপালনীয়)। ইহারা ক্ষুধায় কাতর হইলে ইহাদিগকে "উজ্জিহীর্ষুঃ" =উদ্ধার (রক্ষা) করিবার নিমিত্ত,—। এবং দেবতা ও অতিথিগণের পূজার জন্য অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবার নিমিত্ত,—। "সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ"=সাধুই হউক আর অসাধুই হউক সকলের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবে। "ন তু তৃপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ"=কিন্তু নিজে তাহা দ্বারা 'তৃপ্তি' সম্পাদন করিবে না। 'তৃপ্তি'—ইহার অর্থ ক্ষুধা দূর করা এবং উপভোগ করা; তাহা করিবে না। গুরুজন প্রভৃতির জন্যই উহা গ্রহণ করিবে কিন্তু নিজের জীবিকার নিমিত্ত তাহা গ্রহণ করা চলিবে না। ২৫১

(পিতা প্রভৃতি গুরুজনগণ লোকান্তরিত হইলে কিংবা তাঁহারা স্থানান্তরস্থ হওয়ায় তাঁহারা বিনা কেবল নিজে নিজগৃহে বাস করিলে নিজ জীবিকা সম্পাদনের অভিলাষে সর্ব্বদা কেবল ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করিবে।)

(মেঃ)—তাহা হইলে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করিবে?—ইহারই জন্য বলিতেছেন,—। "অভ্যতীতেষু"=পরলোক গত হইলে, "বিনা বা তৈঃ"=অথবা তাঁহারা জীবিত থাকিলেও যদি পৃথক্ বাস করেন তাহা হইলে,—। এখানে 'গুরু' শব্দটী সর্ব্বপ্রকার পোষ্যবর্গের দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। "আত্মনো বৃত্তিং"=নিজ জীবন রক্ষা করিবার অভিলাষে "সাধুতঃ"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

=ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের নিকট হইতে "প্রতিগৃহ্নীয়াৎ"=প্রতিগ্রহ করিবে। এখানে যখন কোন জাতির উল্লেখ নাই তখন বুঝা যাইতেছে যে ধার্ম্মিক শূদ্রের নিকট হইতেও প্রতিগ্রহ করা চলিবে। যেহেতু পূর্ব্বে (৪।২২৩ শ্লোকে) নিষেধ বলা হইয়াছে "শূদ্রের পকান্ন ভোজন করিবে না" ইত্যাদি। ২৫২

('আর্দ্ধিক', বংশানুক্রমিক মিত্র, নিজের গোপালক, নিজের দাস, নিজ নাপিত এবং যে লোক আত্মনিবেদন করিয়া নিজগৃহে বাস করে—শূদ্রদের মধ্যে ইহাদের অন্ন ভোজন করা যায়।)

(মেঃ)—"আর্দ্ধিক"—ইহার অর্থ 'অর্দ্ধসীরী'; ইহাকে কুটুম্বী ভূমিকর্ষক বলা হয় (যাহাকে দিয়া নিজের জমি নিয়মিতভাবে চাষ করান হয়; বাঁধি-লোক)। 'গোপাল' এবং 'দাস'—এই দুইটী শব্দ এখানে সম্বন্ধসাপেক্ষতা বোধক;—যে লোক যাহার গরু পালন করে কেবল তাহারই নিকট সে ভোজ্যান্ন (ঐ গোপালকত্ব সম্বন্ধ না থাকিলে তাহার অন্ন ভোজন করা চলিবে না)। "যশ্চ আত্মানং নিবেদয়েৎ"=(যে লোক আত্মনিবেদন করে) 'আমি আপনার শরণাপন্ন, আপনার নিকট নির্ভয়ে থাকিব' এইভাবে যে আত্মনিবেদন করিয়া নিজগৃহে বাস করিতে থাকে তাহার অন্ন ভোজন করা যায়। ২৫৩

(সেই ব্যক্তির স্বরূপ যেরূপ, তাহার ক্রিয়াকর্ম্ম যে প্রকার এবং সে ব্যক্তি যেভাবে সেবা করিবে তাহা যদি সে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে তবেই তাহার আত্মনিবেদন করা হয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে আত্মনিবেদনের কথা বলা হইয়াছে তাহা কিরূপ তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছেন। "অস্য"=এই শূদ্রের "যাদৃশঃ আত্মা ভবেৎ"=যেরূপ বংশে সে জন্মিয়াছে, যে দেশে বাসস্থান এবং যে শিল্পকার্য্য করে,—। "যৎ চিকীর্ষিতং"=এই কার্য্যের জন্য আমি আপনার আশ্রিত হইতেছি, ধর্ম্মের জন্য অথবা রাজকুল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি। "যথা বা উপচরেৎ"=আমি এই শিল্পকার্য্যের দ্বারা আপনার সেবা করিব; পাদ-বন্দনা প্রভৃতি গৃহকর্ম্মসকলও করিব, এইভাবে সকল বিষয় খুলিয়া বলিলে তবে তাহার আত্ম-নিবেদন করা হয়। কেহ কেহ বলেন, "আত্মাই পুত্র নামে প্রসিদ্ধ"—এই শ্রুতিবচন অনুসারে "যাদৃশোঽস্য ভবেদাত্মা",—এখানে 'আত্মা' শব্দটীর অর্থ অপত্য (সন্তান)। সুতরাং যদি কোনও শূদ্রের কন্যা কামবশে সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলে তাহাকে বিবাহ করা হয় তাহা হইলে সেই শূদ্র ব্যক্তিটীর অন্ন ভোজন করা চলে, এই কথা এখানে বলা হইতেছে। এরূপ ব্যাখ্যা করা সংগত নহে। কারণ, এই 'আত্মা' শব্দটী কন্যা অর্থে এখানে স্পষ্টভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই। আবার 'পুত্র' শব্দটীও পুরুষ অর্থেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এইপ্রকারে পরোক্ষভাবে 'আত্মা' শব্দটীকে কন্যা অর্থে প্রয়োগ করিবার কোন প্রয়োজনও নাই। (এইরূপ অর্থই যদি আচার্য্যের বক্তব্য হইত তাহা হইলে তিনি "যাদৃশোঽস্য ভবেদাত্মা" এরূপ না বলিয়া) "দদ্যাদ্ দুহিতরং চ যঃ"=যিনি কন্যা দান করেন, এইরূপ বলিলেই চলিত, এইরূপ বলাই সংগত হইত। অন্য কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে যে 'আর্দ্ধিক' প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে উহা শূদ্রের উপলক্ষণ, উহা দ্বারা শূদ্রকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর তাহা হইলে কোন 'পারশব' জাতীয় (শূদ্রা নারীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান 'পারশব') যদি শ্বশুর হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণ তাহার অন্ন ভক্ষণ করিতে পারে। ২৫৪

(যে ব্যক্তি সাধুগণের নিকট নিজে স্বরূপতঃ অন্য প্রকার হইলেও তাহা চাপা দিয়া অন্য প্রকারে নিজের পরিচয় দেয়, সে লোক এই জগতে অতি পাপিষ্ঠ, সে আত্ম-অপহরণ-কারী চোর।)

(মেঃ)—"অন্যথা সন্তং"=নিজে অন্য প্রকার অর্থাৎ অধার্ম্মিক হইলেও "সৎসু"= শিষ্ট জনগণের নিকট "অন্যথা ভাষতে"=অন্য প্রকার কথা বলে,—'আমি ধার্ম্মিক' এইরূপ পরিচয় দেয়; কিংবা সে মনে মনে জানে যে আমি অন্য প্রকার প্রয়োজনে ইহাকে আশ্রয় করিয়াছি অথচ বাহিরে অন্য প্রকার প্রয়োজন দেখায়, সে লোক, যত প্রকার পাপকারী মনুষ্য আছে তাহাদের সকলের অধম, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সে "স্তেনঃ"=চোর। "আত্মাপহারকঃ",—সাধারণ চোর ধনাদি অপহরণ করে কিন্তু এ লোকটী এমন চোর যে সে আত্মাকে অপহরণ করে;—এইভাবে অতিশয় নিন্দা করা হইল। ২৫৫

(সমস্ত অর্থই—অভিধেয় গবাদি পদার্থই—শব্দে প্রতিষ্ঠিত, শব্দই সকল অভিধেয় পদার্থের মূল; সকল অভিধেয় পদার্থই শব্দ হইতে নির্গত হইয়াছে। সেই 'বাক্' অর্থাৎ শব্দকে যে অপহরণ করে সে লোকের তাহা দ্বারা সকল দ্রব্যই অপহরণ করা হয়।)

(মেঃ)—শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য; এইজন্য "বাচি"=শব্দে "অর্থাঃ"=গবাদি অভিধেয় বস্তুগুলি 'নিয়ত' অর্থাৎ আবদ্ধ বা স্থিত, এইরূপ বলা হয়। সমস্ত অর্থই "বাঙ্মূলাঃ"—বাঙ্মূলক; শব্দই সকল অর্থের মূল। বক্তা (শব্দ প্রয়োগকারী ব্যক্তি) যে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করে তাহা শব্দের অধীন অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণ করিয়াই নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয়; এইজন্যই অর্থকে 'বাঙ্মূল' বলা হইয়াছে। "বাচো বিনিঃসৃতাঃ"=শব্দ হইতেই অর্থসকলের উৎপত্তি, কারণ শ্রোতাও শব্দ শুনিয়া তবে অর্থ অবধারণ করে; এইজন্য সকল অভিধেয় পদার্থকে 'বাগ্বিনিঃসৃত' বলা হইয়াছে। এখানে এ শ্লোকটীতে পুনরুক্তি হইয়াছে এইপ্রকার শঙ্কা উত্থাপন করা হইলে তাহা পরিহার করিবার প্রয়াস করা অনাবশ্যক। কারণ, ইহা অনুবাদস্বরূপ; সুতরাং যাহা হয় একটা পরিহার ধরিয়া লইলেই চলিবে। "তাং"=সেই বাক্ (শব্দ) "যঃ চোরয়তি"=যে লোক চুরি করে,—এক রকম বলিয়া আর এক রকম কাজ করে, মনে মনে এক উদ্দেশ্য লইয়া উপস্থিত হয় এবং অন্য অভিপ্রায় বাহিরে দেখায় "স সর্ব্বস্তেয়কৃৎ"=সে লোকের ঐ কার্য্যে সকল দ্রব্যই চুরি করা হয়—এ জগতে সুবর্ণ প্রভৃতি এমন কোন বস্তু নাই যাহা তাহা দ্বারা চুরি করা না হয়;—। এইভাবে ইহা মিথ্যা কথা বলার নিন্দার্থবাদস্বরূপ। (ইহা দ্বারা মিথ্যা কথা বলার নিন্দা করাই অভিপ্রেত; বস্তুতঃ সে যে সুবর্ণাদি সকল বস্তু চুরি করার পাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে তাহা নহে।) ২৫৬

(ঋষিগণ, পিতৃগণ এবং দেবগণ ইঁহাদের যথাবিধি অনৃণতা সম্পাদন করিয়া অর্থাৎ ঋণ শোধ করিয়া পুত্রের উপর গৃহস্থের সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার অর্পণকরতঃ উদাসীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহে বাস করিতে থাকিবে।)

(মেঃ)—ইহা গৃহস্থেরই আর প্রকার অবস্থা বলা হইতেছে। মহর্ষিগণের ঋণ পরিশোধ হয় স্বাধ্যায় দ্বারা, পিতৃগণের অনৃণতা সম্পাদন করা হয় অপত্য উৎপাদন দ্বারা এবং দেবগণের ঋণ মুক্ত হওয়া যায় যজ্ঞের দ্বারা, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া। এইজন্য শ্রুতিমধ্যে আম্নাত হইয়াছে "তিন প্রকার ঋণে ঋণী হইয়া থাকে" ইত্যাদি। "আনৃণ্যং গত্বা"—ইহার অর্থ ঐ স্বাধ্যায়াধ্যয়ন প্রভৃতি তিন প্রকার কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া "পুত্রে"=যথাযথ ব্যবহারের উপযুক্ত পুত্রের উপর "সর্ব্বং"=গৃহ, কুটুম্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ের ভার "সমাসজ্য"=সন্ন্যস্ত করিয়া অর্থাৎ অর্পণ করিয়া "বসেৎ"=গৃহেই বাস করিবে। "মাধ্যস্থম্ আস্থিতঃ"=ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া। ইহা আমার ধন, এই আমার পুত্র-কলত্র, এই সব আমার দাসদাসী ইত্যাদি প্রকার ধারণা বা জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া বাস করিতে থাকিবে। 'আমি কাহারও নহি এবং কেহও আমার নহে'—এইভাবে যে নিজের তৃষ্ণা (আসক্তি) পরিত্যাগ করা ইহারই নাম 'মাধ্যস্থ'। এই যে সন্ন্যাসের কথা বলা হইল ইহা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস নহে, কিন্তু কাম্যকর্ম্ম এবং ইহলোক সম্বন্ধীয় যেসকল কর্ম্ম আছে তাহারই সন্ন্যাস। ইহা অগ্রে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) আলোচনা করিয়া দেখাইয়া দিব। ২৫৭

(নির্জ্জন প্রদেশে একাকী থাকিয়া সর্ব্বদা আত্মোপাসনা করিবে। কারণ, একাকী বসিয়া ধ্যানপরায়ণ হইলে নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায়।)

(মেঃ)—সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করা হইলে তখন তাঁহার পক্ষে এই কাজটী বিশেষভাবে কর্ত্তব্য হইবে। "একাকী"=সহায়বিহীন হইয়া কাহারও সহিত সম্ভাষণ না করিয়া "বিবিক্তে"=নির্জ্জন প্রদেশে, যেখানে লোকের যাতায়াত না থাকায় চাঞ্চল্য নাই সেইরকম স্থানে "চিন্তয়েৎ"=ধ্যান করিবে "হিতম্ আত্মনি"=উপনিষৎ মধ্যে যে ব্রহ্মোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার অনুশীলন করিতে থাকিবে। যেহেতু সেই চিন্তা এবং তাহার পুনঃপুনঃ পরিশীলনের ফলে তাদৃশ ব্যক্তি "পরং শ্রেয়ঃ"=মোক্ষ নামক পরম শ্রেয়ঃ "অধিগচ্ছতি"=লাভ করে। ২৫৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(গৃহস্থ ব্রাহ্মণের পক্ষে যাহা সর্ব্বকালে অবশ্যপালনীয় সেই বৃত্তির বিবরণ এবং স্নাতক ব্রতের বিধান এই বলা হইল ; ইহাতে সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহাই শুভপ্রদ, প্রশস্ত।)

(মেঃ)—এক্ষণে সমগ্র অধ্যায়টীর যাহা প্রতিপাদ্য বিষয় তাহারই উপসংহার বলিতেছেন। "এষা বৃত্তির্বিপ্রস্য গৃহস্থস্য"=ইহা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বৃত্তি অর্থাৎ পালনীয় বিষয় বলা হইল। ইহা "শাশ্বতী"=নিত্য—সকল সময়ে অবশ্য পালনীয়; কিন্তু আপৎকালের জন্য যে বৃত্তি বিহিত হইবে তাহা 'নিত্য' নহে অর্থাৎ তাহা সকল সময়ে আশ্রয়ণীয় নহে। এখানে 'বিপ্র' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে স্নাতকব্রত সম্বন্ধে যে বিধি বলা হইল তাহা কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই পালনীয়। "সত্ত্ববৃদ্ধিকরঃ"=ইহাতে সত্ত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 'সত্ত্ব' হইতেছে আত্মার গুণবিশেষ। ইহা "শুভঃ"=প্রশস্ত। ইহা প্রতিপাদ্য বিষয়টীর প্রশংসাস্বরূপে বলা হইল। ২৫৯

(বেদবিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি এইপ্রকার আচার পালন করিতে থাকিয়া জীবনযাপন করেন তাহা হইলে তিনি পাপশূন্য হইয়া চিরতরে ব্রহ্মলোকে বাস করিতে সমর্থ হন।)

(মেঃ)—এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল ইহা তাহারই ফলকীর্ত্তন। "অনেন বর্ত্তয়ন্"=এই সমস্ত নিয়মকলাপ পালন করিতে থাকিয়া জীবনযাপন করিতে থাকিলে, "বেদশাস্ত্রবিৎ বিপ্রঃ"=বেদ-বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, (বেদবিধি জানা না থাকিলে তাহা পালন করা যায় না বলিয়া বেদবিধিজ্ঞ), "ব্যপেত-কল্মষঃ"=নিষেধ শাস্ত্র লঙ্ঘন করায় যে কল্মষ অর্থাৎ পাপ হয় তাহা যিনি প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান দ্বারা দূর করিয়াছেন,—। অতএব ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে, বিহিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধ বিষয়সকল বর্জ্জন করায়, আর যদি অসাবধানতাবশতঃ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া পড়ে তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহা পরিহার করায়,—। এইভাবে ইহার ফলে তিনি "ব্রহ্মলোকে মহীয়তে"=ব্রহ্মলোক নামক স্থানবিশেষে মহিমা প্রাপ্ত হন। আর অন্য দর্শনের মতানুসারে ইহার অর্থ তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। ২৬০

ইতি শ্রীমেধাতিথি ভট্ট বিরচিত মনুসংহিতার ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায়॥

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথশর্ম্ম-শ্রীচরণান্তেবাসি
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্নাত্মজ-শ্রীভূতনাথশর্ম্মকৃত
মেধাতিথিভাষ্যের বঙ্গানুবাদে
চতুর্থ অধ্যায়॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পঞ্চম অধ্যায়

(ঋষিগণ স্নাতকের পক্ষে বিহিত যথাবর্ণিত এই সমস্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অগ্নিপুত্র মহাত্মা ভৃগুকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।)

(মেঃ)—ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থের পক্ষে পালনীয় যে সমস্ত ধর্ম্ম পূর্ব্বের তিনটী অধ্যায়ে বলা হইল তাহা "শ্রুত্বা"=শ্রবণ করিয়া "ঋষয়ঃ"=মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ "ভৃগুম্"=আচার্য্য ভৃগুকে "ইদং"=ইহা, যাহা অনন্তর বলা হইবে সেই বিষয় "অব্রুবন্"=জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, এখানে ত বলা হইয়াছে "স্নাতকস্য"=স্নাতকের (অর্থাৎ স্নাতকের পক্ষে বিহিত ধর্ম্মগুলি)। তবে 'ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম' এরূপ বলা হইল কি জন্য? ইহার উত্তরে বক্তব্য, ইহা হইতেছে অতীত (পূর্ব্বোক্ত) বিষয়ের উল্লেখমাত্র। আর তাহাতে ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মসকলও বলাই হইয়াছে। "মহাত্মানং" এবং "অনলপ্রভবম্" এ-দুটী ভৃগুর বিশেষণ। অনল অর্থাৎ অগ্নি হইতে 'প্রভব' অর্থাৎ উৎপত্তি যাঁহার তিনি 'অনলপ্রভব'। আচ্ছা, এ কি রকম হইল? কারণ, প্রথম অধ্যায়ে "আমি প্রজাসকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে 'ভৃগু হইতেছেন মনুর পুত্র'। (উত্তর)—তাহা সত্য; তবে কথা হইতেছে এই যে, ইহা অর্থবাদমাত্র। অথবা অন্য একটী জন্মে অগ্নি হইতেই ভৃগুর উৎপত্তি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সেই দৃষ্টি অনুসারেই এখানে এইরূপ বলা হইয়াছে। এইজন্য ভৃগুর নামনির্ব্বচন করিবার জন্য বলা হইয়াছে "অগ্নির যে রেতঃ ভ্রষ্ট হইয়াছিল তাহা হইতে প্রথম অংশটী ঊর্দ্ধে দীপ্তি পাইতে থাকে; তাহাই ঐ আদিত্যরূপে আবির্ভূত হইল। আর যে দ্বিতীয় অংশটী ছিল তাহা হইলেন ভৃগু"। অথবা ইহা ঔপচারিক প্রয়োগ। অগ্নির তেজস্বিতার সহিত ইঁহার তেজস্বিতার সমানতা (সাদৃশ্য) রহিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে এইভাবে উল্লেখ করা হইতেছে,—তিনি যেন অগ্নি হইতে প্রসূত (উৎপন্ন)। ইহার মধ্যে কোন্ পক্ষটী সঙ্গত সেদিকে ঝোঁক না দেওয়াই ভাল; কারণ এখানে এই বিষয়টী প্রতিপাদন করাতে এই শাস্ত্রটীর (বাক্যটীর) তাৎপর্য্য নাই।

এই যে প্রশ্নোত্তরসন্দর্ভ ইহার সমস্ত অংশটীরই তাৎপর্য্য হইতেছে বক্ষ্যমাণ অন্ন-দোষের (অভক্ষ্য ভক্ষণের) গুরুত্ব জ্ঞাপন করা—অন্নদোষ বড় গুরুতর, ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই প্রশ্নোত্তররূপে এই সন্দর্ভটীর অবতারণা করা হইয়াছে। পরিগ্রহদোষ অপেক্ষা,—যাহার নিকট দান গ্রহণ করা উচিত নয় তাহার নিকট দান গ্রহণ করিলে যে দোষ হয় তদপেক্ষা অন্নস্বভাবজনিত দোষটী গুরুতর। কারণ, পরিগ্রহদোষ হইতেছে সম্বন্ধঘটিতদোষ, আর অন্নদোষ হইতেছে স্বরূপদোষ; কাজেই ইহা অন্তরঙ্গ—আরও ভিতরের, আরও সন্নিহিত: এজন্য ইহার গুরুত্ব অধিক। আচ্ছা, প্রথমটীর জন্য ত অধিক প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা হইয়াছে; যেমন, "অজ্ঞানপূর্ব্বক হইলে তিন দিন উপবাস করিবে" ইত্যাদি; কিন্তু এখানে বলা হইতেছে যে, "অবশিষ্ট দ্রব্যগুলির জন্য একদিন উপবাস করিবে"। সুতরাং ইহাকে গুরুতর দোষ বলা যাইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, 'লশুন' প্রভৃতি ভক্ষণের তুলনায় এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত লঘু; যেহেতু "সেই সমস্ত বস্তু জ্ঞানপূর্ব্বক (জানিয়া-শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক) ভক্ষণ করিলে পতিত হইবে" এই প্রকারে পতিত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। ১

(হে প্রভু! যে সমস্ত বেদজ্ঞ দ্বিজাতি এইভাবে যথানির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহাদের উপর অকালমৃত্যুর প্রভাব হয় কিরূপে?।)

(মেঃ)—মহর্ষিগণ যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন। "এবম্"= এইরূপে; ইহা দ্বারা শাস্ত্রবিধির প্রতি নির্দ্দেশ করা হইতেছে। "যথোক্তম্"=যেমন বিধান বলা আছে; ইহা দ্বারা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য (পূর্ব্ববর্ণিত বিধান) স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল। সুতরাং "এবং যথোক্তম্" ইহার অর্থ এই সমস্ত শাস্ত্রবচনে যেরূপ ধর্ম্ম বলিয়া দেওয়া হইল তাহা অনুষ্ঠান করিতে যে সমস্ত দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়) নিরত; এখানে 'বিপ্র' শব্দটী কেবল একটী দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ, আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে বলিবেন "ইহা দ্বিজাতিগণের পক্ষেই ব্যবস্থা বলা হইল" ইত্যাদি। "কথং মৃত্যুঃ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রভবতি"—স্নাতক অবস্থাতেই হউক অথবা ব্রহ্মচর্য্যাবস্থাতেই হউক অকালমৃত্যু তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে কিরূপে, কি কারণে? কারণ, তাহাদের পরিপূর্ণ আয়ু লইয়া পুরুষায়ুষজীবী হওয়াই উচিত। পুরুষের আয়ুঃ (বাঁচিবার কাল) হইতেছে এক শত বৎসর; তাহার পূর্ব্বে ইহাদের অপমৃত্যু (অকালমৃত্যু) হওয়া উচিত নয়। যেহেতু এইরূপ কথিত আছে, "মানব ধর্ম্মাচরণ হইতে আয়ু লাভ করে"; "যাহারা জপ করিতে থাকে এবং হোম করিতে থাকে" ইত্যাদি। ২

(তখন সেই ধর্ম্মাত্মা মনুতনয় ভৃগু মহর্ষিগণকে বলিলেন, আপনারা তবে শুনুন যে কারণে অকালমৃত্যু দ্বিজাতিগণকে গ্রাস করে। বেদের অভ্যাস না করায়, ধর্ম্মানুষ্ঠান বর্জ্জন করায়, আলস্যপরায়ণ হওয়ায় এবং অন্নদোষযুক্ত হওয়ায় অকালমৃত্যু দ্বিজাতিগণকে আক্রমণ করে।)

(মেঃ)—আচ্ছা, প্রশ্ন করা হইয়াছে "যাহারা স্বধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ তাহাদের অকালমৃত্যু হয় কেন", ইহার উত্তরে যে বলা হইয়াছে, "যে দোষে তাহা হয়" ইত্যাদি, ইহা এখানে সংগত। কিন্তু পরবর্ত্তী সন্দর্ভগুলি ত এখানে মোটেই সংগত হইতেছে না? ইহার উত্তরে বক্তব্য, "অনভ্যাসেন বেদানাং" ইত্যাদিগুলি কয়েকটী দৃষ্টান্তরূপে বলা হইয়াছে। বেদের অনভ্যাস প্রভৃতিগুলি পুরুষের অকালমৃত্যুর কারণ, ইহা যেমন আপনারা অবগত আছেন বক্ষ্যমাণ অন্নদোষও সেইরূপ অকালমৃত্যুর কারণ। বেদাভ্যাস প্রভৃতি থাকিলেও এই অন্নদোষটী বড় গুরুতর। এইজন্য ইহা পৃথক্ প্রকরণ করিয়া বলা যাইতেছে। ৩-৪

(রশুন, গাঁজর, পেঁয়াজ, কবক অর্থাৎ বেঙের ছাতা এবং দূষিত স্থানে উৎপন্ন বস্তুসকল ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়ের অভক্ষ্য।)

(মেঃ)—লশুন প্রভৃতি পদার্থগুলি লোকপ্রসিদ্ধ। 'কবক' এটীও একটী জাতিবাচক শব্দ। কোন কোন স্থানের লোকেরা 'কুয়াকু' এই নামে প্রসিদ্ধ বস্তুবিশেষকে 'কবক' বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ ছত্রাক (বেঙের ছাতা) এবং 'কবক' একই পদার্থ। এইজন্য 'কবক' নামে উহাকে প্রতিষিদ্ধ ভক্ষ্য বলা হইয়াছে, আর "ছত্রাকং বিড্বরাহঞ্চ" ইত্যাদি শ্লোকে 'ছত্রাক' নামে উহা ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত বলিবেন, অর্থাৎ তথায় উহাকে 'ছত্রাক' নামে উল্লেখ করা হইবে। আর ছত্রাক নামে অন্য কোন পদার্থ যে প্রসিদ্ধ আছে তাহাও নহে। আবার অক্ষর কিংবা বর্ণের সমানতা আছে বলিয়া যে যে পদার্থ ছত্রাকার (ছাতার মত দেখিতে) তাহাই 'ছত্রাক' এভাবে অর্থবোধ করাও সংগত হইবে না। কারণ তাহা হইলে সুবর্চ্চল প্রভৃতি পদার্থেরও ভক্ষ্যতা নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা (ঐ নিষেধ) আচারবিরুদ্ধই হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, যে পদার্থগুলিকে 'কবক' বলা হয় সেইগুলিই ছত্রাক। এইজন্য নিরুক্তকার বলিয়াছেন "ছত্রক হয় ক্ষুণ্ণমাহি, কারণ তাহাই মৃত্তিকার উপর ক্ষোদিত হয়"। অতএব অকৃষ্ট অনূপ (আর্দ্র) ভূমিতে শ্বেতবর্ণের যে বস্তুবিশেষ জন্মে সেইগুলিই 'কবক'। পরে এ কথা আচার্য্য স্বয়ং বলিবেন—"যে কবকসকল ভূমির উপর জন্মে"। অন্যত্রও ইহা এইরূপ দেখান হইয়াছে "এই বস্তুটী যেন পায়ের গোড়ালি দিয়া ক্ষুণ্ণ করিয়া, চাপ দিয়া তৈয়ারি"। পায়ের আঘাতে যেগুলি ক্ষুণ্ণ করা হয়। অতএব ঐ জাতীয় যে বস্তুগুলি গুল্মবৃক্ষ হইতে জন্মে সেগুলির আকৃতি ঐরূপ হইলেও সেগুলি (ভক্ষণ করা) নিষিদ্ধ নহে। বৈদ্যশাস্ত্রে এইরূপ ব্যাখ্যা করা আছে যে, কুকুণ্ড নামক বস্তুকে 'কবক' বলে। ইহা কিন্তু গো প্রভৃতি শব্দের ব্যাখ্যার ন্যায় নহে। লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায় যে, শাক অর্থে কবক শব্দ প্রয়োগ করা হয়। কাজেই লোকব্যবহার অনুসারে বৈদ্যকশাস্ত্র প্রভৃতিতে ইহার যেরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করা আছে তাহাই গ্রহণ করা হয়। আর সেই অর্থটী যে কি তাহা আগে দেখানই হইল।

যেসকল দ্রব্যের বর্ণ এবং গন্ধ রশুনের ন্যায়, ধর্ম্মসংহিতাকার বিষ্ণুর মতে তাহা ভক্ষণ করাও নিষিদ্ধ। আর 'পারাশরিকা' গ্রন্থে ঐরূপ দ্রব্য ভক্ষণ করা সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাই যে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার কারণ উহার জন্য "চান্দ্রায়ণম্" ইত্যাদি বচনে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা হইয়াছে। এইজন্য 'লবতক', কর্ণিকার প্রভৃতি দ্রব্যও ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। "অমেধ্যপ্রভবানি"=অপবিত্র (দূষিত মলমূত্রাদি) পদার্থ হইতে কিংবা তাহার সংস্পর্শে যেসকল বস্তু জন্মিয়াছে সেগুলিও অভক্ষ্য। কেহ কেহ বলেন, মূল, বাস্তুক প্রভৃতি দ্রব্যের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ন্যায় যেগুলি কেবল অপবিত্র পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হয় সেগুলিরই ভক্ষণ নিষেধ করা সঙ্গত। কিন্তু ধান্য-শাক (?) প্রভৃতি যেসকল দ্রব্য অধিক পুষ্টির জন্য অপবিত্র ক্ষেত্রে জন্মান হয় অথবা সেইরূপ অপবিত্র সংস্পর্শে আসে সেগুলি দূষিত হয় না। এরূপ বলা কিন্তু সঙ্গত হয় না। কারণ ঐ জাতীয় দ্রব্যমাত্রেই যে অভক্ষ্য ইহা নিষেধ শ্রুতি হইতে জানা যায়। যদি এমন হয় যে, অপবিত্র বস্তুর সংসর্গ ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন হয় না তাহা হইলে ঐরূপ বলা চলে বটে। কিন্তু ইহাই যখন নিয়ম যে, কোন কোন বস্তু যদি ভাল জায়গাতে জন্মে, আবার কোন কোন বস্তু দূষিত (সার) প্রভৃতির সংসর্গেও জন্মে তখন এই নিষেধটী অপবিত্র স্থানজাত বস্তু সম্বন্ধে প্রয়োজ্য হয় কিন্তু তাদৃশ সংসর্গ দূষিত বস্তুর সম্বন্ধে উহা প্রয়োজ্য হয় না। যদিও 'মাংস' পদার্থটী শুক্রশোণিতরূপ অমেধ্য পদার্থ হইতেই উৎপন্ন তথাপি এ নিষেধটী তাহার পক্ষে খাটিবে না, কারণ মাংস সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ পৃথক্ প্রকরণেই বলা হইবে। ৫

(লোহিত বর্ণের কঠিন বৃক্ষনির্য্যাস, বৃক্ষাদির ছিন্ন অংশে যাহা উৎপন্ন হয় সেরূপ বস্তু-সকল, শেলু এবং গরুর 'পীযূষ' এইগুলি যত্নসহকারে বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—বৃক্ষের কোটর হইতে স্রাববশতঃ কিংবা অন্য কোন কারণবশতঃ বৃক্ষের বহির্ভাগে যে এক প্রকার পদার্থ প্রকাশ পায় (বাহির হয়), যেগুলি বৃক্ষের মূল, স্কন্ধ (গুঁড়ি), ফল, পত্র, শাখা এবং পুষ্প ইহার কোনটীরই অন্তর্ভুক্ত নহে অথচ বৃক্ষের সহিত সংলগ্ন হইয়া জন্মে তাহাই 'বৃক্ষনির্য্যাস'। ঐ প্রকার লোহিতবর্ণ বৃক্ষনির্য্যাস নিষিদ্ধ; সুতরাং কর্পূর প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইবে না, কারণ, উহা ঐ প্রকার নির্য্যাস হইলেও লোহিতবর্ণ নহে কিন্তু শ্বেতবর্ণ। 'ব্রশ্চনপ্রভব'=ব্রশ্চন অর্থাৎ ছেদন হইতে যেগুলি জন্মে। এইভাবে বৃক্ষ প্রভৃতির ছিন্ন অংশের কাটা জায়গাটীর ছাল হইতে কিংবা সেইখানেই যেসমস্ত পদার্থ জন্মে সেগুলি যদি লোহিতবর্ণ না হয় তবে সেগুলি নিষিদ্ধ হইবে না। "শেলু"=শ্লেষ্মাতক (চালতা); বৈদ্যক প্রভৃতি শাস্ত্রে ইহা ঐ নামে প্রসিদ্ধ। 'প্রস্নুত' দুগ্ধের যে সন্তানিকা ধারা তাহা 'শেলু' নহে; কারণ ঐ প্রকার অর্থে উহা প্রসিদ্ধ নহে। কেহ কেহ বলেন এখানে 'পীযূষ' এই পদটীর সঙ্গে 'শেলু' শব্দটী পঠিত হইয়াছে বলিয়া সাহচর্য্য অনুসারে উহার অর্থ সন্তানিকা হওয়াই উচিত। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, যদি একই শব্দ একাধিক অর্থে প্রয়োগ হয় তখন ঐ সাহচর্য্যটী বিশেষ অর্থ বুঝাইবার হেতু হইয়া থাকে অর্থাৎ সাহচর্য্য অনুসারে বিশেষ অর্থ নিরূপিত হয়; কিন্তু যে অর্থে যে শব্দের প্রয়োগ কখনও দেখা যায় নাই সেই প্রকার অর্থে শব্দটীর যে প্রয়োগ হইয়াছে ইহা সাহচর্য্য জানাইয়া দেয় না—সাহচর্য্য হইতে সেরূপ অর্থের প্রতীতি হইতে পারে না।

"গব্যং চ পীযূষম্"=গো-দুগ্ধ সন্তানিকা। এখানে 'গব্য' শব্দটী থাকায় মহিষদুগ্ধ প্রভৃতির ঐ প্রকার 'পীযূষ' যে নিষিদ্ধ নহে তাহা বুঝা যাইতেছে। ঐ যে পীযূষ উহা অনাদ্য (ভক্ষণীয় নহে); উহা অগ্নিসংযোগমাত্রেই পিণ্ড (ডেলা) হইয়া যায়, অথচ তাহা আসক্ত (পরস্পর সংশ্লিষ্ট) থাকে না। সদ্যঃপ্রসূত গাভীর দুগ্ধকে 'পীযূষ' বলে। আচ্ছা, প্রসবের দশদিন না কাটিলে গো-দুগ্ধ এবং তৎসম্ভূত দ্রব্য অভক্ষ্য, ইহা ত অগ্রে বলিবেন? আর প্রসবের পর তিন-চার দিন মাত্র দুগ্ধ ঐ প্রকার (পীযূষ) হইয়া থাকে। সুতরাং উহাও যখন ঐ দশ দিনের মধ্যেই পড়িয়া যায় তখন উহা আবার পৃথগ্‌ভাবে নিষেধ করা হইতেছে কেন? (উত্তর)—তাহা ঠিক; তবে ঘটনাক্রমে দশ দিনের পরও যদি কোন গো-দুগ্ধ ঐ প্রকার অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাহা ভক্ষণ করাও নিষিদ্ধ; এইভাবেই এই নিষেধটী সার্থক হয়। এখানে "প্রযত্নেন" এবং "বিবর্জ্জয়েৎ" এই দুইটী পদ শ্লোকপূরণের জন্য; কারণ এখানে আগেকার শ্লোকের "অভক্ষ্যাণি" এই পদটীর অনুবৃত্তি হইতেছে। ৬

(বৃথা প্রস্তুত করা কৃসর, সংযাব, পায়স, পিষ্টক, অনুপাকৃত মাংস, দেবতার উদ্দেশে প্রস্তুত অন্ন এবং দেবতার উদ্দেশে রক্ষিত হবির্দ্রব্য—এগুলিও ভক্ষণ করা উচিত নহে।)

(মেঃ)—এখানে "কৃসরসংযাবং" এটী সমাহারদ্বন্দ্ব হইয়াছে। তিলের সহিত সিদ্ধ করা যে অন্ন তাহাকে 'কৃসর' বলা হয়। 'সংযাব'—ইহা ঘৃত, গুড়, তিল প্রভৃতি সহযোগে প্রস্তুত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করা এক প্রকার খাদ্য দ্রব্য; ইহা নগর অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন, (সংযাব শব্দটী 'সম্' পূর্ব্বক 'যু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; আর) 'যু' ধাতুর অর্থ 'মিশ্রণ' (মিশ্রিত করা); সুতরাং, মুদ্গ (মুগ), মকুষ্টক (ডাইলবিশেষ) প্রভৃতি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া যে অন্ন সিদ্ধ করা হয় তাহাই এখানে 'সংযাব' শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতেছে। ইহা কিন্তু সংগত নহে; কারণ এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে 'কৃসর' পদটী নিরর্থক হইয়া পড়ে। যেহেতু উহাও এইভাবে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া উহাও তাহা হইলে 'সংযাব' ছাড়া আর কিছু নহে। 'বৃথা' শব্দটী সকল কয়টী পদের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। যাহা কেবল নিজের জন্যই পাক করা হয়, দেবতা অথবা পিতৃগণ, কিংবা অতিথির জন্য যাহা সিদ্ধ হয় না তাহাই 'বৃথা'। সেরূপ স্থলেই কৃসর প্রভৃতি দ্রব্যগুলির ঐ নিষেধ উপদেশ। কিন্তু ইহা বলা সংগত নহে। কারণ, গৃহস্থগণ কেবল একটীমাত্র প্রয়োজনেই পাক করে না। হবির্দ্রব্যের যে আবাপ (নির্ব্বাপ) অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে যে মুষ্টি গ্রহণ করা হয় তাহা যেমন কেবল সেই একটীমাত্র দেবতার জন্যই পাক করা হয়, ইহা সেরূপ কেবল একজনের জন্যই উদ্দিষ্ট হয় না। যে স্থলে কোন বিশেষ উদ্দেশ নাই (দেবতা প্রভৃতির উদ্দেশ নাই) কিন্তু সাধারণভাবেই অন্ন পাক করা হইয়াছে তথায় সেই অন্নে পঞ্চমহাযজ্ঞ করা বিহিত। সেরূপ স্থলে বৈশ্বদেব যজ্ঞ না করিয়া যে ভোজন করে তাহার পক্ষে বিহিত কর্ম্ম অতিক্রম করা হয়। (ইহা নিষিদ্ধ সুতরাং প্রত্যবায়জনক)। ইহার উপর সে সম্বন্ধে আর একটী নিষেধ চাপান সংগত হয় না। কারণ, তাহা হইলে ঐ একই বিষয়ে দুইটী প্রায়শ্চিত্ত (কর্ত্তব্য) হইয়া পড়ে;—বিহিত কর্ম্ম (বৈশ্বদেব) অতিক্রম করিবার জন্য একটী প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, আবার বৃথা কৃসর অথবা সংযাবরূপ নিষিদ্ধ ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত অপর একটী প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য হয়।

বস্তুতঃ ঐ 'কৃসর' প্রভৃতি দ্রব্যগুলি বাস্তুযজ্ঞাদি স্থলে বিশেষ বিশেষ দেবতার উদ্দেশ্যে যদি পাক করা না হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা দৈনন্দিন বিধি যে বৈশ্বদেবযজ্ঞাদি এবং তদবশিষ্ট ভোজন তাহা করাও নিষিদ্ধ হইতেছে। আর, "নিজের জন্য পাক করিবে না" এই যে নির্দ্দেশ, ইহাও ভোজনপ্রাপ্তির অনুবাদ অর্থাৎ ভোজনের জন্য যে পাক স্বভাবতই প্রাপ্ত তাহারই ইহা অনুবাদ, ইহা প্রতিষেধ নহে। কারণ, যে বৈশ্বদেববিধি লংঘন করিবে তাহার পক্ষে ভোজনের জন্যও পাক অবশ্যই করিতে হইবে (অন্যথা জীবনধারণ অসম্ভব)। কাজেই ইহা নিষেধ নহে, কেন না, এরূপ না বলিলে দুইবার করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর অন্য প্রয়োজনে (বৈশ্বদেবাদি প্রয়োজনে) পাক করা হইলেও তাহা শেষ পর্য্যন্ত নিজের (ভোজনের) জন্যও হইবে; তাহা নিষেধ করা সম্ভব নহে। পচ্যমান অন্নের জন্য পাক করা হয় (পাকের দ্বারা অন্ন নিষ্পন্ন হইবে বলিয়া অন্ন নিষ্পাদনের জন্য পাক করা হইয়া থাকে)। আর সেই অন্নকে দ্বার করিয়া সেই পাক নিজের জন্যও হইয়া থাকে, কারণ উহা দ্বারাই জীবন ধারণ করা হয়। (অর্থাৎ অন্ন নিষ্পাদনের জন্য পাক করা হয়; সেই অন্নটী আবার নানাভাবে ব্যবহৃত হয়; নিজের জীবনধারণের জন্য নিজভোজনার্থেও সেটীর ব্যয় হইবে)। ভৃত্যবর্গের (অবশ্যভরণীয় পোষ্যবর্গের) ভোজনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই অন্ন ভোজন করা ইড়াভক্ষণাদির ন্যায় শেষসংস্কার নহে। আর এই অন্ন পাক করিবার পূর্ব্বে কোন প্রকার সংকল্প করিবারও উল্লেখ নাই। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে পাকের সময়ে 'আমার জন্য পাক কর' এই প্রকার যে সংকল্প "নাত্মার্থং পচেৎ" ইহা দ্বারা তাহারই কেবল নিষেধ হইতে পারিত। বস্তুতঃ এখানে "আত্মার্থং" এই কথাটী ভবিষ্যৎ দিকে দৃষ্টি না রাখিয়াই বলা হইয়াছে। যদি আবার দেবতার জন্য সংকল্প করিয়া পাক করা হয় তাহা হইলে মিথ্যা সংকল্পের দোষ উপস্থিত হয়। কারণ, যাহা দেবতার্চ্চনার জন্য সংকল্পিত হইয়াছিল তাহা নিজের জীবনধারণের জন্য নিজের ভোজনে লাগাইয়া দেওয়া হইল। এই সমস্ত নানা প্রকার দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া "নাত্মার্থং পচেৎ" এটীকে অনুবাদ বলিতে হয়। সুতরাং তখন উহার অর্থটী দাঁড়ায় এইরূপ, গৃহস্থ যে পাক করিয়া থাকে তাহা বৈশ্বদেবকর্ম্ম নিষ্পাদন করিবার পূর্ব্বে যেন কেবল নিজের ভোজনেই ব্যবহৃত না হয়। এইজন্য পাক না করিয়াও যেখানে ভোজন করা হয় (ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া যখন জীবনধারণ করা হয়) সেখানেও যে এই বিধি প্রয়োজ্য তাহা "হে রাজন্, পুরুষের যাহা ভক্ষ্য তাহার দেবগণেরও তাহাই ভক্ষ্য হইবে" ইত্যাদি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাক্যে রামায়ণমধ্যে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর ক্ষুধিত ব্যক্তিরই যে এই বৈশ্বদেবকর্ম্মে অধিকার তাহাও নহে; কারণ (খাও আর চাই নাই খাও) গৃহস্থ হইলেই এই কর্ম্ম করিতে হইবে। এইজন্য কোন দিন যদি গৃহপতি ভোজন না করে তাহা হইলে সেদিন পাক না করিয়া বৈশ্বদেবকর্ম্ম না করিলে সে ব্যক্তি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবে। মোটের উপর যাহা বলা হইল তাহা এইরূপ,—। নিজের জন্যই পাক করা হউক আর অন্যের জন্যই পাক করা হউক অথবা পাক নাই করা হউক বৈশ্বদেবকর্ম্ম অতিক্রম না করাই যাহাদের ব্রত (সংকল্প) তাহারা যেন কেবল নিজের জন্য পাক করিতে প্রবৃত্ত না হয়; এইভাবে নিত্যপ্রাপ্ত যে পাক তাহারই অনুবাদ করা হইতেছে। আর যে একটী স্মৃতিবচন দেখা যায় "লৌকিক অগ্নিতেই হউক অথবা বৈদিক অগ্নিতেই হউক কিংবা জলেই হউক অথবা মাটীতেই হউক, পঞ্চসূনাজনিত পাপ দূর করিবার জন্য বৈশ্বদেব করিতেই হইবে", ইহা দ্বারাও কিন্তু ঐ বৈশ্বদেবকর্ম্মটী যে নিত্য (অবশ্যকরণীয়) তাহাই বলা হইতেছে। (কারণ এখানে যে "বৈদিকে বাপি' এইরূপ বলা হইয়াছে এটী বিবক্ষিত নহে; কারণ) বৈদিক অগ্নিতে বৈশ্বদেবকর্ম্মের সম্পর্ক নাই—তথায় তাহা করা সম্ভব নহে। (স্মৃতিবচন অনুসারে যে তাহা বৈদিক অগ্নিতে করা হইবে তাহাও হইতে পারে না)। যে হেতু এরূপ স্মৃতিবচনের মূলে কোন প্রমাণ (বেদবচন) নাই।

"পায়সাপূপম্"=দুগ্ধ দিয়া প্রস্তুত-করা অন্ন 'পায়স'। দুগ্ধের বিকার দধি প্রভৃতি দ্রব্য পায়স নহে। 'অপূপ' অর্থ পুরোডাশ (পিঠা)। "দেবান্নানি"=দেবতার অন্ন; কোন্গুলি দেবতার অন্ন সে সম্বন্ধে শিষ্টাচারই প্রমাণ। "হবীংষি"=শ্রুতিবিহিত হবির্দ্রব্যসকল; গ্রহ-হোমের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই হবির্দ্রব্য অভক্ষ্য (তাহার পরে নহে); কারণ হবিঃশেষ ভক্ষণ করিবার বিধি বলিবেন। "অনুপাকৃতস্য পশোঃ"=(যে পশুর উপাকরণ নামক সংস্কার করা হয় নাই তাহার অর্থাৎ) যে পশু যজ্ঞে নিহত হয় নাই তাহার মাংস অভক্ষ্য। 'উপাকরণ' হইতেছে পশুর এক প্রকার সংস্কার; তাহা পশুযাগে কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা লক্ষণা বলে এই অর্থটী পাওয়া যাইতেছে যে, যজ্ঞে ব্যবহৃত যে মাংস তাহার 'শেষ'—যজ্ঞাবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করা যাইবে। যদিও এখানে পূর্ব্বে যে 'বৃথা' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার অধিকার চলিতেছে; সুতরাং 'বৃথা মাংস' অভক্ষ্য, ইহা দ্বারাই এই অর্থটীও পাওয়া যায় যে, অনুপাকৃত অ-যজ্ঞহত পশুর মাংস অভক্ষ্য; তথাপি 'অনুপাকৃত' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় এই প্রকার অর্থ পাওয়া যাইতেছে যে, অতিথি প্রভৃতিকে দত্তাবশিষ্ট গো, মেষ, অজ মাংসও প্রতিষিদ্ধ। অথবা অনুপাকৃত শব্দের দ্বারা গো, অবি (মেষ) এবং অজ মাংসেরই প্রতিষেধ বুঝান হইতেছে। কারণ ঐ পশুযাগে গো, মেষ এবং অজেরই আলম্ভ (বধ) বিহিত হইয়াছে; আর অবশিষ্ট (আরণ্য পশুর) মাংসকে 'প্রোক্ষিত' বলা হইয়াছে অর্থাৎ আরণ্য পশু সকল অগস্ত্যপ্রোক্ষিত সুতরাং তাহাদের মাংস অপ্রোক্ষিত মাংস নহে। ৭

(যে গরুর প্রসবের পর দশ দিন কাটিয়া যায় নাই তাহার দুগ্ধ, উষ্ট্রের দুগ্ধ, একটী খুর-বিশিষ্ট অশ্ব প্রভৃতি পশুর দুগ্ধ, মেষ দুগ্ধ, 'সন্ধিনী' গাভীর দুগ্ধ এবং বিবৎসা গাভীর দুগ্ধ অপেয়।)

(মেঃ)—এখানে যদি "অনির্দ্দশাহং গোঃ ক্ষীরং" এইরূপ পাঠ ধরা হয় তাহা হইলে উষ্ট্র প্রভৃতিরও দুগ্ধ সম্বন্ধে ঐ প্রকারই প্রতিষেধ অর্থাৎ ঐ প্রকার দুগ্ধই অপেয় (দশ দিনের মধ্যে অপেয়, তাহার পরে তাহা পান করা চলে) এইরূপ আশংকা হইতে পারে। কিন্তু উষ্ট্র প্রভৃতির দুগ্ধ যে সর্ব্বকালেই অপেয় ইহা শিষ্টাচার হইতে নিরূপণ করিয়া লইতে হয়। উহার আত্যন্তিক নিষেধ, উহা ভক্ষণ যে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ তাহা বুঝিতে হইবে। যদি "অনির্দ্দশায়াঃ" এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গ পাঠ থাকে তাহা হইলে কোন প্রকার আশংকাই উঠিতে পারে না। কারণ ঐ "অনির্দ্দশায়াঃ" পদটী একমাত্র "গোঃ" এই পদটী ছাড়া কোন কাহারও সহিত অন্বিত হইতে পারিবে না, যেহেতু "ঔষ্ট্রং" ইত্যাদি পদগুলি তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত হইতেছে। পরে "সন্ধিনীক্ষীরং" এখানে পুনরায় 'ক্ষীর' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় উষ্ট্র, একশফ, আবিক এবং অনির্দ্দশ গাভীর ক্ষীর (দুগ্ধ) এবং সেই দুগ্ধের বিকার অর্থাৎ দুগ্ধজাত সকল দ্রব্যই প্রতিষিদ্ধ—কোন কিছুই খাওয়া চলিবে না; শিষ্টাচারও এইরূপ। আর 'সন্ধিনী' এবং বিবৎসা গাভীর কেবলমাত্র দুগ্ধই নিষিদ্ধ (দুগ্ধবিকার নিষিদ্ধ নহে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'অনির্দ্দশা' গাভী তাহাকেই বলা হয় যাহার প্রসবের পর দশ দিন কাটে নাই। 'সন্ধিনী'—যে গাভীকে দুই বেলাই দুহিবার কথা অথচ কোন প্রকারে একবার দোহন করা হয়। সকালের দিকে দোহা হয় না, সন্ধ্যাবেলা দোহা হয়। সেই গাভীর দুগ্ধ অতি অল্প-পরিমাণ বলিয়া তাহাকে কেবল একবারই দোহন করা হয়। সেই প্রকার গাভীকে বলে 'সন্ধিনী'। কেহ কেহ বলেন, যে গাভীর বাছুর মারা গিয়াছে, অন্য গরুর বাছুরকে দিয়া পীয়াইয়া যাহাকে দোহন করা হয় তাহার নাম সন্ধিনী। আর 'বিবৎসা' বলা হয় সেই গাভীকে যাহার বৎস (বাছুর) থাকা সত্ত্বেও ঐ বাছুরকে বাদ দিয়া, বাছুরের জন্য প্রস্নবন (দুধ নামান) না করিয়াই কুণ্ঠক, যব, শালিতুষ (কুঁড়ো) প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ খাদ্য দ্বারা (খাইতে দিয়া) যাহাকে দোহা যায়। "বিবৎসায়াঃ",—। 'অবৎসাটীকে লইয়া আইস' বলিলে যেমন 'অবৎসা ধেনু' বুঝায় সেইরূপ এই বিবৎসা বলিলেও 'বিবৎসা গো' এই অর্থই বুঝায়; সুতরাং 'গো' শব্দটী উল্লেখ না করিলেও চলিত; তথাপি এখানে ঐ গো শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় এই কথাই বুঝা যাইতেছে যে, বিবৎসা অজা (ছাগী) এবং বিবৎসা মহিষীর দুগ্ধ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু 'অনির্দ্দশা' অজা এবং মহিষীর দুগ্ধও প্রতিষিদ্ধ—অভক্ষ্য। এইজন্য "অনির্দ্দশায়াঃ গোঃ" এখানে গো শব্দটী অজা এবং মহিষীরও উপলক্ষণ (জ্ঞাপক)। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন, "প্রসবের পর অনির্দ্দশা গাভীর দুগ্ধ অভক্ষ্য। ঐরূপ অজা এবং মহিষীর দুগ্ধও অপেয়"। "পয়ঃ" এই পদটী পুনরায় প্রয়োগ করিবার কারণ এই যে, "সন্ধিনী ক্ষীরং" এখানে 'ক্ষীর' শব্দটী সমাসমধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া উহাকে আর অন্য পদের সহিত অন্বিত করা মোটেই সহজ নহে—অন্য পদের সহিত উহার আর সম্বন্ধ হইতে পারে না। ৮

(মহিষ ছাড়া সমস্ত বন্য স্ত্রী-পশুরেই দুগ্ধ এবং মনুষ্যজাতীয় নারীর স্তন্যও বর্জ্জনীয়—অভক্ষ্য। সকল প্রকার শুক্ত দ্রব্যই অভক্ষ্য—বর্জ্জনীয়।)

(মেঃ)—বন্য গাভী, হস্তী এবং বানর প্রভৃতি। পুরুষজাতীয় প্রাণীর দুগ্ধ নাই। সুতরাং "সর্ব্বেষাং মৃগাণাং" এখানে 'মৃগজাতি' এই প্রকার অর্থই বিবক্ষিত করিয়া পুংলিঙ্গ প্রয়োগ করা হইয়াছে। কাজেই শব্দের 'সামর্থ্য' (অর্থপ্রকাশন শক্তি) অনুসারে এখানে স্ত্রীজাতীয় পশুই বুঝাইতেছে। 'মৃগক্ষীর'=(মৃগীর ক্ষীর), কুক্কুটাণ্ড (কুক্কুটীর অণ্ড) ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় এখানে স্ত্রীপ্রত্যয়বিহীন প্রয়োগ হইয়াছে। মহাভাষ্যকার 'স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দের পুংবদ্‌ভাব হয়' এ-সম্বন্ধে যেখানে আলোচনা করিয়াছেন সেখানে এই প্রকার উদাহরণ দেখাইয়াছেন। "মাহিষং বিনা"—এখানে 'পয়ঃ' এই পদটীর বিশেষণ হইতেছে "মাহিষং" এই পদটী; এইজন্যই এখানে ক্লীব-লিঙ্গের প্রয়োগ। "স্ত্রী" অর্থ মানুষী—মনুষ্যজাতীয়া নারী। যদিও "স্ত্রীগাভী সোমক্রয়ণী হইবে" (তাহা দ্বারা সোমযাগের সোমলতাক্রয় করিতে হইবে), ইত্যাদি স্থলে মনুষ্যজাতীয় ভিন্ন গলকম্বলাদিবিশিষ্ট প্রাণীর স্ত্রীজাতি অর্থেও 'স্ত্রী' শব্দটীর প্রয়োগ দেখা যায় তথাপি অন্যজাতীয় স্ত্রী এখানে বক্তব্য নহে—বিশেষতঃ মনুষ্যজাতীয়া স্ত্রী অর্থেই স্ত্রী শব্দটীর প্রয়োগ অধিক প্রসিদ্ধ। এজন্য "স্ত্রীক্ষীরম্‌" এখানে স্ত্রী শব্দটীর অর্থ মনুষ্যজাতীয়া স্ত্রী। মনুষ্যজাতীয়া স্ত্রী অর্থেই ইহার প্রয়োগ যথা,—"স্ত্রীগণ মধুর ভাব কামনা করে, স্ত্রীগণ উৎকৃষ্ট রত্ন" ইত্যাদি। এখানে স্ত্রী অর্থে নারীকেই বুঝাইতেছে। (চৈব=চ এব) এখানে যে 'এব' শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা স্ত্রী-দুগ্ধ যে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়—অঞ্জন (কাজল) প্রভৃতি করিতেও উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ, এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে। স্ত্রী-দুগ্ধ ভক্ষণ করাই যে কেবল নিষিদ্ধ তাহা নহে কিন্তু অপরাপর কর্ম্মেতেও উহা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। আর ইহা অন্য স্মৃতি হইতে জানিতে হয় বলিয়া 'এব' শব্দ অন্য স্মৃতির সমাচারসাপেক্ষ, তাহারই উহা সূচক (জ্ঞাপক), কিন্তু উহা ঐরূপ অর্থের বাচক নহে। ৯

(শুক্ত দ্রব্যের মধ্যে দধি এবং দধিসম্ভূত সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা যাইবে এবং প্রশস্ত পুষ্প, মূল ও ফলের দ্বারা যেসমস্ত দ্রব্য পরিবাসিত করা হয় সেগুলিও ভক্ষণ করা যাইবে।)

(মেঃ)—সকল প্রকার শুক্ত দ্রব্যই সাধারণভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইজন্য তাহার মধ্যে কতকগুলিকে আলাদা করিয়া দেওয়া হইতেছে। যেসকল দ্রব্য সরসতাপ্রাপ্ত হইয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মিষ্ট হইয়া) থাকিলেও কিছু সময় কাটিয়া গেলে কিংবা অন্য কোন দ্রব্যের সংসর্গে পড়িলে অম্ল হইয়া যায় সেগুলিকে বলা হয় 'শুক্ত'। যেমন আম্রাতক প্রভৃতি ফলগুলি মধুর; কিন্তু দুই-এক দিন কাটিয়া গেলে সেগুলির ঐ মধুর রস চলিয়া গিয়া অম্ল হইয়া যায়। কাজেই সেগুলি শুক্ত। এইরূপ কোন মধুর রস (ইক্ষু প্রভৃতি) নিংড়াইয়া বাহির করিয়া অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে তাহা অম্ল (টক) হইয়া যায়। এইজাতীয় দ্রব্যসকল হইবে শুক্ত-পদবাচ্য। কিন্তু যেসমস্ত বস্তু স্বভাবতই অম্ল (টক), যেমন ডালিম, আমলকী, বাতাপিলেবু প্রভৃতি সেগুলি মোটেই 'শুক্ত' নহে। এইরূপ যেসকল দ্রব্য প্রাপ্তকালে মধুর হয় সেগুলিও শুক্ত নহে। যেহেতু এই শুক্ত শব্দটী অম্লের পর্য্যায় নহে (ইহা অম্লবাচক নহে)। এইজন্য পরিপাকবশতঃ—কালের পরিণামবশতঃ যেগুলি ঐভাবে 'শুক্ত' হয় সেইগুলিরই ভক্ষ্যতা নিষেধ করা হইতেছে। পুষ্প, মূল প্রভৃতি অন্য দ্রব্যের সহিত যুক্ত করিলে যেগুলি শুক্ত হয়—সেইগুলির বিষয় যে এখানে বলা হইতেছে, ইহা বুঝা যাইতেছে। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন "দধি ভিন্ন শুক্ত দ্রব্য অভক্ষ্য"।

"যানি"=যেসকল দ্রব্য, "অভিষূয়ন্তে"=অভিষবযুক্ত করা হয়; 'অভিষব' অর্থ জলে ফেলিয়া পরিবাসিত করা (অম্লভাবাপন্ন করা)। আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তবে কাল অর্থাৎ সময়কেই ত ঐ প্রকার অম্লতা-উৎপত্তির কারণ বলা উচিত। (উত্তর)—তাহা ঠিক। তবে কাল যেমন ইহার কারণ হয়, এই সকল পদার্থও সেইরূপ এই প্রকার অম্লতা উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। "পুষ্পমূলফলৈঃ" এখানে করণকারকে অথবা 'সহ' শব্দের যোগে তৃতীয়া। জলের সহিত পুষ্পাদি দ্বারা যেগুলি অভিষুত হয়, যেগুলির 'সন্ধান' (অম্লভাবাপত্তি—গাঁজান) হয়। কেহ কেহ কিন্তু এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, "অভিষূয়ন্তে"=যেখানে পুষ্প, মূল প্রভৃতি দ্রব্য অম্লতা উৎপাদন করে। ডালিম, আমলকী প্রভৃতি যেসমস্ত দ্রব্য স্বভাবতঃ শুক্ত সেগুলি ভক্ষণ করা যায়। কিন্তু দ্রাক্ষা প্রভৃতি মিষ্ট ফলের দ্বারা যেগুলি "অভিষূয়ন্তে"='সন্ধান' প্রাপ্ত হয় (গাঁজিয়া টক হইয়া যায়) সেগুলি ভক্ষণ করা চলে না। শুক্ততা-উৎপাদনকে 'অভিষব' বলা হয়। যেসকল দ্রব্যকে পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা 'শুক্ত' করিয়া তোলা হয়। বস্তুতঃ দ্রাক্ষা প্রভৃতি দ্রব্যগুলিই যে শুক্ততা উৎপাদন করে তাহা নহে, কিন্তু একমাত্র কালই ঐরূপ করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যাখ্যা করা কিন্তু সমীচীন নহে। কারণ, ঐ প্রকার অর্থ (উল্লিখিত "অভিষূয়ন্তে" এই) শব্দটী হইতে বোধিত হয় না। যেহেতু "সোম অভিষুত করিতেছে" ইত্যাদি প্রকার যেসকল প্রয়োগ আছে তাহা হইতে এইরূপ অর্থের প্রতীতি হয় না যে 'সোমলতাকে শুক্ত করিতেছে'। কিন্তু পূর্ব্বে যে প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া প্রদর্শিত হইল সেইরূপ অর্থই প্রতীত হইয়া থাকে। "দধিসম্ভবম্"=দধি হইতে উৎপন্ন বস্তু; যেমন, উদশ্বিৎ (ঘোল), মস্তু (ননী), কিলাট, কূর্চ্চিকা প্রভৃতি। ১০

(আমমাংসভোজী সকল প্রকার পক্ষী, গ্রামচর পক্ষী, যেসমস্ত একশফ প্রাণী ভক্ষ্য বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই সেগুলি এবং টিট্টিভ পক্ষী এগুলি সব বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—"ক্রব্যাদঃ" অর্থ আমমাংসভুক্ (কাঁচা মাংস যাহারা খায়), যেমন কঙ্ক (হাড়গিলা), গৃধ্র (শকুনি) প্রভৃতি। কেবলমাত্র আমমাংসই যাহাদের আহার সেই পক্ষীই অভক্ষ্য। কিন্তু যাহারা উভয়ভক্ষ্য অর্থাৎ আমমাংসও খায় এবং অন্য খাদ্যও খায় সেরূপ পক্ষী, যেমন ময়ূর প্রভৃতি, সেগুলি অভক্ষ্য নহে। "গ্রামনিবাসিনঃ=গ্রামচর—গ্রাম্য পক্ষী সকল আমমাংসভুক্ না হইলেও অভক্ষ্য। "একশফ"=যাহাদের একটী খুর (যাহাদের খুর খণ্ডিত অর্থাৎ বিভক্ত নহে); যেমন, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ প্রভৃতি। "অনির্দ্দিষ্ট"=ইহার অর্থ, যেগুলিকে ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া নাই; সে সমস্ত একশফ প্রাণীও ভক্ষণীয় নহে। তবে যেগুলিকে শাস্ত্রমধ্যে ভক্ষ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি ভক্ষণ করা যাইবে। উষ্ট্র, ঘোটক, ঋক্ষ, (ভল্লুক), গৌরমৃগ, গর্দ্দভ—এগুলির মাংস সন্তান রক্ষার ইচ্ছা থাকিলে ভক্ষণ করিবে না। আচ্ছা, ঐ উষ্ট্র, বড়ব (অশ্ব) প্রভৃতিও ত শ্রুতি অনুসারে ভক্ষ্য হইয়া থাকে (কারণ, শ্রুতিমধ্যে উহাদেরও আলম্ভন বিহিত হইয়াছে—ইহা যজুর্ব্বেদের পুরুষমেধ প্রকরণে আম্নাত হইয়াছে)। সুতরাং যেগুলি শ্রুতিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট সেগুলি ভক্ষ্য, ইহা বলিলে যজ্ঞে ঐ সমস্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পশুর হুতশেষ ভোজন ছাড়া অন্য স্থলেও ত ঐগুলি ভক্ষণীয় হইতে পারে, কারণ "অনির্দ্দিষ্টান্ বিবর্জ্জয়েৎ" ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যাহারা শ্রুতিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই তাহাদের বর্জ্জন করিবে, কিন্তু যাহারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাদের বর্জ্জন করিবে না। কিন্তু স্মৃতিমধ্যে 'এই পশুগুলি ভক্ষ্য' এইভাবে কতকগুলি পশুকে 'ভক্ষ্য' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই; কাজেই 'যেগুলি ভক্ষ্য তাহা ছাড়া অন্যগুলি হইবে 'অনির্দ্দিষ্ট' এরূপ ব্যাখ্যা করা চলে না। কাজেই এখানে এই প্রকার অর্থ করিতে হয়—'যেগুলি শ্রুতিমধ্যে অনির্দ্দিষ্ট* সেগুলি ভক্ষ্য নহে'। ইহার উত্তরে বক্তব্য, "অনির্দ্দিষ্টান্ বিবর্জ্জয়েৎ" এই স্মৃতিটীর ঐরূপ অর্থ করিলে তাহা শিষ্টাচারবিরোধী হইয়া পড়ে। এখানে "অনির্দ্দিষ্ট" শব্দটী অনুবাদস্বরূপ। (ভাষ্যের এই অংশটী অসংলগ্ন)। "টিট্টিভ" ইহাও এক প্রকার পক্ষী—ইহা 'টিটি' এইরূপ শব্দ করে। প্রায়শই দেখা যায় যে, পাখীরা যেরূপ শব্দ করিয়া ডাকে তাহাদের নামটীও সেই শব্দের অনুরূপ। এইজন্য নিরুক্তকার বলিয়াছেন "কাক এই নামটী শব্দের অনুকরণ। এই শব্দানুকরণমূলক নাম পক্ষিবাচক শব্দের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায়"। ১১

(কলবিঙ্ক, প্লব, হংস, চক্রবাক, গ্রাম্যকুক্কুট, সারস, রজ্জুদাল, দাত্যূহ, শুক, সারিকা— এগুলি বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—'কলবিঙ্ক' অর্থ গ্রামচটক, ইহা নিগমমধ্যে বলা আছে। আগে বলা হইয়াছে গ্রামবাসী পক্ষী অভক্ষ্য; সুতরাং তদনুসারে ইহারও অভক্ষ্যতা জানা যাইতেছে; তথাপি পুনর্ব্বার নিষেধ করিবার কারণ এই যে, স্ত্রীজাতীয় চটকা ভক্ষণ করা যায়, ইহা অনুমোদন করিবার জন্য ঐ পুনরুল্লেখ। 'কলবিঙ্ক' এটী 'বৃষভ' শব্দের ন্যায় পুংজাতিবোধক। কেহ কেহ বলেন বন্য চটক নিষিদ্ধ করিয়া দিবার জন্য এই পুনর্নিষেধ। একজাতীয় চটক আছে যেগুলি বর্ষাকালে বনে গিয়া বাস করে। বাহুল্য অনুসারেই (বেশীরভাগকে লক্ষ্য করিয়াই) শব্দ প্রয়োগ করা হয় বলিয়া বহু গ্রামচটকের মধ্যে মিশ্রিত ঐ বন্যচটকগুলিও গ্রামচটক নামে পরিচিত হয়। যেমন, মহিষসকলকে আরণ্য পশু বলা হয়। প্লব, হংস এবং চক্রবাক এগুলিরও পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা ছিল না; কারণ 'জালপাদ' পক্ষী অভক্ষ্য, এইভাবে যে নিষেধ অগ্রে বলা হইবে তাহা দ্বারা এইগুলিরও নিষেধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কারণ এগুলিও জালপাদ—(পায়ের তলা জালের ন্যায়)। তথাপি, এগুলি যে সকল সময়েই নিষিদ্ধ ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই এই পুনরুল্লেখ। কাজেই 'আট্যা' প্রভৃতি জালপাদ পক্ষীর ভক্ষণ যে বিকল্পিত, তাহা বুঝা যাইতেছে। 'গ্রামকুক্কুট' অভক্ষ্য, এখানে 'গ্রাম' শব্দটী কুক্কুটের বিশেষণ থাকায় 'আরণ্য' কুক্কুটের ভক্ষ্যতা অনুমোদিত হইতেছে। আচ্ছা, আরণ্য কুক্কুট যে অভক্ষ্য, এরূপ শংকা আসে কোথা থেকে? (উত্তর—) যেহেতু অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা আছে যে 'বিকির' পক্ষিগণের মধ্যে কুক্কুট অভক্ষ্য। কাজেই আরণ্য কুক্কুটও ঐ অবিশেষ (সাধারণ) নিয়ম অনুসারে অভক্ষ্য বলিয়া নিরূপিত হয়। ঐ যে সাধারণভাবে নিষেধ তাহাই এখানে "গ্রামকুক্কুট" বলায় বিশেষজাতীয় নিষেধ পর্য্যবসিত হয়—গ্রামকুক্কুটই নিষিদ্ধ হয়। আচ্ছা, এরূপ স্থলে বিকল্প হইল না কেন? কারণ, এইখানকার এই শাস্ত্রটীর দ্বারা (বচনটীর দ্বারা) উহার ভক্ষ্যতা অনুমোদিত হইতেছে আবার অন্যস্থলে অন্য শাস্ত্র বচনের দ্বারা ইহার প্রতিষেধও হইতেছে, যেহেতু সেই নিষেধটীতে সাধারণভাবে বিকিরজাতীয় পক্ষী মাত্রেরই ভক্ষ্যতা নিষিদ্ধ হওয়ায় ইহারও নিষেধপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, এরূপ স্থলে ইহা বিকল্পের বিষয় হয় না। কারণ, যেখানে বিধি এবং নিষেধ দুইটীই তুল্যবল—দুইটীরই বিধায়কতা সমান সেরূপ স্থলে তাহাদের যদি বিরোধ ঘটে তবেই বিকল্প হইবে। কিন্তু এখানে কোন বিরোধই হইতেছে না। কারণ, এই দুইটী স্মৃতির প্রতিপাদ্য বিষয় মোটেই ভিন্নপ্রকার নহে। যেহেতু যাহা 'সামান্য' (সাধারণভাবে বিধির বিষয়) তাহাকে বিশেষ অর্থে উপসংহার করাই সংগত। (এখানে বিকিরজাতীয় পক্ষীর ভক্ষণ সাধারণভাবে নিষিদ্ধ হওয়ায় কুক্কুটমাত্রেরই ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইতেছিল। কিন্তু 'গ্রামকুক্কুট' বলায় সেই নিষেধটী বিশেষ অর্থে পর্য্যবসিত হইল, ইহাই উপসংহার)।

*এখানকার ভাষ্যটী অসংলগ্ন। কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া বঙ্গানুবাদ করা হইল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এইভাবে এই যে 'উপসংহার' স্বীকার করিয়া বাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা করা হইল এইজাতীয় একটী তৃতীয় প্রকার মূলীভূত বেদবচন অন্য বেদশাখা হইতে দর্শিত হইতে পারে।

আচ্ছা, এইরূপ যদি হয় তাহা হইলে অর্থটী দাঁড়াইতেছে এই যে, সাধারণভাবে জালপাদ পক্ষীর ভক্ষ্যতা নিষিদ্ধ হইয়াছে, আবার হংস প্রভৃতি জালপাদ পক্ষীগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে নিষেধ করা হইতেছে। সুতরাং এখানেও ত ঐরূপ 'উপসংহার' স্বীকার করা উচিত, জালপাদ পক্ষীর মধ্যে হংসপ্রভৃতিগুলিই নিষিদ্ধ, এইরূপ 'উপসংহার' বলা উচিত, কিন্তু নির্ব্বিশেষে জালপাদমাত্রেরই নিষেধ স্বীকার করা ত সঙ্গত নহে? (উত্তর)—হাঁ, ইহা এইরূপ হইতে পারিত বটে যদি ইহা অপৌরুষেয় গ্রন্থ হইত। কিন্তু তাহা যখন নহে, ইহা যখন অপৌরুষেয় নহে, কিন্তু এইসব স্মৃতি গ্রন্থের যখন ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তা রহিয়াছেন তখন এই যে 'সামান্য নিষেধ' (সর্ব্বসাধারণভাবে জালপাদ পক্ষীমাত্রেরই নিষেধ), ইহাকে হংস প্রভৃতি বিশেষমাত্রে পর্য্যবসিত করা মোটেই সঙ্গত নহে। যেখানে গ্রন্থের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ রহিয়াছে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন বচন, ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতিকর্ত্তার দ্বারা নিবদ্ধ। কাজেই একটী বচনে যদি সামান্যতঃ (সাধারণভাবে) নির্দ্দেশ দেখা যায় তাহা হইলে সেটীর বিশেষ স্থল সম্বন্ধে অজ্ঞান (না জানা) থাকিতে পারে। আবার কোন বচনে ঐভাবের যদি বিশেষ স্থলেরই নির্দ্দেশ থাকে তাহা হইলে সেটীর সাধারণ স্থল সম্বন্ধেও অজ্ঞান থাকা সম্ভব। আর এরূপস্থলে যখন ঐ সামান্য এবং বিশেষ দুইটীরই মূল (বেদবচন) কল্পনা করিতে হয় তখন একটীর জন্য সামান্যবিষয়ক বেদবচন এবং অপরটীর বিশেষবিষয়ক বেদবচনকে উভয়ের মূল বলিয়া কল্পনা করাই উচিত। আর ঐ দুইটী বচনই যখন বৈদিক (বেদমূলক—বেদবচন) তখন ঐ দুইটীকে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পঠিত বলিয়াও স্বীকার করিতে হয়। আর এরূপ স্থলে যদি শাস্ত্র অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়টী ভিন্ন প্রকার না হয় তাহা হইলে ঐ বচনদ্বয়ের একবাক্যতা স্বীকার করাই ন্যায়সঙ্গত। আর বেদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও করা চলে না,—এরূপ বলা চলিবে না যে, যদি বিশেষ অর্থেই নিষেধটীকে পর্য্যবসিত করা হয় তাহা হইলে 'সামান্য নিষেধ' (সর্ব্বসাধারণভাবে নিষেধ) করিবার প্রয়োজন কি? এরূপ অভিযোগ যে সঙ্গত নহে, তাহার কারণ, (কাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইবে?) বেদের ত কোন কর্ত্তা (রচয়িতা) নাই। কেহ রচনা করিলে তাহার বিরুদ্ধে ঐ প্রকার অভিযোগ চলিত)। যেহেতু বেদে যেরূপ শ্রুতি (শব্দোল্লেখ) থাকে কেবল তাহা হইতে যে অর্থ প্রতীত হইবে তাহাই গ্রহণীয় (সেখানে শব্দই প্রধান, তাহার সহিত বক্তার অভিপ্রায় প্রভৃতি বিজড়িত নাই, কারণ বেদের কোন বক্তা নাই); কাজেই সেখানে প্রয়োজন অনুসারে শ্রুতাতিরিক্ত অন্য কোন অর্থ কল্পনা করা চলিবে না। "রজ্জুদাল" প্রভৃতি পক্ষী কোন্‌গুলি তাহা শাকুনিক (পক্ষি-জাতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ) ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাতব্য। ১২

(প্রতুদ, জালপাদ, কোযষ্টি, নখবিষ্কির, যাহারা জলে ডুবিয়া মাছ ধরিয়া খায় সেই সমস্ত পক্ষী, সুনাস্থিত মাংস এবং 'বল্লুর' মাংস—এগুলি বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—'প্রতুদ' ইহার অর্থ যাহারা ঠোঁট দিয়া ঠুকরাইয়া ঠুকরাইয়া ভক্ষণ করে। এইজাতীয় পক্ষীদের ইহাই স্বভাব। 'শতপত্র' প্রভৃতি পক্ষীগুলি 'প্রতুদ'। 'আট্যা' প্রভৃতি পক্ষীকে 'জালপাদ' বলে। ইহাদের ভক্ষ্যতা এবং অভক্ষ্যতার বিকল্প হইবে, ইহা বলা হইল। আচ্ছা, যেস্থলে বিকল্প হয় সেখানে ত নিজ ইচ্ছা অনুসারে খাওয়া না খাওয়ার যেকোন একটীতে প্রবৃত্তি হয়। আর, যাহা নিষিদ্ধ নহে তাহাতেও ঐরূপ প্রবৃত্তি পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ আছে। ভক্ষণটী হইতেছে লৌকিক (স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতই তাহা সিদ্ধ); কাজেই সেই ভক্ষণে যদি অর্থিতা (কামনা) থাকে তাহা হইলেই ভক্ষণও হইবে, নচেৎ নহে। অতএব উহা শাস্ত্রীয় (শাস্ত্রের দ্বারা বিধেয়—প্রবৃত্তি সম্পাদনের বিষয়) নহে; কাজেই ঐস্থলে 'নিয়ম' দ্বারা ভক্ষণ বিধান করিবার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং এরূপ স্থলে ঐ যে বিকল্পিত প্রতিষেধ তাহার ত কোন প্রয়োজনই দেখিতেছি না। (অভিপ্রায় এই যে, যে বস্তুটী খাওয়া না খাওয়া পুরুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারাই সিদ্ধ হয় সেখানে শাস্ত্রবচন অনুসারে বিকল্প স্বীকার করিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন; সেরূপ স্থলে যদি নিষেধটী বলবৎ হয় তবেই শাস্ত্রের সার্থকতা থাকে)। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—এই প্রকার আপত্তির উত্তর আগেই দেওয়া হইয়াছে। যেখানে শব্দ প্রয়োগের মূলে কাহারও কোন বুদ্ধি, বিবেচনা অথবা ইচ্ছা নাই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাদৃশ অপৌরুষেয় বাক্যস্থলে কেবলমাত্র শব্দ হইতেই অর্থের প্রতীতি হইবে (এবং তাহা যথাশ্রুতই গ্রহণ করিতে হইবে)। কিন্তু স্মৃতিগ্রন্থ পৌরুষেয়; আচার্য্য শত-সহস্র (এক লক্ষ) সন্দর্ভকে সংক্ষেপ করিবার জন্য সমাহিতচিত্তে যত্নসহকারে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; কাজেই ইহাতে অনর্থক কোন কিছু প্রয়োগ করা সম্ভব নহে। এইজন্য আচার্য্যের উক্তি উন্নয়ন করিতে হয় অর্থাৎ তাঁহার বক্তব্যটী ঊহা-পোহপূর্ব্বক নিরূপণ করিতে হয়। বস্তুতঃ জালপাদ পক্ষীর ভক্ষণীয়তা সাধারণভাবে যদি নিষিদ্ধ না হয় তাহা হইলে ঐ জালপাদজাতীয়েরই বিশেষ প্রকার পক্ষী যে হংস তাহাকে নাম ধরিয়া নিষেধ করা যায় না। কারণ, এই যে বিশেষ নিষেধ ইহাও বেদবচনেরই স্মরণ ছাড়া আর কিছু নহে (অর্থাৎ ইহার মূলেও বেদবচনই আছে)। কেহ কেহ বলেন "জালপাদস্তু" ইত্যাদি পাঠটী প্রামাদিক—অনবধানতাবশতঃ ঐরূপ বলিয়া ফেলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, একথা আগেই বলা হইয়াছে যে, ইঙ্গিতের দ্বারাই হউক, বিশেষ প্রচেষ্টা দ্বারাই হউক অথবা সূত্রপ্রণয়ন হইতেই হউক আচার্য্যের অভিপ্রায় অনুমান করা হয়। এইজন্যই এখানে ঐ প্রকার বিশেষ অর্থটী অনুমান করিয়া লওয়া হয়। কারণ "জালপাদ প্রভৃতি পক্ষী ভক্ষণ করিবে না" এইভাবে সামান্যতঃ নিষেধ বক্তব্য বটে (কিন্তু বিশেষ নিষেধও যখন বলা হইয়াছে তখন) ঐ উভয় প্রকার নিষেধেরই সার্থকতা রক্ষা করিবার জন্যই ঐরূপ অনুমান করা হয়। (কাজেই এখানে বিকল্প স্বীকার না করিলে ঐরূপ উক্তিদ্বয়ের সার্থকতা থাকে না বলিয়া ঐভাবে হংসাদি প্রতিষেধটীকে নিত্য এবং অন্যগুলির প্রতিষেধকে বিকল্প বলা হয়)। (এখানের ভাষ্যটীর মধ্যে সন্দর্ভের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে পংক্তিগুলি অসংলগ্ন)।

"সূনা"—যেখানে মাংসবিক্রয়ের জন্য পশু বধ করা হয় তাহাকে বলে 'সূনা' (কসাইখানা); মতান্তরে মাংসবিক্রয়ের দোকানের নাম 'সূনা'। "বল্লূর" অর্থ যে মাংস শুষ্ক করিয়া অনেক দিন রাখিয়া দেওয়া হয়। "নখবিষ্কিরাঃ"=যেসমস্ত পক্ষী খাদ্যবস্তু নখ দিয়া ছড়াইয়া ভক্ষণ করে; যেমন, ময়ূর, মোরগ প্রভৃতি। "আপৎসু" ইত্যাদি বচন অনুসারে জানা যায় যে ঐ সকল প্রাণীর বৈকল্পিক ভক্ষ্যতাও আছে। তাঁহার (গৌতমের) স্মৃতির মধ্যে এইরূপ পাঠ আছে—"বিকিরস্বভাব পক্ষিগণের মধ্যে কুক্কুট ভক্ষণ করা যায়"। কিন্তু এই মনুস্মৃতির বচনটীকে কুক্কুট উপসংহার করা হইবে, একথা বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে তিনি নাম ধরিয়াই কুক্কুটের যে নিষেধ করিয়াছেন তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে। ১৩

(বক, বলাকা, কাকোল, খঞ্জরীটক, মৎস্যভুক্ পক্ষী, বিড়্বরাহ এবং মৎস্য—এইগুলি সকল সময়ে বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—'মৎস্যাদ' (মৎস্যভুক্) পক্ষীকে বর্জ্জন করিবে, ইহা দ্বারাই বক, বলাকা, কাকোল প্রভৃতিরও বর্জ্জনীয়তা সিদ্ধ হয়। তথাপি ঐগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে পুনরায় উল্লেখ করায় ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে ঐগুলি ছাড়া অন্য মৎস্যভুক্ পক্ষীর বর্জ্জনীয়তা বিকল্পিত। 'মৎস্যাদ' এই কথাটী সাধারণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া কুম্ভীরাদি অপরাপর মৎস্যভুক্ প্রাণীও বর্জ্জনীয়। কারণ 'মৎস্য অদন' (ভক্ষণ) রূপ ক্রিয়াটীই ঐ শব্দের প্রবৃত্তির নিমিত্ত। "কাকোল" বলিতে শ্যেনপক্ষীই বোদ্ধব্য, কারণ দেশবিশেষে উহা ঐ অর্থেই প্রসিদ্ধ। বাহ্লীকদেশে শ্যেনপক্ষীকে ঐ নামেই ডাকা হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। এখানে 'বিড়্বরাহ' ভক্ষণ নিষিদ্ধ হওয়ায় বন্যবরাহ ভক্ষণের অনুমোদন সিদ্ধ হইতেছে। আর গ্রামবাসী প্রাণীর ভক্ষ্যতাবিষয়ক যে নিষেধ পূর্ব্বসূত্রে আছে উহা প্রকরণানুসারে পক্ষীরই বিশেষণ বুঝিতে হইবে—(গ্রামবাসী পক্ষীই অভক্ষ্য)। যেহেতু ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে তবেই এখানে 'বিড়্বরাহ' এই প্রকার উল্লেখটী সঙ্গত হয়। গ্রামবাসী (গ্রাম্য—পোষা) শূকরকে বলে বিড়্বরাহ। আচ্ছা, সেখানে যদি 'গ্রামবাসী' পদটীকে প্রকরণ অনুসারে পক্ষীর বিশেষণ বলা হয় তাহা হইলে এখানেও ত 'মৎস্যাদ' বলিতে কেবল মৎস্যভুক্ পক্ষীকেই বুঝান উচিত? (উত্তর)—না, এরূপ হইবে না; কারণ, এখানে পক্ষীদের প্রকরণ নাই; যেহেতু পক্ষিভিন্ন অন্য প্রাণীও—যেমন বিড়্বরাহ, মৎস্য প্রভৃতিও এখানে একই বচনে উল্লিখিত হইয়াছে। "সর্ব্বশঃ" অর্থ সর্ব্বদা। এই যে নিষেধ ইহা 'উৎসর্গ' অর্থাৎ সামান্যবিধি, ইহার 'অপবাদ' (বিশেষবিধি অর্থাৎ ব্যতিক্রম) অগ্রে বলিব। ১৪

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যে যাহার মাংস খায় তাহাকে 'তন্মাংসাদ' বলে। যে 'মৎস্যাদ'=মাছ খায় সে 'সর্ব্বমাংসাদ'= সকল মাংসই খায়; অতএব মৎস্য বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে মৎস্য সম্বন্ধে নিষেধবিধি বলা হইয়াছে ইহা তাহারই অর্থবাদ। যে প্রাণীর মাংস যে ভক্ষণ করে তাহাকে সেই মাংস সম্বন্ধিনী ভোজনক্রিয়া দ্বারা অভিহিত করা হয়। যেমন,—নকুল 'সর্পাদ', মার্জ্জার 'মূষিকাদ' ইত্যাদি। কিন্তু যে 'মৎস্যাদ'=মৎস্যভোজী সে সর্ব্বমাংসভোজী হইয়া থাকে। এমন কি তাহাকে গো-মাংসাদও বলা সংগত হয়। অতএব মৎস্যভক্ষণে যখন অতিশয় নিন্দা রহিয়াছে তখন মৎস্য বর্জ্জন করাই উচিত। ১৫

(মৎস্যের মধ্যে পাঠীন অর্থাৎ বোয়াল মাছ এবং রোহিত মৎস্য অর্থাৎ রুইমাছ হব্য এবং কব্যে অর্থাৎ দেবকার্য্যে এবং পিতৃকার্য্যে নিবেদন করিয়া খাওয়া যায়। রাজীব, সিংহতুণ্ড এবং আঁসযুক্ত মাছ সকল সময় খাইতে পারা যায়।)

(মেঃ)—'পাঠীন' এবং 'রোহিত' এ দুইটী হইতেছে মৎস্যেরই জাতিবিশেষ। ঐ দুইটী মৎস্য শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে হব্য এবং কব্যরূপে নিয়োগ করিয়া খাওয়া যায়, ইহা শাস্ত্রানুমোদিত; তবে দৈনন্দিন ভোজনে ব্যবহার করা চলিবে না। আর রাজীব, সিংহতুণ্ড, এবং আঁসযুক্ত অন্যান্য মৎস্য হব্য-কব্য ছাড়াও ভোজন করা যায়। কেহ কেহ পদ্মবর্ণ মৎস্যকে 'রাজীব' বলেন; আবার কেহ কেহ বলেন যাহার গাত্রে 'রাজি' অর্থাৎ রেখা (ডোরাকাটা দাগ) আছে তাহাই 'রাজীব'। 'সিংহতুণ্ড' অর্থ যে মৎস্যের মুখের আকৃতি সিংহের ন্যায়। 'সশল্ক' অর্থ-শল্ক=আঁস বিশিষ্ট—যাহাদের গায়ে আঁস আছে। ১৬

(একচর প্রাণী ভক্ষণ করিবে না, এবং অজানা মৃগ ও পক্ষীও খাইবে না। আবার যে সকল প্রাণী ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে সকল 'পঞ্চনখ' প্রাণীও ভক্ষণ করিবে না—যাহাদের পাঁচটী করিয়া নখ সেই সকল প্রাণীও ভক্ষণ করিবে না।)

(মেঃ)—'একচর'—যাহারা একা একা চরা করে; যেমন সাপ, পেঁচা প্রভৃতি। 'অজ্ঞাত মৃগপক্ষী'—যাহাদের নাম এবং বিশেষ জাতি জানা নাই সেই প্রকার,—। "মৃগদ্বিজান্"=মৃগ এবং পক্ষীদের ভক্ষণ করিবে না। "ভক্ষ্যেষ্বপি সমুদ্দিষ্টান্"=যেগুলি ভক্ষ্য বলিয়া সমুদ্দিষ্ট;—। যেগুলি নিষিদ্ধ নহে সেগুলির মধ্যে যদি ঐ নিষিদ্ধ স্বরূপটী না থাকে তাহা হইলে সেগুলি 'ভক্ষ্য'রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (কাজেই 'এইগুলি ভক্ষ্য' এই প্রকার শাস্ত্র নির্দ্দেশ না থাকিলেও) সেগুলি যেন শাস্ত্রের দ্বারা সমুদ্দিষ্টই হইয়াছে, এইরূপ বলা হয়। বাস্তবিক কিন্তু 'এই প্রাণীগুলি ভক্ষ্য' এই প্রকার নির্দ্দেশ নাই। যেগুলিকে বিশেষত্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক পরিহর্ত্তব্য বলিয়া উল্লেখ নাই, কাজেই যেগুলিকে বর্জ্জনীয় বলিয়া জানা যায় না সেগুলি ভক্ষ্যের মধ্যেই পড়িয়া যায়। এইজন্য সেইগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে "ভক্ষ্যেষ্বপি সমুদ্দিষ্টান্"। "পঞ্চনখাঃ";—বানর, শৃগাল প্রভৃতি প্রাণী 'পঞ্চনখ'। "সর্ব্বান্" এই সর্ব্ব শব্দটী কেবল পাদপূরণের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৭

(পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে শ্বাবিধ্, শল্যক, গোধা, খড়্গ, কূর্ম্ম এবং শশক এইগুলিকে ভক্ষ্য বলা হয়; আর যাহারা 'একতোদৎ' অর্থাৎ যাহাদের কেবল একপাটী মাত্র দাঁত আছে সেই সকল প্রাণীদের মধ্যে উষ্ট্র ভিন্ন অন্যান্যগুলিকে ভক্ষ্য বলা হয়।)

(মেঃ)—পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে 'শ্বাবিধ্' প্রভৃতিগুলি ভক্ষ্য। অন্য স্মৃতিমধ্যে খড়্গ (গণ্ডার) নামক প্রাণীটীর ভক্ষ্যতা সম্বন্ধে বিকল্প বলা হইয়াছে। এইজন্য বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, খড়্গ নামক প্রাণীটীর ভক্ষ্যতা বিষয়ে মতভেদ আছে। উষ্ট্রকে বাদ দিয়া 'একতোদৎ' প্রাণী, যেমন—গো, মেষ, ছাগ, মৃগ; ইহারা ভক্ষ্য। আচ্ছা, পঞ্চনখ প্রাণীদের মধ্যে 'শ্বাবিধ্' (সেধ) প্রভৃতি ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করায় ইহা ছাড়া অন্যান্য পঞ্চনখ প্রাণীগুলি যে অভক্ষ্য তাহা ত সিদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং পূর্ব্বশ্লোকে "সর্ব্বান্ পঞ্চনখান্" ইত্যাদি বচনে যে নিষেধটী বলা হইয়াছে তাহা ত অনর্থক (তাহা না বলিলেও ত চলিত)? (উত্তর)—না, ইহাতে কোন দোষ হয় নাই; কারণ ঐভাবে 'সর্ব্ব' শব্দের দ্বারা নিষেধটী থাকিলে ঐ নিষেধ সম্বন্ধে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্পষ্ট ধারণা জন্মে। যেহেতু, যদি বিশেষ বিশেষ ভক্ষ্যগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সেগুলি ছাড়া অন্যগুলি যে অভক্ষ্য ইহা অনুমান করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। আর তাহা হইলে তাহাতে প্রযত্নগৌরব ঘটে—বুঝিয়া লইতে কিছু ক্লেশ হয়। ১৮

(দ্বিজাতি ব্যক্তি যদি ছত্রাক, বিড়্‌বরাহ, রশুন, গ্রাম্যকুক্কুট, পলাণ্ডু অর্থাৎ পেঁয়াজ এবং গৃঞ্জন অর্থাৎ গাঁজর এইগুলি জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্ষণ করে তাহা হইলে সে পতিত হয়।)

(মেঃ)—'ছত্রাক' অর্থ 'কবক'। 'বিড়্‌বরাহ' অর্থ গ্রাম্যশূকর যাহা স্বাধীনভাবে চরা করে; ইহার পরিহার (বর্জ্জনীয়তা) স্বতন্ত্রভাবে বলা হইল। এইগুলি ভক্ষণ করিলে পতিত হয়। তাহাকে পতিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আচার্য্য স্বয়ং ইহা "গর্হিত অন্ন এবং খাদ্য ভক্ষণ এগুলি সুরাপানসম" ইত্যাদি বচনে অগ্রে (১১।১৬ শ্লোকে) বলিবেন। ১৯

(যদি এই ছয়টী দ্রব্য কেহ অজ্ঞানপূর্ব্বক ভক্ষণ করে তাহা হইলে তাহাকে 'কৃচ্ছ্র-সান্তপন' অথবা 'যতিচান্দ্রায়ণ' নামক ব্রত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং এগুলি ছাড়া অবশিষ্ট লোহিত বৃক্ষনির্য্যাস প্রভৃতি দ্রব্যগুলি ভক্ষণ করিলে একদিন উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।)

(মেঃ)—"অমত্যা" ইহার অর্থ অবুদ্ধিপূর্ব্বক অর্থাৎ না জানিয়া কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে "ষট্ জগ্ধা"=ছয়টী দ্রব্যের মধ্যে যেকোন একটী খাইলে। ভক্ষণটী বিধেয়রূপে নিমিত্ত নহে বলিয়া এখানে সাহিত্যবিবক্ষিত নহে (উক্ত ছয়টী দ্রব্য খাইলে তবেই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, এরূপ নহে)। "শেষেষু"=অবশিষ্ট যে 'লোহিত বৃক্ষনির্য্যাস' প্রভৃতি, সেগুলি ভক্ষণ করিলে একদিন দিবারাত্র কিছু খাইবে না—উপবাস করিবে। (যদিও 'অহঃ' বলিতে দিবাভাগকেই বুঝায় তথাপি) অহঃ শব্দের রাত্রি অর্থেও প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, ঋগ্বেদমধ্যে আছে "কৃষ্ণ 'অহঃ' এবং শুক্ল 'অহঃ' অর্থাৎ রাত্রি"। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যদিও এখানে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে "শেষেষূপবসেদহঃ"='অবশিষ্ট অভক্ষ্যগুলি ভক্ষণ করিলে একদিন উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে' তথাপি এই প্রকরণে প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিবার স্থলে যেসমস্ত অভক্ষ্য ভক্ষণের নিমিত্ত "ক্রব্যাদসূকরে" (১১।১৫৬) ইত্যাদি বচনে প্রত্যেকটীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ অন্য প্রকার প্রায়শ্চিত্ত বলিবেন সেগুলি ভক্ষণ করিলে সেই সেইটীই প্রায়শ্চিত্ত হইবে; কারণ, উহা প্রত্যেকটীর জন্য পৃথক্‌ভাবে বিহিত হইয়াছে। কাজেই "শেষেষু" ইহার অর্থ যাহাদের প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে সেগুলি ছাড়া অন্য নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি ভক্ষণ করিলে। একারণ, সেগুলিকে বাদ দিয়া অন্য নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলির সম্বন্ধে ঐ উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিলেও উহার সার্থকতা থাকে। ২০

(ব্রাহ্মণ অজ্ঞাত অভক্ষ্যভক্ষণজনিত দোষ হইতে শুদ্ধিলাভ করিবার নিমিত্ত বৎসরে অন্তত একটী কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক যে অভক্ষ্য ভক্ষণ করা হয় তাহার জন্য যে বিশেষ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে তাহারই অনুষ্ঠান করিতে হইবে।)

(মেঃ)—যে শূদ্রের বাড়ীতে ভোজন করিতে পারা যায় তাহার বাড়ীতে খাইলে তাহার জন্য এই প্রায়শ্চিত্ত। যে শূদ্রের গৃহে ব্রাহ্মণের পক্ষে যে অন্ন অভোজ্য তাহা থাকিবার সম্ভাবনা আছে অথচ তাহা যদি দূর থেকে পরিহার করা না যায় তাহা হইলে সেইরূপ শূদ্রের গৃহে যে ব্রাহ্মণ অন্ন ভোজন করে তাহার পক্ষে 'হয় ত প্রতিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়াছি' এই প্রকার আশংকা হইতে পারে। তখন তাহার জন্য এই 'প্রাজাপত্য'রূপ কৃচ্ছ্র ব্রত প্রায়শ্চিত্তরূপে ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। যেখানে অবিশেষনোদনা—(যেখানে কোন বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই) সেখানে 'প্রাজাপত্য' নামক কৃচ্ছ্র ব্রত কর্ত্তব্য, এইরূপ বিধানই প্রতীত হয়, ইহা অগ্রে বলিব। "অজ্ঞাতভুক্তশুদ্ধ্যর্থম্"=অজ্ঞাতভাবে অর্থাৎ নিজ অজ্ঞাতসারে যে অভক্ষ্য ভক্ষণ করা হইয়াছে তাহার শুদ্ধির জন্য:—। অজ্ঞাত দোষের যে আশংকা করা হয় তাহার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জন্য এইরূপ বলিলেন। যদি সেরূপ ভোজন করে তবে দোষ হইবে; তাহারই শুদ্ধির জন্য ইহা বলিতেছেন। আচ্ছা, এরূপ দোষের শুদ্ধির বিষয় ত অগ্রে "অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তম্" (৫।১২৭) ইত্যাদি বচনে বলিবেন, (তবে আবার এখানে বলিতেছেন কেন?)। (উত্তর)—ঐ শ্লোকটীর বিষয় (প্রয়োগস্থল) কি তাহা সেইখানেই দেখাইয়া দিব। "জ্ঞাতস্য তু"=কিন্তু জ্ঞাতসারে উহা ঘটিলে যে দোষ হয় তাহা "বিশেষতঃ"=বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারে—তাহার যে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত আছে—যেটীর জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত পৃথক্ পৃথক্ অভিহিত হইয়াছে তাহাই সেখানে কর্ত্তব্য হইবে। ২১

(ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের জন্য প্রশস্ত মৃগ এবং পক্ষী বধ করিতে পারিবেন। ভৃত্যগণের অর্থাৎ পোষ্যবর্গের জীবনধারণের জন্যও তাহা করিতে পারিবেন। পুরাকালে অগস্ত্য এইরূপ করিয়াছিলেন।)

(মেঃ)—কোন্‌গুলি ভক্ষ্য তাহা নিরূপণ করিয়া দিবার প্রসঙ্গে হিংসা সম্বন্ধে অনুমতি দেওয়া হইতেছে। পোষ্যবর্গ ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছে অথচ খাইতে দিবার কিছু নাই, এরূপ অবস্থায় ভক্ষ্য মৃগ এবং পক্ষী বধ করিবে। 'ভৃত্য' কাহারা তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অগস্ত্য ঐরূপ করিয়াছিলেন, এইভাবে প্রশংসা করিবার জন্যই এখানে অগস্ত্যের নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। "যজ্ঞার্থং" ইত্যাদি অর্দ্ধেক শ্লোকটী অর্থবাদ ছাড়া আর কিছু নহে; কারণ, যজ্ঞে পশু প্রভৃতির বধ প্রত্যক্ষশ্রুতি দ্বারাই বিহিত; কাজেই ঐ বধটী আগে থেকেই সিদ্ধ। (এজন্য এখানে তাহার উল্লেখ অনুবাদই হইবে, বিধি হইতে পারে না)। 'প্রশস্ত' অর্থ যেগুলি ভক্ষণ করা যায় বলিয়া অনুমোদিত। এই বিষয়টীই পরবর্ত্তী শ্লোকে কর্ম্মের অর্থবাদরূপে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। ২২

(প্রাচীনকালে ঋষিগণের যজ্ঞে এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের যজ্ঞে ভক্ষণযোগ্য মৃগ এবং পক্ষী হইতে যজ্ঞিয় পুরোডাশ প্রস্তুত হইয়াছিল।)

(মেঃ)—'ষট্‌ত্রিংশদ্‌বৎসর' নামক একটী সত্র (যজ্ঞবিশেষ) আছে। তাহাতে মৃগ এবং পক্ষীর বধ শ্রুতিমধ্যে বিহিত হইয়াছে। সেই বিষয়টীরই এখানে অনুবাদ (উল্লেখ) করা হইতেছে। সেই যজ্ঞ সম্বন্ধে যে ব্রাহ্মণ (বেদবিধি) আছে তাহা এইরূপ,—। "অহর্যাগ সংস্থিত (সমাপ্ত) হইলে গৃহপতি (যজমান—যাগকর্ত্তা) মৃগয়া করিতে যাইবেন। সেই মৃগয়াতে তিনি যেসমস্ত মৃগ বধ করিবেন সেগুলির মাংস পুরোডাশ হইবে"। মূল গ্রন্থের এই শ্লোকটী আসলে কিন্তু অর্থবাদ; এজন্য "বভূবুঃ" এখানে যে অতীতকালের বিভক্তি রহিয়াছে উহা বিবক্ষিত নহে। কাজেই এখনও ঐ যজ্ঞে ঐরূপই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পুরাণমধ্যেও এইরূপ বলা আছে;—। সুতরাং কেবল এখনকার দিনেই যে সত্র যজ্ঞের ব্যবহার তাহা নহে (কিন্তু প্রাচীনকালেও ইহা ছিল), এই প্রকার নিদর্শন দেখাইবার অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে "পুরাণেষু"। সুতরাং 'এখনকার দিনেও যদি কেহ সমস্ত উপকরণ আহরণ করে তথাপি তাহার পক্ষে এই বিধি প্রযোজ্য নহে'—এরূপ বিবেচনা করা সঙ্গত হইবে না। অথবা যে নিজে শাস্ত্রার্থ বুঝিতে অসমর্থ কিন্তু কেবল অন্যের প্রসিদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া "মহাজন যে দিকে গেছেন সেই পথই অনুসরণীয়" এই নিয়ম অনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহার জন্য "পুরাণেষু" এইরূপ বলা হইতেছে। এই যে ধর্ম্ম, ইহাই প্রথম নহে, কিন্তু ইহা অনাদি। "পুরাণ ঋষি" বলিতে তপঃসিদ্ধ কতকগুলি ব্রাহ্মণ অভিহিত হন। অথবা ইঁহারা স্বতন্ত্র জাতিবিশেষ। মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে ঐরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে এরকম কোন প্রকার জেদ না করাই ভাল যে, এই ঋষিগণ যদি স্বতন্ত্র একটী জাতিই হন তাহা হইলে যজ্ঞাদিতে ইঁহাদের অধিকার হইবে কিরূপে? গন্ধর্ব্বাদি জাতির যেমন অধিকার নাই ইঁহাদেরও ত সেইরূপ হইয়া পড়িবে? এরূপ আপত্তি লইয়া জেদ না করাই ভাল; কারণ, স্বরূপতঃ ইহা অর্থবাদ; কাজেই যেকোন একটা অবলম্বন থাকিলেই ইহার অর্থ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য যে স্তুতি (প্রশংসা) তাহার প্রতীতি জন্মিবে। "ব্রহ্ম-ক্ষত্রসবাঃ" ইহার অর্থ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণের 'সব'=যজ্ঞ। ২৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(স্নেহপদার্থমিশ্রিত যেকোন ভক্ষ্য অথবা ভোজ্য বস্তু যদি গর্হিত অর্থাৎ নিন্দিত না হয় তাহা হইলে তাহা পর্য্যুষিত হইলেও ভক্ষণ করা যাইবে; এবং যাহা হবিঃশেষ দ্রব্য তাহা পর্য্যুষিত হইলেও ভক্ষণ করা যাইবে।)

(মেঃ)—"ভক্ষ্যং যৎকিঞ্চিৎ স্নেহযুক্তং"=যে কোন ভক্ষ্য পদার্থ স্নেহসংযুক্ত হইলে,—। "ভোজ্যম্"=অন্ন প্রভৃতি ভোজ্য। যদিও ভক্ষণ এবং ভোজন উভয়েরই অর্থ এক তথাপি যখন এখানে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তখন উহাদের বিষয়গত ভেদ ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে (অর্থাৎ কতকগুলি খাদ্যকে 'ভক্ষ্য' এবং কতকগুলিকে 'ভোজ্য' বলে)। "অগর্হিতম্"=যাহা শুক্তভাবাপন্ন হয় নাই। "তৎ পর্য্যুষিতমপি আদ্যম্"=তাহা পর্য্যুষিত হইলেও ভক্ষণ করা চলিবে। কোন খাদ্যবস্তু রাত্রি দ্বারা ব্যবহিত হইলে তাহাকে পর্য্যুষিত বলা হয়। এজন্য আগের দিন পাক করিয়া রাখা খাদ্য পরের দিন পর্য্যুষিত হইয়া থাকে। "স্নেহসংযুক্তং"=স্নেহদ্রব্য (ঘৃতাদি) মিশ্রিত হইলে;—। এস্থলে এইরূপ সন্দেহ উঠিতে পারে;—যে বস্তু স্নেহসংযুক্ত থাকা অবস্থায় পর্য্যুষিত হয়, যেমন রসমিশ্রিত শাকাদি তাহাই কি পর্যুষিত হইলেও খাওয়া যায় অথবা কোন শুষ্ক বস্তু পর্যুষিত হইলে ভক্ষণকালে তাহাতে স্নেহপদার্থ মিশাইয়া দিতে হইবে (তাহা হইলেই তাহা ভক্ষণার্হ হইবে)? যেমন, ভোজনযোগ্য অপূপাদি দ্রব্য পর্য্যুষিত হইলে খাইবার সময় তাহাতে (ঘৃতাদি) স্নেহদ্রব্য লাগাইয়া দিয়া খাইতে হইবে। ইহাতে পুনরায় এইরূপ সংশয় হয়, "তাহা পর্য্যুষিতও খাওয়া যায়", ইহা দ্বারা কি স্নেহযুক্ত দ্রব্যের ভক্ষ্যতা বলা হইল? এই যে 'স্নেহ সংযুক্তত্ব' ইহা উদ্দিশ্যমান অর্থাৎ উদ্দেশ্যগত কিন্তু ইহা বিধেয় পদার্থগত নহে। কারণ, ইহার সহিত 'তৎ' শব্দের সম্বন্ধ শ্রুতিবোধিত হইতেছে না; যেহেতু 'যাহা পর্যুষিত তাহা স্নেহসংযুক্ত করিয়া খাওয়া উচিত' এরূপ সম্বন্ধ এখানে হইতেছে না। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে;—। পর্য্যুষিত যে হবিঃশেষ তাহা যদি স্নেহদ্রব্যসংযুক্ত না হয় তবে সেগুলির সম্বন্ধে উল্লেখ করা অনর্থক। আবার সেগুলি স্নেহযুক্ত থাকে বলিয়া বাসি হইতে পারে না। ঐ হবিঃশেষ দ্রব্যের (পৃথক্‌ভাবে) উল্লেখ করা এখানে তবেই সংগত হয় যদি ভোজনকালে ঐগুলিকে স্নেহসংযুক্ত করিবার দরকার না হয়। এইজন্য ঐ দ্রব্যগুলি বাসি হইয়া গেলেও কোন স্নেহপদার্থ সংযোগ না করিয়াই খাওয়া যাইবে, এইরূপ বিধান দেওয়া হইলে তবেই ঐগুলিকে এখানে উল্লেখ করা সার্থক হয়। আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তাহা হইলে ত কোন সন্দেহই নাই। 'স্নেহসংযুক্ত' এই বিশেষ পদার্থটীকেই ত বিধেয় বলা ন্যায়সংগত, কারণ, এইরূপ বলিলে তবেই উহার সার্থকতা থাকে। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। এখানে সন্দেহের বীজ হইতেছে এই যে, পদগুলির যথাশ্রুত সম্বন্ধই প্রবল। কাজেই 'হবিঃশেষ' পদটীকে কি অনুবাদ (উদ্দেশ্য) বলা হইবে? অথবা, ('অনুবাদ' বলা হইলে) ইহা অনর্থক হইয়া পড়ে এইজন্য 'যাহা যাহা পর্যুষিত খাইবার সময় তাহারই সহিত স্নেহদ্রব্য সংযুক্ত করিয়া দিবে; এই প্রকার অর্থ হইবে? এরূপ স্থলে কোন পদকে অনর্থক বলিয়া স্বীকার করা অপেক্ষা ব্যবহিত কল্পনা (দূরান্বয়) স্বীকার করা ভাল। অর্থাৎ 'হবিঃশেষ' ইহাকে অনুবাদ না বলিয়া এবং পৃথক্ না ধরিয়া ব্যবহিত 'স্নেহসংযুক্ত' পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলা ভাল। এরূপস্থলে যেরূপ সমাচার (শিষ্টাচার) আছে তাহা হইতে অর্থনিশ্চয় হইবে। ঘৃত, তৈল, বসা (চর্ব্বি) এবং মজ্জা, এগুলি স্নেহপদার্থ। ২৪

(যেসমস্ত দ্রব্য যব অথবা গম থেকে প্রস্তুত হয় সেগুলি স্নেহযুক্ত না হইলেও দ্বিজগণ দু-তিন দিন পরেও খাইতে পারেন। দুগ্ধ হইতে তৈয়ারি করা খাদ্যও ঐরূপ অবস্থায় খাওয়া যায়।)

(মেঃ)—"চিরস্থিতম্ অপি" ইহার অর্থ দু-তিন দিন ব্যবধান পড়িলেও। এখানে 'অপি' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় "আক্তম্" ইহার সহিতও সম্বন্ধযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। অস্নেহাক্ত যবগোধূমজ দ্রব্য এবং স্নেহাক্ত যবগোধূমজ দ্রব্যও;—। ছাতু, রুটি, পিঠা প্রভৃতিগুলি যবগোধূমজ দ্রব্য। "পয়সঃ বিক্রিয়াঃ"=দুগ্ধের বিক্রিয়া অর্থাৎ বিকার, যেমন দধি, মথিত (বিশেষ এক প্রকার ঘোল) প্রভৃতি। ২৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(দ্বিজগণের পক্ষে যাহা ভক্ষ্য এবং অভক্ষ্য তাহা এইভাবে নিঃশেষে বলা হইল। এইবার মাংস ভক্ষণ ও তাহা বর্জ্জন করিবার বিধি বলিব।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধে আগেকার প্রকরণটীকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই যে প্রকরণটী সবেমাত্র শেষ হইল ইহা কেবল দ্বিজাতিগণের ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ণয়ের প্রকরণ, ইহা শূদ্রের ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিরূপণের প্রকরণ নহে। ইহার পরে কিন্তু যাহা বলা হইবে তাহা শূদ্রগণের পক্ষেও প্রয়োজ্য হইবে। ইহাই প্রকরণটীকে পৃথক্ করিয়া দিবার প্রয়োজন। ইহার পর মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ বলা হইবে। ঐ মাংস বর্জ্জন করিলে যে ফল হয় তাহা শূদ্রগণও পাইতে পারিবে। এরূপ যদি না বলা হয় তাহা হইলে পূর্ব্বে "দ্বিজাতিগণের পক্ষে এগুলি অভক্ষ্য" এই প্রকারে আরম্ভ করা হইয়াছে বলিয়া এখনও তাহারই অধিকার (আলোচনা) চলিতেছে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত রশুন প্রভৃতি দ্রব্যগুলি খাওয়া না খাওয়া যেমন শূদ্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এই মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ অনুসরণ করাটাও সেইরূপ তাহার ইচ্ছাধীন হইয়া পড়ে (ইহাতে তাহার কোন প্রত্যবায় হইতে পারিবে না)। আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তবে, দেবতা প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবার জন্য যে মাংস নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা যে ভক্ষণ করা যায় একথা অগ্রে "দেবগণ এবং পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া তদবশিষ্ট মাংস ভোজন করিলে দোষ হয় না" (৫।৩২) ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন। পবিত্র মাংস দ্বারাই দেবাদির অর্চ্চনা হয়। আর দ্বিজগণের পক্ষে যেসকল মৃগ ও পক্ষী নিষিদ্ধ সেগুলি অমেধ্য (অপবিত্র)। কাজেই তাহাদের মাংসে দেবার্চ্চনা সম্ভব নহে বলিয়া সেগুলির শেষ ভক্ষণও সম্ভব নহে। এছাড়া আরও ত প্রকরণভেদ রহিয়াছে। যেমন, ব্রাহ্মণাদির পক্ষে যেসকল মৃগ এবং পক্ষী নিষিদ্ধ সেগুলি শূদ্রের পক্ষেও প্রকারান্তরে প্রতিষিদ্ধই হইয়া থাকে। কাজেই এরূপ স্থলে প্রকরণভেদ স্বীকার করিয়া অতিরিক্ত কিছুই ত বলা হয় না যে রশুন প্রভৃতি দ্রব্যগুলির নিষেধ শূদ্রের পক্ষে নহে। (উত্তর)—না, তাহা নহে; রশুন প্রভৃতি দ্রব্যগুলির যে নিষেধ তাহা শূদ্রের প্রতি প্রয়োজ্য নহে, ইহা জানাইয়া দেওয়াই প্রকরণভেদের প্রয়োজন। এইরূপ, গৃহস্থাশ্রমস্থিত যে শূদ্র তাহার পক্ষে দেবার্চ্চনাদির জন্য মাংসও বিহিত। কাজেই যে শূদ্র গৃহস্থিত নহে তাহার পক্ষে মাংস ভক্ষণও ইচ্ছাধীন। আচ্ছা, পাকযজ্ঞে (বৈশ্বদেব কর্ম্মে) শূদ্রেরও ত অবশ্যই অধিকার আছে। আবার গৃহস্থগণের পক্ষে ঐ যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করাও বিহিত। কিন্তু রশুন প্রভৃতি দ্রব্য দিয়া পাকযজ্ঞ করা যায় না। আর তাহা হইলে শূদ্রের পক্ষেও ঐ রশুন প্রভৃতি দ্রব্যগুলি যে ইচ্ছামত ভোজন করা চলিবে তাহা ত সম্ভব নহে? (উত্তর)—তাহাই যদি হয় তবে তাহাতে দোষ কি? (প্রশ্ন)—দোষ এই যে, ইহাতে "দ্বিজাতীনাম্" এই বলিয়া যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে। (উত্তর)—এই যে আনর্থক্য শঙ্কা ইহার পরিহার ত বলাই হইয়াছে;—যে শূদ্র গৃহস্থ নহে অথবা যে শূদ্র বিদেশস্থিত তাহার পক্ষেই ভোজনের ঐ স্বাধীনতা। আর এমন কিছু নিয়ম নাই যে, গৃহস্থ যাহা দ্বারা বৈশ্বদেব আহুতি না দিবে তাহা সে খাইতে পারিবে না। বস্তুতঃপক্ষে, "শেষভুক্ হইবে" এই যে বিধি ইহার তাৎপর্য্য এই যে 'বৈশ্বদেব কর্ম্ম না করিয়া ভোজন করা উচিত নহে'। আর তাহা হইলে, যে দ্রব্যটী ঐ বৈশ্বদেব যাগের সাধন হইবে সেটী মেধ্য (পবিত্র—অনিষিদ্ধ) হওয়া আবশ্যক, কেবল তাহা দ্বারাই হোম করিতে হইবে। সেই শূদ্রটীর বাড়ীর অপরাপর লোকেরা রশুন প্রভৃতি ঐ নিষিদ্ধ দ্রব্যও খাইবার সময় কোথাও থেকে যোগাড় করিয়া আনিয়া না হয় বাড়ীর ভিতরে থাকিয়া তাহা খাইবে। আর সে বস্তুটী হুতশেষ না হইলেও ভোজন করা নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু মাংস সম্বন্ধে যখন পৃথগ্‌ভাবে বচন (নির্দ্দেশ) রহিয়াছে তখন উহা নিয়মবিধি হইবে—'যাহা উপযুক্ত অর্থাৎ বৈশ্বদেবাদি কর্ম্মে ব্যবহৃত হয় নাই সেরূপ মাংস কখনও খাইবে না। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, এখানে এবিষয়ে যদি চারি বর্ণেরই অধিকার স্বীকার করা হয় তাহা হইলে শুদ্ধিবিষয়ক বিধি বলিবার প্রকরণে "চারিবর্ণের পক্ষেই" ইত্যাদি বচনে যাহা বলিবেন তাহা ত অনর্থক হইয়া পড়িবে? (উত্তর—) না, তাহা হইবে না; ঐরূপ বলিবার প্রয়োজন কি তাহা সেইখানেই বলা যাইবে। আচ্ছা, এরূপ হইলে ত শূদ্রের পক্ষে কুকুরের মাংস প্রভৃতিও খাইতে কোন বাধা হয় না; কারণ, পূর্ব্বে (পশু-পক্ষিগণের ভক্ষ্যাভক্ষ্যতা নিরূপণকালে) 'দ্বিজাতি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে? (উত্তর)—তাহা সত্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বটে কিন্তু একাদশ অধ্যায়ে "বিড়্‌বরাহ, গাধা, উট" ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে যে প্রাণীগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেগুলি শূদ্রের পক্ষেও ভক্ষণীয় নহে, এই প্রকার অর্থই যে সূচিত হইতেছে তাহা দেখাইব। (সুতরাং কুকুরের মাংস প্রভৃতির কথাই উঠিতে পারে না)। ২৬

(প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করিবে, ব্রাহ্মণগণ যদি ইচ্ছা করেন—আদেশ করেন তাহা হইলে, বিধিপূর্ব্বক নিযুক্ত হইলে মধুপর্কে অথবা শ্রাদ্ধে এবং প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে মাংস খাওয়া যাইতে পারে।)

(মেঃ)—অগ্নীষোমীয় যাগে যজ্ঞাহুতির অবশিষ্ট যে মাংস তাহাকে লক্ষণাদ্বারা 'প্রোক্ষিত' বলা হয়। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—'প্রোক্ষিত' শব্দটী ত যৌগিক;—সেচনার্থক 'উক্ষ্' ধাতু হইতে (ক্ত প্রত্যয় করিয়া) উহা নিষ্পন্ন হইয়াছে; প্রক্ষালন করা—এই ক্রিয়াটী হইতেছে উহার 'প্রবৃত্তিনিমিত্ত'। এইজন্য—"প্রোক্ষণী=জলপাত্র গ্রহণ কর", "ঘৃত প্রোক্ষণ করিতে হইবে", "প্রোক্ষণী=জলের ছিটায় বিব্রত হইলাম", ইত্যাদি প্রকার যেসকল প্রয়োগ আছে তাহার সকল স্থলেই ঐ 'উক্ষণ' ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবশতই ঐরূপ প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং 'প্রোক্ষণ' শব্দটী যদি আসেচনের (জল দিয়া ভিজাইয়া দিবার) করণ হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা বৈদিক সংস্কারবিশেষ বুঝায় কিরূপে এবং 'প্রোক্ষিত মাংস' বলিতে সেই সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত পশুকে দ্বার করিয়া লক্ষণা দ্বারা তাহার মাংসই বা বুঝায় কিরূপে? আরও কথা, শব্দের যাহা মুখ্য অর্থ তাহা ছাড়িয়া দিয়া লক্ষণা স্বীকার করিবারই বা কারণ কি? অতএব "প্রোক্ষিতং মাংসম্" ইহার অর্থ জল দিয়া প্রক্ষালিত মাংস, এইরূপ অর্থ করাই ত সঙ্গত?

(উত্তর)—তাহা সত্য বটে; এ সম্বন্ধে যদি অন্যান্য বচন এবং অর্থবাদ বাক্য ইহার অঙ্গরূপে না থাকিত তাহা হইলে ঐ প্রকার আপত্তি করা সঙ্গত হইত। কিন্তু "যেসকল মাংস উপাকরণ সংস্কারযুক্ত নহে", "মন্ত্রের দ্বারা যেগুলির সংস্কার করা হয় নাই সেই সকল পশু" ইত্যাদি বচনসকল উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং ইহাদের সহিত একবাক্যতা করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে 'প্রোক্ষিত' শব্দটীর যে অর্থ নিরূপণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাই দাঁড়াইবে,—যজ্ঞে হুতাবশিষ্ট মাংসরূপ যে অর্থ পূর্ব্বে বলা হইল তাহা গ্রহণ করাই সঙ্গত হইবে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, ঐ সকল বাক্যান্তর পর্য্যালোচনা করিয়া যদি অর্থ নিরূপণ করিতে হয় তাহা হইলে ঐ "অনুপাকৃতমাংসানি, অসংস্কৃতান্ পশূন্" ইত্যাদি যে বচন উহা হইতেই যখন প্রতিপাদ্য বিষয়টী সিদ্ধ হয় তখন এখানে আবার "প্রোক্ষিতং" ইত্যাদি বলিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর)—ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন যে এটী অনুবাদমাত্র। কারণ মাংস খাইবার ইচ্ছায় যে মাংস ভোজন তাহা বিধির বিষয় হইতে পারে না—সে সম্বন্ধে বিধি হইতে পারে না; যেহেতু ক্ষুধিত ব্যক্তি ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য স্বেচ্ছাক্রমে স্বতই তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। বিধি তাহাকেই বলা হয় যাহা কোন কর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়া থাকে, যেস্থলে কোন দৃষ্ট কারণ বা প্রয়োজনবশতঃ সেই কর্ম্মটীতে প্রবৃত্ত হওয়া পুরুষের পক্ষে কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না। যেমন, "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি বিধিবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে কোনও দৃষ্ট কারণবশত পুরুষের প্রবৃত্তি হইতে পারে না; কেবলমাত্র এই বিধিবাক্যটীর শক্তিতেই উহাতে প্রবৃত্তি জন্মে (উহার অনুষ্ঠান করিতে সে প্রবৃত্ত হয়)। কাজেই এরূপস্থলে একমাত্র শাস্ত্রই প্রমাণ। কিন্তু যেস্থলে, এই কর্ম্মটী করিলে আমার এই অভিপ্রেত ফলটী সিদ্ধ হইবে, কিংবা ইহা না করিলে আমার এইরূপ অনিষ্ট ঘটিবে' এইভাবে 'অন্বয়ব্যতিরেক' দ্বারা পুরুষের প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয়—প্রবৃত্তির মূলে লৌকিক কারণ থাকা নিরূপিত হয় সেরূপ ক্ষেত্রে কেহ শাস্ত্রের অন্বেষণই করে না—শাস্ত্রের (বিধিবাক্যের) উপর নির্ভর করে না (কিন্তু সে ব্যক্তি স্বতই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে)। পক্ষান্তরে, যেস্থলে অন্য কোন প্রকারে এইরূপ জ্ঞান হয় না—(ইহা দ্বারা ইষ্ট লাভ বা অনিষ্ট প্রাপ্তি ঘটিবে—এই প্রকার জ্ঞান হয় না), কিন্তু একমাত্র শাস্ত্রেরই যাহা বিষয়—একমাত্র শাস্ত্র হইতেই যাহা জানিতে পারা যায় (এবং সেই শাস্ত্রবাক্য অনুসারেই কর্ম্মবিশেষে প্রবৃত্ত হয় সেরূপ স্থলে সেই যে প্রবৃত্তিজনক শাস্ত্রবাক্য) তাহাই বিধি—সেই জ্ঞাপক প্রমাণটীই 'বিধি' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আলোচ্য স্থলটীতে কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভোজন করা হইলে পুষ্টি হইবে, যাহা ক্ষুধাজনিত দুঃখ ছিল তাহাও দূর হইবে, এ কথাটী শাস্ত্রের উপদেশ দিয়া জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক হয় না ; স্তন্যপায়ী বালকরাও ইহা স্বতই বুঝিয়া থাকে। (সুতরাং ভোজনে যে বিধি হইতে পারে না, ইহা সুনিশ্চিত)। আর, এখানে যে 'নিয়মবিধি' বলা হইবে তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, সেই নিয়মটীর স্বরূপ হইবে কিরূপ তাহা নিরূপণ করা যাইবে না। যদি ঐ নিয়মটীকে এইরূপ বলা হয় যে, 'যাহা প্রোক্ষিত মাংস তাহা অবশ্যই খাইবে' (না খাইলে চলিবে না, প্রত্যবায় হইবে), তাহা হইলে ঐ ভক্ষণের জন্য যখন কোন বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই তখন আহার বিহারের সময়ও ব্যাহত হইয়া পড়িবে। কারণ, তাহা হইলে 'সকল সময়েই কেবল উহা বসিয়া খাইতেই থাক' এইপ্রকার অর্থ হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে বিধিদ্বারা অশক্য (অসাধ্য) বিষয়ের উপদেশ (বিধান) করা হয়। এইজন্য এইরূপ কথিত আছে 'অশ্রাদ্ধভোজী', ('অশ্রাদ্ধ ভোজন করে'=যত কিছু অশ্রাদ্ধ অর্থাৎ শ্রাদ্ধ ভিন্ন আছে তাহা ভোজন করে—ইহা অসম্ভব বলিয়া ঐ প্রকার অর্থ করা যায় না, কিন্তু 'শ্রাদ্ধং ন ভুঙক্তে'=যিনি শ্রাদ্ধ ভোজন করেন না,—এইরূপ অর্থই স্বীকার করা হয়)। এইরূপ, "যখনই প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবে" ইত্যাদি উক্তিও সংগত হয় না। মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন নিয়মবিধিটী অপূর্ব্ববিধিরই প্রকারবিশেষ। সুতরাং বিধি অর্থাৎ সেই অপূর্ব্ববিধিই যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে ঐ 'নিয়মবিধি' হইবে কিরূপে? আর এরকম হওয়াও সম্ভব নহে যে অন্য একজন যাহা যজ্ঞে প্রোক্ষিত করিয়াছে তাহা অপর ব্যক্তি পাইবে। কাজেই এইপ্রকার অর্থটী মোটেই সংগত নহে। আর এক হইতে পারে, ইহাকে 'পরিসংখ্যা' বিধি বলা;—'কেবলমাত্র প্রোক্ষিত মাংসই খাইবে কিন্তু অপ্রোক্ষিত মাংস খাইবে না'—ইহাই এখানে ঐ পরিসংখ্যাটীর অর্থ দাঁড়ায়। আর তাহা হইলে যুগপৎ প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণও পরিত্যাগ করা যায় এবং অপ্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণও পরিত্যক্ত হইতে পারে। যুগপৎ উভয় প্রকারেই বিধিটী সার্থক হয়। কিংবা পৃথক্‌ভাবে এক একটী পক্ষ দ্বারাই পরিসংখ্যার অর্থ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ কেবল প্রোক্ষিতভক্ষণ করিলেও বিধিটীর অর্থ সিদ্ধ হয়, কারণ উভয় স্থলেই পরিসংখ্যার অর্থটী বিদ্যমান রহিয়াছে। যেহেতু ক্ষুধানিবৃত্তি না হইলে প্রোক্ষিত অপ্রোক্ষিত উভয় প্রকার মাংস ভক্ষণেই যুগপৎ কিংবা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু পরিসংখ্যা দ্বারা ইহা রুদ্ধ হয়। আর তাহা হইলে "অনুপাকৃত মাংস খাইবে না" এই যে নির্দ্দেশ ইহাও অক্ষুণ্ণ থাকে—এই নিষেধটীও ব্যাহত হয় না।

অন্য কেহ কেহ এই পক্ষটীর দোষ এইভাবে উপপাদন (সমাধান) করিয়া থাকেন,—। যদি নির্ব্বিশেষে সকল অপ্রোক্ষিত মাংসই নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে পক্ষিমাত্রেরও মাংস নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে। (কারণ কতকগুলি পক্ষীর মাংস ভক্ষণ অনুমোদিতই আছে অথচ সেগুলি প্রোক্ষিত নহে)। ইহার প্রতিবিধান অর্থাৎ সমাধান করিবার জন্য এ কথা বলা সংগত হইবে না যে, যাহাদের প্রোক্ষণ বিহিত হইয়াছে তাহাদেরই অপ্রোক্ষিত খাইবে না ; কারণ 'অপ্রোক্ষিত খাইবে না' এই বিধিটী সাধারণভাবেই প্রবৃত্ত হইতেছে ; উহাকে ঐ প্রকার বিশেষ অর্থে পরিণত করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। কাজেই ঐরূপ অর্থ স্বীকার করা যায় না। এইপ্রকার সমাধানটী অসংগত মনে হয়। কারণ, পক্ষিমাংস ভক্ষণ করিবার সম্বন্ধে যে পৃথক্‌ভাবে নিষেধ বলা হইয়াছে তাহাই এস্থলে এইপ্রকার অর্থ বুঝাইয়া দেয় যে, 'অপ্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ করিবে না' ইহা তাহাদের মাংসের পক্ষেই প্রয়োজ্য যাহাদের মাংস প্রোক্ষণ করিবার বিধি আছে। (পক্ষি-মাংস প্রোক্ষণের বিধি নাই ; সুতরাং তথায় ইহা প্রয়োজ্য নহে)।

অতএব এখানে যে "প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসম্" বলা হইয়াছে ইহা যজ্ঞের অংগরূপে যে যে প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ করিবার 'নিয়ম' আছে তাহারই অনুবাদ। কারণ, যজ্ঞে হুতশেষ প্রোক্ষিত মাংস যেমন অবশ্যই ভক্ষণ করিতে হয়, ভক্ষণ না করিলে শাস্ত্র লংঘন করা হয় সেইরূপ অপরাপর নিমিত্ত উপস্থিত হইলেও মাংস ভক্ষণ করা যায়, এইভাবে ইহা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা হয়। আবার "প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েৎ" ইহা যদি অনুবাদস্বরূপই হয় তাহা হইলে পরিসংখ্যাও অপেক্ষিত হইতে পারে। তাহা হইলে তখন অর্থ হইবে—যাহাদের প্রোক্ষণ বিধান আছে সেই সমস্ত প্রাণীর মাংস—যেমন, গো, মেষ এবং ছাগ ইহাদের মাংস অপ্রোক্ষিত খাইবে না। এইভাবে এই কথাটী বলা হইল যে, অনুপাকৃত (যাহাদের উপাকরণ সংস্কার হয় নাই সেইসকল) পশুর মাংস 'অসৎ-রূপে' অর্থাৎ অভক্ষ্যরূপে অনুবাদ করা হইয়াছে। ইহার প্রয়োজন এই যে, 'ব্রাহ্মণগণের ইচ্ছা'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রভৃতি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে অপ্রোক্ষিত মাংসও ভোজন করা যায়, এইরূপ অনুমতি দেওয়া হইল। আরও কথা, চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে "অনর্চ্চিত মাংস এবং বৃথা মাংস খাবে না":—এস্থলে 'বৃথা মাংস' ইহা দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে তাহা জানাইয়া দিবার জন্যও এখানে বলা হইতেছে "প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েৎ"; কারণ এই বচনটী না থাকিলে মোটেই জানা যাইত না যে 'বৃথা মাংস' আবার কি। অথবা যে ব্যক্তি মাংস দ্বারা দেবাদি অর্চ্চনা করে নাই তাহার উপহৃত মাংস অতিথি প্রভৃতি অন্য কেহ খাইবে না, এইভাবে মাংসভক্ষণ কর্ত্তাকে পৃথক্ ব্যক্তি ধরিয়াও তাহার পক্ষে এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইল। কারণ, দেবতা অর্চ্চনায় যাহার অধিকার নাই তাহার উপহৃত মাংস দ্বারা অতিথিগণ সেই পরগৃহেতেও দেবতাদির অর্চ্চনা করিতে পারে। (সুতরাং সেরূপ না করিয়া তাহারা সেই গৃহস্থের উপহৃত মাংস খাইবে না।) কিন্তু সেই মাংস দ্বারা যদি দেবার্চ্চনা করা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা খাইতে পারিবে। আর "মাংসের দ্বারা দেবতা এবং পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিয়া" ইত্যাদি (৫।৩২ শ্লোক) এই দ্বিতীয় নিষেধটী তাহার পক্ষেই প্রয়োজ্য যে ব্যক্তি দেবার্চ্চনাদি করিবার অধিকারী; সে যদি নিজ গৃহে দেবার্চ্চনাদি না করিয়া মাংস ভক্ষণ করে তখন তাহার পক্ষে ঐ মাংস ভক্ষণ "দেবতাগণকে, পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিয়া খাইতে পারিবে" ইত্যাদি বাক্যে অনুজ্ঞাত হইয়াছে। আর "মন্ত্রের দ্বারা অসংস্কৃত পশু খাইবে না" এ স্থলেও 'সংস্কৃত' ইহা ঐ প্রোক্ষণ শব্দেরই অর্থ। এইভাবে দেখান হইল যে পাঁচটী নিষেধ বাক্যের অর্থ (প্রয়োজন) পৃথক্ পৃথক্।

"ব্রাহ্মণানাং চ কাম্যয়া"—ব্রাহ্মণগণের মাংসভোজনকামনা হইলে সেই নিমিত্ত মাংসভোজন দোষাবহ নহে। 'কাম্যা' ইহার অর্থ কামনা; 'কাম্যা' শব্দটী ছান্দস (বৈদিক) প্রয়োগ। ব্রাহ্মণাদিরা যখন অপ্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ করিবার অনুমতি দিবেন তখন তাহা খাইতে পারিবে। আচ্ছা, তখন কি উহা নিয়মবিধি হইবে—? তাহা যদি হয় তবে তাহা ভক্ষণ না করিলে ত শাস্ত্রলঙ্ঘন করা হয়। অথবা উহা কি প্রতিপ্রসবমাত্র—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অপ্রোক্ষিত মাংস খাইবে না, এক্ষণে তাহারই পুনর্বিধান বলা হইল যে, এরূপস্থলে অপ্রোক্ষিত মাংসও খাইতে পারিবে। যদি উহা প্রতিপ্রসব হয় তাহা হইলে উহা ভোজন করা চলিবে। বিবাহে ঐরূপ মাংস খাওয়া যায়, এই-প্রকার বচনও যখন রহিয়াছে তখন ঐ নিষেধটী (অপ্রোক্ষিত নিষেধটী) বিবাহস্থলে প্রয়োজ্য হইবে না, ইহা বুঝা যায়। বস্তুতঃ কথা এই যে, ব্রাহ্মণগণ যদি গরীয়ান্ বলিয়া বিবেচিত হন তাহা হইলে তাঁহারা অপ্রোক্ষিত মাংসভক্ষণের অনুমতি দিলে তাঁহাদের বচন লঙ্ঘন করা উচিত নহে; কিন্তু তাই বলিয়া যে উহা ভোজন করা অবশ্যকর্ত্তব্য এরূপ নহে,—ইহা নিয়মবিধি নহে। অন্য কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন যে, অগ্রে "ক্রীত্বা" ইত্যাদি শ্লোকে (৫।৩২) "ব্রাহ্মণানাং" এই পদটীর অনুবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। উহার অর্থ এইরূপ—ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে শশক প্রভৃতির মাংসও ক্রয় করিয়া অথবা স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করা যায়। যজ্ঞ এবং বিবাহ ছাড়া অন্যস্থলে, 'গোষ্ঠীভোজন' প্রভৃতি স্থলে ব্রাহ্মণগণ যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ঐ শশক প্রভৃতির মাংস স্বরূপতঃ দেবতানিমিত্তক না হইলেও—তাহা দেবতার উদ্দেশে ব্যবহৃত না হইলেও তাহা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ নহে; তবে অবস্থা বিশেষে প্রোক্ষণ এবং দেবার্চ্চনাদি কর্ত্তব্য। বিশেষ জাতীয় পক্ষীগুলি নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণকামনাদি নিমিত্তস্থলে অভ্যনুজ্ঞা (অনুমোদন) আছে বটে, কিন্তু "ক্রব্যাদান্ শকুনান্" ইত্যাদি বচনে যে বিশেষজাতীয় পক্ষীগুলি ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে সেগুলি ভক্ষণ করা অনুমোদিত হইবে না। আর "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"=মাংস ভক্ষণে দোষ নাই বটে, তবে উহা হইতে নিবৃত্ত হইলে তাহাতে মহৎ পুণ্য হয়" এই বচন অনুসারে যিনি মাংস ভক্ষণ না করিতে কৃতসংকল্প তাঁহার পক্ষেও প্রোক্ষিত অথবা অপ্রোক্ষিত, দেবতার অর্চ্চনাকৃত, অথবা অর্চ্চনাকৃত নহে—এরূপ যে অনিষিদ্ধ মাংস তাহা ব্রাহ্মণগণের ইচ্ছায় ভোজন করা যায়, এইপ্রকার অনুজ্ঞা দিবার জন্যই বলা হইয়াছে—"ব্রাহ্মণানাঞ্চ কাম্যয়া"।

"যথাবিধিনিযুক্তস্তু"=মধুপর্কাদিতে বিধিপূর্ব্বক নিযুক্ত হইলে;—। মধুপর্কে এবং শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইলে 'প্রোক্ষণ' না থাকিলেও ভক্ষণ করিতে পারিবে। কারণ ইহা শাস্ত্রনির্দ্দেশ অনুসারে নিয়োগ। ইহার মধ্যে আবার শ্রাদ্ধে যে সমস্ত নিয়ম আছে তাহা পূর্ব্বে "কেতিতস্তু যথান্যায়ং", "কথঞ্চিদপ্যতিক্রামন্" (৩।১৪০ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে বলাই হইয়াছে। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া লইয়া শ্রাদ্ধের মাঝখানে 'আমি ইহা খাইব না' এরূপ বলা চলে না। তবে যদি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কোন অভক্ষ্য, অশুচি, অরুচিকর কিংবা ব্যাধিজনক দ্রব্য খাদ্যমধ্যে থাকে তাহা অবশ্য বর্জ্জন করিতে পারিবে। বস্তুতঃ সেখানে যখন হবির্দ্রব্যরূপে হুতশেষ অন্ন বিহিত তখন তাহাতে অভক্ষ্য কিছু নাই; আবার যাহা ভাল লাগিবে তাহাও যাহাতে অতৃপ্তিকর হইয়া পড়িবে এমনভাবে কিছু দেওয়া হয় না। অতএব "যথাবিধিনিযুক্তস্তু" এই বচনটী মধুপর্ক সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য।

আচ্ছা, মধুপর্ক সম্বন্ধে ত নিয়োগ হইতে পারে না, মধুপর্ক খাইতেই হইবে যে এমন কোন নিয়ম ত হইতে পারে না; কারণ উহা মধুপর্কের বিধি নহে। যেহেতু মধুপর্কে গৃহস্থই অধিকৃত, গৃহস্থের পক্ষে ইহা কর্ত্তব্য যে পূজ্য অতিথিকে মধুপর্ক দিতে হয়; কিন্তু তাহা ভক্ষণ করা পূজ্য রাজাদি অতিথির অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। এইজন্য, "ইহার গৃহে অতিথি যেন না খাইয়া বাস না করে", ইহা গৃহস্থের পক্ষেই নিয়ম, এইরূপ দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অতিথির সম্মতি না থাকিলে সেরূপ দ্রব্য মধুপর্কে দিবে না। এরূপ স্থলে যাহারা স্বেচ্ছাচারিতা করে তাহাদের অতিথিকে সম্মান দেখান হয় না, পূজ্য অতিথির তাহা ভক্ষণীয় হয় না। আর তাহা হইলে সেরূপ দ্রব্য অতিথিকে দেওয়া, এ কর্ম্মটী অতিথির প্রীতির জন্য মোটেই হয় না। আচ্ছা, এটী ত আতিথ্যকর্ম্ম; ইহা ত নিত্যকর্ম্ম নহে? (উত্তর)—তাহা সত্য; তবে অতিথির প্রীতি উৎপাদনের দ্বারা ধর্ম্ম লাভ হইবে, এই উদ্দেশ্যে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। দাতার পক্ষেই এই নিয়মোক্ত ধর্ম্ম কর্ত্তব্য; মধুপর্কে গরু উৎসর্গ করিবারও বিধি আছে। কারণ, শাস্ত্রে আছে "মাংসহীন মধুপর্ক হইবে না"। আচ্ছা, ঋত্বিক্‌কর্ম্ম করিতে গেলে হুতশেষ মাংসভোজন করিবারও ত বচন আছে? (উত্তর)—তাহা থাকুক, এই বচনটীও পূর্ব্বের ন্যায় অনুবাদ—শ্রাদ্ধে এবং ঋত্বিক্‌কর্ম্মে হুতশেষ ভোজনটী শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ এবং ঋত্বিকের পক্ষে যে কর্ত্তব্য তাহা অন্যবচনবোধিত। আচ্ছা, ঋত্বিক্‌কর্ম্মে ইড়াভক্ষণটী ঋত্বিগ্‌-গণের পক্ষে যে নিয়মযুক্ত (অবশ্য কর্ত্তব্য) তাহা নহে ত; কারণ, সেখানে যজমানের পক্ষেই ইড়াভক্ষণ নিয়ম বিধিবোধিত কিন্তু ঋত্বিগ্‌গণের পক্ষে তাহা সেরূপ নহে ত? (উত্তর)—তাহা সত্য; তবে এরূপ স্থলে ঋত্বিগ্‌গণ যদি তাহা ভোজন না করেন তাহা হইলে তাঁহারা নিন্দা-ভাজন হইয়া থাকেন। এবং অজ্ঞাত-অদৃষ্ট দোষও (কিছুটা পাপও) তাঁহাদের লাগিয়া যাইতে পারে। (যজ্ঞে 'হুতশেষ' ভোজন ঋত্বিক্‌গণেরও কর্ত্তব্য।)।

আচ্ছা, ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে নিযুক্ত; তাঁহাদের ইড়া ভক্ষণ করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা ত যজ্ঞের ফল ভোগ করেন না। (কারণ দক্ষিণা দ্বারা ঋত্বিগ্‌গণকে পরিক্রয় করা হয়।) ভৃতি (দক্ষিণা প্রভৃতি) দ্বারা পরিক্রীত হইয়া তাঁহারা করণীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ঋত্বিগ্‌-গণ দক্ষিণা দ্বারা পরিক্রীত বলিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম তাঁহাদের করিতেই হয়। আর শাস্ত্রমধ্যে এইরূপ বিধি আছে যে "চারিজন ঋত্বিক্ এবং পঞ্চমতঃ যজমান, ইহারা ইড়া ভক্ষণ করিবে"। তাঁহাদের যখন এই 'ইড়া' ভক্ষণ বিধি রহিয়াছে তখন যজমানের আর্ত্বিজ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহারা যখন ঋত্বিক্ কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন তখন উহা তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে হইবে, ইহা 'নিয়ত' অর্থাৎ নিয়মবিধি বলে প্রাপ্ত। সেই ভক্ষণেরই এখানে ঐ বাক্যে অনুবাদ করা হইয়াছে, ইহা বলাই ত যুক্তিসংগত। কারণ, যাঁহারা শ্রাদ্ধভোজী—(শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ) তাঁহাদের কিংবা ঋত্বিগ্‌-গণের ভক্ষণে ত শাস্ত্রীয় যোগ (নিয়োগ) নাই। যদি বলা হয়, যজমানেরই যে ইড়াভক্ষণ কর্ত্তব্য-রূপে প্রাপ্ত ছিল তাহারই বা অনুবাদ করা হইতেছে কেন? তাহা হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য, অনুবাদ কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু যাহা পূর্ব্ব হইতে প্রাপ্ত (জ্ঞাত) থাকে তাহাই এখানে এই অনুবাদে বলা হইতেছে মাত্র।

এরূপ স্থলেও ('শূলগব'-যাগে) যখন কোন গোয়ালা 'গোবধ পূজা' করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহাকে অবশ্যই মাংস খাইতে হয়। সেই অনুগ্রহটী পাইবার জন্য সে ঐ যাগে মধুপর্কে যে গোদান করিয়া পূজা করিতে হয় তাহার জন্য প্রতীক্ষা করে। এইজন্য তাহাকে প্রথমে ঐ ক্রিয়াটী সম্পাদন করিতে হয়। কারণ, তাহা না হইলে কোন প্রাক্রমিক (পূর্ব্বারব্ধ) শাস্ত্রীয় কর্ম্ম না থাকায় মধুপর্ক দানটীও পরিপূর্ণ অর্থাৎ কোন ক্রিয়ার অঙ্গ হয় না। কাজেই সেই পশুবধরূপ অনুগ্রহটীও সিদ্ধ (বৈধ বা অনুমোদিত) হয় না। সুতরাং সেরূপ স্থলে মাংস ভোজনটীও প্রতিষিদ্ধ। কাজেই তাহা ভক্ষণ করিতে হইলে মধুপর্ক পূজা এবং আর্ত্বিজ্য প্রথমে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বীকার করিতে হয়। ব্রাহ্মণভোজনেও তাহা অনুজ্ঞাত। কিন্তু ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে মাংসভক্ষণ কর্ত্তব্য হইবে না, কারণ তাহাদের পক্ষে শ্রাদ্ধাদি স্থলে সেইরূপ ভোজন করিবারই অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যাহা তাহাদের 'ব্রতবৎ'—ব্রতের সদৃশ বা ব্রতের অবিরুদ্ধ হয়। ইহা "ব্রতবদ্দৈবত্যে" ইত্যাদি বচনে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। (ভাষ্যের উপরের দুইটী অনুচ্ছেদ অসংলগ্ন)।

"প্রাণানামেব চাত্যয়ে"=(অন্য খাদ্যের অভাবে কিংবা রোগাদি নিবন্ধন) প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে—। দেবার্চ্চনা ব্যতীতই ভক্ষণ না করিলে যদি ব্যাধি কিংবা ক্ষুধায় জীবন যাইবার আশংকা ঘটে, কারণ এমন হইতে পারে যে তখন অন্য কোন খাদ্য সংগ্রহ সম্ভব হইতেছে না, তখন গো, মেষ অথবা ছাগ ভক্ষণ করা যায়। "সর্ব্বপ্রকারে যে কোন উপায়ে নিজেকে রক্ষা করিবে—জীবন বাঁচাইবে" এই শ্রুতি বাক্যটী এইপ্রকার বিধানের মূল। এইজন্য এতাদৃশ সংকট উপস্থিত হইলে যদি মাংস না খায় তাহা হইলে (প্রাণবিয়োগ হওয়ায়) সে আত্মঘাতী হইবে। আর আত্মবধ যে বড়ই দোষাবহ তাহা "সকল প্রকারে আত্মরক্ষা করিবে; অতএব স্বর্গলাভের ইচ্ছা যদি থাকে তাহা হইলে আয়ুঃ থাকিতে মরিতে উদ্যত হইবে না, কারণ ইহা স্বর্গাদিলোকের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, মন্ত্র এবং অর্থবাদ বাক্যেও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রুতির মন্ত্রবাক্যও এইরূপ রহিয়াছে "অন্ধ তমঃসমাবৃত অসুরগণসেবিত যে সমস্ত স্থান আছে আত্মঘাতী ব্যক্তিরা মরণের পর তথায় গমন করে"। এমন কি ব্রহ্মচারীর পক্ষেও ঐরূপ জীবনসংশয় স্থলে মাংসভক্ষণ অনুমোদিত। আর তাহারই জন্য বাল্যাদি অবস্থা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত লঘুগুরুভাবে বলা হইয়াছে। ইহা—"যে ব্রহ্মচারী কোন সময়ে মধু অথবা মাংস ভোজন করে" (১১।১৫৮ শ্লোঃ) ইত্যাদি বচনেই বলিয়া দেওয়া হইবে। ব্যাসদেবও বেদান্ত-দর্শনে* বলিয়া দিয়াছেন যে, ক্ষুধায় যদি জীবন যাইবার সম্ভাবনা ঘটে তাহা হইলে নিষিদ্ধ মাংসও ভক্ষণ করা যায়। আর সেরূপ স্থলে বিশ্বামিত্র মুনি শ্বজাঘনী অর্থাৎ কুকুরের লেজের মাংস খাইয়াছিলেন, এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকায় ঐকাহিকরূপ (একাহ উপবাসরূপ লঘু) প্রায়শ্চিত্তই বিহিত হইয়াছে। ইহা হইতে কিন্তু এরূপ অর্থ পাওয়া যায় না যে, রোগ সারিয়া গেলেও আর এইপ্রকার খাদ্য খাওয়া চলিবে, তাহা দ্বারা জীবনধারণ করিবে। সেরূপ স্থলে প্রতিষিদ্ধ গ্রাম্যকুক্কুট প্রভৃতির মাংস ভোজন করা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। তবে যে মাংস নিষিদ্ধ নহে তাহা প্রোক্ষণ কিংবা দেবার্চ্চন রহিত হইলেও তাহা ভক্ষণ করিবার অনুজ্ঞা রহিয়াছে ; কারণ, তাহাই এখানে প্রকৃত অর্থাৎ সে সম্বন্ধেই এই প্রকরণে আলোচনা চলিতেছে। আর ব্যাধিস্থলে যে অপ্রোক্ষিতাদি মাংসভোজন তাহা কেবল উৎপন্ন রোগটীকে উপশম করিবার জন্যই নহে ; কারণ, কৃশ, ক্ষয়রোগী, আতুর, দুর্ব্বল প্রভৃতির পক্ষে সকল সময় নিয়মিতভাবে মাংস খাওয়ার অনুজ্ঞাই আছে। "যাহারা স্ত্রীসম্ভোগপরায়ণ, মদ্যপানাসক্ত এবং শ্রম ও ব্যাধি দ্বারা কৃশতাপ্রাপ্ত, যাহারা আতুর এবং দুর্ব্বল তাহারা সর্ব্বদা মাংসাহারী হইবে"। ছাগমাংস যদি প্রোক্ষিত নাও হয় তথাপি তাহা দ্বারা দেবতাদির অর্চ্চনা অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে কোন দিন যদি তাহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে দোষ হইবে না॥ ২৭ ৷

(প্রজাপতি এই সমস্ত বস্তুকেই প্রাণের অন্নরূপে স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। স্থাবরই হউক আর জঙ্গমই সমস্তই প্রাণের আহার।)

(মেঃ)—'প্রাণ' অর্থ কোষ্ঠস্থিত বায়ু, তাহাই জীবনের বীজস্বরূপ (মূল)। তাহা পঞ্চবৃত্ত (পাঁচ প্রকার বৃত্তি=ক্রিয়া সম্পন্ন) এবং 'উদান' ইত্যাদি নামে পরিচিত। শরীরের স্থিতির জন্য (রক্ষার নিমিত্ত) "ইদং সর্ব্বম্"=এই সমগ্র জগৎকেই প্রজাপতি অন্নরূপে নিরূপিত করিয়া দিয়াছিলেন। "ইদম্" ইহা দ্বারা প্রথমে সামান্যতঃ (সাধারণভাবে) নির্দ্দেশ করিয়া পরে বিশেষ-ভাবে নির্দ্দেশ করিবার জন্য তাহার বিশেষণ বলিয়া দিতেছেন "স্থাবর জঙ্গমম্"='স্থাবর এবং

---

*বেদান্তদর্শনের "সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ" (ব্রহ্মসূত্র—৩-৪-২৮) এই সূত্রে সিদ্ধান্তরূপে বলা হইয়াছে যে অন্নাভাব ঘটিলে, না খাইলে যখন জীবন যাইবার সম্ভাবনা ঘটিবে তখন সকল প্রকার খাদ্যই ভক্ষণীয় বলিয়া শাস্ত্রে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। চাক্রায়ণ উশস্তি ঋষি ঐরূপ অবস্থায় পড়িয়া অভক্ষ্য, উচ্ছিষ্ট এবং উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্ট ও পর্য্যুষিত কুৎসিত মাষকড়াই খাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদে (১-১০-৪) বর্ণিত হইয়াছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জঙ্গম' সমস্তই। এই হেতু "সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনম্"=সমস্তই প্রাণের ভোজন (খাদ্য)। যদিও প্রথমে একবার "সর্ব্বং" বলা হইয়াছে তথাপি তির্য্যক্, পক্ষী, মনুষ্য, সরীসৃপ ইত্যাদি অবস্থা-বিশেষ অনুসারে ঐ কারণটীর বিভিন্নতা দেখাইয়া দিবার জন্য দ্বিতীয়বার "সর্ব্বং" বলা হইয়াছে ; অতএব পুনরুক্তি ঘটিতেছে না। যেহেতু প্রজাপতি আপৎকালে প্রাণের জন্য সমস্তই খাদ্যরূপে নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন অতএব সমস্ত বস্তুই এই প্রাণের ভোজন (আহার)। ছান্দোগ্য উপনিষৎ-মধ্যে এইরূপ প্রাণ সংবাদ আম্নাত হইয়াছে—"সেই প্রাণ প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিল আমার অন্ন কি হইবে। (প্রজাপতি বলিলেন) অশ্ব থেকে কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত এইসব যাহা কিছু আছে সে সমস্তই তোমার অন্ন হইবে" ইত্যাদি। ২৮

(সমস্ত অচর—স্থাবর পদার্থই জঙ্গমগণের অন্ন, দন্তহীন জীব তীক্ষ্ণদন্ত প্রাণীর ভোজ্য; হস্তহীন প্রাণী হস্তযুক্ত জীবের আহার এবং ভীরুরা বীর পুরুষগণের ভক্ষ্য।)

(মেঃ)—'চর' বলিতে পা তুলিয়া ফেলিয়া যুদ্ধ করিবার উৎসাহ যাহাদের আছে সেইসব প্রাণী বুঝায়; যেমন শ্যেন, নেউল প্রভৃতি। "অচরাঃ"=অচর অর্থাৎ সর্প, কপোত প্রভৃতি প্রাণীরা তাহাদের অন্ন। এইরূপ "দংষ্ট্রিণাং"=সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট প্রাণীদের খাদ্য হইতেছে রুরুমৃগ, পৃষতমৃগ প্রভৃতি পশু। "অহস্তাঃ"=সর্প, মৎস্য প্রভৃতি প্রাণী ; ইহারা "সহস্তানাং=নকুল, নিষাদ প্রভৃতি হস্ত (পদ) বিশিষ্ট প্রাণীর ভক্ষ্য। "শূরাণাম্"=শূর অর্থাৎ যাহারা মহান্ উৎসাহযুক্ত, যাহারা জীবনের কোন মমতা করে না তাহাদের ভক্ষ্য হয় "ভীরবঃ"= জীবন যাহাদের নিকট প্রিয় সেইসমস্ত লোকেরা। যাহাদের শক্তি অল্প তাহাদিগকে খাদ্যের জন্য বধ করা হয়। ২৯

(ভক্ষণকারী জীব প্রতিদিন তাহার খাদ্যস্বরূপ প্রাণীদের ভক্ষণ করিতে থাকিয়াও দোষগ্রস্ত হয় না—পাপভাজন হয় না ; কারণ বিধাতাই স্বয়ং প্রাণিগণের মধ্যে কতকগুলিকে ভক্ষ্য এবং কতকগুলিকে ভক্ষকরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।)

(মেঃ)—"অত্তা"=ভক্ষণকর্ত্তা। "আদ্যান্"=অদনীয় অর্থাৎ খাদ্যস্বরূপ যাহাদের ভক্ষণ করা যায় সেইসমস্ত প্রাণীকে, প্রতিদিন ভক্ষণ করিতে থাকিয়াও "ন দুষ্যতি"=দোষগ্রস্ত হয় না। "ধাত্রৈব"=স্বয়ং প্রজাপতি দ্বারাই "অত্তারঃ"=ভক্ষণকারী—ভক্ষক, "আদ্যাঃ চ"=এবং ভক্ষ্য দুই-প্রকার জীবই সৃষ্ট হইয়াছে। "অতএব জীবন যাইবার উপক্রম হইলে অবশ্যই মাংস খাইতে পারিবে", এই বিধিটীর অর্থবাদ এই তিনটী শ্লোকে বলা হইল। ৩০

(যজ্ঞের জন্য যে মাংস তদবশিষ্ট ভোজন, ইহা দৈবী প্রবৃত্তি বলিয়া কথিত। ইহা ছাড়া অন্য প্রকারে যে মাংসভক্ষণ তাহা রাক্ষসী প্রবৃত্তি—রাক্ষসের আচার বলিয়া কথিত হয়।)

(মেঃ)—"যজ্ঞায়"=যজ্ঞের জন্য "মাংসস্য"=মাংসের অর্থাৎ হুতাবশিষ্ট যে মাংস যাহা পিণ্ড, প্রাশিত্র প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন হবির্দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হয় তাহার "জগ্ধিঃ"=ভোজন;—। "এষ দৈবঃ বিধিঃ"=ইহা দৈব বিধি—দেবগণ ইহা বিধান করিয়াছেন। "অতঃ অন্যথা"=ইহা ছাড়া অন্য-প্রকারে কিন্তু যাহারা মাংস ভোজন করে, শরীরপুষ্টির নিমিত্ত মাংসভক্ষণ করে, সেই যে প্রবৃত্তি তাহা "রাক্ষসঃ বিধিঃ"=রাক্ষসগণের আচার,—পিশাচগণের মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা;—এইরূপে নিন্দা করা হইল। ৩১

(ক্রয় করিয়াই হউক অথবা স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াই হউক কিংবা অপরের উপকৃত উপহৃত মাংসই হউক তাহা দ্বারা দেবগণ এবং পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিয়া যদি তাহা ভক্ষণ করা হয় তাহা হইলে দোষগ্রস্ত হইতে হয় না।)

(মেঃ)—এই যে শাস্ত্র অর্থাৎ বিধি ইহা মৃগমাংস এবং পক্ষিমাংস সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। রুরু, পৃষত প্রভৃতি মৃগ এবং শশ কিংবা কপিঞ্জল প্রভৃতি পক্ষীর মাংস দেবগণ এবং পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া যে ব্যক্তি ভক্ষণ করে তাহাতে তাহার দোষ (পাপ) হয় না। গৃহে যেমন বৈশ্বদেবাদির নিমিত্ত আয়োজন (অন্নপাক) করা হয় এবং অবশিষ্ট অন্নও ভোজন করা হয় মাংসভোজন সেরূপ হয় না. এইজন্য এইভাবে পুনরায় বলা হইতেছে "দেবান্ পিতৃংশ্চ অর্চ্চয়িত্বা"। কারণ তাহা না

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইলে গৃহস্থের ভোজন পূর্ব্বে হইতেই ত এইপ্রকার অর্থাৎ পঞ্চমহাযজ্ঞপূর্ব্বক সিদ্ধই আছে। দেবতাদের জন্য—সেই সেই দেবতাবোধক শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক শুদ্ধ স্থানে মাংস নিক্ষেপ করা। অথবা অগ্নিমধ্যে "অগ্নয়ে নমঃ, বায়বে নমঃ, সূর্য্যায় নমঃ, জাতবেদসে নমঃ" ইত্যাদি প্রকারে দেবতার অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। তবে যাহারা অগ্নিমান্ (সাগ্নিক) নহে তাহাদের পক্ষে অগ্নিতে এইপ্রকার আহুতি দেওয়া হইতে পারে না। আবার অগ্নিতে হোম করা না হইলে বলি উপহার দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। এইজন্য ইহা যে স্বতন্ত্র কর্ম্ম এবং স্বতন্ত্র প্রয়োগ (অনুষ্ঠান) তাহাও প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যাহা হউক, এসমস্ত কথার আলোচনা থাক।

কেহ কেহ বলেন পিতৃগণের অর্চ্চনা হইতেছে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম। আর শ্রাদ্ধ অর্থেও 'অর্চ্চন' শব্দের প্রয়োগ আছে দেখা যায়; আবার পিতৃগণই সেখানে দেবতা। এইজন্য সমস্ত স্মৃতিকারগণই পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবারই বিধান দিয়াছেন, অন্য কোন প্রকার পূজারই ব্যবস্থা দেন নাই। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, মাংস ক্রয় করা কিরূপে সম্ভব? (অথচ, "মাংস ক্রয় করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া" ইত্যাদি বলা হইয়াছে)। কারণ দোকানের মাংস কিনিতে গেলে তাহা ত 'সৌন' মাংসই হইয়া পড়িবে (অথচ 'সৌন' মাংস নিষিদ্ধই হইয়াছে)। আবার সৌনিক (কসাই) যাহাকে বধ করে নাই, যাহা স্বয়ং মরিয়া গিয়াছে সেরূপ পশুর মাংসও ত অভক্ষ্য, কারণ তাহা রোগ না হইবার পরিপন্থী (অর্থাৎ তাহাতে রোগ জন্মে)। ইহার উত্তরে এইরূপ বলা যায় যে, ব্যাধ, শাকুনিক প্রভৃতিরা যে মাংস সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে তাহা কেনা চলিবে। আর উহাদিগকে কেহ 'সৌনিক'ও বলে না। তাহারা মাংস লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গৃহস্থের বাড়ীতে আনিয়া থাকে। তখন তাহা ক্রয় করা সম্ভব। সে মাংসকে 'সৌন' বলা হয় না। "স্বয়ং বাপি উৎপাদ্য" =নিজে যোগাড় করিয়া;—ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করিয়া এবং ক্ষত্রিয় মৃগয়া কর্ম্মের দ্বারা যোগাড় করিতে পারেন। ৩২

(বিধিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ দ্বিজ পূর্ব্বোক্ত প্রকার আপৎ উপস্থিত না হইলে অবিধি-পূর্ব্বক মাংসভক্ষণ করিবে না। যেহেতু অবৈধভাবে মাংসভোজন করিলে মৃত্যুর পর সেইসমস্ত প্রাণিকর্ত্তৃক সে অসহায় অবস্থায় ভক্ষিত হয়।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে দেবাদি অর্চ্চনের অবশিষ্ট মাংসের বিষয় বলা হইয়াছে তাহা ছাড়া কিংবা ব্রাহ্মণের কামনা প্রভৃতিরূপ যে নিমিত্তগুলি বলা হইয়াছে তাহা ব্যতীত যে মাংসভক্ষণ সেটী হইবে 'অবিধি'; সেই অবিধিপূর্ব্বক মাংসভক্ষণ করিবে না। যাহা আগে বলা হইয়াছে তাহারই ইহা অনুবাদমাত্র। "আপদি"=প্রাণসংশয় হইলে—না খাইলে জীবন যাইবার সম্ভাবনা ঘটিলে তখন দেবাদি অর্চ্চনারও অপেক্ষা নাই। আচ্ছা, ইহাও ত আগেই মাংসভক্ষণ করিবার কারণরূপে বর্ণিতই হইয়াছে? অতএব ইহাও ত বিধিই হইবে, ইহা যে বিধি নহে ('অবিধি') তাহা বলা হয় কিরূপে? (উত্তর)—তাহা ঠিক। 'প্রোক্ষিত' বিষয়ক যে বিধান তাহা শশ প্রভৃতি মাংসে প্রয়োজ্য নহে কিন্তু সন্নিধান অনুসারে গো, মেষ এবং ছাগ এইগুলির সহিতই ঐ প্রোক্ষিতত্বের সম্বন্ধ, কারণ ঐগুলিই ঐ প্রোক্ষিতত্ব নির্দ্দেশের সন্নিহিত; সুতরাং শশ প্রভৃতি প্রাণীগুলির মাংস প্রোক্ষিত না হইলেও তাহা ভক্ষণ করা অনুমোদিত, এইপ্রকার শঙ্কা হইতে পারে; এইজন্য "অনাপদি" বলিয়া ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে আপৎকালে ঐগুলির মাংস প্রোক্ষিত না হইলেও ভোজন করা অনুমোদিত, কিন্তু অন্য সময়ে তাহা অনুমোদিত নহে। যিনি বিধিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ তাঁহাকে বলা হয় 'বিধিজ্ঞ'। এইরূপ, লৌকিক আচার অনুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিকেও ঐ 'জ্ঞা' ধাতু দ্বারা ('বিধিজ্ঞ' এইরূপ) গৌণভাবে উল্লেখ করা হয়। যে লোক অনুষ্ঠান-পরায়ণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিয়া থাকে ইনি সেসব জানেন। ইহার ফলস্বরূপে বলা হইতেছে,—"জগ্ধ্বা"—অশাস্ত্রীয় কারণে ভক্ষণ করিয়া "প্রেত্যঃ"=মৃত হইলে (মরণের পর), "তৈঃ"=সেইসমস্ত প্রাণিগণ কর্ত্তৃক, "অবশঃ"=অবশ, অসহায় অবস্থায় সে "অদ্যতে"=ভক্ষিত হয়। যেহেতু, যে যাহার মাংস খায় তাহার নানা প্রকার পীড়া সেই ব্যক্তির মধ্যে জন্মে, কেবলমাত্র ইহা জানাইয়া দেওয়াই এই বচনটীর তাৎপর্য। কারণ তাহা না হইলে, সাধারণতঃ লোকেরা ছাগ প্রভৃতির মাংসই খাইয়া থাকে। কিন্তু ছাগাদি প্রাণী মাংসভোজী নহে (সুতরাং তাহারা অপরের অর্থাৎ স্বমাংসভক্ষণকারীর মাংস খাইবে কিরূপে)? অথবা ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ পাপ অনুষ্ঠানের ফলে মাংসভুক্ জীবগণ তাহাদের খাইতে থাকে; ইহাকেই বলা হইয়াছে 'সেইসকল প্রাণী তাহাদের ভক্ষণ করে'। ৩৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ধনলাভেচ্ছায় যে লোক মৃগবধ করে তাহারও সে পরিমাণ পাপ হয় না বৃথা মাংসভক্ষণকারী ব্যক্তির পরলোকে যত পাপফলভোগ করিতে হয়।)

(মেঃ)—শ্লোকটীর অর্থ প্রসিদ্ধ (স্পষ্ট)। ৩৪

(যে লোক যথাবিধি নিযুক্ত হইয়া মাংসভক্ষণ করে না সে মরিয়া একুশ জন্ম পশুযোনি প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—"সম্ভবান্" অর্থ জন্ম। নিশ্চিত প্রাণ যাইবার উপক্রম হইলে আলাদা কথা; তাহা না হইলে যে লোক মাংস দিয়া দেবার্চ্চনাদি করে না অথচ মাংস খায় সে নিশ্চয়ই দোষগ্রস্ত (প্রত্যবায়ভাগী) হইয়া থাকে। ৩৫

(ব্রাহ্মণ কখনও যেন, মন্ত্রের দ্বারা যাহার সংস্কার হয় নাই সেরূপ পশুর মাংস ভোজন না করে। তবে সনাতন বেদবিধি অনুসারে মন্ত্রসংস্কৃত পশুর মাংস খাইতে পারিবে।)

(মেঃ)—'নিরূঢ় পশুবন্ধ' নামক প্রকৃতিভূত পশুযাগে প্রোক্ষণ প্রভৃতি কতকগুলি পশু সংস্কার বিহিত আছে, সেগুলি সমন্ত্রক। যেসমস্ত পশু বৈদিক যাগের অঙ্গস্বরূপ সেইগুলির উপর ঐ সকল সংস্কার করা হয়। সেই সকল পশুর মাংস খাইতে পারা যায়। যদিও 'সীতাযজ্ঞ' প্রভৃতি দেবপূজানুষ্ঠানে 'সময়াচার' সিদ্ধান্ত অনুসারে পশুবধ তাহার অঙ্গরূপে আছে বটে কিন্তু সেখানে বেদমন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণাদি সংস্কার নাই; কাজেই সেরূপ স্থলে সেই পশুর মাংস ভক্ষণীয় নহে। "শাশ্বতং বিধিম্"=শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য অর্থাৎ বৈদিক বিধি "আস্থিতঃ"=আশ্রয় করিয়া—অনুসরণ করিয়া। ৩৬

(পশুবধের প্রসঙ্গস্থলে ঘৃতকে পশু স্থানাপন্ন করিয়া আহুতি দিবে অথবা পিটুলির পশু তৈয়ারি করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, কিন্তু কদাপি বৃথা পশু বধ করিতে ইচ্ছা করিবে না।)

(মেঃ)—যাহা বেদমধ্যে বিহিত নহে কিন্তু সময়াচার প্রসিদ্ধ (তান্ত্রিক অনুষ্ঠানসিদ্ধ) তাদৃশ সীতাযজ্ঞ, খণ্ডিযজ্ঞ, চণ্ডিকাযাগ প্রভৃতি কর্ম্মে দেবতার উদ্দেশে পশু মানসিক করিলে—সেই পশুবধপূর্ব্বক পূজা করিয়া প্রার্থনা করিলে প্রচুর শস্য জন্মে, সুতরাং সেখানে পশুবধ ন্যায্য, এইপ্রকার বিবেচনা হয়ত হইতে পারে; ইহা নিষেধ করিবার জন্য বলিতেছেন,—। "সঙ্গে" ইহার অর্থ পশুবধ প্রসঙ্গে, কারণ তাহারই প্রস্তাব (আলোচনা) চলিতেছে; অথবা "সঙ্গে" ইহার অর্থ 'প্রস্তাব' অর্থাৎ দেবতার নিকট 'মানসিক' অনুসারে পশুবধ করিবার প্রসঙ্গ হইলে,—। "ঘৃতপশুং কুর্য্যাৎ"=ঘৃত পশুই করিবে; পশু দ্বারা যাগ করা আবশ্যক হইলে তাহার বদলে ঘৃতের দ্বারা দেবতার পূজা করিবে, যেহেতু ঐ ঘৃতই হইতেছে সর্ব্বযাগসাধারণ দ্রব্য। অথবা "পিষ্টপশুং"=পিষ্টময় (পিটুলি দ্বারা) পশুমূর্ত্তি করিয়া দেবতাগণকে উপহার দিবে, কিংবা পিষ্টতণ্ডুল দিয়া পুরোডাশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া নিবেদন করিবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ইহাকে বৃথা পশুবধ বলা হইতেছে কিরূপে? কারণ, এস্থলে যে পশুহিংসা করা হয় শিষ্টাচারই ত তাহার প্রমাণ অর্থাৎ মূল? (উত্তর)—শিষ্টাচারকে এবিষয়ে প্রমাণরূপে স্বীকার করিলে সেই শিষ্টাচারও বেদমূলক হওয়ায় এইসমস্ত অনুষ্ঠানকে বেদমূলক বলিতে হয়। কিন্তু তাহা সঙ্গত হইবে না। কারণ, স্ত্রীলোক এবং শূদ্রগণকেও এইসমস্ত অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। অথচ তাহারা বেদবিদ্যাবিহীন। (সুতরাং বৈদিক কর্ম্মে তাহাদের অধিকার হইবে কিরূপে?)। আরও কথা, দেবতাকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত তাহারা এইসকল অনুষ্ঠান করে। কিন্তু বৈদিক কর্ম্মে দেবতার আরাধনা করা প্রয়োজন হইতে পারে না (কারণ, তাহা হইলে যাগে দেবতা প্রধান হইয়া পড়িবে); যেহেতু দেবতা যাগের গুণস্বরূপে অর্থাৎ অঙ্গরূপেই বিহিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে, এসম্বন্ধে লৌকিক অনুষ্ঠানকারিগণ বেদমূলকতার উপর নির্ভর করে না। কারণ, তাহারা মনে করে যে, ইহা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ, যেহেতু পশুবধ মানত করিয়া দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলে শস্যাদি ফল সম্পন্ন হয়—লাভ করা যায়। অতএব ইহা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ বলিয়া (প্রমাণান্তরমূলক হওয়ায়) বেদমূলক নহে। বস্তুতঃ এরূপস্থলে যাহা অন্বয়ব্যতিরেক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলিয়া মনে করা হয় তাহাও ভ্রম ছাড়া আর কিছু নহে ; কেন না, ইহার অনেক ব্যভিচার (ব্যতিক্রম) দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাজেই যে বিষয়টী বিচার দ্বারা নিরূপিত হয়, জানিতে পারা যায়, তাহাই এই শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে ; আচার্য্য বন্ধুর ন্যায় তাহাই জানাইয়া দিতেছেন। অতএব ইহাও অনুবাদ মাত্র। ৩৭

(যে লোক বৃথা পশুবধ করে সে অন্য জন্মে সেই পশুর লোমসংখ্যা যত ততবার প্রত্যেক জন্মেই মারণ প্রাপ্ত হয়—অন্যে তাহাকে সেইভাবে বধ করে।)

(মেঃ)—তত সংখ্যক জন্ম ধরিয়া মারণপ্রাপ্ত হয় (অন্যে তাহাকে বধ করে)। "বৃথাপশুঘ্নঃ" =যে পশুবধ শ্রুতিস্মৃতিবিহিত নহে তাহা যে করে। আলোচ্য বিষয়ের প্রকরণ অনুসারে বুঝা যায় যে, 'মহানবমী' প্রভৃতি স্থলে লোকে ঐভাবে পশুবধ করে। 'পশুঘ্ন' এটী 'হন্' ধাতুর উত্তর 'ক' প্রত্যয়নিষ্পন্ন ছান্দস (বৈদিক) পদ। ৩৮

(স্বয়ং ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্য পশুসকল সৃষ্টি করিয়াছেন ; আর যজ্ঞই এই লোকের উন্নতির নিদান। এ কারণে যজ্ঞে যে পশুবধ তাহা বধই নহে।)

(মেঃ)—অব্যবহিত পূর্ব্বশ্লোকটীতে পশুবধের যে দোষ বলা হইল তাহা শ্রুতিস্মৃতিবিহিত পশুবধে প্রযোজ্য নহে। "যজ্ঞার্থং"=যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ যে পশুবধ তাহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্তই "স্বয়ম্ভুবা"=প্রজাপতি কর্ত্তৃক "পশবঃ সৃষ্টাঃ"=পশুসকল উৎপাদিত হইয়াছে। "স্বয়মেব"=স্বয়ং, সাক্ষাৎ প্রজাপতিই তাহা করিয়াছেন। ইহা অর্থবাদ। আর যজ্ঞ হইতেছে— "অস্য সর্ব্বস্য"=এই সমগ্র জগতের "ভূত্যৈ"=ভূতি অর্থাৎ বিভব, পুষ্টি এবং স্ফীতি সাধক। "তস্মাৎ"=সেইজন্য "যজ্ঞে"=সেই যজ্ঞে যে পশুবধ তাহা "অবধঃ"=বধই নহে, বলিয়া জানিতে হইবে। এইভাবে (বিধিবিহিত স্থলে) হিংসাজন্য পাপের নিবৃত্তি (অভাব) বলা হইল। ৩৯

(ওষধি, পশু, বৃক্ষ, তির্য্যক্ প্রাণী এবং পক্ষী ইহারা যজ্ঞের জন্য নিধনপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় উৎকর্ষ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট যোনি লাভ করে।)

(মেঃ)—যজ্ঞে যে হিংসা করা হয় তাহাতে দোষ হয় না কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। যাহার হিংসা করা যায় হিংসা তাহার পক্ষে গুরুতর অনিষ্ট। কারণ, তাহাতে প্রাণ বিয়োগ হয় এবং স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিরও বিচ্ছেদ ঘটে। এইভাবে সমূহ অনর্থ (অনিষ্ট) ঘটিয়া থাকে। কাজেই যে এই দুষ্কর্ম্ম করে তাহার পক্ষে নরকভোগ প্রভৃতি ফল বিপাক খুবই নিকটবর্ত্তী। পক্ষান্তরে যজ্ঞে যে সকল পশু নিহত হয় তাহাতে তাহাদের উপকারই হইয়া থাকে, কোন অপকার হয় না ; কারণ তাহাদের নরকাদি ফল ভোগ করিতে হয় না। যেহেতু "যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ"= যজ্ঞে যাহারা নিধন অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহাতে তাহারা "উচ্ছ্রিতীঃ"=উৎকর্ষ, যেমন দেব-যোনি বা গন্ধর্ব্বযোনি লাভ হয় বলিয়া ইহাতে জন্মগত উৎকর্ষ হইয়া থাকে; এইরূপ উত্তরকুরু প্রভৃতি অন্য 'বর্ষ' মধ্যে এবং অন্য দ্বীপমধ্যে জন্ম, ইত্যাদি প্রকার উৎকর্ষ "প্রাপ্নুবন্তি"=প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ ইহা অর্থবাদ মাত্র ; কারণ, এখানে কোন বিধি নাই। যেহেতু "প্রাপ্নুবন্তি" এই ক্রিয়াটী বর্ত্তমানকালেই উল্লিখিত হইয়াছে। আর, সাধারণতঃ ইহাই নিয়ম যে, অর্থবাদ হইতে কোন প্রকার বিধি স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। অবশ্য রাত্রিসত্রনামক যাগের অর্থবাদবাক্যে "প্রতিতিষ্ঠন্তি" এইপ্রকার নির্দ্দেশ থাকিলেও তাহা হইতে বিধি বোধিত হয় বটে কিন্তু তাহার অন্য কারণ আছে। কারণ এই যে, সেখানে অন্য কোন বিধিই নাই, এবং তাহা সম্ভবও নহে। (সুতরাং সেখানে বিধি উন্নয়ন না করিলে ঐ অর্থবাদবাক্যটীই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অথচ বেদের কোন অংশকেই অপ্রমাণ বলা যায় না। অন্যান্য স্থলে যেখানে অর্থবাদ আছে সেখানে স্বতন্ত্র বিধি-বাক্যও থাকে বলিয়া সেই বিধিবাক্যটীর সহিত একবাক্যতাপন্ন হইয়াই অর্থবাদবাক্যটী প্রমাণ হইয়া থাকে)।

এই সমস্ত বিষয়গুলিই অবৈধ মাংসভক্ষণ নিষেধের শেষ অর্থাৎ অঙ্গস্বরূপ অর্থবাদ। "কিন্তু কখনও বৃথা পশুবধ করিতে ইচ্ছা করিবে না" এই যে নিষেধ ইহা এখানে সকলের অনুসরণীয়, সকল লোকের ইহা সম্পাদন করা (পালন করা) কর্ত্তব্য। আর "যজ্ঞের জন্য পশু-সকল সৃষ্ট হইয়াছে" এইভাবে যে পশুহিংসার অনুমোদন রহিয়াছে এ সমস্ত উক্তিগুলিও বস্তুত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঐ মাংসভক্ষণ নিষেধেরই অঙ্গ, উহার সহিত একবাক্যতাপন্ন ; উহা নিষেধ করিবার জন্যই বলা হইয়াছে, ইহা বুঝা যাইতেছে। এইজন্য কিছু আগেই বলিবেন "প্রাণিগণের হিংসা না করিয়া" ইত্যাদি। আর, এখানে যে, কোন বিধি স্বীকার করা হইবে তাহা সম্ভব নহে। তির্য্যক প্রাণীরা যে এই হিংসার অধিকারযুক্ত অর্থাৎ হিংসার ফলপ্রাপ্তিতে—হিংসিত হইয়াছে বলিয়া উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিবে এইপ্রকার ফলে সে যে অধিকারী তাহাও বলা চলে না। কারণ, তাহাদের এই-সমস্ত ফল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নাই। সুতরাং ফলবিশেষের জ্ঞান—'আমি এই ফল ভোগ করিব' ইত্যাকার জ্ঞান যাহার নাই, ফলের যে অধিকারী নহে তাহার পক্ষে কার্য্যের কর্তৃত্বও সম্ভব নহে অর্থাৎ সে সেই ফলসাধক কার্যের কর্ত্তা হইতে পারে না। আবার, কর্তৃত্ব না থাকিলে বৈদিক কর্ম্মের ফল জন্মে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্ত্তা নহে সে শাস্ত্রীয় কর্ম্মের ফল লাভ করিতে পারে না। আবার, লৌকিক বস্তুস্বভাবতা অনুসারে যে এখানে ফলোৎপত্তি হইবে তাহাও সম্ভব নহে। 'ইহা বিষ' এই জ্ঞান না থাকিলেও সেই বিষ যদি ভক্ষণ করা হয় তাহা হইলে যেমন তাহার ফল প্রকাশ পাইবেই বৈদিক কর্ম্মকলাপের স্বভাব কিন্তু সেরূপ নহে। (অর্থাৎ অনধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত শাস্ত্রীয় কর্ম্মের শাস্ত্রোক্ত ফল ফলিবে না, আবার, যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে না তাহারও কোন প্রকার ফল লাভ হয় না।) আবার ওষধি প্রভৃতিগুলির কোন চৈতন্যই নাই। কাজেই তাহাদের পক্ষে 'ঋত্বিক্‌ন্যায়'টীও প্রয়োজ্য নহে। (ঋত্বিক্‌ন্যায়টীতে এইরূপ বিষয় সূচিত হইতেছে,—) এইরূপ শাস্ত্র নির্দ্দেশ দেখা যায় যে, কোন কোন কর্ম্ম অপরের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও ঋত্বিক্‌গণ তাহার ফলভাগী হইয়া থাকেন, এ সম্বন্ধে—"যে লোক কামনা করে পাপীয়ান্ হউক" ইত্যাদি শাস্ত্রনির্দ্দেশই প্রমাণ। সেরূপ স্থলে তাহা যে অন্য কোন বিধির 'শেষ' স্বরূপ তাহাও নহে, প্রত্যুত উহার মধ্যে যে বিধি রহিয়াছে তাহাও স্পষ্টভাবেই বুঝা যাইতেছে। এরূপ স্থলে কেবল শাস্ত্রের পক্ষেই ইহা নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভব হয় যে, কেবল অঙ্গকর্ম্মের ব্যাপার মধ্যেই ঐপ্রকার অকর্ত্তারও অধিকার (ফলভাগিত্ব) আছে ; কিন্তু ইহা বাচনিক (কেবলমাত্র বচনের প্রামাণ্য হইতেই ইহা নিরূপণ করিতে হয় ;—ইহা যুক্তিনির্ণেয় নহে)। (অকর্ত্তারও যে অঙ্গকর্ম্ম হইতে ফলসম্পর্ক ঘটে তাহার উদাহরণ) যেমন অন্য ব্যক্তি যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সেই যজ্ঞের 'অবভৃথ' নামক একটী অন্তিম অঙ্গকর্ম্ম আছে ; যে ব্রাহ্মণ মহাপাতক করিয়াছে তাহার পক্ষে ঐ পরকীয় অশ্বমেধযজ্ঞের 'অবভৃথ' অনুষ্ঠিত হইবার স্থলে নিজ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিবার কথা, সেই অবভৃথ স্নানকালে 'মহাপাতকী সে ব্রাহ্মণও যদি স্নান করে তাহা হইলে সে ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে মুক্ত হয়', ইহা শাস্ত্রমধ্যেই (মনু ১১।৮১ শ্লোকে) উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে তির্য্যক্‌জাতি প্রভৃতির যে, শাস্ত্রীয় কর্ম্মে কোন অধিকারই নাই, এ কথা আগেই বলা হইয়াছে। (সুতরাং তাহারা যজ্ঞে নিহত হইয়া উৎকৃষ্টগতিলাভরূপ ফল পাইবে, ইহা সম্ভব নহে। এজন্য তাহাদের উৎকৃষ্টগতিপ্রাপ্তি বিষয়ক এই যে বচন ইহা অর্থবাদ ছাড়া আর কিছু নহে, ইহাই অভিপ্রায়।)

"ওষধ্যঃ"=ওষধিসকল ; কুশ প্রভৃতিগুলি ওষধি। "পশবঃ"=পশুসকল ;—ছাগ প্রভৃতি পশু-সকল। "বৃক্ষাঃ"=পূজার যোগ্য বৃক্ষসকল। "তির্য্যঞ্চঃ"=তির্য্যক্ প্রাণীসকল ; যেগুলি পশু নহে সেগুলি পশু বলিয়া গণ্য হইবে যদি সেগুলি যজ্ঞিয় হবির্দ্রব্যরূপে বেদবচন দ্বারা বিহিত হয়। যেমন "কপিঞ্জল নামক পক্ষিবিশেষের আলম্ভ করিবে" ইত্যাদি বচনে কপিঞ্জলপক্ষীও যজ্ঞের হবির্দ্রব্যরূপে বিহিত হইয়াছে। 'অনড্বান্'—বলদগরুগুলিও তির্য্যক্ প্রাণী, কারণ উহারা ভার বহন করে। বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞে উহাদিগকে তির্য্যক্ বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। যদিও ঐ বাজপেয়াদিতে ঐ সমস্ত তির্য্যক্‌প্রাণী বধ করিবার বিধি নাই তথাপি তাহাদের বেশ কষ্ট আছে—সেখানে তাহাদের অনেক কষ্টভোগ করিতে হয় ; তাহাই এখানে 'নিধন' শব্দটী দ্বারা লক্ষণাবলে বোধিত হয়। "পক্ষিণঃ"=পক্ষীসকল,—কপিঞ্জল প্রভৃতি পক্ষী-সকল। যদিও (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) এগুলিকে পশু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তথাপি ইহা অতি অপ্রসিদ্ধ প্রয়োগ। তবে বেদমধ্যে আম্নাত হইয়াছে বটে—"গ্রাম্য পশু সাতটী এবং বন্য পশুও সাতটী"। (এ স্থলে 'পশু' শব্দটী পারিভাষিক।) গরু প্রভৃতি অপক্ষী (পক্ষী ভিন্ন) প্রাণী পশু ; পশু শব্দটী চতুষ্পদ প্রাণিবাচক। অথবা গোবলীবর্দ্দন্যায়ে সামান্য বিশেষরূপ ভেদ বিবক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ৪০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মধুপর্ক বিধান, যজ্ঞ, এবং অষ্টকাদি পিতৃকার্য্য—কেবল এইসকল স্থলেই পশুহিংসা করিবে, কিন্তু অন্য কোন প্রয়োজনে উহা কর্ত্তব্য নহে, ইহা মনু বলিয়াছেন। বেদার্থবিদ্ দ্বিজ কেবলমাত্র এইসমস্ত প্রয়োজনে যদি পশু বধ করেন তাহা হইলে তাহা দ্বারা তিনি নিজেকে এবং সেই পশুটীকে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত করাইয়া দেন—উভয়েরই সদ্‌গতি লাভ হয়।)

(মেঃ)—যতকিছু শাস্ত্রবিহিত হিংসা আছে সেগুলি সংক্ষিপ্ত করিয়া দেখাইতেছেন ;—। 'মধুপর্ক' কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহাতে গোবধ বিহিত। 'যজ্ঞ'—জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি ; তাহার মধ্যে বিশেষ সংস্থা, যূপৈকাদশিনী প্রভৃতি। (তাহাতে পশুবধ বিহিত আছে)। 'পশুবধ'—'নিরূঢ় পশুবন্ধ' প্রভৃতি (পশুযাগাত্মক) স্বতন্ত্র কর্ম্ম। এইরূপ "পিতৃদৈবতকর্ম্মণি"=পিতৃদৈবত কর্ম্মে ;—। 'পিতৃগণ' হইয়াছেন 'দৈবত' অর্থাৎ দেবতা যে কর্ম্মে ; যেমন 'অষ্টকা' প্রভৃতি। সুতরাং এখানে 'পিতৃদৈবত কর্ম্ম' ইহার অর্থ শ্রাদ্ধ নহে। যেহেতু সিদ্ধ (কোন স্থান হইতে ক্রয়াদি দ্বারা সংগৃহীত) মাংসের দ্বারাই শ্রাদ্ধ করিবার বিধি আছে। আর শ্রাদ্ধে পশুবধ করিবারও বিধি নাই। আর এই বাক্যটীকেই অর্থাৎ যাহা দ্বারা শ্রাদ্ধে মাংস বিহিত হইয়াছে সেই বাক্যটীকে যে শ্রাদ্ধে পশুবধ বিধায়ক বলা হইবে, তাহাও সংগত নহে ; কারণ শ্রাদ্ধকর্ম্মটীর উৎপত্তি বাক্যে হিংসার বিধান নাই। বিশেষতঃ এই যে পিতৃদৈবতকর্ম্মে পশুহিংসা ইহা স্পষ্টভাবেই যখন নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে—যে 'পিতৃ-দৈবত' কর্ম্মে ইহা বিহিত, আর 'অষ্টকা' নামক যে পিতৃদৈবত কর্ম্ম তাহারই ইহা অংগবিধি এভাবে যখন অর্থটী নিরূপণ করা যায় তখন 'ইহা দ্বারা শ্রাদ্ধকর্ম্মে পশুবধ বিহিত হইয়াছে' এরূপ বলা সংগত হয় না। কারণ, এরূপ বলিলে ইহার জন্য আবার একটী মূল বেদবাক্য কল্পনা করিতে হইবে। বিশেষতঃ ইহা যে অন্য একটী বিধির শেষ বা অংগ তাহা কিছু আগেই বলা হইবে। ৪১-৪২

(আত্মসংযমপরায়ণ দ্বিজাতি গৃহে—গৃহস্থাশ্রমেই থাকুন, গুরুর নিকট ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই থাকুন, আর অরণ্যে বানপ্রস্থ আশ্রমেই থাকুন না কেন, যে হিংসা বেদবিহিত নহে তাহা যেন তিনি প্রাণসংশয়স্থলেও কদাচ না করেন।)

(মেঃ)—যে হিংসা বেদবিহিত নহে তাহারই ইহা নিষেধ। তাই বলিয়া বেদবিহিত হিংসা যে ইহা দ্বারা অনুমোদিত হইতেছে তাহা নহে। ইহার কারণ এই যে, ব্রহ্মচারী গুরুর নিকটে বাস করে, বানপ্রস্থাশ্রমী অরণ্যে তপস্যা করেন, ইহাদের পক্ষে অন্য কোন প্রকার হিংসা করিবার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মচারী যদি অবকীর্ণী হয় (স্ত্রীসংসর্গের দ্বারা ব্রতচ্যুত হয়) তাহার পক্ষে প্রায়শ্চিত্তরূপে নৈর্ঋতী ইষ্টির বিধান থাকায় তাহাতে হিংসা করিবার সম্ভাবনা থাকে বটে কিন্তু বানপ্রস্থাশ্রমে যিনি অবস্থান করেন তাঁহার পক্ষে হিংসা করিবার মোটেই সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মচারীও যে আত্মাকে উপেক্ষা করিবে (আত্মরক্ষা করিবে না) তাহাও ত কিছুতেই অনুমোদন করা যায় না। অতএব এই যে নিষেধবিধি ইহা শ্রাদ্ধসম্বন্ধেই প্রয়োজ্য—শ্রাদ্ধেই ইহা বিধি। আর এখানে যে "গৃহে" এইরূপ নির্দ্দেশটী রহিয়াছে ইহা অনুবাদ ছাড়া আর কিছু নহে (কারণ গৃহীর পক্ষে গৃহই নিত্যপ্রাপ্ত বলিয়া তাহার নির্দ্দেশটীতে নূতনত্ব নাই)। যদি 'গৃহে' এটী বিধি হইত তাহা হইলে "অরণ্যে" এবং "আপদি"=আপদ্ কালেও, এই দুইটী অংশ উল্লেখ করিবার হেতু কি থাকে? এই উক্তিটীর আলম্বন কি? আবার এ কথাও ঠিক যে, কোন বান-প্রস্থাশ্রমী সাগ্নিক হইলেও তাঁহার পক্ষে পশুযাগ বিহিত নাই। "পুরোডাশাংশ্চরূংশ্চৈব" ইত্যাদি স্থলে ইহা দেখাইয়া দিব। ইহা হইল এক পক্ষের মত।

উপাধ্যায় নামক ব্যাখ্যাকার কিন্তু বলেন যে, ব্রহ্মচারীর পক্ষে ঐ হিংসা সংগত হইতে পারে। কিন্তু যিনি বানপ্রস্থাশ্রমী তাঁহার পক্ষে "অপরাজিতা দিক্ অর্থাৎ ঈশান কোণ লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকিবে" ইত্যাদি বাক্যে প্রাণ ত্যাগ করিবারও বিধান আছে। কাজেই তাঁহার পক্ষে জীবন ধারণের জন্যও হিংসা করিবার সম্ভাবনা নাই ; ইহা ঐ শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিবার প্রসংগে স্পষ্টভাবে নিরূপণ করা যাইবে। আচ্ছা, এই শ্লোকটীতে আপদকালেতেও হিংসা যদি কেহ করে তাহারই ত নিষেধ বলা হইল? সুতরাং সেই আপৎকালেই 'ইহা দ্বারা হিংসা অনুমোদিত হইয়াছে' এরূপ ব্যাখ্যা করা হয় কিরূপে? (উত্তর)—তাহা ঠিক; কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে এ শ্লোকটীতে কোন কিছু উদ্দেশ্যই প্রকটিত হয় না। যদি বলা হয়, অর্থবাদ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলিবার জন্যই এইরূপ বলা হইতেছে তাহা হইলে বলিব সেই অর্থবাদটীরও ত কোন একটী অবলম্বন থাকা আবশ্যক (যে এইপ্রকার বিধি অথবা নিষেধকে এইভাবে এই অর্থবাদের দ্বারা এই সাদৃশ্য অনুসারে সমর্থন করা হইতেছে)। অতএব এস্থলে এইরূপ অর্থই স্বীকার করিতে হয় যে, কোনপ্রকার আপদ্ যদি উপস্থিত না থাকে তাহা হইলে তখন এইপ্রকার নিষেধটী বলবৎ হইবে ; আর আপৎকল্পে ঐ হিংসার বিধি থাকিবে। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইলে কোন বিরোধ হয় না। আপদেরও অনেক রকম ভেদ আছে ত। কাজেই অল্পস্বল্প আপদ উপস্থিত হইলে মাসে একবার অথবা অর্দ্ধমাসে একবার মাংস খাওয়া যাইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যদি কাহারও উহাতে প্রবৃত্তি জন্মে এইজন্য ইহা দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। যখন কিন্তু এরূপ মনে হইবে যে, এখনই যদি মাংস না খাই তাহা হইলে বাঁচিব না, অথবা যখন কোন আততায়ী অস্ত্র উদ্যত করিয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে তখন আপদে হিংসা করিবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে। যেহেতু ইহা দ্বারাই "যেকোন প্রকারেই হউক আত্মরক্ষা করিবে" এই শ্রুতিবচনটীর প্রতি অনুগ্রহ করা হয় (ইহাকে অনুসরণ করা হয়)। ৪৩

(এই জগতে বেদবিহিত যে হিংসা নিয়ত আছে অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাকে অহিংসা বলিয়াই জানিবে ; কারণ বেদ হইতেই ধর্ম্মের প্রকাশ হইয়াছে।)

(মেঃ)—বেদবিহিত যে প্রাণিবধ তাহা এই "চরাচরে"=স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতে 'নিয়ত' অর্থাৎ নিত্য বা অনাদি। পক্ষান্তরে তন্ত্র প্রভৃতি অনাদি নহে কিন্তু তাহা ইদানীন্তন (আধুনিক), অন্বয়-ব্যতিরেকভ্রান্তিই উহার প্রামাণ্যের মূল। এইজন্য বৈদিকী (বেদবিহিত) যে হিংসা তাহাকে অহিংসা বলিয়াই জানিবে, যেহেতু উহার ফলে পরলোকে কোন প্রত্যবায় বা অনিষ্ট ঘটে না। এখানে বৈদিক হিংসাকে যে অহিংসা বলা হইল তাহা কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে কিন্তু স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া উহা বলা হয় নাই। (অর্থাৎ 'বৈদিক হিংসাকে অহিংসা জানিবে' ইহার অর্থ এরূপ নহে যে ঐ হিংসা স্বরূপতই অহিংসা, কিন্তু উহার অর্থ এই যে হিংসার কার্য্য অর্থাৎ ফল যে অনিষ্টজনকত্ব তাহা বৈদিক হিংসায় নাই—বৈদিক হিংসার কার্য্য অর্থাৎ ফল অনিষ্ট হয় না)। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, ঐ বৈদিক হিংসাও ত হিংসাস্বরূপই ; সুতরাং উভয় প্রকার হিংসার মধ্যে যদি অভেদই থাকে তাহা হইলে তাহার (ফলগত) ভেদ করিবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য "বেদাদ্‌ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ",—। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের যে কথা তাহা একমাত্র বেদ হইতেই নিরূপিত হয়, যেহেতু মনুষ্যরচিত কোন বাক্য এ বিষয়ে প্রামাণ্যযুক্ত নহে—প্রমাণ নহে। আর সেই বেদই এই কথা জানাইয়া দিতেছে যে, কোন কোন স্থলে হিংসা অভ্যুদয়ের কারণ হইয়া থাকে। আর উভয় প্রকার হিংসার মধ্যে স্বরূপতঃ অভেদও নাই ; যেহেতু দুটীর মধ্যে একটী হইতেছে পুরুষার্থ হিংসা (ইহাই ফলীভূত হিংসা, ইহা নিষিদ্ধ) ; আর অপরটী হইতেছে ক্রত্বর্থ হিংসা; (যজ্ঞের সাঙ্গতাসাধক অঙ্গস্বরূপ হিংসা; ইহাই বিধির বিষয়—বৈধ হিংসা, যেহেতু যজ্ঞটী সাঙ্গ করিবার জন্যই তাহার অঙ্গরূপে উহা বিধি দ্বারা বিহিত হইয়া থাকে)। এইভাবে ঐ দুইটী হিংসার মধ্যে একটী ক্রত্বর্থ হিংসা এবং অপরটী পুরুষার্থ হিংসা হওয়ায় উভয়ের মধ্যে ভেদই রহিয়াছে। এরূপ স্থলে পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন আশয় (অভিপ্রায় বা প্রয়োজন) অনুসারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ক্রত্বর্থ হিংসায় পুরুষ প্রবৃত্ত হয় এই অভিপ্রায়ে যে ইহা দ্বারা ক্রতুটী (যজ্ঞটী) অঙ্গযুক্ত হইয়া পূর্ণ হইবে, কাজেই যজ্ঞটীকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলাই তাহার প্রয়োজন। আর পুরুষার্থ হিংসায় লোকে প্রবৃত্ত হয় অন্য কোন ফল লাভ করিবার জন্য। এই কারণে এই দুই প্রকার হিংসার মধ্যে একটী অর্থাৎ ক্রত্বর্থ হিংসাটী পাপজনক হয় না। লৌকিকী হিংসা অর্থাৎ পুরুষার্থ যে হিংসা তাহাতে মাংসের লালসায় অথবা শত্রুবধ কামনায় লোকে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষান্তরে বৈদিকী ক্রত্বর্থ হিংসাতে পুরুষ এই ভাবিয়া প্রবৃত্ত হয় যে ইহা যজ্ঞের সাঙ্গতাসাধনের জন্য শাস্ত্রের দ্বারা বিহিত হইয়াছে, ইহা ক্রত্বর্থ হিংসা। "নির্ব্বভৌ"= ইহাতে নিশ্চিতরূপে প্রতিভাত হইয়াছে—প্রকাশিত হইয়াছে। ৪৪

(যে লোক নিজে সুখলাভ করিব এই ইচ্ছায় অহিংসক প্রাণিসকলকে হিংসা করে সে বাঁচিয়া থাকিয়া অথবা মরিয়া গিয়া কোন অবস্থাতেই সুখলাভ করে না।)

(মেঃ)—এখানে একটী নিষেধার্থবোধক অকার লুপ্ত হইয়া আছে (অর্থাৎ "হিংসকানি" দেখা যাইতেছে বটে, ওটী কিন্তু আসলে "অহিংসকানি" ; গোড়ার অকারটী সন্ধিতে লুপ্ত হইয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আছে)। এখানে 'অহিংসক' প্রাণীদেরই হিংসা করিতে নিষেধ রহিয়াছে ; কাজেই সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীদের হিংসা করা নিষিদ্ধ নহে। ৪৫

(যে লোক কোন জীবকেই বন্ধন অথবা বধের ক্লেশ দিতে ইচ্ছা না করেন, তিনি সর্ব্বভূতেরই হিতাকাঙ্ক্ষী, তিনি অত্যুৎকৃষ্ট সুখলাভ করেন।)

(মেঃ)—বন্ধন এবং বধরূপ ক্লেশ='বন্ধনবধক্লেশ'। অথবা বিশসন (কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা) প্রভৃতিগুলি ক্লেশ। ঐ সমস্ত ক্লেশ উৎপাদন করিতে ইচ্ছা না করেন। যিনি ঐ বিশসনই করিলেন না, ঐ বিষয়ে ইচ্ছাই যাঁর নাই তিনি যে কেবল পীড়া দেন না তাহা নহে কিন্তু তিনি সকলে যাহাতে হিতলাভ করিতে পারে তাহা কামনা করেন, তিনি পরম সুখলাভ করেন। ৪৬

(যিনি কোন জীবে হিংসা করেন না তিনি যাহা চিন্তা করেন, যাহা অনুষ্ঠান করেন এবং যে বিষয়ে রতি অর্থাৎ প্রীতি লাভ করেন তাহাই বিনা যত্নে লাভ করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—যাহা চিন্তা করেন—শুল্ক, অর্হণা (উপচার) প্রভৃতি চিন্তা করেন। এবং যে অভিপ্রেত বিষয়ে "রতিং"=অভিলাষ "বধ্নাতি"=পোষণ করেন তাহা "অযত্নেন"=অতি অল্পকালের মধ্যেই "অবাপ্নোতি"=পাইয়া থাকেন। আর তিনি "যৎ কুরুতে"=কার্য্যতঃ যাহা কিছু অনুষ্ঠান করেন তাহা সেই কর্ম্মটী সমাপ্ত হইবার পরক্ষণেই বিনা বাধায় লাভ করিয়া থাকেন। ৪৭

(প্রাণিহিংসা না করিলে কুত্রাপি মাংস উৎপন্ন হয় না। কিন্তু প্রাণিবধ স্বর্গজনক নহে; অতএব মাংস বর্জ্জন করাই উচিত।)

(মেঃ)—এ পর্য্যন্ত হিংসানিষেধ সম্বন্ধে যতগুলি শ্লোক বলা হইল সেগুলি সমস্তই, মাংস-ভক্ষণ বিষয়ক অনুজ্ঞা কিংবা নিষেধের সহিত সংশ্লিষ্ট, ঐ শ্লোকসমষ্টি যে উহারই অংগ, উহারই সহিত একবাক্যতাপন্ন তাহাই দেখাইতেছেন—। যতক্ষণ না প্রাণিবধ করা হয় ততক্ষণ মাংস উৎপন্ন হয় না। আবার হিংসাও অত্যধিক দুঃখপ্রদ (অনিষ্টফলদায়ক)। এই কারণে মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করাই উচিত। আচ্ছা, যেসমস্ত প্রাণী আপনা আপনি মরিয়া যায় তাহাদের মাংসও ত সিদ্ধ হইতে পারে (পাওয়া যাইতে পারে) ; সুতরাং "প্রাণিবধ না করিলে মাংস হয় না", ইহা বলা কিরূপে সঙ্গত হয়? (উত্তর)—বস্তুতঃ ইহা ত অর্থবাদ। স্বয়ংমৃত প্রাণীরও মাংস হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা রোগের হেতু (তাহা খাইলে রোগ হইবে) ; কাজেই তাহার প্রাপ্তিই নাই। মাংস কাহাকেও না দিয়া খাইতে নাই। আবার যাহা রোগজনক তাহা কাহাকেও দিতে নাই। "উৎপদ্যতে" এই ক্রিয়াটী এবং "অকৃত্বা" এই ক্রিয়াটীর মধ্যে সমানকর্তৃকত্ব না থাকিলে ঐ 'ত্বাচ্' প্রত্যয়টীর প্রয়োগ হইতে পারে না। মাংস হইতেছে হিংসার নিমিত্ত অর্থাৎ প্রয়োজক (কারণ মাংস প্রয়োজনেই হিংসা করা হয়) ; এইজন্য উহাকে ('মাংস' এই পদটীকে) কর্ত্তা বলিয়া ধরিয়া লইলে (মাংসই প্রাণী হিংসা করিয়া উৎপন্ন হয়—অন্যথা নহে)—এইভাবেই দুইটী ক্রিয়ার মধ্যে সমানকর্তৃকত্ব বিরুদ্ধ হয় না। "ন চ স্বর্গ্যঃ"=এবং তাহা স্বর্গজনক নহে। কেবল স্বর্গজনক নহে ইহা বলাই অভিপ্রেত নহে, কিন্তু তাহা নরকাদি দুঃখেরও হেতু (জনক) হইয়া থাকে। ৪৮

(মাংসের উৎপত্তি কিভাবে হয় এবং মাংসলাভ করিতে গেলে কিভাবে প্রাণিগণের বন্ধন ও বধ করিতে হয়, এই সমস্তগুলি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া সকলপ্রকার মাংসভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উচিত।)

(মেঃ)—মাংসের সমুৎপত্তি—অশুচি স্থান যে জঠর তাহার মধ্যে উহার বৃদ্ধি এবং শুক্রশোণিত-রূপ অশুচি বস্তু হইতে উহার উৎপত্তি। এইরূপ, ঐ মাংসের জন্য প্রাণিগণকে যে বন্ধন এবং বধ করিতে হয়—। এই সমস্ত বিষয়গুলি "প্রসমীক্ষ্য"=নিপুণ বুদ্ধিতে তত্ত্বতঃ নিরূপণ করিয়া সকলপ্রকার অপ্রতিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ হইতেও নিবৃত্ত হওয়া উচিত, আর প্রতিষিদ্ধ মাংসভক্ষণের ত কথাই নাই। ইহাও একটী অর্থবাদ ; কারণ, বস্তুতঃ মাংস স্বরূপতঃ অশুচিই নহে, বুঝিতে হইবে; যেহেতু এই বাক্যটীর ঐ মাংসের অশুচিত্ব প্রতিপাদন করা তাৎপর্য্য নহে। ৪৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যে লোক বিধি বর্জ্জন করিয়া পিশাচের ন্যায় মাংস ভক্ষণ না করেন তিনি জনসমাজে প্রীতির পাত্র হইয়া থাকেন, এবং কোন ব্যাধিও তাঁহাকে পীড়া দেয় না।)

(মেঃ)—"বিধিং হিত্বা"=বিধি বর্জ্জন করিয়া ;—। 'বিধি' অর্থ দেবার্চ্চনা প্রভৃতি। সেই বিধি ব্যতীত "মাংসং ন ভক্ষয়তি"=যিনি মাংস ভক্ষণ না করেন, কিন্তু বিধিপূর্ব্বকই ভক্ষণ করেন ;—। তিনি লোকপ্রিয়তা প্রাপ্ত হন—সকলের প্রিয় হন। "ব্যাধিশ্চ",—। কৃশ, দুর্ব্বল প্রভৃতি প্রাণীর মাংস যে খায় তাহাতে তাহার রোগ জন্মে; সেজন্যও বিধিপূর্ব্বকই মাংস ভক্ষণ করা উচিত। সেইভাবে মাংস ভক্ষণ করিলে কোন ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় না। আর, তাহা না হইলে মাংস খাইয়াও (রোগ সারা দূরে থাক্) রোগগ্রস্তই হইতে হয়। "পিশাচবৎ"= পিশাচের ন্যায় ;—। পিশাচেরা তির্য্যক্‌জাতি বিশেষ ; তাহারা বিধির উপর নির্ভর না করিয়াই মাংস খায়। যাহারা স্বরূপতঃ পিশাচ নহে তাহারাও যদি সেইভাবে মাংস খায় তাহা হইলে তাহারাও সেই পিশাচেরই ন্যায়,—এইভাবে নিন্দা করা হইল। ৫০

(কোনও প্রাণীকে বধ করিতে যে আদেশ করে বা অনুমতি দেয়, যে সেই প্রাণীটীকে খণ্ড খণ্ড করে, যে সেটীকে নিহত করে, যে সেই প্রাণীর মাংস ক্রয় করে, যে তাহা বিক্রয় করে, যে তাহা পাক করে, যে পরিবেশন করে এবং যে খায় তাহারা সকলেই সেই প্রাণীটীর ঘাতক।)

(মেঃ)—কোন ব্যক্তি একটী প্রাণীকে যখন বধ করে তখন যদি অন্য কোন লোক নিজ প্রয়োজনে তাহা এইভাবে অনুমোদন করে যে এই ঘাতকটী বেশ কাজ করিতেছে, তাহা হইলে সে হইবে 'অনুমন্তা'। যে ব্যক্তি সেই হত প্রাণীটীর অঙ্গ বিভক্ত করে—খণ্ড খণ্ড করে সে 'বিশসিতা'। যে লোক পরিবেশন করে তাহাকে বলা হয় 'উপহর্ত্তা'। এবং খাদক—যে তাহা ভক্ষণ করে, ইহারা সকলেই ঘাতক। যাহারা উহা ভোজন, সংস্কার (পাক) এবং বিক্রয়াদি করে তাহারা যদিও বস্তুতঃ ঘাতক নহে, তথাপি তাহাদের উপর ঘাতকত্ব আরোপ করিয়া নিন্দা করা হইতেছে, বস্তুগত্যা যথার্থতঃ তাহারা ঘাতকই নহে। কারণ, বধ করা কাজটী লোকপ্রসিদ্ধ, ইহার ফলে প্রাণবিয়োগ ঘটে : সেই বধ করা ক্রিয়াটীর যে কর্ত্তা সেই হইয়া থাকে 'ঘাতক', ইহা "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা" এই ব্যাকরণ স্মৃতি হইতে জানা যায়। যে লোক বিশেষ প্রকার শস্ত্রাদি দ্বারা কোন প্রাণীর প্রাণ-বিয়োগ ঘটায় তাহাকে 'হন্তা'=হননকর্ত্তা বলা হয়। আর ঐ যে ক্রয় করা, বিক্রয় করা প্রভৃতি ক্রিয়া ওগুলি ঐ হনন করা রূপ ক্রিয়া হইতে পৃথকই হইতেছে। (কাজেই ঐ ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান কর্ত্তাকে 'ঘাতক' বলা যায় কিরূপে?)।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, "এই অনুমন্তা প্রভৃতি ব্যক্তিরাও ঘাতক"—এইপ্রকার যে নির্দ্দেশ করা হইল ইহাও ত স্মৃতিবচন, (অর্থাৎ ব্যাকরণ স্মৃতির ন্যায় ইহাও যখন স্মৃতি সুতরাং প্রমাণ তবে এখানে 'ঘাতক' শব্দটীর যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা হইবে না কেন? কেবলমাত্র ব্যাকরণ স্মৃতি অনুসারেই অর্থ গ্রহণ করা হইবে কেন?) (উত্তর)—হাঁ, ইহাও স্মৃতি বটে, তবে এ স্মৃতিটী শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিরূপণে প্রমাণ নহে, কিন্তু ইহা ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণেই প্রমাণ। (পক্ষান্তরে ব্যাকরণ স্মৃতি কেবল শব্দার্থসম্বন্ধ নিরূপণে প্রমাণ) সে বিষয়ে পূজনীয় পাণিনি অধিক প্রমাণভূত। আর মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বৃদ্ধব্যবহারসিদ্ধ পদার্থ দ্বারাই শাব্দ ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ কিরূপ সে বিষয়ে কোন বিধি নির্দ্দেশ করেন না; তাঁহারা কেবল সিদ্ধসম্বন্ধ পদসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন মাত্র। কাজেই তাঁহারা এই পদ-পদার্থের স্মর্ত্তা নহেন (অতএব এ বিষয়ে তাঁহাদের স্মৃতি ব্যাকরণস্মৃতির বিরুদ্ধ হইলে প্রমাণ হইবে না)। আচ্ছা, "তাঁহাকেই আচার্য্য বলে" ইত্যাদি বচনে ('আচার্য্য' শব্দের অর্থ কি তাহা বলিয়া দিয়া) ইঁহারাও ত শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ বিষয়ে স্মৃতি নিবন্ধ করিয়াছেন? (উত্তর)—তাহা ঠিক; কিন্তু এরূপ হইলেও ঐসকল স্থলে এই শাস্ত্র এবং ব্যাকরণ স্মৃতির মধ্যে বিরোধ নাই। (যেহেতু ব্যাকরণ স্মৃতিমধ্যে উহার বিরুদ্ধ অর্থ বলা নাই)। আর ঐসকল বাক্যের ("তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে" ইত্যাদি বাক্যের) অন্য কোন প্রয়োজনও নাই। (সুতরাং ঐ বিষয়ে উহাকেই বলবৎ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা উচিত)। পক্ষান্তরে এস্থলে "অনুমন্তা বিশসিতা" ইত্যাদি বাক্য গৌণ প্রয়োজনে অর্থবাদরূপে ব্যাখ্যা করা হইলেও চলিয়া যায়, তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। অতএব এই বচনটীতে যাহাদের 'ঘাতক' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ঘাতকত্ব আছে ইহা নিশ্চয় করা যায় না অর্থাৎ 'ঘাতক' শব্দটী এখানে মুখ্যার্থক নহে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ বলেন, মাংসভক্ষক যদি না থাকে তাহা হইলে ঘাতকও থাকিতে পারে না ; অতএব মুখ্য ঘাতক যে প্রাণিবধ করে তাহা ভক্ষণ প্রযুক্ত—ভক্ষণই সেই বধের প্রয়োজক। আর ব্যাকরণ স্মৃতি অনুসারে, যে 'প্রয়োজক' হয় তাহাকেও কর্ত্তা বলা হয়। কাজেই মাংসের ভক্ষক যে হয় সেও ঘাতক—তাহার মধ্যেও মুখ্যঘাতকত্বই রহিয়াছে অর্থাৎ 'ঘাতক' শব্দটী মুখ্য অর্থেই ঐ ভক্ষককেও বুঝায়। এইজন্য মাংস খাদকের পক্ষেও, ঐ প্রাণিঘাতকের পক্ষে যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত, তাহাই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। ইহা বলা কিন্তু সংগত নহে; কারণ নিহত প্রাণীর রস (মাংস) যে আস্বাদন করে তাহার জন্য "অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণ করিলে" (১১।১৫২) ইত্যাদি বচনে ভিন্নপ্রকার প্রায়শ্চিত্তেরই ব্যবস্থা দেওয়া আছে। আর যে বলা হইয়াছে, ভক্ষকও বধের প্রয়োজক বলিয়া তাহার মধ্যেও প্রয়োজকত্বমূলক বধকর্তৃত্ব অর্থাৎ ঘাতকত্ব আছে—(সুতরাং সেও 'ঘাতক'পদবাচ্য,—তাহাকেও ঘাতক বলা যায়) তাহাও মোটেই সংগত নহে। কারণ, প্রয়োজক কর্ত্তা কাহাকে বলে? তাহার লক্ষণ এইরূপ,—"স্বতন্ত্র যে কর্ত্তা তাহাকে যদি অন্য কেহ প্রেষণ অর্থাৎ নিয়োগ বা আদেশ কিংবা 'অধ্যেষণ' অর্থাৎ সম্মানের সহিত নিয়োগ করে তাহা হইলে সেই স্বতন্ত্র কর্ত্তা এবং হেতুকর্ত্তা অর্থাৎ প্রয়োজক কর্ত্তাও মুখ্য কর্ত্তা হইয়া থাকে"। এখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বধকর্ত্তা ব্যক্তি তাহার জীবিকা দ্বারা প্রযুক্ত (প্রেরিত বা চালিত) হইয়াই—'মাংস বিক্রয়ের দ্বারা জীবনধারণ করিব, জীবিকা নির্ব্বাহ করিব' এই বিবেচনায় প্রাণিবধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করে সে তাহাকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করে না। (কাজেই এরূপ স্থলে ঐ মাংস খাদকের মধ্যে বধপ্রয়োজকত্ব নাই। সুতরাং সেজন্য ঐ যে মাংসখাদক তাহাকেও 'ঘাতক' বলা যায় না।)

আর যদি এরূপ বলা হয় যে 'সেই কার্য্যের সমর্থক যে আচরণ অর্থাৎ সেই কার্য্য সম্পাদনের অনুকূল যে আচরণ তাহাই প্রয়োজকত্ব';—যেমন, যে ব্যক্তি কোন কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহার সেই কাজটীতে অনুকূলতা দ্বারা 'সংবিধান' করিতে যে ব্যক্তি অভিলাষী সেও হয় প্রয়োজক। ইহাও কিন্তু এখানে মোটেই নাই। কারণ, এখানে,—বধসাধন—(বধের উপকরণ) বস্তুগুলি উপস্থিত করা, ভীত পশুটীকে স্বাতন্ত্র্যরহিত (স্বাধীনতাশূন্য) করা, খড়্গ উপনীত করা—এই সমস্ত পদার্থগুলিকেই ঐ 'সংবিধান' শব্দের অর্থ বলিতে হইবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত; যেহেতু এইপ্রকার সংবিধান ব্যতীত বধ ক্রিয়াটী নিষ্পন্ন হয় না। (কিন্তু ইহার কোনটীই ঐ মাংসভক্ষক প্রভৃতি গৌণ ঘাতকগুলির মধ্যে নাই।) আর ইহাতে যদি বলা হয় যে, যাহার জন্য কোন কাজ আরম্ভ করা হয় সে 'প্রয়োজক' নামে অভিহিত হইবে, তাহাও কিন্তু সংগত হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে 'মাণবকটীকে অধ্যাপনা করিতেছে' এস্থলে অধ্যাপন ক্রিয়াটীতেও ঐভাবে মাণবকটীর 'হেতু-কর্তৃত্ব' প্রতীত হওয়া উচিত। অথচ ইহা ঠিক যে, অধ্যয়ন অধ্যাপন ক্রিয়ার জন্য নহে—অধ্যাপনের নিমিত্ত অধ্যয়ন নহে।

বস্তুতঃ, যে ঘাতক হয় সে কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া (তাহার প্রয়োজন সম্পাদন করিবার নিমিত্ত) যে প্রাণিবধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে। এরূপ হইলে তাহার প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য ঐ বধ করা হয় বলিয়া মাংসভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি অনিষ্টফলক হইতে পারিত। বস্তুতঃ এই যে ঘাতক, খাদক প্রভৃতি ইহারা সকলেই নিজ নিজ ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান্। ইহাদের মধ্যে কাহারও দ্বারা অন্য কাহারও প্রতি যে অনুগ্রহ করা হইবে তাহা নহে ; সেজন্য কেহই কামনা পূর্ণ না করিয়া মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা করে না। আর যদি বলা হয় যে, ঘাতক নিজ প্রয়োজন সাধন করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হয় বটে কিন্তু যদি তাহার সেই মাংস ভক্ষণ করিবার লোকই না থাকে তাহা হইলে ঐ কাজে তাহার প্রবৃত্ত হওয়াই বিফল হইয়া পড়ে, কিন্তু যদি সেই মাংসভক্ষণ করিবার লোক থাকে তাহা হইলেই তাহার সেই ক্রিয়াটী সফল হয়। আবার ফলকেও প্রয়োজক বলা হয় (কারণ ফলের দ্বারা প্রযুক্ত অর্থাৎ প্রেরিত বা চালিত হইয়াই, ফললাভের নিমিত্তই, সেই প্রয়োজনেই লোকে কাজ করে)। ঘাতকের ঐ সফলতা রূপ ফলটীও আবার মাংস-ভক্ষকের অধীন। (লোকে যদি মাংসভক্ষণ করে তবেই ঘাতকের মাংস প্রস্তুত করাটী সফল হয় —নচেৎ নহে) এইভাবে পারম্পর্য্যক্রমে খাদকও ঐ বধক্রিয়াটীর প্রয়োজক হয়। (অতএব খাদকও 'ঘাতক' পদবাচ্য হইতে পারিবে)। ইহার উত্তরে বক্তব্য, এরূপভাবে পারম্পর্য্যক্রমে যদি প্রয়োজকত্ব স্বীকার করা হয় তাহা হইলে, বিদ্বেষ নিবন্ধন যাহাকে বধ করা হয় সে ব্যক্তিও ঐ বধকর্ত্তার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রয়োজক হইয়া পড়িবে। আর তাহা হইলে যাহাকে বধ করা হইতেছে সে নিজেই 'হন্তা' অর্থাৎ ঐ বধ ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়া যাইবে। কারণ, ঐ লোকটীর উপর যদি বিদ্বেষ না থাকিত তাহা হইলে ত সে ব্যক্তি তাহাকে বধ করিয়া হন্তা হইতে পারিত না। এইরূপ, ব্রহ্মহত্যাস্থলেও প্রায়শ্চিত্ত-রূপে হত্যাকারী যে সর্বস্ব দান করে তাহাও পাতক উৎপত্তির প্রয়োজক হইয়া পড়িবে। কারণ, প্রতিগ্রাহয়িতা অর্থাৎ দানকারী না থাকিলে প্রতিগ্রহ (দান গ্রহণ) সিদ্ধ হয় না। আর তাহা হইলে কেবল প্রতিগ্রহণকারীই যে প্রত্যবায়ভাগী হয় তাহা নহে কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করায় সেই দাতাও প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়া পড়িবে। কাহারও রূপবতী পত্নী দেখিয়া কোন কামাগ্নি-সন্তপ্ত লম্পট ব্যক্তি যদি তাহার প্রতি অতিশয় আসক্তি দেখায় এবং যদি সেই নারী স্বীয় চারিত্র রক্ষা করে তাহা হইলে তাহারও প্রত্যবায়গ্রস্ত হওয়া উচিত (যেহেতু সেই নারীটী ঐ লম্পট ব্যক্তিটীর পীড়ার কারণ হইতেছে)। অতএব প্রয়োজকের ঐ যে লক্ষণ বলা হইল (যাহার উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া আরব্ধ হয় তাহাকে 'প্রয়োজক' বলে) এটী একটী লক্ষণই নহে। বস্তুতঃ ঘাতক এবং খাদক ইহারা উভয়েই স্ব স্ব প্রয়োজন সাধন করিতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; ইহারা 'নষ্টাশ্ব-দগ্ধরথ' ন্যায়ে* পরস্পর পরস্পরের উপকার অনুভব করিয়া থাকে মাত্র,—কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ কাহারও প্রয়োজক নহে। "শূদ্র-বিট্-ক্ষত্র-বিপ্রাণাং" (৮।১০৪) ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা নিপুণভাবে নিরূপণ করা হইয়াছে। ৫১

(যে লোক পিতৃগণ এবং দেবগণের অর্চ্চনা না করিয়া অন্য প্রাণীর মাংসের দ্বারা নিজ দেহের মাংস বাড়াইতে ইচ্ছা করে জগতে তাহা অপেক্ষা অপুণ্যকারী আর কেহ নাই।)

(মেঃ)—যে লোক শরীর বেশী পরিপুষ্ট হ'বে এই অভিপ্রায়ে মাংস খায় ইহা তাহারই নিন্দা। কিন্তু রোগোৎপত্তি ভয়ে যে ব্যক্তি মাংস খায়—মাংস না খাইলে রোগ হইবে এই আশঙ্কায় যে মাংস খায় ইহা তাহার নিন্দা নহে। এইজন্যই বলিয়াছেন—"যো বর্দ্ধয়িতুম্ ইচ্ছতি"=যে লোক নিজ মাংস বাড়াইতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষেও কিন্তু পিতৃগণকে এবং দেবগণকে অর্চ্চনা না করিয়া মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। তবে রোগের পথ্যস্বরূপে যখন মাংস খাওয়া হয় তখন যদি ঐ পিতৃদেবার্চ্চনা কোন কারণে সম্ভব না হয় তাহা হইলে দোষ নাই। ৫২

(যে লোক একশত বৎসর কাল প্রতিবৎসরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে এবং যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করে তাহাদের দুইজনের পুণ্যফল সমান।)

(মেঃ)—শশ প্রভৃতির মাংস দ্বারা দেবার্চ্চনাদি করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ভক্ষণ করা যায়, ইহার অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতেও যে ব্যক্তি নিবৃত্ত হয় সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলটী এইরূপ,—"সকল কাম্য বস্তু, সকলপ্রকার বিজয় লাভ করে" ইত্যাদি। ইহাতে এরূপ আপত্তি করা সঙ্গত হইবে না যে, অতিশয় ক্লেশসম্পাদ্য এবং বহুধনসাধ্য যে অশ্বমেধ যজ্ঞ তাহার সহিত মাংসত্যাগের ফল সমান হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভব? কারণ, এই মাংসত্যাগরূপ সংযমটীও বড় দুষ্কর। তবে, "কৃষি প্রভৃতি লৌকিক কর্ম্মের পরিমাণের তারতম্যে যেমন ফলেরও তারতম্য হয়" এই নিয়মটীও অবশ্যই এখানে খাটে। অর্থাৎ ফলের তারতম্য এখানেও আছে। কাজেই ঐ ফলবিধিটীতে কোন দোষ হয় নাই। তবে এস্থলে আমরা এই কথা বলি, এটীত অর্থবাদ ছাড়া আর কিছু নয়! কারণ, এখানে যে "একশত বৎসর ধরিয়া প্রত্যেক বৎসরে" এইরূপ বলা হইয়াছে তাহা অর্থবাদ পক্ষেই সুসঙ্গত হয়। যেহেতু প্রত্যেক বৎসরে অশ্বমেধ বিধান করা সম্ভব নহে। অথবা বৎসরে একশতটী অশ্বমেধও বিধেয় হইতে পারে না। বস্তুত, একশতটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে যে পরিমাণ সময় আবশ্যক ততদিন পর্য্যন্ত ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ত্তার পক্ষে জীবনধারণ করা (ঐ কর্ম্মানুষ্ঠানের শক্তি অক্ষুণ্ণ

---

*পথে রথে করিয়া যাইতে যাইতে দুর্ঘটনাক্রমে একজনের রথটী পুড়িয়া যাওয়ায় তাহার সেই রথের ঘোড়া অকেজো হইয়া রহিয়াছে। ঠিক সেই খানেই অন্য এক ব্যক্তির রথের ঘোড়াগুলি পলাইয়া যাওয়ায় তাহার রথটীও অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। অথচ তাহারা উভয়ে একই স্থলে যাইবে। যে ব্যক্তির রথ পুড়িয়া গিয়াছে তাহার ঘোড়াগুলিকে ঐ অশ্বহীন রথে নিযুক্ত করিয়া উভয়েই নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে গিয়া উপস্থিত হয়। এস্থলে কেহ কাহারও উপকার করিতেছে কিংবা কেহ কাহারও দ্বারা প্রেরিত (চালিত) হইতেছে যে তাহা নহে। ইহাই 'নষ্টাশ্বদগ্ধরথ' ন্যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাখা) প্রভৃতি সম্ভব নহে। "পুণ্যফলং" ইহার অর্থ পুণ্য এবং ফল ; ইহা সমাহারদ্বন্দ্ব সমাসনিষ্পন্ন। এস্থলে ষষ্ঠীসমাস হইতে পারে না ; কারণ তাহাতে এই পদদ্বয়ের সামর্থ্য (বোধকতা শক্তি) নাই। ৫৩

(মাংস পরিত্যাগ করিয়া যে ফল লাভ করা যায়, পবিত্র ফলমূল ভোজন করিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও তাহা লাভ করা যায় না।)

(মেঃ)—"মেধ্যৈঃ" ইহার অর্থ দেবার্হ—যাহা দেবগণকে নিবেদন করা যায়। "মুন্যন্ন"=মুনিগণের অন্ন ; 'অকৃষ্টপচ্য' অর্থাৎ ভূমি কর্ষণাদি না করিলেও যে সমস্ত শস্য স্বত উৎপন্ন হয়, যেমন 'নীবার' ধান্য প্রভৃতি (তাহাই মুনিগণের অন্ন)। এটীও অর্থবাদ ছাড়া কিছুই নয়। ৫৪

(আমি ইহলোকে যাহার মাংস খাইতেছি পরলোকে "মাং=আমাকে, সঃ=সে" ভক্ষণ করিবে, ইহা মাংসের মাংসত্ব—অর্থাৎ ঐ শব্দটীর এইপ্রকার ব্যুৎপত্তি ; জ্ঞানিগণ এইরূপ বলেন।)

(মেঃ)—ইহাও একটী অর্থবাদ ; ইহা দ্বারা 'মাংস' এই নামটীর নির্ব্বচন অর্থাৎ অংশভেদ করিয়া অর্থ নিরূপণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। "মাং স ভক্ষয়িতা"=আমাকে সে ভক্ষণ করিবে ; —এখানে "সঃ"=সে, এই যে সর্ব্বনাম শব্দটী রহিয়াছে এটী সামান্যার্থক অর্থাৎ সাধারণভাবে একটী পদার্থকেই বুঝাইতেছে বটে, তবে, 'যাহার মাংস ভক্ষণ করে সে' এইপ্রকার অর্থটীই এখানে অন্বয়যোগ্য, কাজেই তাহা দ্বারাই উহা আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করে, অর্থাৎ তাহাকেই বুঝাইতেছে। ("সে ভক্ষণ করিবে"—ইহা সাধারণভাবে বলা হইয়াছে, কিন্তু কে ভক্ষণ করিবে, তাহা বলা নাই। এইজন্য বলিতেছেন—যাহার মাংস খাওয়া হইবে সে-ই ভক্ষণ করিবে—এই-প্রকার বিশেষ অর্থ বোদ্ধব্য)। ৫৫

(অনিষিদ্ধ মাংসভক্ষণ করিলে দোষ নাই, ক্ষত্রিয়াদির মদ্য পানেও পাতক নাই, এবং মৈথুন করিলেও পাপ হয় না ; ইহা প্রাণিগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ; তবে এইসকল থেকে নিবৃত্ত হওয়াটা মহাফলপ্রদ।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে "প্রাণস্যান্নম্" ইত্যাদি শ্লোকে আরম্ভ করিয়া এই শ্লোকটী পর্য্যন্ত এগুলি সব অর্থবাদসমষ্টি ছাড়া আর কিছু নহে। তবে ইহার মধ্যে দু তিনটী মাত্র শ্লোক বিধিবোধক। "ন মাংসভক্ষণে দোষঃ"=মাংসভক্ষণে দোষ নাই। পূর্ব্বে "ক্রীত্বা স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য" (৫।৩২) এই শ্লোকটীতে যেমন বলা হইয়াছে এই শ্লোকটীও সেইরূপ। "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"=ইহা হইতে যে নিবৃত্তি তাহার ফল কিন্তু মহৎ ; এইটাই এখানকার আসল কথা। এপর্য্যন্ত মাংস-ভক্ষণের নিন্দা করিয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে ; তাহাতে এইরূপ সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে কোন মাংসই তাহা হইলে খাওয়া উচিত নয়। এইজন্য জীবগণের জীবনধারণের উপায়রূপে বলিতেছেন "মাংসভক্ষণে দোষ নাই" ইত্যাদি। দেবার্চ্চনাদি করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই মাংস খাইলে কিংবা ব্রাহ্মণাদির কামনা (ইচ্ছা ও অনুরোধ বা আদেশ) প্রভৃতি যে সমস্ত নিমিত্ত পূর্ব্বে বলিয়া আসা হইয়াছে সেরূপ অবস্থায় মাংস খাইলে দোষ (পাপ) নাই ; তবে এরূপ-স্থলেও খাইতে ইচ্ছা করিলে তবেই খাইতে পারে। 'মাংসভক্ষণ করিব না' এইপ্রকার সংকল্প-পূর্ব্বক যে 'নিবৃত্তি' অর্থাৎ মাংসত্যাগ তাহা 'মহাফলা'। এখানে এই মহৎ ফলটী কি তাহা যখন বিশেষভাবে বলিয়া দেওয়া নাই তখন—স্বর্গই ঐ ফল হইবে, ইহা মীমাংসকগণ (বিশ্বজিৎ ন্যায়ে) সিদ্ধান্তরূপে বলিয়া থাকেন।

এইরূপ,—"ন মদ্যে"=ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পক্ষে মদ্য পানে দোষ নাই ; এইরূপ—দিবাভাগ, পর্ব্বকাল (অষ্টমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা) ও উদক্যা অর্থাৎ রজস্বলা নারী বর্জ্জন করিয়া সকল বর্ণের পক্ষেই মৈথুনকর্ম্মে দোষ নাই। এগুলিতে যে অল্পস্বল্প প্রবৃত্তি তাহা শাস্ত্রানুমোদিত। কারণ, এই প্রবৃত্তিটী প্রাণিগণের জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এইজন্য আয়ুর্ব্বেদকার বলিয়াছেন, "আহার, ব্রহ্মচর্য্য ও নিদ্রা এই তিনটী এবং মাদক ও স্ত্রীসংসর্গ এগুলি আয়ুর উপস্তম্ভন"। তবে যে ব্যক্তি ইহা বাদ দিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ তাহার সেই নিবৃত্তি মহৎ ফল প্রদান করে। এই কয়টী কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য উল্লিখিত হইল। এইরূপ অপরাপর যে সমস্ত ক্রিয়া আছে যেগুলি শিষ্ট (শাস্ত্র দ্বারা বিহিত) হয় নাই এবং নিষিদ্ধও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয় নাই সেগুলিরও নিবৃত্তি সম্বন্ধে এইপ্রকারই ফল বুঝিতে হইবে। মানুষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে যাহাতে প্রবৃত্ত হয় সেখানে যদি কোন শাস্ত্রবিধান থাকে তাহা হইলে তাহা দ্বারা অতিশয় প্রীতি উৎপাদন করাই তাহার প্রয়োজন, যদি তাহা নিন্দিত না হয়; আর যদি তাহার নিন্দা থাকে তবে বুঝিতে হইবে তাহা হইতে যে নিবৃত্তি তাহা হিতফলক। যেমন মধুভক্ষণ করা, ভাল ভাল অন্ন ব্যঞ্জন আহার করা, রেশমী-পশমী পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা ইত্যাদি বিষয়ক বচন। এ সম্বন্ধে শিষ্টাচারও এইরূপ; (কেহ ঐ সমস্ত বিষয় ব্যবহার করিলে সে নিন্দিত হয় না; কিন্তু যদি উহা পরিহার করিয়া চলে তাহা হইলে জনপ্রিয়তা প্রভৃতি ফল তাহার আছেই)। ভগবান্ ব্যাসদেবও এই কথাই বলিয়াছেন। হাস্য করা, কণ্ডূয়ন করা প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়া সংসক্তিমূলক সেগুলি যদিও বিহিতও নয় এবং নিষিদ্ধও নয় তথাপি সেগুলি থেকে নিবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মফলক—তাহাতে ধর্ম্ম হয়। ৫৬

(পিতা প্রভৃতি মৃত হইলে চারি বর্ণেরই যেরূপে শুদ্ধি হয় এবং যেভাবে দ্রব্যসকলেরও শুদ্ধি জন্মে তাহা এইবার আমি পরপর যথাযথ বলিব।)

(মেঃ)—এখানে "চতুর্ণামপি"='চারি বর্ণেরই', এইরূপ বলায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, যে ধর্ম্মগুলি সর্ব্ববর্ণসাধারণভাবে বিহিত সেগুলি শূদ্রেরও এইরূপ প্রযত্ন ব্যতীত হয় না। ইহা জানাইয়া দেওয়া হইতেছে অর্থাৎ শূদ্রেরও শুদ্ধি প্রযত্নসাপেক্ষ ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদ্য। "প্রেত-শুদ্ধি" ইহার অর্থ আত্মীয়গণ প্রেত (মৃত) হইলে, যাহারা জীবিত আছে তাহাদের শুদ্ধি। ইহা 'সুপ্‌সুপা' সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন। 'প্রেতবৎ-নিমিত্তক' অশুদ্ধি ঘটে—কেহ প্রেত হইলে তজ্জন্য অশুদ্ধি হইয়া থাকে সুতরাং, শুদ্ধিটী হয় 'অপ্রেতবৎ-নিমিত্তা' এইভাবে বিশেষ অর্থটীর প্রাপ্তি হয়। কাজেই যদিও এখানে "শুদ্ধি বলিব" এইরূপই প্রতিজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে কিন্তু অশুদ্ধি (অশৌচ) নিরূপণ সম্বন্ধে কোন প্রতিজ্ঞা করা হয় নাই তথাপি অশুদ্ধির কথাই প্রথমে বলা হইতেছে; কারণ শুদ্ধির জ্ঞান এখানে অশুদ্ধি জ্ঞানসাপেক্ষ; আবার এই শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি দুইটাই একমাত্র শাস্ত্র হইতেই জ্ঞাত হইতে হয়। ৫৭

(কোন বালক দন্ত জন্মিবার পর—দাঁত উঠিবার পর মরিলে, কিংবা অনুজাত অর্থাৎ তৎপূর্ব্ব অবস্থায় অর্থাৎ দাঁত না উঠা অবস্থাতে মরিলে এবং 'কৃতচূড়'—যাহার চূড়াকরণ হইয়াছে সেইরূপ অবস্থায় মরিলে তাহার সকল বান্ধবগণই অর্থাৎ সপিণ্ডাদি সকলেই অশুদ্ধ হইয়া থাকে; জন্মিলেও ঐ বান্ধবগণকে ঐরূপ অশুদ্ধ বলা হয়।)

(মেঃ)—'দন্তজাত'—যাহার দাঁত উঠিয়াছে; আর 'অনুজাত' তাহা অপেক্ষাও শিশু—(যাহার দাঁত উঠে নাই), এইভাবে 'অনুজাত' এবং 'দন্তজাত' এই যে বিভাগ করা হইল—ইহা উদ্দেশ-স্বরূপ—প্রতিজ্ঞাবাক্যের ন্যায়; কারণ ঐ বিভাগ অনুসারে অশৌচকালের পার্থক্য ঘটিবে। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে "দন্ত জন্মিবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত (সদ্যঃশৌচ)"; এইরূপ, "বালক মারা গেলে কিংবা কোন সপিন্ড দেশান্তরে থাকিয়া মারা গেলে" ইত্যাদি বচনে 'সদ্যঃশৌচ' হয় বলিয়া নির্দ্দেশ (ব্যবস্থা) দেওয়া হইয়াছে। এখানে এই বচনটীতে 'বালক' বলিতে অজাত দন্ত বালক বুঝাইতেছে। এইজন্য "যাহাদের চূড়াকরণ হয় নাই" ইত্যাদি বচনে যে একরাত্রি অশৌচ ব্যবস্থা বলা হইয়াছে উহা দ্বারা 'জাতদন্ত' বালকের মৃত্যু হইলে ঐ প্রকার অশুদ্ধির ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে। এইপ্রকার অর্থ করিলে তবেই এই দুইটী স্মৃতিবচন পরস্পরবিরুদ্ধ হয় না, দুইটীর অবিরোধ থাকে; কারণ দুইটী বচনেই বালকের মৃত্যুজনিত অশৌচ সম্বন্ধে যে ভিন্ন ভিন্ন অশৌচব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার বিষয়টীও ভিন্ন ভিন্নরূপে ব্যবস্থিত হইতেছে বলিয়া ইহাদের মধ্যে আর বিরোধ হয় না (যেহেতু একটীতে বলা হইয়াছে যে 'অজাত-দন্ত' বালকের মৃত্যুতে সদ্যঃশৌচ, আর অপরটীতে বলা হইয়াছে 'জাতদন্ত' বালকের মৃত্যুতে একদিন অশৌচ)। চূড়াকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একদিন অশৌচ; কারণ যাহাদের মুণ্ডন কর্ম্ম (চূড়াকরণ) হইয়াছে তাহাদের মৃত্যুতে 'তিনদিন অশৌচ' হয়, ইহা অগ্রে বলিবেন। এই 'তিনদিন অশৌচ' ব্যবস্থাটী আবার উপনয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত; উপনয়নের পর কিন্তু, "শুধ্যেদ্ বিপ্রঃ" ইত্যাদি বচন অনুসারে 'দশাহ' প্রভৃতি অশৌচ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, "দশাহং শাবমাশৌচম্" ইত্যাদি পরবর্ত্তী বচনটীতে বয়সভেদে অশৌচভেদ কিরূপ হয় তাহাই বলা হইয়াছে। আর তাঁহারা অন্য স্মৃতি এবং সামাজিক ব্যবহার অনুসারে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঐ শ্লোকটীর সম্বন্ধ বিপরীতক্রম অনুসারে অর্থাৎ শেষের দিক্ হইতে যোজনা করিয়া অর্থ করেন; তাহাতে উপনীত বালকের মৃত্যুতে দশদিন, অনুপনীত বালকের মৃত্যুতে চারদিন, যাহার চূড়াকরণ হইয়াছে তাহার মরণে তিনদিন, যাহার দন্ত জন্মিয়াছে তাহার মৃত্যুতে একদিন এবং যাহার দন্ত জন্মে নাই তাহার মরণে সদ্যঃশৌচ—ইত্যাদি প্রকার বিকল্প বর্ণনা করিয়া থাকেন। এইরূপ, যাহার চূড়াকরণ হইয়াছে তাহার মৃত্যুতে তিনদিন ও চারিদিন অশৌচের বিকল্প। ইঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা দেন বটে কিন্তু অন্য স্মৃতিতে অন্যবচনে বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষ যে বিকল্প আছে অর্থাৎ সগুণ-নির্গুণভেদে যে অশৌচভেদ বলা আছে তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। ইহা আমরা অগ্রে দেখাইব।

"সংস্থিত" ইহার অর্থ 'মৃত'; কারণ 'সম্' পূর্ব্বক 'স্থা' ধাতুর অর্থ সকলপ্রকার ব্যাপার অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া নিবৃত্ত হওয়া। আর, কাহারও শরীরের সকলপ্রকার ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলেই তাহাকে মৃত বলা হয়। "বান্ধবাঃ"='সপিণ্ড'গণ এবং 'সমানোদক'গণ। "সূতকে"=পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া প্রভৃতি স্থলে। "তথোচ্যতে অশুদ্ধা বান্ধবাঃ সর্ব্বে"=সকল বান্ধবগণ অশুদ্ধ হইয়া পড়ে এইরূপ বলা হয়, এই অংশটীর সহিত ঐগুলির সম্বন্ধ। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, 'কৃতমুণ্ড' (কৃতচূড়) ইহা হইতে কেবলমাত্র সংস্কার সম্বন্ধই প্রতীত হয়—যাহার মুণ্ডন সংস্কার হইয়াছে এইরূপ অর্থই বুঝায়; সুতরাং ইহা দ্বারা বয়সের ভেদ বুঝা যায় কিরূপে? তবে 'কৃতোপনয়ন' ইহা দ্বারা অবশ্য বয়ঃপরিমাণ উল্লিখিতই হয়। এইজন্যই বলা হয়, 'কৃতচৌড়' ইহা দ্বারা কিপরিমাণ কাল অভিহিত হয় তাহা মোটেই উল্লিখিত হয় নাই, জানা যায় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। এখানে 'দন্তজাত' এবং 'অনুজাত' এই দুইটী শব্দের সহিত যখন 'কৃতমুণ্ড' ('কৃতচূড়') এই কথাটী পঠিত হইতেছে তখন উহা যে লক্ষণা দ্বারা কালবোধক তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আর সেই কালটী হইতেছে প্রথম বৎসর কিংবা তৃতীয় বৎসর। ঐ মুণ্ডীকরণটী (চূড়াকরণ) প্রথম বৎসরের বৈকল্পিক, আর সেটী যদি অনুসরণ করা হয় অর্থাৎ প্রথম বৎসরে যদি চূড়াকরণ করা হয় তাহা হইলে "আ দন্তজন্মনঃ সদ্যঃ" এই বচনটীর বাধ হইয়া পড়ে (কারণ ইহা দ্বারা সদ্যঃশৌচ এবং একাহাশৌচ ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে)—এইপ্রকার আপত্তিও সংগত নহে। কারণ 'কৃতমুণ্ড' ইহা দ্বারা কোনও একটা কালিক সীমা বুঝাইতেছে। "কৃতচূড়ে চ সংস্থিতে" এখানে এই 'চ' শব্দটী থাকায় "কৃতোপনয়নে চ" এইরূপ অর্থও পাওয়া যাইতেছে। কারণ অন্য একটী সংস্কার বুঝাইয়া দিতে হইলে অন্য একটী শব্দোল্লেখও আবশ্যক হয়। আর ইহা দ্বারা "আ দন্তজন্মনঃ সদ্যঃ" ইহার সহিতও একবাক্যতা থাকে।

"যতদিন না ব্রতাদেশ (উপনয়ন) হয় তাহার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ" এখানেও এই যে 'ব্রতাদেশ' কথাটী ইহাও উপলক্ষণরূপে কালবিশেষ বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে অষ্টম বৎসরটী উপনয়নের পক্ষে নিত্যকাল নহে। এইরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও যে উপনয়নকাল তাহাও অনিত্য। আবার শূদ্রের উপনয়ন না থাকায় তাহার পক্ষে কোন কালই উক্ত হয় নাই। সুতরাং 'ব্রতাদেশ' ইহা দ্বারা কালবিশেষ লক্ষিত হয় কিরূপে? বস্তুতঃ এরূপ আপত্তি সংগত নহে। কারণ, ঐ সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া লইলেও শৈশব অতীত হইলে "সকল বর্ণেরই পরিপূর্ণ অশৌচ" এইপ্রকার বচন দ্বারা ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই আছে। এইজন্য অষ্টম বৎসরের পর (নবম বৎসরাদি বয়সে বালকের মৃত্যু হইলে) ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই সমগ্র অশৌচ (পূর্ণাশৌচ) হইবে। শূদ্রের পক্ষেও ঐ কালটী অবশ্যই মিলিবে। কিন্তু যাঁহাদের মতে একাদশ বৎসরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন লক্ষণা দ্বারা বোধিত হয় তাঁহাদের সেই মতটী স্বীকার করিলে শূদ্রের পক্ষে কোনই কালনির্দ্দেশ থাকে না। তবে তাঁহাদের মতেও শৈশব অতীত হইলে পরিপূর্ণ অশৌচ, তাহার পূর্ব্বে তিন দিন অশৌচ। শৈশবকালের নিবৃত্তি কখন হয় তাহা অন্য স্মৃতিতে এইরূপ বলা আছে "অষ্টম বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিশু বলিয়া কথিত হয়"। অন্য কেহ কেহ বলেন "ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বালকত্ব থাকে"। তবে একথা ঠিক যে, যাঁহারা বলেন ষোড়শ বৎসরে বালকত্বের নিবৃত্তি হয় তাঁহাদের মতেও আট বৎসরের পর একমাসই অশৌচ—মাসান্তেই শুদ্ধি হইয়া থাকে। আবার এসম্বন্ধে এইরূপ স্মৃতি বচনও আছে,—"ছয়টী বৎসরের পর অর্থাৎ ছয় বৎসর বয়সের পর শূদ্র বালকের মৃত্যু হইলে মাসান্তে শুদ্ধি—এক মাস অশৌচ হয়"। আবার অন্য স্মৃতিমধ্যেও বলা হইয়াছে "অষ্টবৎসর বয়সের মৃত্যুতে এক মাস"। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, অগ্রে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে সব বচন আছে তাহা হইতেই যখন এই বয়সভেদে অশৌচভেদ ব্যবস্থা নিরূপিত হইবে তখন এখানে "দন্তজাত" ইত্যাদি বচনে তাহার উদ্দেশ (নামতঃ উল্লেখ) করিবার প্রয়োজন কি? (উত্তর) —হাঁ, তাহা ঠিক। তবে কিনা, বক্তব্য বিষয়টী ইহাতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে, এইজন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে। ৫৮

(জ্ঞাতিমরণে সপিণ্ডগণের দশদিন, অথবা চারিদিন, আর অস্থিসঞ্চয়নের পূর্ব্বাবস্থায় মরণে তিন দিন কিংবা একদিন অশৌচ হয়।)

(মেঃ)—সপিণ্ডের লক্ষণ অগ্রে বলা হইবে। "অর্ব্বাক্ সঞ্চয়ণাৎ"=অস্থিসঞ্চয়ের পূর্ব্বে, ইহা দ্বারা 'চতুরহ' অর্থাৎ চারিদিন অশৌচ উপলক্ষিত হইয়াছে। কারণ এইরূপ একটী বচন আছে যে "আহিতাগ্নি ব্যক্তির অস্থিসঞ্চয় চতুর্থ দিবসে কর্ত্তব্য"। এই যে দশদিন, চারিদিন, তিনদিন কিংবা একদিন অশৌচ হইবে, এইরূপ বিকল্প বলা হইল, 'বৃত্ত' অর্থাৎ শ্রৌতকর্ম্মের অনুষ্ঠানপরায়ণতা এবং স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়নশীলতা এতদুভয় অথবা কেবলমাত্র ঐ 'বৃত্ত' অনুসারেই ইহার ব্যবস্থা হইবে। এই জন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে,—"যে ব্রাহ্মণ অগ্নিসংযুক্ত অর্থাৎ যিনি সাগ্নিক (আহিতাগ্নি) তিনি একদিন অশৌচের পর শুদ্ধ হন; যিনি সাগ্নিক নহেন অথচ বেদাভ্যাসপরায়ণ তিনি শুদ্ধ হইবেন তিন দিনের পর। আর নির্গুণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি ঐ ভাবে সাগ্নিক নহেন কিংবা বেদাভ্যাসপরায়ণও নহেন তিনি শুদ্ধ হইবেন দশ দিনের পর।" ইহাদের মধ্যে—সাগ্নিক 'ত্রিবেদ' ব্রাহ্মণের একাহাশৌচ; কিন্তু 'দ্বিবেদ' ব্রাহ্মণের ত্র্যহাশৌচ; আর নির্গুণের পক্ষে দশাহাশৌচ, এইরূপ ব্যবস্থা হইবে। গৌতম বলিয়াছেন 'সদ্যঃশৌচঃ' হয়; ইহা অবশ্য একটী বিশেষ ব্যবস্থা; ব্রাহ্মণের যাহাতে স্বাধ্যায় বিচ্ছেদ না ঘটে তাহারই জন্য এইরূপ বলা হইয়াছে। এস্থলে অশৌচ মধ্যে অপরাপর যে সমস্ত ক্রিয়া অকর্ত্তব্য সেগুলি এইরূপ,—। "উভয়স্থলেই অর্থাৎ মরণাশৌচ এবং জননাশৌচ উভয়স্থলেই সেই বংশের অন্ন ভোজন করা যাইবে না"। এইরূপ, দান করা, প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দান গ্রহণ করা, হোম এবং স্বাধ্যায়—এগুলি বন্ধ থাকিবে—এই কার্য্যগুলি অশৌচমধ্যে করা চলিবে না। যিনি বহুবেদাভ্যাসশীল কেবল তাঁহারই পক্ষে স্বাধ্যায় বন্ধ হইবে না; কারণ যদি তাহা গুণিত না হয় (আবৃত্তি করা না হয়) তাহা হইলে নষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ, বৃত্তি-অনুসারেও বিকল্প হওয়া উচিত। যেমন, যিনি যজন, যাজন প্রভৃতি ছয়টী কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন তাঁহার পক্ষে দশদিন অশৌচ। যিনি ঐগুলির মধ্যে তিনটী কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা সম্পাদন করেন তাঁহার পক্ষে চারিদিন অশৌচ; যিনি দুইটী কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নিষ্পাদন করেন তাঁহার তিন দিন অশৌচ। আর যিনি কেবলমাত্র একটী দ্বারা জীবিকা সাধন করেন তাঁহার পক্ষে একদিন অশৌচ; কারণ ইঁহাদের (সকলেরই) যদি দশ দিন অশৌচ হয় তাহা হইলে ততদিন ধরিয়া প্রতিগ্রহ প্রভৃতি কর্ম্মে অধিকার থাকে না বলিয়া ইঁহাদের পক্ষে জীবনধারণ করাই অসম্ভব হইবে।

কেহ কেহ বলেন,—'মানুষের বয়স চারি ভাগে বিভক্ত, কাজেই অশৌচকালও চারিপ্রকার। এইজন্য মূলশ্লোকে যে দশাহ প্রভৃতি বিকল্প রহিয়াছে ঐগুলি যথাক্রমে বয়সভেদে সম্বন্ধযুক্ত করিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে।' ইঁহাদের কথা স্বীকার করিলে জাতদন্তের মৃত্যুতে দশদিন অশৌচ হইয়া পড়ে, আবার কেহ উপনীত হইয়া মরিলে কেবল একদিনই অশৌচ হইয়া পড়ে—(এইভাবে অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয়)। আবার ইহাতে অন্য স্মৃতি এবং শিষ্টাচার উভয়েরই সহিত বিরোধ ঘটে। আর এমন হইতে পারে যে, ঐ প্রকার বিরোধ যাহাতে না ঘটে সে জন্য প্রতিলোমক্রমে সম্বন্ধ ব্যবস্থা করা হইবে। আর তাহাতে অর্থটী এইরূপ দাঁড়াইবে, 'উপনীত ব্যক্তির মৃত্যুতে দশদিন, যাহার চূড়াকরণ হইয়াছে তাহার মরণ হইলে চারিদিন, জাতদন্ত হইয়া মরিলে তিনদিন এবং যে অনুজাত অর্থাৎ অজাতদন্ত তাহার মৃত্যুতে একদিন অশৌচ হইবে'। কিন্তু এপক্ষেও বিরোধ হইবে; কারণ যাহাদের চূড়াকরণ সম্পন্ন হইয়াছে তাহাদের মৃত্যুতে তিন দিন অশৌচ, এইরূপ ব্যবস্থা আছে। এরূপ স্থলে বিকল্প স্বীকার করিলে তবেই ঐ বিরোধ পরিহার করা যায়। এরূপ স্থলে যে তিন দিন অশৌচ হয় তাহা আচার্য্য স্বয়ং বচন দ্বারাই অগ্রে বলিয়া দিবেন। 'চতুরহ' অশৌচটীকে বৃত্তিভেদে অথবা অস্থিসঞ্চয়ের নিয়মভেদে (আহিতাগ্নির পক্ষে) সবিষয়ক করা যায়। এরূপ হইলে "একাহাৎ" ইত্যাদি যে স্মৃতিবচনান্তর আছে তাহার সহিত একবাক্যতাও থাকে অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সম্বন্ধে বিরোধ হয় না। আর তাহা না হইলে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ঐ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অশৌচ বয়সভেদে ব্যবস্থিত, এরূপ ব্যাখ্যা করা হইলে মানবধর্ম্মশাস্ত্রে (মনুস্মৃতিতে) 'বৃত্ত স্বাধ্যায়' ভেদে অশৌচের যে বিকল্প নির্দ্দেশ করা আছে তাহা কিরূপে পাওয়া যায়? অতএব গৌতমের বচন অনুসারে ব্যবস্থাটী এইরূপ হইবে,—যাঁহারা 'কুসূলধান্য' (যাঁহাদের গোলাভরা ধান থাকা) প্রভৃতি অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, তাঁহাদের প্রতিদিন প্রতিগ্রহ না করিলেও জীবিকা নির্ব্বাহ হয়; তাঁহারা যদি বহু স্বাধ্যায় হন তবে কেবলমাত্র স্বাধ্যায়াধ্যয়ন কর্ম্মটীতেই তাঁহাদের সদ্যঃশৌচ হইবে (অপরাপর বিষয়ে অশৌচই থাকিবে)। আর ত্র্যহাশৌচ প্রভৃতি অপর যে কয়টী কল্প আছে তাহাতেও তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত সেই সেই বিশেষ কর্ম্মগুলিতেই কেবল অশৌচ থাকিবে না (কিন্তু অপরাপর বিষয়ে অশৌচই থাকিবে), পূর্ব্বোক্ত গৌতমস্মৃতির নির্দ্দেশ অনুসারেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয়। এই প্রকার ব্যবস্থাই যদি ঐ গৌতমীয় বচনটীর তাৎপর্য্য না হইত তাহা হইলে মহর্ষি গৌতম "স্বাধ্যায়ানিবৃত্ত্যর্থম্"=স্বাধ্যায় যাহাতে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত না হয় সেজন্য, এইরূপ না বলিয়া "ব্রাহ্মণস্য স্বাধ্যায়িনঃ"='স্বাধ্যায়-পরায়ণ ব্রাহ্মণের পক্ষে', এই প্রকারেই নির্দ্দেশ করিতেন। অতএব, যদিও কোনপ্রকার বিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া সাধারণভাবেই বলা হইয়াছে যে "একদিনে শুদ্ধ হইবে" ইত্যাদি তথাপি ঐ শুদ্ধিটী সকল কর্ম্মের পক্ষে প্রয়োজ্য হইবে না, কিন্তু বিশেষ এক একটী ক্রিয়াতেই শুদ্ধ থাকিবে (তাহা ছাড়া অন্যান্য কর্ম্মে অশুদ্ধই হইবে),—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। এইজন্যই "শুদ্ধেদ্ বিপ্রো দশাহেন" ইত্যাদি বচনে বলা হইয়াছে যে দশাহাশৌচ ব্রাহ্মণ মাত্রেরই পক্ষে নিত্য (অবশ্য পালনীয়); এইরূপ তাৎপর্য্য স্বীকার না করিলে পুনরায় ঐ শ্লোকটীতে ব্রাহ্মণের অশৌচ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিবার কোনই সার্থকতা থাকে না। এই সমস্ত কারণে, অশৌচের ঐ যে বিকল্পগুলি বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতেই ব্যাখ্যা করা উচিত। তবে যেস্থলে বালকাদির মৃত্যুতে সদ্যঃশৌচ, কৃতচূড়াকরণের মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ—সেখানে যখন অন্য প্রকার বিকল্পই নাই তখন ঐ 'বৃত্তস্বাধ্যায়সম্পন্ন' ব্রাহ্মণের শুদ্ধি কোন ক্রিয়া বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইবে না,—অর্থাৎ সেরূপ স্থলে তাঁহারা সকল কর্ম্মেই (একাহের পর) শুদ্ধ থাকিবেন। ৫৯

(যে কোন ব্যক্তিকে ঠিক মধ্যস্থলে রাখিয়া গণনা করিলে তাহার ঊর্ধ্বতন ছয়পুরুষ এবং অধস্তন ছয়পুরুষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সপিণ্ডতা থাকে—তাহাদিগকে ঐ মধ্যস্থলীয় ব্যক্তিটীর 'সপিণ্ড' বলা হয়। আর যাহার পর জানা যায় না যে এই ব্যক্তি আমাদের বংশে জন্মিয়াছে সে পর্য্যন্ত পুরুষগণকে 'সমানোদক' বলে।)

(মেঃ)—বংশের সংজ্ঞা (সম্যক্ পরিচয়) থাকায় এবং পূর্ব্বতর শ্লোকের 'বান্ধব' শব্দটীর অনুবৃত্তি চলিতেছে বলিয়া (এখানেও উহা গ্রহণ করিয়া) একই বংশে যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদের সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তকে 'সপিণ্ড' বলা হয়। "নিজ পিতা যাঁহাদের পিণ্ডদান করেন পুত্রও তাহাদিগকে পিণ্ড দিবে"—এই প্রকার বিধান রহিয়াছে; যাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতা, পিতামহ প্রভৃতি জীবিত আছেন তাহাদের জন্য ঐ বিধানটী থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগণ সপিণ্ড, কারণ তাঁহাদের মধ্যেই ঐ যোগ্যতা অর্থাৎ পিণ্ডযোগ্যতা রহিয়াছে। যদিও এইরূপ একটী বচন আছে "পিতৃগণকে পিণ্ডদান করা হয়, আর ঐ পিণ্ডদানকারী ব্যক্তিটী নিজে তাঁহাদের সপ্তম হইবে" অর্থাৎ "ঊর্ধ্বতন ছয় পুরুষকে পিণ্ড দিবে", ইহা দ্বারা এই কথাই বুঝাইতেছে যে বংশের পূর্ব্বজাত পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণকেই 'সপিণ্ড' বলা হয় তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তী (ঊর্ধ্বতন) ছয় পুরুষ সপিণ্ড এবং পুত্র প্রভৃতি অপর ছয় জনও (অধস্তন ছয় পুরুষও) সপিণ্ডপদবাচ্য। ইহার কারণ এই যে, একই পিণ্ডদানক্রিয়ার সহিত ইহাদের সহভাবিত্ব (মিলন) রহিয়াছে বলিয়াই 'সপিণ্ড' ইত্যাদি প্রকার সংজ্ঞা হইয়াছে। পিণ্ডের এই সহভাবিত্বটী নিজের সহিত নিজ পুত্রাদিরও আছে, কারণ নিজ পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতিরা যখন নিজ পুত্র এবং পৌত্রকে পিণ্ড দিবে তখন ঐ পিণ্ডদান ক্রিয়াটীতে পুত্রাদিও নিজের সহভাবী হইয়া থাকে। অতএব অর্থটী দাঁড়াইতেছে এইরূপ, কোন ব্যক্তি নিজে যাহাদের পিণ্ডদান করে এবং যাহাদের সহিত নিজেও ঐ পিণ্ডদান ক্রিয়ার সম্প্রদান হয় অর্থাৎ নিম্নবর্ত্তী যে সমস্ত পুরুষদের সহিত নিজেও পিণ্ড পায় তাহারা সকলেই 'সপিণ্ড' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে হেতু এখানে পিণ্ডদানটী অবধিজ্ঞাপক; ইহার উদাহরণ যেমন কেহ যদি বলে 'শঙ্খবেলায় (শাঁখ বাজিবার সময় করিয়া) আসিবে' এখানে শঙ্খটী হয় ঐ সময়টীর জ্ঞাপক (শাঁখ বাজুক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আর নাই বাজুক; এখানেও সেইরূপ যাহাদের মধ্যে পিণ্ডপ্রাপ্তির সহভাবিত্বযোগ্যতা আছে তাহারা সকলেই সপিণ্ড)। অতএব এখানে এইকথা বলিয়া দেওয়া হইল যে, নিজ প্রপিতামহের যিনি প্রপিতামহ তাঁহাদের সকলেরই যে সমস্ত সন্তানসন্ততি তাহারা (ঐ প্রপিতামহের প্রপিতামহ হইতে গণনা করিয়া নিম্ন দিকে) সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই সপিণ্ড। নিজের সন্তানসন্ততি এবং পিতা প্রভৃতির সন্তানসন্ততিরাও এইভাবে সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডপদবাচ্য বুঝিতে হইবে। যাহা হইতে ভেদ ঘটিতেছে সেই বীজীপুরুষকে (মূলপুরুষ—যাহার একাধিক সন্তান তাহাকে) সংখ্যার মধ্যে ধরিয়া সাত পুরুষ গণনা করিতে হয়। যেমন, যাহাদের পিতামহ এক তাহারা সেই পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমপুরুষ নিম্ন দিক্ পর্য্যন্ত সপিণ্ড হইবে। (অর্থাৎ নিজ পিতৃব্যপুত্র এবং তাহার সন্তানসন্ততির সহিত সপিণ্ডতা নিরূপণ করিতে হইলে নিজ পিতামহকে প্রথম সংখ্যায় ধরিয়া গণিতে হইবে)। সকল স্থলে ইহাই নিয়ম, ইহাই গণনা করিবার পদ্ধতি।

এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যাহারা তাহার (কাহারও) বংশরূপে জন্মিবে অর্থাৎ সন্তানসন্ততি হইবে তাহারাই সপিণ্ড হইবে, ইহাই যখন নিয়ম তখন এখানে ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি সপিণ্ডতার আশ্রয় হইতেছে না; কাজেই (ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন) বিজাতীয় ক্ষত্রিয় প্রভৃতি পুত্ররাও ব্রাহ্মণের সপিণ্ড হয়। এই জন্যই ঐ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতীয় স্ত্রীর গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সপিণ্ড ব্রাহ্মণের পক্ষে দশদিন অশৌচই হইবে, কিন্তু উহাদের (ক্ষত্রিয়াদির) যে স্ব স্ব অশৌচান্তকাল দ্বাদশদিন প্রভৃতি তাহাই উহাদের অশৌচকাল হইয়া থাকে। এই কারণে যাহার জন্য অশৌচটী ঘটিতেছে সে হয় অশৌচটীর নিমিত্ত। সে যদি ভিন্নজাতীয় হয় কিংবা ভিন্নজাতীয় সপিণ্ড যদি অশৌচের নিমিত্ত হয় তাহা হইলে সকলে নিজ নিজ জাতির পক্ষে যাহা অশৌচকাল তাহাতেই শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে—সেই পরিমাণই তাহাদের অশৌচ হইবে। তবে ঐ সকল ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পক্ষে কিন্তু ব্রাহ্মণের সহিত সপিণ্ডতা ত্রিপুরুষ পরিচ্ছিন্ন হইবে। এইজন্য মহর্ষি শঙ্খ বলিয়াছেন—"যদি একজন পুরুষের বীজ হইতে পৃথক্ পৃথক্ (জাতীয়) পত্নীর গর্ভে পৃথক্ পৃথক্ বহু সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহারাও একপিণ্ড (সপিণ্ড) হইবে, কিন্তু তাহাদের শৌচ (অশৌচান্ত) পৃথক্ প্রকার হইবে এবং তাহাদের পিণ্ড মাত্র তিন পুরুষ পর্য্যন্ত চলিবে"। এই বচনটীর "পৃথক্‌ক্ষেত্রাঃ" ইহার অর্থ ভিন্নজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে; "পৃথগ্‌জনাঃ" ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা ঐ 'পৃথক্‌ক্ষেত্রের' সমানজাতীয় তাহাদেরও জননী ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে অর্থাৎ একই ব্যক্তির (ব্রাহ্মণের) একাধিক ক্ষত্রিয়জাতীয় স্ত্রী যদি থাকে তাহা হইলে তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ;—এইজন্য "পৃথক্‌ক্ষেত্রাঃ" এবং "পৃথক্‌জনাঃ" দুইটী বিশেষণই প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহারা "একপিণ্ডাঃ"=সপিণ্ড হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা "পৃথক্‌শৌচাঃ";—তাহাদের অশৌচান্তকাল স্বজাতিনিমিত্তক অশৌচকালের মতই হইবে। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়জাতীয় স্ত্রীর সন্তানজন্ম প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণসপিণ্ডের অশৌচ হইবে দশ দিন, আবার ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রীর সন্তান জন্মিলে ঐ ক্ষত্রিয়সপিণ্ডগণের অশৌচ হইবে বারো দিন। এসম্বন্ধে অন্য একটী বিশেষত্ব এই যে "পিণ্ডঃ ত্রিষু আবর্ত্ততে"=কেবল তিনপুরুষ পর্য্যন্ত উহাদের পিণ্ড চলিবে। তবে এই বচনটী হইতে এইরূপ অর্থও প্রতিপাদিত হইতে পারে যে, ঐভাবে উৎপন্ন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি একজাতীয় সন্তানগণ পরস্পর সপিণ্ড হইবে ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত; ইহা ব্রাহ্মণগণের যেমন সপিণ্ডতাগণনা তাহারই অনুরূপ হইবে। কারণ, এখানে "একজাতাঃ পৃথক্‌ক্ষেত্রাঃ" ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহারা যদি পরস্পর সমানজাতীয় না হয় তাহা হইলে তাহাদের সপিণ্ডতা তিনপুরুষে সীমাবদ্ধ। ঠিক এই কথাটীই "ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত যে সন্তানগণ ব্রাহ্মণের বান্ধব (সপিণ্ড) হইবে তাহাদের জন্য যখন কোন অশৌচ ঘটিবে তখন ব্রাহ্মণ দশদিন অশৌচের পর শুদ্ধি লাভ করিবে", (সগুণ-নির্গুণাদিভেদে ঐ ব্রাহ্মণগণ) ছয় দিন, তিন দিন অথবা একদিন অশৌচের পর শুদ্ধ হইবে।

ঐ সকল ভিন্নজাতীয় পত্নীরা কিন্তু স্বামী যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন ঐ স্বামীরই অশৌচান্তকাল অনুসারে শুদ্ধ হইবে। এ সম্বন্ধে এইরূপ বচন আছে "জননাশৌচ এবং মরণাশৌচ ঘটিলে দাসগণ এবং অনুলোমবিবাহের পত্নীগণ তাহাদের স্বামীর সমান কালে শুদ্ধি লাভ করিবে কিন্তু স্বামী মরিয়া গেলে তাহাদের পিতৃবংশ অনুসারে অশৌচান্তকালে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শুদ্ধ হইবে"। কেহ কেহ এখানে এই শ্লোকটীর প্রথম পাদটীতে "অসবর্ণসুতানাং" এইরূপ পাঠ ধরিয়া থাকেন। যদি এখানে এইরূপ পাঠই থাকে তাহা হইলে, শূদ্রজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণ যদি পিতার গৃহে পিতার অধীন হইয়া বাস করিতে থাকে তাহা হইলে তাহাদেরও শুদ্ধিকাল পিতার জাতি অনুসারে দশদিন প্রভৃতি অন্তেই হইবে। ঐ শ্লোকটীতে যে 'দাস' শব্দটী রহিয়াছে উহা দ্বারা বেতনবন্ধ দাসগণকেই বুঝান হইয়াছে। কিন্তু যাহারা 'গর্ভদাস' তাহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র বিধান বলা হইয়াছে; যথা,—"কারুগণ, শিল্পিগণ, বৈদ্যগণ এবং দাসী-দাসগণ, রাজারা ও রাজভৃত্যেরা ইহারা সকলেই 'সদ্যঃশৌচ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" বস্তুতঃ ইহাদের এই যে সদ্যঃশৌচরূপ শুদ্ধি ইহা দ্বারা স্পর্শ বিষয়েরই শুদ্ধতা বুঝিতে হইবে; কিন্তু দান, ভোজন প্রভৃতি ক্রিয়াতে শুদ্ধি থাকিবে না। 'কারু' প্রভৃতি ঐ শব্দগুলির প্রবৃত্তিনিমিত্ত হইতেছে কর্ম্ম। কাজেই এই সকল কর্ম্মের অনুরোধে ইহাদের শুদ্ধি সম্বন্ধে কি স্ব স্ব জাত্যুক্তকালের বিপর্য্যয় (ব্যতিক্রম) হইবে, অথবা উহাদের সকল ক্রিয়াই শুদ্ধ হইবে এইরূপ প্রতিপ্রসব (পুনর্বিধান) স্বীকার্য্য হইতেছে, কিংবা উহাদের মাত্র কতকগুলি ক্রিয়াই শুদ্ধ হইবে, এইরূপ অনুমোদন করা হইতেছে—এই প্রকার সংশয় হয়। ইহার নিরসনকল্পে বলা যায়, "রাজার রাজ্যপালন সংক্রান্ত কার্য্য যাহাতে ব্যাহত না হয় সে জন্য তাঁহার সে বিষয়ে সদ্যঃশৌচ"; এই বচনটীর স্বারস্য অনুসারে ইহাই নিরূপিত হয় যে, ঐভাবের অপরিহার্য্য কর্ম্মগুলিতেই (কারু প্রভৃতিদের) অশৌচ থাকিবে না, এই প্রকার অর্থই বুদ্ধিস্থ হয় বলিয়া ঐরূপ ব্যবস্থাই স্বীকার্য্য। আর এ সম্বন্ধে শিষ্টাচারও এইরূপই। (কাজেই শাস্ত্রীয় কর্ম্মাদিতে তাহারা যথানিয়ম অশুচিই থাকিবে)।

আচ্ছা, এখানে বচনমধ্যে ত স্পর্শ সম্বন্ধে কোন নিষেধ উল্লিখিত হয় নাই (তবে অশৌচে অস্পৃশ্য হইবে কেন?) (উত্তর)—যেহেতু অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বচন পঠিত হইয়া থাকে,—"অস্থিসঞ্চয়নকালের পর অঙ্গস্পর্শ বিধিসঙ্গত"। অন্য বচনও আছে; যথা,—"অশৌচের তিন দিন কিংবা চার দিনের পর ব্রাহ্মণ স্পর্শনযোগ্যতা প্রাপ্ত হয় (তাহার অস্পৃশ্যতা দূর হয়)। আর একাদশ দিবসে শুদ্ধ হইয়া থাকে। মরণাশৌচ এবং জননাশৌচ উভয়স্থলেই এই নিয়ম।" হারীতও বলিয়াছেন,—"ক্ষত্রিয়জাতীয়ের পক্ষে ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম দিবসে স্পর্শযোগ্যতা জন্মে, আর দ্বাদশ দিবস গতে তাহার অন্ন শুদ্ধ হয়। বৈশ্যের অষ্টম বা নবম দিনে স্পর্শার্হতা এবং পক্ষান্তে (পনর দিন পরে) অন্নশুদ্ধি। শূদ্রের স্পৃশ্যতা জন্মে একাদশ অথবা দ্বাদশ দিনে আর তাহার অন্ন শুদ্ধ হয় এক মাসের পর।" এসম্বন্ধে অন্য বচনও আছে—"অশৌচ হইলে ব্রাহ্মণ তিন, চার, পাঁচ অথবা ছয় দিনে স্পর্শযোগ্য হয়, আর অবশিষ্ট বর্ণগণ ঐ দিনসংখ্যার উত্তর যথাক্রমে দুই, তিন, এবং ছয় যোগ করিয়া যাহা হয় তাবৎসংখ্যক দিবসে স্পর্শযোগ্যতা লাভ করে"। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই যে তিন, চার, পাঁচ এবং ছয় দিনে স্পৃশ্যতা লাভের বিকল্প বলা হইয়াছে ঐগুলি ইচ্ছাবিকল্প নহে কিন্তু সগুণ-নির্গুণভেদে ব্যবস্থিত-বিকল্প। যাহারা ব্রাহ্মণের 'ভক্তদাস' তাহারা অশৌচের প্রথম তিন, চার দিন যাহাকেই স্পর্শ করিবে সেই দূষিত হইবে, (তাহার পর আর স্পর্শ জন্য দোষ হইবে না); কিন্তু ব্রাহ্মণের যাহারা গর্ভদাস তাহাদের এই স্পর্শ বিষয়ে সদ্যঃশৌচ হইবে। অপরাপর বর্ণের পক্ষেও ব্যবস্থাটী এইভাবেরই হইবে। এই সদ্যঃশৌচের নির্দ্দেশ যে যে স্থলে আছে সেই সেই স্থলেই পরিধানের বস্ত্রসমেত সিক্ত হইয়া স্নান করাই বিধি। অর্থাৎ সদ্যঃশৌচস্থলে ঐভাবে স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে। দ্রব্যের শুদ্ধি কিভাবে হয়—দ্রব্য কিরূপে শুদ্ধ হইয়া থাকে তাহা "যা যস্য বিহিতা" ইত্যাদি বচনে অগ্রে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

কন্যাগণের অশৌচবিষয়ে সপিণ্ডতা তিন পুরুষে সীমাবদ্ধ। এইজন্য বশিষ্ঠস্মৃতিতে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে; "সপুত্র (?) স্ত্রীলোকগণের সাপিণ্ড্য ত্রিপুরুষব্যাপী"। এইরূপ সপিণ্ডতা কেবল অশৌচ বিষয়েই গ্রাহ্য। (পঞ্চমী কন্যার জন্মে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়)। বিবাহ ব্যাপারে স্ত্রীলোকদের সপিণ্ডতা কিরূপ সে সম্বন্ধে বিধি আগে দেখান হইয়াছে। অতএব ইহা স্থির হইল যে 'ছয় পুরুষ হয় সপিণ্ড আর সপ্তম পুরুষটী ঐ সপিণ্ডতার অবধি বা সীমা'। অতএব "সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে" ইহার অর্থ সপ্তম পুরুষ প্রাপ্ত হইলে সেইখানে সপিণ্ডতার বিনিবৃত্তি (সমাপ্তি) ঘটে। "সমানোদকভাবঃ" ইহার অর্থ 'সামানোদক' এই প্রকার উল্লেখ। "জন্মনাম্নোঃ অবেদনে";—'জন্ম' অর্থাৎ 'ইনি আমাদের বংশে জন্মিয়াছেন', এবং 'নাম' অর্থাৎ 'এই নামের অমুক পিতৃপিতামহ প্রভৃতি হইতে জন্মিয়াছে'; এই দুইটীই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অজ্ঞাত হইলে তবেই সমানোদকতা নিবৃত্তি হইবে। কাজেই এই দুইটীর মধ্যে যদি একটী জানা থাকে বা জানা যায় তাহা হইলে সমানোদক বলিয়া বুঝিতে হইবে। "নদী অথবা অন্য জলাশয়ে নাভি পরিমাণ জলে নামিয়া হেঁট হইয়া দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরাইয়া দুই হাতে জল লইয়া আর কিছু না দেখিয়া ফিরিয়া আসিবে"। ৬০

(জননাশৌচেও এই প্রকারই বিধান হইবে, তবে সে স্থলে কেবল মাতা এবং পিতার সূতক অর্থাৎ অস্পৃশ্যতা ঘটিবে। মাতারই ঐ অস্পৃশ্যতা থাকিয়া যাইবে, আর পিতা স্নান করিলেই তাহার সেই অস্পৃশ্যতা দূর হইবে।)

(মেঃ)—সপিণ্ডগণের জন্ম হইলেও এই অশৌচবিধান এইরূপই হইবে। মরণাশৌচস্থলে যেমন দশাহ প্রভৃতি কল্পগুলি ব্রাহ্মণের পক্ষে ষট্‌কর্ম্মাদি বৃত্তি এবং স্বাধ্যায়ের অল্পতা এবং আধিক্য অনুসারে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে (ইহা আগে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে) জন্মজনিত অশৌচ স্থলেও অতিদেশ দ্বারা সেইরূপ বিধান বলিয়া দেওয়া হইতেছে, ইহাতে স্বতন্ত্রভাবে আর অশৌচকাল উল্লেখ করা হইতেছে না। কাজেই এখানে যখন কোন প্রকার বিশেষত্ব বিজ্ঞাপিত হয় নাই (জানাইয়া দেওয়া হয় নাই) তখন ঐ অতিদেশবিধিটীর সামর্থ্য হইতেই, সে সম্বন্ধে যাহা কিছু (খুঁটিনাটি) বলা হইয়াছে ইহাতেও (জন্মনিবন্ধন অশৌচস্থলেও) সেগুলি সবই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি এই অতিদেশটীতে এখানে কোন কালপরিচ্ছেদ থাকিত অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে অশৌচকালের নির্দ্দেশ থাকিত তাহা হইলে স্বাধ্যায় প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াই ঐ একটীমাত্র দশাহ-রূপ অশৌচকালের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইত, কারণ ঐ দশাহই হইতেছে মুখ্য (প্রধান), কাজেই উহার সহিতই সকল বিধিনিষেধের সম্বন্ধ হওয়া সঙ্গত (অর্থাৎ দশ দিন অশৌচকালই স্বাধ্যায়াদি বন্ধ থাকিত, একদিন অথবা তিনদিন বন্ধ হইত না। কারণ, অশৌচ বলিতে ব্রাহ্মণের পক্ষে দশাহ অশৌচই বোধিত হইয়া থাকে)। অথবা দশাহ-অশৌচ প্রভৃতি কল্পগুলির তুলনায় একমাত্র 'একদিন অশৌচ' এই কল্পটী (পক্ষটী) স্বাধ্যায়পাঠের প্রত্যাসন্ন হওয়ায় সকলের পক্ষে সর্ব্বসাধারণভাবে কেবল একদিন মাত্রই স্বাধ্যায়নিবৃত্তি স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হইত; আর তাহা হইলে একমাত্র ঐ একাহ পক্ষের সহিত অন্বয় হওয়ায় বিধিটী আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া যায় বলিয়া 'ত্র্যহ' প্রভৃতি অন্য পক্ষগুলির সহিত উহার সম্বন্ধ হইতে পারিত না। আর তাহা হইলে এই স্মৃতিটীও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; কারণ, ইহা দ্বারা মরণাশৌচ এবং জননাশৌচ উভয়স্থলেই ঐ 'একাহ' প্রভৃতি বিকল্প (পক্ষ) গুলিকে অবিশেষে (একই প্রকারে) ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে অথচ ঐ মতানুসারে জননাশৌচের বেলায় পূর্ব্বোক্ত সগুণ-নির্গুণভেদে যে অশৌচভেদ হয় তাহা এই স্মৃতিটীর তাৎপর্য্য নহে কিন্তু কেবল জাতি অনুসারে দশাহ প্রভৃতি অশৌচই ইহার প্রতিপাদ্য, এই প্রকার অর্থ স্বীকার করা হইতেছে; ইহাতে এই স্মৃতিটীর অর্থবিরোধ ঘটে। এবং ইহাতে শিষ্টাচারও বাধা প্রাপ্ত হয়। (অতএব এখানে অশৌচকাল সম্বন্ধে কোন প্রকার বিশেষ বলা হয় নাই কিন্তু মরণাশৌচবিষয়ক ব্যবস্থারই সমগ্রভাবে অনুসরণ করিবার অতিদেশ করা হইয়াছে)। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ঐ ব্যবস্থাটী মানিয়া লইলে সূতিকা (প্রসূতি) স্ত্রীগণের পক্ষেও ত তাহা হইলে ঐ ত্র্যহ, একাহ প্রভৃতি ব্যবস্থা-গুলি প্রয়োজ্য হইয়া পড়িবে? অথচ ইহা ত আচারবিরুদ্ধ! ইহার উত্তরে বক্তব্য, যদি ঐ একাহ প্রভৃতি পক্ষগুলি ইচ্ছাবিকল্প হইত তাহা হইলে ঐরূপ আশঙ্কা সঙ্গত হইত;কিন্তু তাহা ত নহে; ঐগুলির সব কয়টীই হইতেছে ব্যবস্থিত বিকল্প (কাজেই ঐরূপ আশঙ্কার কারণ নাই)। এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকার করিলে তবেই ("মাতাপিত্রোস্তু সূতকম্")। এখানে যে 'তু' শব্দটী রহিয়াছে তাহা অধিক সঙ্গত হয়। এই 'সূতক' শব্দটী অশৌচবাচক নহে; কিন্তু উহা লক্ষণা দ্বারা 'সূতক' সম্পর্কিত অশৌচবোধক হইয়া থাকে। আবার ঐ লক্ষণা দ্বারাই এখানে পদান্তরের সাহচর্য্যে অস্পৃশ্যতারূপ অর্থ বোধিত হওয়াই সঙ্গত। কারণ, ঐ 'সূতক'শব্দটী দ্বারা যদি কেবলমাত্র সমগ্র অশৌচই বোধিত হইত তাহা হইলে এখানে "সূতকং মাতুরেব" এরূপ না বলিয়া "অশৌচং মাতুরেব" এইভাবে 'অশৌচ' পদটীরই প্রয়োগ করিতেন। আর তাহা হইলে অন্য স্মৃতিতে যে 'তিন দিন অস্পৃশ্য থাকে' এইরূপ বলা হইয়াছে এবং এখানে তাহার অভাব বলা হইতেছে ইহাতে উভয় ব্যবস্থার বিকল্প হইয়া পড়ে। মাতা এবং পিতার মধ্যে পিতার অস্পৃশ্যতারই বিকল্প হয়। পিতা "উপস্পৃশ্য"=স্নান করিয়াই শুচি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা ঐ অশৌচবিষয়ক অঙ্গাস্পৃশ্যতাবিধির উপক্রম মাত্র; যেহেতু পরে যে শ্লোকটী বলা হইবে তাহাতে পিতারও অস্পৃশ্যতা যে তিন দিনই থাকে তাহা নির্দ্দেশ করা হইবে। ৬১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(পুরুষ মানুষ মৈথুনকালে শুক্র ত্যাগ করিবার পর স্নান করিলে তবেই শুদ্ধ হয়। সুতরাং যে স্থলে বীর্য্যদ্বারা অপত্য-উৎপাদন সম্বন্ধ রহিয়াছে সেখানে তিন দিন অশুচিত্ব না হইবে কেন? অর্থাৎ পুত্র জন্মিলে বীজপ্রদ পিতার তিন দিন অস্পৃশ্যতা থাকিবে।)

(মেঃ)—পুত্র জন্মিলে পিতার পক্ষে যে তিন দিন অস্পৃশ্যতা ঘটে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। আর ইহা দ্বারা, পূর্ব্বশ্লোকে যে স্নানসম্পাদ্য শুদ্ধির বিধান দেওয়া হইয়াছে তাহারই অনুমোদন (সমর্থন) করা হইল। এভাবে ঘুরাইয়া বলিবার প্রয়োজন কি, এইরূপ যদি প্রশ্ন করা হয় তাহা হইলে তদুত্তরে বক্তব্য,—ইহা বিধেয়রূপে নির্দ্দেশ নহে, কিন্তু ইহা একটী বিধিবৎ প্রতীয়মান অর্থবাদ (ইহাকে বলে 'বিধিবন্নিগদ')। "জর্ত্তিল যবাগূ দ্বারা হোম করিবে" এই শ্রুতিবচনের জর্ত্তিল নামক শস্যটীর যেমন বিধিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (অথচ তাহা বিধি নহে, কিন্তু অর্থবাদ—ইহা মীমাংসাদর্শনের ১০।৮।৭ সূত্রে ৪র্থ অধিকরণে বিচারিত হইয়াছে) ইহাও সেইরূপ। "নিরস্য তু পুমান্ শুক্রম্"=মৈথুনধর্ম্মে সংযুক্ত হইয়া পুরুষ শুক্র ত্যাগ করিবার পর "উপস্পৃশ্য"=স্নান করিয়া "শুধ্যতি"=শুদ্ধ হয়। অতএব "বৈজিকাৎ অভিসম্বন্ধাৎ",—। 'বীজ' যাহার নিমিত্ত (কারণ) তাহা বৈজিক; 'অভিসম্বন্ধ' অর্থ অপত্য উৎপত্তি (সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া)। অতএব সেরূপ স্থলে "ত্র্যহম্"=তিনদিন ব্যাপী "অঘং" =অশৌচ "ন অনুরুন্ধ্যাৎ"=কেন না হইবে? শুক্রত্যাগ করিবার পর স্নান না করিলে যে প্রকার অশুচিত্ব হয় সন্তানপ্রসব হইলে ঠিক সেইরূপ অশৌচ হয় না, কিন্তু ত্র্যহ-অশৌচ হইয়া থাকে। এখানে এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধটীকে ত্র্যহাশৌচ বিধির অর্থবাদরূপে অনুবাদ করা হইয়াছে। এইজন্য এখানে "উপস্পৃশ্য" ইহার অর্থ স্নান বুঝাইতেছে, কিন্তু ইহার অর্থ 'আচমন' নহে; যেহেতু এসম্বন্ধে এইরূপ অন্যস্মৃতিবচন আছে—"যে ব্যক্তি মৈথুন সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে (স্ত্রীসংসর্গ করিয়াছে) তাহার শুদ্ধির জন্য স্নান বিহিত"। কেহ কেহ বলেন, পুত্র জন্মিলে সে দিনটীতে স্পৃশ্যতাই থাকে। এইজন্য শঙ্খ বলিয়াছেন "কাহারও পুত্র প্রসূত হইলে যতক্ষণ তাহার নাড়ীচ্ছেদন না হয় ততক্ষণ মাত্র সেই দিনের জন্য তাহার নিকট হইতে গুড়, তিল, স্বর্ণ, বস্ত্র, প্রাবরণ (গায়ের কাপড়), গরু এবং ধান এই সমস্ত প্রতিগ্রহ করিতে (দান লইতে) দোষ নাই—ইহা কেহ কেহ বলেন"। "সেই কারণে সেই দিনটী তাহার পক্ষে পুণ্যদিবস; তাহা পিতৃগণের প্রীতি বর্দ্ধিত করে; পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করিতে হয় বলিয়া ঐ দিন সেই পুত্রবান্ লোকটী দোষগ্রস্ত অর্থাৎ অশুচি বা অস্পৃশ্য হয় না"। এইজন্য ঐ দিবসে কেহ কেহ পিতৃগণের শ্রাদ্ধও করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা এই কথাই জানা যাইতেছে যে ঐ দিনে পিতার পক্ষে মোটেই অশৌচ থাকে না। কাজেই এরূপ স্থলে এই দুইটী স্মৃতিবচনের বিকল্পই হয়; আর ইহা ব্যবস্থিত বিকল্পই হইবে; যাঁহাদের ঐ প্রকার 'বৃত্ত' অনুষ্ঠান আছে তাঁহাদের ঐ দিন অশৌচ থাকিবে না; আর যাহারা ঐভাবে 'বৃত্তস্থ' নয় তাহাদের অশৌচ এবং অস্পৃশ্যতাই থাকিবে। ৬২

(সমানোদক ব্যক্তিরা শবস্পর্শ করিয়া তাহার স্নানালংকারাদি সম্পাদন করিলে তিনগুণ ত্রিরাত্র অর্থাৎ নয় দিন এবং এক দিন ও রাত মোট দশ দিন অশৌচের পর শুদ্ধ হইবে তাহা না হইলে তিন দিনে শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—"ত্রিভিঃ ত্রিরাত্রৈঃ"=তিনটী ত্রিরাত্রি অর্থাৎ নয় দিন, "একেন অহ্না রাত্র্যা চ"=এবং একটী অহোরাত্রি; এইরূপে দশ দিন হয়। ছন্দের অনুরোধে এইভাবে ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে। "শবস্পৃশঃ"=শবের (মৃতব্যক্তির) স্নান এবং প্রসাধন যাহারা করিয়া দেয়। কারণ অন্যান্য শব-বাহকগণের কেবলমাত্র স্নান করিলেই অশুচিতা দূর হয়, ইহা বলিয়া দিবেন। "প্রেতাহারৈঃ সমম্" ইত্যাদি স্থলে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবেন। যাহারা সমানোদক কিংবা যাহারা পারিশ্রমিক লইয়া শব-সৎকার করে তাহাদের পক্ষেই এই দশ দিন অশৌচবিধি। কিন্তু কোন নিঃস্ব ব্যক্তির সৎকার করিলে তাহার সম্বন্ধে অন্য স্মৃতিতে এইরূপ বিধান দেওয়া আছে, যথা,—"যাহারা মৃত নিঃস্ব স্বজাতীয় ব্যক্তিগণকে সৎকার করে তাহাদের কোন অশুভ নাই, তাহাদের কোন অশৌচ নাই, কারণ তাহারা বড় ভাল কাজ করিতেছে। জলে অবগাহন স্নান দ্বারাই তাহারা সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ হইয়া যায়"। আর "অসপিণ্ড দ্বিজতিকে" ইত্যাদি বচনে যাহা বলা হইয়াছে সে সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা সেইখানেই বলিব। "উদকদায়িনঃ" ইহার অর্থ 'যাহারা সমানোদক'। তাহাদের

১১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পক্ষে "পৃথক্‌পিণ্ডে চ সংস্থিতে" ইত্যাদি বচনে সদ্যঃশৌচের বিধানও বলা হইবে। কাজেই ইহার সহিত তাহার বিকল্প হইবে। সপিণ্ডগণের মধ্যে ইহা বিধান; ইহাতে 'বৃত্ত-স্বাধ্যায়' সাপেক্ষতা নাই। ৬৩

(শিষ্য মৃত গুরুর প্রেতসংস্কার কার্য্য করিলে সেরূপ স্থলে প্রেতাহার ব্যক্তিগণের ন্যায় অর্থাৎ ঐ প্রেতের সপিণ্ডাদির ন্যায় সেও দশ রাত্র অশৌচের পর শুদ্ধ হয়।)

(মেঃ)—'পিতৃমেধ' ইহার অর্থ 'অন্ত্যেষ্টি'। কেহ কেহ বলেন 'পিতৃমেধ' ইহা দ্বারা প্রেতের ঔর্দ্ধ্বদেহিক সকল কর্ম্মই লক্ষিত হইয়াছে। সেই কর্ম্ম করিলে শিষ্য দশ রাত্র অশৌচে শুদ্ধ হয়। গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারীর পক্ষেও এই বিধানটী অবশ্যই প্রয়োজ্য। "প্রেতাহারৈঃ সমং"= যাহারা প্রেত (মৃত) ব্যক্তিকে আহরণ করে অর্থাৎ শ্মশানে বহিয়া লইয়া যায় তাহাদের যেরূপ 'দশরাত্র' অশৌচ, শিষ্যেরও সেইরূপ। ৬৪

(গর্ভস্রাব হইলে সেই নারী যত মাসের গর্ভ ততদিন অশুচি থাকে, তাহার পর শুদ্ধ হয়; সাধ্বী নারী রজস্বলা হইলে রজোনিবৃত্তির পর স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়।)

(মেঃ)—গর্ভস্রাবস্থলে কেবল সেই স্ত্রীলোকটীই গর্ভমাসের সমসংখ্যক দিনে শুদ্ধ হয়, ইহা বলাই সঙ্গত। কারণ, সেই স্ত্রীলোকটীর কথাই এই বচনটীতে বলা হইয়াছে। আর এস্থলে সপিণ্ডগণের শুদ্ধিব্যবস্থা কিরূপ তাহা অন্য স্মৃতি এবং লোকাচার হইতে নিরূপণ করা উচিত। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন 'সপিণ্ডগণের তিন দিন অশৌচ হয়'। যথা,—"দুই বৎসরের কম বয়সের বালক মারা গেলে কিংবা গর্ভপাত ঘটিলে ত্রিরাত্র অশৌচ"। গর্ভের তিন মাসের পর দশম মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (নবম মাস পর্য্যন্ত) গর্ভ পতন হইলে তাহাকে 'গর্ভস্রাব' বলে। কেহ কেহ বলেন নবম মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ অষ্টম মাস পর্য্যন্ত হইলে তাহা 'গর্ভস্রাব' হইবে। যাহার কাল পূর্ণ হয় নাই তাহা যদি গর্ভ হইতে পড়িয়া যায় তবে তাহাকে 'স্রাব' বলা হয়। সুতরাং কেবল দ্রব পদার্থের পতনই যে স্রাব তাহা নহে। গৌতমও গর্ভ-বিস্রংসন (গর্ভস্রাব) সম্বন্ধে বলিয়াছেন "যত মাসের গর্ভ স্ত্রীলোকটীর তত রাত্রি অশৌচ" হইবে।

"সপ্তম মাসীয় হইলে জীব হয়—অবয়ব সকল প্রকাশ পায়"; কাজেই সপ্তম মাসে পাত হইলে স্ত্রীলোকটীর পূর্ণ অশৌচই হইবে। বস্তুতঃ গর্ভপাতে জীবিত অবস্থায় নির্গত হইলে সেখানেই এই বিধানটী প্রয়োজ্য হওয়া সঙ্গত; আর তাহা যদি না হয় তাহা হইলে মাস-সমসংখ্যক দিবস অশৌচ হইবে, ইহাই ব্যবস্থা। এই বচনটীতে এখানে বলা হইয়াছে যে, রজোনিবৃত্তি হইলে স্নানের পর শুদ্ধ হয়; কিন্তু অন্য স্মৃতিবচনে বলা হইয়াছে রজোদর্শনের তিন দিন পরে শুদ্ধি জন্মে। এরূপস্থলে (বচনদ্বয়ের বিরোধ ঘটায়) ব্যবস্থাটী হইবে এইরূপ;—তিন দিন পর্য্যন্ত শুদ্ধি থাকিবে না, রজোনিবৃত্তি হইলেও। আবার তিন দিনের পরে রজোনিবৃত্তি না হইলেও শুদ্ধ হইবে। তবে কিন্তু এখানে যখন "বিশুধ্যতি" বলিবার পর পুনরায় "সাধ্বী" এই বিশেষণটী বলা হইয়াছে তখন ইহা হইতে এই কথাই বুঝা যাইতেছে যে, যতক্ষণ না রজোনিবৃত্তি হয় ততক্ষণ বৈদিক কর্ম্মে অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাকে স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ এরূপ নহে। এইজন্য অন্য স্মৃতিতে বলা হইয়াছে "রজস্বলা নারী প্রথম চার রাত্রি (চার দিন) নিন্দিত অর্থাৎ অস্পৃশ্য"। অতএব মূল শ্লোকটীর অন্বয়ার্থ হইবে এইরূপ, রজস্বলা নারী রজোনিবৃত্তি হইলে 'সাধ্বী' অর্থাৎ শুদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রীয়কর্ম্মের যোগ্যা হইবে। এখানে "স্ত্রী" এই পদটীর প্রয়োগ দ্বারা এই কথা বোধিত হইয়াছে যে, সকলবর্ণের নারীর পক্ষেই এই নিয়ম প্রয়োজ্য। কারণ, আগেকার শ্লোকগুলিতে ব্রাহ্মণের পক্ষেই বিধি নির্দ্দেশ করা হইতেছে, এইভাবেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; সুতরাং এখানেও ব্রাহ্মণ-জাতীয় নারীর পক্ষেই এই প্রকার ব্যবস্থা বলা হইতেছে, এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। এইজন্য তাহা নিরাস করিবার নিমিত্ত এখানে 'স্ত্রী' এই শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে। (সুতরাং সকলজাতির স্ত্রীর পক্ষেই এই একই বিধি)। ইহার পরবর্ত্তী স্থল সকলেও যেখানে (কোন বিশেষ বর্ণ সম্বন্ধে) বিশেষ প্রমাণ উল্লিখিত না হইবে সেখানেও সেই বিধিগুলি যে সর্ব্ববর্ণের প্রতি সাধারণভাবে প্রয়োজ্য তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহার উদাহরণ যেমন "নৃণামকৃতচূড়ানাম্"=যে সমস্ত পুরুষের চূড়া কর্ম্ম করা হয় নাই ইত্যাদি। (এখানে সকল বর্ণের পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।) ৬৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যে সমস্ত পুরুষের অর্থাৎ বালকের চূড়াকরণ করা হয় নাই তাহাদের মৃত্যুতে একরাত্রি অশৌচে শুদ্ধি হইবে। কিন্তু চূড়াকর্ম্ম যাহাদের নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাদের মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচের পর শুদ্ধি জন্মিবে, ইহা স্মৃতিসম্মত।)

(মেঃ)—এখানে "নৃণাম্" ইত্যাদি স্থলে "কর্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে 'কর্ত্তায় ষষ্ঠী' হইয়াছে, ইহা কাহারও কাহারও মত। যাহার 'চূড়াকর্ম্ম' করা হয় নাই সেই বালকটী শুদ্ধ হইবে একদিন অশৌচে। এইরূপ, অশৌচবিষয়ক অপরাপর ত্র্যহাদি পক্ষগুলি বয়স এবং অবস্থা অনুসারে প্রয়োজ্য হইবে, এইভাবে 'একীয় মত' (এক পণ্ডিত সম্প্রদায় বিশেষের মত) নিৰ্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানকার এই শ্লোকের এই দুইটী বাক্য তাহারই ব্যবস্থা-নির্দ্দেশক; (ইহা এক দলের মত)। অপরাপর পণ্ডিত সম্প্রদায় বলেন যে, এখানে 'সম্বন্ধে ষষ্ঠী' হইয়াছে। সম্বন্ধী পদটীর অধ্যাহার করিতে হইবে। সুতরাং "অকৃতচূড়ণাম্" ইহার অর্থ যাহাদের চূড়া-কর্ম্ম করা হয় নাই তাহারা মৃত হইলে তাহাদের যাহারা সপিণ্ড তাহাদের পক্ষেই ঐরূপ অশৌচ ব্যবস্থা। ইহার মধ্যে এই শেষের পক্ষটী (মতটী) লোকাচার-সংগত। আবার অন্য স্মৃতিতে এরূপ স্থলে সদ্যঃশৌচেরও বিধান দেওয়া হইয়াছে। তবে সেক্ষেত্রে ঐরূপ ব্যবস্থার প্রয়োগস্থল কি তাহাও সেখানেই দেখান হইয়াছে; যথা,—"দন্ত জন্মিবার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত অবস্থায় বালক মারা গেলে সদ্যঃশৌচ হয়, চূড়াকরণের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত একদিন অশৌচের পর শুদ্ধি এবং চূড়াকর্ম্ম হইবার পর বালক মৃত হইলে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে"। ৬৬

(দুই বৎসরের কম বয়সে বালক মারা গেলে তাহার বান্ধবগণ তাহাকে অলংকৃত করিয়া শুদ্ধ ভূমিতে গ্রামের বাহিরে যেখানে অস্থি নাই এমন জায়গায় মাটিতে পুতিয়া রাখিবে।)

(মেঃ)—যে জাত বালকের চূড়াকরণ সংস্কার করা হয় নাই তাহার ন্যূন দুই বৎসর গত হইলে অর্থাৎ পূর্ণ দুই বৎসর গত না হইলে তাহাকে 'ঊনদ্বিবার্ষিক' বলা হয়। সেই বালক মৃত হইলে তাহার বান্ধবগণ তাহাকে গ্রামের বাহিরে "নিদধ্যুঃ"=মাটী খুঁড়িয়া পুতিয়া রাখিবে। অন্য স্মৃতিতে এখানে "নিখনেৎ" এইরূপ পাঠ আছে। "অলংকৃত্য"=মৃতব্যক্তির উপযুক্ত অলংকারে ভূষিত করিয়া। যদিও এখানে 'ঊনদ্বিবর্ষ' মৃত বালকের পক্ষেই অলংকার দিবার বিষয় উক্ত হইয়াছে তথাপি লোকাচার অনুসারে কৃতোপনয়ন বালকেরও অলংকার করা হইতে পারে, বুঝিতে হইবে। "শুচৌ" ইহার অর্থ—যেখানের মাটীতে অস্থি প্রভৃতি নাই। যেখানে অস্থি সঞ্চিত না হওয়ায় ভূমিটী শুদ্ধ সেখানে তাহাকে পুতিয়া রাখিবে। শ্মশান-ভূমিতে চারিদিকে অস্থি সঞ্চিত থাকে। এইজন্য এই বচনটীতে বলা হইতেছে সেখান থেকে অন্য জায়গায় পুতিয়া রাখিবে। কিন্তু 'তাহার অস্থিসঞ্চয় করিবে না' ইহা এই বাক্যটীর অর্থ নয় অর্থাৎ এই বাক্যটীতে অস্থিসঞ্চয় করিতে নিষেধ করা হয় নাই; কারণ ঐ প্রকার বয়সের বালকের অস্থিসঞ্চয় কর্ম্মটীর প্রাপ্তিই নাই, যেহেতু তাহার অগ্নিসংস্কার নাই। (সুতরাং অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রতিষেধ হয় না বলিয়াই এখানে তাহার নিষেধ করা হইতেছে, এরূপ অর্থ করা সংগত নহে।) ৬৭

(তাহার অগ্নিসংস্কার কর্ত্তব্য নহে এবং উদকক্রিয়া অর্থাৎ তর্পণও করণীয় হইবে না। অরণ্যমধ্যে যেমন কাষ্ঠখণ্ডকে পরিত্যাগ করা হয় সেইভাবে ত্যাগ করিয়া তিন দিন নিষ্ক্রিয় থাকিবে—শাস্ত্রবিহিত কোন কর্ম্ম করিবে না।)

(মেঃ)—"কাষ্ঠবৎ"—ইহা দ্বারা বলা হইল যে, তাহার প্রতি নিরপেক্ষ অর্থাৎ মমতাশূন্য হইবে। তাহার শ্রাদ্ধও কর্ত্তব্য নহে তর্পণও বিহিত নহে। এখানে যদিও শ্রাদ্ধ করিবার নিষেধ এই বচনটীর মধ্যে নাই তথাপি উদকক্রিয়া (তর্পণ করা) যখন নিষিদ্ধ হইয়াছে তখন উহা দ্বারাই শ্রাদ্ধেরও নিষেধ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, কারণ শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের মধ্যে অংগাংগিভাব রহিয়াছে। (তর্পণ শ্রাদ্ধের অংগ।) কাজেই শিষ্টাচারমধ্যে যে ঐরূপ বালকের শ্রাদ্ধ নিষেধ আছে তাহা এখানে 'লিংগ' (তর্পণ নিষেধের সামর্থ্য) হইতে ধরিয়া লইতে হইবে। এখানে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, অন্য স্মৃতিমধ্যে যে নিখনন করিবার (পুতিয়া রাখিবার) নির্দ্দেশ আছে দেখা যায় ইহা তাহার নিষেধ বলা হইতেছে। এরূপ হইলে কিন্তু (স্মৃতিদ্বয়ের বিরোধ হইতেছে বলিয়া)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিকল্পই হইবে। (মাটিতে পুতিয়া রাখিবে অথবা মাটীর উপরে কাষ্ঠের ন্যায় শুয়াইয়া রাখিবে)। "ক্ষপেত" ইহার অর্থ উদাসীন অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় থাকিবে—শাস্ত্রোক্ত কোন কর্ম্ম করিবে না। ৬৮

(তৃতীয় বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে সেই অবস্থায় মৃত বালকের বান্ধবগণ তাহার উদকক্রিয়া করিবে না। অথবা জাতদন্ত বালকের কিংবা যাহার নামকরণ হইয়াছে তাহার উদকক্রিয়া করিতে পারিবে।)

(মেঃ)—এখানে "আ-ত্রিবর্ষস্য" ইহার অর্থ তৃতীয় বৎসর পর্য্যন্ত ঐ প্রতিষেধ, কিন্তু চতুর্থ বৎসর বয়সে ঐ উদকক্রিয়াটী নিষিদ্ধ নহে। এইজন্যই কেহ কেহ এখানে "নাত্রিবর্ষস্য কর্ত্তব্যা ত্রিবর্ষাদেঃ" এইভাবে 'আদি' শব্দটী গ্রহণ করেন। ("ত্রিবর্ষাদেঃ"=ত্রিবর্ষ=তৃতীয় বৎসর হইয়াছে আদিতে যাহার তাহা; ইহা দ্বারা 'চতুর্থ বৎসর'কে বুঝায়, কারণ চতুর্থ বৎসরেরই আদিতে তৃতীয় বৎসর)। লোকাচারও এইরূপ। "জাতদন্তস্য বা কুর্য্যুঃ"=যাহার দন্ত জন্মিয়াছে বান্ধবগণ তাহার উদকক্রিয়া করিতে পারে। এখানে এপক্ষে অগ্নিসংস্কার করাও অনুমোদিত; কারণ উভয়ের সাহচর্য্য রহিয়াছে (ইহাদের একটী থাকিলে অপরটীও থাকে, এই প্রকার সহচারিতা আছে)। আচ্ছা, এরূপস্থলে অগ্নিসংস্কার এবং উদকক্রিয়া করা না করার বিকল্প যে হইতেছে তাহা ত ইচ্ছাধীন (ইহা ইচ্ছাবিকল্প—ব্যবস্থিতবিকল্প নহে); সুতরাং ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে গেলে তাহাতে পরিশ্রম, বিত্তক্ষয় প্রভৃতি আছে। তাহা কি কেহ করিতে যায়? অতএব উহা করিবার উপদেশ দেওয়া ব্যর্থ। ইহার উত্তরে বক্তব্য;—এই যে অনুষ্ঠান ইহা পিতামাতার পক্ষে; আর তাহা সর্ব্ববিধ ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র প্রকার। মৃতের উপকারের জন্যই ঐরূপ করা হয়। ইহা নৈমিত্তিক, সুতরাং ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য, একথা আগেই বলা হইয়াছে। আর সেই অবশ্যকর্ত্তব্যতার যে নিষেধও আছে তাহা এখান থেকে বুঝা যাইতেছে। এই উদকদানাদি দ্বারা যে মৃতের উপকার সাধনও হয়, তাহা এগুলি করিবার অনুমতি দেওয়া হইতেই বোধিত হইতেছে। তবে এরূপ বালকের উদ্দেশে যদি উহা করা না হয় তাহা হইলে বিধি-লঙ্ঘন করা হয় না, (প্রত্যবায় নাই), কিন্তু ঐগুলি করিলে মৃতের উপকার হয়। এইভাবে ব্যবস্থা স্বীকার করিলে এখানে বিধি ও নিষেধের মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটে না। ৬৯

(যাহারা একই বেদশাখা অধ্যয়ন করে তাহারা কেহ মৃত হইলে এক দিন অশৌচ পালন করা স্মৃতিসম্মত। যাহারা সমানোদক তাহাদের সন্তান জন্মিলে তিন দিন অশৌচের পর শুদ্ধি হয়।)

(মেঃ)—'সব্রহ্মচারী' অর্থ যাহারা একই বেদশাখা অধ্যয়ন করে। এজন্য এখানে রূঢ়ি অনুসারে উহার অর্থ সমানোদক বলিয়া বুঝিতে হইবে। যাহারা সপিণ্ড তাহাদের পর হইতেই উহা গ্রহণীয়। (যাহারা সপিণ্ডতার বহির্ভূত সব্রহ্মচারী; সুতরাং তাহারা সমানোদকই হয়)। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে জন্ম এবং মৃত্যু নিবন্ধন তিন দিন অশৌচ। এখানে অন্য স্মৃতি অনুসারে সমানোদকগণের সদ্যঃশৌচও বিকল্পিতভাবে গ্রহণীয় হইতে পারে। ৭০

(স্ত্রীলোক যদি সংস্কৃত অর্থাৎ বিবাহিত না হইয়া বাগ্‌দত্তা থাকিয়া মৃত হয় তাহা হইলে তাহার পতিপক্ষীয় বান্ধবগণ তিন দিন অশৌচে শুদ্ধ হইবে, এবং তাহার পিতৃপক্ষীয় সপিণ্ডগণও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে তিন দিন অশৌচে শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—'অসংস্কৃত' ইহার অর্থ যে নারীকে কেবল কথা দিয়া পত্নীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে কিন্তু বিবাহ হয় নাই সেইরূপ স্ত্রীলোকের মরণে তাহার "বান্ধবাঃ"=স্বামীর বংশের সপিণ্ডগণ তিন দিন অশৌচে শুদ্ধ হয়। আর তাহার "সনাভয়ঃ"='সনাভিগণ' অর্থাৎ পিতৃবংশীয় সপিণ্ডগণ "যথোক্তেন কল্পেন"=পূর্ব্বে "নির্ব্বৃত্তচৌড়কানাম্" ইত্যাদি বচনে যেরূপ বলা হইয়াছে সেই অনুসারে তিন দিন অশৌচে শুদ্ধ হইবে; কারণ সেখানে জাতিরই অধিকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (কাজেই স্ত্রীত্ব পুংস্বরূপ লিঙ্গ সেখানে বিবক্ষিত নহে)। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ ব্যবস্থা বলিয়াছেন যে, ঐ নারীর সহোদরগণের দশরাত্রি অশৌচের পর শুদ্ধি। তাঁহাদের অভিপ্রায় এইরূপ,—। আট বৎসর বয়সের কন্যাকে সম্প্রদান করিবার বিধান বলা আছে। আর, যে কন্যা দত্তা হইয়াছে অর্থাৎ বিবাহিত হইয়াছে তাহাকে 'নির্ব্বৃত্তচৌড়' বলিয়া উল্লেখ করা হয় না; যেমন যাহার উপনয়ন হইয়া গিয়াছে তাহাকে আর 'নির্ব্বৃত্তচৌড়' বলা হয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

না। কাজেই সেরূপস্থলে অশৌচের অন্য কোন বিকল্প যখন উপদিষ্ট হয় নাই তখন (সাধারণভাবে প্রাপ্ত) দশাহাশৌচ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। অন্য কেহ কেহ আবার এরূপস্থলে "অদত্তাকন্যা এবং বালক ইহাদের মৃত্যুতে এক দিন অশৌচে শুদ্ধি জন্মে" এই বচনটীকে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করেন। তাহারা উহার ব্যাখ্যাও এইরূপ বলেন, পনর বৎসর বয়সেও যে স্ত্রীলোক বিবাহিত না হইয়া 'অদত্তা' অবস্থাতেই থাকে তাহার মৃত্যুতে সেই একটী দিন মাত্রই অশৌচ। কারণ "অহস্ত্বদত্তকন্যাসু" এখানে ঐ বিধিটীর মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া অধিকদিন অশৌচ পালন করিতে গিয়া কালক্ষেপ করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদের এই উক্তির উত্তরে বক্তব্য,—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ঐ বচনটীতে যে "বালেষু" এই পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে ইহার অর্থ কি? কারণ, 'যোগ-বিভাগ' নিয়ম অনুসারে আগেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে "আ দন্তজন্মনঃ সদ্যঃ"=দন্ত জন্মিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবস্থায় মরণে সদ্যঃশৌচ। আর এখানকার "অহস্ত্বদত্তকন্যাসু" এই বচনটী দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "আ দন্তজন্মনঃ" ইত্যাদি বচনটীর বাধ স্বীকার করা ত সংগত নহে; কারণ, "অহস্ত্বদত্তকন্যাসু" এই বচনটী সামান্য বিধিস্বরূপ, আর "আ দন্তজন্মনঃ" এটী বিশেষ বিধিস্বরূপ। উহা দ্বারা বিশেষ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব এই দুইটী বচনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে এই কথাই বলিতে হয় যে, এই একাহ অশৌচটী স্বতন্ত্রভাবে বলা হইলেও চূড়াকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই উহার বিষয় ব্যবস্থিত হইবে, যেহেতু সামান্যমাত্রই বিশেষসাপেক্ষ। (কাজেই ইহা সামান্যরূপে অর্থাৎ সাধারণভাবে বলা হইলেও একটী বিশেষ অর্থে উহার পর্য্যবসান করিতে হইবেই। এজন্য, উহা চূড়াকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়েরই বিধি)। অতএব এই যে "অহস্ত্বদত্তকন্যাসু" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধ ইহা 'অনার্ষ' (ইহা ঋষিপ্রণীত নহে) বলিয়াই মনে হয়। এটীকে স্পর্শবিষয়ক বচন বলিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত। কারণ জননাশৌচ এবং মরণাশৌচে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ন্যায় ছোট ছেলেদেরও স্পর্শ-নিষেধ আছে। আর সেরূপস্থলের ব্যবস্থারূপে এই কথা বলা হইতেছে যে "অদত্তা কন্যা এবং বালক ইহাদের বিশোধন অর্থাৎ স্পৃশ্যতা একদিন অশৌচের পর ঘটে"। আর, এইরূপ অর্থ করা হইলে ঐ বচনটীর 'অদত্তকন্যাসু' এবং 'বালেষু' এইস্থলে 'বিষয়সপ্তমী' হইয়াছে ধরা হয়। উহাও সংগত, কারণ উহাও কারকবিভক্তি। তাহা না বলিলে এখানে পদান্তর অধ্যাহার করিয়া ইহাকে 'ভাবে সপ্তমী' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। তখন উহার অর্থ এইরূপ দাঁড়ায়—'বালক মৃত হইলে জীবিত ব্যক্তিদের ঐভাবে শুদ্ধি হয়'।

আর এই বচনটী দ্বারা এমন অর্থও সিদ্ধ হইতে পারে না যে মৃত বালককে স্পর্শ করা প্রভৃতিতে অশৌচ জন্মে। কারণ, এই বচনটীর অর্থ একটী অন্য বিষয় সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া যাইতেছে। আর মৃত বালকটী মাটীচাপা থাকে বলিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার কথাই উঠিতে পারে না। যদি বলা হয়, বচনটীতে যখন অবিশেষভাবে অর্থাৎ সাধারণভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে তখন এই প্রকার বিশেষ অর্থ গ্রহণ করা হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, "তাহার আচমনবিধি আছে" ইত্যাদি বচনের সন্নিহিত বলিয়া ঐ প্রকার স্পর্শও প্রতীত হইতেছে। এইজন্য যদি কোন বালক রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করে তাহা হইলে তাহাকেও স্পর্শ করা লোকাচারসম্মত নহে। আর এরূপ স্থলে ইহার বিশেষণ হইবে। গৌতমও তাঁহার স্মৃতিমধ্যে উহা বলিয়াছেন। ইহাকে আধান করাই সংগত। অতএব লক্ষণা দ্বারা আধানকাল বোধিত হইতেছে, ইহা বলাই সংগত। (ভাষ্যের এই অনুচ্ছেদ অংশটী অসংলগ্ন; পাঠ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে মনে হয়।) ৭১

(পূর্ণ মৃতাশৌচস্থলে তিন দিন 'অক্ষারলবণ' ছাড়া অন্য লবণ খাইবে না, তিন দিন ডুব দিয়া স্নান করিবে, অশৌচমধ্যে মাংস ভক্ষণ করিবে না এবং সকলে ভূমির উপর পৃথক্ পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিবে।)

(মেঃ)—'ক্ষারলবণ'—যবক্ষার (সোহাগা) প্রভৃতি পদার্থ ক্ষার; লবণ='সৈন্ধব' প্রভৃতি লবণ; তাহা খাইবে না। অথবা এখানে 'ক্ষার' শব্দটী লবণের বিশেষণ (সুতরাং 'ক্ষার লবণ খাইবে না', ইহা বলা হইল)। অতএব সৈন্ধব লবণ খাওয়া নিষিদ্ধ নহে। "নিমজ্জেয়ুঃ"=নিমজ্জন করিবে। নিমজ্জন বলিতে নদী, সরোবর প্রভৃতিতে অবতরণ করিয়া স্নান; কিন্তু তৎকালে অংগপরিঘর্ষণ (গা-রগড়ান) প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। (এগুলি তিন দিনই পালন করা কর্ত্তব্য বটে তবে) মাংস ভোজনটী সমগ্র অশৌচ কাল মধ্যেই বর্জ্জনীয়; যে হেতু অন্যস্মৃতিমধ্যে ঐভাবেই উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেই স্মৃতিবচনটী এইরূপ,—"স্ত্রী সংসর্গ করিবে না, স্নানকালে অংগ পরিঘর্ষণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিবে না, মাংস ভোজন করিবে না"। গৃহ্যসূত্রকার আবার বলিয়াছেন, "তিন দিন না খাইয়া থাকিবে, অসমর্থ হইলে ক্রীত (ক্রয় করা) দ্রব্য ভক্ষণ করিবে"। আর স্থণ্ডিলের (মেঝের) উপর অন্য ব্যক্তির সংস্পর্শরহিতভাবে শয়ন করিবে। মৃতাশৌচে এইরূপ বিধান। জননাশৌচেও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার কথা অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা আছে। ৭২

(মৃত ব্যক্তির সন্নিহিত থাকিলে অর্থাৎ কাছাকাছির মধ্যে থাকিলে মৃতাশৌচে এইরূপ বিধান পালনীয়। আর যদি সম্বন্ধিগণ কিংবা বান্ধবগণ তাহার সন্নিধানে অর্থাৎ নিকটে না থাকে তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসরণীয়।)

(মেঃ)—"সন্নিধৌ"=নিকটে; যেখানে কোন লোক মারা যায় সেখানে সেই স্থানটী সন্নিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন মরণকালে যাহারা তাহার সন্নিহিত থাকে তাহাদের পক্ষেই এইরূপ বিধান। "সম্বন্ধিনঃ"=সমানোদক ব্যক্তিগণ; "বান্ধবাঃ"=সপিণ্ডগণ। অন্য কেহ কেহ আবার 'অসন্নিধান' অর্থে অন্য গ্রামে কিংবা অন্য নগরে অবস্থান বলেন। তাঁহাদের পক্ষে (বিধি কি তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকটীতে বলা হইতেছে)। ৭৩

(অশৌচের দশ দিনের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ যদি তাহার বিদেশস্থ সপিণ্ডকে মৃত বলিয়া শুনিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ দশ দিনের যে কয়টী দিন অবশিষ্ট থাকিবে সেই কয়দিন মাত্র তিনি অশুচি হইবেন)।

(মেঃ)—'বিদেশস্থ' এখানে বিদেশ শব্দটীর অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় গ্রামান্তর প্রভৃতি। "বিগতম্" ইহার অর্থ মৃত। "অনির্দশম্"=যাহার দশ দিন নির্গত (অতিক্রান্ত) হইয়া যায় নাই। ইহা উপলক্ষণ। কাজেই এরূপ স্থলে যাহার পক্ষে যেরূপ অশৌচ কাল নির্দ্দিষ্ট আছে তাহারই অবশিষ্ট দিনগুলি তাহার অশৌচ থাকিবে। "দশরাত্রস্য" (এটী না বলিলেও চলিত), ইহা শ্লোক পূরণ করিবার জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, জন্ম এবং মৃত্যু যে সময়ে হইয়াছে সেই সময় হইতেই অশৌচ সংঘটিত হয়। কাজেই অশৌচের যে দশাহ প্রভৃতি বিকল্পগুলি রহিয়াছে সেগুলি সেই সেই অশৌচের নিমিত্তস্বরূপ জন্ম-মৃত্যু যে দিন সংঘটিত হয় সেই দিন হইতেই গণনা করিতে হইবে, কিন্তু সপিণ্ড ব্যক্তিরা যখন তাহা জানিতে পারিল তখন থেকে দিন গণনা হইবে না। আর এই কারণে অশৌচের নিমিত্তস্বরূপ সূতকাদি যখন গৃহস্থ জানিতে পারে নাই কিন্তু অতিথি তাহা জানিতে পারিয়াছে তখনও সেই অতিথির পক্ষে ঐ গৃহস্থের অন্ন অভক্ষ্য হইবে। উভয় প্রকার অশৌচস্থলেই ঐভাবে নিমিত্তটীর উৎপত্তিই অশৌচের অবধি। দশাহাশৌচিগণের ঐ নিমিত্তটী শ্রবণের পর থেকে যে কয়দিন অবশিষ্ট থাকে তাহাই অশৌচ। কিন্তু যাহাদের ত্রিরাত্রাশৌচ কিংবা একাহাশৌচ তাহাদের এরূপস্থলে শুদ্ধি জন্মিবে সবস্ত্র স্নান করিলে,—তাহারা সদ্যঃ শুচি হইবে। ৭৪

(ব্রাহ্মণের পক্ষে, মরণের পর দশ দিন কাটিয়া গেলে যদি মৃত্যুসংবাদ শ্রুত হয় তাহা হইলে সপিণ্ডগণের ত্রিরাত্রাশৌচ; কিন্তু এক বৎসর অতীত হইলে স্নান করিলেই শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—এখানে যদিও 'দশ দিন কাটিয়া গেলে' এইরূপ বলা হইয়াছে তথাপি (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি) যাহার পক্ষে যেরূপ 'দশাহ' প্রভৃতি পূর্ণ অশৌচকাল ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে তাহার পক্ষে সেই অশৌচকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলে তবেই ঐ 'ত্রিরাত্র' অশৌচ। কিন্তু যাহার 'ত্র্যহ' কিংবা 'একাহ' অশৌচ তাহার পক্ষে ঐ সময়টী অতীত হইয়া গেলে সবস্ত্রস্নানেই শুদ্ধি। এইজন্য আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে বলিয়া দিবেন "বস্ত্রসমেত স্নান করিয়া" ইত্যাদি। "সম্বৎসরে ব্যতীতে"=সম্বৎসর অতিক্রান্ত হইলে "স্পৃষ্টৈবাপঃ"=স্নান করিয়াই শুদ্ধ হইবে। "হাত-পা জলস্পৃষ্ট করিয়া" ইত্যাদি প্রকার বচন আছে; উহাতে যে সর্ব্বাঙ্গে জলস্পর্শ করিবার কথা বলা হইয়াছে সেটী স্নান ছাড়া আর কিছু নহে, উহা হইতে এইরূপ অর্থই প্রতীত হয়। ৭৫

(দশ দিনের পর জ্ঞাতির মৃত্যু কিংবা পুত্রের জন্ম সংবাদ শুনিলে ব্রাহ্মণ সবস্ত্র জলসিক্ত হইয়া অর্থাৎ স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়।)

(মেঃ)—'সমানোদক' ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহাই বিধি। যেস্থলে (অপঘাত-মৃত্যু প্রভৃতিতে) ত্র্যহ কিংবা একাহ অশৌচ সেখানে সপিণ্ডগণের পক্ষেও এই ব্যবস্থা। "সবাসাঃ" ইহার অর্থ সেই পরিহিত বস্ত্রসমেত। "জলমাপ্লুত্য" ইহার অর্থ স্নান করিয়া। ৭৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(বালক মারা গেলে কিংবা দেশান্তরস্থিত সমানোদক মৃত হইলে তাহার সমানোদক ব্যক্তিগণ বস্ত্রসমেত জলাবগাহন করিয়া সদ্যই শুদ্ধিলাভ করিবে।)

(মেঃ)—'বালক' ইহার অর্থ যাহার দন্ত জন্মে নাই। 'দেশান্তরস্থ, পৃথক্‌পিণ্ড এবং সংস্থিত' এই পদগুলি দ্বারা (বিশেষ্য-বিশেষণভাবে) একটী অর্থই বোধিত হইতেছে। 'পৃথক্‌পিণ্ড' ইহার অর্থ সমানোদক। সে দেশান্তরে থাকিয়া মারা গেলে সদ্যঃশৌচ। কিন্তু যদি নিকটে থাকিয়া মারা যায় তাহা হইলে "সমানোদকগণ তিন দিনে শুদ্ধ হয়" এইরূপ ব্যবস্থা হইবে, ইহা আগেই বলা হইয়াছে॥ ৭৭

(দশ দিন অশৌচের মধ্যে যদি অপর একটী জন্ম বা মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ততদিনই অশুচি থাকিবে যতদিন না সেই পূর্ব্বাশৌচটীর দশ দিন অতিক্রান্ত হয় অর্থাৎ এরূপস্থলে অশৌচ বাড়িবে না কিন্তু প্রথম অশৌচের অন্তেই শুদ্ধি হইবে।)

(মেঃ)—এখানেও এই যে 'দশাহ' বলা হইয়াছে ইহা উপলক্ষণরূপে স্ব স্ব পরিপূর্ণ অশৌচ কাল বুঝাইতেছে। যাহার পক্ষে যাহা অশৌচকাল তাহা পূর্ণ হইয়া যাইবার পূর্ব্বে যদি পুনরায় অপর একটী (সমানজাতীয়) অশৌচের 'নিমিত্ত' উপস্থিত হয় তাহা হইলে আগেকার সেই অশৌচটীর অবশিষ্ট দিনগুলি অতীত হইলেই শুদ্ধি জন্মিবে কিন্তু তাহার পরে অপর নিমিত্তটী যে দিন উপস্থিত হইয়াছে সেই দিন হইতে যে আবার দশাহ প্রভৃতি গণনা করিতে হইবে তাহা নহে (অর্থাৎ এরূপস্থলে আগেকার অশৌচের সহিতই পরবর্ত্তী অশৌচটীর অবসান ঘটিবে।) এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন "যদি সেই প্রথম অশৌচটীর মধ্যে পুনরায় একটী অশৌচ আসিয়া পড়ে তাহা হইলে আগেকার সেই অশৌচটীর অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়া গেলেই শুদ্ধ হইবে।" এখানে "মরণজন্মনী" এইরূপ সমাস থাকায় এখানে ক্রম গ্রহণ করিতে হইলে প্রয়াস করিতে হয় তাহা না হইলে ক্রমপ্রতীতি হয় না; এজন্য এখানে সমানজাতীয় অশৌচের মধ্যে সমানজাতীয় অপর একটী অশৌচের নিমিত্ত হইলে, এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হয়; যেহেতু লোকাচার এইরূপ। (বস্তুতঃ জননাশৌচমধ্যে যদি একটী পূর্ণ মৃতাশৌচ ঘটে তাহা হইলে এই নিয়ম খাটিবে না; সেরূপস্থলে ঐ পরবর্ত্তী মরণাশৌচের নিমিত্তটী অর্থাৎ মরণটী যেদিন ঘটিবে সেই দিন হইতে পুনরায় দশাহ প্রভৃতি গণনা করিতে হইবে)। কাজেই মরণাশৌচের মধ্যে যদি জননাশৌচ ঘটে তাহাতে এই নিয়ম খাটিবে, কিন্তু "মরণজন্মনী" ইহার বিপরীতক্রমে যদি অশৌচনিমিত্ত উপস্থিত হয় অর্থাৎ জননাশৌচের মধ্যে যদি মরণাশৌচ হয় তাহা হইলে এই নিয়মটী প্রয়োজ্য হইবে না। অতএব সাধারণভাবে নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে সমানজাতীয় অশৌচসঙ্করস্থলে ইহাই ব্যবস্থা। যেহেতু এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে এখানে (শ্লোকটীতে) যে "পুনঃ" শব্দটী রহিয়াছে তাহা এই সমানজাতীয় অশৌচসঙ্করপক্ষেই অধিক সার্থক হয়। এখানে যদিও 'বিপ্র' এইরূপ উল্লেখ আছে তথাপি ইহা অন্যান্য সকল বর্ণেরই উপলক্ষণ অর্থাৎ সকল বর্ণের পক্ষেই এই একই বিধান। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে অন্য স্মৃতিতে আবার একটী বিশেষ নির্দ্দেশ আছে। সেখানে বলা হইয়াছে—"অশৌচ সমাপ্ত হইতে যেখানে একদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে সেখানে সেই শেষ দিনটীতে যদি পুনরায় ঐরূপ একটী অশৌচনিমিত্ত ঘটে তাহা হইলে পূর্ব্ব অশৌচটীর আরও দুই দিন বাড়িয়া যাইবে, আর পূর্ব্বাশৌচটীর ঐ শেষ দিনটীর শেষরাত্রে অরুণোদয়কালে যদি ঐরূপ ঘটে তাহা হইলে অশৌচ তিন দিন বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু অপর একটী স্মৃতিবচন আছে, তাহাতে "এই ব্রাহ্মণের মৃত শরীর স্পর্শ করিলে দশ দিন অশৌচ" এইভাবে আরম্ভ করিয়া "যদি এই অশৌচের মধ্যে আর কেহ না মরে অথবা না জন্মে তাহা হইলে অশৌচের অবশিষ্ট দিনগুলির সমাপ্তিতেই শুদ্ধি জন্মিবে" এইরূপ উপসংহার করা হইয়াছে। এই স্মৃতিটী কিন্তু অশৌচের সমানজাতীয়তা এবং অসমানজাতীয়তারূপ পার্থক্য অনুমোদন করিতেছে না। ৭৮

(আচার্য্য মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়, এবং তাঁহার পুত্র কিংবা পত্নীর মৃত্যুতে অহোরাত্র অশৌচ—ইহাই ব্যবস্থা।)

(মেঃ)—'আচার্য্য' অর্থ যিনি উপনয়ন সম্পাদন করেন; তিনি 'সংস্থিতে'=মৃত হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ পালনীয় হইবে শিষ্যের পক্ষে। "তস্য"=সেই আচার্য্যের পুত্র কিংবা পত্নী মৃত হইলে অহোরাত্র অশৌচ (শিষ্যের)। ৭৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ যদি কোন কারণে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয় তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যুতে 'ত্রিরাত্র' অশৌচ; মাতুল, শিষ্য, ঋত্বিক্ এবং বান্ধব মরণে 'পক্ষিণী' অশৌচ।)

(মেঃ)—বেদশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে 'শ্রোত্রিয়' বলে। 'উপসম্পন্ন' অর্থাৎ বন্ধুত্ববশতঃ অথবা অন্য কোন প্রয়োজন বশতঃ যদি সঙ্গী হয় কিংবা শীলযুক্ত হয়,—। পূর্ব্বে (৭০ শ্লোকে) দেখা গেছে, 'সব্রহ্মচারী'—যাহার বেদ গ্রহণ করা পূর্ণ হয় নাই অথচ একসঙ্গে অধ্যয়ন করে তাহার মরণে অশৌচ হয় 'একাহ'। অভিধানকোষে 'উপসম্পন্ন' কথাটীকে 'মৃত' শব্দের পর্য্যায় (সমানার্থক) বলা হইয়াছে। তবে এখানে অশৌচটীকে অধিককালব্যাপী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; কাজেই প্রথম ব্যাখ্যাটীই এখানে ভাল (অধিক প্রশস্ত)। কেহ কেহ আবার এখানে এইরূপ পদযোজনা করিয়া সম্বন্ধ দেখান, 'শ্রোত্রিয় মাতুল মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ আর শিষ্য প্রভৃতির সহিত পক্ষিণী রাত্রি অশৌচটীর সম্বন্ধ অর্থাৎ শিষ্য প্রভৃতির মরণে পক্ষিণী অশৌচ। 'বান্ধব' বলিতে শ্যালক মাতৃস্বস্রেয় (মাসীর পুত্র) প্রভৃতি বুঝায়। আর, 'মাতুলের মৃত্যুতে পক্ষিণী অশৌচ' এইরূপ পদযোজনাপূর্ব্বক সম্বন্ধ দেখান হইলে পক্ষিণী কথাটীর পুনরুক্তি ঘটে; কারণ, মাতুলও 'বান্ধব'গণের মধ্যে অন্যতম; সুতরাং 'বান্ধবমরণে পক্ষিণী অশৌচ' ইহা বলাতেই মাতুলবিষয়ক অশৌচও উক্ত হইয়া যায়। তখন ঐ পুনরুক্তিটীকে 'মাতুলমরণে পক্ষিণী অশৌচ নিত্য অর্থাৎ অবশ্যপালনীয়' এইপ্রকার তাৎপর্য্যযুক্ত ধরিতে হইবে। সুতরাং অন্যান্য বান্ধবগণের মৃত্যুতে যে পক্ষিণী অশৌচ হয় তাহা নিত্য নহে কিন্তু বৈকল্পিক। ৮০

(যে রাজার রাজ্যে বাস করা হয় তাঁহার মৃত্যুতে 'সজ্যোতি' অশৌচ অর্থাৎ দিবাভাগ অথবা রাত্রিভাগ মাত্র অশৌচ। আর অশ্রোত্রিয় অনূচান কিংবা গুরুর মৃত্যুতে সারাদিন অশৌচ।)

(মেঃ)—এখানে এই যে 'রাজা' শব্দটী আছে ইহা লক্ষণা দ্বারা সকল বর্ণের পুরুষকেই বুঝাইতেছে; যে কোন বর্ণের লোক যদি রাজ্যাভিষেকাদিগুণবিশিষ্ট হন তাহাতে এইপ্রকার অশৌচবিধি। এইজন্যই বলিতেছেন "যাহার বিষয়ে অর্থাৎ রাজ্যে বাস করা হয়"। জাতি-বিশেষের অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতির যে ব্যক্তিবিশেষ তাদৃশ দেশাধিপতিকে রাজা বলিলে লক্ষণা স্বীকার করা হয় (?) তাহা কিন্তু শব্দের বাচ্যার্থ নহে। 'সজ্যোতিঃ'=যাহা জ্যোতির সহিত বিদ্যমান। এরূপস্থলে দিবাভাগে মৃত্যুতে কেবলমাত্র ঐ দিবাভাগটীই অশৌচ, কারণ রাত্রিতে ঐ 'জ্যোতিঃ' নাই। এইরূপ, রাত্রিতে যদি মরণ হয় তাহা হইলে কেবল সেই রাত্রিভাগটীই অশৌচ হইবে, পরের দিবাভাগে অশৌচ থাকিবে না। ইহাই (এই 'জ্যোতিঃ' পদটীই) এস্থলে এইরূপ অর্থের জ্ঞাপক। কেন না, অন্যস্থলে 'রাত্রি'ই বলা হউক আর 'অহ'ই বলা হউক সেখানে উহা দ্বারা 'অহোরাত্র'ই বোধিত হইয়া থাকে। যেমন, "মাস-সমসংখ্যক রাত্রিতে", "ত্র্যহ", "এক হ" ইত্যাদিস্থলে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তবে পূর্ব্বে (৬৩ শ্লোকে) "অহ্না চৈকেন রাত্র্যা চ" এখানে 'রাত্রি' শব্দটী অতিরিক্ত; উহা শ্লোকটীর পাদপূরণার্থক মাত্র। রাত্রিকালের 'জ্যোতিঃ' হইতেছে অগ্নি। অগ্নিহোত্র ব্রাহ্মণে এইরূপ আম্নাত হইয়াছে,—"রাত্রি অগ্নিরূপ জ্যোতি দ্বারাই জ্যোতির্ম্ময় হয়, আদিত্যের তেজে তাহা হয় না"।

"অশ্রোত্রিয়ে"—যিনি বেদাধ্যয়ন করেন না এমন "অনূচানে"=প্রবচনকারী অর্থাৎ অধ্যাপক মৃত হইলে "কৃৎস্নম্ অহঃ"=সমগ্র দিবাভাগ অশৌচ। রাত্রিতে কিন্তু অশৌচ মোটেই হইবে না, অশৌচের ঐ নিমিত্তটী রাত্রিতে উৎপন্ন হইলেও নহে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি অশ্রোত্রিয় 'তিনি অনূচান হইলে' ইহা কিরূপ কথা হইল? কারণ, ব্যাকরণ স্মৃতিমধ্যে ত এইরূপ নির্ব্বচন করা আছে যে, 'সাঙ্গবেদ'-অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তি প্রবচনকর্ত্তা হইলে তাঁহাকে বুঝাইতে 'অনূচান' শব্দটী সিদ্ধ হইবে। (উত্তর)—তাহা ঠিক; তবে শাস্ত্রান্তর প্রবক্তাও 'অনূচান' নামে অভিহিত হন। সুতরাং উহার অর্থটী কোনগতিকে এইরূপ দাঁড়াইবে, বেদাঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থসকল যিনি শিক্ষা দেন তাঁহার মৃত্যুতে এই দিবাভাগমাত্রব্যাপী অশৌচের বিধান। কিন্তু মুখ্য গুরু দেহত্যাগ করিলে কিংবা আচার্য্য মৃত হইলে অশৌচের বিধি অন্যপ্রকারই আছে। কেহ কেহ কিন্তু "অশ্রোত্রিয়ে তু" এস্থলে একটী 'নঞ্' পদের সম্বন্ধ স্বীকার করেন। ঐ নঞ্ পদটী প্রশ্লিষ্ট (লুপ্ত) আছে ধরিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, যিনি অন্য অনেকের উপাধ্যায় কিন্তু অপর এক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্যক্তির কেহ নহেন তাঁহার মৃত্যু হইলে এইখানের এই বিধিটী অর্থাৎ ব্যবস্থাটী গ্রহণীয়—এই দিবাভাগীয় অশৌচ পালনীয়। ৮১

(ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইবে দশাহ অবসানে, ক্ষত্রিয় শুদ্ধ হইবে দ্বাদশ দিন গতে, বৈশ্য শুদ্ধ হইবে পনের দিন পরে, আর শূদ্র শুদ্ধ হইবে একমাস অতীত হইলে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন 'বৃত্ত-স্বাধ্যায়' বশতঃ ত্র্যহাশৌচ, চতুরহ-অশৌচ ইত্যাদি প্রকার বিকল্প বলা হইয়াছে, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পক্ষে তাহা নাই; ইহা জানাইয়া দিবার জন্য এই বচনটী বলা হইতেছে। আর ব্রাহ্মণের পক্ষে 'দশাহ-অশৌচ' এ অংশটী এখানে অনুবাদ ছাড়া আর কিছু নহে। (কারণ, ইহা আগেই বচনান্তরে বিহিত হইয়াছে)। এস্থলে বিবেচনা করিতে হইবে,—ক্ষত্রিয় প্রভৃতির অশৌচে যে দ্বাদশাহকাল বিধি তাহা কি অন্য বচনের দ্বারা অপ্রাপ্ত (সঙ্কুচিত) হইতেছিল যে সেই বিকল্পিত অশৌচ বিধিটীর নিষেধ করিবার জন্য এখানে "দ্বাদশাহেন" ইত্যাদি বলা হইতেছে? (অভিপ্রায় এই যে—ক্ষত্রিয় প্রভৃতির অশৌচ দ্বাদশ দিন প্রভৃতি; অন্য কোন বচনের দ্বারা ইহা সংকোচ করা হয় নাই—অন্য কোন অল্পদিবসব্যাপী অশৌচাবধি ক্ষত্রিয় প্রভৃতির জন্য বলা হয় নাই, যেমন ব্রাহ্মণের পক্ষে বলা হইয়াছে। সুতরাং তাহা নিবিন্ধ করিবার জন্য যে এখানে 'দ্বাদশাহ' নির্দ্দেশ, ইহা কিরূপে বলা যায়?) ক্ষত্রিয় প্রভৃতির অশৌচের যে 'দ্বাদশাহ' প্রভৃতি কালাবধি তাহা ত কেবল এই বচনটীর দ্বারাই বোধিত হইতেছে। এই বচনটী থাকিলে তবেই ঐ দশাহবোধক বচনটী যে তাহার (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বৃত্তস্বাধ্যায়াদি সম্পন্নের পক্ষে ত্র্যহ প্রভৃতি অশৌচের) উপলক্ষণ তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এরূপ বলা সংগত হইবে না যে, এই বচনটী থাকিলেও পূর্ব্বের 'ত্র্যহ' প্রভৃতি অশৌচ-বোধক সেই বচনটীই উপলক্ষণার্থ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত (৫৯ শ্লোক) ত্র্যহাদি অশৌচ নির্দ্দেশক বচনটীকেই দশাহাশৌচের উপলক্ষণ ধরা হউক, এরূপ বলা সংগত নহে। কারণ চারি বর্ণেরই অশৌচাধিকার থাকিলেও যে বর্ণের পক্ষে 'দশাহ' অশৌচের নির্দ্দেশ আছে কেবল তাহারই পক্ষে (ত্র্যহ প্রভৃতি) অপর বিকল্পগুলি প্রয়োজ্য হইবে। বস্তুতঃ অন্য স্মৃতিমধ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষেই যে এইপ্রকার বিধি, একথা বলিয়াই দেওয়া আছে; "বহুস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে একদিন অশৌচের পর স্বাধ্যায় অক্ষুণ্ণ থাকিবে"। অন্য স্মৃতিমধ্যে যে সকল বিকল্প নির্দ্দেশ করা আছে সেগুলি তাঁহাদের পক্ষে (বৃত্তস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে) প্রয়োজ্য হইবে। একাদশ দিবসে যে অশৌচকাল নিবৃত্তি সে সম্বন্ধে বিবরণকার বলেন, "শুধ্যেদ্ বিপ্রো দশাহেন" এখানে "অহ" পদটী বিবক্ষিতার্থক অর্থাৎ 'অহ' পদের অর্থ যে দিবাভাগ তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং তাহা হইলে অশৌচের দশম দিবসের রাত্রিতে আর অশৌচ থাকিবে না। এইজন্য শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন (দশম দিনের রাত্রিতে) শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ প্রভৃতির কর্ম্ম করা সংগত হয়, (কারণ, অশুচি অবস্থায় শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা সংগত নহে)। আর যে ব্যক্তি অগ্নি আধান করিবে তাহার পক্ষে পূর্ব্বরাত্রিতে জাগরণাদি বিষয়ে অশৌচ থাকিবে না।

বিবরণকারের ঐ প্রকার উক্তিটী সংগত নহে। কারণ এখানে 'অহঃ' শব্দটীকে যদি বিবক্ষিতার্থক বলা হয় তাহা হইলে আগেকার (নয়টী) রাত্রিতেও অশৌচ থাকে না। ইহাতে যদি বলা হয় "দশাহং শাবমাশৌচং" ইত্যাদি বচন অনুসারে 'দশাহ' অর্থাৎ দশ দিন দিবারাত্র অশৌচ বিহিত হইবে, ইহার উত্তরে বক্তব্য, ঐ বচনটীতে যদি 'অহঃ' শব্দটী বিবক্ষিতার্থ না হয় তাহা হইলে এই বচনটীর বেলাতেই বা উহা বিবক্ষিতার্থ হইবে কেন? তাহাতে প্রমাণ কি? অতএব এই অহঃ শব্দটী যে অহোরাত্রকেই বুঝাইতেছে, তাহাই দেখান হইল। এইজন্য (অহঃ-শব্দে অহোরাত্রই বুঝায় বলিয়া) আগেকার শ্লোকটীতে অহঃ শব্দটীর বিশেষণরূপে 'কৃৎস্ন' পদটী প্রয়োগ করিয়া রাত্রিভাগের ব্যাবৃত্তি (নিষেধ) করিয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ কেবলমাত্র দিবাভাগকে বুঝাইবার জন্যই 'কৃৎস্ন' শব্দটী প্রয়োগ করা হইয়াছে—"কৃৎস্নম্ অহঃ"=সারা দিন—সমগ্র দিবাভাগটী মাত্র। ৮২

(অশৌচের দিন বর্দ্ধিত করিয়া দিবে না; অগ্নিসাধ্য নিত্য ক্রিয়াগুলি বন্ধ করিবে না। ঐ অগ্নিসাধ্য ক্রিয়াগুলি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কোন সপিণ্ডও অশুচি হয় না।)

(মেঃ)—কাহারও কাহারও হয় ত এরকম মতলব হইতে পারে, "এই যে ত্র্যহ প্রভৃতি পক্ষগুলি বলা হইল 'দশাহ' অশৌচের সহিত সমানভাবেই ওগুলির বিকল্প হইবে, ওখানে যে বৃত্ত-স্বাধ্যায়াদিভেদে অশৌচের ত্র্যহাদি পক্ষ ব্যবস্থিত তাহা নহে। অতএব বহুকাল (অধিকদিন)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধরিয়া অন্য অশৌচটী যখন থাকে তখন 'একাহ' অশৌচ এই পক্ষটী অনুসরণ করিতে যাই কেন? কারণ, ইহাতে প্রতিদিন নিত্য (অলংঘনীয়) স্বাধ্যায়বিধির ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অতএব 'দশাহ অশৌচ' এই পক্ষটীই অনুসরণ করি, নিষ্কর্ম্মা হইয়া সুখে বসিয়া থাকি"। যে ব্যক্তি এইপ্রকারে শাস্ত্রার্থ গ্রহণ করিবে তাহার প্রতি বন্ধুভাবে উপদেশদানপূর্ব্বক ঐ একাহ প্রভৃতির ব্যবস্থাটীকে স্পষ্ট করিয়া দিতেছেন। না, এই একাহাদি পক্ষগুলি তুল্যপ্রকার নহে, কিন্তু ইহার প্রত্যেকটীই ব্যবস্থিত—বিশেষ বিশেষ অবস্থার পক্ষে সীমাবদ্ধ। আর সেই ব্যবস্থাটী যে কিরূপ তাহা আগেই দেখান হইয়াছে। এরূপ অর্থ না করিলে, যাহার অশৌচকাল বিধিদ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইয়াছে তাহার যে কাল সীমারূপে বলিয়া দেওয়া আছে কি কারণে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে যাহার জন্য এরূপ বলা সার্থক হয়? কাজেই এরূপস্থলে "অশৌচের দিন বাড়াইয়া দিবে না" একথা বলাও অসংগত হইয়া পড়ে। অতএব যাহা বলাই আছে তাহাকে যদি আরও পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া হয় তাহাতে দোষ কি? কেহ কেহ বলেন,— অশৌচের দিনগুলির অবসান হইলেও যতক্ষণ না স্নানাদি ক্রিয়া করা হয় ততক্ষণ শুদ্ধি জন্মিতেই পারে না। এইজন্য আচার্য্য স্বয়ং একথা বলিয়া দিবেন "ব্রাহ্মণ জলসিক্ত হইয়া শুদ্ধি লাভ করে" ইত্যাদি। একারণে কেহ যদি এইরূপ বিবেচনা করে যে আমি যখন যতক্ষণ না স্নান করিব ততক্ষণ অশুচিই থাকিয়া যাইব তখন স্নান করিব না, (কারণ তাহা হইলে) অশুচিই থাকিয়া যাইব; আর তাহা হইলে সেরূপ অবস্থায় যদি কোন শাস্ত্রীয় কর্ম্ম না করি তবে তাহাতে দোষগ্রস্ত (প্রত্যবায়ভাগী) হইব না। এইপ্রকার বিবেচনা করিবার সম্ভাবনা থাকায় তাহা নিষেধ করিবার জন্য এইরূপ বলিয়া দিতেছেন "ন বর্দ্ধয়েৎ"=বাড়াইয়া দিবে না, অর্থাৎ অশৌচের দিনগুলি অতিক্রান্ত হইলে বাহ্য-অশৌচের জন্য বিলম্ব করিবে না (তাহার অনুরোধে বৈধ অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে চলিবে না), অথবা স্নানাদিরূপ বাহ্যশৌচ সম্পাদনে বিলম্ব করিবে না।

তবে, যাঁহারা এইরূপ বলেন যে, 'এখানে অহঃ শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, দশম দিনের রাত্রিতে আর অশৌচ থাকিবে না' তাঁহারা যে এই বচনটীর তাৎপর্য্য ঠিকভাবে অবধারণ করেন নাই সেকথা আগে বলা হইয়াছে। এইজন্য গৌতমস্মৃতিতে নির্দ্দেশ রহিয়াছে— "একটী অশৌচের মধ্যে অপর একটী অশৌচ ঘটিলে সেই প্রথম অশৌচটীরই অবশিষ্ট দিনগুলির অবসানে দুইটী অশৌচেরই শুদ্ধি হইবে"। আর এরূপস্থলে অশৌচের একটীমাত্র 'রাত্রি' অবশিষ্ট থাকিতে যদি অপর একটী অশৌচ ঘটে তবে সেই পূর্ব্বাশৌচের শুদ্ধিতেই শুদ্ধি হইবে এইরূপ ব্যবস্থা জানাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে ঐখানে গৌতম পুনরায় বলিতেছেন "একরাত্রি অশৌচ অবশিষ্ট থাকিলে আরও দুই দিন অশৌচ বাড়িয়া যাইবে। (যদি দশম দিনের রাত্রিতেও অশৌচ না থাকে তাহা হইলে ঐ দিনের মাত্র দিবাভাগেই অশৌচান্তর ঘটিলে ঐ দুই দিন অশৌচ বাড়িতে পারে কিন্তু রাত্রিভাগে অপর একটী অশৌচ ঘটিলে আর ঐ দুই দিন মাত্র অশৌচবৃদ্ধি সংগত হইতে পারে না)। "প্রত্যূহেন্নাগিষু ক্রিয়াঃ"=অগ্নিসাধ্য নিত্যকর্ম্ম সকল বন্ধ দিবে না। অশৌচ ঘটায় অশুচি হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপ করিবার অধিকারী নহে; এজন্য অধিকার না থাকায় ঐ সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বন্ধ থাকিবে; এইপ্রকার ব্যবস্থা মনে করিলে তাহার নিমিত্ত এইরূপ বলিতেছেন,—"অগ্নিষু ক্রিয়াঃ"=প্রতিদিন অগ্নিতে সায়ংকালীন হোম প্রভৃতি যে সমস্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠেয় সেগুলি, "ন প্রত্যূহেৎ"=ফেলিয়া দিবে না। 'প্রত্যূহ' বলিতে 'নিরাস' (সরাইয়া দেওয়া), অনুষ্ঠান না করা বুঝায়। তবে সেগুলি স্বয়ং করিবে না। এইজন্য বলিতেছেন "ন চ তৎ কর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ সনাভ্যোঽপি"। যে কোন সপিণ্ড ব্যক্তিও যখন এই কাজগুলির অনুষ্ঠান করিবার সময় অশুচি হয় না তখন অন্য ব্যক্তিদের ত কথাই নাই। এইজন্য গৃহ্যসূত্রমধ্যে বলা হইয়াছে—"অশৌচকালে বৈতানিক কর্ম্ম ছাড়া অন্যান্য নিত্যকর্ম্ম সকল বন্ধ হইবে, সেগুলি শালাগ্নিতে (গৃহ্যাগ্নিতে) কর্ত্তব্য. ইহা কেহ কেহ বলেন"; এইরূপ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ দিয়া পরক্ষণেই আবার বলিতেছেন "অন্য অসপিণ্ড ব্যক্তিরা এগুলির অনুষ্ঠান করিয়া দিবে"। আর অগ্নিতে যে সমিধ্ আধান করা হয় তাহাতে যে কেবলমাত্র হোমই করা হইবে তাহা নহে, কিন্তু অংগ কর্ম্মগুলির সহিত সমগ্র অনুষ্ঠানটীই করিতে হয়। এই সমস্ত কর্ম্মগুলির জন্যই অন্য একজন সাহায্যকারী আবশ্যক; কিন্তু প্রধান হোম যে দ্রব্যত্যাগ তাহাতে নিজের কর্ত্তৃত্ব অব্যাহতই থাকিবে। এজন্য অশৌচমধ্যে হোম, বৈশ্বদেবকর্ম্ম এবং দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি বন্ধ থাকিবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহা ছাড়া অন্য যেসব কর্ম্ম, যেমন গায়ত্রী জপ, সন্ধ্যা-বন্দনা প্রভৃতি সেগুলি নিবৃত্ত হইবে না। কারণ, ঐগুলি নিত্যকর্ম্ম। অতএব অপরাপর যে সকল কর্ম্ম আছে সেগুলি অনুমোদিত। কারণ, অন্য স্মৃতিমধ্যে সেগুলির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধই হইয়াছে। তথায় বলা হইয়াছে "হোম এবং স্বাধ্যায় বন্ধ থাকিবে। (এস্থলে এই স্মৃতি এবং অন্য স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইতেছে); অতএব এস্থলে নিত্যকর্ম্ম এবং কাম্যকর্ম্মভেদে এই ব্যবস্থা স্বীকার করা উচিত। (অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ থাকিবে, কিন্তু কাম্যকর্ম্মগুলি বন্ধ হইবে)। কাম্যকর্ম্ম একেবারেই করা চলিবে না; কারণ অশৌচনিবন্ধন অশুচি হইয়া পড়িয়াছে; কাজেই তাহাতে অধিকার নাই। আচ্ছা, অশুচি ব্যক্তির নিত্যকর্ম্মেও ত অধিকার থাকিতে পারে না? (উত্তর)— না, তাহা নহে। কারণ শৌচটী (শুচিত্বটী) হইতেছে অঙ্গমাত্র। নিত্যকর্ম্ম সেই অঙ্গহীন করিয়াও অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে; কিন্তু কাম্যকর্ম্ম সেরূপ করা চলে না। যদি বলা হয়, এই বিশেষ বচনটীর প্রভাবে কাম্যকর্ম্মও অঙ্গহীনভাবে অনুষ্ঠিত হইবে? ইহা বলাও সঙ্গত নহে। কারণ এখানে বলা হইয়াছে "অপরে এইগুলি করিয়া দিবে", এইভাবে অপরের কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ অন্যের দ্বারা করাইয়া লওয়া, অনুমোদন করা হইয়াছে। তাহাতে কর্ম্মটী বিগুণ (অঙ্গহীন) হইয়া পড়ে। এইভাবে অঙ্গহানি নিত্যকর্ম্মের পক্ষেই শাস্ত্রানুমোদিত, কিন্তু কাম্যকর্ম্মের পক্ষে উহা অনুমোদিত নহে। তবে, বৈশ্বদেবকর্ম্মটী নিত্য হইলেও উহাতে মতভেদ আছে। সে সম্বন্ধে অন্য স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া বলা হয়, "এমন কি শুষ্ক (জলসম্পর্কবর্জ্জিত) ধান্য, কিংবা ফলের দ্বারাও ঐ বৈশ্বদেবহোম করিবে না; এইভাবে জননে এবং মরণে এই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে না।" অতএব অশৌচমধ্যে উভয় সন্ধ্যাহোম, দর্শপূর্ণমাস, এবং সাংবৎসরিক আশ্বযুজী ইষ্টি প্রভৃতি করা যায়। উপাকরণ নামক কর্ম্মটী নক্ষত্রবিশেষেই কর্ত্তব্য. উহা পৌর্ণমাসী তিথিতেই যে করণীয় তাহা নহে। ৮৩

(চণ্ডাল, রজস্বলা নারী, পতিত ব্যক্তি, সূতিকা স্ত্রীও শব স্পর্শ করিলে এবং যে ব্যক্তি ঐগুলি স্পর্শ করিয়াছে তাহাকেও স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া তবে শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—'দিবাকীর্ত্তি'—ইহার অর্থ চণ্ডাল; কারণ অত্যন্ত অশুচি ব্যক্তিদের সহিত ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং মহাভারতে 'মার্জ্জারমূষিকসংবাদ' নামক উপাখ্যানে এই 'দিবাকীর্ত্তি' শব্দটী চণ্ডাল অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তথায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে, "সেই সময়টীতে 'দিবাকীর্ত্তি'টী ভয়ে কাতর হইয়া উঠিল" ইত্যাদি। ইহার অর্থ 'নাপিত' নহে; কারণ নাপিত অস্পৃশ্য নহে—সে স্পৃশ্য জাতি, এবং তাহার আমান্নও (ব্রাহ্মণের পক্ষে) ভোজন করা যায়। তবে যে শ্মশ্রুকর্ম্মের (ক্ষৌরকর্ম্মের) পর স্নান করিবার কথা বলা হয় তাহাও নাপিতস্পর্শ জন্য নহে। কিন্তু নাপিতদ্বারা ক্ষৌরকর্ম্ম করাইতে গেলে ছিন্ন লোমগুলি অবশ্যই গায়ের উপর পড়িয়া থাকে। আর সেই লোমগুলি শরীরচ্যুত হইবামাত্রই অশুদ্ধ হইয়া যায়। এইজন্য সেই অশুদ্ধ-লোমস্পর্শে দূষিত হওয়ায় স্নান করিতে হয়। সুতরাং স্নান এখানে কারণান্তরসিদ্ধ।

"তৎস্পৃষ্টিনম্";—। তাহার 'স্পৃষ্ট' (স্পর্শ)=তৎস্পৃষ্ট; ইহা যাহার আছে সে তৎস্পৃষ্টী। যে ঐগুলিকে স্পর্শ করিয়াছে তাহাকেও যাহারা স্পর্শ করে তাহাদেরও অবশ্যই স্নান কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন, এখানে 'তৎস্পৃষ্টী' এই কথাটীর সহিত "শবং" এই পদটীর প্রত্যাসত্তি (নৈকট্য) রহিয়াছে; কাজেই 'দিবাকীর্ত্তি' প্রভৃতি পদগুলির সহিত "তৎস্পৃষ্টিনং" এই পদটীর অন্বয় হইবে না। (সুতরাং যে উহাদের স্পর্শ করিয়াছে তাহাকে যদি অন্য কেহ স্পর্শ করে তবে তাহাকেও আর স্নান করিতে হইবে না)। অন্য কেহ কেহ বলেন, "তৎস্পৃষ্টিনং" এই সমস্ত-পদটীর 'তৎ' এই সর্ব্বনামটী এখানে 'দিবাকীর্ত্তি' প্রভৃতি সবকয়টী নামপদের সহিতই অন্বিত হইবে; কারণ একই বাক্যের মধ্যে ঐ শব্দগুলি রহিয়াছে এবং 'তৎস্পৃষ্টী' এই শব্দটী সকলের শেষে উক্ত হইয়াছে; কাজেই ঐ সবকয়টী শব্দই বুদ্ধিতে সন্নিহিত (মনের মধ্যে উপস্থিত) হইয়া রহিয়াছে বলিয়া 'তৎ' এই সর্ব্বনামটী সন্নিহিত নামপদগুলির সবকয়টীকেই বুঝাইবে। এপক্ষে 'দিবাকীর্ত্তি' হইতে 'শব' পর্য্যন্ত সবকয়টী পদের দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া 'স্পৃষ্টী' এই পদটীর সহিত সম্বন্ধ করিতে হইবে (কারণ 'তৎ' ইহা দ্বারা ঐ সব কয়টীকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং 'স্পৃষ্টী' এই পদটীর সহিত সমাস করিবার জন্য 'তৎ'এর স্থানে ঐগুলিকে বসাইতে হইলে প্রথমে উহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস না করিলে চলে না)। আর তাহা হইলে সমাসার্থটী অর্থাৎ সমাসঘটক প্রত্যেক পদেরই অর্থটী এখানে মনের মধ্যে (স্মৃতিরূপে) উপস্থিত থাকে বলিয়া 'তৎস্পৃষ্টী' ইহার 'তদ্'শব্দের দ্বারা সেইগুলির প্রত্যেকটী আলোচিত (বোধিত) হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কারণ এরূপ সমাসবন্ধ থাকিলে এখানে কেবলমাত্র 'শব' এই শব্দটীকে 'স্পৃষ্টী' শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলা চলে না, যেহেতু উহাও 'পতিত' প্রভৃতি অপরাপর শব্দগুলির সহিত দ্বন্দ্বসমাসে 'ইতরেতরযোগ' সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু 'স্পৃষ্টী' শব্দটী স্বতন্ত্রভাবেই অন্যান্য পদগুলির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কারণ দ্বন্দ্বসমাসঘটক প্রত্যেকটী পদই স্বতন্ত্রভাবে সম্পূর্ণ স্বার্থ (নিজের অভিধেয় অর্থ) বুঝাইতে সমর্থ। আর সেরূপ অবস্থায় ঐ সবকয়টী শব্দই 'স্পৃষ্টী' এই পদটীর প্রত্যাসন্ন (নিকটস্থ) হইয়া রহিয়াছে। আর যদি এরূপ বলা হয় যে প্রথমে 'শবস্পৃষ্টী' শব্দটীকে 'তৎস্পৃষ্টী' শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া লইয়া তাহার পর অন্য পদগুলির সহিত সম্বন্ধযুক্ত করা হইবে, তাহাও কিন্তু সংগত হইবে না, কারণ এখানে 'তদ্' শব্দটী সমাসে অপ্রবিষ্ট 'শব' এই শব্দটীর সহিত 'স্পৃষ্টী' শব্দটীর সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেওয়ায় উহার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া যায়। কাজেই তখন আর ঐ 'স্পৃষ্টী' শব্দটীর সহিত 'পতিত' প্রভৃতি শব্দগুলির সম্বন্ধ হইতে পারে না। অতএব এরূপ স্থলে ব্যবস্থা কিরূপ অর্থাৎ কেবল শবস্পৃষ্টী-স্পর্শনকারীকে স্পর্শ করিলেই কি স্নান করিতে হয়, না 'দিবাকীর্ত্তিস্পৃষ্টী' প্রভৃতিকে যে স্পর্শ করে তাহাকে স্পর্শ করিলেও স্নান করিতে হয় তাহা শিষ্টাচার অনুসারে নিরূপণ করা উচিত। ৮৪

(অশুচিদর্শন ঘটিলে সকল সময়েই আচমন করিয়া প্রযত হইয়া যথাশক্তি, যথা-উৎসাহ সূর্য্য-দেবতার মন্ত্র এবং পাবমানী ঋক্ সকল জপ করিবে।)

(মেঃ)—"অশুচিদর্শনে" এখানে 'অশুচি' শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দিবাকীর্ত্তি প্রভৃতি অশুচি পদার্থগুলিই বোধিত হইতেছে। "সৌরান্ মন্ত্রান্"=যেসকল মন্ত্রের দেবতা হইতেছেন সূর্য্য; যেমন "উদু ত্যং জাতবেতসং" ইত্যাদি মন্ত্র। 'পাবমানী' ঋক্ সকল, অর্থাৎ ঋগ্‌বেদের নবম মণ্ডলে আম্নাত "স্বাদিষ্টয়া" ইত্যাদি ঋক্ সকল। "যথোৎসাহং" এবং "শক্তিতঃ" এই দুই শব্দ একার্থক; কেবলমাত্র ছন্দের অনুরোধে দুইটীই প্রয়োগ করা হইয়াছে। "পাবমানীঃ" এস্থলে বহুবচন দেওয়া আছে; কাজেই ইহা দ্বারা এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে যে উহাদের মধ্যে কমপক্ষে তিনটী ঋক্ পাঠ করিয়া ত্রিত্বসংখ্যা অবশ্যই রাখিতে হইবে (কারণ কমপক্ষে তিনটী না হইলে 'বহু' হয় না, তাহাকে বহু বলা যায় না)। ঐ তিনটী ঋক্ জপ করা হইয়া গেলে যদি গুরুতর কার্য্যের ক্ষতি না হয় তাহা হইলে আরও জপ অবশ্য কর্ত্তব্য। এখানে "সৌরান্ মন্ত্রান্" এস্থলে যখন 'মন্ত্র' শব্দটীর প্রয়োগ আছে এবং 'পাবমানী' পদের দ্বারা যখন 'ঋক্' সকলকেই বুঝান হইতেছে তখন পাবমানী সূক্তটী সমগ্র পাঠ করা না হইলেও কেবল তিনটী ঋক্ পাঠের পরও অবশ্যই শুদ্ধি জন্মিবে। এখানে অশুচি পদার্থগুলির মধ্যে 'কুকুর'ও অন্যতম বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ কুকুরও অশুচি। এইজন্য গৌতমস্মৃতিতেও এইস্থলে অশুচি-বর্গের মধ্যে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তথায় এইরূপ বলা হইয়াছে "কুকুরের দর্শনেও অশুচি হয়; যেহেতু উহাও অশুচিতা উৎপাদন করে—ইহা কেহ কেহ বলিয়া গিয়াছেন"। "প্রযত"—ইহার অর্থ অন্যবিষয়ে মন না দিয়া, কেবল মন্ত্র এবং দেবতাদির চিন্তায় নিরত হইয়া—। অথবা, 'প্রযত' ইহার অর্থ, দেবতার পূজা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে নিরত থাকিয়া সেইরূপ অবস্থায় যদি ঐ অশুচি বস্তুগুলি কেহ দেখে তাহা হইলে কেবল সেই সময়েই এই বিধানটী পালন করিবে, অন্য সময়ে নহে। ৮৫

(ব্রাহ্মণ যদি মাংস-মজ্জাদিযুক্ত মনুষ্যাস্থি স্পর্শ করে তাহা হইলে স্নান করিয়া শুদ্ধিলাভ করে। আর ঐ অস্থি যদি শুষ্ক হয় তবে তাহা ছুঁইলে আচমন করিয়া, গো-স্পর্শ এবং সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—'নর' অর্থ মনুষ্য; তাহার সহিত যাহা সম্বন্ধযুক্ত তাহা 'নার'। "সস্নেহ" ইহার অর্থ যাহাতে মাংস এবং মজ্জা লিপ্ত হইয়া আছে। "গাম্ আলভ্য"=গবালম্ভ দ্বারা—'গবালম্ভ' অর্থ গরু স্পর্শ করা। এখানে সূর্য্য দর্শন এবং গবালম্ভের বিকল্প হইবে অর্থাৎ গো-স্পর্শ করিয়া অথবা সূর্য্য দর্শন করিয়া। ৮৬

(উপনয়নে ব্রতাদেশপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারী যতদিন না তাহার সেই ব্রত সমাপন হয় ততদিন কাহারও 'উদকক্রিয়া' অর্থাৎ শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিবে না। কিন্তু ব্রত সমাপ্তির পর ঐ উদকক্রিয়া করিয়া, মাত্র ত্রিরাত্র অশৌচ পালনের পর শুদ্ধ হইবে।)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(মেঃ)—"আদিষ্ট" ইহার অর্থ আদেশ ; ব্রতাদেশের সহিত ব্রহ্মচারীরই সম্বন্ধ থাকে। এজন্য এখানে 'আদিষ্টী' শব্দটী দ্বারা রূঢ়িরূপে ব্রহ্মচারীই বোধিত হইতেছে। সেই ব্রহ্মচারী যতদিন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে থাকিবে ততদিনের মধ্যে তাহার কোন সপিণ্ড প্রভৃতি মারা গেলে আদিষ্টীর (ব্রহ্মচারীর) পক্ষে তাহারই এই উদকদান নিষেধ। কিন্তু পূর্ব্বে যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের উদকদান বিহিত। কারণ বচন রহিয়াছে—"প্রাত্যহিক দেবতর্পণ এবং পিতৃতর্পণ করিবে" ইত্যাদি। "আ ব্রতস্য সমাপনাৎ" ইহার অর্থ সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত। কিন্তু ইহার মধ্যবর্ত্তী সময়ে হঠকারিতাপূর্ব্বক ঐরূপ কাজ করিবে না। পরে যখন ব্রতাচরণ সমাপ্ত হইয়া যাইবে তখন সমাবর্ত্তন হইয়া গেলে সেই ব্রহ্মচারী যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্যে একই দিনে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উদকক্রিয়া (তর্পণ) করিয়া তিনদিন অশৌচ পালন করিবে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে থাকাকালে যদি জননী দেহত্যাগ করে তাহা হইলে সে ব্রতস্থ হইলেও সেই অবস্থাতেই তাঁহার উদকদান করিবে, ইহা শাস্ত্রসম্মত। আর ইহাতে যে ব্রতলোপ হইবে তাহা নহে। এসম্বন্ধে অন্য স্মৃতির এই প্রকার বচনটী উদ্ধৃত করা হয়,—"জননীর উদকদান না করিলে আদিষ্টী অপরাধযুক্ত হইয়া পড়িবে"। ৮৭

(যাহারা বৃথাজাত, যাহারা সংকরজাত, যাঁহারা সন্ন্যাসস্থ এবং যাহারা আত্মঘাতী তাহাদের উদকক্রিয়া লোপ পাইবে—তাহাদের জন্য উহা করা বিধিসংগত নহে।)

(মেঃ)—'জাত' শব্দটী 'বৃথা' এবং 'সংকর' ইহাদের প্রত্যেকটীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। (সুতরাং 'বৃথাজাত' এবং 'সংকরজাত' এইরূপ হইবে।) যে লোক দেবার্চ্চনা করে না, পিতৃগণের পূজা করে না এবং মনুষ্যগণেরও (অতিথি প্রভৃতির) অর্চ্চনা করে না সে 'বৃথাজাত', তাহার জন্ম বৃথা। আর বৃথাজাত হইতেছে তাদৃশ ব্যক্তি যে গৃহস্থাশ্রমের অধিকার থাকা সত্ত্বেও আশ্রমী না হইয়া হুত-আহুত পরিত্যাগ করিয়াছে। কারণ, "একবৎসর অনাশ্রমী হইয়া থাকিলে" ইত্যাদি বচনে দীর্ঘকাল অনাশ্রমী থাকার জন্য যে গুরুতর দোষ হয় তাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মচারী এবং পরিব্রাজক ছাড়া অন্য ব্যক্তির পরান্ন ভোজনে আসক্তি নিন্দিত। আবার (বৈশ্বদেবাদি প্রয়োজন ব্যতীত) কেবলমাত্র নিজের জন্য পাক করা নিষিদ্ধ। "সংকরজাত"—যাহারা মাতা এবং পিতা পরস্পরের জাতির ব্যতিকরে প্রতিলোমভাবে উৎপন্ন ; যেমন 'আয়োগব' প্রভৃতি। 'বৃথাজাত' ইহার সহিত এই 'সংকরজাত' লোকের নির্দ্দেশ রহিয়াছে বলিয়া এখানে প্রতিলোমসংকর অর্থই গ্রহণীয়, কারণ উহারা নিন্দিত। পক্ষান্তরে অনুলোমসংকরজাত ব্যক্তিদের মধ্যে সংকরত্ব থাকিলেও, তাহারা সংকীর্ণযোনি (সংকরজাত) হইলেও তাহারা মাতার জাতি মধ্যে পড়ে বলিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্মে তাহাদের অধিকার আছে। এজন্য এখানে 'সংকরজাত' শব্দটীর সে অর্থ গ্রহণীয় হইবে না। বস্তুতঃ, যাহারা অনুলোমজাত তাহাদের সংকীর্ণযোনি (বর্ণসংকর) বলিয়া ব্যবহারও করা হয় না। যদিও বচনে বলিয়া দেওয়া আছে—"প্রতিলোমজাত এবং অনুলোমজাত ইহারা সকলেই সংকীর্ণযোনি (সংকরজাতি)" ইত্যাদি তথাপি অনুলোমজাত স্থলেও সংকীর্ণযোনি তাহাদের বলা হয় যেস্থলে নিয়োগবিধিসম্মতভাবে যেসকল পুত্র অপরের ক্ষেত্রে জন্মে নাই কিংবা অনেক (একাধিক) পুরুষের সহিত সংসর্গের ফলে যাহারা জন্মিয়াছে এবং যাহারা বেশ্যার পুত্র—ইহাদেরই এখানে 'সংকরজাত' শব্দটীর দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। পরস্ত্রীর গর্ভে যেসকল সন্তান উৎপাদিত হইয়াছে সেখানে অনেক পুরুষের সংসর্গ যদি না থাকে, তা হ'লে তাহাদের 'সংকরজাত' বলা হয় না। এস্থলে কেহ কেহ বলেন,—এই যে উদকক্রিয়া নিষেধ ইহা সপিণ্ডগণের পক্ষেই প্রযোজ্য, পুত্রগণের পক্ষে ইহা প্রয়োজ্য নহে। কিন্তু আত্মঘাতী ব্যক্তির পুত্রগণের পক্ষেও উদকক্রিয়া করা নিষিদ্ধ। এরূপভাবে পার্থক্য নির্দ্দেশ করা কিন্তু সংগত নহে, কারণ, ইহাদের মধ্যে বিশেষত্ব অবধারণ (পার্থক্য নিরূপণ) করিবার কোনও কারণ নাই ; যেহেতু সবগুলিই একই প্রকারে উল্লেখ করা হইয়াছে। "প্রব্রজ্যাসু তিষ্ঠতাম্"=যাহারা বেদমার্গ বহির্ভূত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে—ভগালব (?), রক্তপট প্রভৃতি সম্প্রদায় ; ইহারা বেদ-বাহ্য (বেদবহির্ভূত) ; কারণ সন্ন্যাসে যাহাদের অধিকার নাই তাহারাও ঐ দলের মধ্যে গিয়া ঐরূপ 'ভেক' লয়। 'প্রব্রজ্যাসু' এখানে বহুবচন আছে বলিয়া এইরূপ অর্থটী পাওয়া যায়।

"আত্মনঃ ত্যাগিনাম্"=যেসমস্ত পুরুষ 'আত্মঘাত' করে অর্থাৎ আয়ু থাকিতে যাহারা স্ব-ইচ্ছায় দেহত্যাগ করে। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যাহারা বৃদ্ধ (সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে) এবং যাহাদের অচিকিৎস্য (চিকিৎসার বহির্ভূত) মহাব্যাধি হইয়াছে এবং চিকিৎসকও যাহাকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রত্যাখ্যান করিয়াছে (আলিয়া দিয়াছে) তাহারা যদি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করে তবে তাহা নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু তাহা শাস্ত্রে অনুমোদিতই বটে। এইজন্য বচনে বলা হইয়াছে, "যে ব্যক্তি বৃদ্ধ হওয়ায় শৌচশূন্য হইয়াছে এবং যাহার স্মৃতিভ্রংশও ঘটিয়াছে সে লোক কিংবা চিকিৎসক যাহার চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন সেরূপ কোন লোক যদি উচ্চস্থান হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, অগ্নিসংযোগ করিয়া, অনশন করিয়া কিংবা জলে ডুবিয়া দেহত্যাগ করে তাহা হইলে তাহার মৃত্যুতে তিনদিন অশৌচ হইবে, দ্বিতীয় দিনে অস্থিসঞ্চয় কর্ত্তব্য, তৃতীয় দিবসে উদকদান করিয়া চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধ করিবে"। কুষ্ঠরোগী প্রভৃতিরাও ঐভাবে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আছে বলিয়া তাহাদেরও আত্মঘাত অনুমোদিত। এইজন্য বচনে বলা আছে "ব্যাধি দ্বারা যাহার চেষ্টা অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া লোপ পাইয়াছে সেও ঐরূপ করিতে পারে। গৃহস্থ অবস্থাতে থাকিয়াও 'মহাপ্রস্থান' গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া বৃথা বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন না"। যে লোক স্বয়ং শৌচাদি কর্ম্মে অসমর্থ এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেও অশক্ত তাহাকে বলা হয় 'লুপ্তচেষ্ট'। "যাহার শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই, কিংবা যে 'লুপ্তচেষ্ট' হয় নাই সে যদি আত্মঘাত করে"; এইভাবে নিষেধ রহিয়াছে। অতএব ইহার বিপরীত স্থলে তাহা অনুমোদিত।

অন্য স্মৃতিমধ্যে অপর কতকগুলি লোকেরও উদকক্রিয়া করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তথায় এইরূপ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যথা,—"যাহারা রাজদণ্ডে নিহত কিংবা শৃঙ্গী, (শৃঙ্গযুক্ত প্রাণী), দংষ্ট্রী (দংষ্ট্রাযুক্ত প্রাণী) এবং সর্পাদি সরীসৃপ দ্বারা নিহত হইয়াছে এবং যাহারা আত্মঘাতী ইহাদের কাহারও শ্রাদ্ধ করিবে না। এই সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশে উদক অথবা পিণ্ড যাহা কিছু দেওয়া হউক না কেন তাহা উহাদের নিকট উপস্থিত হয় না, তাহার সমস্তটাই অন্তরিক্ষ মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। তবে লোকনিন্দার ভয় থাকিলে ইহাদের জন্য প্রথমে 'নারায়ণবলি' নামক যাগ করিবে, তাহার পর ইহাদের উদ্দেশে অন্ন (পিণ্ড) দান করিবে এবং তাহার দক্ষিণাও দিবে"। অন্যস্থলেও এইরূপ বলা আছে, "যাহারা পাপকর্ম্মা তাহাদেরই চণ্ডাল, জলমজ্জন, সর্প, ব্রহ্মশাপ, বৈদ্যুতাগ্নি (বজ্রাঘাত), এবং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাযুক্ত পশুর নিকট হইতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে"। এসম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে, "যাহারা ইহাদের শবদেহ দাহ করে, স্নান করায়, অলঙ্কৃত করে কিংবা উহাদের জন্য অশ্রুপাত করে এবং উহাদের শবানুগমন করে তাহারা দুইটী 'তপ্তকৃচ্ছ্র' প্রায়শ্চিত্ত করিলে তবে শুদ্ধ হইবে। "সেই মৃত লোকটী যাহা সঙ্কল্প করিয়া গিয়াছিল তাহার নামে সেরকম কোন কাজ অন্যেরও করা উচিত নহে; তাহার ঔর্দ্ধ্বদেহিক কোন কর্ম্মই করিবে না, তাহার বংশের কেহ যেন তাহার নাম পর্য্যন্ত না করে— তাহার নাম করাও উচিত নয়। সে অত্যন্ত পাপিষ্ঠ, ঘোর নরকস্থ; তাহার জন্য কিছু করা অথবা তাহার নাম করা—এসমস্তই অত্যন্ত ভয়াবহ (অনিষ্টপ্রদ)।" যদি কেহ এই সমস্ত কাজ ঐ আত্মঘাতীর জন্য করে তাহা হইলে মহর্ষি সম্বর্ত্তের মতে 'সান্তপন', পরাশরের মতে তপ্তকৃচ্ছ্র এবং বশিষ্ঠের মতে তপ্তকৃচ্ছ্রের সহিত চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তরূপে অনুষ্ঠেয়। ইহাতে যে অপূর্ব্ব প্রভৃতির পার্থক্য থাকে তাহা উপেক্ষা করা যায়, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে অর্থাৎ এস্থলে প্রায়শ্চিত্তগুলি সব ভিন্ন প্রকার হইতেছে বলিয়া তজ্জনিত 'অপূর্ব্ব' প্রভৃতিরও ভেদ ঘটে বটে তথাপি তাহা উপেক্ষণীয়—তাহাতে কিছু আসে যায় না।

এই যে "চণ্ডালাদুদকাৎ" ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়া "মরণং পাপকর্ম্মণাম্" এইভাবে উপসংহার করিয়া ঐ বচনগুলিতে যাহা বলা হইয়াছে সে সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যথা,—। যে লোক ইচ্ছা করিয়া জানিয়া শুনিয়াই চণ্ডালাদি দ্বারা নিজের মরণ ঘটায় তাহার জন্যই তাহারই উদ্দেশ্যে কি এইরূপ বিধান দেওয়া হইল যে, তাহার ঔর্দ্ধ্বদেহিক কর্ম্ম করিবে না এবং তাহা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—অথবা অসাবধানতাবশতঃ অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি উহাদের নিকট হইতে হত হইয়া মরণ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার ঔর্দ্ধ্বদেহিক কর্ম্ম সম্বন্ধে ঐরূপ বিধান? এরূপ সন্দেহ হয় কি জন্য? (উত্তর)—সন্দেহ হইবার কারণ এই যে, এসম্বন্ধে গৌতম বলিয়াছেন "প্রায়, অনাশক অর্থাৎ অনশন, শস্ত্র, অগ্নি, বিষ, জলপ্রবেশ, উদ্বন্ধন (গলায় দড়ি দিয়া ঝুলা) এবং উচ্চস্থান হইতে পতন—এইগুলির সাহায্যে যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করে"। আবার "চণ্ডালাৎ উদকাৎ" ইত্যাদি বাক্যে কোন প্রকার বিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়াই অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক কি অনিচ্ছামূলক এরূপ কোন উল্লেখ না করিয়াই শুদ্ধ মরণের কথা বলা হইয়াছে। এরূপ স্থলে এই "চণ্ডালাৎ উদকাৎ" ইত্যাদি স্মৃতির অনুশাসনটী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অন্য স্মৃতির অনুশাসনের সহিত অভিন্নই হইয়া থাকে বলিয়া এখানে "উদকাৎ"=জল হইতে যাহাদের মৃত্যু হয়—এখানেও ঐ "ইচ্ছতাম্" অর্থাৎ 'ইচ্ছাপূর্ব্বক', এই অংশটীকে অবশ্যই উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া দিতে হইবে—অর্থাৎ যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক জলে ডুবিয়া মরে, ইহাই ঐ "উদকাৎ" পদটীর অর্থ বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে "চণ্ডালাৎ" প্রভৃতি অপরাপর বিষয়গুলি যখন ঐ "উদকাৎ" পদটীরই সহিত উক্ত হইয়াছে তখন ঐ সমস্ত স্থলেও "ইচ্ছতাম্" এই পদটীর সম্বন্ধ হইবে, এই প্রকার শঙ্কা জন্মিয়া থাকে। আবার ঐ "চণ্ডালাৎ উদকাৎ" ইত্যাদি বচনটীর শেষে বলা হইয়াছে "পাপকর্ম্মণাম্"='পাপকর্ম্মা' লোকেদের ঐভাবে মৃত্যু ঘটে। পাপকর্ম্মমাত্রই নিষিদ্ধ ; কাজেই যেলোক নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহাকেই 'পাপকর্ম্মা' বলা সঙ্গত হয়। লোকে পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান দুইভাবে করিতে পারে—স্বয়ং তাহা করিতে পারে অথবা অপরকে তাহার অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়াও করিতে পারে। কিন্তু বৈদ্যুতাগ্নি, দংষ্ট্রাযুক্ত প্রাণী এবং শৃঙ্গযুক্ত প্রাণী প্রভৃতিকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায় না। আবার ঐ বৈদ্যুতাগ্নি প্রভৃতিগুলি পর্ব্বতাদিস্থিত গভীর গর্ত্ত, জল, কিংবা খড়্গাদি অস্ত্রেরও সমান নয় যে সেইগুলি গ্রহণ করিয়া আত্মঘাত সম্পাদন করিবে, এইভাবে সে 'স্বতন্ত্র'ভাবেই কর্ত্তা হইবে। (অর্থাৎ পর্ব্বতে উঠিয়া তৎপার্শ্বস্থিত গভীর গর্ত্তে পড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া কিংবা নিজেই নিজ দেহে খড়্গাঘাত করিয়া কেহ মরিতে পারে ; কিন্তু বৈদ্যুতাগ্নি প্রভৃতি হইতে ত সেভাবে নিজ মৃত্যু ঘটান যায় না, সুতরাং সেরূপস্থলে আত্মঘাত হইবে কিরূপে? কারণ তথায় মরণক্রিয়ার যে কর্ত্তা তাহার ত তাদৃশ মরণে কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। অথচ কর্ত্তা 'স্বতন্ত্র'ই হইয়া থাকে।) তবে এস্থলে কিরূপ হইবে? যাহার এইভাবে মৃত্যু ঘটে সে লোক যে পূর্ব্বজন্মে পাপকর্ম্ম করিয়াছে, ইহা শাস্ত্র জানাইয়া দেয় অর্থাৎ শাস্ত্রবচন হইতেই তাহা জানা যায় ; যেমন 'শ্যাবদন্ত' প্রভৃতি ব্যক্তি যে পূর্ব্বজন্মে বিশেষ প্রকার পাপানুষ্ঠান করিয়াছে তাহা শাস্ত্র জানাইয়া দেয়। আচ্ছা, তাহাই যদি হয়,—শাস্ত্রের দ্বারা যদি পূর্ব্বজন্মের পাপানুষ্ঠান বিজ্ঞাপিত হয় তাহাতেই বা ফল কি? (উত্তর)—যাহারা অঙ্গহীন প্রভৃতি (বিকলাঙ্গতা প্রভৃতি দোষযুক্ত) তাহাদের মধ্যে যে পূর্ব্বজন্মের পাপের সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা শাস্ত্র দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়। আর সেজন্য তাহাদিগের পক্ষে প্রায়শ্চিত্তও কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। যেমন বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, এরূপ লোকেদের কাহারও পক্ষে দুইটী 'কৃচ্ছ্র' ব্রতের আচরণ কর্ত্তব্য আবার কাহারও পক্ষে অধিক প্রায়শ্চিত্তও অনুষ্ঠেয়।

কিন্তু এখানে আলোচ্য স্থলে যাহাকে 'পাপকর্ম্মা' বলা হইয়াছে মৃত্যু তাহাকে সরাইয়া লইয়াছে। কাজেই তাহার পক্ষে আর এই প্রায়শ্চিত্তাদির প্রয়োজনই হয় না। তবে এমন হইতে পারে যে, সে লোকটী পূর্ব্বজন্মে পাপানুষ্ঠান করিয়াছিল ইহা তখন নিরূপিত হয়। কিন্তু ইহাতে এইরূপ অনিষ্ট উপস্থিত হয় যে, তাহার সহিত যদি কেহ পূর্ব্বে যৌনসম্বন্ধ (বিবাহ-মূলক সম্পর্ক), মৌখসম্বন্ধ (অধ্যয়নাদি) কিংবা যজ্ঞসম্বন্ধ (যাজন প্রভৃতি) করিয়া থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিও সংসর্গবশতঃ পাপকারীই হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা শিষ্টাচারসম্মত নহে। যেহেতু, ঐরূপ আত্মঘাতী ব্যক্তির সহিত যাহারা সম্বন্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকে কেহ সংসর্গজ পাপী বলিয়া সন্দেহও করে না, তাহারা তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তও করে না। এই সমস্ত কারণে এখানে "ইচ্ছতাম্"=ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহারা ঐভাবে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই প্রকার অর্থই "চণ্ডালাৎ উদকাৎ" ইত্যাদি বচনটীর অর্থ, ইহা অনুমান করা যায়। কেহ কেহ আবার ঐ "গো-ব্রাহ্মণহতানাং"='যাহারা গরু কিংবা ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে'—এটীকে স্বতন্ত্র স্মৃতি এবং "আত্মন-স্ত্যাগিনাম্"='যাহারা আত্মঘাতী তাহাদের' এটীকেও স্বতন্ত্র স্মৃতি বলিয়া থাকেন। এজন্য "গো-ব্রাহ্মণহতানাং" এই স্মৃতি অনুসারে, ঐভাবে যাহারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের মৃত্যু ইচ্ছাকৃত নহে বলিয়া একটী বিশেষ পক্ষও প্রতীয়মান হইতেছে। এইজন্য পূর্ব্বে যে সংশয় উত্থাপন করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয়।

আচ্ছা, এরূপ স্থলে কোন্ মতটী তাহ'লে যুক্তিসংগত? (উত্তর)—যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐভাবে নিধন প্রাপ্ত হয় তাহাদেরই ঔর্দ্ধ্বদেহিক কর্ম্ম লোপ পাইবে। কারণ? (উত্তর)—যেহেতু ঐ বচনটীর মধ্যে 'পাপকর্ম্মা' এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে। যাহাতে জীবন যাইবার সম্ভাবনা আছে সেরূপ ব্যাপারে যে লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয় সে "অতএব স্বর্গার্থী পুরুষ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আয়ু অবশিষ্ট থাকিতে জীবন বিসর্জ্জন করিবে না" এই শাস্ত্রানুশাসনটীকে লঙ্ঘন করে। কাজেই তাহাকে 'পাপকর্ম্মা' এই শব্দে নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত। আচ্ছা, একথা ত বলা হইয়াছে যে মরণের হেতুস্বরূপ ঐ 'উদক' প্রভৃতিগুলি খড়্গাদি স্থানীয় নহে যে নিজ ইচ্ছানুসারে যে কেহ উহা দ্বারা আপনার বধ সম্পাদন করাইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—যে লোক অসাবধানতা পরিহার না করে এবং সেই অসাবধানতার ফলে যদি তাহার প্রাণ বিয়োগ ঘটে তাহা হইলে তাহাতে তাহার ঐ আত্মহননই করা হইয়া থাকে। এইজন্য যে বনের মধ্যে চণ্ডাল কিংবা দস্যুর বাহুল্য এবং উপদ্রব আছে সেখানে দিয়া যে একাকী গমন করে, সেক্ষেত্রে তাহার এরূপ কোন ইচ্ছা নাই বটে যে চণ্ডাল দস্যুরা আমায় মারিয়া ফেলুক তথাপি সেরূপ স্থলে সে প্রমাদ পরিহার করিয়া চলিতে পারিত (সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিত), কিন্তু তাহা সে করে নাই; কাজেই সে ব্যক্তি "সতত আপনাকে রক্ষা করিবে" এই শাস্ত্রানুশাসনটী লঙ্ঘনই করিল। এইরূপ, যে লোক দুই হাতে (সাঁতার দিয়া) দুস্তর নদী পার হইতে যায় কিংবা যে নৌকার মাঝি নৌকা চালনে অভিজ্ঞ নয় সেরকম সন্দেহযুক্ত নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইতে উদ্যত হয় এবং তাহার ফলে যদি তাহার বিপদ্ ঘটে—শক্তিক্ষয়ে নিজে সাঁতার কাটিতে অসমর্থ হইয়া অথবা নৌকার বেগ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় কিংবা নদীর মধ্যে নৌকাটী ঘুরিয়া যাওয়ায় যদি সে বিপন্ন হয়, (যদি তাহার জীবন যায়) তাহা হইলে সেরূপ লোককে 'পাপকর্ম্মা' বলা অবশ্যই সংগত হয়—তাহার এরূপ কাজটীকে পাপকারিতা বলাই যুক্তিযুক্ত। এইজন্য যাহারা দণ্ড প্রভৃতির সাহায্যে নদীর গভীরতা এবং মকর প্রভৃতি জলজন্তুর উপদ্রব পরীক্ষা করিয়া স্নান করিতে থাকে এবং সেই অবস্থায় যদি কোন জলজন্তু তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে তাহাতে তাহাদের কোন দোষ (পাপ) হইবে না। এইরূপ, একটী নৌকার বন্ধন রজ্জু প্রভৃতি খুব মজবুত, যে মাঝি সেটী চালাইতেছে সে লোকটীও ঐ কর্ম্মে সুনিপুণ এবং সে বলশালী ও সমধিক সাবধান ; প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যেও সেরূপ নৌকায় যদি কেহ আরোহণ করে এবং হঠাৎ ঝড় উঠিয়া পড়ায় ঘূর্ণী বাতাসে নৌকা হইতে পিছলাইয়া গিয়া কিংবা নৌকাডুবি হইবার ফলে সে ব্যক্তি যদি মারা পড়ে তাহা হইলে তাহাতে তাহার শাস্ত্রলঙ্ঘন করা হয় না। এইরূপ, যে জায়গায় সাপের উপদ্রব আছে যদি কেহ সেরূপ স্থান এড়াইয়া না চলে (কিন্তু সেইখান দিয়াই যাইতে থাকে) এবং তাহার ফলে সর্পদষ্ট হইয়া মারা যায় তাহা হইলে সে ব্যক্তিও নিশ্চয়ই প্রত্যবায়ভাগী হইবে ; কিন্তু ঐরূপ স্থান দিয়া না যাইয়াও যদি সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার কোন দোষ (পাপ) হইবে না। এইরূপ, কোন একটী গরুর শৃঙ্গ বড় তীক্ষ্ন দেখা যাইতেছে ; তাহা দেখিয়াও কিংবা কাছেই একটী হাতী আসিতেছে ইহা দেখিয়াও যে লোক দূরে সরিয়া না যায় এবং তাহার ফলে সেই গরু অথবা হাতীটী তাহাকে মারিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহা দ্বারাও যে শাস্ত্রানুশাসন অতিক্রম (লঙ্ঘন) করা হইয়াছে, ইহা বলাই যুক্তিসংগত। এইরূপ, বর্ষাকালে যখন অনবরত বিদ্যুৎ চমকাইতে থাকে তখন যদি কোন লোক গ্রাম অথবা নগরে প্রবেশ না করিয়া বনের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে (এবং তাহার ফলে বিদ্যুদাহত হইয়া মারা পড়ে) তাহা হইলে সে লোকও নিশ্চয়ই দুষ্ট (দোষগ্রস্ত অর্থাৎ পাপভাক্) হইয়া পড়িবে। কিন্তু সে যখন গ্রামের মধ্যে থাকে সেই অবস্থায় যদি তাহার উপর অকস্মাৎ বিদ্যুৎপাত হয় (বাজ পড়ে) তবে তাহার কোনই অপরাধ (পাপ) ঘটে না। কাজেই এইভাবে অনিচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্যুৎপাত প্রভৃতির ফলে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহাদের জন্য শাস্ত্রবিহিত ঔর্দ্ধ্বদেহিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করা যুক্তিসংগত। এখানে (মূল শ্লোকে) আত্মঘাতী প্রভৃতির যে উদকক্রিয়া নিষেধ করা হইয়াছে উহাতে উদকক্রিয়াটী একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শনমাত্র ; উহা দ্বারা সকল প্রকার ঔর্দ্ধ্বদেহিক কর্ম্মেরই নিষেধ বুঝিতে হইবে ; কেন না অন্য স্মৃতিমধ্যে প্রত্যেকটী কর্ম্মই নাম ধরিয়া উদাহৃত করিয়া নিষেধ করা হইয়াছে। ৮৮

(যেসমস্ত নারী পাষণ্ড শাস্ত্রের নিয়ম আশ্রয় করিয়াছে, যাহারা কামচারিণী হইয়া আছে, যাহারা গর্ভঘাতিনী অর্থাৎ গর্ভপাত করে, যাহারা স্বামিঘাতিনী অর্থাৎ স্বামীর প্রাণনাশ করে, এবং যাহারা সুরাপায়িনী তাহাদেরও উদকক্রিয়া নাই।)

(মেঃ) 'পাষণ্ড' অর্থ—বেদ এবং তদনুগত শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বেদবাহ্য দর্শন আশ্রয় করা ; যেমন মানুষের মাথার খুলি ধারণ করা, রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকা। যেসকল নারী এই 'পাষণ্ড'কে আশ্রয় করিয়াছে, ঐ পাষণ্ড চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে এবং ঐ পাষণ্ডদর্শনের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। "চরন্তীনাং চ কামতঃ";—কুলাচার এবং কুলমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে এক অথবা একাধিক পুরুষের সহিত যে সংসর্গ করা তাহাই 'কামচার'; তদনুসারে যেসমস্ত নারী চলিয়া থাকে, তাহাদের ;—। স্বামীকে বিষ প্রভৃতি খাইতে দেওয়া 'ভর্ত্তৃদ্রোহ'; আর 'গর্ভপাত' করার নাম গর্ভদ্রোহ। "সুরাপী" ;—। যে জাতির পক্ষে যে জাতীয় সুরা পান করা নিষিদ্ধ সেই জাতীয় নারী যদি সেই জাতীয় সুরা পান করে তাহা হইলে তাহাকে 'সুরাপী' বলা হয় ;—। (তাহাদেরও উদকক্রিয়া লোপ পাইবে,—শ্রাদ্ধাদি করা চলিবে না।)

এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলেন,—। "ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না" এই যে নিষেধ ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষেরই সুরাপান প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণজাতীয় নারীর পক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ হয় নাই, যদিও পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েরই মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব জাতিরূপ অর্থ অবিশেষে সমভাবে বিদ্যমান তথাপি "ব্রাহ্মণো ন পিবেৎ" এই নিষেধ বাক্যে "ব্রাহ্মণঃ" এই পদটীতে যখন পুংলিংগ রহিয়াছে তখন ঐপ্রকার অর্থই স্বীকার করিতে হয়। যদিও স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই মধ্যে একই ব্রাহ্মণত্ব জাতি বিদ্যমান তথাপি উভয়ের মধ্যে স্ত্রীত্ব এবং পুংস্ত্বরূপ লিংগ ভিন্ন ভিন্নই হইতেছে। সুতরাং উক্ত নিষেধ বাক্যটীতে যখন "ব্রাহ্মণঃ" এইরূপে কেবল পুংলিংগ শব্দই উল্লিখিত হইয়াছে তখন এখানে ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রীলোকের ঐ সুরাপান নিষেধের কোন প্রসংগই থাকিতে পারে না, কারণ স্ত্রীলোকের কোন উল্লেখই এখানে নাই। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায়, "পুত্র লাভের জন্য ব্রাহ্মণীকে ঔষধাদি পান করাইবে" এই বাক্য হইতে এরূপ অর্থ কোনক্রমেই আসে না যে ব্রাহ্মণ পুরুষ ব্যক্তি উহা পান করিবে (কারণ এখানে 'ব্রাহ্মণীং' এই পদটীতে স্ত্রীলিংগের বিভক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে) ; সেইরূপ যেখানে পুংলিংগের উল্লেখ আছে সেখানে স্ত্রীলোকদেরও বিধির বিষয়রূপে গ্রহণ করা যায় না। তবে কোন কোন স্থলে যেখানে শ্রূয়মাণ লিংগটী বিবক্ষিত নহে, যেমন "ব্রাহ্মণ বধ করিবে না" ইত্যাদি স্থলে, সেখানে কেবল ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষই নয় কিন্তু ব্রাহ্মণজাতীয় নারীকেও বধ করা যে নিষিদ্ধ তাহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ ঐ (ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ='ব্রাহ্মণং' ন হন্যাৎ) বাক্যটীতে 'ব্রাহ্মণ' পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি আছে বলিয়া উহার প্রাধান্য ('উদ্দেশ্য'-রূপত্ব) রহিয়াছে। আর, বাক্যমধ্যে যে অংশটী প্রধান অর্থাৎ 'উদ্দেশ্য'স্বরূপ হয় তাহার প্রাতিপদিকটীর অর্থ ছাড়া লিংগ, সংখ্যা প্রভৃতি অন্য কোন অর্থই বিবক্ষিত হয় না (কারণ ঐগুলি বিভক্তিরই অর্থ—প্রাতিপদিকের অর্থ নহে)। যেমন "গ্রহ সংমার্জ্জন করিবে" এখানে 'গ্রহ' পদটীর একত্ব বিবক্ষিত নহে বলিয়া কেবল মাত্র একটী 'গ্রহ' পাত্রেরই সম্মার্জ্জন করা হয় না, কিন্তু গ্রহ মাত্রেরই সম্মার্জ্জন করা হইয়া থাকে (যেহেতু গ্রহত্বই 'গ্রহ' প্রাতিপদিকের অর্থ বলিয়া ঐ প্রাতিপদিকটী দ্বারা সকল কয়টী গ্রহই বোধিত হয় ; পক্ষান্তরে ঐ স্থলের একবচনটী বিভক্তির অর্থ, এজন্য উহা অবিবক্ষিত)। আলোচ্য স্থলটীতে কিন্তু "ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবে না" এখানে ব্রাহ্মণ 'পান করা' ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া ব্রাহ্মণ ঐ ক্রিয়ার সাধন অর্থাৎ সাধক বা নিষ্পাদকরূপেই বাক্যমধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই ঐ ক্রিয়াটীতে ব্রাহ্মণের গুণত্বই রহিয়াছে। "ব্রাহ্মণঃ ন পিবেৎ সুরাম্" এই প্রকারে কর্তৃবাচ্যের যে নির্দ্দেশ আছে সেখানেও 'ব্রাহ্মণ'-কর্ত্তা আখ্যাত (তিঙ্ প্রত্যয়) দ্বারা অভিহিত হইলেও উহার প্রাধান্য থাকিবে না অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'গুণত্ব' লোপ পাইবে না ; কারণ, এখানেও ঐ ব্রাহ্মণ পদটীর মধ্যে ক্রিয়াসাধকত্ব থাকিয়াই যাইতেছে। সুতরাং এখানে প্রথমা বিভক্তিটীকে 'প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা' বলিলেও চলিয়া যায়। কাজেই এই প্রথমাটীও "ব্রাহ্মণেন" এই স্থলের তৃতীয়া বিভক্তিরই অনুকূল। সুতরাং "ব্রাহ্মণঃ" ইহার মধ্যেও গুণত্বই রহিয়াছে। আর, যে পদার্থটী গুণভূত হয় তাহার লিংগ-সংখ্যাদি সমস্তই বিবক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ যেমন, "পশুনা যজেত"; এস্থলে 'পশু' পদটীর মধ্যে পুংলিংগ এবং একবচন আছে বলিয়া একটীমাত্র পুংজাতীয় পশুরই আলম্ভন করা হইয়া থাকে। (অতএব "ব্রাহ্মণো ন পিবেৎ সুরাম্" ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণীর পক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ হয় নাই। ইতি পূর্ব্বপক্ষ।)

পূর্ব্বোক্তপ্রকার যুক্তির প্রত্যুত্তরে এইরূপ বলা যায়,—। এখানে এরূপ বলা চলে না যে, দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকিলে তাহা প্রধান হইবে, সুতরাং তাহার লিংগসংখ্যাদি বিবক্ষিত হইবে না, কিংবা তৃতীয়া বিভক্তি আছে বলিয়া তাহা অপ্রধান (গুণভূত) হইবে, সুতরাং তাহার লিংগ-সংখ্যাদি বিবক্ষিত হইবে। কিন্তু প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তিই ঐ অবিবক্ষিতত্ব এবং বিবক্ষিতত্বের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কারণ। যাহা অপ্রাপ্ত, তাহাই বিধির বিষয় বা বিধেয়; লিঙ্গসংখ্যাদি যদি অপ্রাপ্ত থাকে তাহা হইলে তাহা বিধেয় হয়—তাহা বিবক্ষিত হয় ; কারণ 'অনন্যপর' শব্দ হইতে তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে (যে শব্দ অর্থাৎ বিধিটীর অন্য বিষয়ে অর্থাৎ প্রমাণান্তরজ্ঞাত বিষয়ে তাৎপর্য্য নাই তাহা 'অনন্যপর')। কিন্তু যাহা বিধিপদ ছাড়া অন্য প্রকারে, অন্য প্রমাণবলে অবগত হওয়া যায়, সেরূপ কোন অর্থান্তর যদি ঐ বিধ্যর্থটীকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে ঐ অর্থান্তরটী অন্য প্রমাণের সাহায্যে যেরূপ অবগত হওয়া যায় ঠিক সেইরূপই, ততটুকুমাত্রই বিধি শব্দের দ্বারা বোধিত হইবে, বিধেয় কার্য্যটীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া প্রতিপাদিত হইবে। "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ"=ব্রাহ্মণকে বধ করিবে না, এই বাক্যটীতে বিধিটী প্রতিষেধে পরিসমাপ্ত হয় অর্থাৎ এখানে নিষেধটীই বিধীয়মান হয়—বিধির বিষয় হইয়া থাকে ; কারণ, এখানে ঐ নিষেধের যে অন্য অংশটী আছে—অর্থাৎ 'হনন (বধ) করিবে' এই যে হননটী রহিয়াছে ইহা অন্যতঃ প্রাপ্ত—অন্য উপায়ে লব্ধ (তাহা পুরুষের স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষাদি প্রবৃত্তি-বলেই উপস্থিত হয় ; এজন্য তাহা বিধির বিষয় অর্থাৎ বিধেয় হইতে পারে না)। "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" এখানে "ব্রাহ্মণঃ" এই পদটীর মধ্যে যে 'ব্রাহ্মণ' প্রাতিপদিকটী রহিয়াছে ঐ প্রাতিপদিকটীর অর্থ অবশ্যই বিবক্ষিত হইবে ; কারণ, তাহা না হইলে এখানে শ্রুতিটীই অনর্থক হইয়া পড়ে অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণঃ' এই পদটীর উল্লেখই অনর্থক হইয়া যায় ; এজন্য উহা যে বিবক্ষিত তাহা বলিতেই হইবে। পক্ষান্তরে ঐ "ব্রাহ্মণঃ" পদটীর মধ্যে প্রত্যয়ার্থ যে লিঙ্গ এবং সংখ্যা প্রভৃতি রহিয়াছে তাহা 'নান্তরীয়করূপে'ও(প্রাতিপদিকের সহিত অবিনাভূতভাবে) উপস্থিত হইবে। (অভিপ্রায় এই যে, কেবলমাত্র প্রাতিপদিক প্রয়োগ করা যায় না, কিন্তু তাহা পদরূপে পরিণত করিয়াই প্রয়োগ করিতে হয়। পদ প্রয়োগ করিতে হইলে আবার বিভক্তিযুক্ত করিয়াই প্রয়োগ করিতে হয়। ঐ বিভক্ত্যর্থ যে প্রত্যয় তাহার সহিত লিঙ্গ এবং সংখ্যা অর্থাৎ বচন প্রভৃতিও থাকে। কাজেই প্রাতিপদিকার্থটীর সহিত লিঙ্গ এবং সংখ্যাও অবিনাভূত—অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-যুক্ত। সুতরাং প্রাতিপদিকার্থটীই অপ্রাপ্ত বলিয়া সকল স্থলেই তাহাকে বিবক্ষিত বলিতেই হইবে ; কিন্তু লিঙ্গসংখ্যা প্রভৃতি অর্থগুলি বিধি শব্দের বিধেয় বিষয় হইতে পারিবে না, কারণ, বিধি শব্দ ছাড়াও ঐগুলির প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর, যাহা শব্দ ছাড়া অর্থাৎ বিধি বিনাই অন্য উপায়েও উপস্থিত হয়, জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাকে বিধির বিষয় বা বিধেয় বলা চলে না, যেহেতু তাহা প্রমাণান্তরপ্রাপ্ত হইতেছে)। এইজন্য লিঙ্গ এবং সংখ্যা অর্থাৎ বচন প্রভৃতিগুলিই বিবক্ষিত কি অবিবক্ষিত তাহাই জিজ্ঞাস্য এবং বক্তব্য হইয়া থাকে—তাহাই আলোচনার বিষয়।

তন্মধ্যে, এই স্থলে অর্থাৎ এই যে নিষেধ্য হনন ক্রিয়া তাহাতে কোন লোককে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বিধির আবশ্যকতা নাই, এখানে বিধির উহা কার্য্য নহে (অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণকে হনন কর' এভাবে হনন ক্রিয়ায় কোন ব্যক্তিকে বিধিই যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে, ইহা বলা অনাবশ্যক), কারণ, বিদ্বেষ বশতঃ লোকে স্বভাবতই ঐ হনন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সকলেরই ঐ হনন ক্রিয়ায় স্বয়ং স্বভাবতই প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে নিষেধটী যদি বিধীয়মান না হয় তাহা হইলে তাহা (ঐ নিষেধটী) এখানে বিধ্যর্থ যে হনন তাহার সহিত কোন প্রকারেই অন্বিত হইতে পারে না ; কারণ অন্য কোন উপায়ে এই নিষেধটীর প্রাপ্তি নাই। যে কোন বিষয় (পদার্থ) সাক্ষাৎ বিধির বিষয় অর্থাৎ বিধেয় না হইলেও তাহা কারকরূপে, কিংবা কারকের বিশেষণরূপে অথবা বস্তু স্বভাববশতই বিধ্যর্থে অন্বিত হইতে পারে। কিন্তু 'ন' এই পদবোধিত নিষেধটী কোন কারকও নহে, কিংবা কোন কারকের বিশেষণও নহে অথবা উহা বস্তুস্বভাবে যে অনুপ্রবিষ্ট হয় তাহাও নহে। (কারণ, কোন ভাবপদার্থই ঐভাবে বিধ্যর্থে অন্বিত হইতে পারে। কিন্তু 'ন' এটী ভাবপদার্থবোধক নহে। কাজেই উহাকে সাক্ষাৎ বিধেয় রূপেই, বিধির বিষয়রূপেই বিধ্যর্থ অর্থাৎ কার্য্যের সহিত অন্বিত বলিতে হয়, অন্যথা, "ন হন্তব্যঃ" এই বিধিবাক্যে শ্রূয়মাণ—সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারা অভিধীয়মান 'নঞ্'টীর, 'ন' এই পদটীর আনর্থক্য প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে)। অতএব এই নঞ্ পদটী যখন এই বিধিবাক্যে শ্রূয়মাণ হইতেছে তখন ইহার অন্বয় সিদ্ধ করিবার জন্য, ইহা যাহাতে বিধ্যর্থে অন্বিত হয় তাহা করিবার জন্য ইহার বিষয়ভাব (বিষয়ত্ব) স্বীকার করিতে হইবে—ইহাকে বিধির বিষয় অর্থাৎ বিধেয় বলিতে হইবে। আর ঐ নঞ্ পদবোধিত নিষেধ পদার্থটী যদি বিধির বিষয় হয় তাহা হইলে "ন হন্তব্যঃ" এখানে ভাবার্থ অর্থাৎ ধাত্বর্থ যে হনন তাহা আর ঐ বিধি দ্বারা নিজ বিষয়রূপে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(বিধেয়রূপে) অপেক্ষিত হইতে পারে না (কারণ বিধিটী ঐ নিষেধটীকে নিজের বিধেয় বিষয়রূপে পাইয়া অপেক্ষাশূন্য—) বিধেয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া গিয়াছে। (তাহা হইলে ভাবার্থটী—'হনন' ক্রিয়াটী বিধির সহিত অন্বিত হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—) ভাবার্থ হনন ক্রিয়াটী অধিকারযুক্ত পুরুষের বিশেষণরূপে বিধ্যর্থে অন্বিত হইবে,—সুতরাং এখানে অধিকারটী তাহার (হনন ক্রিয়ার) বিধ্যর্থে অন্বয় লাভের দ্বারস্বরূপ হইবে—উহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া তবে হনন ক্রিয়াটী বিধ্যর্থে অন্বিত হইবে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিধ্যর্থে অন্বয় লাভ করা ঐ হনন ক্রিয়াটীর পক্ষে ঘটিবে না। কারণ, বিধির যে বিষয়াংশ—বিধেয়ত্ব তাহা প্রতিষেধটী (নিষেধ পদার্থটী) আগে থেকেই গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ হনন ক্রিয়াটী বিধ্যর্থে বিধেয় বিষয়রূপে অন্বিত হইবার পূর্ব্বেই নিষেধ পদার্থটী ঐ বিধির সহিত বিধেয় বিষয়রূপে অন্বিত হইয়া গিয়াছে। (কাজেই ঐ বিষয়ত্বটী নঞ্ পদার্থের দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ায় 'ভাবার্থ' হননটী আর ঐ বিধ্যর্থের সহিত বিধেয় বিষয়রূপে অন্বিত হইতে পারিতেছে না।) সুতরাং ঐ 'ভাবার্থ' হননটী তাহা হইতে প্রচ্যুত হইয়া অর্থাৎ ঐ বিধির বিষয়ত্ব হইতে অপসারিত হইয়া—অর্থাৎ ঐ বিধির বিষয় বা বিধেয় হইতে না পারিয়া অন্য প্রকারে বিধ্যর্থে অন্বিত হইতে চেষ্টা করিবে—কারণ, আত্মসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ বিধির সহিত অন্বিত হইয়া সার্থকতা লাভ করিবার জন্য উহাকে ঐরূপ চেষ্টা করিতেই হইবে; (যেহেতু তাহা না হইলে, বিধ্যর্থের সহিত ঐ ভাবার্থ হনন ক্রিয়াটীর কোন অন্বয় বা সম্বন্ধ না থাকায় উহা অনর্থক হইয়া পড়িবে। কাজেই এই আনর্থক্য প্রসঙ্গ পরিহার করিতে হইলে তখন বিধেয় বিষয়রূপে না হউক অন্য কোন উপায়ে বিধ্যর্থের সহিত অন্বিত হইতে হইবে)। অথচ উহা বিধ্যর্থে সাক্ষাৎ অন্বিত হইতে পারে না, কারণ উহা অপ্রাপ্ত বিষয় নহে—কিন্তু লৌকিক প্রবৃত্তি বশতই প্রাপ্ত; (যেহেতু লোকে রাগ-দ্বেষাদি বশতঃ স্বভাবতই ব্রাহ্মণ হননাদিতে প্রবৃত্ত হয়); এজন্য উহা সিদ্ধানুষ্ঠান—(উহার অনুষ্ঠান ঐ রাগ-দ্বেষাদিমূলক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে—এজন্য এসম্বন্ধে "ব্রাহ্মণ হনন করিবে" এই প্রকার বিধি আবশ্যক হয় না, উহা শাস্ত্রনির্দ্দেশের অপেক্ষা রাখে না। অতএব উহার আত্মসিদ্ধির জন্য—আনর্থক্য পরিহারের নিমিত্ত বিধির বিষয়রূপে যখন বিধ্যর্থে অন্বয় লাভ সম্ভব হইল না তখন অন্য উপায়ে বিধির সহিত উহার অন্বয় হইবে। বিধির অর্থ 'নিয়োগ'। নিয়োগের দুইটী অংশ; অধিকার অর্থাৎ নিয়োজ্য পুরুষ হইতেছে একটী অংশ এবং নিয়োগের 'বিষয়' বা কর্ম্ম হইতেছে অপর অংশ। যেহেতু বিধিবাক্য হইতে—'এই বিধি দ্বারা এই নিয়োজ্য পুরুষটী এই নিয়োগবিষয়ে অর্থাৎ এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছে' এই প্রকার বোধই হইয়া থাকে)। অতএব নঞর্থ নিষেধটী যখন বিধির সহিত বিষয়রূপে অন্বিত হইয়া গিয়াছে তখন ঐ অংশে বিধিটীও নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ নিয়োগের অবশিষ্ট অংশ যে নিয়োজ্য পুরুষরূপ অধিকারী কেবলমাত্র সেই 'অধিকার' অংশটীর প্রতিই বিধির আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যাইতেছে (কে এই নিষেধ বিধিটীর অধিকারী অর্থাৎ নিয়োজ্য, এই প্রকার জিজ্ঞাসা অনিবৃত্ত রহিয়াছে)।—যে লোক হনন ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তিই হইবে এখানে এই নিষেধ বিধিটীর নিয়োজ্য বা অধিকারী। হনন ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বটী কিন্তু প্রমাণান্তরসিদ্ধ, (কারণ লোকে রাগদ্বেষাদি হেতু স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতই ব্রাহ্মণ হননাদিতে প্রবৃত্ত হয়)। এই-জন্য ঐ ভাবার্থটী অর্থাৎ হনন ক্রিয়াটী এখানে "ন হন্তব্যঃ" এই নিষেধ বিধিটীর অধিকার (কর্ত্তৃসম্বন্ধ) প্রতিপাদন করিয়া থাকে অর্থাৎ যে পুরুষ (যে ব্যক্তি) ঐ হনন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তিই "ন হন্তব্যঃ" এই নিষেধ বিধিটীর অধিকারী, ইহাই ঐ 'ভাবার্থ' হনন ক্রিয়াটী প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং ঐ হনন ক্রিয়াটী ঐ অধিকারীর বিশেষণ হইয়া—ঐ অধিকারকে দ্বার করিয়া "ন হন্তব্যঃ" এই বিধিটীর সহিত অন্বিত হইয়া থাকে। কাজেই এই বিধিবাক্যটী বিধ্যর্থ যে কার্য্য সেই কার্য্যে 'অন্বিত' সকল কয়টী পদার্থেরই 'অভিধান' (অর্থাৎ বিধির সহিত অন্বিতরূপে বোধ) উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব সবিশেষণ ভাবার্থটী বিধেয় নহে; (অর্থাৎ ভাবার্থ হইতেছে হনন এবং তাহার বিশেষণ বা বিষয় বা কর্ম্ম হইতেছে ব্রাহ্মণ; সুতরাং ব্রাহ্মণকর্ম্মক যে হনন তাহা বিধেয় নহে); কারণ এসম্বন্ধে লোকের প্রবৃত্তি রাগদ্বেষাদি-নিবন্ধন স্বাভাবিক, ইহা স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু ব্রাহ্মণ হনন এই যে লৌকিকী প্রবৃত্তি ইহার মূলে আছে রাগ অথবা দ্বেষ; কাজেই সেই এই প্রবৃত্তিটীর মধ্যে লিঙ্গ এবং সংখ্যার নিয়ম নাই; (অর্থাৎ কোন লোক যখন দ্বেষাদিবশতঃ ব্রাহ্মণহননে প্রবৃত্ত হয় তখন সে যে কেবল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুরুষ ব্রাহ্মণকেই বধ করে এবং স্ত্রীজাতীয় ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতীয়া নারীকে বধ করে না তাহা নহে এবং সে যে কেবল একজনকেই হনন করে—একাধিক ব্রাহ্মণকে হনন করে না, তাহাও নহে)। অতএব এই যে অবিধেয়ার্থ শব্দ—যাহা বিধেয়রূপে অন্বিত হইতে পারিতেছে না সেই 'হনন'বোধক শব্দ, সেটী 'অবগতার্থপর' বলিয়া, প্রকারান্তরে স্বাভাবিকভাবে উহার অর্থ পরিপ্রাপ্ত বলিয়া, উহা অভিধানশক্তি (অভিধাশক্তিকে) পরিত্যাগ করে—(অভিধাশক্তি দ্বারা 'ব্রাহ্মণঃ' এই পদটীর যে একত্ব এবং পুংস্বরূপ অর্থ বোধিত হয় তাহা আর গ্রহণ করে না। কিন্তু) প্রমাণান্তরের সাহায্যে ব্রাহ্মণপদার্থটীর স্বরূপ যেভাবে লিঙ্গ ও সংখ্যারহিতভাবে (অর্থাৎ এক বা অনেক এবং ব্রাহ্মণ পুরুষ ও ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রী নির্বিশেষে যেমন হনন ক্রিয়ার বিষয় হয় ঠিক সেইভাবে একানেক এবং স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে) উপস্থিত হয়, এখানে "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" এই নিষেধ স্থলেও ঐ 'ব্রাহ্মণঃ' পদটীর অর্থ সেইভাবেই 'লক্ষিত' হইয়া থাকে। (অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণঃ' এই পদটীর অভিধাশক্তিলভ্য অর্থ 'একজন পুং-ব্রাহ্মণ' ইহা না বুঝাইয়া লক্ষণা দ্বারা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ প্রাতিপদিকের অর্থ যে 'ব্রাহ্মণজাত্যবচ্ছিন্ন' তাহাই বুঝায়। আর তাহা পুরুষও হইতে পারে এবং স্ত্রীও হইতে পারে; একও হইতে পারে এবং অনেকও হইতে পারে; কারণ, ইহার সব কয়টীর মধ্যেই ব্রাহ্মণজাত্যবচ্ছিন্নতা রহিয়াছে)। কাজেই এখানে 'ব্রাহ্মণঃ' এই পদটীতে যে পুংলিঙ্গ এবং একত্ব সংখ্যা আছে তাহাতে যখন অভিধান-তাৎপর্য্য নাই, অর্থাৎ তাহা যখন অভিধানশক্তি দ্বারা তাৎপর্য্যতঃ বোধিত হইতে পারিতেছে না তখন ঐ লিঙ্গ এবং সংখ্যার প্রতি বিবক্ষা থাকিবে কিরূপে?—(সুতরাং ঐ সমস্ত কারণে "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" এখানে 'ব্রাহ্মণঃ' এই পদটীর লিঙ্গ এবং সংখ্যা বিবক্ষিত নহে)। তবে বিভক্তিশূন্য শব্দ অর্থাৎ কেবল প্রাতিপদিক প্রয়োগ করা যায় না (কারণ, তাহা ব্যাকরণের অনুশাসনবিরুদ্ধ), এইজন্য যে কোন একটী বচনের বিভক্তি যোগ করিয়া ঐ প্রাতিপদিকটী প্রয়োগ করিতে হয়; (এরূপ স্থলে একবচনটীই প্রথম প্রাপ্ত বলিয়া ঐ একবচনেরই বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়); কেবল প্রকৃতি (বিভক্তিশূন্য শব্দ) প্রয়োগ করিতে নাই বলিয়া ঐ নিয়মটীর অনুরোধে পদগতসাধুত্ব রক্ষা করিবার জন্য এখানে পুংলিঙ্গ এবং একবচন গ্রহণ করা (প্রয়োগ করা) হইয়াছে।

অতএব "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" এই বাক্যটী হইতে যে অবগতি (শাব্দবোধ) হয় তাহা এইরূপ;—। যে লোক (রাগদ্বেষাদিবশতঃ) ঐ হনন ক্রিয়ার কর্তৃত্ব অবলম্বন করে অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে হনন করিতে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তিটীই এখানে নঞর্থ যে নিষেধবিধি তাহার নিয়োজ্য হইয়া থাকে। সুতরাং এই নিষেধবাক্যে ("ব্রাহ্মণং ন হন্যাৎ" এই বাক্যে) 'ব্রাহ্মণং' এই পদটীতে যে দ্বিতীয়া শ্রুতি রহিয়াছে তাহা এখানে লিঙ্গ ও সংখ্যার অবিবক্ষিতত্বের প্রয়োজক, একথা বলা চলে না। এইরূপ যেখানে তৃতীয়া শ্রুতি আছে কিংবা প্রথমা শ্রুতি আছে—যেমন "ব্রাহ্মণেন সুরা ন পাতব্যা" এখানে 'ব্রাহ্মণেন' এই পদটীতে তৃতীয়া শ্রুতি রহিয়াছে এবং "ব্রাহ্মণো ন পিবেৎ সুরাম্" এখানে 'ব্রাহ্মণঃ' এই পদটীতে প্রথমা শ্রুতি রহিয়াছে—এরূপ স্থলসকলেও ঐ বিভক্ত্যর্থ যে লিঙ্গ এবং সংখ্যা তাহা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অন্যতঃপ্রাপ্ত বলিয়া অর্থাৎ বিধি বিনাই স্বাভাবিক রাগবশতঃ প্রাপ্ত বলিয়া তাহা অবিধেয়, (তাহা বিধির বিষয় হইতে পারে না); কাজেই এখানে তাহার অনুবাদ করা হইতেছে। (অভিপ্রায় এই যে ব্রাহ্মণহনন স্থলে ঐ হননটী দ্বেষাদি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে প্রাপ্ত বলিয়া সেখানে হননকর্ত্তা যেমন স্ত্রী-পুংনির্বিশেষে এবং একানেক নির্বিশেষে ব্রাহ্মণত্বাবচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে হনন করিতে উদ্যত হয়, সুরাপান স্থলেও সেইরূপ স্বাভাবিক অনুরাগবশে স্ত্রী-পুংনির্বিশেষে ব্রাহ্মণত্বাবচ্ছিন্ন ব্যক্তিমাত্রেই ঐ সুরাপানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কাজেই এখানেও ঐ লিঙ্গ এবং সংখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়ই অন্যতঃপ্রাপ্ত; এজন্য তাহা বিধির বিষয় হয় না। এই কারণে তাহা যথাপ্রাপ্তরূপে—প্রমাণান্তরবলে যেভাবে প্রাপ্ত হয় সেইভাবেই স্ত্রী-পুং নির্বিশেষে এবং একানেক নির্বিশেষে "ন পাতব্যা" কিংবা "ন পিবেৎ" এই বিধিবাক্যে অনুবাদরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। কাজেই এখানে ব্রাহ্মণজাত্যবচ্ছিন্ন স্ত্রী-পুরুষ ব্যক্তি মাত্রেরই সুরাপান নিষিদ্ধ।)

(দ্বিতীয়া শ্রুতি থাকিলে তদ্‌গত লিঙ্গ সংখ্যাদি বিবক্ষিত হয় না, পূর্ব্বপক্ষবাদী এইরূপ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ), দ্বিতীয়া শ্রুতি থাকিলেও তাহার মধ্যে লিঙ্গ অথবা সংখ্যা যাহা প্রকারান্তরে প্রাপ্ত থাকে না, যাহা প্রমাণান্তরের সাহায্যে অবগত হওয়া যায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নাই তাহা বিধেয় হইয়া থাকে ; এজন্য তাহাও বিবক্ষিত হয়। ইহার উদাহরণ যেমন, "ভার্য্যা-মুপযচ্ছেত"=ভার্য্যা উপযমন (বিবাহ) করিবে, "অপত্যমুৎপাদয়েৎ"=অপত্য উৎপাদন করিবে ইত্যাদি। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, 'ভার্য্যা' পদার্থটী লৌকিক নহে অর্থাৎ লৌকিক প্রমাণসিদ্ধ নহে ; কারণ শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বিবাহ দ্বারাই ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হয়। আবার অন্য কোন বাক্যেও ঐ ভার্য্যা পদার্থটী বিধি দ্বারা বোধিত হয় নাই। তাহা যদি হইত তবে সেস্থলে ভার্য্যাগত সংখ্যা দুই, তিন প্রভৃতি যেমন বাক্যান্তর দ্বারা বোধিত হইত সেই প্রতীতি অনুসারে "ভার্য্যামুপযচ্ছেত" এখানেও সংখ্যাটী সেইভাবে উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইতে পারিত। যেমন, শ্রুতিমধ্যে নির্দ্দেশ আছে—"আশ্বিন নামক গ্রহটী গ্রহণ করিবে", "মৈত্রাবরুণ গ্রহটী গ্রহণ করিবে", "অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিক্ এই দশটী গ্রহ গ্রহণ করিবে", এইভাবে বাক্যান্তরে গ্রহের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। কাজেই এখানে গ্রহের উদ্দেশ্যে যখন কোন সংস্কার বিহিত হয় তখন এই দশসংখ্যাবিশিষ্টরূপেই গ্রহগুলিকে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ দশটী গ্রহেরই সংস্কার করা হয়। এইজন্য "গ্রহং সম্মার্ষ্টি"=দশাপবিত্ররূপে ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা গ্রহের সম্মার্জ্জন করিবে—এই বাক্যে গ্রহের যে সম্মার্গ (সম্মার্জ্জন) বিহিত হইয়াছে এখানে গ্রহগত সংখ্যা পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল হইতে যেরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে সেইরূপেই তাহা গ্রহণ করা হয়—ঐ অবগতি অনুসারেই গ্রহগত সংখ্যা 'গ্রহং' পদটী নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

পক্ষান্তরে এই যে "ভার্য্যামুপযচ্ছেত" বিধিটী, এসম্বন্ধে অন্য কোন বাক্য নাই, কিন্তু এইটীই ইহার (উপযমনের) উৎপত্তি বাক্য ; কাজেই এখানে 'ভার্য্যাম্' এই পদটীতে যে একত্ব সংখ্যা শ্রুত হইতেছে তাহা পরিত্যাগ করিবার কোন প্রমাণ (কারণ) নাই। এজন্য এই একত্ব সংখ্যাটী যখন প্রমাণান্তরনিরপেক্ষভাবে কেবল অভিধানশক্তি দ্বারা অভিহিত হইতেছে তখন এই একত্ব সংখ্যাকে পরিত্যাগ করা বিধিসংগত হয় না, কিন্তু উহা কেবল "পুরুষবুদ্ধিপ্রভব" হইয়া পড়ে [লৌকিক বুদ্ধি দ্বারাই সম্পাদিত হয় ; সুতরাং উহা শাস্ত্রসংগত হয় না। একটী-মাত্র স্বজাতীয় নারীই যে 'ভার্য্যা' পদবাচ্য—ভার্য্যা পদের অভিধেয় অর্থ—অর্থাৎ 'ভার্য্যা' হইতে হইলে একটী নারীই হইবে, ইহা পূর্ব্বে ৩।১২ তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখান হইয়াছে। "অপত্যমুৎপাদয়েৎ" এস্থলেও ঐরূপভাবে একত্ব বিবক্ষিত; একটীমাত্র পুত্রের উৎপাদনের দ্বারাই বিধ্যর্থ চরিতার্থ হইয়া যায় বলিয়া তাহাতেই মুখ্য 'পুত্রত্ব']। এইরূপ, "পশুনা যজেত"='পশু দ্বারা যাগ করিবে', এস্থলে পশুগত লিঙ্গ (পুংস্ত্ব) এবং সংখ্যা (একত্ব) অর্থাৎ 'পশুনা' এই পদটীতে যে পুংলিঙ্গ এবং একত্ব সংখ্যা শ্রূয়মাণ হইতেছে তাহা যে বিধেয়গত বলিয়াই বিবক্ষিত এরূপ নহে। কিন্তু এখানে এই বিধিটী পশুকরণক যাগ বিধান করিতেছে। যাগটী স্বভাবতঃ সাধ্যস্বরূপ (উহা ক্রিয়াসাধ্য অর্থাৎ ক্রিয়া দ্বারা সাধিত বা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে)। যাহা ক্রিয়া সাধ্য তাহার একটী না একটী করণ থাকে। কাজেই, 'যাগ করিবে' বলিলে ক্রিয়াত্মক যাগ সেই করণের প্রতি আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হয় (কিসের দ্বারা যাগ করিতে হইবে, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা বা জিজ্ঞাসা জন্মে)। সুতরাং "যজেত" এই বিধিটীর প্রবর্ত্তনাজনকত্বরূপ ব্যাপার কেবলমাত্র যজি ধাত্বর্থে (শুদ্ধ যাগে) পরিসমাপ্ত হয় না ; কিন্তু তাহা একত্ব ও পুংস্ত্বরূপ বিশেষণ বিশিষ্ট যে করণ কারক বা সাধন তাহাকেও বিধেয় করে অর্থাৎ ঐ প্রকার বিশেষণ বিশিষ্ট করণ কারকযুক্ত যে 'যজি'ধাত্বর্থ (যাগ) তাহাকে বিধেয় করে। কাজেই ঐ যাগে অপেক্ষিত যে করণ তাহার অভিধেয় একত্বাদি পদার্থগুলিও বিধির সহিত অন্বয়-প্রাপ্ত হইবে না কেন? (স্বার্থপর শব্দ=যজ্ ধাতু ; তাহা দ্বারা অভিহিত হয় যাগ ; সেই যাগের দ্বারা অপেক্ষিত হইতেছে করণ কারক 'পশু' ; সেই করণ কারকটীর স্বার্থ=অভিধেয় অর্থ হইতেছে একত্ব এবং পুংস্ত্ব ; তাহা কিজন্য বিধ্যর্থে অন্বয় প্রাপ্ত হইবে না?—অর্থাৎ তাহাও অবশ্যই বিধ্যর্থে অন্বয়প্রাপ্ত হইবে, যেহেতু তাহার কোন বাধক নাই, ইহাই অভিপ্রায়)।

বস্তুতঃ, যাঁহারা প্রমাণবিৎ তাঁহারা স্বয়ংই বিধির স্বরূপ অবগত হন, অন্য কেহ যাহা বলিয়া দেন তাহার উপর নির্ভর করেন না। তবে যে আমরা এতসব কথা বলিলাম, ইহা অনায়াসে গ্রহণ করা যাইবে (এই কারণে)। ইহার জন্য বড় বেশী শাস্ত্রজ্ঞান আবশ্যক হয় না। ইহাও সার কথা। এই পর্য্যন্ত বিদ্যাই (জ্ঞানই) কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী। ইহার বেশী যাহা বলা হয় তাহা 'বাহাদুরি', তাহা অর্থবাদ ছাড়া আর কিছু নহে। (ভাষ্যের এই অংশটী অসংলগ্ন মনে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইতেছে।) অর্থবাদ হইতে সেইরূপ স্থলেই বিশেষ পদার্থটীর বোধ হয় যেখানে বিধির আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না, (কিন্তু আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়)। যেমন, "অক্তাঃ শর্করা উপদধাতি"— স্নেহপদার্থে সিক্ত 'শর্করা' (প্রস্তর খণ্ডগুলি) সাজাইয়া রাখিবে" এই যে বিধি এখানে কোন স্নেহপদার্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অথচ স্নেহপদার্থ অনেক প্রকারের আছে, যেমন ঘৃত, তৈল, বসা (চর্ব্বি) প্রভৃতি। সুতরাং কোন্ স্নেহ দ্রব্যের দ্বারা ঐ 'শর্করা' অভ্যঞ্জন করিতে হইবে, তাহা নিরূপণ করা যায় না। (তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ বিধিটীরই বাক্যশেষরূপে "তেজো বৈ ঘৃতম্"=ঘৃতই তেজঃস্বরূপ, এই অর্থবাদটী পঠিত হইয়াছে। তখন) ঘৃতের প্রশংসাত্মক এই অর্থবাদটী হইতে নিরূপণ করিতে পারা যায় যে, ঘৃতের দ্বারাই ঐ অভ্যঞ্জন কর্ত্তব্য। এইরূপ 'রাত্রিসত্র' যাগের অনুষ্ঠানবোধক বিধি আম্নাত হয় নাই অথচ অর্থবাদ বাক্যে তাহার ফল বলা হইয়াছে "যাহারা রাত্রিসত্র যাগ করে তাহারা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়"। কাজেই এখানে এই ফলার্থবাদটীর বিধির প্রতি আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে বলিয়া "প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তিরা রাত্রি-যাগ করিবে" এইরূপ বিধি কল্পনা করা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সুরাপানের যে নিষেধ আছে সেখানে ("মদ্যং মাংসং সুরাসবম্। তদ্ ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ"। ১১।৯৫ এই শ্লোকটীতে) "ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যম্" এইখানেই বাক্যটী সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে; কাজেই পদার্থগুলির আকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। এজন্য এখানে "দেবানাম্ অশ্নতা হবিঃ"= ব্রাহ্মণ দেবগণের হবিঃশেষ ভোজন করেন; তাঁহার মদ্যাদি খাওয়া উচিত নহে; এই অংশটী প্রশংসার্থবাদ, ইহা ঐ নিষেধ বিধিটীর স্তুতি-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। অতএব, এই অর্থবাদটী দ্বারা এরূপ নিশ্চয় হয় না যে, এখানে 'ব্রাহ্মণেন' এই পদটীর পুংলিঙ্গ বিবক্ষিত অর্থাৎ কেবল ব্রাহ্মণ পুরুষের পক্ষেই উহা নিষিদ্ধ কিন্তু ব্রাহ্মণ নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ নয়, ইহা বলা চলে না। ইহাতে যদি বলা হয় যে "দেবানামশ্নতা হবিঃ" ইহা লিঙ্গদর্শন—পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থেরই পরিপোষক; যেমন বেদে আছে "শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট ব্যক্তি যাইতে থাকিলে (কিছু করিতে থাকিলে) নিকৃষ্ট ব্যক্তি তাহার অনুগমন (অনুকরণ) করে", কিন্তু তাহাও সঙ্গত হইবে না; কারণ উহাতে দেবহবিঃ অশনকারী পুরুষের পক্ষে উহা প্রতিষিদ্ধ, কিন্তু যে দেবহবিঃ অশন করে না তাহার পক্ষে উহা প্রতিষিদ্ধ নহে, এইরূপ পাক্ষিক অনুবাদ অর্থাৎ বিকল্প প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ, স্ত্রীলোকদের পক্ষেও দেবান্নশেষ আজ্য (হোমীয় ঘৃত) প্রভৃতি প্রাশন (ভক্ষণ) করিবার বিধি আছে। এইরূপ, স্থল বিশেষে স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র পাঠ করিবারও উপদেশ আছে। যেমন দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগে "বিদেয়কর্ম্মাসি" ইত্যাদি বেদমন্ত্র পত্নীকে পাঠ করিতে হয়। আর শ্রাদ্ধকারীর পক্ষে "সুরাপান করাইবে" এইরূপ বিধি (?) থাকায় স্ত্রীলোকদেরও যে সুরাপান অনুমোদিত, ইহা অনুমান করা যায় না। (ভাষ্যের এই অংশটী অস্পষ্ট)। ইন্দ্র তাহাদিগকে নিজ ব্রহ্মহত্যা পাতকের অংশ দিয়াছিল বলিয়াই ঐরূপ বলা হইয়াছে। অতএব, সুরাপান কি কেবল পুরুষ ব্রাহ্মণের পক্ষেই নিষিদ্ধ অথবা ব্রাহ্মণজাতীয় পুরুষ এবং স্ত্রী—সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ এই প্রকার বিপ্রতিপত্তি (মতভেদ ও সংশয়) স্থলে ইহাই নিরূপিত সিদ্ধান্ত যে, ব্রাহ্মণ-জাত্যবচ্ছিন্ন ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই—স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের পক্ষেই উহা সমভাবে নিষিদ্ধ। ৮৯

(ব্রহ্মচারী মৃত স্বীয় আচার্য্য, উপাধ্যায়, পিতা, মাতা এবং গুরুকে বহন ও দহন করিলে ব্রত হইতে স্খলিত হয় না, ব্রহ্মচারীর পালনীয় ব্রত লোপ পাইবে না।)

(মেঃ)—কেহ কেহ মনে করেন যে, এখানে 'স্ব' শব্দটী কেবল আচার্য্যেরই বিশেষণ। কারণ পূর্ব্বে "গুরুর গুরু সন্নিহিত থাকিলে" (২।২০৫) ইত্যাদি বচনে, গুরুর যিনি গুরু তাঁহার প্রতিও 'গুরুবদ্ বৃত্তি' অতিদিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মৃতদেহও বহন-দহন করিলে ব্রহ্মচারীর ব্রতচ্যুতি ঘটিবে না, এইরূপ বিধি প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এখানে 'স্ব' শব্দটী প্রয়োগ করিয়া তাহা নিষেধ করা হইল—ব্রহ্মচারীর পক্ষে কিন্তু গুরুর গুরুর শবদেহ বহন করা চলিবে না। অপর কেহ কেহ আবার ঐ 'স্ব' শব্দটীকে বান্ধবার্থক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তাহা হইলে আর "পিতরং মাতরং" বলিয়া পিতামাতার স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না (কারণ, পিতামাতাও বান্ধব)। তবে নিত্যতা জানাইয়া দিবার জন্য অর্থাৎ পিতা এবং মাতার শবদেহ বহনদহন করা অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহা জানাইয়া দিবার জন্য উহাদের পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে। 'গুরু',—পূর্ব্বে "অল্পই হউক অথবা বহুই হউক" (২।১৪৯) ইত্যাদি শ্লোকে যাঁহার কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদিগকে বহনদহন করিলে ব্রহ্মচারীর ব্রতবিচ্যুতি ঘটে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

না, (ব্রতপালন বন্ধ থাকে না) ইহা যে শ্রুত বিধিটীর সামর্থ্য হইতে পাওয়া যায় তাহাই দেখাইয়া দিতেছেন। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য ব্যক্তিদের নির্হরণ (শবদেহ বহনদহন) করিলে ব্রতস্খলন ঘটে, এইরূপ অর্থ এখানে নিরূপিত হয়। ৯০

(মৃত শূদ্রকে নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইবে। আর বৈশ্য প্রভৃতি অন্য তিন দ্বিজাতিকে যথাক্রমে পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব্ব দ্বার দিয়া লইয়া যাইবে।)

(মেঃ)—'পুরদ্বার' এখানে 'পুর' শব্দটী দ্বারা কেবল নগরই বুঝাইতেছে না কিন্তু উহা দ্বারা গ্রামাদিও উপলক্ষিত হইতেছে। যেখানে নগর অথবা গ্রাম হইতে বাহির হইবার একাধিক দ্বার থাকে সেইখানের পক্ষেই এই নিয়মটী প্রয়োজ্য। যেদিকে যাহার আধিপত্য (প্রভাব বা সামর্থ্য) তাহা লক্ষ্য করিয়াই তাহার জন্য এইরূপ নির্দ্দেশ। বিষয়টী মংগলযুক্ত নহে; এইজন্যই (বিপরীত ক্রমে) প্রথমে শূদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া এইভাবে ক্রম উল্লেখ করা হইল। এইজন্য "যথাযোগম্" ইহা দ্বারা বলা হইল এই যে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ ইহাদের সহিত পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব্ব এইগুলির যথাক্রমে সম্বন্ধ বা অন্বয় হইবে। ৯১

(রাজাদের অশৌচজনিত দোষ অর্থাৎ অশুচিতা নাই, যাহারা চান্দ্রায়ণাদি ব্রত করিতেছে, কিংবা যাঁহারা 'সত্র' নামক যাগবিশেষে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদেরও অশৌচ দোষ নাই। কারণ তাঁহারা ইন্দ্রের সমান কার্য্যে ব্যাপৃত, তাঁহারা ব্রহ্মভূত পরম শুদ্ধ।)

(মেঃ)—যদিও 'রাজন্' শব্দটীর অর্থ ক্ষত্রিয় জাতি তথাপি এখানে উহা যে লক্ষণাদ্বারা যে কোন জাতীয় দেশাধিপতিকেই বুঝাইতেছে তাহা জানা যায়; কারণ এখানে "তাঁহারা ইন্দ্রের সমান স্থানে উপবিষ্ট" এইরূপ উল্লেখ দ্বারা ঐপ্রকার অর্থই সমর্থিত হইতেছে। পরের শ্লোকে ভালভাবে ইহার ব্যাখ্যা বলিব। "ব্রতিনঃ"=যাহারা ব্রতচারী—চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতে নিযুক্ত; "সত্রিণঃ"='গবাময়ন' প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ যে সমস্ত দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ আছে তাহাতে অথবা অন্য যে কোন যজ্ঞে যাহারা দীক্ষিত। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন "ঋত্বিক্, দীক্ষিত এবং ব্রহ্মচারী ইহাদের অশৌচ নাই—ইহারা অশুচি হয় না"। এ সম্বন্ধে অর্থবাদ বলিতেছেন,— "ঐন্দ্রং স্থানং"=ইন্দ্রের আধিপত্য বা পদ অর্থাৎ প্রজাগণের উপর আধিপত্য অর্থাৎ—প্রজাপালন করিতে যাঁহারা ব্যাপৃত সেই সমস্ত রাজারা "ব্রহ্মভূতাঃ"=ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন শুদ্ধ-স্বরূপ ইঁহারাও সেইরূপ শুদ্ধস্বরূপ। ব্রতী এবং সত্রী অর্থাৎ 'সত্র'-যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তিরাও এইরূপ। "অঘদোষম্" ইহার অর্থ অশৌচ। কেহ কেহ বলেন, যাহারা সদাদানব্রতপরায়ণ তাহারা 'সত্রী'। তবে 'সত্র' শব্দটী মুখ্যবৃত্তিতে যজ্ঞ বিশেষ বাচক অর্থাৎ যজ্ঞ বিশেষই ইহার মুখ্য অর্থ। ৯২

(রাজা থাকেন মাহাত্ম্যযুক্ত স্থানে; এজন্য তাঁহার পক্ষে সদ্যঃ শৌচেরই বিধি। এই যে অশৌচ বিধির সঙ্কোচ প্রজাগণের পরিপালনের নিমিত্ত যে রাজাসন বা সেই স্থানে অবস্থিতি তাহাই ইহার নিমিত্ত।)

(মেঃ)—মহান্ হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ) যাহার=যে স্থানটীর তাহা 'মাহাত্মিক স্থান'; স্থান বিশেষে অধিষ্ঠিত পুরুষের যে প্রজাপরিপালন তাহাই 'মাহাত্ম্য' নামে অভিহিত হয়। ইহাই প্রজাগণের উপর ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্য। এইজন্য বলিয়াছেন "রাজাসন অথবা ঐ স্থানে অবস্থিতিই তাহার কারণ। এখানে ক্ষত্রিয়ত্বরূপ জাতি উহার কারণ নহে কিন্তু প্রজাপালনরূপ যে অধিকার অর্থাৎ কর্ত্তব্য তাহাই উহার কারণ। এখানে এই 'আসন' শব্দটীও শয্যাদির ন্যায় কোন বসিবার জায়গা (দ্রব্য) বুঝাইতেছে না, কিন্তু ঐ পদ (রাজপদ) যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই উহাদ্বারা বোধিত হইতেছে। এইজন্য যে ব্যক্তি জাতিতে ক্ষত্রিয় নহে সেও যদি প্রজাপালনে সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষেও ঐভাবে অশৌচ থাকিবে না, ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন। "প্রজানাং পরিরক্ষার্থম্"=প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য; সর্ব্বপ্রকারে যে অশৌচ নিবৃত্তি হইবে তাহা নহে, কিন্তু যে যে স্থলে অশৌচ ধরিয়া থাকিলে তাহা প্রজাপালনের ব্যাঘাত জন্মায় তাহাতেই মাত্র নিবৃত্ত হইবে—কেবলমাত্র সেইরূপ কার্য্যেই অশৌচ থাকিবে না (কিন্তু অপরাপর কর্ম্মে অবশ্যই অশৌচ থাকিবে)। যেমন দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সময়ে নিজ ধনাগার হইতে অন্নদান করিয়া প্রজাগণকে ভরণ করিবার ব্যাপারে তাঁহার অশৌচ থাকিবে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

না—তাঁহার অন্ন তখন অশুচি অন্ন বলিয়া গণ্য হইবে না। এইরূপ, দিব্য, আন্তরিক্ষ এবং ভৌম উৎপাত উপস্থিত হইলে তাহার শান্তির জন্য শাস্ত্রীয় শান্তিকর্ম্ম করিবার বিষয়েও তাঁহার অশৌচ থাকিবে না। এইরূপ হঠাৎ যদি কোন কর্ত্তব্য উপস্থিত হয় যাহা সভ্যগণের সহিত রাজাকে সম্পাদন করিতে হয়, কিংবা আশ্রমমধ্যে দ্বিজাতিগণের ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হয়, প্রথম ইজ্যা (যজ্ঞ) প্রভৃতিতে যেখানে রাজাকে অনুমতি দিতে হয়—এইসব প্রয়োজন স্থলেও রাজার অশৌচ থাকিবে না। ৯৩

(যাহারা অরাজক যুদ্ধে নিহত হয়, বিদ্যুৎপাতে অর্থাৎ বজ্রাঘাতে নিধনপ্রাপ্ত হয়, যাহারা রাজা কর্তৃক নিহত হয় কিংবা গরু অথবা ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতে গিয়া যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদের মরণেও অশৌচ থাকে না, এবং রাজা যেখানে যাহার অশৌচ না থাকা ইচ্ছা করেন তাহারও সেখানে সেই কার্য্যে অশৌচ থাকিবে না।)

(মেঃ)—"ডিম্বাহব";—'ডিম্ব' ইহার অর্থ বহুলোকের সমাবেশ কিংবা শস্ত্ররহিত কলহ। 'আহব' অর্থ যুদ্ধ ; সেরূপ স্থলে যাহারা নিহত হয়, তাহাদের সেই মরণে সপিণ্ডগণের 'সদ্যঃশৌচ' হইয়া থাকে। "বিদ্যুৎ-হত",—'বিদ্যুৎ' অর্থ বজ্রাঘাত, ইহা আগে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "পার্থিবেন"—পৃথিবীর অধিপতি, চারিবর্ণের যে কেহ পৃথিবীশ্বর হইবে তাহা দ্বারা যে নিহত হয়। ব্রাহ্মণের জন্য কিংবা গরুর জন্য যদি কেহ যুদ্ধ ভিন্ন স্থলেও জল, অগ্নি অথবা দংষ্ট্রিপশু হইতে মৃত্যুমুখে পড়ে। "যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ"=রাজা নিজ রাজকার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত যাহার উপর ভার দিয়াছেন তাহার অশৌচ না থাকাটা যদি রাজার স্বপ্রয়োজনে আবশ্যক হয় তাহা হইলে তাহারও সদ্যঃশৌচ হইবে। ৯৪

(রাজার এরূপ করিবার শক্তি আছে, কারণ রাজা চন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র, ধনাধিপতি কুবের, যম এবং জলাধিপতি বরুণ এই অষ্টলোকপালের তেজের অংশ ধারণ করিতেছেন।)

(মেঃ)—ইহা কিরূপে হয়? কারণ, রাজার না হয় কেবল রাজ্যপরিপালন ব্যাপারেই অশৌচ থাকিবে না, কিন্তু তাই বলিয়া অন্য লোকেরও যে রাজার ইচ্ছানুসারে সমানভাবে অশৌচ নিবৃত্তি হইবে ইহা কিরূপে সম্ভব? (ইহারই উত্তরে বলিতেছেন "সোম" ইত্যাদি)। "বপুঃ" ইহার অর্থ তেজের অংশ। "বিত্তপতি"=কুবের; "অপ্‌পতি"=বরুণ। এখানে পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শ্লোকটীও অর্থবাদ। ৯৫

(রাজা ঐ সমস্ত লোকপালের অংশে শক্তিসম্পন্ন ; এজন্য তাঁহার উপর অশৌচবিধি প্রয়োজ্য নহে। কারণ, শৌচ বা অশৌচ ইহা মনুষ্যগণেরই ধর্ম্ম, ইহা হওয়া এবং না হওয়া সেটা মনুষ্যগণের উপরেই প্রয়োজ্য।)

(মেঃ)—রাজা এই সমস্ত লোকপালগণের দ্বারা অধিষ্ঠিত (আশ্রিত) ; কাজেই শৌচ এবং অশৌচ ইহার বিধি নিষেধ তাঁহার পক্ষে প্রয়োজ্য নহে। যেহেতু ইহাতে "মর্ত্ত্যানাম্"=কেবল মনুষ্যগণেরই অধিকার। এবং সেই শৌচ ও অশৌচের "প্রভবাপ্যয়ৌ"=প্রবৃত্তি (প্রবর্ত্তন) এবং নিবৃত্তি (বন্ধ হইয়া যাওয়া) এ দুটীই সাধারণ লোকের জন্য—মনুষ্যগণের পক্ষেই প্রয়োজ্য কিন্তু যাঁহারা লোকেশ (লোকপাল) তাঁহাদের পক্ষে ইহা প্রয়োজ্য নহে। ৯৬

(যুদ্ধে উদ্যত শস্ত্রের দ্বারা যে ব্যক্তি নিহত হইয়াছে এবং ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে স্থির থাকিয়া যে লোক নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতেই তাহার একটী যজ্ঞ সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদিত এবং সমাপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার অশৌচও সদ্য সদ্যই নিবৃত্ত হইয়া যায়, ইহাই নিয়ম।)

(মেঃ)—যাহা দ্বারা 'শসিত' (হত) হয় তাহার নাম শস্ত্র। এজন্য যাহারা পাষাণ, লাঠি প্রভৃতি দ্বারাও নিহত হয় তাহাদেরও যজ্ঞানুষ্ঠান নিষ্পাদিত হইয়া যায়, কেবল খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা নিহত হইলেই যে এইরূপ হয় তাহা নহে। (অভিপ্রায় এই যে, যুদ্ধটা একটা যজ্ঞস্বরূপ ; তাহাতে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াটা যেন উহার পূর্ণাহুতি)। 'আহব' অর্থ সংগ্রাম—যেখানে পরস্পরকে পরাভূত করিবার জন্য পরস্পরকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করা হয়। "ক্ষত্রধর্ম্ম-হতস্য চ"=যে লোক ক্ষত্রধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়া নিহত হইয়াছে। 'ক্ষত্রধর্ম্ম' হইতেছে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া ; তাহা প্রজাপালনের জন্যই হউক কিংবা প্রভুর আদেশে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্যই হউক তাহাতে ফলের কোন তারতম্য ঘটিবে না। "সদ্যঃ"=সঙ্গে সঙ্গে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"সন্তিষ্ঠতে"=সমাপ্তি প্রাপ্ত হয়। 'যজ্ঞ' অর্থ জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি। ঐ যজ্ঞের যাহা পুণ্য তাহার সহিত সেই ব্যক্তি যুক্ত হয় অর্থাৎ তাহা লাভ করে। কাজেই তাঁহার মরণে সপিণ্ডগণের অশৌচও সদ্যঃ নিবৃত্ত হইয়া যায়। কেহ কেহ এখানে "সদ্যঃ" এই পদটীকে "ক্ষত্রধর্ম্মহতস্য চ" ইহার সহিত অন্বিত করিয়া থাকেন। আর তাহা হইলে অর্থটী দাঁড়ায় এইরূপ, যে লোক সংগ্রাম ভূমিতেই নিহত,—মৃত হয় অর্থাৎ যুদ্ধ স্থলেই যাহার মৃত্যু ঘটে তাহারই জন্য এই বিধান, কিন্তু যে লোক যুদ্ধে আহত হইয়াছে বটে কিন্তু যুদ্ধভূমি হইতে অন্য স্থলে গিয়া অন্যদিন যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহার পক্ষে ইহা প্রয়োজ্য নহে। যাঁহারা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন তাঁহাদের এই অভিমতটী বিচার করিয়া দেখিতে হইবে অর্থাৎ ইহা বিচার সাপেক্ষ, কাজেই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। ৯৭

(ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হয় জলস্পর্শ করিয়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে, ক্ষত্রিয় বাহন অশ্বাদি এবং অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইবে, বৈশ্য পাঁচনবাড়ী অর্থাৎ চাবুক কিংবা রশ্মি অর্থাৎ লাগাম স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইবে, শূদ্র যষ্টি অর্থাৎ ছড়ি বা লাঠি স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হইবে। সকলেরই কিন্তু 'কৃতক্রিয়' হওয়া আবশ্যক—স্নানাদি ক্রিয়া করণীয়।)

(মেঃ)—দশাহ প্রভৃতি যে বিভিন্ন অশৌচকালগুলি আছে সেগুলি পরিপূর্ণ হইয়া গেলে তখন ইহা অপর একটী কর্ত্তব্য হইবে,—। "অপঃ স্পৃষ্ট্বা"=জল স্পর্শ করিয়া ;—ইহা দ্বারা যে স্নান করিবার বিষয় বলা হইতেছে তাহা আগে ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি। "কৃতক্রিয়ঃ" এটী ক্ষত্রিয় প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। 'ক্রিয়া' বলিতে এখানে স্নানই বুঝাইতেছে, কারণ অন্য কোন ক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহার অর্থ দাঁড়াইতেছে এই যে, ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরা স্নান করিয়া 'বাহন' প্রভৃতি বস্তু স্পর্শ করিবে। কেহ কেহ বলেন এখানে 'ক্রিয়া' ইহার অর্থ শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া। শ্রাদ্ধ করিয়া সকলেই বিশুদ্ধ হয়। ইহার মধ্যেও আবার, ব্রাহ্মণ স্বহস্তে জল স্পর্শ করিবে এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরা বাহন প্রভৃতির সহিত জল স্পর্শ করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা। ৯৮

(হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সপিণ্ডগণের পক্ষে শৌচ লাভ করিবার ইহাই বিধান, ইহা আপনাদিগকে বলিলাম। যাহারা সপিণ্ড নহে তাহাদের সকলের পক্ষে মরণাশৌচে শৌচবিধি কিরূপ তাহা আপনারা এইবার শুনুন।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধে পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের উপসংহার করা হইয়াছে আর শেষার্দ্ধটীতে পরবর্ত্তী বিষয়ের উপপত্তি বলিতে উপক্রম করা হইয়াছে। ৯৯

(ব্রাহ্মণ যদি অসপিণ্ড কোন মৃত ব্রাহ্মণকে বন্ধুর ন্যায় সমবেদনাযুক্ত হইয়া বহনদহন করেন তাহা হইলে ত্রিরাত্র অশৌচে তিনি শুদ্ধ হইবেন। নিজ জননীর নিকটসম্পর্কীয় বান্ধবকে সৎকার করিলেও ঐরূপ হইবে।)

(মেঃ)—"বন্ধুবৎ" ইহার অর্থ কোন পারিশ্রমিক না লইয়া কেবল ধর্ম্ম ভাবিয়া। "মাতুঃ আপ্তাংশ্চ"—মাতার আপ্ত বান্ধবগণকে,—। এখানে এই 'আপ্ত' পদটীর দ্বারা মাতার নিকট বান্ধব—মাতুল প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। আর এই নির্দ্দেশটী দ্বারা এখানে এই প্রকার অর্থই অনুমিত হয় যে, 'অসপিণ্ড' ইহার অর্থ অসমানোদক', কিন্তু একেবারে নিঃসম্পর্ক অন্য বংশের লোক নহে। ১০০

(যদি কিন্তু তাহাদের অন্ন ভোজন করে তাহা হইলে দশ দিনই অশৌচ হইবে, আর যদি তাহাদের অন্ন ভোজন না করে এবং তাহাদের গৃহে বাসও না করে তাহা হইলে একদিন অশৌচ।)

(মেঃ)—অন্ন ভোজন করিতেছে না বটে কিন্তু তাহাদের গৃহে বাস করিতেছে এরূপ যদি হয় তাহা হইলে পূর্ব্বে যে ত্রিরাত্রাশৌচ বলা হইয়াছে তাহাই হইবে। আর অন্ন ভোজনও করে নাই এবং তাহাদের গৃহে বাসও করে নাই, এমন যদি হয় তাহা হইলে মাত্র একাহ অশৌচ হইবে। কিন্তু যদি তাহাদের অন্ন ভোজনও করে এবং গৃহে বাসও করে তাহা হইলে দশ দিনই অশৌচ হইবে। ১০১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন জ্ঞাতিই হউক অথবা জ্ঞাতি নাই হউক এমন কোন মৃত ব্যক্তির শবানুগমন করে তাহা হইলে পরিহিত বস্ত্রসমেত স্নান করিয়া অগ্নি স্পর্শ এবং ঘৃত প্রাশন করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে।)

(মেঃ)—'অনুগমন' অর্থ জানিয়া শুনিয়া তাহার অনুসরণ করা। কিন্তু কোন গতিকে ঘটনাক্রমে যদি কেহ ঐ শবের পিছনে পিছনে পথ দিয়া যায় তাহা হইলে তাহার পক্ষে ঐ সবস্ত্র স্নান বিধেয় নহে। এখানে এইরূপ অর্থই বিবক্ষিত যে, স্নান, অগ্নি স্পর্শ এবং ঘৃত প্রাশন এগুলি সম্মিলিতভাবেই শুদ্ধি জন্মাইবে (কিন্তু বিকল্পিতভাবে নহে, কাজেই ঐগুলির সব কয়টীই কর্ত্তব্য।) ১০২

(আত্মীয়স্বজন এবং স্বজাতি লোকেরা বর্ত্তমান থাকিতে কোন মৃত ব্রাহ্মণকে শূদ্রের দ্বারা বহন করাইবে না। কারণ সেই ব্রাহ্মণ শরীরটীকে যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় সেই আহুতিটী শূদ্র স্পর্শে দূষিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহা ঐ মৃত ব্যক্তিটীর স্বর্গজনক হয় না।)

(মেঃ)—"ন নায়য়েৎ" ইহার অর্থ বহন করাইবে না। "স্বেষু তিষ্ঠৎসু" ইহার অর্থ সমান জাতীয় লোকেরা বিদ্যমান থাকিতে। এখানে 'আহুতি' পদটীর প্রয়োগ থাকায় 'শূদ্রের দ্বারা দাহ করাইবে না' ইহা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। 'বিপ্র' শব্দটীর অর্থ এখানে বিবক্ষিত নহে। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের শবদেহও শূদ্র স্পর্শে দূষিতই হইয়া থাকে ; কাজেই তাহাও বহন করান যে নিষিদ্ধ তাহা এখানকার 'অস্বর্গ্যা' এই অর্থবাদটী হইতে নিরূপিত হয়। ১০৩

(জ্ঞান, তপস্যা, আহার, মৃত্তিকা, মন, জল, গোময়াদিলেপন, বায়ু, কর্ম্ম, সূর্য্য কাল এবং অগ্নি এইগুলি সব মানুষের শরীরের শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—কাল দ্বারা যে মানবের শুদ্ধি সাধিত হয় ইহারই দৃষ্টান্তরূপে এখানে জ্ঞান প্রভৃতি-গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জ্ঞান প্রভৃতিগুলি যেমন স্ব স্ব ক্ষেত্রে শুদ্ধি সম্পাদন করে, কালও সেইরূপ শুদ্ধি সাধন করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় প্রকাশ করা উচিত নহে। এই জ্ঞান প্রভৃতিগুলির মধ্যে কোন্‌টী কাহাকে শুদ্ধ করে তাহা এইখানেই ঐগুলির প্রকরণে (আলোচনাকালে) বলা হইবে। আর যেগুলির বিষয় এখানে বলা হইবে না সেগুলি স্থলান্তরে প্রসঙ্গমধ্যে বলিয়া দেওয়া হইবে। ইহাদের মধ্যে "জ্ঞান" ইহার অর্থ আত্মবিষয়ক জ্ঞান, যাহা সাংখ্য এবং যোগ শাস্ত্র মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। ঐ সাংখ্য-যোগোপদিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা এবং তন্মূলক বাসনা দূর হয়, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যায় ; তখন সর্ব্বপ্রকার দোষবর্জ্জিত জ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। আচার্য্য স্বয়ং ইহা অগ্রে "বুদ্ধি জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ হয়" (৫।১২১) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়া দিবেন।

"তপঃ"—কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি। ইহা পাতক এবং উপপাতক হইতে শুদ্ধি লাভের কারণ। "অগ্নি"—মৃন্ময় প্রভৃতি বস্তুর শুদ্ধির কারণ। ইহা ঐ শ্লোকেই "পুনঃ পাকেন" এই অংশে বলিয়া দিবেন। "আহার"—পবিত্র বস্তু, দুগ্ধ, ফলমূল প্রভৃতি আহার ; ইহাও ঐ তপস্যার ন্যায় শুদ্ধি নিষ্পাদন করে। 'মৃত্তিকা' এবং 'জল' যে শুদ্ধি উৎপাদন করে তাহা অতিশয় প্রসিদ্ধই আছে। মনের শুদ্ধি কিরূপে হয় তাহা অগ্রে "মনঃ সত্যেন" (১০৮) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়া দিবেন। "উপাঞ্জন" ইহার অর্থ গৃহ প্রভৃতি চূণকাম করা কিংবা গোময় দিয়া লেপন করা, সম্যক্ মার্জ্জন (মাজা ঘসা) করা। বায়ু—পথের উপর তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি যাহা পড়িয়া থাকে তাহা চণ্ডালাদি স্পর্শে দূষিত হইলে বায়ু দ্বারা শোধিত হইয়া যায়। "কর্ম্মাণি"—সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি কর্ম্মও শুদ্ধির কারণ হয়। ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে "পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ" (২।১০২) ইত্যাদি শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তপস্যাও কর্ম্মই বটে (কর্ম্মরূপে শুদ্ধি সম্পাদন করে বটে) তথাপি উহার প্রাধান্য আছে ইহা দেখাইবার জন্য উহা পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রায়ই দেখা যায় শাস্ত্রমধ্যে তপস্যাটীকে কর্ম্ম হইতে ভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়া উল্লেখ করা হয়। যেমন "কর্ম্মনিষ্ঠাস্তপোনিষ্ঠা" ইত্যাদি। ১০৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(অর্থ সম্বন্ধে শুচিতাই হইতেছে সকল প্রকার শুদ্ধতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ যে ব্যক্তি অর্থ বিষয়ে শুচি অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যায়পূর্ব্বক পরের দ্রব্য লাভ করিতে ইচ্ছা করে না সেই ব্যক্তিই যথার্থ শুচি, মৃত্তিকা এবং জল প্রভৃতি দ্বারা শুদ্ধ হইলেই শুচি হওয়া যায় না।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটী বলিবার প্রসংগ কি? (উত্তর)—যে ব্যক্তি মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়াছে সে যেমন বিলম্ব না করিয়াই মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শুদ্ধ হইতে উদ্যত হয় সেইরূপ অসাবধানতা বশতঃ কিংবা স্খলনক্রমে যদি কেহ পরদ্রব্য অপহরণ করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহারও সেই পাপ শুদ্ধির জন্য অবিলম্বে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। একাদশ অধ্যায়ে এই প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিবেন। ১০৬

(বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তিতিক্ষা দ্বারা শুদ্ধিলাভ করেন, অকার্যকারী লোকেরা দানের দ্বারা শুদ্ধ হয়, যাহারা 'রহস্য' পাপ অনুষ্ঠান করে তাহারা জপের দ্বারা শুদ্ধিলাভ করে এবং শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা কেবল ক্ষান্তি (ক্ষমা, সহিষ্ণুতা) দ্বারাই শুদ্ধ হন। কারণ দ্বেষ, ঈর্ষ্যা এবং মৎসর (অন্যের ভাল দেখিতে না পারা) এসমস্তগুলি তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না। এইজন্য কোন কোন দুষ্কর্ম্মকারী তাঁহাদের উপর প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহারা নিত্য শুদ্ধই থাকেন। 'ক্ষান্তি' হইতেছে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম (গুণ) বিশেষ ; ইহার অর্থ সকল স্থলেই সমতা অবলম্বন। দানও অকার্য্যকারী ব্যক্তিকে শুদ্ধ করিয়া দেয়; ইহা "দানেন বধানির্ণেকম্" (১১।১৩৯) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেসমস্ত পাপ অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্নভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া যায় সেগুলি হইতে শুদ্ধিলাভ করিবার জন্য মন্ত্র জপ করিতে হয়, উহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত, ইহা প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ে রহস্যাধিকারে বলাই হইয়াছে। "তপ"=বেদবিৎ ব্যক্তিগণের যে বেদাভ্যাস এবং জ্ঞান তাহাই এখানে তপস্যা। এইজন্য বলা হইয়াছে "ব্রাহ্মণের পক্ষে জ্ঞানই তপঃ" ইত্যাদি। আর কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতিরূপ যে তপ তাহা সকল বর্ণেরই শুদ্ধি সম্পাদন করে, তাহা দ্বারা কেবল ব্রাহ্মণরাই যে শুদ্ধ হন তাহা নহে। ১০৭

(কোন বস্তু অপবিত্র হইলে তাহা মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা শুদ্ধ হয়, নদী যদি শ্লেষ্মাদি দূষিত হয় তাহা হইলে স্রোতের দ্বারা শুদ্ধ হয়, যে নারী মনে মনে পরপুরুষ চিন্তা করিয়া দোষগ্রস্ত হয় সে রজস্বলা হইলে তাহার পর শুদ্ধ হয় আর ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—যে নদীর এমন স্রোত বা জল নাই যাহা সমুদ্র পর্য্যন্ত যাইতে পারে সেই নদী যদি শ্লেষ্মা, মলাদি অপবিত্র বস্তু দ্বারা দূষিত হয় তাহা হইলে তাহাতে যখন (বর্ষাকালে) আবার এমন স্রোত উপস্থিত হয় যে তাহার দুই তীরকেই ভগ্ন করিয়া বা ভাসাইয়া দিতে থাকে তখন তাহা সেই 'বেগ' দ্বারা শুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু "ভূমিঃ শুধ্যতি পঞ্চভিঃ" (১২৩) ইত্যাদি শ্লোকে অগ্রে সাধারণ ভূমির শুদ্ধি যেরূপ বলা হইয়াছে নদী তীর সেভাবে শুদ্ধ হয় না। অথবা এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, নদী বেগবতী হইলেও যদি তাহার মধ্য দিয়া অশুচি প্রবাহ বহিতে থাকে তাহা হইলে তাহা অশুচি হইয়া যাইবে। ইহারই জন্য বলিতেছেন "নদী বেগেন" ;—। এরকম মনে করা সংগত হইবে না যে, নদীর মধ্যে চারিধার থেকে অশুচি প্রবাহ আসিয়া পড়ে বলিয়া নদী অশুচি হইয়া যায় এবং তাহা আর শুদ্ধ হয় না। (কিন্তু স্রোতের দ্বারাই নদী শুদ্ধ হইয়া যায়)। "মনোদুষ্টা স্ত্রী"=কোনরূপ শরীরকৃত ব্যভিচার যেখানে প্রতীত হয় না, কিন্তু কেবল মনে মনেই পরপুরুষের রূপগুণ চিন্তা করিতে থাকিয়া মানস-ব্যভিচারযুক্তা হয় সেরূপ স্থলে "রজসা"=ঋতুকালে শোণিত নির্গত হইলে তাহা দ্বারা "শুধ্যতি"=শুদ্ধ হইয়া থাকে। "সন্ন্যাসেন"=সন্ন্যাসের দ্বারা,—। এই সন্ন্যাসের বিবরণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইবে : ইহা দ্বারা দ্বিজোত্তমগণ শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। মানসাপচার স্থলে অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত পাপানুষ্ঠান হইলে ইহা হয় না। কিন্তু না জানিয়া অজ্ঞানপূর্ব্বক (অজ্ঞাতসারে) চিন্তা না করিয়া যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিবধ প্রভৃতি হয় তাহার পাপ দূর হয়। ১০৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(শরীর শুদ্ধ হয় জল প্রক্ষালনের দ্বারা, মন শুদ্ধ হয় সৎ-চিন্তা দ্বারা, জীবাত্মা শুদ্ধ হয় ব্রহ্মবিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা এবং বুদ্ধি শুদ্ধ হয় তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা।)

(মেঃ)—শুদ্ধির অধিকারী এই কয়টী,—'কর্ত্তা' পুরুষ যিনি আন্তর আত্মা, অন্তঃকরণ—মন ও বুদ্ধি, আর ভোগায়তন (সুখদুঃখাদিভোগের আশ্রয়) শরীর। ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক অর্থাৎ মহাভূতসকলের অংশ হইতে উৎপন্ন; এজন্য সেগুলিকে আর পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হইল না। ইহাদের মধ্যে কোন একটী বস্তু অন্য বিশেষ কোন একটী পদার্থের দ্বারা শুদ্ধ হয়, কিন্তু 'কাল' এমনই একটী পদার্থ যে, ইহা দ্বারা সকল বস্তুরই শুদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে, এইভাবে প্রশংসা বুঝাইতেছে। "গাত্রাণি" এখানে লক্ষণা বলে অবয়ব দ্বারা অবয়বী শরীর বোধিত হইতেছে। "অদ্ভিঃ"=জলের দ্বারা অর্থাৎ স্নানের দ্বারা শরীর শুদ্ধ হইয়া থাকে। মন হইতেছে সদসদাত্মক—সৎ এবং অসৎ (ভাল এবং মন্দ) উভয় দ্বারা বিজড়িত। অসৎ সঙ্কল্পের দ্বারা সেই মনের যে অশুদ্ধি ঘটে তাহা "সত্যেন"=সাধু সংকল্পের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। মন যে শুদ্ধির কারণ হইয়া থাকে ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই বিষয়টীকে পুনরায় এখানে গ্রহণ (স্মরণ) করিয়া লইয়া এখানে সত্যকথনকে মনের শুদ্ধির কারণ বলা হইতেছে। এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন, "বাক্ মনের দ্বারা প্রেরিত (চালিত) হইয়াই ভাষা প্রকাশ করে। অন্যমনস্ক হইয়া যে বাক্ প্রযুক্ত হয় তাহা অসুরগণেরই হইয়া থাকে, তাহা দেবগণ গ্রহণ করেন না"। "বিদ্যয়া"=সাংখ্যতত্ত্ব এবং বেদান্ত (উপনিষৎ) অভ্যাস হইতে যে 'বিদ্যা' অর্থাৎ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা,—। "তপসা"=কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি দ্বারা সংযুক্ত হইয়া 'ভূতাত্মা' শুদ্ধ হইয়া থাকে। "ভূতাত্মা" এখানে ভূত শব্দটীর অর্থ 'তত্ত্ব' অর্থাৎ পারমার্থিক (জড় সম্বন্ধ শূন্য) আত্মাই বোধিত হইতেছে। অনুপচিত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিশূন্য অহংজ্ঞান দ্বারা যাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় সেই পারমার্থিক (সনাতন সত্য) আত্মাই 'ভূতাত্মা'। কিন্তু ভূতময় আত্মা অর্থাৎ শরীরস্বরূপ আত্মা 'ভূতাত্মা' এরূপ অর্থ মনে করা উচিত হইবে না। "বুদ্ধিঃ"=স্বপ্ন প্রভৃতিতে যে বস্তু বিদ্যমান নাই তাহার স্বরূপ লইয়া যাহা প্রকাশ পায় সেইরূপ বিষয়রহিত অথচ বিষয়াকারা বুদ্ধি ;—। অথবা অসৎসিদ্ধান্তে (বৌদ্ধাদিমতে) অভিনিবেশ বশতঃ বস্তুর স্বরূপ ও বুদ্ধির অর্থাকারতা ইহারা অভিন্ন এইরূপ নিশ্চয় করিবার ফলে যাহা দোষগ্রস্ত হয় সেইরূপ বুদ্ধি ;—। অথবা জন্মান্তরে যে সকল অশুভ কর্ম্ম করা হইয়াছে অথচ তাহার ভোগ হয় নাই, সেইরূপ কর্ম্ম হইতে যে অশুভ বুদ্ধি জন্মে সেই প্রকার বুদ্ধি; অথবা এক একটী দুষ্কর্ম্মচালিত যে বুদ্ধি; উহা মানবের সহজাত, উহা অবিদ্যাত্মক, উহা অনিত্য অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মস্বরূপ বস্তুকে যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ এবং আত্মস্বরূপে প্রকাশ করে বলিয়া মিথ্যার সহিত অভেদ গ্রহণস্বরূপ, উহা ত্রিগুণ এবং আত্মার মধ্যে যে বিবেক অর্থাৎ ভেদ বা পার্থক্য রহিয়াছে তাহার অভাব অর্থাৎ বিপরীত ভাবটাই প্রকাশ করে ;—। অথবা ধন, পুত্র প্রভৃতিতে আসক্তিরূপ যে বুদ্ধি যাহা হইতে অতিশয় তৃষ্ণা (ধনাকাঙ্ক্ষা) জন্মে,— সেই বুদ্ধি "জ্ঞানেন"=প্রমাণস্ফূর্ত্তি—প্রমাণজন্য জ্ঞানের দ্বারা শুদ্ধ হয়, স্বপ্রকাশ জ্ঞানই আবার ঐ প্রমাণজন্য জ্ঞানের আশ্রয়। কারণ, বুদ্ধি এবং অর্থ (বাহ্য বস্তুসকল) ইহাদের মধ্যে ভেদই রহিয়াছে, আবার অর্থ (বাহ্য বস্তু) সকল বিশেষ বিশেষ আকারযুক্ত (অথচ বুদ্ধি নিরাকার—তাহার কোন আকার নাই) ; কাজেই বুদ্ধি বহির্বিষয়ের স্বরূপে পরিণত হইয়া সেইভাবে প্রকাশ পাইবে, ইহা হইতে পারে না। আর আত্মাও হইতেছেন নির্ব্বিকার অর্থাৎ পরিণাম শূন্য ; এই প্রকার যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান তাহা দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি হয়। এরূপ হইলে প্রথমে যে 'বিদ্যা'কে শুদ্ধির কারণ বলা হইয়াছে উহা দ্বারা বেদবিদ্যাই অভিহিত হইয়াছে। তাহাও যে শুদ্ধির কারণ হয় ইহা অগ্রে "যথৈধস্তেজসা বহ্নিঃ"—(১১। ২৪৬)=বহ্নি যেমন তেজের দ্বারা কাষ্ঠসকল ভস্ম করে" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা হইয়াছে। এইভাবে যে ব্যক্তি শুদ্ধ অর্থাৎ পূত (পবিত্র) হইয়া থাকেন তিনি ব্রহ্মলোক লাভ করেন। তাহার জন্য এই চতুর্ব্বিধ শুদ্ধি আবশ্যক। এই শুদ্ধিসকল যেমন পরম পুরুষার্থ লাভের কারণস্বরূপ (কেন না এইভাবে শুদ্ধ না হইলে পরম পুরুষার্থ লাভ করা যায় না) সেইরূপ জননাদিস্থলে (জন্ম-মৃত্যু নিমিত্তক অশৌচস্থলে) যে শুদ্ধি তাহাও এই প্রকার;—এইভাবে (অশৌচশুদ্ধি বিধির) প্রশংসা বলা হইল। ১০৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(শরীরের শুচিতা কিভাবে জন্মে তাহার সম্বন্ধে আমি আপনাদিগকে এইভাবে নিরূপণ করিবার বিষয় বলিলাম। এক্ষণে নানাপ্রকার দ্রব্য কিরূপে শুদ্ধ হয় সে সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত তাহা শুনুন।)

(মেঃ)—'নানাবিধ দ্রব্যের' ইহার অর্থ তৈজস, মৃন্ময়, দ্রব, কঠিন, পৃথক্ পৃথক্‌স্থিত কিংবা সংহত (জমাট বাঁধা, অথবা স্তূপাকারে স্থিত), কার্য্যদ্রব্য প্রভৃতি ভেদে যাহা বহুপ্রকার অথচ যেগুলি উপকরণভূত (মনুষ্য সমাজের উপকারে বা প্রয়োজনে লাগে)। আগে যে শুদ্ধি বলা হইয়াছিল এই শুদ্ধিটী যে তাহা হইতে ভিন্ন প্রকার, তাহা ইহাদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইল। সেখানে বুদ্ধ্যাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মারই অথবা বুদ্ধি এবং আত্মারই প্রধানতঃ শুদ্ধি বক্তব্য ছিল, আর দ্রব্যসকলের শুদ্ধি বলা হইয়াছে গৌণভাবে। পক্ষান্তরে এখানে উহা বিপরীতভাবে উল্লেখ করা হইতেছে অর্থাৎ এখানে দ্রব্যের শুদ্ধিই প্রধান, অন্য বিষয়গুলি গৌণ বা অপ্রধান। "শৃণুত নির্ণয়ম্"=আপনারা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন। পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির সহিত বক্ষ্যমাণ বিষয়ের যাহাতে সাঙ্কর্য্য (মিশ্রণ) না ঘটে তাহারই জন্য এই শ্লোকটী বলা হইল। ১০৯

(জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন সমস্ত তৈজসপদার্থ, সকল প্রকার মণি, এবং সর্ব্ববিধ প্রস্তরময় পদার্থ ভস্ম অর্থাৎ ছাই, জল এবং মৃত্তিকাদ্বারা শুদ্ধ হয়।)

(মেঃ)—যেসকল পদার্থ (ধাতুদ্রব্য) অগ্নিসংযোগে গলিয়া যায়, যেমন রূপা, সোনা, তামা, লোহা, পিতল, সীসা প্রভৃতি, ইহাদিগকে তৈজস বলা হয়। স্ফটিক প্রভৃতি দ্রব্যগুলি মণি। 'অশ্মা' অর্থ পাষাণ; সেই পাষণ নির্ম্মিত দ্রব্যকে বলে অশ্মময়। এখানে "সর্ব্বস্য" এটী শ্লোকের পাদপূরণের জন্য বলা হইয়াছে (ইহার কোন সার্থকতা নাই)। অথবা পর্ব্বতস্থ পাষাণ এবং নদীস্থিত পাষাণ (শিলা), এই দুইটীই উহার আলম্বন অর্থাৎ ঐ দুই জাতীয়কে লক্ষ্য করিয়া 'সর্ব্ব' শব্দটী প্রয়োগ। এখানে 'মৃত্তিকা' এবং 'ভস্ম' এই দুইটীর মধ্যে বিকল্প হইবে; কারণ উভয়ের দ্বারা একই কার্য্য সাধিত হইতে পারে, কিন্তু 'জল'টী সমুচ্চিত হইবে অর্থাৎ মৃত্তিকা এবং ভস্ম উভয়স্থলেই 'জল' দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে। (আচ্ছা, বলা হইল যে, মৃত্তিকা এবং ভস্ম উভয়েরই কার্য্য এক), ঐ কার্য্যটী কি? (উত্তর)—দূষণীয় বস্তুর লেপ (সংস্পর্শ বা লাগিয়া থাকা) এবং তাহার গন্ধ দূর করাই হইতেছে সেই কার্য্য। এইজন্য অন্যত্র বচন দ্বারা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে "অপবিত্র বস্তুর লেপ এবং গন্ধ দূর হইলে শুদ্ধ হইবে"। এখানেও অগ্রে বলিয়া দেওয়া হইবে "যতক্ষণ না অপবিত্র বস্তুর সম্বন্ধ অপগত হয়" ইত্যাদি। আবার মৃত্তিকা এবং ভস্ম উভয় বস্তুই স্বরূপতঃ পরুষ (খস্-খসে) বলিয়া দুইটীরই স্বরূপ সমান। এইজন্য উহা দ্বারা ঘর্ষণ মার্জ্জন করা হইলেও কোনটী দ্বারা (ভস্মের দ্বারা) তৈলজাতীয় পদার্থের সংস্পর্শ বিদূরিত হইয়া শুদ্ধি জন্মে আবার অন্যটী (মৃত্তিকাটী) সাধারণভাবে দ্রব্যশুদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।

এখানে যে তৈজসাদি দ্রব্যের শুদ্ধির কথা বলা হইল ইহার অর্থ 'অশুচি' বস্তুর শুচিত্ব সম্পাদন করা, তাহার প্রত্যবায় (মল) দূর করিয়া দিয়া তাহাকে সম্যক্‌ভাবে ব্যবহারের যোগ্য করিয়া তোলা। আচ্ছা, এরূপই যদি হয় তাহা হইলে শুদ্ধির কথা না বলিয়া অশুদ্ধির বিষয়ই ত বলিয়া দেওয়া উচিত—এই বস্তু এই পদার্থের সম্পর্কযুক্ত হইলে অশুদ্ধ হয়, ইহা বলিয়া দেওয়াই ত আবশ্যক? ইহাতে যদি বলা হয় যে, এই যে শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি এগুলি লৌকিক পদার্থ, কাজেই লোক ব্যবহার হইতেই ইহাদের স্বরূপ জানা যাইবে। তাহা কিন্তু সঙ্গত হইবে না। কারণ, শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ ইহা মাত্র সাধারণভাবে লোক ব্যবহার হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় (কিন্তু ইহার বিশেষ বিশেষ স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না)। যেহেতু মল-মূত্র শোণিত প্রভৃতির সংস্পর্শ ঘটিলে যে বস্তু ঘৃণার উদ্রেক করে তাহাকেই লোক ব্যবহারের অশুচি বলা হয়। বস্তুতপক্ষে, যাহা স্পর্শনাদি ক্রিয়ার অযোগ্য অর্থাৎ যাহা স্পর্শ করা উচিত নয় তাহাই অশুচি। কিন্তু কোন্ বস্তু যে কিরূপ অবস্থায় স্পর্শ করিবার অযোগ্য তাহা একমাত্র শাস্ত্র হইতেই জানিতে হয়। আরও কথা, যে ব্যক্তি পর দ্রব্য প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হয় না তাহাকে শুচি বলা হয়। (কাজেই শুচিত্ব এবং অশুচিত্ব নিরূপণ করিবার মত কোন একটী সাধারণ ধর্ম্ম নাই বলিয়া) ঐপ্রকার প্রসিদ্ধি (লোক ব্যবহার সিদ্ধ অর্থ) হইতে এখানে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যাহা 'অপহত' অর্থাৎ কোন কিছু দ্বারা দূষিত তাহাই অশুচি এই প্রকার অর্থ প্রসিদ্ধ হইলেও 'কোন্ পদার্থের সংস্পর্শে কোন্ পদার্থ অপহত (দূষিত) হয়' তাহা কিন্তু শাস্ত্রের বিশেষ নির্দ্দেশ ব্যতীত জানা যায় না। আচ্ছা, 'ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পদার্থের জ্ঞান হইবে' এই কথা যে বলা হইল ইহা কিরূপে সম্ভব? কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, কেবল কর্ত্তব্য নির্দ্দেশই করিয়া থাকে (ইহা কর অথবা ইহা করিও না, এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়াই ধর্ম্মশাস্ত্রাদির বিষয়); ঐ বিষয়েই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রমাণ; কিন্তু পাণিনি প্রভৃতির গ্রন্থের ন্যায় পদ-পদার্থের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দেওয়া ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয় নহে; কাজেই সে বিষয়ে তাহা প্রমাণও নহে। যেহেতু মন্বাদি স্মৃতির মূল হইতেছে বেদ। (আর বেদ কেবল কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশই করিয়া থাকে)। ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। ধর্ম্মশাস্ত্রমধ্যে এই যে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে ইহা হইতে এইভাবে বিধি অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা অনুমান করা হয়,—'এই দ্রব্যের সংস্পর্শে যে বস্তু দূষিত হইয়াছে তাহা দ্বারা কোন প্রকার ব্যবহার করিবে না'। কাজেই যে দ্রব্যের সংস্পর্শ ঘটিলে কোন বস্তু ব্যবহার করিবার নিষেধ আছে তাহাই সেখানে সেই উপঘাত (অপবিত্রতা বা দোষ) উৎপন্ন হইবার কারণস্বরূপ, এই প্রকার অবগতি যদি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেও জন্মে তাহা হইলে তাহাতে কোন বিরোধ হয় না, (তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের শাস্ত্রত্ব ব্যাহত হয় না)। শুদ্ধি সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়, 'যে বস্তু দূষিত হইয়া গিয়াছে তাহা যদি বিধিনির্দ্দেশ অনুসারে প্রক্ষালনাদি সংস্কারযুক্ত করিয়া লওয়া হয় তবেই তাহা দ্বারা ব্যবহার করা চলিবে'—এইভাবে বিধিমূলকতা নিরূপণ করা চলে। (অর্থাৎ শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি—ইহাদের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া দেওয়া হইলেও কেবল তাহা বলিয়া দেওয়াই ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে, কিন্তু ঐপ্রকার বিধি নির্দ্দেশ করাই ধর্ম্মশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। ফলতঃ সেই বিধির সহিত অত্যন্ত বিজড়িত পদার্থ নিরূপণ করিয়া দেওয়াও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয় হইয়াছে)। কিন্তু এখানে ঐ বিধিটীর অর্থ এরূপ নহে যে, 'শুদ্ধি করা উচিত'; (ইহা হইতেই পারে না); কারণ, তাহা হইলে যদি কেহ কোন অশুদ্ধ বস্তুকে শুদ্ধ না করে তাহা হইলে সে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়া পড়িবে। (কিন্তু তাহাতে কাহারও প্রত্যবায় হয় না)। (প্রশ্ন—ইহাই যদি হয় তবে আর বিধি স্বীকার করিবার সার্থকতা কি?)। উত্তর—তবে এস্থলে বিধি স্বীকার করিবার সার্থকতা এই যে, লৌকিক ব্যবহার স্থলে শুচিই হউক আর অশুচিই হউক যে কোন পাত্রের দ্বারা ব্যবহার নির্ব্বাহ হইতে পারে, কারণ ইহার প্রয়োজনও লোকপ্রসিদ্ধ। কাজেই সেরূপ স্থলে যখন লোকে শুচি-অশুচি যে কোন পাত্রের দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন করিতে উদ্যত হয় তখন ইহাই শাস্ত্রীয় নিয়ম,—ইহাই শাস্ত্রোক্ত নিয়মবিধি যে, 'যদি দরকার হয় তবে এই রকম পাত্রেই ব্যবহার চালাইবে, কিন্তু অন্য রকম পাত্রে ব্যবহার করা চলিবে না'।

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এখানে এই যে নিয়মবিধি বলা হইল ইহাই বা কিরূপে সংগত হয়? কারণ, যাহার ফলে অদৃষ্ট জন্মে সেরূপ স্থলেই নিয়মবিধি স্বীকার করা হয়। (আর শাস্ত্রীয় কর্ম্মের পক্ষেই এই অদৃষ্ট স্বীকার করা হইয়া থাকে; কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে ত অদৃষ্টের কোনই উপযোগিতা নাই।) কাজেই অন্য স্থলে নিয়ম স্বীকার করা ইচ্ছাধীন। যেমন, কুচিন্তা এবং সাধুচিন্তা এস্থলে যে নিয়ম স্বীকার করা হয় তাহার ফলে পাপ অথবা পুণ্য হয়, কাজেই সেখানে নিয়মবিধির উপযোগিতা আছে; কিন্তু আলোচ্য স্থলটীতে ত সেরূপ কিছু নাই। (অতএব এই শুদ্ধিবিষয়ক নিয়মবিধি বিফল।) ইহার উত্তরে বক্তব্য, এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করা সংগত হইত যদি অশুদ্ধ পাত্র ব্যবহার করিবার নিষেধ না থাকিত। কিন্তু অশুদ্ধ পাত্র ব্যবহার করিবার যখন নিষেধ রহিয়াছে তখন যে কোন অশুদ্ধ পাত্র শুদ্ধ না করিয়া ত ব্যবহার করিতে পারা যায় না। কাজেই শুদ্ধিবিধিটী কেবল প্রতিপ্রসবস্বরূপ অর্থাৎ যাহা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল শুদ্ধিবিধি দ্বারা তাহা ব্যবহার করিবার পুনর্বিধান বা অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কাজেই ঐ প্রতিপ্রসব স্থলে আবার অভ্যুদয় কি? অর্থাৎ অভ্যুদয় (অদৃষ্ট) সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না; কারণ ঐরূপ ক্ষেত্রে প্রতিপ্রসব থাকায় তাদৃশ পাত্র ব্যবহার করিলে আর প্রতিষেধ লঙ্ঘন করা হয় না (সুতরাং নিষেধাতিক্রমে যে প্রত্যবায় হইত তাহা আর হইবে না, ইহাই ঐ প্রতিপ্রসবটীর ফল)।

শুদ্ধি এবং অশুদ্ধির স্বরূপ নিরূপণ করিবার এই যে স্মৃতি ইহা দ্বারা কোন বিধি সূচিত হইতেছে না কিন্তু ইহা পদ-পদার্থের সম্বন্ধই কেবল নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, ইহাই যদি বলা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয় তবে তাহাই না হয় হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না ; কারণ সাধু ও অসাধু নিরূপণ করিবার যেমন নির্দ্দেশ আছে, স্বল্প স্মৃতি আছে—স্মৃতিমধ্যে তাহা অল্পস্বল্প বলা আছে, ইহাও সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ ইহা দ্বারাও পদ-পদার্থ সম্বন্ধ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদক বেদই যে মনু প্রভৃতি স্মৃতির মূল, ইহা কে বলিয়া দিল? যে স্থলে যেরূপ বেদবচনকে এই সমস্ত স্মৃতির মূল বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে সেখানে সেইরূপ শ্রুতিবাক্যকেই ইহার মূল বলিয়া স্বীকার করা হয়। 'অষ্টকা' প্রভৃতি বিষয়ক যে স্মৃতি তাহা কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। কাজেই সেখানে কার্য্য প্রতিপাদক বেদবাক্যকেই উহার মূল বলা হয়। আবার, যে স্মৃতি সিদ্ধার্থ প্রতিপাদক সেখানে সেই প্রকার সিদ্ধার্থ বিষয়ক বেদবাক্যই তাহার মূল হইবে। পদ-পদার্থের সম্বন্ধ নিরূপণ স্থলে সেই শব্দ সেই অর্থে যখন প্রথম ব্যবহার হয় তাহাই প্রমাণ, কিন্তু পদ-পদার্থের সেই সম্বন্ধ কখনও কেহও তৈয়ারি করিয়া দেয় না, কাজেই তাহা ঐ ব্যবহারের মূল নহে।

পক্ষান্তরে দ্রব্যের এই যে শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি নিরূপণ করিয়া দেওয়া হইতেছে বৃদ্ধ ব্যবহারকে কিছুতেই ইহার মূল বলা যায় না। কারণ, যেখানে শুদ্ধিটী বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত হয় সেখানে বৃদ্ধ ব্যবহারকে কিরূপে উহার মূল বলা যাইবে ; যেহেতু এরূপ হইলে 'মন্ত্রের দ্বারা যাহার শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়াছে সেই বস্তুর দ্বারা কর্ম্ম করিবে' ইত্যাদি প্রকার যে বেদবিধি তাহাও অনর্থক হইয়া পড়ে। (অভিপ্রায় এই যে, বৃদ্ধ ব্যবহারকে মূল বলিলে তাহা সাদি হইয়া পড়ে; কিন্তু মন্ত্রসাধ্য কর্ম্মকে সাদি বলা যায় না; যেহেতু তাহা হইলে বেদও সাদি হইয়া যায়)।

আচ্ছা, পদ-পদার্থের সম্বন্ধ নিরূপক যে পাণিনীয় শাস্ত্র তাহাও ত বিধিবোধক ; যেহেতু 'সাধু' পদ প্রয়োগ করিয়াই যজ্ঞাদিতে কথা বলিবে, কিন্তু অসাধু (অসংস্কৃত) পদে কথা বলিবে না' ইত্যাদি স্মৃতিই ইহার প্রমাণ। ইহার উত্তরে বক্তব্য, ইহা পাণিনির স্মৃতি নহে। কারণ পাণিনিস্মৃতির কেবল ইহাই প্রতিপাদ্য, ইহা জানাইয়া দেওয়াই তাৎপর্য্য যে, এই প্রয়োগটী সাধু, আর এই প্রয়োগটী সাধু নহে। কিন্তু 'সাধু পদ প্রয়োগ করিবে এবং অসাধু পদ প্রয়োগ করিবে না', এই প্রকার কোন স্মৃতি যদি থাকে তবে তাহা ধর্ম্মসূত্রকারগণেরই স্মরণ (স্মৃতি) হইবে। অভিধানসার হইতে এ বিষয়টী ভালভাবে জানিয়া লইতে হইবে।

আচ্ছা, সেই স্মৃতিমধ্যেও ত বিধির উল্লেখ আছে? "ধনাংশভাগিগণ এইভাবে ধন বিভাগ করিয়া লইবে", "জ্যেষ্ঠপুত্র চারিভাগ গ্রহণ করিবে", "কেবল জ্যেষ্ঠপুত্রই গ্রহণ করিবে" ইত্যাদি। কেবল বিধিই স্বীকার করিবার হেতু কি? কারণ, 'প্রৈষ' প্রভৃতি অর্থেও ত লিঙ্ হইয়া থাকে। ইহাতে যদি বলা হয় যে পদার্থসকল বিধিস্বরূপ ; আর 'প্রৈষ' প্রভৃতিগুলি 'বিধিশেষ'—কারণ 'প্রৈষ' প্রভৃতি স্থলগুলিতেও প্রবর্ত্তনাই প্রতীত হইয়া থাকে। তদুত্তরে বক্তব্য 'প্রাপ্তকাল' প্রভৃতি অর্থে যেখানে 'লিঙ্' লকারের প্রয়োগ হয় সেখানে প্রবর্ত্তনা কোথায়? আর পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনে যে ধন গ্রহণ করিবার বিষয় বলা হইয়াছে সেখানে ধন গ্রহণটী ত বিধির বিধেয় হইতে পারে না ; কারণ সে স্থলে বিধি ব্যতীতই গ্রহণ ক্রিয়াটী প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেহেতু সেখানে ধনভাগীদের ধনপ্রার্থিতা থাকায় ধন গ্রহণও পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ ধন গ্রহণে স্বতই প্রবৃত্ত হয় বলিয়া ঐ গ্রহণটী বিধির বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং ধনগ্রহণ বিষয়ক বিধি হইতে পারে না। আর ইহাতে যদি বলা হয়, ঐ গ্রহণটী প্রাপ্ত আছে বটে কিন্তু ঐরূপ স্থলে ধনে নিজের যে অংশ এবং অন্যেরও যে অংশ উভয় স্থলেই প্রার্থিতা অবিশিষ্টভাবে (তুল্য প্রকারে) বিদ্যমান, কাজেই সেখানে স্বীয় অংশেই গ্রহণটীকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ঐ প্রকার বিধি আবশ্যক। কিন্তু ইহা বলাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, এখানে বিধির যে নিয়মার্থতা (বিধি দ্বারা যে গ্রহণটী নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ কেবল স্বীয় অংশের মধ্যে সঙ্কুচিত করা হয়) তাহা ঐ বিহিত অংশাতিরিক্ত বস্তুটীর সহিত সম্ভব নহে, কারণ ঐ অতিরিক্ত অংশটী অদৃষ্ট বস্তুরই সমান। কাজেই এখানে বিধি কিংবা নিয়ম কোনটীই যুক্তিসঙ্গত হয় না।

আচ্ছা, ঐ গ্রহণবিষয়ক বাক্যটীকে না হয় পরিসংখ্যা বিধিই বলা হইবে (অন্যের অংশ গ্রহণ করিবে না, এইরূপ অর্থ স্বীকার করা হইবে)? ইহা সঙ্গত হইতে পারে বটে। কিন্তু এ পক্ষেও দোষ এই দাঁড়াইবে যে, যদি কেহ ধনবিভাগকালেই নিজ অংশের অতিরিক্ত ধন ভ্রাতাদের অনুমতি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুসারেই গ্রহণ করে তাহা হইলে ভ্রাতাদের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও ত তাহাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে, (কারণ, অন্যের অংশ গ্রহণ করিবে না, এই যে পরিসংখ্যাবিধি, ইহা সে লঙ্ঘন করিতেছে)। একটী বস্তুর অংশান্তরে তাহার যে স্বত্ব আছে, ইহা ত শাস্ত্র দ্বারা বোধিত হয় না। কারণ গ্রহণবিধি দ্বারা এই কথা বলা হইয়াছে যে, উহাতে তাহার স্বত্ব জন্মিবে। কিন্তু তাহা ছাড়া যেটী অন্য সেটী তাহার অ-স্ব— সেটী তাহার স্ব নহে। অথচ সে সম্বন্ধে প্রতিষেধ (পরিসংখ্যাবোধিত নিষেধ) আছে, জানা যায়। আর ঐ নিষেধটী লঙ্ঘন করিয়াও যদি তাহা 'পরিগ্রহ' করা হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাতে তাহার স্বামিত্ব (অধিকার) জন্মিবে। আর তাহা হইলে চৌর্য্য প্রভৃতি দ্বারা লব্ধ বস্তুতেও স্বামিত্ব (অধিকার) জন্মে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ এরূপ স্থলে একমাত্র পরিগ্রহ (দানগ্রহণ) ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই স্বত্ব নিরূপিত হয় না—এটী উহার স্ব এবং এটী উহার স্ব নহে, ইহা নিরূপিত হয় না। অর্থাৎ যদি তাদৃশ স্থলে মূলে পরিগ্রহ থাকে তবেই স্বত্ব সিদ্ধ হয়।

অতএব অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি অথবা পরিসংখ্যাবিধি ইহার কোনটীই এখানে সম্ভব হইতেছে না। কাজেই এই পরিমাণ অংশে এই ব্যক্তি স্বামী, এই পরিমাণ অংশে অন্য ব্যক্তি স্বামী, ইহাই ঐ বিভাগ বিধিটীর অর্থাৎ ধনগ্রহণ নির্দ্দেশটীর তাৎপর্য্য। সুতরাং পূর্ব্বোদাহৃত বচনে "বিভজেরন্" এখানে যে লিঙ্ লকার আছে তাহা 'প্রাপ্তকাল'—অর্থ বুঝাইতেছে। আর "হরেয়ুঃ" ইত্যাদি পদে যে লিঙ্ লকার তাহাও অনুবাদস্বরূপ—উহা দ্বারা লৌকিক প্রবৃত্তির ধনগ্রহণে স্বভাবতই যে প্রবৃত্ত হইতেছিল তাদৃশ গ্রহণের অনুবাদ করা হইয়াছে মাত্র। "ক্ষুধাতুর ব্যক্তি ভোজন করিবে", "অলব্ধ বস্তুর প্রাপ্তির আশায় ধনবান্ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইবে" ইত্যাদি স্থলে যেমন 'লিঙ্ লোকতঃ প্রাপ্ত (স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে লব্ধ) পদার্থেরই অনুবাদ বুঝায় এখানেও সেইরূপ। বস্তুতঃ গৌতম নিজ স্মৃতিমধ্যে "রিক্থ্য ক্রয়" ইত্যাদি বচনে ইহা স্পষ্টভাবেই বলিয়া দিয়াছেন।

অতএব এইসকল আলোচনা হইতে ইহাই স্থির হয় 'অষ্টকা' প্রভৃতি স্মৃতির ন্যায় শুদ্ধি-অশুদ্ধিবিষয়ক স্মৃতিও সংস্কারবিধিই হইবে অর্থাৎ ঐসকল স্মৃতি দ্বারা সেই সকল দ্রব্যের সংস্কার করিবার বিধানই বলা হইয়াছে (সুতরাং উহাও অষ্টকাদি স্মৃতির ন্যায় বিধিই হইতেছে)। অতএব উহার মূলে যখন বিধি রহিয়াছে তখন উহাও বিধি দ্বারাই বিজ্ঞাপিত হইতেছে। সুতরাং শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি দুইটীরই স্বরূপ একমাত্র শাস্ত্র হইতেই নিরূপণ করিতে হয়। আর তাহা হইলে ত অশুদ্ধির বিষয়ও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক? (উত্তর)—হাঁ, তাহাও ত অগ্রে "বসা শুক্রম্" (৫।১৩৫) ইত্যাদি শ্লোকে বলাই হইয়াছে। এবং সেখানে যে 'নৃ' শব্দটীর উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ 'মানুষের বসা শুক্র' এইরূপ বলা হইয়াছে তাহাও দৃষ্টান্ত মাত্র; কারণ অন্য স্মৃতিতে মানুষ ছাড়া অপরাপর প্রাণীরও 'বসা, শুক্র' ইত্যাদিকে অপবিত্রই বলা হইয়াছে। যেমন, কুকুর, বিড়াল, গাধা, উট, বানর, কাক, বিড়্বরাহ, গ্রাম্য কুক্কুট, শৃগাল, মাংসভুক্ প্রাণী, মৃগ, শকুন্ত (পক্ষী), নখী এবং নকুল, এই সমস্ত প্রাণীরও বসা শুক্রাদি অশুচি। 'বসাদি' বলায় লোম এবং মাংসও যে অশুচি তাহা বুঝিতে হইবে।

এখানে যে শুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, ঐসমস্ত দ্রব্য মূত্র প্রভৃতি অপবিত্র বস্তুর দ্বারা উপহত (দূষিত) হইলে তবেই উহাদের শোধন করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু ঐভাবে দূষিত না হইলেও যে ঐসকল বস্তু ব্যবহার করিতে গেলেই শুদ্ধ করিতে হইবে তাহা নহে। কারণ, স্বর্ণাদি পদার্থগুলি যে স্বভাবতই স্বরূপত অশুদ্ধ তাহা নহে। ঐগুলি স্বরূপতঃ অশুদ্ধ হইলে ব্যবহার করিবার সময় শুদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক হইত বটে। অথবা লৌকিক প্রয়োগ (ব্যবহার) আশ্রয় করিয়া এতাদৃশ স্থলে ঐরূপ সংস্কার বিহিত হইতে পারে, তাহাতে অদৃষ্ট (পুণ্য) হইবে। যেমন 'পূর্ব্বাস্য' প্রভৃতি হইয়াই লোকে ভোজন করিয়া থাকে। তথাপি এই লৌকিক ভোজনকে আশ্রয় করিয়া যেমন 'পূর্ব্বাস্য হইয়া ভোজন করিবে' ইত্যাদি প্রকার বিধি আছে এবং তাহার ফলশ্রুতিও আছে, দ্রব্যের এই যে সংস্কারবিধি ইহাও সেইরূপ হইবে। কিন্তু এরূপ স্থলে শুদ্ধির সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করাটী বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে (?)। তবে ভোজনের পূর্ব্বে যে ভোজন পাত্র মাজা ধোওয়া করা হয় তাহা লোকাচারমূলক। এই স্মৃতিবচন মূলে আছে বলিয়া যে ঐরূপ করা হয় তাহা নহে। অপরাপর যে সমস্ত অস্পৃশ্য পদার্থ আছে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যেমন পতিত, চণ্ডাল প্রভৃতি এবং রশুন, পেঁয়াজ, মদ্য, মাংস প্রভৃতি সেগুলিও দ্রব্যকে দূষিতই করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন্‌টী দ্বারা দূষিত হইলে কিরূপ শুদ্ধি হইবে তাহা অন্য স্মৃতি এবং শিষ্টাচার হইতে জ্ঞাতব্য। হারীত, আপস্তম্ব, পরাশর প্রভৃতি মুনিগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা বলিয়া দিয়াছেন। আমরা আর এখানে সে সমস্ত বচন পরিবর্ত্তন করিয়া উদ্ধৃত করিলাম না। কারণ ইহাতে এইরূপ মনে হইতে পারে যে, ইহাও স্বতন্ত্র লেখকের উক্তি বোধ হয়। 'চন্দ্রগোমিততন্ত্র' নামক গ্রন্থের রচয়িতা ঐরূপ করিয়াছেন বটে। ১১০

(কাঞ্চন পাত্র যদি অশুদ্ধ বস্তুর সংস্পর্শ শূন্য হয়—তাহাতে যদি কিছু আর লাগিয়া না থাকে তাহা হইলে তাহা জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলেই শুদ্ধ হয়। আর শঙ্খ, স্ফটিক কিংবা পাথরের জিনিষ অথবা রূপার জিনিষগুলি যদি অত্যন্ত দূষিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাও ঐভাবে শুদ্ধ হয়।)

(মেঃ)—বিশেষ তৈজস যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য তাহা যদি দূষিত বস্তুর প্রলেপশূন্য হয় তাহা হইলে সে স্থলে এইরূপ বিধান। যেমন তাম্র প্রভৃতি ধাতু উচ্ছিষ্ট স্পর্শ হইলে সুরকি—জল প্রভৃতি দিয়া ধৌত করা হয়, তাহাতেই উহা শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে পাত্রে দুগ্ধ কিংবা জল পান করা হইয়াছে তাহাতে সেই দ্রব্যের কোন প্রলেপ (দাগ) লাগে না। কিন্তু যখন মাংস, ঘৃত, ক্ষীর প্রভৃতির অবয়ব (সূক্ষ্ম অংশ) সকল ঐসকল পাত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় (লাগিয়া থাকে) তখন তাহা কিরূপে শুদ্ধ হয় সে কথা অগ্রে "তস্মাৎ ত্রয়োঃ স্বযোন্যা" ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন। অশুদ্ধ বস্তুর প্রলেপ এবং তাহার গন্ধও দূর করিতে বলা হইয়াছে ; এজন্য যে দাগটী যে দ্রব্য দ্বারা বিদূরিত করিতে পারা যায় তাহাই সেখানে গ্রহণ করা উচিত, কেবল জল এবং ভস্মই যে সেজন্য প্রয়োগ (ব্যবহার করিতে) হইবে, এরূপ নহে। এইজন্য হারীত বলিয়া দিয়াছেন,—"গম, বনমুগ, কলাই, মুগ এবং মসুর ডাল ইহাদের চূর্ণ (গুঁড়ো বা কুঁড়ো) দিয়া ঘসিয়া অশুদ্ধ পাত্রাদি শুদ্ধ করিয়া লইবে" ইত্যাদি। এইরূপ কোন পাত্রাদিতে "কুকুর, চণ্ডাল, রজস্বলা নারী প্রভৃতির স্পর্শ ঘটিলে তাহাতে কোন দাগ লাগিয়া না গেলেও তাহা ছাই দিয়া একুশবার ঘসিয়া-মাজিয়া শুদ্ধ করিয়া লইবে"—একথাও হারীত বলিয়া দিয়াছেন।

মহর্ষি শঙ্খ বলিতেছেন,—"তৈজস দ্রব্য শব, রুধির, রেতঃ, মূত্র কিংবা বিষ্ঠা দ্বারা দূষিত হইলে তাহা ঢালাই করিয়া, পালিশ করিয়া কিংবা ছাই দিয়া একুশবার ঘসিয়া লইলে তবে শুদ্ধ হইবে।" ইহাদের মধ্যে কোথায় কোন্‌টী প্রয়োজ্য তাহা এইরূপ,—বহুদিন ধরিয়া যাহা মূত্রাদি সংযুক্ত হইয়া আছে সেরূপ পাত্রটীকে 'আবর্ত্তন' দ্বারা শুদ্ধ করিবে। সেই বস্তুটীর নাম এবং আকৃতি নষ্ট করিয়া দিয়া (গলাইয়া ঢালাই করিয়া) নিজ ইচ্ছামত সেটীর অন্য আকৃতি করিয়া দেওয়ার নাম 'আবর্ত্তন'। আর, তীক্ষ্ণ (ধারাল) যন্ত্র দিয়া কিংবা পাথর দিয়া যে ঘর্ষণ করা (পালিশ করা বা শাণ দেওয়া) তাহার নাম 'উল্লেখন'। অন্য স্মৃতিমধ্যে 'আকর, দাহ এবং অবচূলন' করিবার উপদেশ আছে। ইহাদের মধ্যে 'আকর' ইহার অর্থ সুবর্ণকার যে 'রং' করিয়া দেয় তাদৃশ শুদ্ধি। 'দাহ' বলিতে সুবর্ণকার অগ্নিতে যে নিষ্টাপন করে তাহা। 'অবচূলন' ইহার অর্থ সুবর্ণ ঘনভাণ্ডে (মুচির মধ্যে) রাখিয়া আগুনে গলাইয়া চারিদিকে হাতুড়ি দিয়া পিটিয়া দেওয়া। এইজন্য বচনে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে "সমস্ত 'আকরই' শুচি" ইত্যাদি। 'অব্জ' অর্থ শঙ্খ, স্ফটিক প্রভৃতি। শঙ্খের উপর যদি অশুচি পদার্থের লেপ (দাগ) লাগিয়া থাকে তবে তাহা শ্বেতসর্ষপের খৈল, গোমূত্র, জল এবং দুগ্ধ এইগুলির সহযোগে শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। অন্য স্মৃতিমধ্যে বলা হইয়াছে "জল দিয়া ধুইয়া শঙ্খ শুদ্ধ করিবে, কিন্তু তাহা যদি উচ্ছিষ্ট তৈলজাতীয় পদার্থসংযুক্ত হয় তাহা হইলে রাইসরিষার খৈল, দুগ্ধ এবং জল দিয়া শুদ্ধ করিবে"। 'অনুপস্কৃত' ইহার অর্থ যাহার মধ্যের ছিদ্র সকল অপবিত্র বস্তুতে ভর্ত্তি হইয়া নাই, অথবা যাহা একেবারে দূষিত নষ্ট হয় নাই। এই 'অনুপস্কৃত' শব্দটী এখানে উল্লিখিত শোধনীয় সব কয়টী দ্রব্যেরই বিশেষণ। কাজেই শুষ্ক অপবিত্র বস্তু কিংবা চণ্ডাল প্রভৃতির স্পর্শ ঘটিলে তাহাতে কোন লেপ (দাগ) না থাকিলেও শাখান্তরোক্ত নিয়ম (অন্য স্মৃতিবচন) অনুসারে পূর্ব্বে যেরূপ শুদ্ধির কথা বলা হইল সেইভাবেই (ছাই দিয়া একুশবার ঘসিয়া মাজিয়া) শুদ্ধ করিতে হইবে। ১১১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(স্বর্ণ এবং রৌপ্য জল ও অগ্নির সংযোগে দীপ্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এজন্য উহাদের নিজ যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান যে অগ্নি তাহাতে শোধন করাই অধিক প্রশস্ত।)

(মেঃ)—এ শ্লোকটী অর্থবাদ। বেদমধ্যে একটী অর্থবাদাত্মক উপাখ্যান আছে। তাহাতে "অগ্নিদেব বরুণপত্নীকে কামনা করিয়াছিলেন" ইত্যাদি প্রকারে সুবর্ণ এবং রৌপ্যের উৎপত্তি আম্নাত হইয়াছে। অগ্নি বরুণপত্নী যে জল তাহার সহিত পুরুষ ধর্ম্মানুসারে মৈথুনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন। তাহার ফলে স্বর্ণ এবং রৌপ্য এই দুইটী পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল। এইজন্য তাহাদের "স্বযোন্যা"=নিজ উৎপত্তির কারণস্বরূপ যে অগ্নি তাহাতেই এবং জলেতেই শুদ্ধি জন্মে, যদি সেগুলি খুব বেশীভাবে মল দূষিত হয়। যদি এখানে " 'স যোন্যা" এইরূপ পাঠ ধরা হয় তাহা হইলে উহার অর্থ হইবে 'সযোনি' অর্থাৎ সমানোৎপত্তি যে ভস্ম তাহা দ্বারা। আর ঐ ভস্ম দিয়া শুদ্ধ করা হয় বলিয়া এরূপ স্থলে কখন কখন মৃত্তিকাও অনুমোদিত হয়— মাটী দিয়াও পরিষ্কার করা চলে। "নির্ণেকঃ" ইহার অর্থ শোধন। তাহাই "গুণবত্তরঃ"=অধিক প্রশস্ত। ১১২

(তামা, লোহা, কাংস্য, পিতল, রাং এবং সীসা ঐগুলিকে ক্ষার, অম্ল এবং জল দিয়া যথোপযুক্ত —যেখানে যেটী খাটে সেইভাবে শোধন করিতে হয়।)

(মেঃ)—"যথার্হম্"=যাহার পক্ষে যেটী খাটে অর্থাৎ উহাদের যেটী দিয়া যে বস্তুটীর মল দূর করিতে পারা যায়। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে যাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাও গ্রহণ করিবার নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে "রাং ও সীসার পাত্র গোময় এবং তুষ দিয়া ঘসিয়া শুদ্ধ করিবে"। আরও কথা, "যে সমস্ত কাঁসার পাত্র গরুর আঘ্রাণে কিংবা উচ্ছিষ্টে দূষিত হইয়াছে, যাহা শূদ্রের উচ্ছিষ্ট হইয়াছে এবং যাহা কুকুর কিংবা কাকের দ্বারা দূষিত হইয়াছে তাহা দশটী (দশবার) ক্ষার ঘর্ষণে শুদ্ধ হয়"। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষার, কাঞ্জিক, দাড়িম প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণার্থে ব্যবহার করা যায়। ১১৩

(সকল দ্রব দ্রবাই 'উৎপবন' দ্বারা অর্থাৎ খানিকটা তুলিয়া ফেলিয়া দিলে অর্থাৎ ছাঁকিয়া লইলে শুদ্ধ হয়, সংহত জমাট বস্তু 'প্রোক্ষণ' দ্বারা অর্থাৎ জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলে তাহাতে শুদ্ধ হয় এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্য রেদা দিয়া চাঁচিয়া দিলে শুদ্ধ হয়।)

(মেঃ)—বিন্দুবিন্দুভাবে পতিত হওয়া যাহাদের ধর্ম্ম সেই সমস্ত পদার্থ 'দ্রব'; যেমন ঘৃত, তৈল, উদশ্বিৎ (বিশেষপ্রকার ঘোল) প্রভৃতি। সেগুলি যদি কাক প্রভৃতি প্রাণী দ্বারা উচ্ছিষ্ট হয় তাহা হইলে একপ্রস্থ পরিমাণ সেই দ্রব্যের 'উৎপবন' অর্থাৎ সম্মুখস্থিত বা উপরিস্থিত কিয়দংশ তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে;—দুইগাছি কুশের ডগা দিয়া "পবমানঃ সুবর্জ্জনঃ" ইত্যাদি অনুবাকে আম্নাত মন্ত্রে যে উত্তোলন করা তাহাই উৎপবন। কেহ কেহ বলেন প্লাবন অর্থাৎ বস্ত্রাদিতে ছাঁকিয়া লওয়ার নাম উৎপবন। সেই সমানজাতীয় দ্রব্যটীকে ততক্ষণ ছেঁচিয়া ফেলা হয় যতক্ষণ না সেটী অপর একটী পাত্রে ঢালিলে সেই পাত্রটী পূর্ণ হইয়া গিয়া তাহা হইতে কিয়দংশ গড়াইয়া পড়ে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যদি ঐগুলি দূষিত হয় তাহা হইলে তাহা শুদ্ধ করিবার ইহাই নিয়ম। (কিন্তু ঐ দ্রব্যগুলি অন্ততঃ একপ্রস্থ পরিমিত হওয়া আবশ্যক)। যদি অল্প পরিমাণ দ্রব্য হয় তাহা ফেলিয়াই দিতে হইবে। যদি কেবল ঐ দ্রব্যগুলির আধার যে পাত্র সেটী দূষিত হয় তবে তাহা হইলে পাত্রান্তরিত করিবে অর্থাৎ অন্য পাত্রে ঢালিয়া রাখিবে। যদি তৈল এবং ঘৃত উচ্ছিষ্ট বস্তুর সংস্পর্শযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহা (পাত্রান্তরে ঢালিয়া) জলের উপর রাখিয়া তাহার উপর গায়ত্রী জপ করিবে। এখানে উচ্ছিষ্ট সংস্পর্শযুক্ত ঘৃত-তৈলকে যে জলের উপর রাখিতে বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা অর্থাপত্তিবলে ইহাও নিরূপিত হইতেছে যে অন্য পাত্রে ঢালিয়া ঐরূপ করিবে। কেন না তৈলকে পাত্রান্তরে না রাখিয়া যদি জলের উপর ঢালা হয় তাহা হইলে তাহা আর তৈলরূপে ব্যবহারের উপযোগী থাকিবে না। তৈল সাহচর্য্যে উল্লিখিত হওয়ায় ঘৃত সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম। যে স্থলে দ্রব পদার্থটী মদ্য অথবা অন্য অপবিত্র দ্রব্যের সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাহাতে ঐ মদ্যাদির গন্ধ অথবা বর্ণ দেখা যাইতেছে না, সেইরূপ স্থলেই এই উৎপবন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বারা শুদ্ধ করিবার বিধি। কিন্তু উহাতে যদি গন্ধ এবং বর্ণ থাকিয়া যায় তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করাই বিধি। এসমস্ত বিষয়ই বৌধায়ন স্মৃতিমধ্যে নাম ধরিয়া বলিয়া দেওয়া আছে। পাক করা (পোড়ান) বস্তু যদি ঐভাবে দূষিত হয় তাহা হইলে তাহা পুনরায় পাক করিবার কথাও মহর্ষি শঙ্খ বলিয়া দিয়াছেন। "সর্ব্বেষাং" ইহা দ্বারা এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইল যে, মদ্য প্রভৃতি যেসমস্ত দ্রব্য স্বরূপতঃ অপবিত্র অথচ যেগুলি শূদ্রাদির পক্ষে নিষিদ্ধ নহে সেগুলি কাকাদি দূষিত হইলে শূদ্র প্রভৃতিরা সেগুলির 'উৎপবন' করিয়া লইলে তাহাদের পক্ষে উহা ব্যবহার্য্য হইবে। এখানে 'উৎপবন' বলিতে প্লাবন অর্থাৎ ছাঁকিয়া ফেলা বুঝিতে হইবে। বশিষ্ঠও এইরূপ বলিয়াছেন, "যাহা ভূমির উপরে থাকে (মাটীর উপর অর্থাৎ মাটী আশ্রয় করিয়া থাকে) তাহা জলের ন্যায় শোধনীয়" অর্থাৎ ভূমিস্থিত জল যেভাবে শুদ্ধ হয় তাহাও সেইভাবে শুদ্ধ হইবে।

"সংহত" অর্থ কঠিন (জমাটবাঁধা) পদার্থ; যেমন শীতল ঘৃত, ছানা, গুড়, পাটালী প্রভৃতি। এই সকল দ্রব্যের যে অংশটী দূষিত হইয়াছে সেই অংশটী ফেলিয়া দিলে অবশিষ্ট অংশটী শুদ্ধ হইবে। এইজন্য শঙ্খ বলিয়াছেন,—"শুষ্ক বস্তুগুলির দূষিত অংশ ফেলিয়া দিলে তাহা শুদ্ধ হয়"। অথবা যেসকল অবয়বী পদার্থ, যেগুলি তাহার 'সমুদায়' অর্থাৎ অবয়বসমষ্টি হইতে 'সংহত' অর্থাৎ অবয়ব সংঘাতে উৎপন্ন তাহাকে বলা হইতেছে "সংহত"; যেমন শয়ন (খট্টা প্রভৃতি), আসন (পিঁড়ে প্রভৃতি) এবং সরণ ইত্যাদি পদার্থ সজাতীয় এবং বিজাতীয় অর্থাৎ সমান জাতীয় এবং ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের সমষ্টিস্বরূপ। সকল দ্রব্যের সহিতই "উদ্ধৃতদোষাণাং" এই বিশেষণটী প্রয়োজ্য অর্থাৎ সেইগুলি হইতে দোষটীকে—দূষিত অংশটীকে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। শব কিংবা শুষ্ক অপবিত্র দ্রব্যের সংস্পর্শ ঘটিলে যে স্থলটীতে তাহার সংসর্গ (স্পর্শ) ঘটিয়াছে সেই স্থানটীকে জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে আর তৎসন্নিহিত অপরাপর স্থানে প্রোক্ষণ (জলের ছিটা) দিতে হইবে। "দারবাণাম্" ইহার অর্থ যাহা কেবল কাষ্ঠনির্ম্মিত; যেমন কাষ্ঠময় পিঁড়া প্রভৃতি; সেগুলি যদি শব, চণ্ডাল অথবা বিষ্ঠা সংস্পৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহা 'তক্ষণ' করিতে হইবে (রেদা দিয়া চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে)। কেহ কেহ বলেন বিষ্ঠা লাগিলেই এইরূপ করিতে হয়। 'তক্ষণ' দ্বারা দুর্গন্ধ এবং প্রলেপ প্রভৃতি দূর করিতে হয়। আর অবশিষ্ট অংশটী মাটী ও জল দিয়া ধুইয়া ফেলা কিংবা জল আছড়া দেওয়া, এইভাবে শুদ্ধ করিতে হয়। কুকুর প্রভৃতি দ্বারা দূষিত হইলে কিন্তু তাহা বিষ্ঠারই ন্যায় ধুইয়া ফেলিতে হয়। আর খট্টা প্রভৃতি দ্রব্যগুলি কাষ্ঠ, চর্ম্ম এবং সূত্র (দড়ি) দিয়া তৈয়ারি বলিয়া উহা সংহতস্বরূপ; কাজেই সেইভাবেই উহার শুদ্ধি হইবে। ১১৪

(যজ্ঞ কর্ম্মে যজ্ঞ পাত্রসকল হাত দিয়া মার্জ্জন করিলে শুদ্ধ হয়। চমস এবং গ্রহনামক পাত্রগুলি জলে ধুইয়া ফেলিলে শুদ্ধ হয়। চরুসংসর্গযুক্ত স্রুক্, স্রুব নামক পাত্র গরম জল দিয়া শুদ্ধ করিতে হয়। স্ফ্য, শূর্প, শকট, মুষল এবং উদূখল এগুলিও গরম জলে ধুইলে শুদ্ধ হয়।)

(মেঃ)—এই দুইটী শ্লোকে শ্রুতিসিদ্ধ বিষয়েরই অনুবাদ করা হইয়াছে। এ দুটীকে দৃষ্টান্তপ্রদর্শক শ্লোক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। গ্রহ, চমস প্রভৃতি যজ্ঞপাত্রগুলি একটী কর্ম্মে ব্যবহৃত হইবার পর পুনরায় যখন অপর একটী কর্ম্মে ব্যবহার করা হয় তখন সেইগুলির সেই আগেকার কর্ম্মটীর লাগিয়া-থাকা ঘৃত, হবির্দ্রব্যের প্রলেপ প্রভৃতির সংস্পর্শ পরিহার করিবার জন্য প্রথমতঃ গরম জল দিয়া সেই প্রলেপ প্রভৃতি দূর করা কর্ত্তব্য। তাহার পর যেমন বলা হইয়াছে সেই অনুসারে কোন স্থলে হাত দিয়া, কোন স্থলে কুশ দিয়া, কোন স্থলে বা 'দশাপবিত্র' দিয়া সম্মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যজ্ঞপাত্রাদির যে এইভাবে শুদ্ধি সাধিত হয় ইহা প্রয়োগ অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত অশুদ্ধতার শুদ্ধি। কিন্তু যদি উহা উচ্ছিষ্ট প্রভৃতি দ্বারা দূষিত হয় তাহা হইলে লৌকিক পাত্রের ন্যায় শুদ্ধ করিতে হইবে। আর "সোমরস উচ্ছিষ্ট হয় না এবং তাহা দ্বারা অন্য বস্তুও উচ্ছিষ্ট দূষিত হয় না" এই বিশেষ শ্রুতিবচন বোধিত স্থল ছাড়া অপরাপর স্থলে ঐ উচ্ছিষ্ট দোষ উপস্থিত হইলে যে তাহার শুদ্ধি কর্ত্তব্য, ইহা বুঝা যায়। 'গ্রহ, চমস এবং স্ফ্য' এই বস্তুগুলির বিশেষ বিশেষ আকার যাজ্ঞিকগণের নিকট হইতে জানিয়া লইতে হয়। ১১৫, ১১৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(বহু অর্থাৎ স্তূপাকার ধান্য এবং বস্ত্র জল প্রোক্ষণের দ্বারা শুদ্ধ হয় কিন্তু উহা অল্প পরিমাণ হইলে জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলে তবে শুদ্ধ হয়, ইহাই বিধান।)

(মেঃ)—ধান্যের বহুত্ব হয় তখন, যখন তাহা দ্রোণ (বত্রিশ সের) অপেক্ষা অধিক হয়। কেহ কেহ বলেন পুরুষ (ব্যক্তিবিশেষ), দেশ এবং কাল অনুসারে ধান্য প্রভৃতি শস্যদ্রব্যের 'বহুত্ব' পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যায়। যেমন, কোন দুঃস্থ ব্যক্তির পক্ষে অর্দ্ধ কুড়ব (এক পালি অর্থাৎ পাঁচ সের) ধানই বহু বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার অবস্থাবিশেষে কোশ (সঞ্চয়) বর্দ্ধিত হইলে তবে তাহা 'বহু' হইয়া থাকে। এইজন্য বৌধায়ন বলিয়াছেন, "কোন্ দ্রব্য কিরূপে শুদ্ধ হইবে তাহার বিধান দিতে হইলে দেশ, কাল, ব্যক্তি, দ্রব্য, দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহার উপপত্তি অর্থাৎ সংগ্রহ করিবার আয়াস প্রভৃতি এবং লোকের অবস্থা এই সমস্তগুলি বিবেচনা করিতে হইবে"। বস্ত্রের সম্বন্ধেও এইরূপ বিধি, ইহা কেহ কেহ বলেন। কোন বস্তু সংখ্যায় তিনটীর বেশী হইলে তবেই তাহা 'বহু' নামে অভিহিত হয়। যদিও 'তিন' এবং তদুর্দ্ধ সংখ্যাকে বহু বলা হয় তথাপি 'তিন' পর্য্যন্ত সংখ্যাকে অল্প বলিয়া ধরিতে হইবে ; কারণ মূলে "অল্পানাং" ইহাতে বহুবচন রহিয়াছে। অতএব তাহার বেশী হইলে তবেই উহা বহু বলিয়া গণ্য হইবে।

এখানে "অদ্ভিঃ" ইহা অন্য পদার্থেরও উপলক্ষণ বা জ্ঞাপক। কাজেই যে বস্ত্রের যেরূপ দোষ (অপবিত্রতা) সংস্পর্শ যেভাবে দূর হয় তাহাও ঐ বস্ত্র শুদ্ধ করিবার জন্য ব্যবহার করিতে হইবে। আর সে সম্বন্ধে বিধান কিরূপ তাহা আগেই দেখান হইয়াছে। 'প্রোক্ষণ' পদটীর সহিত সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ায় ইহাই জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, সকল স্থলেই জল প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য অর্থাৎ জল দিয়া প্রোক্ষণ করিতেই হইবে, এবং তাহা সকল ক্ষেত্রেই অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ ভেদ আছে বলিয়াই "অদ্ভিঃ" ইহা দুইবার বলা হইয়াছে। শব স্পর্শ, চণ্ডাল স্পর্শ প্রভৃতি গুরুতর দোষ স্থলেই এইভাবে প্রক্ষালনাদি কর্ত্তব্য। কিন্তু সেরূপ যদি না হয় তবে অল্প পরিমাণ ধান্যাদি কেবল প্রোক্ষণ করিলেই চলিবে। আবার প্রক্ষালন করিয়াও যদি বস্ত্রটী হইতে দূষিত বস্তুর দাগ উঠিয়া না যায় তাহা হইলে মাত্র সেই অংশটুকু কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। এইজন্য গৌতম বলিয়াছেন "অথবা তাহা পরিত্যাগ করাই উচিত"। ১১৭

(চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যের শুদ্ধিও বস্ত্রের ন্যায় হইবে এবং বৃক্ষত্বক্‌নির্ম্মিত দ্রব্যও ঐভাবে শুদ্ধ করিতে হইবে। আর, শাক, মূল এবং ফল এগুলির শুদ্ধি হইবে ধান্যের ন্যায়।)

(মেঃ)—'চর্ম্ম' বলিতে স্পর্শনযোগ্য চর্ম্ম, যেমন বদ্ধ্রী (চর্ম্মরজ্জু) প্রভৃতি। কিন্তু শৃগাল, কুকুর প্রভৃতির চর্ম্মসংযুক্ত দ্রব্য ঐরূপ হইবে না ; কারণ, ঐগুলি স্বভাবতই অশুচি। আর, চর্ম্মনির্ম্মিত যে উপানৎ (জুতা) এবং কবচ (বর্ম্ম) প্রভৃতি সেগুলির পক্ষেও ইহাই বিধান। এই প্রকরণে কোন বস্তুর প্রকৃতিভূত দ্রব্যের যেরূপ শুদ্ধি নির্দ্দেশ আছে তাহা দ্বারা উহার বিকৃতি (তাহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যসকল) এবং বিকৃতির শুদ্ধিবিধি দ্বারা ঐ বিকৃতি দ্রব্যটীর প্রকৃতি অর্থাৎ কারণীভূত পদার্থেরও শুদ্ধি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ প্রকৃতি এবং বিকৃতি উভয়েরই শুদ্ধি একই প্রক্রিয়ায় হইবে। কাজেই 'দারবাণাম্'="কাষ্ঠনির্ম্মিত বস্তুসকলের" ইত্যাদি দ্বারা যেরূপ শুদ্ধি বলা হইয়াছে কাষ্ঠেরও শুদ্ধি সেইভাবে হইবে। বশিষ্ঠ প্রথমে কাষ্ঠনির্ম্মিত বস্তুসকলের শুদ্ধিপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া পরে আবার 'দারু, অস্থি এবং ভূম্য' বস্তুর শুদ্ধি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যদি বিকৃতির শুদ্ধি বলায় তাহা দ্বারা তাহার প্রকৃতিরও শুদ্ধি সেইভাবে কর্ত্তব্য, ইহা না বুঝায় তাহা হইলে 'দারু' শুদ্ধ করিবার বিধান স্বতন্ত্রভাবে যখন বলা হয় নাই তখন তাহার অতিদেশ করা চলে কিরূপে? আবার প্রকৃতিভূত দ্রব্যটীর শুদ্ধিপদ্ধতি অনুসারেই যে তাহার বিকার স্থানীয় বস্তুরও শুদ্ধি জন্মে তাহাও সংগত; কারণ বিকার পদার্থটীর মধ্যে তাহার প্রকৃতিরও প্রতীতি অক্ষুণ্ণ থাকে (যেমন কলস দেখিলে মাটীও দেখিতে হইবেই)। "বৈদল" ইহার অর্থ গাছের ছাল প্রভৃতি (হইতে নির্ম্মিত দ্রব্যসকল)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অন্য স্মৃতিমধ্যে "পক্ষ, পবিত্র, চর্ম্ম, চামর, তৃণ, বেত্র, বাল (পশুর পুচ্ছস্থিত কেশ) এবং বল্কল", এই সমস্ত বস্তুরও এইভাবে শুদ্ধি হয়, ইহা ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'পক্ষ' ইহার অর্থ ময়ূরাদির পালক এবং তন্নিষ্পন্ন ছত্র, পিচ্ছিকা প্রভৃতি ; আর 'পবিত্র' ইহার অর্থ কুশ এবং ঐ কুশ দিয়া যে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। 'তৃণ' বলিতে তালপত্র বুঝায়। এইজন্য কোশ স্মৃতিমধ্যে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে "তালবৃক্ষকে তৃণরাজ বলিয়া মনে করা হয়"। সুতরাং কাহারও নামের একাংশ 'দত্ত' এইটুকু বলিলে যেমন 'দেবদত্ত' এই সমগ্র নামটীরই প্রতীতি হইয়া থাকে সেইরূপ এখানে 'তৃণ' বলায় 'তৃণরাজ' এই সমগ্র অংশটীরই বোধ হইবে। 'বাল' অর্থ কেশ ; গরু, ঘোড়া এবং ছাগল ইহাদেরই কেশ বুঝাইতেছে ; মানুষের কেশ নহে, কারণ মনুষ্যের কেশ দেহচ্যুত হইলে অস্পৃশ্য হইয়া যায়। ইহাদের সবগুলিরই এই যে শুদ্ধি বিধান, ইহা দ্রব্যান্তর সংস্পর্শে ঐগুলি যদি দূষিত হয় তবে সেইরূপ স্থলেই প্রয়োজ্য ; কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যদি ঐগুলি দূষিত হয় তাহা হইলে তখন এই নিয়ম খাটিবে না ; কারণ এখানে বস্ত্র এবং ধান্য ইহাদের শুদ্ধি যে সমপ্রকার তাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। শাক প্রভৃতি দ্রব্যগুলি ধান্যের মতই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ধান্যসকল যদি অবঘাতাদি সংস্কারশূন্য হয় (সেগুলি যদি ভানা এবং কাঁড়া না হয়) তবেই তাহা অবস্থাবিশেষে প্রোক্ষণ এবং প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। শাকাদির পক্ষেও ঐরূপ অবস্থাতেই ঐপ্রকারে শুদ্ধি সাধিত হয়। কাজেই রন্ধন করিবার পূর্ব্বাবস্থায় শাকাদি ঐভাবে শুদ্ধ হইবে, ইহাই বিধান। কিন্তু সেগুলি রন্ধন করা হইলে তাহার পর যদি অশুদ্ধ হইয়া পড়ে তাহা হইলে তখনও ঐগুলিকে শাক প্রভৃতি নামেই উল্লেখ করা হয় বটে কিন্তু তখন তাহা শুদ্ধ করিবার জন্য অন্য প্রকার পদ্ধতিই অনুসরণ করিতে হইবে। এইজন্য অন্য স্মৃতিমধ্যে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, "সুবর্ণের জল ছিটা দিয়া এবং অগ্নিশিখায় দগ্ধ করিয়া শুদ্ধ করিবে" ইত্যাদি। উৎপত্তি স্থান হইতে যে শাক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে সেগুলির এবং উদশ্বিৎ, দধি, ক্ষীর প্রভৃতি দ্রব্যের শুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইলে তাহাতে প্রোক্ষণ এবং পর্য্যগ্নিকরণ (অগ্নিসংস্কার) কর্ত্তব্য, এই প্রকার বিশেষ বিধান হারীত নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আবার 'শিম্বীধান্য' উদ্ধর্ষণ (আছড়ান), দলন (মাড়ান) এবং পেষণ (পেষাই করা), ইহা দ্বারাই শুদ্ধ হয়। ইহা কিন্তু সকল প্রকার দূষিত শোধন নহে কিন্তু পাদস্পর্শ ঘটিলে তাহা দ্বারা দূষিত সংস্পর্শও হইয়াছে এইরূপ আশংকা হইলে কেবল সেই স্থলেরই বিধান। এইজন্য অন্যত্র উপদিষ্ট হইয়াছে "সকল দ্রব্যেরই আকর অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান শুদ্ধ" ইত্যাদি। ১১৮

(রেশম নির্ম্মিত দ্রব্য এবং মেষলোমসম্ভূত বস্ত্রাদি ক্ষার মৃত্তিকা দ্বারা শুদ্ধ হয়, কুতপ অর্থাৎ বিশেষজাতীয় কম্বল নিম্বফল ঘর্ষণে শুদ্ধ হয়, অংশুপট্ট অর্থাৎ আঙ্‌রাখা-নামক পোষাক শুদ্ধ হয় বিল্বফলের নির্য্যাস দ্বারা এবং ক্ষুমাসঞ্জাত অর্থাৎ অতসী গাছের ছাল হইতে যে পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়াছে তাহা শুদ্ধ করিতে হয় শ্বেতসর্ষপ খৈল দিয়া।)

(মেঃ)—'ঊষ' অর্থ সোনার মত যাহার রং সেইরূপ মৃত্তিকা। 'অরিষ্টক' প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থ প্রসিদ্ধ। যদি ঐসমস্ত বস্ত্রাদিতে দূষিত তৈলাদি সংস্পর্শ ঘটে তাহা হইলে ঐসকল পদার্থের চূর্ণ জলে মিশাইয়া তাহা মাখাইয়া দিতে হইবে, ঘাসিতে হইবে অথবা শেষ পর্য্যন্ত সেই অংশটুকু কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। "কৌশেয়" ইহা একপ্রকার পট্ট অর্থাৎ রেশম। এইরূপ 'অংশুপট্ট' হইতেছে মেষলোম নির্ম্মিত দ্রব্য (কম্বল প্রভৃতি)। তাহা কিরূপে শুদ্ধ হয় সে কথা হারীত বলিয়া দিয়াছেন "ঊর্ণাময় দ্রব্য অর্থাৎ মেষলোম নির্ম্মিত বস্তু সূর্য্যকিরণে শুদ্ধ হয়"। যাহা নিত্য ব্যবহার করা হয়, অনেক ব্যক্তির শরীর সংস্পর্শে যে দোষ ঘটে সেরূপ স্থলেই ঐপ্রকার শুদ্ধি বিধান ; কিন্তু অন্য কোন প্রকার দোষ ঘটিলে ঐভাবে উহা শুদ্ধ হইবে না। আর, ঐ 'কৌশেয়' প্রভৃতিগুলি যখন বস্ত্র তখন ঐগুলি কেবল প্রোক্ষণ অথবা প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে, ইহাই বিবেচনা করা হয়। এইজন্য ঐগুলির স্নেহাদি প্রলেপও অপঘর্ষণ করিবার অতিদেশ করা হইতেছে। অর্থাৎ ঐসকল দ্রব্য বিল্বনির্য্যাস প্রভৃতি মাখাইয়া ঘাসিয়া তাহার পর জল দিয়া ধুইয়া শুদ্ধ করিতে হইবে। এখানে কেবল 'ক্ষৌম' অর্থাৎ ক্ষুমা (অতসী গাছ) হইতে তৈয়ারি বস্ত্রের উল্লেখ থাকিলেও উহা দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র ; কাজেই 'শণ' সূতা প্রভৃতি হইতে নির্ম্মিত বস্ত্রাদি শুদ্ধ করিবারও ইহাই বিধান। ১১৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(শঙ্খ এবং স্পৃশ্য প্রাণীর শৃঙ্গ, অস্থি ও দন্ত হইতে যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে সেগুলির শুদ্ধি ঐ ক্ষৌমবস্ত্রের ন্যায় শ্বেতসর্ষপের খৈল এবং গোমূত্র অথবা জল দিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক করিতে হইবে।)

(মেঃ)—অস্থি (হাড়), দন্ত এবং শৃঙ্গ—এগুলি গরু, ভেড়া এবং হস্তী প্রভৃতি স্পৃশ্য প্রাণীরই বুঝিতে হইবে। কিন্তু কুকুর, গাধা প্রভৃতি অস্পৃশ্য প্রাণীর অস্থিদন্তাদি নহে। এখানে গোমূত্র এবং জল ইহাদের বিকল্প হইবে ; আর শ্বেতসর্ষপের খৈল উহাদের সহিত মিশ্রিত থাকিবে। ১২০

(তৃণ, কাষ্ঠ এবং পলাল এগুলি জল প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হয় ; গৃহ শুদ্ধ হয় মার্জ্জন এবং গোময়াদি প্রলেপ দ্বারা ; আর মৃন্ময় পাত্র শুদ্ধ হয় পুনর্ব্বার অগ্নিতে পাক করিলে।)

(মেঃ)—ধান্য প্রভৃতির কান্ড (খড়) যাহা স্রস্তর প্রভৃতি প্রয়োজনে লাগে তাহার নাম পলাল। "তৃণ" অর্থ কুশ, শাদ্বল (ঘাস) প্রভৃতি। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, 'দারব' অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যের শুদ্ধি যেখানে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেখানেই ত ইহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে বিকৃতি (কার্য্য) অনুসারে তাহার প্রকৃতিরও (কারণেরও) শুদ্ধি নিরূপিত হয় ; সুতরাং এখানে আবার পৃথক্‌ভাবে কাষ্ঠের উল্লেখ করা হইল কেন? (উত্তর)—নিয়মবিধি বলিয়া দিবার জন্যই এইভাবে পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং উহার অর্থ হইতেছে, কাষ্ঠের পক্ষে কেবল প্রোক্ষণই কর্ত্তব্য। কাজেই গুরুতর দোষ যতক্ষণ না ঘটে ততক্ষণ কাষ্ঠের তক্ষণ করিতে হইবে না। চন্ডাল প্রভৃতির স্পর্শ ঘটায় যদি কাষ্ঠ দূষিত হয় তাহা হইলে "সূর্য্যকিরণ, চন্দ্রকিরণ এবং বায়ু—এইগুলি দ্বারা শুদ্ধ হইবে" এই বচনোক্ত বিধানে তাহার শুদ্ধি হইবে। কিন্তু ঐ কাষ্ঠ নির্ম্মিত হাতা প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য আছে যেগুলি অন্নব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার করা হইলে সেগুলি প্রক্ষালন এবং তক্ষণ অর্থাৎ জলে ধুইয়া ফেলা এবং চাঁচিয়া ফেলা আবশ্যক, যদি তাহাতে অল্প-স্বল্প দোষের সংস্পর্শ ঘটে। গৃহের শুদ্ধি হয় মার্জ্জন এবং 'উপাঞ্জন' দ্বারা। গৃহমধ্যবর্ত্তী ধুম, অন্ধকার প্রভৃতি দূরীভূত করা গৃহের শোধন। 'উপাঞ্জন' ইহার অর্থ চূণ, গোবর প্রভৃতি ঘরের মেজেতে, দেওয়ালে লেপিয়া দেওয়া। গৃহের ভিত্তিতে যদি ব্যাপকভাবে (অনেকখানটা জায়গায়) শব, চন্ডাল এবং সূতিকার সংস্পর্শ ঘটে তাহা হইলেই এইরূপ কর্ত্তব্য বুঝিতে হইবে। কিন্তু যদি উহা ব্যাপকভাবে না ঘটে তাহা হইলে কেবলমাত্র সেই জায়গাটুকু ঐভাবে গোময়লেপাদি দ্বারা শুদ্ধ করিলেই চলিবে। যদি গৃহের উপরের অংশ শবদূষিত হয় তাহা হইলে ঘরের ভিত (দেওয়াল) চাঁচিয়া তাহার মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করাইতে হইবে এবং সেই স্থান অগ্নিশিখায় তাতাইয়া দিতে হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা পুনরায় নূতন করিয়া তৈয়ারি করিতে হয়, এইভাবের নির্দ্দেশ আছে। 'সম্মার্জ্জন' কথাটীর উল্লেখ আছে। মাটীর তৈয়ারি যে কোন বস্তু দূষিত হইলে তাহা আবার পণে পুড়াইতে হইবে। উচ্ছিষ্ট পুরুষ দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে অথবা এইভাবের ক্ষুদ্র দোষ হইলে তাহা পর্য্যগ্নিকরণ দ্বারাই শুদ্ধ হয়। কিন্তু যদি মদ্যভান্ড প্রভৃতির সংস্পর্শ ঘটে তাহা হইলে পুনঃপাকই কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি সাক্ষাৎ মদ্যাদি স্পর্শ ঘটে তাহা হইলে তাহা ফেলিয়াই দিতে হইবে। বশিষ্ঠস্মৃতিতে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে—"মাটীর দ্রব্য যদি মদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা, থুথু, পূয, এবং রক্ত এইসকল পদার্থের সংস্পর্শে দূষিত হয় তাহা হইলে তাহা পুনর্ব্বার অগ্নিতে পাক করিয়া লইলেও কিছুতেই শুদ্ধ হয় না" ইত্যাদি। ১২১

(সম্মার্জ্জন, উপাঞ্জন, জলসেক, উল্লেখন এবং একরাত্রি গরুবাস করান—এই পাঁচটী উপায়ে ভূমি শুদ্ধ হয়।)

(মেঃ)—"সম্মার্জন" অর্থ উত্তমরূপে ঝাঁট দেওয়া। "সেক" অর্থ গোমূত্র অথবা জল দিয়া ভিজাইয়া দেওয়া। কোন স্থলে দুগ্ধ দ্বারা ভিজাইয়া দিবার নির্দ্দেশ আছে। "উল্লেখন" অর্থ চাঁচিয়া দেওয়া। "আবাপন" অর্থ মাটি তুলিয়া ফেলা। গৌতমও এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন "ভূমির আবাপনও কর্ত্তব্য"। উক্ত পাঁচটী পদার্থ পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া পুনরায় "পঞ্চভিঃ" বলা অনাবশ্যক মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে ; কারণ, দোষটীর অল্পতা অথবা আধিক্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিংবা লঘুত্ব এবং গুরুত্ব অনুসারে ঐ পাঁচটী প্রক্রিয়ার এক বা একাধিক, এমন কি পাঁচটীই প্রয়োগ করিয়া ভূমি শুদ্ধ করিতে হয়; ইহা জানাইয়া দিবার জন্যই "পঞ্চভিঃ" এইভাবে পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। যেখানে ভূমির (মেজের) উপর বালি-কাঁকর প্রভৃতি নাই সেখানে সম্মার্জ্জন (ঝাঁটা দেওয়া) না হইলেও কেবল 'উপাঞ্জন' করিয়া শোধন করা যায়। কিন্তু মলমূত্র লাগিয়া থাকিলে উল্লেখন এবং সম্মার্জ্জন উভয়ই কর্ত্তব্য। নদীতীরস্থ ভূমি এবং বনভূমি প্রভৃতি স্থলে জলসেক করিতে হয়। "গবাং পরিবাসঃ"=মাত্র একদিনের জন্য গোষ্ঠ (গো-শালা) করিয়া দেওয়া। যদি শ্মশানভূমি হয় তাহা হইলে তাহা শুদ্ধ করিতে গেলে ঐ সবকয়টী প্রক্রিয়াই প্রয়োজ্য। আর 'আবাপন' করিতে গেলে—যে স্থানটীতে অস্থি অথবা মাথার খুলি প্রভৃতি পড়িয়া থাকে সেখান থেকে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া অন্য নূতন মাটী দিয়া ভরাট করিয়া দিতে হয়। যেখানে ঐ অস্থি কপাল প্রভৃতি মাটীর মধ্যে লুকাইয়া থাকে কালান্তরে তাহার অস্তিত্ব আশংকা করা হয় সেখানেও উক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। ১২২

(যাহা পাখীতে খাইয়াছে, গরুতে শুঁকিয়াছে, যাহা মুখনির্গত নিশ্বাস দ্বারা দূষিত হইয়াছে, যাহার উপর হাঁচিয়া ফেলা হইয়াছে এবং যাহা কেশ ও কীট দ্বারা দূষিত হইয়া পড়িয়াছে তাহার উপর কিছু মাটী ফেলিয়া দিলে তাহা শুদ্ধ হয়।)

(মেঃ)—এই বচনটীতে অন্ন শুদ্ধ করিবার বিষয় বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, কারণ এখানে "পক্ষিজগ্ধম্"='পাখীতে খাওয়া'—এই পদটীর লিঙ্গ (অর্থ) হইতে ইহাই প্রতীত হইতেছে। 'পক্ষিজগ্ধ' ইহার অর্থ শুক প্রভৃতি যে সকল পক্ষী ভক্ষণ করিতে পারা যায় এইরূপ অনুমোদন আছে সেই জাতীয় পক্ষী দ্বারা যে অন্ন উচ্ছিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কাক, কঙ্ক (হাড়গিল্লাপাখী) এবং শকুনী প্রভৃতি দ্বারা যে অন্ন দূষিত হইয়াছে তাহা গ্রহণ করা চলিবে না। কারণ, এরূপ স্থলে (এতাদৃশ অন্নভক্ষণে) অধিক প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি আছে। "পক্ষী দ্বারা উচ্ছিষ্ট হইলে" ইত্যাদি বচন রহিয়াছে। যাহা স্বভাবত অশুদ্ধ তাহা ভোজন করিলে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত এখানেও সেই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিবার কথা বলা হইয়াছে। অতএব, যাহা গরুর আঘ্রাণে দূষিত হয় তাহাও ঐভাবে শুদ্ধ হইতে পারে না, কারণ তাহা ভক্ষণ করিলেও ঐপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। (সিদ্ধান্ত বলিতেছেন), ইহাই নিয়ম বটে, কিন্তু তথাপি এসম্বন্ধে অন্য স্মৃতিতে কিরূপ বিধান আছে এবং এসম্বন্ধে শিষ্টাচারই বা কিরূপ তাহারও খোঁজ-খবর লওয়া উচিত। কারণ, এরূপও দেখা যায় যে, কাক অথবা অন্য কোন মাংসভুক্ প্রাণী দ্বারা যদি দশ শরাবের অধিক পরিমাণ কোন খাদ্য বস্তু দূষিত হয় তাহা হইলে শিষ্টগণ তাহা হইতে ঐ পরিমাণ মাত্র ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট অংশটী শুদ্ধ করিয়া লইয়া ব্যবহার করেন, কিন্তু যদি তাহা ঐ দশ-শরা পরিমাণের কম হয় তাহা হইলে তাহার সবটাই ফেলিয়া দেন। এখানেও কিন্তু অবস্থাবিশেষ অপেক্ষা করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। (অর্থাৎ যাহার অন্ন ঐভাবে দূষিত হইয়াছে তাহার পক্ষে তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অন্ন সংগ্রহ করা সম্ভব কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া ঐ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিতে হইবে)। অন্য স্মৃতিমধ্যে আবার, যদি কোন অন্ন কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী দ্বারা দূষিত হয় তাহা হইলে তাহা ভক্ষণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

"অবধূতম্" ইহার অর্থ মুখের শ্বাসে যাহা অবকম্পিত (চালিত) হইয়াছে। অথবা বস্ত্রের দ্বারা (ঝাপ্টায়) যাহা চালিত হইয়াছে তাহা অবধূত। অথবা বস্ত্রের ধূলা দূর করিবার জন্য যদি কোন অন্নের উপরে শূন্য দেশে বস্ত্র ঝাড়া হয় তাহা হইলে তাহার ঝাপটায় যাহা চালিত হয় তাহাকে 'অবধূত' বলে। "অবক্ষুতং"=যাহার উপর হাঁচিয়া ফেলা হইয়াছে। "দূষিতং কেশকীটৈশ্চ"=যাহা কেশ এবং কীট দ্বারা দূষিত হইয়াছে। 'কেশ' বলিতে মানুষেরই চুল বুঝাইবে যদি তাহা শরীর হইতে পড়িয়া যায়। 'কীট' অর্থ ক্ষুদ্র জন্তুবিশেষ; সেগুলিকে 'কৃমি' বলা হয়। সেইসকল কৃমির মধ্যে একজাতীয় আছে যেগুলি বাড়ীর স্বেদ-আবর্জ্জনা প্রভৃতি হইতে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যেও উপস্থিত হইয়া থাকে। সেগুলি যদি জীবিত অবস্থায় থাকে তাহা হইলে তাহাদের সংস্পর্শে অন্নাদি দূষিত হইবে না যেমন মক্ষিকার সংস্পর্শে দূষিত হয় না। কিন্তু সেগুলি যদি মৃত অবস্থায় অন্নের সহিত সংসৃষ্ট হয় তবেই সেরূপ স্থলে এখানে যেভাবে শুদ্ধির কথা বলা হইতেছে সেইভাবে শুদ্ধ করিতে হইবে। আবার কতকগুলি কৃমি আছে যেগুলি স্বভাবতঃ দূষিত বস্তুর সংসর্গে জন্মিয়া থাকে এবং সেগুলি বিষ্ঠাভোজনও করে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেজাতীয় কৃমি কিন্তু জীবন্ত অবস্থাতেও যদি অন্নাদির সহিত সংসৃষ্ট হয় তাহা হইলে সেরূপ স্থলে তাহার শুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে। এইজন্য এসম্বন্ধে গৌতমস্মৃতির এইরূপ বচন আছে "কেশ এবং কীট দ্বারা অবপন্ন (দূষিত) অন্ন নিত্য অভোজ্য—কোন সময়েই তাহা খাওয়া চলিবে না। অনেক কীট দ্বারা যদি ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে সকল ক্ষেত্রে সবটাই ফেলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু মহারাশিতে অর্থাৎ স্তূপীকৃত অন্নাদিতে যদি অল্পস্বল্প অশুচি কীট সংসর্গ ঘটে তাহা হইলে কেবল সেই অংশটুকু ফেলিয়া দিলে অবশিষ্ট অংশটী শুদ্ধ হইবে। স্বর্ণ, রৌপ্য, কুশ এবং মণি জলসংযুক্ত করিয়া তাহা দ্বারা অন্নটী স্পর্শ করিবে, যদি সেই অন্নটী কেশাদি দ্বারা দূষিত হয়, ইহা অন্য স্মৃতিমধ্যে বিধান দেওয়া আছে। কোন কোন স্থলে 'অবজ্বলন' করিবার (জ্বলন্ত কাষ্ঠ সেই দূষিত অন্নের উপর ঘুরাইবার) ব্যবস্থাও বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন এই শ্লোকটীতে ভূমিরই শুদ্ধি ব্যবস্থা বলা হইয়াছে। তাঁহারা অন্য স্মৃতির সহিত একবাক্যতা এবং শ্লোকটীর বাক্যার্থ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন (কেন না, সেরূপ না করিলে ঐপ্রকার ব্যাখ্যা করা যায় না)। ১২৩

(সকল দ্রব্য শুদ্ধির পক্ষে ইহাই সাধারণ নিয়ম যে, অপবিত্র বস্তুর দ্বারা সংস্পৃষ্ট দ্রব্যটী হইতে যতক্ষণ না তাহার সংসর্গজাত গন্ধ এবং প্রলেপ উঠিয়া যায় ততক্ষণ তাহাতে মৃত্তিকা এবং জল দিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে।)

(মেঃ)—"অমেধ্য" অর্থ অস্পৃশ্য। কেহ কেহ বলেন 'অস্পৃশ্য' বলিতে যাহার পক্ষে যাহা অভোজ্য (ভোজন করা অনুচিত) তাহার নিকট সেই বস্তুটী অশুদ্ধির হেতু হইবে। যেমন ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরা ও মদ্য স্পর্শে অশুদ্ধি জন্মিবে, কিন্তু শূদ্রের পক্ষে তাহা হইবে না। এরূপ বলা কিন্তু সংগত নহে কারণ, ব্রাহ্মণের পক্ষে হোমের পূর্ব্বে হবির্দ্রব্যসকল 'অভোজ্য'; কিন্তু তাই বলিয়া যে সেগুলি অস্পৃশ্য তাহা নহে। পক্ষান্তরে সুরা, মদ্য প্রভৃতি দ্রব্যগুলি স্পর্শ করাও ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। অতএব এই কথাই বলিতে হইবে যে, যে বস্তু স্পর্শ করা নিষিদ্ধ তাহাই যদি অন্য বস্তুর সহিত সংসৃষ্ট হয় তবে তাহা অশুদ্ধি জন্মাইবে। অতএব ইহা নিয়ম নহে যে, যে বস্তু অভোজ্য তাহাই অস্পৃশ্য। কিন্তু যাহা অস্পৃশ্য তাহা অভোজ্য, ইহাই নিয়ম। 'আক্ত' ইহার অর্থ লিপ্ত, উপদিগ্ধ। "তাবৎ" ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে, পুনঃ পুনঃ ঐরূপ করিতে হইবে। "মৃদ্ বারি"=মৃত্তিকা এবং জল; যদি উহা প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়; গন্ধ এবং প্রলেপ বিদূরিত করাই এখানে প্রয়োজন। যদি শুষ্কে অপবিত্র বস্তুর সংস্পর্শ ঘটে তাহা হইলে কিংবা বহুকাল পূর্ব্বে যদি ঐরূপ সংসর্গ ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা হইতে গন্ধ এবং প্রলেপ কালক্রমে আপনা আপনিই চলিয়া যায়; তখন একবার মাত্র মৃত্তিকা এবং জল দিয়া সেটী মার্জ্জন করিলেই চলিবে। আচ্ছা, শুদ্ধি সম্পাদন করিবার জন্য যে মৃত্তিকা কিংবা জল প্রয়োগ করা হয় তাহার প্রয়োজন ত লৌকিক, প্রত্যক্ষযোগ্য; কাজেই অপবিত্র বস্তুটীর প্রলেপ দূর হইলে তাহা শুদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং "যাবন্নাপৈতি" ইত্যাদি বলিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য, "শৌচ করিবার সময় লিঙ্গের উপর একটী (একবার) মৃত্তিকা দিবে" ইত্যাদি বচনে বিশেষ বিশেষ অঙ্গে মৃত্তিকা ঘর্ষণ করিবার যে সংখ্যা বিধান করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা তাহা লঙ্ঘন করিতে বলা হইল। ঐ বচনে যে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ততবার মৃত্তিকা ঘর্ষণেও যদি বিষ্ঠা প্রভৃতির গন্ধ এবং দাগ দূর করিতে পারা না যায় তাহা হইলে উল্লিখিত সংখ্যার অনুরোধ না রাখিয়াই তাহা অপেক্ষা অধিকবারও ঐরূপ করিতে হইবে। তথাপি ঐভাবে যে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই যে উহা অপেক্ষা কমবার মাটী ঘাঁসিলেই যদি ঐ গন্ধ ও দাগ দূর হইয়া যায় তথাপি ততবার মাটী ঘাঁসিয়া সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন এখানে যে 'মৃত্তিকা' এবং 'জল' নামতঃ উল্লিখিত হইয়াছে ইহা উপলক্ষণ। ইহা দ্বারা শুদ্ধি সম্পাদক অপরাপর বস্তুরও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইজন্য জল দিয়া ধুইয়া ফেলিবার পরেও অশুদ্ধির কারণটী যদি লাগিয়া থাকে তাহা হইলে ক্ষার প্রভৃতি সংযোগে রগ্‌ড়াইতে হইবে যতক্ষণ না সেটী অদৃশ্য হয়। "অপৈতি"=অপগত হয় অর্থাৎ নিবৃত্ত হয়। "তৎকৃতঃ" ইহার অর্থ সেই অপবিত্র বস্তুটী দ্বারা উৎপাদিত। এই কারণে অপবিত্র বস্তুর সংসর্গযুক্ত বস্ত্রে মৃগনাভি প্রভৃতির গন্ধ যদি দূরীভূত না হয় তাহা হইলে তাহা আর দোষগ্রস্ত থাকিবেই না। কিন্তু কুঙ্কুমাদি মাখান বস্ত্রের যে অংশটী অপবিত্র বস্তুর সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছে সেখান থেকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই কুংকুম প্রভৃতিকেও রগ্‌ড়াইয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ তাহা অপবিত্র বস্তুর সহিত সংসৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। যেহেতু সেখানেও অপবিত্র বস্তুটীর গন্ধ এবং লেপ (দাগ) রহিয়া গিয়াছে। আবার এমন যদি হয় যে শরীরের অংশবিশেষে অমেধ্য সংস্পর্শ হইয়াছে অথচ সেখানে কুংকুমের রং বসিয়া গিয়াছে, তাহা ঘর্ষণ করিয়াও দূর করা যাইতেছে না তাহা হইলে সেরূপ স্থলে উহা লাগিয়া থাকিলেও অবশ্যই শুদ্ধি হইবে। ১২৪

(দেবগণ ব্রাহ্মণের পক্ষে তিনটী বস্তুকে শুদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে অপবিত্র সংস্পর্শ দৃষ্ট হয় নাই, যাহা জলে ধুইয়া ফেলা হইয়াছে এবং যাহা শিষ্টগণ পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—"পবিত্রাণি" ইহার অর্থ শুদ্ধ। এখানে যে দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে উহা প্রশংসামাত্র। আর এখানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটীর প্রয়োগ থাকিলেও সকল বর্ণের পক্ষেই যে ইহা ব্যবস্থা তাহা বুঝিতে হইবে, কারণ শিষ্টাচার এইরূপ। "অদৃষ্টম্" ইহার অর্থ অরক্ষিত স্থানে যে বস্তু আছে তাহাতে যদি কুকুর কিংবা কাক প্রভৃতির সংসর্গ দেখিতে পাওয়া না যায়। এক্ষেত্রে, কুকুর, কাক প্রভৃতি যখন সেরূপ স্থলে থাকিতে পারে তখন সেখানে অবস্থিত সেই দ্রব্যটী উহাদের দ্বারা দূষিত হইতেও পারে, এই প্রকার আশংকা করা বিনা প্রমাণে সংগত হইবে না। এইরূপ, পাকশালা প্রভৃতির মধ্যে পাচকগণ শৌচ কর্ম্ম না করিয়াই পাকাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, এরূপ হইলেও যদি তাহা দৃষ্ট না হয় তাহা হইলে তাহার সেই পাক করা দ্রব্য খাওয়ায় দোষ হয় না। এস্থলে এরূপ শংকা করা সংগত হইবে না যে, পূর্ব্বে দোষ সংস্পর্শ জানা যায় নাই বটে কিন্তু সেই বস্তুটী ব্যবহার করিবার কালে যদি তাহা জ্ঞানগোচর হয় তাহা হইলে ত দোষ হইবে। এরূপ আশংকা করা যে সংগত নয় তাহার কারণ, ইহাতে পূর্ব্বে "অমত্যৈতানি" (৫।২০)="এই বস্তুগুলি না জানিয়া খাইলে" ইত্যাদি বচনে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। কাজেই বলিতে হয় যে, দোষ সংসর্গ যেখানে কোনও প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায় নাই তাহা শুদ্ধ বলিয়াই গণ্য হইবে। তবে যেখানে দূষিত পদার্থের সংস্পর্শ ঘটিবার কোন নিশ্চায়ক প্রমাণ নাই, তথাপি কেবল কুতর্কবশতঃ তাহার সম্ভাবনা আশংকা করা হয় সেখানে জল দিয়া ধুইয়া ফেলিবে। যেমন কোন একস্থানে যদি মাত্র হাঁড়ীকুঁড়ী কাক কিংবা কুকুরে উচ্ছিষ্ট করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে সেখানকার অপরাপর জিনিষ-গুলিও জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়।

এইরূপ সন্দেহ স্থলে "বাচা প্রশস্যতে"=শিষ্ট ব্যক্তিগণের বচনে প্রশস্ত করিয়া লইতে হয় অর্থাৎ 'ইহা শুদ্ধ হউক' এই প্রকার উক্তি শিষ্টগণের মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। কেহ কেহ বলেন ব্রাহ্মণের বচনে তাহা শুদ্ধ হইয়া যাইবে। যদিও "প্রশস্যতে" এখানে লট্ আছে তথাপি উহা বিধিই বুঝাতেছে। "যচ্চ বাচা প্রশস্যতে" ইহার তাৎপর্য্য কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন,—যে দ্রব্যের উপর দূষিত বস্তুর সংসর্গ হইয়াছে ইহা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু ব্যবহারকারী ব্যক্তি যে সেটীকে যথাবিধি শুদ্ধ করিয়াছে তাহা দেখা যায় নাই, সেরূপ স্থলে শিষ্টগণ যদি বলেন 'হাঁ, ইহার শুদ্ধি করা হইয়াছে', তাহা হইলে তাহা বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে, ইহাই এখানে 'বাক্-প্রশস্ত' পদের অর্থ। এরূপ ব্যাখ্যা করা কিন্তু সংগত নহে। কারণ আপ্তবচনের অপ্রামাণ্য কোন স্থলেই স্বীকার করা হয় না, তাহা সর্ব্বত্রই প্রমাণ ; সুতরাং ইহাতে পুনরুক্তি হইয়া পড়ে অর্থাৎ ঐ আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিতে বলা হয় ; ইহা কিন্তু পুনরুক্তিমাত্র। কেহ কেহ "আদ্ভির্নির্ণিক্তম্"=যাহা জলে ধৌত করা হইয়াছে, এই অংশটীকে এখানে দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আর অদৃষ্ট এবং বাক্প্রশস্ততা বিহিত হইতেছে এইরূপ বলিয়া থাকেন। জলে ধৌত করিলে যেমন শুদ্ধ হয় সেইরূপ, যে বস্তুতে দোষ সংসর্গ দৃষ্ট হয় নাই তাহার শুদ্ধতা এবং বাক্প্রশস্ততা বিহিত হইতেছে অর্থাৎ যদি ব্রাহ্মণ অথবা শিষ্ট ব্যক্তি কথা দ্বারা তাহা প্রশস্ত বলিয়া দেন তাহা হইলে তাহা শুদ্ধ হইবে, ইহাই বলা হইতেছে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, যেখানে প্রত্যক্ষ, অনুমান অথবা আগম (আপ্ত-জনের উক্তি) হইতেও দোষ সংস্পর্শ নিরূপিত হয় নাই সেখানে তাহাকে যদি শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে পূর্ব্বে "সম্বৎসরে একটীবারও চান্দ্রায়ণ করিবে" এই প্রকার যে বিধান বলা হইয়াছে তাহা কিরূপে সংগত হয়? (উত্তর)—উহা ভক্ষণ বিষয়ক বিধান, অর্থাৎ যদি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অজ্ঞাতসারে কোন অভক্ষ্য ভক্ষণ করা হইয়া থাকে, এইরূপ সন্দেহেই ঐ বচনটীতে চান্দ্রায়ণবিধি। পক্ষান্তরে এখানে ইহা দ্রব্যের স্পৃশ্যতা বিষয়ক শুদ্ধির বিধান। অথবা দোষের আধিক্য ও অল্পতা এবং আপৎকল্প এবং অনাপৎকালীন বিধি—এইভাবে ব্যবস্থা এবং সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। ১২৫

(ভূমির উপরিস্থিত জল যদি পরিমাণে এতটা হয় যে, তাহাতে গরুর তৃষ্ণা দূর হইতে পারে এবং তাহা যদি অপবিত্র বস্তুর দ্বারা স্পৃষ্ট না হয় কিংবা তাহাতে অপবিত্র বস্তুর গন্ধ, বর্ণ অথবা রস অর্থাৎ স্বাদ না থাকে তাহা হইলে তাহা শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—'ভূমিগতা' এখানে 'ভূমি' শব্দটী উপলক্ষণ। কাজেই প্রণালীর মধ্যেও যদি ঐভাবের জল থাকে তাহা হইলে তাহা অবশ্যই শুদ্ধ হইবে। কারণ, ভূমিগত এবং আকাশগত জল স্বভাবতই পবিত্র। কিন্তু সেই ভূমিতে যদি অমেধ্য বস্তুর সংসর্গ ঘটে তবেই তাহা কিছুটা অপবিত্র হয়। কাজেই সেই ভূপতিত জল যখন অন্য বস্তুর সংসর্গে অপবিত্র হইয়া উঠে তখন কিপরিমাণ জল সেখানে থাকিলে তাহা শুদ্ধ হইতে পারে তাহাই বলিয়া দিতেছেন "বৈতৃষ্ণ্যং যাসু গোর্ভবেৎ"। "বৈতৃষ্ণ্য" ইহার অর্থ পিপাসা নিবৃত্তি। ইহা কিন্তু জলটী কিপরিমাণ থাকিলে শুদ্ধ হইবে তাহারই ইঙ্গিত দিবার জন্য বলা হইল। এসম্বন্ধে প্রাচীনগণ জ্ঞাপক প্রমাণ দেখাইয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"জলটী এই পরিমাণ হওয়া আবশ্যক যে, সেখানে গরু প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলে তাহার গলকম্বলটী জলে ডুবিয়া যায়।" যেখানে গরুর গলকম্বল বুড়িয়া যায় এবং তাহার তৃষ্ণাও নিবৃত্ত হয় সেই পরিমাণ জল যদি কোথাও মাটীর উপর থাকে তবে তাহা শুদ্ধ হইবে। তবে যে জল পবিত্র ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে তাহা পরিমাণে অতি অল্প হইলেও শুদ্ধই থাকে। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, জলটীতে যে অমেধ্য দূষিত পদার্থ সংসৃষ্ট হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা যাইবে কিরূপে? (উত্তর)—"গন্ধ-বর্ণ-রসান্বিতাঃ";—। শ্লোকটীর মধ্যে "অমেধ্যেন" এই পদটী তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত আছে, এটীকে ষষ্ঠী বিভক্তিতে পরিণত করিয়া লইতে হইবে। ('অমেধ্যস্য'=অমেধ্য বস্তুর গন্ধ-বর্ণ রসযুক্ত হইলে।) অমেধ্য বস্তু সম্পর্কিত গন্ধ প্রভৃতির দ্বারা যদি "অন্বিত" অর্থাৎ সংযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহা উহা দ্বারা 'ব্যাপ্ত' হইয়াছে বলা হয়। সুতরাং পুষ্করিণী প্রভৃতিতে যদি একধারের জলে অমেধ্য পদার্থ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় এবং তাহার অন্যদিকের জলে যদি ঐ অমেধ্য বস্তুর কোন গন্ধাদি না থাকে তাহা হইলে সে ধারের জল শুদ্ধই হইবে। ১২৬

(শিল্পীর হস্ত সকল সময়ে শুদ্ধ, বাজারে বা দোকানে সাজান পণ্য অর্থাৎ বিক্রেয় দ্রব্যও শুদ্ধই হইয়া থাকে ; আর ব্রহ্মচারীর নিকট যে 'ভৈক্ষ' থাকে তাহাও সর্ব্বদাই পবিত্র, ইহাই নিয়ম।)

(মেঃ)—'কারু' অর্থ শিল্পী; যেমন পাচক, রঞ্জক (যে রং করে) এবং তন্তুবায় প্রভৃতি; তাহাদের হস্ত সকল সময়েই শুদ্ধ। অতএব জননাশৌচ এবং মরণাশৌচেও তাহা স্পৃশ্যই থাকে। কিন্তু তাহাতে যদি মলমূত্রাদি সংস্পর্শ থাকিতে দেখা যায় তাহা হইলে তাহা শুদ্ধ হইবে না। "ইহারা সদ্যঃশৌচ বলিয়া কথিত" এইরূপ যে বলা আছে তাহাও এই প্রকার বিষয় সম্বন্ধেই নির্দ্দেশ বুঝিতে হইবে। এখানে তাহার পুনরুক্তি হইতেছে না ; কারণ, মনুর শাস্ত্র-মধ্যে ঐ কথাটী বলা হয় নাই, (উহা অন্য শাস্ত্রের বচন)। বস্তুতঃ, এই নির্দ্দেশটীর অন্য প্রয়োগস্থলও আছে (কাজেই তাহার জন্যও ইহা পুনরুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে না)। যেমন, "তন্তুবায়গণ আচমন না করিয়াই হাত-পা না ধুইয়াই বয়ন করিয়া থাকে"। (বস্ত্রাদি বয়ন করিবার সময়) টানা পোড়েনের সুতার মধ্যে স্তম্ভ ঘটিয়া থাকে (সুতাগুলি পরস্পর জড়াইয়া যায়) ; তাহা বিশ্লিষ্ট করিয়া দিবার জন্য (ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্দেশ্যে) তাহাতে পিটুলি, কিংবা ভাতের মাড় দেওয়া হয়। যে পাত্রটীতে উহা রাখা হয় সেটী যেখানে সেখানে মাটীতে বসান হয়। তাহাতে যে অশুদ্ধি ঘটে তাহা এই বচনে নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ এই বচনে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে ঐপ্রকার অশুচিতা ধর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া, যে বস্তু স্বভাবত অশুচি তাহা ঐ কারিকরদের স্পর্শ করা চলিবে, তাহাদের তাহাতেও শুদ্ধতা থাকিবে, ইহা বলিয়া দেওয়া হইতেছে না। কারণ, সেরূপ দ্রব্য তাহাদের কারুকর্ম্মে আবশ্যক হয় না। (সুতরাং

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহাতে তাহারও অশুচিই হইবে।) অতএব এই সকল আলোচনা হইতে ইহাই যুক্তিসিদ্ধ হয় যে, কারুকর্ম্মে অপরিহার্য্য ঐসকল দ্রব্য ম্লেচ্ছ (কারিকর) কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট হইলেও অশুচি হইবে না। তবে সেরূপ স্থলে জলের দ্বারা প্রোক্ষণ এবং অভ্যুক্ষণ করা উচিত ; কারণ, শঙ্খ স্মৃতিতে উহা বচন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে। সেখানকার সেই বচনটী এইরূপ, "কারিগরের হাত সর্ব্বদাই শুচি থাকে, আকরজাত দ্রব্যও শুচি হইয়া থাকে"।

"পণ্য" অর্থ যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিবার জন্য টাকা পয়সায় বিক্রয় করা হয় অথবা অন্য দ্রব্য বিনিময় করিয়া লওয়া হয়। সেই পণ্য দ্রব্য "প্রসারিতং"—হাটে বাজারে অথবা দোকানে মাটীর উপর সাজান থাকিলেও তাহা শুচি থাকে। নানা জাতীয় ক্রেতার সংস্পর্শে কিংবা লেপনাদি সংস্কারশূন্য ভূমিতে রাখা হয় বলিয়া তাহাতে দোষ জন্মিতে পারে (তাহা দূষিত হইতে পারে) ; সেইজন্য সেখানে তাহাতে ঐ দোষ সংসর্গ বারবার দেখিতে পাওয়া গেলেও সেই পণ্য অশুচি বলিয়া গণ্য হইবে না। এখানে 'প্রসারিত' এইরূপ উল্লেখ থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, সেই সকল পণ্যদ্রব্য যখন কাহারও গৃহে থাকে তখন তাহা মনে মনে স্মরণ করা হইলেও শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না (যদি তাহা অশুচি সংসর্গযুক্ত হয়)। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, শক্তু অপূপ (ছাতু, রুটি) প্রভৃতি 'সিদ্ধান্ন' (পাক করা খাদ্যদ্রব্য) যদি শুদ্ধভাবেও দোকানের ভিতর রাখা থাকে তথাপি তাহা অভক্ষ্যই হইবে (তাহা ভক্ষণ করা চলিবে না)। কারণ, শঙ্খ স্মৃতিতে ইহা বচন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে, যথা "দোকানের খাদ্যদ্রব্যসকল অভক্ষ্য" "ব্রহ্মচারিগতম্"=যাহা ব্রহ্মচারীর নিকটে থাকে। এই পণ্যদ্রব্য বিষয়ক শুদ্ধি নির্দ্দেশের সহিত ব্রহ্মচারীর ভৈক্ষের শুচিতা বলা হইয়াছে। কাজেই ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, কেবল এই প্রকার দোষ সংঘটনেই উহা শুদ্ধ থাকিবে (অন্য প্রকার দোষ সংসৃষ্ট হইলে আর শুদ্ধ থাকিবে না)। যেমন ভিক্ষা গ্রহণের জন্য (অশুচি) পথ দিয়া চলা, অশুচি বস্তু দেখা, হাঁচি বা থুথু (শ্লেষ্মা কফ) ফেলা, ভিক্ষা দ্রব্যটীতে বহু ব্যক্তির হাতের সংস্পর্শ লাগা ইত্যাদি প্রকার দোষ সম্ভাবনা থাকে। (তাহাতে ঐ ভিক্ষা দ্রব্য অশুচি হয় না)। যদিও এখানে "মেধ্যম্"=পবিত্র, এইরূপ বলা হইয়াছে তথাপি উহা দ্বারাই শুদ্ধতা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে (কারণ যাহা পবিত্র তাহা অশুচি হইতে পারে না)। ১২৭

(অবস্থা বিশেষে স্ত্রীলোকের মুখ তখনকার জন্য সর্ব্বদা শুচি থাকে, গাছ থেকে ফল ফেলিয়া দিবার সময় পাখী শুচিই থাকে, গোদোহনকালে বাছুরের মুখ শুচি থাকে এবং মৃগয়াকালে শিকার করা মৃগটীকে কামড়াইয়া আনিবার সময় কুকুরও শুদ্ধ থাকে।)

(মেঃ)—সকলজাতীয় স্ত্রীলোকের মুখ শুচি থাকে যখন তাহাকে রতিকালে চুম্বনাদি করা হয়। এসম্বন্ধে অন্য স্মৃতিতে এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া আছে "রতিসংসর্গকালে স্ত্রীজাতি শুচি"। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যে সমস্ত নারীর সহিত রতি সম্বন্ধ করা হয় কেবল তাহাদেরই মুখ শুচি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু মাতা ভগিনী প্রভৃতির পক্ষে ইহা প্রয়োজ্য নহে। আবার ইহা দ্বারা যে, স্ত্রীলোকের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ নিষেধ প্রতিপ্রসূত হইতেছে তাহা মনে করাও চলিবে না। কারণ, রতি সম্বন্ধ থাকিলেও "ভার্য্যার সহিত ভোজন করিবে না" এইরূপ নির্দ্দেশ আছে বলিয়া তাহার সহিত ভোজন করাই চলে না (উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ত দূরের কথা), ইহা চতুর্থ অধ্যায়ে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এখানে "নিত্যং" এই পদটী থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, কেবল রতি সংসর্গকালেই নহে কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিবার সময়েও তাহা পবিত্র। "শকুনিঃ ফলপাতনে";—এখানে শকুনি শব্দটী যদিও সাধারণভাবে পক্ষীমাত্রকে বুঝাইতেছে তথাপি বিষ্ঠাভোজী কাক, কঙ্ক প্রভৃতি পাখী শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না, কারণ এইরূপই শিষ্টাচার। এখানে "পাতন" শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, গাছের উপর যে ফল আছে তাহারই সম্বন্ধে এই প্রকার বিধান। (কাজেই অন্য অবস্থায় কোন ফল যদি পক্ষিদুষ্ট হয় তবে তাহা অশুচি হইবে)। "প্রস্রবে চ শুচির্বৎসঃ"='প্রস্রব'কালে গোবৎস শুচি থাকে। যখন গাই দোয়া হয় তখন বাছুরকে গরুর বাঁটে মুখ দিয়া পিয়াইতে দেওয়া হয়, ইহাতে গরুটী 'দুধ নাবায়'। অথবা "মুখটী ছাড়া গরুর সকল অংগই পবিত্র" এইরূপ একটী বচন রহিয়াছে; ইহা অনুসারে গোবৎসের মুখও অপবিত্রই হইয়া থাকে। এজন্য গোদোহনকালে তাহার অশুচিতা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিবৃত্তির কারণ এইরূপ বলা হইল যে, তখন গোস্তনে এবং দুগ্ধে ঐ গোবৎসের মুখ সংস্পর্শ ঘটিলেও তাহা শুদ্ধ থাকিবে (অশুচি হইবে না)। "শ্বা মৃগ-গ্রহণে শুচিঃ" ;—কুকুরটী কিন্তু শুচি হইবে না। তবে যখন মৃগয়া প্রভৃতি সময়ে কুকুর সেই মৃগটীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য কামড়াইয়া ধরিবে কেবল সেই সময়ের জন্য তাহা শুচি বলিয়া গণ্য হইবে। ১২৮

(কুকুর যে মৃগাদি বধ করিয়াছে তাহার মাংস পবিত্র, ইহা মনু বলিয়াছেন। অন্যান্য মাংস-ভুক্ প্রাণী কিংবা চণ্ডাল অথবা দস্যুকর্তৃক নিহত যে পশুপক্ষী তাহার মাংসও পবিত্র।)

(মেঃ)—আগেকার শ্লোকটীতে "শ্বা মৃগগ্রহণে" ইত্যাদি বচনে 'মৃগ বধ করিবার ব্যাপারে কুকুর শুচি থাকে' মাত্র এইটুকু অর্থই বিবক্ষিত। আর এখানে বলা হইতেছে যে, কোন প্রাণী কুকুর কর্তৃক গৃহীতই হউক অথবা অন্য কাহারও দ্বারা দণ্ডাঘাত প্রভৃতির সাহায্যে মারিয়া ফেলাই হউক (তাহার মাংস শুচি), ইহাই এখানে বচন দুইটীর অর্থগত পার্থক্য। এখানে শ্লোকটীর শেষার্দ্ধের অংশটীরই বিধি (শেষাংশটীর অনুমোদন) নির্দ্দেশ করা হইতেছে। "ক্রব্যাদ্ভিঃ"= শ্যেনপক্ষী, শৃগাল প্রভৃতির দ্বারা,—। "চণ্ডালাদ্যৈঃ"=চণ্ডাল আদি দ্বারা,—। এখানে এই 'আদি (আদ্য)' পদটীর প্রয়োগ থাকায় শ্বাপদ প্রাণী দ্বারা নিহত মৃগের মাংসেও বাধা নাই, (তাহাও অশুচি নহে) ইহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "দস্যুভিঃ"=নিষাদ, ব্যাধ প্রভৃতি দ্বারা, যাহারা প্রাণী বধ করিয়া তাহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদের দ্বারা। ১২৯

(মনুষ্যের নাভির উপরে যে সকল ছিদ্র আছে সেগুলি সকল প্রকারেই শুদ্ধ। কিন্তু নাভির নিম্নে যে সকল ছিদ্র আছে সেগুলি অপবিত্র ; এইরূপ শরীরের মল শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে তাহাও অপবিত্র হয়।)

(মেঃ)—এখানে ("খানি" এস্থলে) যে 'খ' শব্দটী রহিয়াছে উহা ইন্দ্রিয়বাচক। এইজন্য 'খ' বলায় পাদদ্বয়ও গৃহীত হইবে (যদিও উহা ছিদ্রাত্মক নহে)। আর পাদদ্বয়ও গৃহীত হওয়ায় নাভির অধোদেশস্থিত "যানি"=যে সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় "তানি অমেধ্যানি"=সেইগুলিও অপবিত্র, এইভাবে এখানে বহুবচন প্রয়োগ করা সংগত হয় (অন্যথা নাভির অধোদেশে মলদ্বার এবং মূত্র-দ্বার এই দুইটী মাত্র ছিদ্র আছে বলিয়া "যানি অধস্তাৎ" এখানে বহুবচন প্রয়োগ করা সংগত হয় না)। এই প্রকার ব্যাখ্যাটী কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ ইহাতে "ঊর্দ্ধং নাভেঃ" ইত্যাদি উক্তির সহিত বিরোধ ঘটে। যেহেতু ইহা দ্বারা নাভির ঊর্দ্ধভাগকে (সর্ব্বশঃ মেধ্যানি" এই-ভাবে) অধিক পবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং তাহার উৎকর্ষও বলা হইয়াছে। অধোভাগ যদি মেধ্য হয় তবেই তাহার তুলনায় ঊর্দ্ধভাগকে 'মেধ্যতর' বলা যুক্তিসংগত হয়। কারণ এরূপ বলা ত সংগত হইতে পারে না যে 'শুক্লটী কৃষ্ণতর'। বস্তুতঃ এই 'খ' শব্দটী ইন্দ্রিয়বাচকও নহে। কিন্তু উহা ছিদ্রার্থক। এইজন্য শ্রুতিমধ্যে আম্নাত হইয়াছে "শীর্ষদেশে অবস্থিত সাতটী প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়" (দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা এবং মুখ)। নাভির অধোদেশে দুইটী ছিদ্র আছে। স্ত্রী এবং পুরুষের উপস্থেন্দ্রিয় (মূত্রদ্বার) ভিন্ন প্রকার, এই-জন্য এখানে বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহাই যখন শাস্ত্রের নির্দ্দেশ (যে ঊর্দ্ধ ছিদ্রগুলি পবিত্রতর) তখন যদি মুখের মধ্যভাগ হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট হয় তাহা হইলে হস্তটী শুদ্ধই থাকিবে, যদি মুখ মধ্যস্থিত শ্লেষ্মা প্রভৃতি হস্তে না লাগিয়া যায়। এইরূপ হস্ত যদি দূষিকা (নেত্রমল—পিঁচুটি) দ্বারা দুষ্ট হয় তাহা হইলে তাহা দ্বারা স্পর্শ করা চলিবে না। ১৩০

(মক্ষিকা, জলকণিকা, ছায়া, গরু, অশ্ব, সূর্য্যরশ্মি, ধূলি, ভূভাগ, বায়ু, এবং অগ্নি—এগুলির স্পর্শ মেধ্য বলিয়া জানিতে হইবে।)

(মেঃ)—যদিও এখানে কেবল মক্ষিকার উল্লেখ রহিয়াছে তথাপি উহা দ্বারা স্বেদজ প্রাণী-মাত্রই উপলক্ষিত (সূচিত) হইতেছে। এইরূপ 'গো' শব্দের উল্লেখ দ্বারা ছাগ এবং মেষ, 'অশ্ব' শব্দের দ্বারা হস্তী ও অশ্বতর এবং 'সূর্য্য' শব্দের দ্বারা জ্যোতিষ্ক মাত্রই লক্ষিত হইয়াছে। "বিপ্রুষঃ" ইহার অর্থ জলবিন্দু (জলকণিকা) সকল, যেগুলির স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু কেবল স্পর্শের দ্বারাই অনুভব করা যায়। "ছায়া"=চণ্ডাল প্রভৃতির ছায়া।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"ভূঃ"=কোন ভূমিভাগ যদি চণ্ডালাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহা পদাক্রান্ত হইলে অর্থাৎ তাহার উপর দিয়া মাড়াইয়া চলিয়া গেলে তাহা শুদ্ধ হইবে। কিন্তু অন্য ভূমি অর্থাৎ গৃহাদি সংলগ্ন ভূমি চণ্ডালাদি স্পৃষ্ট হইলে তাহা সম্যক মার্জ্জন প্রভৃতি দ্বারা শোধন করাই বিহিত। এখানে যে মক্ষিকা প্রভৃতি পদার্থগুলির উল্লেখ করা হইল সেগুলি বিষ্ঠাদি স্পর্শ করিয়া কাহাকেও স্পর্শ করিলেও সে তাহাতে দূষিত অর্থাৎ অপবিত্র হয় না। এসম্বন্ধে অন্য স্মৃতি-মধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে "অজ এবং অশ্বের মুখভাগটী পবিত্র, গরুর মুখ বাদ দিয়া সর্ব্বাংগ পবিত্র, মার্জ্জার নকুল এবং উৎকৃষ্টজাতীয় মৃগ এবং পক্ষীসকলও স্পর্শনযোগ্য"। ১৩১

(মলদ্বার এবং মূত্রদ্বার শুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়োজনমত মৃত্তিকা এবং জল ব্যবহার করা উচিত। দেহের যে দ্বাদশ প্রকার মল আছে তাহা শুদ্ধ করিতে গেলেও মৃত্তিকা এবং জল প্রয়োগ করা আবশ্যক।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে (১৩০ শ্লোকে) বলা হইয়াছে যে "দেহমল শরীর হইতে বিশ্লিষ্ট হইলে অপবিত্র হয়"; সেই অশুদ্ধতার জন্য এক্ষণে এই বচনটী বলিতেছেন,—। যাহা দ্বারা বিণ্মূত্র (বিষ্ঠা এবং মূত্র) উৎসর্গ করা হয় তাহা 'বিণ্মূত্রোৎসর্গ',—ইহার অর্থ পায়ু (মলদ্বার) প্রভৃতি। তাহা শুদ্ধ করিবার জন্য "মৃদ্বার্য্যাদেয়মর্থবৎ"=প্রয়োজনমত মৃত্তিকা এবং জল ব্যবহার করিবে। এস্থলে সংখ্যার উপর নির্ভর না করিয়া যে পরিমাণ এবং যতবার মৃত্তিকা ও জল ঘর্ষণ করিলে মলের গন্ধ এবং দাগ চলিয়া যায় (নষ্ট হয়) ততবার ততটা মৃত্তিকা ও জল গ্রহণ করিবে। "দৈহিক"=যাহা দেহে সঞ্জাত ; তাদৃশ দৈহিক মলও অশুচিতা আনয়ন করে। সেই দেহমল হস্তাদিতে লাগিয়া গেলে তাহার জন্য যেসকল শুদ্ধি কর্ত্তব্য তাহার জন্যও মৃত্তিকা এবং জল দুইটাই দরকারমত লইতে (ঘাঁসতে) হইবে। এসম্বন্ধে অন্য স্মৃতিমধ্যে এইরূপ বলা আছে, "প্রথম ছয়টী মলের সংস্পর্শ ঘটিলে শুদ্ধির জন্য মৃত্তিকা এবং জল উভয়ই গ্রহণ করিবে। আর শেষের ছয়টী মলের বেলায় কেবলমাত্র জল দিয়াই শুদ্ধ হইবে"। শ্লেষ্মা প্রভৃতিগুলিরও শুদ্ধি করিতে হয়, ইহা অন্য স্মৃতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে, যথা, "নাসিকা হইতে যে স্নেহ পদার্থ ক্ষরিত হয় তাহাকে শ্লেষ্মা বলে"। তাঁহাদের মতানুসারে ঐগুলি উত্তরষট্ক মধ্যে পড়িলেও উহার শুদ্ধির জন্য মাটী লইবার মোটেই আবশ্যকতা নাই। ১৩২

(বসা অর্থাৎ চর্ব্বি, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, নাসিকার মল, কর্ণের মল, শ্লেষ্মা, অশ্রু, পিঁচুটী এবং স্বেদ অর্থাৎ ঘাম—এই বারোটী মানুষের দেহের মল।)

(মেঃ)—এই বারোটী মল দেখান হইল। যদিও এখানে "নৃণাম্"=মানুষের, এইরূপ বলা হইয়াছে তথাপি উহা দ্বারা পাঁচটী নখবিশিষ্ট প্রাণীমাত্রেরই মল লক্ষ্য করা হইয়াছে; তবে কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপে মানুষের উল্লেখ করা হইয়াছে। শৃগাল প্রভৃতি প্রাণীগুলি যখন অস্পৃশ্য তখন তাহাদেরও ঐগুলি যে মল (সুতরাং অস্পৃশ্য) ইহা সিদ্ধই আছে। ছাগল, গরু, ভেড়া এবং ঘোড়া ছাড়া সকল প্রাণীরই বিষ্ঠা এবং মূত্র অপবিত্র। ১৩৩

(মল ত্যাগ করিবার পর শুদ্ধিলাভ করিবার জন্য প্রস্রাবদ্বারে একবার, মলদ্বারে তিনবার, একটী হস্তে অর্থাৎ বাম হস্তে দশবার এবং উভয় হস্তে সাতবার মৃত্তিকা ঘসিয়া দিবে।)

(মেঃ)—মলমূত্র ত্যাগ করিয়া মলদ্বারটী শুদ্ধ করিবার জন্য সেখানে বাম হস্ত দ্বারা একবার মাটী দিবে। অন্য স্মৃতিমধ্যে যেরূপ শুদ্ধির বিধান আছে সে অনুসারে ঐ বাম হস্তে যতটা মৃত্তিকা ধরে ততটা মৃত্তিকাই জল সংযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। তবে আমি কিন্তু এইরূপ বলি যে, পূর্ব্বে "অর্থবৎ"=প্রয়োজনমত, এই বচনটীতে যেরূপ পরিমাণ বলা হইয়াছে সেই পরিমাণই গ্রহণ করিবে। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া থাকেন,— "প্রথমবারে একমুঠা মাটী দিবে, দ্বিতীয়বারে তাহার অর্দ্ধেক দিবে আর তৃতীয়বারের মৃত্তিকার পরিমাণ হইবে একমুঠার তৃতীয় ভাগ"। ইহা কিন্তু কেবল মলদ্বারে দিবার মৃত্তিকার পরিমাণ। অন্য স্থলে প্রয়োজনমত দিতে হইবে। একবার মাত্র যদি মলত্যাগ হয় তাহা হইলেও এই পরিমাণ সংখ্যাই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা দ্বারা মৃদ্ঘর্ষণের আবৃত্তি অর্থাৎ অনেকবার

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গরু প্রভৃতি প্রাণীর যেমন নানা প্রকার (বর্ণ) ভেদ আছে মৃত্তিকারও সেইরূপ ভেদ আছে। এইজন্য বচনে বলা হইয়াছে "বল্মীক হইতে দূরবর্ত্তী স্থানের এবং অশ্ব যেখানে থাকে সেই স্থান ছাড়া অন্য স্থানের মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে" ইত্যাদি। এইরূপ, ঐ মাটীটী কি সাদা, কালো অথবা লাল তাহাতে আগ্রহ দেখাইবার প্রয়োজন নাই অর্থাৎ যে কোন বর্ণের মৃত্তিকা হইলেই চলিবে। "অভীপ্সতা" ইহার অর্থ 'অভিলাষী ব্যক্তি দ্বারা'। ১৩৪

(গৃহস্থের পক্ষে শৌচের ইহাই বিধি। ব্রহ্মচারীর পক্ষে উহা দ্বিগুণ, বানপ্রস্থাশ্রমীর পক্ষে তিনগুণ এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে চতুর্গুণ কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—বিশেষ বিশেষ আশ্রমের পক্ষে শৌচে এই প্রকার শৌচবিধি। কিন্তু যাহারা অনাশ্রমী (কোন আশ্রমেরই অন্তর্ভুক্ত নহে) তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে "মৃদ্বার্য্যাদেয়-মর্থবৎ"="প্রয়োজনমত মৃত্তিকা এবং জল লইবে", এই বিধিটীই অনুসরণীয়। শূদ্রেরও গৃহস্থাশ্রমে অবশ্যই অধিকার আছে। কাজেই তাহার পক্ষেও এই একই সংখ্যা শৌচার্থে বিহিত। ১৩৫

(মলমূত্র ত্যাগের পর এইভাবে শৌচ করিয়া আচমন করত নাভির উর্দ্ধের ইন্দ্রিয়স্থানসকল জল দিয়া স্পর্শ করিবে। বেদ পাঠ করিবার পূর্ব্বে এবং অন্ন ভোজন করিবার পূর্ব্বে সকল সময়েই এইভাবে আচমন কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—মলমূত্র নির্গমনের দ্বার দুইটী হইতে পূর্ব্ববর্ণিত বিধি অনুসারে মলমূত্রের সংস্পর্শ "কৃত্বা"=শোধন করিয়া "আচান্তঃ"=আচমন করত "খানি"=ইন্দ্রিয়সকল "উপস্পৃশেৎ"= জল দিয়া স্পর্শ করিবে। "বেদম্ অধ্যেষ্যমাণশ্চ"=দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেরূপ স্বাধ্যায় সম্বন্ধে বিধান বলা হইয়াছে তদনুসারে বেদ অধ্যয়ন করিবার সময়েও এইভাবে আচমন করিবে। এখানে "কৃত্বা" ইহার অর্থ ত্যাগ করিয়া, এইরূপ বুঝা যায়, কারণ ইহাই প্রথম কৃতি (শৌচ করা তাহার পরবর্ত্তী কার্য্য)। মূত্র এবং মল লেপ উঠাইয়া ফেলিয়া পায়ু এবং উপস্থ ধৌত করিয়া আচমন করিবে। "বেদম্ অধ্যেষ্যমাণশ্চ"=বেদ অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বেও; আচমন করা যে স্বাধ্যায়-বিধির ধর্ম্ম (অংগ) তাহা পূর্ব্বে "অধ্যেষ্যমাণ স্বাচান্তঃ" ইত্যাদি বচনে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর এখানে এই যে আচমনবিধি ইহা যিনি বেদ পড়িবেন এবং যিনি পড়াইবেন তাঁহাদের উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজ্য। কারণ, তাহা না হইলে (যিনি পড়াইবেন তিনিও যদি না আচমন করেন তাহা হইলে) তিনি বেদ অধ্যাপনা করিতেছেন, এরূপ বলা চলিবে না, কিন্তু বেদ উদ্ধৃত— উচ্চারণ মাত্র করিতেছেন, ইহাই দাঁড়াইবে। (যেহেতু অধ্যাপনটী হইতেছে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম। আর শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের পূর্ব্বে আচমন করিবারই বিধান আছে)। এইরূপ, কোন লৌকিক ক্রিয়া করিয়া আচমন না করিয়া বেদের অক্ষর উচ্চারণ করিতে নাই। "অন্নম্ অশ্নন্"=অন্ন ভোজন করিবার সময়েও আচমন করিবে। ১৩৬

(প্রথমতঃ তিনবার মুখে জল দিবে তাহার পর ওষ্ঠদ্বয় দুইবার অংগুলী দ্বারা মার্জ্জন করিবে। শরীরকে শুচি রাখিবার ইচ্ছা থাকিলে এইরূপ কর্ত্তব্য। তবে স্ত্রীলোক এবং শূদ্র এক একবার মাত্র ঐরূপ করিবে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটী আচমনবিধির অনুবাদ মাত্র (কারণ পূর্ব্বে আচমনবিধি বলাই হইয়াছে); পূর্ব্বে বলা হইলেও এখানে কেবল স্ত্রীলোক এবং শূদ্রের পক্ষে উহার কর্ত্তব্যতা বলিয়া দেওয়া হইতেছে, উহার প্রকার নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কেহ কেহ এখানে এইরূপ ব্যাখ্যা বলেন, "শূদ্র জল স্পর্শন দ্বারা শুদ্ধ হয়" এইরূপ বচন যখন রহিয়াছে তখন শূদ্রের পক্ষে কেবল জল স্পর্শই কর্ত্তব্য, তাহা দ্বারাই সে শুদ্ধ হইবে। সুতরাং আচমনবিধিতে শূদ্রের পক্ষে পরিমার্জ্জন এবং চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ছিদ্রসকল স্পর্শ করাটীর বিধি না থাকায় এস্থলে উহার প্রাপ্তি নাই। এই অপ্রাপ্ত বিষয়টীরই বিধি নির্দ্দেশ করা হইতেছে সৎ-শূদ্রের পক্ষে। অর্থাৎ গুণবান্ (সদাচারপরায়ণ) শূদ্র আচমনকালে মুখ পরিমার্জ্জন এবং উর্দ্ধ ছিদ্রসকল স্পর্শন করিবে, এই প্রকার বিধান বলা হইতেছে। আবার পূর্ব্বে "হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ" ইত্যাদি বচনে ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে যে আচমনবিধি বলা হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রীলোকের পক্ষেও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঐভাবে আচমন কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে; এইজন্য তাহার পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা এইখানে বলিয়া দেওয়া হইতেছে। এস্থলে "শারীরং শৌচমন্বিচ্ছন্"=শরীরের শুচিতা রাখিবার অভিলাষী হইলে", এই প্রকার উল্লেখ থাকায় ইহার সামর্থ্য হইতে এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতেছে যে, যদি কেহ শুদ্ধ অবস্থায় অধ্যয়ন এবং ভোজনে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে তিনবারই যে আচমন করিতে হইবে এরূপ নহে এবং সেরূপ স্থলে প্রমার্জ্জনও যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাও নহে। কিন্তু আচমন করিতে হইলে যতবার মুখে জল দিতে হয় ততবার মাত্র ঐ জল মুখে দিবে এবং উৰ্দ্ধ ইন্দ্রিয় স্থান সকল স্পর্শ করিবে। কিন্তু ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মরূপে যেরূপ আচমনবিধি আছে তাহা আর পালন করিতে হইবে না। ১৩৭

(ন্যায়নিষ্ঠ অর্থাৎ বিধিপরায়ণ শূদ্রগণ মাসে মাসে কেশ বপন করিবে এবং জননাশৌচ ও মরণাশৌচে বৈশ্যের ন্যায় অশৌচ পালনের পর শুদ্ধ হইবে এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে।)

(মেঃ)—সৎ-শূদ্রের পক্ষে পালনীয় ধর্ম্ম কি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার প্রসঙ্গে শূদ্রমাত্রের পক্ষে সাধারণ ধর্ম্মও (কর্ত্তব্যও) বলিয়া দেওয়া হইল। "ন্যায়বর্ত্তিনাম্" ইহার অর্থ যে সমস্ত শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবা করে এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে;—। তাহাদের পক্ষে "বপনং"= মস্তক মুণ্ডন "মাসিকং"=মাসে মাসে করণীয়। "শূদ্রাণাং" এখানে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে ষষ্ঠী হইয়াছে। অথবা যাহারা ব্রাহ্মণাশ্রিত তাহারা ব্রাহ্মণের অধীন। কাজেই তাহাদের নিকট ব্রাহ্মণগণের ঐরূপ "কার্য্যম্"=উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। এক একটী ধাতুর অর্থ অনেক প্রকার হইতে পারে বলিয়া এখানে 'কৃ' ধাতুর অর্থ 'উপদেশ করা' এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাহাদের "শৌচকল্পশ্চ"=অশৌচে এবং আচমনে শুদ্ধিলাভ করিবার বিধান "বৈশ্যবৎ"=বৈশ্যজাতির ন্যায় হইবে। "দ্বিজোচ্ছিষ্টং চ ভোজনং"=(এবং ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে); ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ১৩৮

(মুখমধ্য হইতে যে সকল নিষ্ঠীবন কণা ছিটকাইয়া পড়ে তাহা নিজ দেহে যদি না লাগে তাহা হইলে উহা উচ্ছিষ্টতা সম্পাদন করে না; উহাতে কেহ উচ্ছিষ্ট হয় না। শ্মশ্রু লোমসকল অর্থাৎ গোঁফদাড়ির চুল মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও এবং দন্তমধ্যে ভুক্ত দ্রব্য লাগিয়া থাকিলেও তাহাতে কেহ উচ্ছিষ্ট হইবে না।)

(মেঃ)—"নিষ্ঠীবন করিয়া এবং মিথ্যা কথা বলিয়া" ইত্যাদি বচনে নিষ্ঠীবনের পর আচমন করিবার বিধান বলা হইয়াছে; কাজেই সেরূপ স্থলে যে ব্যক্তি আচমন না করে সে অশুদ্ধ থাকিয়া যায়, ইহাও উহা দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মুখমধ্য হইতে যে সকল জলকণা (থুথুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু) নির্গত হয় সেগুলিও নিষ্ঠীবন ছাড়া আর কিছু নহে। কাজেই ঐ মুখনির্গত বিন্দুসকল থুথু-গয়ের ফেলারই সামিল; সুতরাং উহার জন্য আচমন করা আবশ্যক; এই প্রকার বিবেচনা করা হইতে পারে বলিয়া তাহারই জন্য এই বিধানটী বলিয়া দিতেছেন। "মুখ্যাঃ" ইহার অর্থ যাহা মুখে স্থিত অথবা মুখ হইতে নির্গত হয়; সেই সকল কণা উচ্ছিষ্ট করিয়া দেয় না, যদি সেগুলি অঙ্গের উপর না পড়ে। আচ্ছা, পূর্ব্বে "মক্ষিকা এবং বিপ্রুট্-সকল" ইত্যাদি বচনে 'বিপ্রুট্' সকলকে ত শুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, (সুতরাং এখানে আবার অন্য প্রকার বলা হইতেছে কেন?)। (উত্তর)—দেহ-মলাতিরিক্ত যে সকল 'বিপ্রুট্' অর্থাৎ যাহা থুথুর কণা নয় তাহার সম্বন্ধেই আগেকার ঐ বিধানটী। যেহেতু এই বচনটীই ঐ প্রকার অর্থের জ্ঞাপক। সকল বিষয় সকল সময় প্রত্যেকটী ধরিয়া দেখান হয় না। "শ্মশ্রূণি"=দাড়ির লোমসকল। "আস্যগতানি"=মুখমধ্যে যাহা প্রবিষ্ট। উহারা "নোচ্ছিষ্টং কুর্ব্বন্তি"=উচ্ছিষ্টতা সম্পাদন করে না, এই অংশটীর অনুষঙ্গ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা ছাড়া সুপারি প্রভৃতি অন্য বস্তুর যদি চর্ব্বিত অংশ দাড়িতে লাগিয়া যায় তাহা হইলে তাহাতে অবশ্যই উচ্ছিষ্টতা জন্মিবে। এইরূপ, "দন্তান্তরাধিষ্ঠিতম্"=দন্তমধ্যে সংলগ্ন (ভুক্ত দ্রব্যের অংশও উচ্ছিষ্টতা সম্পাদন করে না)। অন্য স্মৃতিমধ্যে এসম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ আছে, যথা,—। "দন্তসংশ্লিষ্ট বস্তু দন্তের ন্যায় হইয়া যায়, কিন্তু জিহ্বা দ্বারা তাহা ঘর্ষণ করা চলিবে না; যতক্ষণ না তাহা সেই স্থান হইতে পড়িয়া যায়, ইহা কেহ কেহ বলেন। সেই স্থান হইতে পড়িয়া গেলে তাহা 'আস্রাববৎ' অর্থাৎ থুথু-গয়ের সামিল; যদি কেহ উহা গিলিয়া ফেলে তাহা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইলে সে শুচি থাকিবে না"। বচনটীতে যে "চ্যুতেষু" বলা হইয়াছে উহার অর্থ জিহ্বা-ঘর্ষণ ব্যতীত যদি আপনা আপনি পড়িয়া যায়, এইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ জিহ্বা সংস্পর্শ হইলে শুচিতা নিষেধ করা হইয়াছে অর্থাৎ শুচি থাকিবে না, এইরূপ বলা হইয়াছে। ১৩৯

(অপরকে আঁচাইবার জল ঢালিয়া দিতে থাকিলে তাহার হস্তনির্গত যে সকল জলবিন্দু মাটী হইতে ছিটকাইয়া পায়ে পড়ে, সেগুলি ভূমিস্থিত জলের সমান ; সেগুলিতে সেই জলদানকারী ব্যক্তি অশুচি হয় না।)

(মেঃ)—"পরান্ আচাময়তঃ" ইহার অর্থ অপরকে আঁচাইবার জল যে দেয় তাহার। এখানে যাহা বলা হইতেছে সেটী এইরূপ,—যদি কোন ব্যক্তি অপর একজনকে আঁচাইবার জন্য জল দিতে থাকে তখন সেই আচমনকারী ব্যক্তির হস্ত হইতে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া নীচের মাটীর উপরে জলবিন্দু সকল পড়িতে থাকিয়া সেখানে প্রতিহত হইয়া ঐ জলপ্রদানকারী পার্শ্বস্থ ব্যক্তিটীর দুই পায়ের উপর যদি পড়ে তাহা হইলে সে তাহাতে অশুচি হইবে না। "ভৌমিকৈঃ" ইহার অর্থ, যেমন কোন দোষ বর্জ্জিত ভূমির উপর কিছু মাত্রায় জল থাকিলে তাহা শুদ্ধ বলিয়াই গ্রহণ করা হয় সেইরূপ উচ্ছিষ্ট হস্ত হইতে পতিত হইলেও ঐসকল জলবিন্দুও সেইরূপ 'ভৌমজলবৎ' শুদ্ধ বলিয়াই গ্রাহ্য। সেগুলি দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে কেহ "অপ্রয়তঃ"=অশুচি হয় না। এখানে "পরান্" এই 'পর' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি আঁচাইতেছে তাহার সহিত অন্য লোকটীর সংস্পর্শ রক্ষা করা (এড়াইয়া চলা) আবশ্যক, অন্য কোন লোকও যদি সেখানে নিকটে থাকে তাহা হইলে তাহার পক্ষেও এই নিয়ম প্রয়োজ্য। আবার এখানে 'পাদ' শব্দটীর প্রয়েগ দ্বারা ইহাই বোধিত হইতেছে যে এই জল যদি 'পা' ছাড়া জঙ্ঘা প্রভৃতি অংগ স্পর্শ করে তাহা হইলে তাহাতে দোষ (অশুচিতা) ঘটিবে। ১৪০

(যদি কোন লোকের হাতে কোন দ্রব্য থাকে এবং তাহাকে কোন 'উচ্ছিষ্ট' লোক ছুঁইয়া ফেলে তাহা হইলে সেই দ্রব্যটী না নামাইয়াই আচমন করিলে সে শুদ্ধ হইবে।)

(মেঃ)—আচমন করাই যাহার পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত (শুদ্ধি সম্পাদক) সেইরূপ ব্যক্তিকে বলা হয় 'উচ্ছিষ্ট'। যেমন, যে লোক মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছে সে যদি শৌচ এবং আচমন না করিয়া থাকে অথবা যে লোক অপবিত্র বস্তু প্রভৃতি স্পর্শ করিয়া দূষিত হইয়াছে (ইহারা সব উচ্ছিষ্ট)। যদি কোন ব্যক্তি 'দ্রব্যহস্ত' অবস্থায়,—। যে ব্যক্তি হস্তে ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি দ্রব্য কিংবা বস্ত্রাদি দ্রব্য ধরিয়া আছে তাহাকে বলা হয় 'দ্রব্যহস্ত'। 'বজ্রহস্ত' প্রভৃতি স্থলে যেভাবে সমাস করিয়া প্রয়োগ সিদ্ধ হয় এখানেও সেইভাবে প্রয়োগ ব্যবস্থা হইবে (ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস করিয়া পদটী সিদ্ধ করিতে হইবে)। সেই দ্রব্যহস্ত ব্যক্তিটী যদি কোন উচ্ছিষ্ট লোকের দ্বারা স্পৃষ্ট হয় তাহা হইলে "তদ্ দ্রব্যম্"=সেই দ্রব্যটী "অনিধায় এব"=হাত থেকে না সরাইয়াই (না নামাইয়াই), দ্রব্যটী হাতে ধরিয়া থাকিয়াই আচমন করিবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, দ্রব্যটী হাতের মধ্যে থাকিয়া যাইবে অথচ আচমন করিবে, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? কারণ এরূপ স্থলে "মণিবন্ধ পর্য্যন্ত দুই হাত ধুইবে" (হাতের কব্জি পর্য্যন্ত ধুইয়া ফেলিবে), ইহাই বিধি। ইহার উত্তরে কেহ কেহ এইরূপ বলেন, সেই দ্রব্যটী দেহের সহিত ঠেকিয়া থাকিবে, ইহাই মাত্র এখানে বক্তব্য, সেটী যে হস্তের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিবে, তাহা আবশ্যক নহে। কাজেই এরূপভাবে যদি অশুদ্ধি ঘটে কিংবা সেই দ্রব্যটী কাঁধে (অথবা মাথায় কিংবা অন্য অংগে) রাখা থাকিলেও যদি উচ্ছিষ্ট স্পর্শ ঘটে তাহাতেও অবশ্যই অশুদ্ধতা জন্মিবে, আর সেরূপ স্থলে আচমন করিলেই শুদ্ধ হইবে। অতএব সেই দ্রব্যটী হাত থেকে অন্য অংগে, যেমন প্রকোষ্ঠ, ক্রোড় প্রভৃতি স্থলে গ্রহণ করিয়া আচমন করিবে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ঐভাবে অশুচি পুরুষের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় তাহার অশৌচে যেমন দ্রব্যটী অশুচি হইয়া পড়িয়াছিল সেইরূপ লোকটীর আচমন জন্য শুচিতা দ্বারা দ্রব্যটীও আবার শুদ্ধ হইয়া যায় (এইজন্য সেই লোকটীর শরীরের সহিত যে ভাবেই হউক ঐ দ্রব্যটী ঠেকিয়া থাকা আবশ্যক, তাহা নামাইয়া সরাইয়া রাখিলে আর সেটী হয় না)। কিন্তু এরূপ স্থলে গৌতম বলিতেছেন,—"হাতে কোন দ্রব্য আছে এমন অবস্থায় উচ্ছিষ্ট হইলে সেই দ্রব্যটীকে নামাইয়া রাখিয়া আচমন করিবে"। ইহার ব্যাখ্যায়ও এইরূপ বলা হয়,—। যদিও এখানে দ্রব্যটীর নিধান (নামাইয়া রাখা) এবং আচমন উভয়েরই সাহিত্য তুল্য প্রকার অর্থাৎ দুইটীই এখানে কর্ত্তব্য, এইরূপ বুঝা যাইতেছে তথাপি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এখানে 'নিধান' করিবার বিধান বলাই অভিপ্রেত, বুঝিতে হইবে। কেন না, এরূপ না বলিলে ঐ 'দ্রব্যহস্ত' ব্যক্তিটীর পক্ষে যখন দুইটীই শুদ্ধ করিতে হয় তখন তাহার পক্ষে ঐ দ্রব্যটী নিধান করিবার (নামাইয়া রাখিবার) কোন প্রসঙ্গই নাই (সে উহা নামাইয়া রাখিতে যাইবে কেন?)। কাজেই এই প্রকার শাস্ত্রবচন না থাকিলে দ্রব্যটীর নিধান প্রাপ্ত হয় না বলিয়া (যদি কেহ ঐ দ্রব্যটীর নিধান না করে তাহারই জন্য) বচনটী দ্বারা নিধান করিবার বিধি বলা হইল—এরূপ স্থলে দ্রব্যটী অবশ্যই নিধান করিবে (নামাইয়া রাখিবে)। প্রশ্ন—তাহা হইলে ঐ দ্রবীটী শুদ্ধ হইবে কিরূপে? উত্তর—প্রযত (শুদ্ধ=কৃত-শৌচ) লোকটী তাহাকে গ্রহণ করায় (তাহার সংস্পর্শে উহাও শুদ্ধ হইবে)। অথবা এরূপ স্থলে অন্য স্মৃতিমধ্যে যে 'প্রোক্ষণ' করিবার বিধি আছে তাহা দ্বারা ঐ দ্রব্যটী শুদ্ধ করিতে হইবে। সেই বচনটী এইরূপ,—"অন্ন অথবা পানীয় দ্রব্য লইয়া চলিতে থাকিলে যদি কেহ 'উচ্ছিষ্ট' স্পর্শ করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্যটীকে অভ্যুক্ষণ করিবে এবং নিজেও আচমন করিবে, এরূপ করিলে আর দোষ থাকিবে না"। শাস্ত্র-বচন বিনাই যদি এখানে নিধান করাটী প্রাপ্ত থাকে তাহা হইলে মূলে যে "অ-নিধায়ৈব"=নিধান না করিয়াই, এইরূপ বলা হইয়াছে তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে। যেহেতু সকল স্মৃতির মধ্যেই একবাক্যতা (অবিরোধ) আছে, আবার এখানে "অনিধায়ৈব" এই প্রকার উল্লেখ থাকায় নিধান সম্বন্ধে নিশ্চয়তাই রহিয়াছে বলিয়া ঐ অন্য স্মৃতি বচনটীতেও যে এইরূপই বলা হইয়াছে তাহা জানা যায়। যদি বলা হয়—এখানে নিধান করিবার বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে যে, তাহার কি? ইহাতে বক্তব্য—অতএব বিকল্প হইবে। বিকল্প হইলেও তাহা এইভাবে ব্যবস্থিত হইবে,—দ্রব্যটী যদি গুরুতর (ভারী) হয় তাহা হইলে তাহা নামাইয়া রাখিবে; আর তাহা না হইলে (হাল্‌কা ধরণের জিনিষ হইলে) সেই বস্তুটী শরীর-ধৃত করিয়াই আচমন করিবে। তবে যখন কেহ কোন দ্রব্য লইয়া নিজে অন্ন ভক্ষণ করিতে থাকিবে কিংবা ভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ অধিক পরিমাণ উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া ফেলিবে কিংবা এমন কোন লোক যদি তাহাকে স্পর্শ করে যাহার আচমন করা উচিত অথচ আচমন করে নাই তাহা হইলে এ সবটাই সেই দ্রব্যটীর পক্ষেও উচ্ছিষ্টসংস্পর্শ বলিয়াই গণ্য হইবে। ১৪১

(যে ব্যক্তি বমন অথবা বিরেচন করিয়াছে সে স্নান করিয়া ঘৃতভক্ষণ করিবে। অন্নভোজন করিয়া আচমন করিবে। যে লোক মৈথুন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছে তাহার পক্ষে স্নান বিহিত।)

(মেঃ)—বমন এবং বিরেচন এই দুইটী শব্দ প্রসিদ্ধার্থক। যে লোক ভুক্ত অন্নদ্রব্যকে মুখ দিয়া উগ্‌রাইয়া ফেলিয়াছে তাহাকে বলা হয় 'বান্ত' (কৃতবমন); যাহার মল ত্যাগের বেগ (চেষ্টা) আটবারের বেশী হইয়াছে, ব্যাধিবশতঃই হউক কিংবা হরীতকী প্রভৃতি বিরেচক দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াই হউক, তাহাকে বলা হয় 'বিরিক্ত'। তাহারা প্রথমতঃ স্নান করিবে, তাহার পর ঘৃত ভোজন করিয়া ইহা ছাড়া অন্য অন্ন ভক্ষণ করিবে। এই ঘৃত ভোজনবিধি দ্বারা যে অন্য প্রকার বস্তু ভোজন করা নিষিদ্ধ হইতেছে তাহা নহে। ভস্ম এবং জল দিয়া মাজাঘসা করা যেমন দ্রব্য-শুদ্ধির জন্য বিহিত এই ঘৃতভোজনটীও সেইরূপ দ্রব্যশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কর্ত্তব্য। "আচামেদেব ভুক্ত্বান্নং"=অন্ন ভোজন করিয়া সেই দিনই যদি বমন-বিরেচন (বাহ্যে-বমি) হয় তাহা হইলে কেবল আচমন করিলেই চলিবে, স্নান এবং ঘৃত ভোজন করিতে হইবে না। অন্য কেহ কেহ শ্লোকের এই অংশটীকে একটী স্বতন্ত্র বিধান (পূর্ব্বোক্ত বমন-বিরেচনের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই) এইরূপ ধরিয়াই ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যানুসারে অর্থটী দাঁড়ায় এইরূপ :—। ভোজন করিয়া অবশ্যই আচমন করিবে। ভোজনের পর আচমন করিবার বিধি আছে; ইহা তাহারই অনুবাদমাত্র। "মৈথুনিনঃ" ইহার অর্থ যে লোক স্ত্রীলোকের মধ্যে শুক্র ত্যাগ করিয়াছে সে ব্যক্তি স্নান করিলে তবে শুদ্ধ হইবে। ১৪২

(ঘুমাইয়া উঠিয়া, হাঁচিয়া, ভোজন করিয়া, থুতু-গয়ের ফেলিয়া, মিথ্যাকথা বলিয়া, জলপান করিয়া এবং বেদাধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্ব হইতে শুচি থাকিলেও আচমন করিবে।)

(মেঃ)—"ক্ষুত্বা"=ক্ষবথু (হাঁচি) করিয়া;—। কোন লোক ইচ্ছা না করিলেও বায়ুর প্রেরণা-বশতঃ নাসিকা ছিদ্র হইতে যে শব্দ উঠে তাহার নাম 'ক্ষবথু'; তাহা করিয়া;—। "প্রযতোঽপি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সন্" এই অংশটী কেবল 'অধ্যেষ্যমাণ' এই পদটীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। প্রযত অর্থাৎ শুচি থাকিলেও অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আচমন করিয়া তবে অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে। এই আচমনটী অধ্যয়ন কর্ম্মটীরই অঙ্গস্বরূপ বলিয়া আচমন করিবে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। কিন্তু স্নানাদির পর একবার মাত্র আচমন কর্ত্তব্য। তবে যে একটী বচনে এইরূপ বলা হইয়াছে, "ঘুমাইয়া উঠিয়া, হাঁচিয়া, ভোজন করিয়া, জল পান করিয়া, নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া এবং মিথ্যা কথা বলিয়া মলিন হইয়া (মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক) একবার আচমন করিয়া পুনরায় আচমন করিবে", এস্থলে শ্লোকটীর এইভাবে অন্বয় করিতে হইবে (তাহা হইলে আর বিরোধ হইবে না).—'আচমন করিয়া ভোজন করিয়া পুনরায় আচমন করিবে'। তবে কিন্তু যেখানে এইরূপ বচনই আছে যে "দ্বিরাচামেৎ"=দুইবার আচমন করিবে, সেখানে ঐ একই ক্রিয়ার আনন্তর্য্যে আবৃত্তি হইবে অর্থাৎ পর পর দুইবার তাহা করিতে হইবে। ১৪৩

(সকল বর্ণের লোকের পক্ষেই যাহা প্রয়োজ্য সেইরূপ এই শৌচবিধি এবং দ্রব্যশুদ্ধির বিধান আমি আপনাদিগকে বলিলাম ; এক্ষণে স্ত্রীলোকদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা বলিতেছি, শুনুন।)

(মেঃ)—শ্লোকটীর প্রথম তিনটী চরণে শুদ্ধিবিষয়ক প্রকরণের উপসংহার করা হইয়াছে আর চতুর্থ পাদটীতে বক্ষ্যমাণ বিষয়টী সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইতেছে। যদিও এখানে "শৌচবিধিঃ" এই শব্দটী দ্বারা সাধারণভাবে শৌচ বুঝা যায় তথাপি ইহা 'গো-বলীবর্দ্দন্যায়ে' বিশেষ প্রকার শৌচকেই বুঝাইতেছে ; কারণ 'দ্রব্যশুদ্ধি' প্রকরণের সমীপেই এই 'শৌচ' অর্থাৎ শুদ্ধি কথাটী উল্লিখিত হইয়াছে। "স্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ" ইহা দ্বারা সেইরূপ ধর্ম্ম (কর্ত্তব্য) সকলেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যেগুলিতে কেবল স্ত্রীজাতিরই কর্ত্তৃত্ব বা অধিকার। আর যাগাদিরূপ যে সমস্ত কর্ত্তব্য আছে সেগুলিতে স্ত্রীলোকদের কর্ত্তৃত্ব অসাধারণ নহে (যেহেতু তাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় সাধারণ কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে); কাজেই সেগুলির সম্বন্ধে কোন কথা এখানে বলা হইতেছে না। ১৪৪

(স্ত্রীলোক বালিকাই হউক, যুবতীই হউক, কিংবা বৃদ্ধাই হউক গৃহমধ্যেও তাহার পক্ষে কোন কর্ম্ম স্বাধীনভাবে করা উচিত হইবে না।)

(মেঃ)—কোন অবস্থাতেই স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য (স্বাধীনতা) নাই, ইহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্যই এই শ্লোকটীতে উপদেশ করা হইয়াছে। তবে যে এখানে 'বালা' ইত্যাদি প্রকারে বয়স ভাগ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, এই সকল অবস্থায় স্ত্রীলোকের পরাধীনতা ; বস্তুত ইহা স্বরূপতঃ বিবক্ষিত নহে। ১৪৫

(বাল্যাবস্থায় স্ত্রীলোক পিতার অধীন থাকিবে, যৌবনকালে পাণিগ্রহীতার অর্থাৎ পতির অধীন থাকিবে এবং স্বামী মৃত হইলে পুত্রগণের বশবর্ত্তিনী হইয়া বাস করিবে ; কোন অবস্থাতেই স্ত্রীলোক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইতে পারিবে না।)

(মেঃ)—এইরূপ বচন অন্য স্থলেও আছে,—"স্বামীর সপিণ্ডগণ যদি না বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে পিতৃকুল স্ত্রীলোকের রক্ষক হইবে। উভয় পক্ষের অবসান (ধ্বংস) ঘটিলে রাজাই স্ত্রীলোকের ভর্ত্তা অর্থাৎ ভরণ কর্ত্তা বা রক্ষণাবেক্ষণকারী হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের মত"। এখানে "তৎ-সপিণ্ডেষু" ইহা দ্বারা বলা হইতেছে যে, স্বামী বিদ্যমান না থাকিলে, এইভাবে স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণ কর্ত্তব্য। ১৪৬

(স্ত্রীলোক কখনও পিতা, স্বামী অথবা পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ করিবে না ; যেহেতু ইহাদের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইলে স্ত্রীলোক পিতৃকুল এবং পতিকুল উভয়ই নিন্দিত করিয়া তুলে।)

(মেঃ)—এখানে "গর্হ্যে কুর্য্যাৎ"=গর্হার (নিন্দার) বিষয় করিয়া তুলে, ইহা দ্বারা এই কথা বলিয়া দেওয়া হইল যে, স্ত্রীলোকের পক্ষে কোথাও ব্যবস্থিত হইয়া না থাকা নিন্দার কারণ বলিয়া কথিত হয়। 'ইহাদের কাহারও দ্বারা রক্ষিত না হইয়া বাস করিতে থাকিয়া কিংবা গ্রামান্তরে যাইতে থাকিলে' এই অংশটী অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ১৪৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(স্ত্রীলোক সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত হইয়া থাকিবে, গৃহকার্য্যে দক্ষ হইবে, বাসন-কোশন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং অর্থব্যয় বিষয়ে যেন 'মুক্তহস্ত' না হয় সেইভাবে থাকিবে।)

(মেঃ)—এখানে 'সদা' শব্দটী 'নিত্য' এই শব্দটীর ন্যায় সাতত্য (সতত) বোধক। সুতরাং "সদা প্রহৃষ্টয়া" ইহার অর্থ 'সতত হাস্যযুক্ত' ;—। অন্য স্থলে ক্রোধ এবং শোকের বেগ থাকিলেও স্বামীকে দেখিয়া মুখের প্রসন্নভাব, মৃদুহাস্য, নর্ম্মবচন (ঠাট্টা-তামাসা) প্রভৃতির দ্বারা হৃষ্টভাব দেখাইবে। কুমারী এবং সধবা নারীর জন্য এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইতেছে। "গৃহকার্য্যে চ দক্ষয়া" ;—অর্থসংগ্রহ এবং অর্থব্যয় করার বিষয়ে বিবেচনাযুক্ত এবং ধর্ম্মকার্য্য ও স্নানাদি কর্ম্মে নিপুণ হইবে। অগ্রে "অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং" (৯।১১) ইত্যাদি শ্লোকে যে গৃহকার্য্যের বিষয় বলা হইয়াছে সেই গৃহকার্য্যে 'দক্ষ' অর্থাৎ নিপুণ হইবে। অন্ন প্রস্তুত করা প্রভৃতি কর্ম্ম শীঘ্র সম্পাদন করিবার যোগ্যতাযুক্ত হইবে। "সুসংস্কৃতোপস্করয়া" ;—'উপস্কর' বলিতে ভাণ্ড, কুণ্ড (হাঁড়ী) এবং ঘটী প্রভৃতি ; সেগুলি সুসংস্কৃত, ভালভাবে মার্জ্জিত—দেখিতে শোভা হয় এরূপ করিবে। "ব্যয়ে চ"=এবং ব্যয় সম্বন্ধে অর্থাৎ বন্ধু, জ্ঞাতি এবং অতিথি প্রভৃতিকে ভোজন করাইতে যে ব্যয় হয় তাহাতে "অমুক্তহস্তয়া"=মুক্তহস্ত হইবে না, উদার হইবে না। বেশী খরচ করিবে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। 'সুসংস্কৃতোপস্করা' এস্থলে সমাসের ব্যাসবাক্যটী এইরূপ,—সুসংস্কৃত হইয়াছে উপস্কর সকল যাহার ;—এইভাবে বহুব্রীহি সমাস। এইরূপ, মুক্ত হইয়াছে হস্ত যাহার সে 'মুক্তহস্ত' ; তাহার পর নঞ্‌সমাসে হইয়াছে 'অমুক্তহস্ত'। 'মুক্তহস্ত' শব্দটী রূঢ়ি অনুসারে 'উদার' অর্থবোধক। ১৪৮

(পিতা যাহাকে সম্প্রদান করিবে অথবা ভ্রাতা পিতার অনুমতিক্রমে যাহাকে দান করিবে, সেই স্বামী যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন তাহার শুশ্রূষা করিবে এবং সে মৃত হইলেও তাহাকে অতিক্রম করিবে না।)

(মেঃ)—পিতার নিকট অনুমতি প্রাপ্ত ভ্রাতা যেমন কন্যার সম্প্রদান কর্ত্তা হয় সেইরূপ পিতা যদিও নিরপেক্ষভাবেই সম্প্রদান কর্ত্তা হইতে পারে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে তথাপি ভার্য্যার (মাতার) অনুমতিক্রমে দান করিতে হইবে। কারণ সকল কর্ম্মেই পতি এবং পত্নী উভয়েরই সহাধিকার অর্থাৎ মিলিতভাবে (যৌথ) কর্ত্তৃত্ব থাকে বলিয়া কন্যার উপরে পিতা এবং মাতা উভয়েরই প্রভুত্ব (অধিকার) রহিয়াছে। এইজন্য, পিতা না থাকিলে মাতাই কন্যাটীকে সম্প্রদান করিবে, ইহা অগ্রে নবম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ইহার হেতু এই যে, সন্তান মাতা এবং পিতা উভয়েরই ; আর সেই নিমিত্তই সন্তানের উপর উভয়েরই প্রভুত্ব (অধিকার)। এইজন্য এখানে কন্যা সম্প্রদান ব্যাপারে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই পরস্পরসাপেক্ষ—(একে অন্যের অনুমতি না লইয়া দান করিতে পারিবে না)। "শুশ্রূষেত" ইহার অর্থ আরাধনা করিবে। "সংস্থিতং"=মৃত হইলে, "ন লঙ্ঘয়েৎ"=লঙ্ঘন করিবে না ; 'লঙ্ঘন' অর্থ অতিক্রম (অবহেলা) করা। সুতরাং স্বাধীনভাবে থাকিবে না, ইহাই ফলিতার্থ। স্বামী জীবিত থাকিলে যেমন তাহার অধীনভাবে থাকে স্বামী মৃত হইলেও ঐরূপ স্বামীর অধীনই হওয়া উচিত। যেহেতু বচনে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে "সম্প্রদানই স্বামিত্বের কারণ" অর্থাৎ পিতা সম্প্রদান করিয়াছে বলিয়াই তাহার উপর স্বামিত্ব (অধিকার) জন্মিয়াছে। যখনই পিতা দান করিলেন তখনই তাহার (পিতার) স্বামিত্ব (অধিকার) চলিয়া গেল এবং যাহাকে সম্প্রদান করা হইয়াছে তাহারই স্বামিত্ব জন্মিল। এইজন্য, বিবাহকালেই যে দানটী সিদ্ধ হয় তাহা নহে কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেও বরণ করিবার সময়ে দান আছে—দান হয়। ১৪৯

(বিবাহকালে মঙ্গলজনক স্বস্ত্যয়নপূর্ব্বক প্রজাপতির যজ্ঞ করা হয়। বস্তুতঃপক্ষে সম্প্রদানই স্বামিত্ব-উৎপত্তির কারণ।)

(মেঃ)—তবে বিবাহ কি জন্য? (ইহার উত্তরে বলা হইতেছে "মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নম্" ইত্যাদি)। অভিলষিত বিষয় সম্পন্ন হইবার নাম মঙ্গল ; সেই মঙ্গলের যাহা সাধন—যাহা দ্বারা সেই মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা ঐ মঙ্গলার্থেই প্রয়োগ করা হয়—তাহাকে মঙ্গলার্থ বলা হয়। আর এখানে ইহা "প্রজাপতেঃ যজ্ঞঃ" এই ক্রিয়াটীর বিশেষণরূপে আছে বলিয়া ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইয়াছে। যাহা দ্বারা 'স্বস্তি' (শুভ) 'অয়ন' (প্রাপ্তি) হইয়া থাকে তাহা 'স্বস্ত্যয়ন'। যাহা ইহার প্রিয় বস্তুরূপে বিদ্যমান থাকে তাহা নষ্ট হইয়া যায় না, ইহাই এখানে স্বস্ত্যয়ন পদটীর তাৎপর্য্যার্থ। "আসাম্" অর্থ এই স্ত্রীগণের। সেই বিবাহ কর্ম্মে। "যজ্ঞঃ প্রজাপতেঃ"= প্রজাপতি দেবতার যজ্ঞ করা হয়। (বিবাহের দেবতা যে প্রজাপতি তাহা বেদমন্ত্র হইতে নিরূপিত হয়। যেহেতু) কোন কোন শাখিগণের বিবাহে আজ্য হোমকালে "প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে। (এখানে প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যেই আজ্য হোম করা হয় বলিয়া প্রজাপতি এই কর্ম্মের দেবতা।) তবে এই যে প্রজাপতির উল্লেখ ইহা পূষা, বরুণ এবং অর্য্যমা—এই সকল দেবতারও উপলক্ষণ। এইজন্য এইরূপ মন্ত্রবর্ণও আম্নাত হইয়াছে "পূষণং নু দেবম্", "বরুণং নু দেবম্" ইত্যাদি। এই সকল মন্ত্রমধ্যে প্রজাপতি ছাড়া অপরাপর দেবতার বিষয়ও বোধিত হইয়াছে। যদি বিবাহ নাও হয় তথাপি কেবল সম্প্রদান দ্বারাই যে স্ত্রীলোকের উপর স্বামিত্ব জন্মে, ইহাই এখানে বোধিত হইতেছে। তবে যে বিবাহনামক যজ্ঞটীর অনুষ্ঠান করা হয় তাহার প্রয়োজন মঙ্গললাভ করা। বস্তুতঃ এখানে "মঙ্গলার্থম্" ইত্যাদি অংশটীর অর্থ বিক্ষিত নহে। কারণ বিবাহ বলিতে দারকরণ—(পত্নীত্ব সম্পাদন) বুঝায়, এইরূপ অর্থই স্মৃতিমধ্যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কাজেই (সম্প্রদানের দ্বারা) মেয়েটীর উপর স্বামিত্ব সিদ্ধ হইলেও বিবাহ ব্যতীত সে 'ভার্য্যা' হইবে না—তাহার উপর ভার্য্যাত্ব সম্পাদিত হইবে না। ১৫০

(পতি মন্ত্রের দ্বারা বিবাহ সংস্কার করিয়াছেন ; তিনি ঋতুকালেই হউক আর অনৃতুকালেই সকল সময়ে ইহলোকে এবং পরলোকে স্ত্রীর সুখপ্রদান করেন।)

(মেঃ)—নিষিদ্ধ দিন ছাড়া সকল দিনেই স্ত্রীসংসর্গ করা যায়—এইজন্য বলা হইয়াছে "অনৃতৌ সুখস্য দাতা"=ঋতু ভিন্নকালেও যিনি সুখদান করেন। 'মন্ত্রসংস্কার' ইহার অর্থ বিবাহ কর্ম্ম ; তাহা যিনি করেন তিনি মন্ত্রসংস্কারকৃৎ। পরলোকেও তিনি সুখদাতা ; কারণ পতির সহিতই ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার অধিকার, আর তাহা হইতে (স্বর্গাদি) ফললাভ করা যায়। এইজন্য তাহাকে 'পরলোকের সুখদাতা' বলা হইয়াছে। ১৫১

(পতি বিশীলই হউক আর কামবৃত্তই হউক, কিংবা একেবারে গুণ বর্জ্জিতই হউক সাধ্বী স্ত্রীর কর্ত্তব্য সতত তাহাকে দেবতার ন্যায় সেবা করা।)

(মেঃ)—যে ব্যক্তি দ্যূত (জুয়াখেলা) প্রভৃতিতে আসক্ত তাহাকে বলে 'বিশীল', কামপ্রধান অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারপ্রধান বৃত্ত অর্থাৎ কর্ম্ম যাহার সে 'কামবৃত্ত'। "গুণৈর্বা পরিবর্জ্জিতঃ"= শাস্ত্রাধ্যয়নবিহীন কিংবা ধনাদিবিহীন হইলেও সে "উপচার্য্যঃ"=উপচারার্হ—তাহাকে আরাধনা করা কর্ত্তব্য। ১৫২

(স্ত্রীলোকদের স্বতন্ত্রভাবে যজ্ঞও নাই, ব্রতও নাই এবং উপবাসও নাই। যে কর্ম্মের দ্বারা পতির শুশ্রূষা হয় কেবল তাহারই প্রভাবে তাহারা স্বর্গে বিরাজমানা হইবে।)

(মেঃ)—স্বামিবিচ্ছিন্ন হইয়া স্ত্রীলোকরা যে যজ্ঞ করিবার অধিকারী নহে তাহা বহুবার বলা হইয়াছে। এইজন্য ব্রত কিংবা উপবাস করিতে গেলেও স্বামীর অনুমতি লইতে হয়। "ব্রতং" ইহার অর্থ এখানে মদ্যমাংস প্রভৃতি বর্জন করিবার সঙ্কল্প, কিন্তু 'ব্রত' অর্থ এখানে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি নহে। কারণ, ঐ কৃচ্ছ্রাদি ব্রতে বেদমন্ত্র জপ এবং হোমও তাহার অঙ্গ কর্ম্মরূপে বিহিত আছে, অথচ তাহাতে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই। আর একথা বলাও সঙ্গত হইবে না যে, স্ত্রীলোকরা জপ এবং হোম বাদ দিয়াই কৃচ্ছ্রনামক ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। কারণ স্বেচ্ছায় অঙ্গ ত্যাগ করা সঙ্গত হয় না। যেহেতু সব কয়টী অঙ্গের অনুষ্ঠানযুক্ত হইলে তবেই প্রধান কর্ম্মটী অভ্যুদয়ের সাধন হয় অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলের জনক হয়, ইহা শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। অনুষ্ঠানকারী পুরুষের শক্তিভেদে যে অঙ্গ কর্ম্মগুলির উপচয় কিংবা অপচয় হইবে অর্থাৎ বেশী বা কম করিয়া প্রধান কর্ম্মের সহিত যুক্ত বা বিযুক্ত হইবে তাহাও সম্ভব নহে। প্রত্যুত যাহারা সকলগুলি অঙ্গ কর্ম্মের পূর্ণ অনুষ্ঠান করিয়া প্রধান কর্ম্মটীকে সাঙ্গ করিতে পারে এমন বহুলোকই তিন বর্ণের মধ্যেই যথেষ্ট রহিয়াছে। কাজেই স্ত্রীলোকই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
হউক আর শূদ্রই হউক তাহারা অভ্যুদয় কামনায় যে 'কৃচ্ছ্র' নামক ব্রতবিশেষ অনুষ্ঠান করিবে সে অধিকার তাহাদের নাই। তবে প্রায়শ্চিত্ত করিবার বেলায় যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে তাহা অগ্রে বলিব। "উপোষিতং" ইহার অর্থ উপবাস, একরাত্রি, দুইরাত্রি প্রভৃতি কালব্যাপী আহার পরিত্যাগ। "শুশ্রূষতে" ইহার অর্থ পরিচর্য্যা করে। ১৫৩

(সাধ্বী স্ত্রী যদি পতিলোক প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছে তাহার কোন অপ্রিয় কর্ম্ম করিবে না. তাহার জীবিতকালেই হউক অথবা মৃত্যুর পরেই হউক।)

(মেঃ)—"পতিলোকং"=পতির লোক;—পতির সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যে স্বর্গাদি লোক অর্জ্জিত হইয়াছে তাহাই 'পতিলোক'; তাহা "অভীপ্সন্তী"=লাভ করিতে যদি কামনা থাকে। "নাচরেৎ কিঞ্চিৎ অপ্রিয়ম্",—পরপুরুষের সহিত সংসর্গ কিংবা ঐভাবে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করিবে না। যে ব্যক্তি মারা গিয়াছে তাহার আর যে কোন প্রিয় অথবা অপ্রিয় কর্ম্ম আছে ইহা নিরূপণ করিতে পারা যায় না। আবার কোন লোক যখন জীবিত থাকে তখন তাহার পক্ষে যাহা প্রিয় কর্ম্ম হয় সে মরিয়া গেলেও তাহাই যে তাহার প্রিয় থাকিবে তাহাও বলা যায় না। কারণ (সে তখন অন্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে)। যাহাদের অন্য জন্ম লাভ হইয়াছে তাহাদের প্রীতিও ভিন্ন প্রকারই হইয়া থাকে। অতএব স্ত্রীলোকের পক্ষে যে 'স্বাতন্ত্র্য' অর্থাৎ স্বাধীনভাবে থাকাটা শাস্ত্রনিষিদ্ধ তাহার আচরণ করিবে না অর্থাৎ স্বাধীনভাবে থাকিবে না, ইহাই "অপ্রিয়ং নাচরেৎ" এই অংশটীর তাৎপর্য্যার্থ। ১৫৪

(বরং অনিষিদ্ধ পুষ্প, মূল এবং ফল আহার দ্বারা দেহপাত করিবে তথাপি পতি মারা গেলে পরপুরুষের নাম পর্য্যন্ত লইবে না।)

(মেঃ)—উহাই (শাস্ত্রনিষিদ্ধ সেই অপ্রিয়ানুষ্ঠানটীই) বিশেষভাবে দেখাইয়া দিতেছেন;—। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও আত্মহত্যা নিষিদ্ধ। যদিও মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁহার স্মৃতিমধ্যে বলিয়া দিয়াছেন "পতির মৃত্যুতে অনুমরণ করিবে" কিন্তু ইহাও যে নিত্য কর্ম্মের ন্যায় অবশ্য-করণীয় তাহা নহে*; কারণ এরূপ স্থলে শাস্ত্রে ঐ কর্ম্মটীর ফলের প্রশংসা করা হইয়াছে। আর, যে স্থলে মরণটীর মূলে ফলকামনা থাকে তাহা 'শ্যেন'যাগ নামক কর্ম্মের সমান হইয়া থাকে (অর্থাৎ তাহা অনিত্য কর্ম্মই হয়। বস্তুতঃ এরূপ কর্ম্ম ধর্ম্মই নহে যেখানে ফলের প্রশংসা আছে)। যেমন "শ্যেনযাগ করিয়া অভিচার দ্বারা প্রাণি হিংসা করিবে" এই যে 'অধিকার' বোধিত হইতেছে, যে লোকের শত্রুবিদ্বেষ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহাতে সে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তিই ঐপ্রকার অধিকার অনুসারে শ্যেনাদি যাগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া ঐ অধিকারটী ধর্ম্ম নহে। এইরূপ, স্ত্রীলোকের এই যে অনুমরণ ইহাও শাস্ত্রীয় অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধেয় সুতরাং ধর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ, আত্মহত্যা বেদনিষিদ্ধ; অথচ ঐ স্ত্রীলোক ঐ নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া যে মরণে প্রবৃত্ত হইতেছে একমাত্র অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ফলকামনাবশতঃই উহা সম্ভব। (এইভাবে মৃত্যু বরণ করিলে প্রশংসিত উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিবে, এই প্রকার অভিলাষেই উহাতে সে প্রবৃত্ত হয়।) এইজন্য পতির অনুমরণও স্ত্রীলোকের পক্ষে অবশ্যই নিষেধবিধির মধ্যে পড়ে। আরও কথা, অতএব কেহ আয়ু অবশিষ্ট থাকিতে মরিবে না" এই যে নিষেধ, ইহা প্রত্যক্ষ শ্রুতিবচনে দ্বারাই বোধিত হইতেছে। কাজেই ইহার সহিত ঐ অনুমরণ বিষয়ক স্মৃতিটীর যখন বিরোধ উপস্থিত হইতেছে তখন উহার অন্য প্রকার অর্থ (তাৎপর্য্য) কল্পনা করাই সঙ্গত এবং তাহা করিতে পারা যায়। "বেদ অধ্যয়ন করিয়া সমাবর্ত্তন স্নান করিবে" এই 'স্নান' স্মৃতিটী বেদাধ্যয়নের পরই স্নানের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিলেও যেমন যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়াও বেদার্থাবিচার দ্বারা অর্থজ্ঞান লাভ করে নাই তাহার পক্ষে উহা প্রয়োজ্য হয় না, এস্থলেও সেইরূপ হইবে। অতএব ("কামং তু" ইত্যাদি মূল বচনটীর তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ হইবে,—) যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গিয়াছে সে যদি নিঃসন্তান হয়, তাহার যদি স্বামিপরিত্যক্ত ধনদৌলত কিছু না থাকে, কোন দায়িক (দায়াধিকার-লব্ধ ধনাদি) যদি না থাকে, যখন কর্ত্তন (সুতাকাটা) প্রভৃতি কোন একটা উপায় দ্বারা কোন গতিকে সে বাঁচিয়া থাকে তখন হয়ত সে ব্যভিচার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে উদ্যত হইতে

*এখানে ভাষ্যে 'ন'-শব্দটী পড়িয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে পূর্ব্বাপর সন্দর্ভের সামঞ্জস্য থাকে না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পারে, (কারণ তাহা না হইলে না খাইতে পাইয়া তাহার জীবন যায়)। অথচ জীবন হইতেছে এমন একটী বস্তু যাহা অতিশয় প্রিয়; কাজেই তাহাকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না, কারণ সেরূপ করা অশাস্ত্রীয় এবং তাহা প্রতিষিদ্ধও বটে; প্রত্যুত আপৎকালে (প্রাণসংশয় স্থলে) সর্ব্ববিধ শাস্ত্রবিধির ব্যভিচার (ব্যতিক্রম বা লঙ্ঘন) করাও যে শাস্ত্রানুমোদিত তাহা "বিশ্বামিত্র খাদ্যাভাবে জীবনসংশয় উপস্থিত হওয়ায় কুকুরের লেজ ভক্ষণ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি বচন হইতে জানিতে পারা যায়। এইজন্য এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য কি তাহাই "কামং তু" ইত্যাদি বচনে নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন,—। "কামম্"=আচ্ছা বরং, এইরূপ অবস্থায় "দেহং ক্ষপয়েৎ"= শরীরকে ক্ষয়প্রাপ্ত করিবে, "পুষ্পমূলফলৈঃ"=ফল, ফুল ও মূল যাহা যোগাড় হয় তাহা দ্বারাই জীবিকা নিষ্পাদন করিবে, "তু"=তথাপি কিন্তু "পরস্য"=পর পুরুষের "নামাপি ন গৃহ্ণীয়াৎ"=নামও লইবে না,—তুমিই আজ আমার পতি, এইভাবে অন্য পুরুষের নামও করিবে না। তবে যে (পরাশরস্মৃতি মধ্যে বলা হইয়াছে) "পতি যদি নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, যদি মরিয়া যায়, যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে, যদি ক্লীব হয় কিংবা যদি মহাপাতকানুষ্ঠানে 'পতিত' হইয়া পড়ে তাহা হইলে এই পাঁচটী আপৎকালে স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্য 'পতি' গ্রহণ করা বিধি—অনুমোদিত", এস্থলে এই বচনটীর মধ্যে যে 'পতি' শব্দটী আছে উহার অর্থ পালনকর্ত্তা—যিনি পালন করেন,—। সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা নিজ জীবিকা সম্পাদন করিবার জন্য অন্য একজন 'পতি' অর্থাৎ প্রতিপালক ব্যক্তিকে আশ্রয় করিতে পারে। এসম্বন্ধে বিশেষ কথা নবম অধ্যায়ে নিপুণভাবে আলোচনা করা হইবে। বস্তুতঃ ঐ বিধিটী প্রোষিতভর্ত্তৃকা নারীর পক্ষেই প্রয়োজ্য। "কামং" এই শব্দটীর প্রয়োগ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, উহাতে রুচি (আস্থা) নাই, (অর্থাৎ দায়ে পড়িয়া উহা অনিচ্ছাক্রমে অনুমোদন করা হইতেছে মাত্র। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে), দেহ ক্ষয় করাটাও একটা অকার্য্য, পরপুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের যে সংসর্গ তাহা উহা অপেক্ষাও অধিক একটী অপকর্ম্ম। ১৫৫

(একপত্নী স্ত্রীলোকগণের যে সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য তাহা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় মরণকাল পর্য্যন্ত সাধ্বী নারী 'ক্ষান্তা', নিয়তেন্দ্রিয়া এবং ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিবে।)

(মেঃ)—ঐ বিষয়টীই পরিস্ফুট করিয়া বলিয়া দিতেছেন "আ মরণাৎ ব্রহ্মচারিণী আসীত"= মরণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিবে, কিন্তু এই (জীবনসংশয় রূপ) আপদেও ব্যভিচার দ্বারা জীবনরক্ষা করিবে না। "ক্ষান্তা"=দুঃখ সহনশীলা হইয়া,—। ঐ ব্রহ্মচর্য্যে যে দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহা অবজ্ঞা (উপেক্ষা) করিয়া,—। ব্রহ্মচর্য্য ক্ষুধার দ্বারা ছিন্ন করিবার মত বিষয় নহে, কাজেই ঐপ্রকার তরঙ্গ (চিত্তচাঞ্চল্য) দ্বারা তাহা চিত্তকে খণ্ডিত করিতে পারিবে না। "একপত্নীনাম্"=একটীমাত্র পতি যাহাদের, অথবা যাহারা কেবলমাত্র একজন পুরুষেরই পত্নী, যেমন সাবিত্রী প্রভৃতি নারী; তাহাদের যাহা "ধর্ম্ম", যে ধর্ম্মের ফল হইতেছে বরপ্রদান, অভিশাপ দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে শক্তিলাভ, তাহা "কাঙ্ক্ষন্তী"=লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিবে না। এই অবস্থায় ফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিতে গিয়া যদি মরণ ঘটে তাহা হইলে তাহাতে দোষ হয় না। ১৫৬

(বহুসহস্র ব্রাহ্মণ কুমার থাকিয়াই ব্রহ্মচারী হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহারা বংশরক্ষার জন্য কোন সন্তান উৎপাদন করেন নাই।)

(মেঃ)—আপৎকালে জীবিকা সম্পাদনের নিমিত্ত পরপুরুষের সংসর্গ করিতে যদি কোন নারী প্রবৃত্ত হয় এইজন্য আগেকার শ্লোকটীতে তাহার নিষেধ বলা হইয়াছে। এক্ষণে এই শ্লোকটীতে পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে যদি কেহ পরপুরুষ সংসর্গে প্রবৃত্ত হয় তাহারই নিষেধ বলিতেছেন। কারণ, শ্রুতিমধ্যে এইরূপ আম্নাত হইয়াছে "অপুত্র ব্যক্তির কোন 'লোক' অর্থাৎ স্বর্গাদি নাই"। আর এখানে "অপুত্রস্য" পদটীতে যদিও পুংলিঙ্গ বিভক্তি রহিয়াছে তথাপি উহা বিবক্ষিত নহে। এইজন্য পুরুষের ন্যায় কোন বিধবা নারী হয়ত পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে পর পুরুষের সহিত সঙ্গত হইতে উদ্যত হইতে পারে। তাহারই জন্য উহা নিষেধ করিবার নিমিত্ত এই শ্লোকটীতে এইরূপ বলা হইতেছে,—। "অনেকানি সহস্রাণি"=বহু সহস্র "কুমারব্রহ্মচারিণাম্"=যাহারা কুমার অবস্থাতেই ব্রহ্মচারী অর্থাৎ যাহারা দারপরিগ্রহ করে নাই এমন সব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তাঁহারা সব হাজার হাজার সংখ্যায় "দিবং গতানি"=স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তবে যে স্ত্রীলোকের পক্ষে 'নিয়োগ' আছে তাহা গুরুজনের ইচ্ছায় তাঁহার অনুমতিক্রমেই কর্ত্তব্য, কিন্তু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বাধীনভাবে পুত্রার্থিনী হইয়া কোন নারী সেরূপ করিতে পারিবে না ; এসম্বন্ধে যাহা বিধি তাহা নবম অধ্যায়ে (৫৯ শ্লোকে) বলা হইয়াছে। "অকৃত্বা কুলসন্ততিম্"=বংশবৃদ্ধির জন্য যে সন্ততি তাহা না করিয়া অর্থাৎ পুত্র উৎপাদন না করিয়া,—। "অনেকানি" এই পদটী নঞ্ তৎপুরুষ সমাসনিষ্পন্ন; কিন্তু ঐ নঞ্-সমাসে শেষের পদটীর অর্থেরই প্রাধান্য থাকে; সুতরাং তদনুসারে এখানে 'বহুবচন'টীর প্রয়োগ বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয় অর্থাৎ উহা সংগত হয় নাই। 'অনেক' এস্থলে একত্বের নিষেধ বুঝাইলেও দুই প্রভৃতি সংখ্যাবোধক দ্বিবচন কিংবা বহুবচন তথায় পাওয়া কঠিন। এই শব্দটীর স্বার্থবোধক দ্বি-বহুবচন পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাপি ইহার স্বরূপ আচ্ছাদিত হইলেও ইহা স্বধর্ম্মবলে অতি বিশাল সংখ্যাবিশেষগুলিকে প্রকাশ করে। যেমন 'গোদ' গ্রাম (বলিতে একটী, দুইটী কিংবা বহু গোদানকারী গ্রাম অভিহিত হয়। 'গো' শব্দটীর বচন চাপা পড়িয়াছে।) এইজন্য চূর্ণিকাকার বলিয়াছেন "অনেকস্মাৎ" এই প্রকার প্রয়োগই সিদ্ধ হয়। এইভাবে তিনি একবচনের প্রয়োগই যে শিষ্টসিদ্ধ তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। অথবা এই 'অনেক' শব্দটীর অর্থ 'অসহায়'। সুতরাং "অনেকানি গতানি" ইহার অর্থ সহায়-বিহীন থাকিয়াই স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের সহায়স্বরূপ ভার্য্যা ছিল না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ১৫৭

(ঐসকল ব্রহ্মচারিগণ যেমন স্বর্গে গিয়াছেন সেইরূপ স্বামী মারা গেলে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে সে পুত্রহীন হইলেও স্বর্গে গমন করে।)

(মেঃ)—উল্লিখিত বিষয়ে জ্ঞানটী যাহাতে দৃঢ় হয় সেজন্য ঐ একই বিষয়টী পুনরায় বলিতেছেন "মৃতে ভর্ত্তরি" ইত্যাদি। ১৫৮

(যে নারী পুত্রলাভের লোভে স্বামীকে লঙ্ঘন করে সে ইহলোকে নিন্দা প্রাপ্ত হয় এবং পরলোক থেকেও বঞ্চিত হয়।)

(মেঃ)—'আমার পুত্র হউক' এই প্রকার যে অভিলাষ তাহাই 'অপত্যলোভ'; সেই অপত্যলোভ-হেতু যে নারী স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া থাকে অর্থাৎ পরপুরুষের সংসর্গ করে,—। সেই নারী ইহলোকে "নিন্দা"=গর্হা (লোকাপবাদ) প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গও লাভ করিতে পারে না। ১৫৯

(অন্য পুরুষের দ্বারা উৎপাদিত সন্তান কোন নারীর নিজ সন্তান হয় না ; সেইরূপ যে নিজ পত্নী নহে তাহার গর্ভে উৎপাদিত পুত্রও কোন পুরুষের নিজ পুত্র হইতে পারে না ; এইরূপ সৎস্বভাব স্ত্রীলোকের পক্ষে দ্বিতীয় স্বামীগ্রহণও কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই।)

(মেঃ)—অন্য স্বামী দ্বারা উৎপাদিত যে সন্তান তাহা সেই নারীর সন্তান হইতেই পারে না। সেই রকম, অপরের ভার্য্যাতে যে সন্তান উৎপাদন করা হয় তাহাও সেই উৎপাদয়িতা পুরুষটীর সন্তান হয় না। ১৬০

(যে নারী নিকৃষ্ট নিজ স্বামীকে ত্যাগ করিয়া অন্য কোন উৎকৃষ্ট পুরুষের ভজনা করে সে মনুষ্যসমাজে নিন্দাভাজনই হইয়া থাকে এবং তাহাকে 'পরপূর্ব্বা' বলা হয়।)

(মেঃ)—কেবল যে নিন্দাই প্রাপ্ত হয় তাহা নহে; যেহেতু,—। ১৬১

(কোন নারী যদি স্বামীকে অতিক্রম করে—ব্যভিচারিণী হয় তাহা হইলে সে নরলোকে নিন্দা-প্রাপ্ত হয়, অধিক কি সে মরিয়া শৃগাল যোনি লাভ করে এবং বহু প্রকার পাপরোগ দ্বারা পীড়িত হয়।)

(মেঃ)—এই সমস্ত কারণে এই সমস্ত দৃষ্টাদৃষ্ট ফল অর্থাৎ ইহলোক এবং পরলোকের ফল লাভ করিবার লোভেও স্বামীকে লঙ্ঘন করা উচিত নহে। ১৬২

(যে নারী কায়মনোবাক্যে সংযম অবলম্বন করিয়া পতিকে লঙ্ঘন করে না, সে পতিলোক লাভ করে এবং সাধুগণও তাহাকে সাধ্বী বলিয়া থাকেন। যে নারী কায়মনোবাক্যে সংযমশীলা সে তাহার এই প্রকার আচরণে ইহলোকে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিলাভ করে এবং পরকালেও পতিলোক প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—এই শ্লোকগুলি স্ত্রীধর্ম্মের উপসংহারস্বরূপ। আর স্ত্রীধর্ম্ম সকল সরল। এইজন্য এই স্ত্রীধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা করিতে আমি যত্ন প্রকাশ করিলাম না। তবে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঐ শ্লোকগুলিতে যাহা উপদেশ করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ ;—। পুরুষের পক্ষে যেমন অন্য স্ত্রীলোকের সহিত পুনরায় মিলিত হইতে হয়—বিবাহ করিতে হয়, আর গৃহস্থাশ্রমকর্ত্তব্য কর্ম্মই তাহার নিমিত্ত হইয়া থাকে স্ত্রীলোকের পক্ষে সেরূপ অন্য পুরুষের সহিত পুনরায় শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য সহপ্রবৃত্তি হইবে না ; কারণ পূর্ব্বোক্ত "সংস্থিতং চ ন লঙ্ঘয়েৎ"=(৫।১৪৯) স্বামী মৃত হইলে তাহাকে লঙ্ঘন করিবে না, এই ন্যায় অর্থাৎ অনুশাসনটী বলবৎ। এইরূপ, "পুত্রহীনা নারীও স্বর্গগমন করে" এই বচনে, আপৎকল্পেও যে অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করাইয়া লওয়া তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার স্মৃতিমধ্যে যে 'নিয়োগবিধি' আছে তাহা দ্বারা উহা (ঐ পরপুরুষের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করাইয়া লওয়া) অনুমোদিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের এইভাবে এই যে পুত্রোৎপাদন তাহা একস্থলে অনুমোদিত এবং অন্য স্থলে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহার বিকল্পই হইবে। তবে, এই যে নিয়োগবিষয়ক বিধি এবং তাহার নিষেধ, এই দুইটী স্মৃতির মধ্যে কোন্‌টী অধিক প্রশস্ত সেরূপ অতিশয় (কোন একটীর উৎকৃষ্টতা) নিরূপণ করা সম্ভব নহে ; কারণ, ইহার একটীর দিকে রহিয়াছে সন্তানলাভ—বংশরক্ষা, এবং অন্যটীর দিকে রহিয়াছে ব্রহ্মচর্য্যপালন। এই দুইটী বিষয় হইতেই প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ১৬৩-৬৪

(যে নারী এইভাবে ধর্ম্মপরায়ণা সে যদি স্বামীর পূর্ব্বে মারা যায় তাহা হইলে ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজাতিগণ তাহাকে নিজেদের যজ্ঞপাত্রসমেত অগ্নিহোত্রের অগ্নিদ্বারা দাহ করিবে।)

(মেঃ)—এ শ্লোকটী যুক্তিসিদ্ধ বিষয়ের অনুবাদস্বরূপ। সেই নারীটী যখন এইরূপ সাধ্বী তখন অগ্নিহোত্রী পুরুষের যেরূপ সংস্কার করা হইয়া থাকে তাহারও সেইরূপ সংস্কার করা যুক্তিযুক্তই বটে। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন "পত্নী মারা গেলে আর এই সকল অগ্নিকে ধারণ করা হয় না"। ১৬৫.

(ভার্য্যা পূর্ব্বে মারা গেলে তাহার অন্তিম ক্রিয়াতে পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নি বিসর্জ্জন দিয়া পুনরায় দারগ্রহণ এবং অগ্ন্যাধান করিবে।)

(মেঃ)—পুনরায় যাহাতে শ্রৌত কর্ম্মে অধিকার জন্মে তাহারই জন্য এই বচনটী বলা হইতেছে। বিবাহিত অন্য নারীর সহিত কর্ম্ম করিবার ইহা পুনর্ব্বিধান (যেহেতু পত্নী না থাকিলে কোন কর্ম্মে অধিকার থাকে না)। যদি ধর্ম্মানুষ্ঠান কিংবা কাম প্রয়োজন থাকে তবেই পুনর্ব্বার দারক্রিয়া কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে পত্নী নাই বলিয়া বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসেও অধিকার নিষিদ্ধ নহে। শ্রুতি এইজন্য বলিতেছেন "এই যে অগ্নিহোত্র কর্ম্ম জরাই ইহা হইতে মুক্ত করিয়া দেয়" ; কিংবা 'অর্থলোপ' (প্রয়োজন নষ্ট হইয়া গেলে অর্থাৎ পত্নী না থাকিলে) ইহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। অন্য কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ বলেন যে, এখানে 'যদা' এই পদটী কল্পনা করিয়া (ধরিয়া লইয়া) ব্যাখ্যা করা হইবে। আর তাহা হইলে যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবার জন্য যে শ্রুতিবচন আছে তাহার সহিত বিরোধ হইবে না অর্থাৎ যদি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করা হয় তাহা হইলে পুনরায় অগ্ন্যাধানও করিতে হইবে আর তাহা হইলে অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানও যাবজ্জীবন চলিতে থাকিবে। ১৬৬

(এই বিধান অনুসারে কোন সময়ে পঞ্চযজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে না। জীবনের দ্বিতীয় ভাগ কৃতদার অবস্থায় গৃহস্থাশ্রমে বাস করিবে।)

(মেঃ)—ইহা উপসংহার শ্লোক। এখানে 'পঞ্চযজ্ঞ' এই পদটী গৃহস্থের সকল কর্ম্মেরই নির্দ্দেশ দিবার জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। ১৬৭

ইতি—ভট্টমেধাতিথি বিরচিত মনুভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায়।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথশর্ম্ম-শ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্নাত্মজ-শ্রীভূতনাথশর্ম্মকৃত
মেধাতিথিভাষ্যের বঙ্গানুবাদে
পঞ্চম অধ্যায়॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ষষ্ঠ অধ্যায়

(ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় স্নাতক হইয়া এইভাবে যথাবিধি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া তাহার পর নিয়ম যুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক বিধিমতে বনে বাস করিবে।)

(মেঃ)—গৃহের দ্বারা উপলক্ষিত (বিজ্ঞাপিত) যে আশ্রম তাহাই 'গৃহাশ্রম'। 'গৃহ' ইহার অর্থ পত্নী। সেই আশ্রমে "স্থিত্বা"=থাকিয়া অর্থাৎ সেই আশ্রমের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া 'বনে বাস করিবে' এই বিষয়টীর বিধি নির্দ্দেশ করা হইল। এখানে 'স্থিত্বা' এই পদটীতে ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় রহিয়াছে; ইহা দ্বারা এইরূপ অর্থ বোধিত হইতেছে যে গার্হস্থ্যটী বনবাসের পূর্ব্বে হইবে (যেহেতু পূর্ব্বকালবোধক ক্রিয়াতেই 'ক্ত্বাচ' প্রত্যয় হয়)। গৃহস্থাশ্রম যে ব্যক্তি সম্পাদন করিয়াছে তাহারই বনবাসে—বানপ্রস্থাশ্রমে অধিকার। আশ্রম সকলের সমুচ্চয়ই শাস্ত্রসঙ্গত অর্থাৎ সব কয়টী আশ্রম ধর্ম্মই পালনীয়, এইরূপ যে একটী সিদ্ধান্ত আছে তাহা 'আশ্রম-সমুচ্চয় পক্ষ'; তদনুসারে ইহা নির্দ্দেশ করা হইল। কেন না, অন্য একটী পক্ষও আছে, তাঁহাদের মতে অস্খলিতব্রহ্মচর্য্য অবস্থা হইতেই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই বনগমন করিবার বিধি আছে। সেকথাও অগ্রে বলা হইবে। "বিজিতেন্দ্রিয়ঃ" ইহার অর্থ যাঁহার 'কষায়' অর্থাৎ বিষয় বাসনা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া যিনি 'ক্ষীণরাগ' অর্থাৎ আসক্তিহীন। এখানে "এবং", "বিধিবৎ" ও "যথাবৎ" এই পদগুলি শ্লোক পূরণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। আর সেগুলির ব্যাখ্যাও আগে সেই সেই স্থলে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে কেবল এই অংশটীতে মাত্র বিধি বলা হইতেছে যে 'গার্হস্থ্যধর্ম্ম সারিয়া বনবাস অবলম্বন করিবে'। ১

(গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যখন দেখিবে যে নিজ দেহে বলি ও পলিত উপস্থিত হইয়াছে কিংবা যখন পুত্রের পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে দেখিবে তখন বনবাস অবলম্বন করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে যাঁহার বিষয়ভোগ তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হইয়াছে তিনিই এই বান-প্রস্থের অধিকারী; তাহাই এখানে (বিস্তৃত করিয়া) দেখাইয়া দিতেছেন। "বলী" ইহার অর্থ শরীর চর্ম্মের শিথিলতা; "পলিত" ইহার অর্থ চুল সাদা হইয়া যাওয়া। "অপত্যস্য অপত্যং" ইহার অর্থ বলা হয় পুত্রের পুত্র। কারণ, দুহিতার অপত্য দৌহিত্র থাকিলেও কিংবা পুত্রের কন্যা জন্মিলেও, সেরূপ স্থলে এই 'বানপ্রস্থ' বিধিটীর প্রয়োগ শিষ্টসম্মত নহে। অন্য কেহ কেহ বলেন, এই যে 'কেশের শুভ্রতা' এবং 'পৌত্রের জন্ম' উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা দ্বারা মানুষের একটী বিশেষ বয়সকেই লক্ষ্য করা হইতেছে, (সেই বয়সটী যখন উপস্থিত হইবে তখন বনে যাইবে, ইহাই ঐ বিধিটীর তাৎপর্য্য)। আবার এমন কোন কোন লোক আছে যাহার চুলগুলি বেশী বয়সেও সাদা হয় না, সে ব্যক্তিরও কিন্তু (ঐ নির্দ্দিষ্ট বয়স) বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে বনবাস অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যেমন, যে ব্যক্তির পুত্র জন্মিয়াছে এবং মাথার চুলও কালো আছে তাহার পক্ষে সেই একটী বিশেষ বয়সের মধ্যে অগ্নি আধান করা কর্ত্তব্য, এস্থলেও সেইরূপ যাহার পৌত্র জন্মিয়াছে এবং মাথার চুলও সাদা হইয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে বানপ্রস্থে অধিকার। কারণ, ঐ অগ্নি-আধানের বিধিতে যে 'জাতপুত্র' এবং 'কৃষ্ণকেশ' এই দুইটী শব্দ রহিয়াছে উহাও একটী 'বিশেষ বয়স'ই বুঝাইতেছে। কেহ কেহ বলেন এখানে 'পলিত' এবং 'জাতপৌত্র' ইহা দ্বারা বনবাসেরই অবস্থা বুঝাইতেছে বটে তবে তাহা অতি শীঘ্রও কর্ত্তব্য নহে এবং অতি বিলম্বেও করণীয় নহে। ইঁহারা যে এই প্রকার অর্থ উপলক্ষিত হইতেছে বলেন, এ সম্বন্ধে প্রমাণ কি, তাহাও তাঁহাদের বলিয়া দেওয়া উচিত (অর্থাৎ এরূপ ব্যাখ্যা অপ্রমাণিক—প্রমাণহীন সুতরাং অগ্রাহ্য)। ২

(গ্রাম্য আহার এবং সর্ব্ববিধ গ্রাম্য পরিচ্ছদ—উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের উপর ভার্য্যাকে সমর্পণ করিয়া বনে যাইবে কিংবা পত্নীর সহিতই বনে যাইবে।)

(মেঃ)—এখানে "গ্রাম্যম্ আহারং সন্ত্যজ্য"=গ্রামে প্রচলিত আহার পরিত্যাগ করিয়া—ইহা দ্বারা, এই কথাই বলিয়া দেওয়া হইল যে ব্রীহি এবং যব হইতে যে অন্ন প্রস্তুত করা হয় তাহা আর তখন থেকে খাইবে না। এই জন্য স্থলান্তরে "মূলাশী"=(ফলমূলভোজী হইবে), এইরূপ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। "পরিচ্ছদ" ইহার অর্থ গরু, ঘোড়া, বস্ত্র, আসন, শয্যা প্রভৃতি। যদি পত্নীরও (বনে বাস করিবার) ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাহার সহিত গমন করিবে, আর তাহা না হইলে একাকীই গমন করিবে। কেহ কেহ এখানে এইরূপ অর্থ করেন যে, পত্নী যদি তরুণী হয় তবে তাহাকে গৃহে পুত্রের উপর অর্পণ করিয়া যাইবে, আর সে যদি বৃদ্ধা হয় তাহা হইলে তাহার সহিতই যাইবে। যদি ভার্য্যা থাকে তবেই এইপ্রকার বিধান যে, পুত্রের উপর অর্পণ করিবে অথবা সঙ্গে করিয়া লইয়া বনে যাইবে। আর পত্নী যদি না থাকে অর্থাৎ মারা গিয়া থাকে তাহা হইলেও যে বনবাস কর্ত্তব্য তাহা আপস্তম্ব প্রভৃতির স্মৃতি মধ্যে "পুনরাধান" ইত্যাদি বচনে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তবে এরূপ স্থলে ব্যবস্থা এই যে, যাহার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য নাই তাহার পক্ষে বনবাস বিহিত; কিন্তু যে লোক সেরূপ নহে সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবে। ৩

(অগ্নিহোত্রের অগ্নি এবং অগ্নি গৃহের যাহা কিছু পরিচ্ছদ স্রুক্, স্রুব প্রভৃতি আছে তাহা লইয়া গ্রাম হইতে বনে গিয়া ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক বাস করিবে।)

(মেঃ)—এখানে "অগ্নিহোত্র" শব্দটীর দ্বারা অগ্নিগুলিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রৌত অগ্নিগুলিকে "সমাদায়"=সঙ্গে লইয়া "গৃহ্যং চ অগ্নিপরিচ্ছদম্"=এবং অগ্নিগৃহস্থিত স্রুক্, স্রুব প্রভৃতি অগ্নিহোত্রের পরিচ্ছদ (উপকরণ) লইয়া,—। গ্রামে যাহা ব্যবহার করা হয় সেরূপ উপকরণ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিবার বিধি আছে; এজন্য অগ্নি সম্বন্ধীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় এই বিধি (অনুজ্ঞা) করা হইল। ৪

(মুনিগণের ব্যবহার্য্য বিবিধ পবিত্র অন্ন অথবা শাক, মূল ও ফল এই সকল দ্রব্য দিয়া এই পঞ্চমহাযজ্ঞগুলিকেই শাস্ত্রবিধি অনুসারে সম্পাদন করিবে।)

(মেঃ)—"এতানেব"=গৃহস্থের পক্ষে যেগুলি বিহিত হইয়াছে সেইগুলিই, "নির্ব্বপেৎ"= অনুষ্ঠান করিবে। "বিধিপূর্ব্বকম্" এ অংশটী শ্লোক পূরণের জন্য অনুবাদরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ৫

(মৃগাদি চর্ম্ম অথবা বস্ত্রের ছিন্নাংশ পরিধান করিবে; সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে স্নান করিবে এবং সর্ব্বদা জটা, শ্মশ্রু, লোম ও নখ ধারণ করিবে।)

(মেঃ)—"চর্ম্ম"=গরু, মৃগ প্রভৃতির চর্ম্ম; 'চীর' অর্থ বস্ত্রখণ্ড। "সায়ং"=দিবাভাগের অবসানকাল। "প্রগে"=দিবাভাগের প্রথম আবির্ভাবকাল (উষাকাল)। কেহ কেহ বলেন, এই ভাবে স্নান করিবার বিধান থাকায় ইঁহার পক্ষে যে কেবলমাত্র রাত্রিকালেই ভোজন করা বিধি তাহা বোধিত হইতেছে; কারণ যে ব্যক্তি ভোজন করিয়াছে তাহার পক্ষে স্নান করা নিষিদ্ধ। অন্য কেহ কেহ বলেন, ইহা সঙ্গত নহে; কারণ, "ন স্নানমাচরেদ্ ভুক্ত্বা" ইহা স্নাতকব্রতবিষয়ক বিধান। কাজেই এই বানপ্রস্থাশ্রমী ভোজন করিয়াও স্নান আচরণ করিতে পারেন। প্রত্যুত স্নান যে, সকল পুরুষের পক্ষেই পালনীয় একটী সামান্য ধর্ম্ম, তাহা মহাভারতমধ্যেও স্মৃত হইয়াছে। তিন সময়ে তিনবার স্নান করাও ইঁহার পক্ষে বিকল্পিতভাবে বিহিত হইবে। জটা, শ্মশ্রু, লোম এবং নখ, এগুলি কাটিবে না। ৬

(যাহা স্বয়ং ভক্ষণ করিবে তাহা হইতে সম্ভবমত ভূতবলি এবং ভিক্ষা দিবে। যদি কেহ নিজ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকে জল, ফল এবং মূল ভিক্ষা দিয়া অর্চ্চনা করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে ৫ম শ্লোকে বলা হইয়াছে "মুনিজনোচিত অন্নের দ্বারা" ইত্যাদি। নীবার (উড়িধান) প্রভৃতি বনজাত ধান্য এবং বন্যশাক প্রভৃতিগুলিই ঐ মুনিজনোচিত অন্ন। 'অন্ন' শব্দটী কিন্তু ধান্য হইতে প্রস্তুত ভাত, ছাতু এবং পিঠা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যরূপ অর্থ বুঝাইতেই খুব বেশী প্রয়োগ করা হয়। এই জন্য শাক প্রভৃত দ্রব্যগুলিও মুন্যন্ন হইলেও উহা পৃথক্-ভাবে গ্রহণ করা (উল্লেখ করা) হইয়াছে। মুনি অর্থ তাপস অর্থাৎ তপস্যাপরায়ণ লোক; তাঁহাদের যাহা অন্ন তাহা 'মুন্যন্ন'। পাকধর্ম্ম—অন্ন পাক করিয়া যাহা সম্পাদন করিতে হয়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই পঞ্চমহাযজ্ঞ অগ্নিতে সম্পন্ন করিবে। যদি এমন হয় যে, গাছেতে যে ফল স্বভাবত পাকিয়া পড়িয়া যায় তাহা ভক্ষণ করিয়াই জীবনধারণ করা সম্ভব হইতেছে তাহা হইলে আর তিনি কি পঞ্চমহাযজ্ঞ নিষ্পাদন করিবেন না? এই প্রকার শংকা হইলে তাহারই উত্তরে বলিতেছেন "যদ্ভক্ষঃ স্যাৎ";—পিণ্ট প্রভৃতি যাহাই ভক্ষণ কর না কেন তাহাই যথাশক্তি 'দিবে'। (কি দিবে?) উত্তর—"বলিম্";—যাহা অগ্নিহোত্র নহে, "ইন্দ্রায় ইন্দ্রপুরুষ" ইত্যাদি মন্ত্রে যাহা কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে সেই 'বলি' দিবে। এই পক্ষে অর্থাৎ ভক্ষ্য যেখানে পাক করা অন্ন নহে কিন্তু ফলমূল সেপক্ষে তাহা দিয়া অগ্নিতে হোম করিতে হয় না (ইহা কাহারও কাহারও মত)। ইহা কিন্তু সংগত নহে। কারণ, 'বলি' শব্দটী এখানে কেবল যাগরূপ অর্থই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং তাহা অগ্নিতে (আহুতি দিয়াই) সম্পাদন করা হউক অথবা অগ্নি ভিন্ন আধারেই নিক্ষেপ করা হউক, উভয়েরই ফল একই (দুইটীতেই যাগ সিদ্ধ হইয়া যাইবে)। আর যদি এ সম্বন্ধে এইরূপ পক্ষ স্বীকার করা হয় যে, যাহাই ভক্ষণ করিবে তাহাই আহুতি দিবে, কেবল অগ্নিতেই আহুতি দিবে, অন্ন পাক করিয়া অগ্নিতে হোম করিবে—তাহাতেও কেবলমাত্র ঐ বলি-সম্পাদনরূপ প্রয়োজনের নিমিত্তই শাকাদি দ্রব্য পাক করিবে, কিন্তু নিজে কালপক্ব (গাছে পাকা) ফল ভক্ষণ করিবে। মোটের উপর, যিনি কেবল কালপক্বই ভোজন করেন তাঁহার পক্ষেও বৈশ্বদেব কর্ম্মটী অগ্নিতেই কর্ত্তব্য। "অম্মূলফলভিক্ষাভিঃ" এখানে 'অপ্' প্রভৃতি শব্দগুলির সহিত দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে। জল দ্বারাই হউক, মূল ও ফল দ্বারাই হউক, এবং ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ নীবারাদি দ্বারাই হউক আশ্রমে সমাগত পান্থকে সৎকার করিবে—অতিথি সৎকার করিবে। ৭

(স্বাধ্যায় কর্ম্মে নিত্য নিযুক্ত থাকিবে, দান্ত অর্থাৎ নিরহংকার, মিত্রভাবাপন্ন, সমাহিত, দাতা কিন্তু সর্ব্বদা অনাদাতা ও সকল প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা পরায়ণ হইবে।)

(মেঃ)—ইহা একটী স্বতন্ত্র আশ্রম, কাজেই স্বাধ্যায় প্রভৃতি কর্ম্ম এখানে নিবৃত্ত হইবে—(আর কর্ত্তব্য হইবে না), এইরূপ মনে হইতে পারে। এই জন্য এই স্বাধ্যায় কর্ম্ম এই আশ্রমেও যাহাতে নিবৃত্তি প্রাপ্ত না হয় তাহারই নিমিত্ত বলিতেছেন "স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাৎ"=স্বাধ্যায় কর্ম্মে সতত নিযুক্ত থাকিবে, কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমে যেমন সময় বিশেষে মাত্র স্বাধ্যায়কর্ম্ম করা হয় এখানে সেরূপ নহে। কারণ, গার্হস্থ্য মধ্যে গৃহকর্ম্মের জন্যও নানাপ্রকার ব্যাপার আছে; কাজেই সেগুলি করিতে গেলে আর নিয়ত স্বাধ্যায় হইতে পারে না—তাহার সময় পাওয়া যায় না। "দান্তঃ" ইহার অর্থ দমযুক্ত অর্থাৎ অহংকারশূন্য। "মৈত্রঃ" ইহার অর্থ বন্ধুজনোচিত কর্ম্মপরায়ণ অর্থাৎ প্রিয় এবং হিতভাষী হইবে। সন্নিহিত ব্যক্তির চিত্তকে অনুকূল করিতে যিনি ব্যগ্র তিনি 'সমাহিত'। তথাপি যিনি সমাহিত তিনি পরাধীন হইলেও অসম্বদ্ধ এবং অপ্রাকরণিক বেশী কথা বলিবেন না। "দাতা"—জল, ফল, মূল ও ভিক্ষা দাতা। "অনাদাতা" =অপরের নিকট হইতে যিনি গ্রহণ করেন না; এমন কি পথ্য কিংবা ঔষধ প্রভৃতির প্রয়োজনেও অন্য আশ্রম হইতে কিছু যাচ্ঞা করেন না। "সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ"=সকল প্রাণীর প্রতিই অনুকম্পাপরায়ণ। 'অনুকম্পা' অর্থ কারুণ্য বা দয়া। তবে কারুণিক হইয়াও কিন্তু অপরের জন্য অন্য কাহারও কাছে চাহিবেন না। ৮

(বৈতানিক কর্ম্ম অর্থাৎ শ্রৌত কর্ম্ম করিবে এবং যথাবিধি হবনীয় দ্রব্য দ্বারা হোম করিতে থাকিবে। দর্শ এবং পৌর্ণমাস কর্ম্ম যথাবিধি পালন করিবে—তাহা যেন লংঘিত না হয়।)

(মেঃ)—'বিতান' ইহার অর্থ বিহার (ত্রিবিধ অগ্নি); সেই বিতানে যাহা সম্পন্ন হয় তাহা 'বৈতানিক'; সুতরাং গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি এই অগ্নিত্রয় লইয়া যে শ্রৌত কর্ম্ম করা হয় তাহাকে বলে বৈতানিক; তাহা "জুহুয়াৎ"=করিবে—সম্পন্ন করিবে। এখানে এই যে 'অগ্নিহোত্র' শব্দটী রহিয়াছে ইহা হোমের উপকরণ যে যবাগূ প্রভৃতি দ্রব্য তাহাই বুঝাইতেছে, ইহা এখানে কোন কর্ম্মের নামধেয় নহে। আর তাহা হইলে 'সেই অগ্নিহোত্র আহুতি দিবে' ইহার অর্থ দাঁড়াইবে এই যে, আহবনীয় অগ্নিতে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি দ্রব্য দিয়া হোম করিবে। কিন্তু অন্য পক্ষটীতে অগ্নিহোত্র শব্দটী হোমের সহিত অভিন্নার্থক হয় অর্থাৎ 'অগ্নিহোত্র'

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলিতে যদি কোন কর্ম্মের নাম বুঝায় তাহা হইলে অগ্নিহোত্র এবং হোম উভয়ের সামানাধিকরণ্য বুঝাইবে—যাহাই অগ্নিহোত্র তাহাই হোম—অগ্নিহোত্র নামক হোম, এইরূপ অভিন্নার্থকতা বুঝাইবে। (আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্রীয় কর্ম্মকলাপ স্ত্রীর সহিত অবিযুক্ত থাকিয়া করিতে হয়, ইহাই নিয়ম। যিনি স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বনাশ্রয় করিবেন তাঁহার পক্ষে তথায় 'বৈতানিক' অনুষ্ঠান সম্ভব। কিন্তু) 'ভার্য্যাকে পুত্রের উপর অর্পণ করিয়া দিয়া বনে বাস করিবে' এই যে পক্ষান্তরটী রহিয়াছে এপক্ষে ঐ বনবাসী কিরূপে বৈতানিক অনুষ্ঠান করিবে? এরূপ স্থলে সেই পত্নী ব্যতীত শ্রৌত কর্ম্মে তাহার অধিকার হইবে কিরূপে? ইহাতে যদি বলা হয় যে, প্রোষিত (বিদেশস্থিত) ব্যক্তির শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠান যেভাবে সংবিধান দ্বারা (অনুমতি দ্বারা) সম্পন্ন হয় এখানেও সেইরূপ হইবে,—। যেমন প্রোষিত যজমান দূরে থাকিয়াও 'সংবিধান' দ্বারা কর্ম্মাধিকারী হয়—অন্যের উপর ভার দেওয়ায় তাহার অগ্নিহোত্র অপরে অনুষ্ঠান করিলেও সেই বিদেশস্থিত ব্যক্তিটীই আসল কর্ত্তা হইয়া থাকে, সেইরূপ, কোন ব্যক্তি যখন পুত্রের উপর পত্নীকে অর্পণ করিয়া বনগমন করে তখন পত্নী তাহাকে অনুমতি দিয়া রাখিবে অর্থাৎ যেসকল অনুষ্ঠান করা পত্নীর কর্ত্তব্য সেগুলির ভার দিয়া রাখিবে, আর তাহা হইলে যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা পত্নীর সহিতই অধিকার সেগুলি বনমধ্যে পত্নীরহিত হইয়া একক করিতে থাকিলেও কোনরূপ শাস্ত্রবিরোধ হইবে না, (শাস্ত্রবিরুদ্ধ কিছু করা হইবে না)। এরূপ উক্তিও অতি অসার। কারণ, প্রবাসকালীন যে অনুষ্ঠান তাহা এই জন্যই শাস্ত্রে অনুমোদিত হইয়াছে যে, ঐ প্রবাসটি কথঞ্চিত দৈবক্রমে কিংবা অপ্রত্যাখ্যেয় কারণবশতঃ ঘটিয়া থাকে : কাজেই সেরূপ স্থলে ঐ প্রকার অনুষ্ঠান করা সঙ্গত হয় ; কিন্তু সর্ব্বত্র নিজ ইচ্ছামত ওরূপ করা চলে না। পক্ষান্তরে এখানে যথাবিধি অনুষ্ঠান করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহা করা হইতেছে না বলিয়া বহু অঙ্গ কর্ম্মের অনুষ্ঠান লোপ পাইয়া থাকে। যেমন, দর্শপূর্ণমাস স্থলে "বেদোঽসি বিত্তিরসি" ইত্যাদি মন্ত্র পত্নীকে দিয়া উচ্চারণ করাইতে হয়, ইহা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এখানে উহা লুপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে যদি বলা হয়, বনবাসীর পক্ষে এই যে বৈতানিক কর্ম্মানুষ্ঠান-বিধি ইহা তাহারই পক্ষে প্রয়োজ্য যে লোক পত্নীকে সঙ্গে লইয়াই বনপ্রস্থান করে,—কিন্তু তাহাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, এখানে ঐপ্রকার কোন বিশেষ বিধান উপদিষ্ট হয় নাই। আবার, পত্নীকে পুত্রের উপর সমর্পণ করিয়া বনবাসী হওয়া, এই পক্ষটী স্বীকার করিলে, গৃহে পূর্ব্বে স্থাপিত সেই অগ্নিগুলিরও অন্য কোন প্রতিপত্তি (বিলি বন্দোবস্ত) করিবার বিষয়ও উপদিষ্ট হয় নাই। (সুতরাং শ্রৌত অগ্নিগুলির দশা কি হইবে?)। অধিক কি, পত্নীর সহিত যদি কেহ বনাশ্রয়ী হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষেও বন মধ্যে এই বৈতানিক কর্ম্মানুষ্ঠান বিধিটী বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, "বসন্ত কিংবা শরৎকালে উৎপন্ন পবিত্র মুনিজনোচিত অন্ন স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা শাস্ত্রবিধানানুসারে পুরোডাশ এবং চরু পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রস্তুত করিবে—(তাহা দ্বারা যজ্ঞ করিবে)" এইপ্রকার বিধি অগ্রে (১১ শ্লোকে) নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে 'মুন্যন্ন' (মুনিজনোচিত অন্ন) বলিতে বনে স্বয়ং উৎপন্ন (স্বভাবসঞ্জাত) নীবার প্রভৃতি শস্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, কারণ, পূর্ব্বে গ্রামসম্ভূত উপকরণ সকল ত্যাগ করিবার বিধান নির্দ্দেশ করিয়া আসা হইয়াছে। অথচ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রীহি প্রভৃতি দ্বারাই পুরোডাশ প্রস্তুত করা বেদবিহিত। আর সেই ব্রীহি প্রভৃতি শস্যগুলি (আরণ্য নহে কিন্তু) গ্রাম্য—গ্রামে ভূমিকর্ষণাদি দ্বারা সেগুলি উৎপাদন করিতে হয়। আর একথাও বলা সঙ্গত হয় না যে, শ্রুতি ও স্মৃতির 'যথোপপন্নন্যায়' আছে অর্থাৎ যেরূপ যোগাড় করা সম্ভব হইবে তাহা দিয়াই নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করিবে কিংবা ব্রীহি অথবা তাহার বদলে যব দিয়া পুরোডাশ প্রস্তুত করিবার বিধান আছে। সেই অনুসারে কোন একটী পবিত্র বন-জাত অন্ন দ্বারা ঐ বৈতানিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হইবে। কারণ, পত্নীকে যদি গৃহে পুত্রের উপর অর্পণ করিয়া আসা হয় তাহা হইলে ঐগুলি যোগাড় করিয়া দেওয়া পত্নীর পক্ষে সম্ভব নহে। বস্তুতঃ "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র সম্পাদন করিবে" এই প্রকার শ্রুতি বিধান যখন রহিয়াছে তখন অগ্নি পরিত্যাগ করা কিংবা ভার্য্যা পরিত্যাগ করা এ দুইটীর একটীও কিরূপে সঙ্গত হয়? অতএব 'বানপ্রস্থ'রূপ স্বতন্ত্র একটী আশ্রম গ্রহণ করিবার যে বিধি এবং সেখানে বৈতানিক কর্ম্ম করিবার যে বিধি ইহাদের মধ্যে মিল থাকিতে পারে না—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। (ইতি পূর্ব্বপক্ষ)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(সিদ্ধান্ত—), এ বিষয়ে যত্ন করা উচিত। অর্থাৎ এই উভয়প্রকার নির্দ্দেশই যখন শাস্ত্রমধ্যে রহিয়াছে তখন ইহাদের মধ্যে যাহাতে বিরোধ না হয় সে বিষয়ে চেষ্টা করা দরকার। বস্তুতঃ ঐ প্রকার বিরোধের পরিহারকল্পে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন;—। এখানে যে 'বৈতানিক' শব্দটী রহিয়াছে উহা (শ্রৌত কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই কিন্তু) স্মার্ত্ত কর্ম্মকেই স্তুতিবাদরূপে 'বৈতানিক' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর স্মার্ত্ত কর্ম্মসকলের মধ্যে শ্রৌত কর্ম্মের ন্যায় ঐ প্রকার নিয়ম বিধান নাই যে ব্রীহি প্রভৃতি দ্বারাই যজ্ঞ করিবে। কারণ, স্মার্ত্ত কর্ম্মের সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, "হে মহারাজ! পুরুষ যে অন্নের দ্বারা জীবন ধারণ করিবে তাহার দেবতারাও সেই অন্ন গ্রহণ করিবেন" ইত্যাদি। এই কারণে, মুনিজনগণ যাহা ভক্ষণ করেন তাহা দ্বারা ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইবে না এবং ইহাতে ব্রীহি প্রভৃতি দ্বারা অনুষ্ঠান করিবার যে বিধি আছে তাহার সহিত যে বিরোধ হয় তাহারও পরিহার হইয়া থাকে। যদি বলা হয়, স্মার্ত্ত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠানও পত্নীর সহিত সম্পাদন করিবার অধিকার—সেইভাবেই তাহা কর্ত্তব্য; (কাজেই পত্নীকে গৃহে রাখিয়া আসিলে এককভাবে অনুষ্ঠান করিতে হয়; ইহাতে শাস্ত্রবিরোধ হইয়া পড়ে); তাহার পরিহার কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এখানে দুইটী বিধিই যখন স্মার্ত্ত তখন ইহাদের একটীর দ্বারা আর একটীর বাধ হইবে (পত্নীর সহকারিত্ব এস্থলে লোপ পাইবে)। তবে যে এইরূপ শ্রুতিবচন রহিয়াছে যে, "পত্নীর সহিত যাগ করিবে" ইহা শ্রৌত কর্ম্মের পক্ষেই প্রয়োজ্য। অথবা এস্থলে এরূপ সমাধানও বলা যায় যে, ইহা গৃহস্থিত অগ্নির বিধান নহে অর্থাৎ গৃহে যে অগ্নি-আধান করা ছিল তাহা বনে লইয়া গিয়া তাহাতে কর্ম্ম করিবার ইহা বিধান নহে। কিন্তু "শ্রাবণিক বিধান অনুসারে অগ্নি আধান করিয়া" ইত্যাদি বচনে গৌতম এ সম্বন্ধে যেরূপ বিধি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন কিংবা এখানেও আচার্য্য স্বয়ং অগ্রে বলিবেন "বৈখানসগণের পক্ষে যেরূপ বিধান তাহা অনুসরণ করিয়া" ইত্যাদি। অতএব এই যে "বৈতানিক কর্ম্ম" ইহা স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত স্বতন্ত্র কর্ম্মই হইতেছে। তবে যে ঐ সকল কর্ম্মকেও 'দর্শপূর্ণমাস' প্রভৃতি শ্রৌত কর্ম্মের নামেই অভিহিত করা হয় তাহা গৌণ প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। অতএব বনমধ্যে ঐ যে অগ্ন্যাধান উহা ভার্য্যারহিত হইয়াই কর্ত্তব্য। আর গৃহাস্থাশ্রমে যে অগ্নি-আধান করা হইয়াছিল তাহারও প্রতিপত্তি (বিলি-বন্দোবস্ত—সদ্‌গতি) করিবার জন্য বিধি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে "অগ্নীনাত্মনি বৈতানান্"=(৬।২৫) শ্রৌত অগ্নিসকল আত্মসাৎ করিয়া লইয়া ইত্যাদি। আর একটী আপত্তি ছিল—"যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র কর্ত্তব্য" এইরূপ শাস্ত্রবিধি যখন রহিয়াছে তখন ঐ অগ্নি ত্যাগ করা যায় কিরূপে? ইহার উত্তর এখানে দিব না কিন্তু 'পর পর চারিটী আশ্রমই অনুসরণীয়' এই বিষয়টী যেখানে আলোচনা করা হইবে সেই প্রকরণে উহার উত্তর বলা যাইবে।

অন্য কেহ কেহ আবার এস্থলে এইরূপ সমাধান বলেন;—।—গ্রামে প্রচলিত যে অন্ন তাহার হোম করাই নিষিদ্ধ কিন্তু দেবতার জন্য তাহার উপয়োগ অর্থাৎ ত্যাগও যে নিষিদ্ধ তাহা নহে (অভিপ্রায় এই যে এস্থলে হোমটীই নিষিদ্ধ কিন্তু যাগের নিষেধ নাই)। ইহাতে প্রশ্ন হয়, (দেবতার্থে যে ত্যাগ তাহার নাম যাগ; আর সেই যাগে) "যজমানপঞ্চম ঋত্বিগ্‌গণ ইড়া ভক্ষণ করিবেন" এইভাবে চারিজন ঋত্বিক্ এবং পঞ্চমতঃ যজমানের 'ইড়া' ভক্ষণ করিবার বিধান থাকায় ঐ যে দেবতার্থে উপযোগ উহার অংশবিশেষ যজমান যে বানপ্রস্থাশ্রমী তাহারও পক্ষে ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। আর তাহা হইলে "মুন্যন্নৈঃ" এবং "সন্ত্যজ্য" ইত্যাদি শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, উহা সত্য বটে; কিন্তু ঐ যে ইড়া ভক্ষণ উহা শাস্ত্রবিহিত ভক্ষণ, উহা লোকসিদ্ধ স্বতঃপ্রাপ্ত ভক্ষণ নহে। "সন্ত্যজ্য" ইত্যাদি বচনে ঐ লৌকিক ভক্ষণেরই নিষেধ করা হইয়াছে। এই জন্য ঐ দেবতার্থ যজ্ঞ নিষ্পাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহার পক্ষে গ্রামে প্রবেশ করা (ভিক্ষা করা) শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। এই জন্য অগ্রে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে যে "অথবা গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়াও ভোজন করিবে"।

এই যে এই প্রকার সমাধান বলা হইল ইহা সমীচীন নহে; কারণ, এখানে "মুন্যন্নৈঃ"='মুনিজনোচিত অন্নের দ্বারা' এই প্রকার বিধান রহিয়াছে। (সুতরাং প্রথম পক্ষে 'অথবা' ইত্যাদি বলিয়া যেরূপ সমাধান বলা হইয়াছে সেইটীই সঙ্গত), আর তাহা হইলে "শ্রাবণিক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিধান অনুসারে অগ্নি আধান করিয়া" ইত্যাদি সবকয়টী বচনেরই গতি হয়, সবকয়টীই সংলগ্ন হয়। এই জন্যই বচনটীতে বলা হইয়াছে "অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়া" ইত্যাদি; কিন্তু উহাতে "অগ্নিহোত্র ত্যাগ করিয়া" এরূপ বলা হয় নাই। আর অগ্নির যে 'সমারোপণ' অর্থাৎ আত্ম-সাংকরণ তাহাও যে ব্যক্তি তপশ্চরণ সম্পন্ন করিয়াছে কিংবা যে ব্যক্তি মুমুর্ষু হইয়াছে কিংবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছে তাহাদেরই পক্ষে ঐরূপ করিবার বিধান। বস্তুতঃ 'তুরায়ণ' প্রভৃতি শব্দগুলি 'শ্রাবণিক' অগ্নিবোধক হইলে অর্থাৎ ঐ শ্রাবণিক অগ্নিসাধ্য কর্ম্মবিশেষ বোধক হইলে কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। তবে যে ব্যক্তির পত্নী মারা গিয়াছে তাহার পক্ষে ঐ 'শ্রাবণিক' অগ্ন্যাধানটী বিশেষ বচনবলে কর্ত্তব্য হইবে। অথবা কোন ব্যক্তি যদি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই বনবাস গ্রহণ করিবার অভিলাষ করে তাহা হইলে তাহার পক্ষে ঐ 'শ্রাবণিক' আধানটী কর্ত্তব্য হইবে। (ইহার পর এখানে ভাষ্যের কিয়দংশ নষ্ট হইয়াছে, মনে হয়)।

অতএব (এই সমস্ত আলোচনা হইতে ইহাই স্থির হয় যে) আহিতাগ্নি ব্যক্তি যদি ভার্য্যার সহিত বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন তাহা হইলে তিনি অগ্নির সহিত বনে যাইবেন অর্থাৎ অগ্নি সঙ্গে করিয়া লইয়া বনে যাইবেন। আর সেখানে "যথাবিধি"=বিধি অনুসারে ব্রীহি প্রভৃতি দ্বারা শ্রৌত কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠান করিবেন। ব্রীহি প্রভৃতিগুলিকেও যে 'মুন্যন্ন' বলা যায় তাহা কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ব্রীহি-যবও পবিত্র অন্ন (কাজেই তাহাও 'মুন্যন্ন' হইতে পারে)। আর, "পুত্রের উপর ভার্য্যাকে অর্পণ করিয়া" ইত্যাদি বচনে গৃহে ভার্য্যাকে রাখিয়া যাইবার কথা যে বলা হইয়াছে তাহাও যে ব্যক্তি আহিতাগ্নি নহে কিন্তু স্মার্ত্ত-অগ্নিযুক্ত তাহারই পক্ষে প্রয়োজ্য। কারণ এখানে ঐ অগ্নিধারণ করা এবং গৃহে ভার্য্যাকে রাখিয়া যাওয়া দুইটীই স্মার্ত্ত—স্মৃতিবোধিত (সুতরাং দুইটীই তুল্যবল)। তবে যদি কাহারও দুইটী ভার্য্যা থাকে তাহা হইলে একটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে এবং তাহার সহিত শ্রৌত অগ্নিগুলিও থাকিবে—বনে লইয়া যাওয়া হইবে। সেইরূপ ব্যক্তির অন্য ভার্য্যাটীর সম্বন্ধেই গৃহে ভার্য্যাকে রাখিবার বিধিটী প্রয়োজ্য হইবে।

"অস্কন্দয়ন্"=স্কন্দন না করিয়া,—। 'স্কন্দন' অর্থ বিধি লঙ্ঘন করা, অর্থাৎ যেমনটী শাস্ত্রমধ্যে বিহিত হইয়াছে সেরূপ অনুষ্ঠান না করা। এই অংশটী শ্লোকের পাদপূরণের জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে, (ইহা না বলিলেও চলিত)। "যোগতঃ" ইহাও ঐরূপ পাদপূরণার্থক। "যোগতঃ অস্কন্দয়ন্" ইহার অর্থ 'যুক্তি' অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ তাহা লঙ্ঘন না করিয়া;—। 'যুক্তি' অর্থ বিধি। ৯

(দর্শেষ্টি অর্থাৎ দর্শযাগ, 'আগ্রয়ণ', 'চাতুর্ম্মাস্য', 'তুরায়ণ' এবং 'দাক্ষায়ণ' এইসকল নামে প্রসিদ্ধ যজ্ঞগুলি ক্রমিকভাবে সম্পাদন করিবে।)

(মেঃ)—দর্শেষ্টি এবং আগ্রয়ণ=দর্শেষ্ট্যাগ্রয়ণ, এইভাবে এখানে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে। চাতুর্ম্মাস্য, তুরায়ণ এবং দাক্ষায়ণ—এগুলি শ্রুতিবিহিত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের নাম বুঝাইতেছে। কাহারও কাহারও পক্ষে (কোন কোন শাখীর পক্ষে) 'তুরায়ণ' প্রভৃতি যজ্ঞগুলি নিত্য কর্ম্ম (অবশ্য অনুষ্ঠেয়)। ১০

(যাহা বসন্তকালে কিংবা শরৎকালে উৎপন্ন হয়, মুনিজনগণ যাহা অন্নার্থে ব্যবহার করেন সেই সমস্ত পবিত্র নীবারাদি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া তাহা দ্বারা পুরোডাশ এবং চরু পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সম্পাদন করিবে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকের "মুন্যন্নৈঃ" এই অংশটী যখন পূর্ব্বশ্লোকটীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত নয় তখন আর এ প্রকার আপত্তি করা চলিবে না যে, বৈতানিক কর্ম্মগুলি যখন শাস্ত্রবচন বিহিত ব্রীহিযবাদি দ্বারা সম্পাদন করিতে হয় তখন সেগুলি বানপ্রস্থাশ্রমীর পক্ষে অনুষ্ঠান করা কিরূপে সম্ভব? কারণ, এস্থলের যে চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি সেগুলি বানপ্রস্থ বিষয়ক যে সকল বিধি আছে তদনুসারেই কর্ত্তব্য। (অভিপ্রায় এই যে, এই চরু এবং পুরোডাশ প্রভৃতি নীবারাদি মুন্যন্নের দ্বারা করাই বানপ্রস্থাশ্রমীর পক্ষে স্বতন্ত্র বিধি বিহিত। কাজেই ব্রীহিযব নিষ্পন্ন না হইলেও চলিবে)। যেগুলি বসন্তকালে জন্মে অথবা পাকিয়া থাকে সেগুলিকে বলা হয় 'বাসন্ত'। "শারদৈঃ" ইহার অর্থও ঐরূপ। "মেধ্যৈঃ" এ অংশটী অনুবাদস্বরূপ। "স্বয়ম্

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আহৃতৈঃ"=স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া যাহা পাওয়া যায়। যেহেতু বানপ্রস্থাশ্রমীর পক্ষে প্রতিগ্রহ প্রভৃতি জীবিকানির্ব্বাহক কর্ম্মগুলি নিষিদ্ধ। এই জন্য পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল স্মার্ত্ত কর্ম্মগুলি অনুষ্ঠান করিবার জন্য স্বয়ং আহরণ করিতে বলা হইল। "বিধিবৎ" এবং "পৃথক্" এই দুইটী শব্দ পাদপূরণার্থক। ১১

(বনসঞ্জাত দ্রব্য হইতে নিষ্পাদিত ঐ পবিত্রতর হবির্দ্রব্য দেবতাগণের উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়া অবশিষ্ট অংশ নিজে ভোজন করিবে। আর নিজে যে লবণ প্রস্তুত করিবে তাহাই ব্যবহার করিবে।)

(মেঃ)—অমাবস্যা প্রভৃতি 'পর্ব্ব' কালে যাহা দেবতাগণকে দান করা হইবে তাহারই অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহাই ঐ পর্ব্ব দিবসে ভক্ষণ করিবে, কিন্তু ঐ পর্ব্বকালে শাক, মূল এবং ফল প্রভৃতি দ্রব্য খাইবে না। "শেষম্"=অবশিষ্ট অংশ, "আত্মনি যুঞ্জীত"=নিজের জন্য ব্যবহার করিবে। আত্মার্থ=নিজের জন্য অর্থাৎ শরীর রক্ষার জন্য। ১২

স্থলজাত এবং জলজাত শস্য খাইবে, পবিত্র বৃক্ষের ফল, মূল, ফুল খাইবে কিংবা ফলের নির্য্যাস খাইবে। ১৩

(মধু, মাংস, ভৌম, কবক, ভূস্তৃণ শিগ্রুক এবং শ্লেষ্মাতক ফল এগুলি সব বর্জ্জন করিবে।)

(মেঃ)—'কবক' শব্দটীর অর্থ পূর্ব্বে (৫।১৯ শ্লোকে) ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; উহা 'ছত্রাক' শব্দের পর্য্যায় ('ছত্রাক' ইহার অর্থ—গ্রাম্য ভাষায় 'বেঙের ছাতা' নামক শস্য)। ঐ কবকগুলি মাটীর উপরে জন্মে আবার বৃক্ষকোটরাদিতেও জন্মায়। এজন্য এখানে 'ভৌম' শব্দটী উহার বিশেষণরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে শিষ্টাচার বিরোধ হয়। কারণ, গৃহস্থ ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া দিবার সময় কোন প্রকার বিশেষত্ব না রাখিয়া সকল প্রকার কবক ভক্ষণই নিষেধ করা হইয়াছে। তদনুসারে বানপ্রস্থের পক্ষে নিয়মের (নিষেধটীর) আরও কঠোরতা হওয়াই উচিত। অতএব বানপ্রস্থাশ্রমীর পক্ষে ভৌম কবকই নিষিদ্ধ কিন্তু অন্য প্রকার 'কবক' ভক্ষণ করা অনুমোদিত, এরূপ বলা সংগত হয় না। অতএব এখানে "ভৌমানি" এটী একটী স্বতন্ত্রপদ (উহা কবকের বিশেষণ নহে)। 'গোজিহ্বিকা' নামে এক-প্রকার শস্য বনবাসীদের নিকট বিশেষ পরিচিত; তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে "ভৌমানি"। কিন্তু ভূমিসঞ্জাত যে কোন একটী বস্তু উহার অর্থ নহে। 'কবক' ভক্ষণ করা পূর্ব্বেই নিষিদ্ধ হইয়াছে। কাজেই এখানে পুনরায় তাহা নিষেধ করিবার অভিপ্রায় এই যে, 'কবক' ভক্ষণ করিলে যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় 'ভূস্তৃণ' প্রভৃতি দ্রব্যগুলি খাইলেও সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। 'ভূ-স্তৃণ' এবং 'শিগ্রুক' এই দুইটী শব্দের অর্থ এক এক প্রকার বিশেষ জাতীয় শাক। ইহা বাহীকদেশে (পশ্চিম পাঞ্জাবে) প্রসিদ্ধ। ১৩, ১৪

(পূর্ব্বে যে 'মুন্যন্ন' সঞ্চয় করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা আশ্বিন মাসে ত্যাগ করিবে। ঐ সময়ে আগেকার জীর্ণবস্ত্রাদি ফেলিয়া দিবে এবং শাক, মূল ও ফল ত্যাগ করিবে।)

(মেঃ)—যে সমস্ত বানপ্রস্থাশ্রমী 'ষণ্মাস-নিচয়' এবং 'সমা-নিচয়' তাঁহাদের পক্ষেই এই আশ্বিন মাসে ত্যাগ করিবার বিধান। আচ্ছা, 'মুন্যন্ন' ত সেই পরিমাণ মাত্রই সঞ্চয় করা উচিত যতটুকু কেবল শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠের জন্য আবশ্যক। অতএব এরূপ হইলে তাহাত বেশী থাকা মোটেই সম্ভব নহে। সুতরাং উহা আবার ত্যাগ করিবে কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য, যখন তাহা সংগ্রহ করা হয় তখন দাঁড়িপাল্লা লইয়া যাওয়া ত সম্ভব নহে। (এজন্য কিছু বেশীই সংগ্রহ করা হইয়া থাকে)। কাজেই যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে তাহা আশ্বিন মাসে ফেলিয়া দিতে হইবেই। "জীর্ণানি চৈব বাসাংসি"=জীর্ণ বস্ত্র সকলও ত্যাগ করিবে। অতএব যে সকল বস্ত্র জীর্ণ হয় নাই সেগুলি ত্যাগ করা অনাবশ্যক। ১৫

(লাঙ্গল কর্ষণ দ্বারা যাহা উৎপন্ন হয় সেরূপ কোন শস্যাদি কেহ দিলেও ভক্ষণ করিবে না। আতুর অবস্থায় পড়িয়াও গ্রামে উৎপন্ন পুষ্প এবং ফল খাইবে না।)

(মেঃ)—বন্য শস্যও যদি লাঙ্গলকর্ষণযুক্ত স্থানে উৎপন্ন হয় তাহা ভক্ষণ করাও নিষেধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। আবার গ্রাম্য পুষ্প, ফল প্রভৃতি দ্রব্য লাঙ্গলকর্ষণযুক্ত স্থানে উৎপন্ন না

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইলেও তাহা যে নিষিদ্ধ, সে কথা পূর্ব্বে "গ্রাম্য আহার ত্যাগ করিয়া" ইত্যাদি বচনে বলাই হইয়াছে। দেবতা অর্চ্চনাদির জন্যও গ্রামসঞ্জাত পুষ্প কিংবা ফল ব্যবহার করা নিষেধ। "আর্ত্তঃ অপি"=আর্ত্ত অবস্থায়—যখন অন্য শস্য কিংবা পুষ্প ফলাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না তখন দেবতার অর্চ্চনা অবশ্য কর্ত্তব্য, কাজেই বন্য ফলাদির অভাবে তাহার প্রতিনিধিরূপে গ্রাম্য ফলাদি ব্যবহার করা চলিতে পারে, এরূপ মনে হইলে তাহার নিষেধ করিবার জন্য বলা হইতেছে যে, সেরূপ স্থলেও ঐ গ্রাম্য ফলাদি গ্রহণ করা বিধিসংগত নহে। 'অপি' শব্দটীকে ক্রমভংগ করিয়া 'পুষ্পাণি' ইহার পরে বসাইয়া পদ যোজনা করিতে হইবে। সুতরাং তাহা হইলে অর্থটী দাঁড়াইবে—এরূপ অবস্থায় গ্রাম্য পুষ্পও যখন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে তখন ধান্যাদি শস্যের ত কথাই নাই। ১৬

(অগ্নিপক্ক বস্তু খাইয়া থাকিবে অথবা গাছে পাকা ফল খাইবে, কিংবা পাষাণের উপর শস্য কুটা করিয়া লইয়া তাহা খাইবে অথবা শস্যের খোসা দাঁতে ছাড়াইয়া সেই শস্য খাইয়া থাকিবে।)

(মেঃ)—অগ্নিতে পাক করা হইবে যে শাক, অন্ন প্রভৃতি তাহা 'অগ্নিপক্ক'; সেই অগ্নিপক্ক হইয়াছে অশন (ভোজ্য) যাহার সে 'অগ্নিপক্কাশন'। "কালপক্কাশনঃ";—কালক্রমে যাহা আপনা আপনিই পাকিয়া যায় তাহা 'কালপক্ক'; সেই প্রকার খাদ্য, যেমন বৃক্ষমূল প্রভৃতি; তাহা খাইবে। অথবা নীবার প্রভৃতি ধান্য পেষণ করিয়া এই ভক্ষণ হইবে। "অশ্মকুট্টঃ"=অশ্ম অর্থাৎ পাষাণ দ্বারা কুট্টিত করিয়া অর্থাৎ পিটুলির ন্যায় করিয়া তাহা খাইবে। অথবা যে সকল বন্য শস্য ঋতু বিশেষে জন্মে যাহার বাহিরে খোলা অথবা ছোব্ড়া থাকে সেগুলির বাহিরের ঐ আবরণটী পাথরের আঘাতে সরাইয়া দিয়া তাহার ভিতরের ফল (শাঁস) অংশটী খাইবে। "দন্তোলূখলিক"; —দন্ত হইয়াছে উলূখল (হামালদিস্তা স্বরূপ) যাহার সে 'দন্তোলূখলিক'। ঐ সকল শস্যের খোসা, ছোবড়া প্রভৃতি বহিরাবরণ দন্তের দ্বারা সরাইয়া দিয়া তাহা ভক্ষণ করিবে। এগুলির সংস্কার করা না থাকিলেও তাহা করিবে না। অথবা ইহাও ('দন্তোলূখলিক' এটীও) পূর্ব্বের ন্যায় ভক্ষণ বিশেষের উপলক্ষণ; সুতরাং ইহা দ্বারা এই প্রকর বিধান বলা হইতেছে যে, এমনভাবে খাইবে যাহাতে নিজের দাঁতগুলিই, হামালদিস্তার কাজ যে অবঘাত করা (কুটা করা), তাহা নির্ব্বাহ করিয়া দেয়। ১৭

('সদ্যঃপ্রক্ষালকবৃত্তি' হইবে অথবা 'মাসসঞ্চয়িক' হইবে কিংবা 'ষণ্মাস-নিচয়' হইবে অথবা 'সমা-নিচয়' হইবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে খাদ্য দ্রব্যের কথা বলা হইল তাহা ততটুকুমাত্র সঞ্চয় করিবে যাহা একদিনের মাত্র ভোজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত; (ইহা 'সদ্যঃপ্রক্ষালক' বৃত্তি)। অথবা এক মাসের উপযোগী সঞ্চয়—এক মাসের পক্ষে যাহা পর্য্যাপ্ত সেইরূপ সঞ্চয়কে বলে 'মাসসঞ্চয়'; তাহা যাহার আছে সে 'মাসসঞ্চয়িক'; (এখানে মাসসঞ্চয় শব্দের উত্তর) 'ঠন্' প্রত্যয় করিতে হইবে। অথবা এটী 'মাসসঞ্চয়ক' এইরূপ পাঠ যদি হয় তাহা হইলে এখানে বহুব্রীহি সমাস করিতে হইবে। মাসপর্য্যাপ্ত (এক মাস খরচের পক্ষে পর্য্যাপ্ত) সঞ্চয় যাহার। পরবর্ত্তী ('ষণ্মাস-নিচয়' এবং 'সমানিচয়' এই) দুইটী পদেও এইভাবে বহুব্রীহি সমাস হইবে। ১৮

(দিবাভাগে শক্তি অনুসারে অন্ন সংগ্রহ করিয়া রাত্রিকালে খাইবে; অথবা 'চতুর্থকালভোজী' হইবে কিংবা অষ্টমকালভোজী হইবে।)

(মেঃ)—দুইবার ভোজন করা পুরুষার্থরূপে শাস্ত্রে বিহিত আছে। এজন্য এখানে একবারকার ভোজন নিষেধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। যেমন যেমন বয়স বাড়িয়া চলিবে সেইভাবে ভোজনের সময়ও ত্যাগ করিবে—কমাইয়া দিবে। চতুর্থকালে যে ভোজন করা অর্থাৎ একদিন অন্তর একবার করিয়া যে খাওয়া তাহাকেও অষ্টমকালে লইয়া যাইবে। তিনটী দিনরাত কাটাইয়া দিয়া চতুর্থ দিবসের সন্ধ্যাকালে যিনি ভোজন করেন তিনি 'অষ্টমকালিক' নামে অভিহিত হন। এখানে ভোজনের কথাই আলোচনা করা হইতেছে। কাজেই 'চতুর্থ-কালিক' ইহা দ্বারা চতুর্থকালটী যে ভোজনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহা বুঝা যাইতেছে। ১৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(অথবা চান্দ্রায়ণের বিধান অনুসারে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ কাটাইবে—সেইভাবে ভোজনের গ্রাসসংখ্যা অনুসরণ করিবে। কিংবা যবাগূ পাক করিয়া পক্ষান্তে অর্থাৎ অমাবস্যায় এবং পূর্ণিমায় একবার করিয়া খাইবে।)

(মেঃ)—"পক্ষান্ত" অর্থ পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা। এই সময়ে 'যবাগূ' (যাউ) পাক করিয়া খাইবে। "সকৃৎ"=একবার মাত্র—সায়ংকালেই হউক অথবা প্রাতঃকালেই হউক। ২০

(অথবা বৈখানস শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করিতে থাকিয়া কেবল কালপক্ব—গাছে পাকা এবং স্বতঃপতিত পুষ্প, মূল এবং ফল নিত্য ভোজন করিয়া থাকিবে।)

(মেঃ)—"কালপক্বৈঃ",—কাঁঠাল প্রভৃতি ফল অগ্নিতে পাক করিয়াও খাওয়া হয়। গৃহস্থের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ নহে। এইজন্য তাহা নিষেধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে "কালপক্বৈঃ"= যাহা কালক্রমে আপনাআপনিই পাকিয়া থাকে। 'বৈখানস' হইতেছে শাস্ত্রবিশেষ; ইহার মধ্যে বানপ্রস্থের ধর্ম্ম (কর্ত্তব্য) সকল উপদিষ্ট হইয়াছে। সেইমতে থাকিয়া অর্থাৎ সেই সকল বিধি পালন করিতে থাকিয়া। সেই শাস্ত্রে অপরাপর যে সমস্ত চর্য্যা (আচার) উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা শিক্ষা করিবে। ২১

(পায়ে হাঁটিয়া যাইবে না, কিন্তু মাটীর উপর বসিয়া পাশ ফিরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিবে, পায়ের ডগায় মাত্র ভর দিয়া সারা দিন দাঁড়াইয়া থাকিবে; বসিবার বা দাঁড়াইবার স্থানটীতে মাত্র ঘোরাফেরা করিবে আর সবনত্রয়ের সময়ে অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং এই তিন সময়ে জলে যাইবে—স্নান করিবে।)

(মেঃ)—"ভূমৌ বিপরিবর্ত্তেত"=ভূমির উপর বিপরিবর্ত্তন করিবে। 'বিপরিবর্ত্তন' ইহার অর্থ কেবল মাটীর উপর একপাশ ফিরিয়া বসিয়া পুনরায় পাশ ফিরিয়া বসা। আহার এবং বিহার (মলমূত্রাদি ত্যাগ) করিবার সময় ছাড়া অন্য সকল সময়ে এইভাবে থাকিবে—বসিবেও না এবং চলিবেও না। শয্যাতেই হউক অথবা আসনেই হউক কিংবা ঘরের ভিতের উপরেই হউক—এসব জায়গায় বসিবে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। "প্রপদৈঃ"=পায়ের অগ্রভাগে ভর দিয়া "তিষ্ঠেৎ"=দাঁড়াইয়া থাকিবে। এই যে স্থান এবং আসনে থাকা ইহা দিবাভাগেই কর্ত্তব্য। কিন্তু রাত্রিকালে স্থণ্ডিলে শয়ন করিবে, ইহা অগ্রে বলিয়া দিবেন। "সবনেষু"=প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং এই কালত্রয়ে "উপযন্ অপঃ"=জলে অর্থাৎ জলাশয়ে যাইবে। যদি নদী প্রভৃতি না থাকে তাহা হইলে জল তুলিয়া রাখিয়া—তাহাতেই স্নান করিবে, ইহা অগ্রে বলিবেন। ২২

(গ্রীষ্মকালে 'পঞ্চতপাঃ' হইবে, বর্ষাকালে অভ্রাবকাশিক এবং হেমন্তে আর্দ্রবাসাঃ হইবে, এইভাবে ক্রমে ক্রমে তপ বাড়াইবে।)

(মেঃ)—'পঞ্চতপাঃ' ইহার অর্থ যে ব্যক্তি পাঁচটী দ্রব্যের দ্বারা নিজ শরীর সন্তপ্ত করে। চারি দিকে চারিটী অগ্নিকুণ্ড রাখিয়া তাহার মাঝখানে নিজে থাকিবে; আর মাথার উপরে সূর্য্যের উত্তাপ লইবে (ইহাই 'পঞ্চতপাঃ' ব্যক্তির কর্ত্তব্য)। বর্ষাকালে 'অভ্রাবকাশিক'—অভ্র (মেঘতল) অবকাশ অর্থাৎ আশ্রয়স্থল যাহার;—। যেস্থানে বৃষ্টি পড়িতেছে সেই জায়গাতে গিয়া দাঁড়াইবে, বর্ষা আটকাইবার জন্য ছাতা কিংবা কাপড় কিছুই লইবে না। "হেমন্তে"= হেমন্তকালে; ইহা শীতকালেরও উপলক্ষণ। অতএব, ইহা দ্বারা এই প্রকার নির্দ্দেশই পাওয়া যাইতেছে যে, হেমন্তকালের ন্যায় শীতকালেও এইভাবে 'আর্দ্রবাসাঃ' হইয়া থাকা (ভিজা কাপড়ে থাকা), ইহা বিধি। "ক্রমশঃ" ইহার অর্থ ক্রমে ক্রমে। ২৩

(প্রতিদিন তিনবার স্নান করিয়া পিতৃতর্পণ এবং দেবতর্পণ করিবে। কঠোর তপস্যা অর্থাৎ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে থাকিয়া নিজ দেহকে শুষ্ক করিয়া তুলিবে।)

(মেঃ)—"উপস্পৃশন্"=উপস্পর্শন করিয়া; 'উপস্পর্শন' অর্থ স্নান। অন্য প্রকার তপও কর্ত্তব্য; যেমন, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকা, এক মাস অথবা বারো দিন উপবাস করা ইত্যাদি। "উগ্রতরং"=অধিক প্রকর্ষ প্রাপ্ত (অতি কঠোর) শরীরপীড়াদায়ক ব্রত পালন করিতে থাকিয়া শরীরকে শুষ্ক করিবে। ২৪

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে শ্রৌত অগ্নিগুলি আত্মসাৎ করিয়া লৌকিক ও বৈদিক সকল প্রকার অগ্নির সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া গৃহহীনভাবে মৌন অবস্থায় থাকিবে, কেবল ফলমূল ভক্ষণ করিবে।)

(মেঃ)—"বৈতানান্"=যাহা বিতানে হয় তাহা বৈতান*; সুতরাং বৈতান অগ্নি' ইহার অর্থ শ্রৌত অগ্নিত্রয়। সেগুলিকে "আত্মনি"=নিজ দেহ মধ্যে, "সমারোপ্য"=সমারোপণ করিয়া, 'ভস্মপান' করা প্রভৃতি বিধান অনুসারে আত্মসাৎ করিয়া,—। কিভাবে অগ্নি আত্মসাৎ করিতে হয় সে সমস্ত বিধান শ্রবণক পদ্ধতি হইতে জানিয়া লইতে হইবে। যখন বহুকাল তপস্যা করা হইয়া যাইবে, বয়স যখন সপ্ততি বৎসর সন্নিহিত হইবে তখন বানপ্রস্থ অবস্থায় থাকিয়াই "অনগ্নিঃ"=অগ্নি সম্পর্কশূন্য হইবে, "অনিকেতঃ স্যাৎ"=গৃহহীন হইবে—বাস করিবার জন্য যে পর্ণকুটীর তাহাও পরিত্যাগ করিবে। তাহা হইলে থাকিবে কোথায়? তাহা পরেই বলিবেন "বৃক্ষমূলনিকেতনঃ"=গাছতলায় থাকিবে। তখন "মুনিঃ স্যাৎ"=মুনি হইবে; এখানে "স্যাৎ" এই পদটী "মুনিঃ" ইহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অতএব ইহা দ্বারা এই অর্থটী উপদিষ্ট হইতেছে যে তখন 'বাক্‌সংযম' করিবে—(কথা কহা বন্ধ করিয়া দিবে)। যিনি মৌন ব্রত পালন করেন তাঁহাকে লোকব্যবহারে 'নিয়তবাক্' বলা হয়। "মূলফলাশনঃ"=মূল ও ফল খাইয়া থাকিবে। অন্য প্রকার খাদ্য ত্যাগ করিবার জন্য এইরূপ বলা হইল। সুতরাং তখন বনে অযত্নসঞ্জাত নীবার প্রভৃতি শস্যও খাইবে না। ২৫

(সুখকর বস্তুতে আগ্রহশীল কিংবা যত্নবান্ হইবে না, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে। গৃহাদির প্রতি মমতাশূন্য হইবে, গাছতলায় থাকিবে।)

(মেঃ)—সুখের জন্য যাহা আবশ্যক হয় তাহাতে প্রযত্ন করিবে না। যেমন, রৌদ্রে পীড়িত হইয়া ছায়াতলে যাইবে না, শীতার্ত্ত হইয়া আগুন জ্বালাইবে না। তবে এমন যদি ঘটে যে নিজ চেষ্টা বিনাই দৈবক্রমে আতপাদি নিজের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে আর তাহাতে শীতাদি জনিত ক্লেশ দূর হইতেছে, তাহা হইলে কেবল ঐভাবেই ঐ ক্লেশ দূর করা চলিবে, তাহা নিষিদ্ধ নহে। বর্ষাকাল প্রভৃতি সময় ভিন্ন অন্য সময়ের জন্য "অপ্রযত্নঃ সুখার্থেষু" এইরূপ বিধি বলা হইল। কারণ, তখনকার জন্য যাহা কর্ত্তব্য তাহার বিধান বলা হইয়াছে। অথবা, ঐ অবস্থায় যদি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে ঔষধ সেবনে স্বভাবতঃ যে প্রযত্ন জন্মে তাহার নিষেধ করা হইতেছে। কারণ, ব্যাধি নিবৃত্তিকেও সুখ বলা হয়। সুতরাং ব্যাধি নিবৃত্তির জন্যও যত্ন করিবে না। "ধরাশয়ঃ"=মাটীর উপর কেবল খড়কুটা বিছাইয়া স্থণ্ডিলে শয়ন করিবে। "শরণেষু"=গৃহ, বৃক্ষমূল প্রভৃতি আশ্রয়স্থলে, "অমমঃ"='মমকার' করিবে না, ইহা আমার এই প্রকার মমতা এবং আগ্রহ রাখিবে না। বৃক্ষমূলকেই (গাছতলাকেই) নিকেতন অর্থাৎ গৃহস্থানীয় করিবে। তাহা সম্ভব না হইলে শিলাতল কিংবা গুহা প্রভৃতিও থাকিবার জায়গা হইতে পারিবে, উহা শাস্ত্রবিহিত। ২৬

(জীবনধারণের উপযোগী ভৈক্ষ কেবলমাত্র তাপস ব্রাহ্মণ কিংবা বনবাসী অপরাপর গৃহস্থ দ্বিজগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবে।)

(মেঃ)—"তাপসেষু" এখানে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে সপ্তমী হইয়াছে। তাপসগণের নিকট হইতে যদি ফলমূল পাওয়া না যায় তাহা হইলে 'ভৈক্ষ' সংগ্রহ করিবে। অথবা বনবাসী যে সকল "গৃহমেধী"=গৃহস্থ আছে তাহাদের নিকট হইতেও উহা লওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইবে "যাত্রিকং"=জীবনযাত্রার উপযোগী—যে পরিমাণ দ্রব্য ভোজন করিয়া তৃপ্তি হইবে (সেইটুকু মাত্র তাহার বেশী নহে)। ২৭

---

*অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানকালে গার্হপত্য অগ্নি হইতে অগ্নি তুলিয়া লইয়া আহবনীয়াদি অগ্নির কুণ্ডে দিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া লইতে হয়। ইহারই নাম 'বিতান'; ইহাকে 'বিহার'ও বলা হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(অথবা গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বনে বসিয়া আট গ্রাস মাত্র খাইবে, তাহা কেবল দুই হাতে করিয়া আঁজলা করিয়া লইবে কিংবা কলসী শরা প্রভৃতির ভাঙ্গা খোলায় লইবে।)

(মেঃ)—যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে (গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিবে)। এখানে "অষ্টৌ গ্রাসান্"=অষ্ট গ্রাস মাত্র, এইরূপ বলায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র ফলমূলই ভিক্ষাদ্রব্য হইবে না কিন্তু অন্য অন্ন সম্ভব না হইলে (না জুটিলে) গ্রাম্য অন্নও ভোজন করা চলিবে, তাহা করিবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে। করপুটেই গ্রহণ করিবে—হাতে কোন ভিক্ষাপাত্র থাকিবে না। "শকলেন" ইহার অর্থ শরা প্রভৃতির অংশ বিশেষ—টুকরা, তাহাতেও লওয়া যাইবে। ২৮

(ব্রাহ্মণ বনবাসী এই সমস্ত এবং এই প্রকার অপরাপর নিয়ম পালন করিতে থাকিবেন। ব্রহ্মলাভের জন্য যে সমস্ত রহস্যাবিদ্যাত্মক শ্রুতিবচন আছে সেগুলি অধ্যয়ন করিবেন।)

(মেঃ)—"এতাঃ দীক্ষাঃ"=এই সমস্ত নিয়ম, "অন্যাশ্চ"=এবং এইরূপ অপরাপর নিয়ম, যেমন জলের মধ্যে থাকা, চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকা ইত্যাদি। "ঔপনিষদীঃ শ্রুতীঃ"=রহস্যবিদ্যার অর্থাৎ গুপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যার অধিকারে যে সমস্ত বেদবাক্য পঠিত হইয়া থাকে সেগুলি অধ্যয়ন করিবে, চিন্তা করিবে, ভাবনা করিবে। "আত্মসংসিদ্ধয়ে"=ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য; যে সমস্ত উপাসনা ঐ শ্রুতি মধ্যে আম্নাত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিবে। "বিবিধাঃ"=নানা প্রকার; এটী অনুবাদস্বরূপ। ২৯

(ঋষিগণ এবং ব্রাহ্মণ গৃহস্থগণ যে সমস্ত নিয়ম পালন করেন, নিজ আত্মজ্ঞান এবং তপস্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং শরীর শুদ্ধির নিমিত্ত সেইগুলিও অনুষ্ঠান করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে যে অপরাপর নিয়ম পালন করিবে। ইহাতে যদি কেহ মনে করে যে শাক্য, পাশুপত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যে সমস্ত দীক্ষাদি আছে তাহাও পালন করা চলিবে, তাহারই জন্য উহা নিষেধ করিয়া দিতেছেন। "ঋষিভিঃ"=মহাভারতে বর্ণিত সন্তপ্যমান প্রভৃতি ঋষিগণের দ্বারা যেসকল নিয়ম পালিত হইয়াছিল। "ব্রাহ্মণৈশ্চ গৃহস্থৈঃ"=এবং গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যাহা সেবিত (পালিত) হইয়াছিল। এই জন্য গৌতম স্মৃতি মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "পরবর্ত্তী আশ্রমের পক্ষেও যেগুলি ইহার বিরুদ্ধ হইবে না সে সকল নিয়ম পালনীয়"। "বিদ্যা"=আত্মার একত্ববিষয়ক অদ্বৈত জ্ঞান; শ্রুতি সেবনের দ্বারা তাহা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত করিবে অর্থাৎ দৃঢ় করিবে। এইরূপ, শরীরকে শুদ্ধ করিবার জন্য আহার নিয়ম (সংযম) এবং দীক্ষা পালন করিবে। ৩০

(অথবা অপরাজিতাদিক্ অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব্বদিক্ লক্ষ্য করিয়া সরলগতি অবলম্বনপূর্ব্বক একাগ্রভাবে চলিতেই থাকিবে যতক্ষণ না দেহপাত হয়; তখন যোগযুক্ত হইয়া কেবল জল এবং বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বদিক্ এবং উত্তরদিকের মধ্যবর্ত্তী যে দিক্ তাহার নাম 'অপরাজিতা' দিক্; ইহা ঐশানী দিক্ নামে লোকব্যবহারে প্রসিদ্ধ। "দিশম্ আস্থায়"—সেই দিক্ মনের মধ্যে ঠিক করিয়া, এই দিকে আমি যাইব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহার পর সেই দিকেই যাইবে। "অজিহ্মগঃ"=কুটিলগামী (বক্রপথগামী) না হইয়া,—। গর্ত্তই হউক, নদীই হউক আর স্রোতই হউক সম্মুখে যাহা পড়িবে তাহা পরিহার করিয়া চলিবে না। "আ নিপাতাৎ শরীরস্য"= যতক্ষণ না দেহপাত হয়; ইহা পূর্ব্ব ও উত্তর দিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন করিবার বিধান। "বার্য্যনিলাশনঃ",—যতক্ষণ না শরীরের পতন ঘটে ততক্ষণ বায়ু এবং জলই হইবে আহার। "যুক্তঃ"=যোগশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে নিজেকে যোগযুক্ত করিয়া;—। ইহাকে মহাপ্রস্থান বলা হয়। ৩১

(এই সমস্ত মহর্ষিচর্য্যার যে কোন একটী অবলম্বন করিয়া শরীর ত্যাগ করিলে ব্রাহ্মণ শোক ও ভয়শূন্য হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে যে সমস্ত তপস্যার বিষয় বলা হইয়াছে এবং এই মাত্র (পূর্ব্বশ্লোকে) যে মহাপ্রস্থানের কথা বলা হইল সেইগুলি হইতেছে মহর্ষিচর্য্যা। এগুলির যে কোন একটীর

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বারা,—। উচ্চ স্থান হইতে ঝাঁপ দিয়া, অগ্নি প্রবেশ করিয়া কিংবা আহার পরিত্যাগ করিয়া দেহত্যাগ করিবে। ইহার ফল হইতেছে 'বীতশোকভয়' হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া। নরকাদি দুঃখ অনুভব করার নাম 'শোক'; আর, 'নরকে যাইব' এই প্রকার জ্ঞান হইতেছে 'ভয়'। সেই দুটী ইঁহার বিগত হয়। তিনি বিনা ব্যবধানেই, সাক্ষাৎভাবেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। উপনিষৎ মধ্যে 'অর্চ্চিরাদি' ক্রমে* যে প্রকারে ব্রহ্মলোকগতি বর্ণিত হইয়াছে সেভাবে ব্যবধান সহকারে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় না। এই ব্রহ্মলোক হইতেছে স্থানবিশেষ, ইহা স্বর্গাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সেখানে তিনি "মহীয়তে"=পূজিত (সমাদৃত) হইয়া অবস্থান করেন। কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে তিনি ব্রহ্মের 'স্বারাজ্য' (স্বরাট্=স্বয়ম্প্রকাশ স্বরূপ) প্রাপ্ত হন, কারণ, এখানে 'ব্রহ্মলোক' এইভাবে স্থানবিশেষবাচক 'লোক' শব্দটীর প্রয়োগ রহিয়াছে। বিশেষতঃ মোক্ষের কথা অগ্রে চতুর্থ আশ্রমের প্রকরণে বলিবেন। আরও, মনীষিগণ বলিয়া থাকেন যে, মোক্ষ কেবল (জ্ঞান রহিত) কর্ম্ম হইতে লাভ করা যায় না। আচ্ছা, এখানেও ত বানপ্রস্থাশ্রমীর জন্য জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে; কারণ, "আত্ম সংসিদ্ধির জন্য নানাবিধ 'উপনিষদ্' শ্রুতিও চিন্তা করিবে" এইরূপ নির্দ্দেশ এখানেও ত পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে? আর 'আত্মসংসিদ্ধি' হইতেছে আত্মোপাসনা দ্বারা (জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপাসনা দ্বারা) আত্মভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া। এই 'সংসিদ্ধি' শব্দটীর ইহা ছাড়া অন্য অর্থ ত সঙ্গত হয় না। উপনিষৎ শ্রুতি সকলের মধ্যেও উপদিষ্ট হইয়াছে যে যোগিপুরুষগণের ঐ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হয়। এইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে "ব্রহ্মসংস্থ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন" অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মপ্রাপ্তি হয়। "অনন্তর তিনি ব্রহ্মসাযুজ্য অর্থাৎ ব্রহ্মভূয় বা ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি। ইহাতে যদি বলা হয় যে, তপস্যার অন্য বহুপ্রকার সিদ্ধিও ত ফলরূপে শ্রুতি মধ্যে আম্নাত হইয়াছে। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে "তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন" ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি মধ্যে বলা হইয়াছে যে তপঃপরায়ণ পুরুষগণের ব্রহ্মসার্ষ্টিতা এবং ব্রহ্মসালোক্য লাভ হয়, ইহা তাঁহাদের সংকল্পিত অর্থ হইতেই উৎপন্ন হয়, (যেহেতু তাঁহারা তখন সত্যসঙ্কল্প হইয়া থাকেন)। কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্মসাযুজ্য (ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ) রূপ মোক্ষ হয় না। ইহা বলা কিন্তু সঙ্গত হইবে না। কারণ, এপ্রকার বিশেষ (পার্থক্য) এখানে বাক্যার্থ পর্য্যালোচনা দ্বারা নিরূপিত হয় না। যেহেতু, ঐ সমস্ত তাপস যাহার ফল পরিমিত অর্থাৎ যাহার ফল চিরস্থায়ী নহে সেই সকল উপাসনার যেমন অধিকারী সেইরূপ তাঁহারা অমৃতত্ব ফলেরও অধিকারী। কারণ, শ্রুতি মধ্যে এমন ত কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই যে কেবল পরিব্রাজক সন্ন্যাসিগণই অদ্বৈত-আত্মবিষয়ক উপাসনা করিবেন।

আচ্ছা, ছান্দোগ্য উপনিষদে ত এইরূপ আম্নাত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়,—"ধর্ম্মের স্কন্ধ (মূল) তিনটী", এইভাবে সেখানে উপক্রম (আরম্ভ করা) হইয়াছে এবং তাহার পর "যজ্ঞ, দান এবং অধ্যয়ন" এইরূপ বলিয়া গৃহস্থ ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পর "তপস্যাই কেবল" ইত্যাদি বাক্যে বানপ্রস্থাশ্রমীর ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আবার তাহার পর "আচার্য্যকুলে দেহপাতকারী ব্রহ্মচারী" ইহাতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে এবং তাহারও পর বলা হইয়াছে "ব্রহ্মসংস্থ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন", এইভাবে ইহা দ্বারা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ত্রিবিধ ব্যক্তিগণের কর্ম্মফলে 'পুণ্যলোক' সকল লাভ হয় এইরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং 'পারিশেষ্য' ন্যায় অনুসারে অর্থাৎ যেটী এগুলি হইতে অবশিষ্ট থাকে সেইটীরই ফল হয় অমৃতত্ব। (সুতরাং—ইহাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকিতেছে সন্ন্যাস; এইজন্য তাহারই ফল যে অমৃতত্ব ইহা সিদ্ধ হয়। অতএব বানপ্রস্থাশ্রমিগণ যখন সন্ন্যাসী নহেন তখন তাঁহাদেরও মোক্ষ হইবে, ইহা বলা যায় কিরূপে?) ইহার উত্তরে বক্তব্য,—'ব্রহ্মসংস্থ' এটী যৌগিক শব্দ। সুতরাং যিনি ব্রহ্ম বিষয়ে সংস্থিত হন তিনি প্রযত্নবান্ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মপরায়ণ; এইভাবে প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগলভ্য অবয়বার্থ গ্রহণ করিতে

*পরলোকগমনের মার্গ দুইটী—অর্চিরাদি ও ধূমাদি বা দেবযান ও পিতৃযান। পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধকর্ম্ম বর্জ্জন করেন তাঁহারা 'ধূমাদি' মার্গে চন্দ্রলোক বা স্বর্গলোকে গমন করেন। আর যাঁহারা জ্ঞান বা উপাসনাসহকারে ঐভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাঁহারা 'অর্চিরাদি' ক্রমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বটীকে বলা হয় 'পিতৃযান' মার্গ, আর দ্বিতীয়টী হইতেছে 'দেবযান' মার্গ। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ে, ভগবদ্গীতার ৮ম অধ্যায় ২৪—২৬ শ্লোকে এবং বেদান্তদর্শনের ৪।৩।১—৬ সূত্রভাষ্যাদিতে দ্রষ্টব্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইবে; কারণ 'ব্রহ্মসংস্থ' এই শব্দটী হইতেছে যৌগিক (প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন)। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, মোক্ষে যদি সকলেরই অধিকার থাকে তাহা হইলে এখানে 'ব্রহ্মসংস্থ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন' কেবল এইটুকু মাত্র বলিলেই ত চলিত? (সুতরাং "ধর্ম্মের স্কন্ধ তিনটী" ইত্যাদি বচনগুলি যে অনাবশ্যক হইয়া পড়ে?)। এরূপ শঙ্কা সংগত নহে। কারণ, প্রত্যেকটী আশ্রমের জন্য যে বিধিবাক্য আছে তাহাতে সেই সেই আশ্রমের ফল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং তাহাতে বলা হইয়াছে যে 'পুণ্যলোক' সকল সেই সেই আশ্রমের ফল; কিন্তু সেগুলি ক্ষয়ী (বিনশ্বর); পক্ষান্তরে যিনি 'ব্রহ্মসংস্থ'—সেই সেই আশ্রমে থাকিয়াও যিনি 'ব্রহ্মসংস্থ' হন তাঁহার ফল অমৃতত্ব, তাহা হইতে আর 'পুনরাবৃত্তি' হয় না, এইভাবে অপুনরাবৃত্তিরূপ অমৃতত্ব ফল বিধি দ্বারা বোধিত হইতেছে।

আচ্ছা, ব্রহ্মবিদ্‌গণ ত বলিয়া থাকেন যে 'ব্রহ্ম হইতেছেন অদ্বৈতস্বরূপ' (সর্ব্বপ্রকার ভেদ-রহিত শুদ্ধ আত্মস্বরূপ)। ঐ ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষ 'নিবৃত্তকর্ম্ম' অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম নিবৃত্তি এবং ভেদনিবৃত্তি নামে অভিহিত হয়। পক্ষান্তরে, ঐ যে তিনটী আশ্রম উহা 'প্রবৃত্তিমার্গ' নামে কথিত হইয়া থাকে; উহাতে ক্রিয়া, কারক, ফল ইত্যাদি প্রকার ভেদমূলক অনুষ্ঠান রহিয়াছে। ইহাই যদি হয় তাহা হইলে (সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত) অদ্বৈত-আত্মজ্ঞান এবং সকল প্রকার ভেদসম্বন্ধ মূলক গৃহস্থাদি আশ্রম ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান ইহাদের মিল হইবে কিরূপে? কারণ এগুলি সব পরস্পর বিরুদ্ধই হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বক্তব্য, সন্ন্যাসাশ্রমের পক্ষেও ত এই একই প্রকার আপত্তি দেখান যায়; কারণ সেখানেও 'যম, নিয়ম' প্রভৃতি অনুষ্ঠান করা সর্ব্ববাদিসম্মত। অথচ ঐ 'যম, নিয়ম' প্রভৃতিগুলিও ভেদমূলক। (সুতরাং ভেদবর্জ্জিত আত্মজ্ঞানে তাহা কিরূপে উপযোগী হয়?) ইহার উত্তরে হয়ত বলা যাইতে পারে যে, যিনি কর্ম্মসন্ন্যাসী তিনি নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিয়াছেন (কর্ম্ম-নিবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্ম ত্যাগই তাঁহার কর্ত্তব্য,—কর্ম্মানুষ্ঠান করণীয় নহে); কাজেই তাঁহার পক্ষে কোন প্রকার শাস্ত্রীয় কর্ম্মের বিধি নাই অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কোন কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে অনুষ্ঠেয় নহে—শাস্ত্রবিধি সকল তাঁহার পক্ষে প্রয়োজ্য নহে। ইহা কিন্তু সংগত নহে। কারণ সন্ন্যাস-শাস্ত্রের উহা তাৎপর্য্যার্থ নহে। যেহেতু সর্ব্ববিষয়ে অহঙ্কার ও মমকার ত্যাগ করা অর্থাৎ 'আমি-আমার' এই প্রকার অভিনিবেশ পরিত্যাগ করার নামই সন্ন্যাস, কিন্তু সকলপ্রকার শাস্ত্রীয় কর্ম্ম ত্যাগ করার নাম যে সন্ন্যাস তাহা নহে, ইহা অগ্রে বলা হইবে। ইহার কারণ এই যে, সন্ন্যাসী হইলেই যে ক্ষুধাতৃষ্ণা চলিয়া যাইবে তাহা নহে। কাজেই ক্ষুধাপীড়িত হইলে তাঁহাকেও ভিক্ষাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সুতরাং তখন তাঁহারও ঐ ভেদমূলক ক্রিয়াকারক সম্বন্ধ নিশ্চয়ই থাকিবে। (আর তাহা হইলে তাঁহার ভেদবর্জ্জিত অদ্বৈত আত্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইবে?) এরূপ স্থলে, তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টার্থক লৌকিক ব্যবহারে যখন ভেদমূলক বহু অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যাইতেছে তখন তাঁহার অদ্বৈত-আত্ম-বিষয়ক ভাবনা বিরুদ্ধ হইবে না, ব্যাহত হইবে না, কিন্তু কেবল শাস্ত্রীয় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই তাহার সহিত তাঁহার অদ্বৈত আত্মবিষয়ক ভাবনার বিরোধ ঘটিবে, এরূপ উক্তি কোন যুক্তিপক্ষপাতী ব্যক্তির মুখ হইতে কি বাহির হয়? ইহাতে যদি বলা হয়, ক্ষুধাদিপীড়িত হইলে কিছুক্ষণ তাঁহার অদ্বৈত আত্মজ্ঞান পরিত্যক্ত হইবে; কারণ উহার বিরোধী ভোজনাদি কর্ম্মে তাঁহাকে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যেমন, গাঢ় অন্ধকার মধ্যে যে ব্যক্তি চলিতে থাকে সে কণ্টকাকীর্ণ স্থলেও পা ফেলিয়া থাকে, পরে যখন সূর্য্যোদয় হয় তখন সেই পথিক প্রকাশলাভ করে অর্থাৎ আলোকপ্রাপ্ত হয়, কাজেই তখন পুনরায় কণ্টকবিহীন স্থানে তাহার পক্ষে অবস্থান করাই ন্যায়সংগত বা স্বাভাবিক। সেইরূপ সন্ন্যাসী ব্যক্তির ক্ষুধাদি উপদ্রবে ক্ষণকাল অদ্বৈত আত্মজ্ঞান বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় বটে কিন্তু তাহাও ক্ষণকালের জন্য মাত্র। তাঁহার ক্ষুধানিবৃত্তি পূর্ব্ববর্ণিত অন্ধকারস্থ পথিকের আলোকপ্রাপ্তির ন্যায়। কাজেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হইলে তিনি পুনরায় সুদৃঢ় সংস্কারবশেই অদ্বৈত ভাবনাতেই মগ্ন থাকেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য, তাপস বানপ্রস্থ আশ্রমীর পক্ষেও ত ইহা (এই অদ্বৈত আত্মভাবনা) বিরুদ্ধ হয় না। এইরূপ গৃহস্থ আশ্রমে স্ত্রীপুত্রাদি যদি সেই গৃহীর সেবা করে তাহা হইলে তাহার পক্ষেও অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব ভাবনা করা বিরুদ্ধ হইবে না। তবে গৃহীর পক্ষে বহির্বিষয়ক বহু ব্যাপার দ্বারা ঐ অদ্বৈত আত্মভাবনা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা ভেদবুদ্ধির সহিত একীভূত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইয়া যায়; কাজেই সেখানে অদ্বৈত সংস্কার উৎপন্ন হইবে কিরূপে? এই জন্য পূর্ব্বে গৃহস্থধর্ম্ম নিরূপণ প্রসংগে বলা হইয়াছে "একাকী চিন্তা করিবে" (৪।২৫৮, ২৫৭), "পুত্রের উপর সমস্ত অর্পণ করিয়া" ইত্যাদি।

ভাল, তাহা না হয় হইল, কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন "অতএব স্বর্গার্থী ব্যক্তি আয়ু থাকিতে তাহার পূর্ব্বে মৃত্যুবরণ করিবে না"। সুতরাং বানপ্রস্থাশ্রমীর পক্ষে শরীর ত্যাগ করা কিরূপে সম্ভব? আর ইহা ত সম্ভব নহে যে এই বানপ্রস্থধর্ম্ম বিষয়ক স্মৃতিটীর অনুরোধে ঐ শ্রুতিটীর অর্থ সংকোচ করা হইবে; বানপ্রস্থ ছাড়া অন্য আশ্রমীই উহার বিষয় অর্থাৎ অন্য আশ্রমী আয়ুস্কাল থাকিতে মরিবে না, কিন্তু বানপ্রস্থাশ্রমী তাহা করিবে, এরূপ অর্থ করা সম্ভব নহে। কারণ স্মৃতি অপেক্ষা শ্রুতির বলবত্তা (প্রামাণ্য) অধিক। সুতরাং স্মৃতির অনুরোধে শ্রুতির অর্থ সংকোচ করা যায় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য, যে ব্যক্তি জরায় বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে কিংবা যে ব্যক্তি অরিষ্টদর্শনাদি দ্বারা জানিতে পারিয়াছে যে নিজের মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী সে যদি মরিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে ঐ শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় না। কারণ ঐ শ্রুতি মধ্যে বলা হইয়াছে "ন পুরায়ুষঃ" অর্থাৎ আয়ু থাকিতে মরিবে না। অবস্থা-বিশেষে অর্থাৎ অতিশয় জরাগ্রস্ত হইলে কিংবা অরিষ্টদর্শনাদি স্থলেও মরণ বরণ করা যদি শ্রুতির অভিপ্রেত না হইত তাহা হইলে 'স্বর্গাভিলাষে মৃত্যু বরণ করিবে না' এইরূপই নির্দ্দেশ থাকিত। (যে ব্যক্তি অরিষ্টদর্শন করিয়া মৃত্যু নিকটস্থ জানিয়াছে সে ঐভাবে মরিতে পারে) এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে তবেই শ্রুতির মধ্যে যে অরিষ্টবিষয়ক উপদেশ সকল রহিয়াছে সেগুলি সার্থক হয়। তবে যাঁহার এই প্রকার নিমিত্তবশতঃ মরণ সম্ভব নহে তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য কি তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকটীতে বলা হইতেছে। ৩২

(এইভাবে আয়ুর তৃতীয় ভাগ বনে বনে ঘুরিয়া আয়ুর চতুর্থ ভাগ প্রাপ্ত হইলে সকল সংগ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে।)

(মেঃ)—এইখান থেকে চতুর্থ আশ্রমের মতি (মনন বা আলোচনা) চলিবে। "তৃতীয়ং ভাগম্"=(আয়ুর তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ) কিছুকাল,—ঐভাবে থাকিয়া যে পরিমাণ সময় (যত দিন) বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিলে তপস্যাটী ভালভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার বিষয়াভিলাষ দূর হইয়া যায়। এরূপ অর্থ করিবার কারণ এই যে, আয়ুর ঠিক ঠিক তৃতীয় ভাগ কোন্‌টী তাহা ইঁহার পক্ষে জানা সম্ভব নহে। আবার শতবর্ষ পরমায়ু, এইরূপ ধরিয়া যে আশ্রম বিভাগ হইবে তাহাও বলা চলে না। কারণ, যখন বলি ও পলিত উৎপন্ন হইবে, পুত্রের পুত্র জন্মিবে তাহাকেই তৃতীয় আশ্রমের কাল বলা হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলেই যে, সকল ব্যক্তিরই বলি এবং পলিত প্রকাশ পাইবে তাহাও বলা চলে না। এইজন্য স্থলান্তরেও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে "তপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সন্ন্যাস লইবে" ইত্যাদি। আচ্ছা, অন্যান্য আশ্রমের ত এক একটা কাল সীমারূপে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে; যেমন,—বেদ গ্রহণ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শেষ সীমা, গার্হস্থ্যাশ্রমের অবধি হইতেছে বলি-পলিত; কিন্তু এখানে বানপ্রস্থ আশ্রমের অবধি নিরূপণ করিবার জন্য সে ভাবের ত কোন প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হয় নাই। যদি 'আয়ুর তৃতীয় ভাগ' এই বচনটীর যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে "তপঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে" ইত্যাদি যে নির্দ্দেশ আছে তাহার জন্য সময় অপেক্ষা করা সংগত হয় বটে। কিন্তু কি পরিমাণ সময়ে তপের দ্বারা নিজের ঋদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে তাহা ত জানিতে পারা যায় না। কাজেই এরূপ স্থলে কালের একটা সীমা নিরূপণ করিয়া দিবার জন্য বচন থাকা আবশ্যক। (উত্তর)—তাহা ঠিক বটে। এইজন্যই ত পূর্ব্বে বলা হইল যে, এখানে শত বর্ষকে মানুষের আয়ুষ্কাল ধরিয়া আয়ুর তৃতীয় ভাগ নিরূপণ করা সম্ভব নহে। বস্তুতঃ সন্ন্যাসের কালও ত এইভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, 'শরীর পরিপাক প্রাপ্ত হইলে সন্ন্যাস অবলম্বন করা উচিত'। যে পরিমাণ তপ সঞ্চিত হইলে এবং যে পরিমাণ বয়স উপস্থিত হইলে পুনরায় মদ বৃদ্ধির (অহংকার থাকিবার) আশংকা থাকে না তখন সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। "বিহৃত্য" ইহার অর্থ বসিয়া থাকিয়া, যথানির্দ্দিষ্ট বিধান সকল পালন করিয়া। 'সংগত্যাগ' অর্থ মমতা না রাখা, এবং 'একারামতা' অর্থাৎ কেবলমাত্র একটী বস্তুতে (পরমাত্মবস্তুতে) আরাম প্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ নিরত থাকিয়া তৃপ্তি লাভ করা অথবা কেবলমাত্র একাকী থাকা। ৩৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(একটী আশ্রম হইতে আর একটী আশ্রম আশ্রয় করতঃ হোম নিষ্পাদন করিয়া, ইন্দ্রিয় জয় করিয়া ভিক্ষা এবং ভূতবলি প্রদান করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া যদি পুরুষ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন তাহা হইলে তিনি পরজন্মে অতিশয় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হন।)

(মেঃ)—আশ্রম চতুষ্টয়ের সমুচ্চয় অর্থাৎ সব কয়টী আশ্রমেরই পালনীয়তা আছে, এই মতটী দেখাইবার জন্য তাহার সমর্থন করিতেছেন "আশ্রমাদাশ্রমম্" ইত্যাদি। গৃহস্থাশ্রম হইতে বানপ্রস্থ আশ্রমে গিয়া, "হুতহোমঃ"=গৃহস্থাশ্রম এবং বানপ্রস্থাশ্রম উভয় আশ্রমেই হোম ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া যখন "জিতেন্দ্রিয়ঃ"=ইন্দ্রিয় সকল জয় করা (বশীভূত করা) হইবে তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। যিনি এইরূপ করেন তিনি "প্রেত্য বর্দ্ধতে"=মৃত্যুর পর অতিশয় বিভূতি প্রাপ্ত হন। 'ভিক্ষা ও বলি প্রদান কর্ম্ম দীর্ঘদিন অনুষ্ঠান করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে'—ইহা দ্বারা আশ্রমধর্ম্ম সকলের অনুবাদ (উল্লেখ বা নির্দ্দেশ) করা হইয়াছে মাত্র। ৩৪

(ত্রিবিধ ঋণ শোধ করিয়া মোক্ষ বিষয়ে মন দিবে। এই ত্রিবিধ ঋণ শোধ না করিয়া যে মোক্ষ কামনা করে সে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।)

(মেঃ)—"ঋণানি ত্রীণি অপাকৃত্য"=ঋণত্রয় অপাকরণ করিয়া,—। অপাকরণ বলিতে ঋণ পরিশোধ বুঝায়। "মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ"=মোক্ষে মন দিবে;—। এখানে মোক্ষ শব্দটী দ্বারা লক্ষণা বলে সন্ন্যাসাশ্রম বুঝাইতেছে। কারণ একমাত্র মোক্ষই তাহার ফল এবং তাহাই প্রধান প্রতিপাদ্যরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য আশ্রমে মোক্ষ ঐভাবে প্রধানরূপে বর্ণিত হয় না। এই জন্য এখানে 'মোক্ষ' ইহার অর্থ সন্ন্যাস। ৩৫

(বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া, ধর্ম্মসংগতভাবে পুত্র উৎপাদন করিয়া, যথাশক্তি যাগযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া তাহার পর মোক্ষে মন দিবে।)

(মেঃ)—সেই যে তিনটী ঋণ সেগুলি কি কি?—তাহাই বলিয়া দিতেছেন "অধীত্য" ইত্যাদি। "তিনটী ঋণে ঋণী হইয়া থাকে; যজ্ঞের জন্য দেবগণের নিকট ঋণ থাকে, সন্তানোৎপাদন হেতু পিতৃগণের নিকট ঋণ এবং বেদাধ্যয়ন নিমিত্ত ঋষিগণের নিকট ঋণ থাকে"। এই শ্রুতির অর্থটীরই অনুবাদ করা হইয়াছে "অধীত্য" ইত্যাদি এই স্মৃতিবচনটীতে। আচ্ছা, জাবাল উপনিষদে ত এইরূপ আম্নাত হইয়াছে যে, "গৃহস্থাশ্রমী হইবার পর সন্ন্যাস লইবে অথবা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে" (এখানে চারিটী আশ্রমের পালনীয়তা বলা হয় নাই ত)? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—এখানে আশ্রমগুলির উৎপত্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া ঐরূপ বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইহা সন্ন্যাসাশ্রমের উৎপত্তি বিধি মাত্র, ইহা দ্বারা সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে কিন্তু অন্য আশ্রমের নিষেধ করা হয় নাই। কেন না, ঐ শ্রুতিবচনটীর অর্থ স্বীকার করিলে "অনুৎপাদ্য তথা প্রজাম্" এই বচনটী বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আচ্ছা, এই প্রকার শ্রুতিবচন যখন রহিয়াছে তবে কিরূপে একথা বলা যায় যে (আশ্রম একটী মাত্রই, আর সেটী হইতেছে গৃহস্থাশ্রম; যেহেতু) "গার্হস্থ্য-আশ্রমেরই বিধান প্রত্যক্ষ শ্রুতিবচন বোধিত"। বস্তুত,—"সন্ন্যাস লইবে" এই প্রকার নির্দ্দেশ আছে বটে কিন্তু যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন তাঁহার পক্ষে এই কর্ম্মগুলি কর্ত্তব্য, কিংবা এই প্রকার ইতিকর্ত্তব্যতা দ্বারা কর্ত্তব্য ইহা শ্রুতি মধ্যে বলিয়া দেওয়া নাই, পক্ষান্তরে গৃহস্থ আশ্রমীর কর্ত্তব্য যে অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম সেগুলি এবং তাহার অংগ কর্ম্মগুলিও প্রত্যক্ষ শ্রুতি মধ্যে বলিয়া দেওয়া আছে, এই প্রকার অভিপ্রায়েই ঐ 'গার্হস্থ্য' বিষয়ক স্মৃতিবচনটী দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহারা কিন্তু এই শ্রুতিবচনটী না দেখিয়া বলেন যে 'নৈষ্ঠিক' ধর্ম্ম প্রভৃতিগুলি স্মার্ত্ত বিধানমাত্র, ওগুলি শ্রৌতবিধান নহে, তাহারাও বাধাপ্রাপ্ত হইবেন (তাঁহাদের উক্তি যে অমূলক তাহা প্রতিপাদিত হইবে), কারণ গৃহস্থাশ্রম সম্বন্ধে এই সকল প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিধান রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম অথবা সন্ন্যাস ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেসকল স্মৃতিবচন আছে—ক্লীব, অন্ধ, পংগু প্রভৃতি যাহারা গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মের অধিকারশূন্য তাহারাই উহার অধিকারী (কারণ শ্রৌত কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠান করিবার অধিকার উহাদের নাই বলিয়া উহারাই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইবে অথবা সন্ন্যাসী হইবে)। ইহাদের অভিপ্রায় কি (বক্তব্য কি) তাহা আমরা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহাদের বক্তব্য যদি ইহাই হয় যে, অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতিরা শ্রৌত কর্ম্মের অধিকারী নহে, কারণ ঐ সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে "আজ্যাবেক্ষণ', 'বিষ্ণুক্রমণ' প্রভৃতি যে সকল অঙ্গ কর্ম্ম আছে সেগুলি সম্পাদন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে ; ঐ সমস্ত অঙ্গ-কলাপ সম্পাদন করিয়া প্রধান কর্ম্মটীকে যাহারা সাঙ্গভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারে সেরূপ সমর্থ লোকের যখন অভাব নাই তখন ঐ সকল কর্ম্ম করিবার অধিকার তাহাদেরই হইবে, ইহাতেই শ্রুতির বিধায়কতা সবিষয় হইয়া চরিতার্থ হইয়া যায় ; সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মের জন্য অসমর্থ পঙ্গু, অন্ধ প্রভৃতিরা শ্রুতির প্রয়োজ্য হইতে পারে না, তাহারা ঐ সমস্ত কর্ম্মের অধিকারী হইতে পারিবে না ; (অতএব ঐ সকল লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করুক, না হয় ত তাহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া থাকুক); ইহাই যদি তাঁহাদের বক্তব্য হয় তাহা হইলে তদুত্তরে বলিব,—যাহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিবে তাহাদেরও ত কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে; যেমন গুরুর জন্য কলসী করিয়া জল তুলিয়া দেওয়া, ভৈক্ষ সংগ্রহের জন্য ঘুরিয়া বেড়ান ইত্যাদি। এইরূপ, সন্ন্যাসীর পক্ষেও কতকগুলি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে; যেমন, "দুই রাত্রি গ্রামে বাস করিবে না" ইত্যাদি। (কিন্তু পঙ্গু ও অন্ধের পক্ষে ত এগুলি পালন করা সম্ভব নহে।) সুতরাং পঙ্গু এবং অন্ধ লোক যে স্মার্ত্ত কর্ম্মের অধিকারী হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভব? (আরও কথা এই যে, ইহারা যে শ্রৌত কর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে তাহা উহাদের উপনয়ন বিধান হইতে নিরূপিত হয়), উপনয়ন বিধানরূপ 'লিঙ্গদর্শন' (জ্ঞাপক বিধি দর্শন) হইতে উহাদের শ্রৌত কর্ম্মেরও অধিকার বোধিত হয়। কারণ, যদি উপনয়ন হয় তাহা হইলে তাহার পর ইহাদের বিবাহ করিবার অভিলাষ হইবে। উহারা যে বিবাহ করিতে পারে ইহা "যদি তাহাদের পত্নী সংগ্রহের অভিলাষ থাকে" ইত্যাদি স্মৃতিবচনে অনুমোদিত হইয়াছে। আর যদি ইহাদের উপনয়ন হয় তাহা হইলে 'আদিত্যদর্শন', 'অগ্নি প্রদক্ষিণ' ইত্যাদিগুলিও তাহাদের উপনয়নাঙ্গরূপে কর্ত্তব্য হয়। কারণ উপনয়ন না হইলে বিবাহ হইতে পারিবে না, যেহেতু তাহাতে 'ব্রাত্য' হইয়া থাকে। অতএব তাহাদের উপনয়ন হইবে এবং তাহারা গুরুশুশ্রূষা যতটুকু সামর্থ্য ততটুকুই করিবে। কাজেই এইভাবে 'বিগুণ' অর্থাৎ অঙ্গহীন হইলেও তাহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবশ্যই আছে। (ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পালনীয় ধর্ম্ম বিগুণ হইলেও ক্ষতি হইবে না।) কিন্তু ক্লীব ব্যক্তির কোন আশ্রম ধর্ম্মেই অধিকার নাই। কারণ সে স্বভাবতই অনুপনেয়—উপনয়নের অনধিকারী। সুতরাং সে পতিত বলিয়া কোন ধর্ম্মেই তাহার অধিকার নাই। অতএব 'যাহাদের গার্হস্থ্য ধর্ম্মে অধিকার নাই তাহারাই নৈষ্ঠিকধর্ম্ম এবং সন্ন্যাসধর্ম্মের অধিকারী' এই প্রকার উক্তি মনে সন্তোষ জন্মায় না অর্থাৎ ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হওয়া যায় না অর্থাৎ ইহা মানিয়া লওয়া যায় না।

তাহা ঠিক বটে। তবে উদিত হোমে যে নিন্দাবচন আছে এস্থলে ইহাও সেইরূপ হইবে। যাঁহারা আশ্রম চতুষ্টয়ের সমুচ্চয় স্বীকার করেন তাঁহাদের মতস্থ হইয়া এখানে "অনপাকৃত্য" ইত্যাদি বচনে সন্ন্যাসের নিন্দা করা হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া যে উহা দ্বারা 'কেবল-সন্ন্যাস' নিষেধ করা হইয়াছে এরূপ নহে (অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য কিংবা গার্হস্থ্যের পরও সন্ন্যাস বৈধ)। অথবা বচনটীর তাৎপর্য্য এইরূপ দেখাইতে হইবে, যে ব্যক্তি দার পরিগ্রহ করে নাই, তাহার সন্ন্যাসে অধিকার।* ৩৬

(যে ব্যক্তি দ্বিজাতি হইয়া বেদাধ্যয়ন না করিয়া, পুত্র উৎপাদন না করিয়া এবং যাগ যজ্ঞাদি না করিয়া মোক্ষ কামনা করে তাহার অধোগতি হয়।)

(মেঃ)—"যজ্ঞৈঃ"—ইহার অর্থ ইষ্টিযাগ, পশুযাগ, সোমযাগ প্রভৃতি যেগুলি আহিতাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে নিত্য কর্ম্ম (অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম)। ৩৭

(ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় 'প্রাজাপত্য-ইষ্টি' নামক যাগ করিবেন, সর্ব্বস্ব দানই ইহার দক্ষিণা; তাহার পর শ্রৌত অগ্নিগুলির 'আত্মসমারোপণ' করিবেন অর্থাৎ

*এই শ্লোকটির ব্যাখ্যামধ্যে ভাষ্যের অংশবিশেষ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বক্তব্য বিষয়টী ইহাতে পরিস্ফুট হয় নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিজ শরীর মধ্যে আধাননিষ্পাদিত অগ্নি আত্মসাৎ করিবেন; এই সব অনুষ্ঠান করিয়া গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।)

(মেঃ)—'প্রাজাপত্য-ইষ্টি' ইহা যজুর্ব্বেদ মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিতে হয়, ইহাই বিধি। সেই ইষ্টি সম্পাদন করিয়া "আত্মনি অগ্নীন্ সমারোপ্য"= নিজ দেহ মধ্যে আধান-সম্পাদিত তিনটী অগ্নি সমারোপণ করিতে হয়। এই সমারোপণ করিবার বিধান (ইতিকর্ত্তব্যতা) কিরূপ তাহাও ঐ যজুর্ব্বেদ হইতেই জানিয়া লইতে হইবে। "সার্ব্ববেদসদক্ষিণাম্";—'সার্ব্ববেদস' হইয়াছে দক্ষিণা যাহার, এই প্রকারে (বহুব্রীহি সমাসে) ইহা অন্য পদেরই অর্থ বুঝাইতেছে (ইষ্টি এই পদের বিশেষণ হইয়াছে)। 'বেদস্' ইহার অর্থ ধন; তৎকালে সমুদয় ধনই দান করিতে হয়। 'সার্ব্ববেদস' এখানে ইদমর্থে অথবা স্বার্থে বিহিত (অণ্ প্রত্যয়=ষ্ণ প্রত্যয়) হইয়াছে; ইহা প্রজ্ঞাদিগণের মধ্যে পড়ে; আর প্রজ্ঞাদিটী 'আকৃতিগণ'। কেহ কেহ বলেন 'পুরুষমেধ' যজ্ঞকেই এখানে 'প্রাজাপত্য-ইষ্টি' বলা হইয়াছে। সেই পুরুষ-মেধ প্রকরণে শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে "ব্রহ্মা দেবতার উদ্দেশে ব্রাহ্মণ আলম্ভ করিবে" ইত্যাদি। এই যজ্ঞে আলম্ভ্য প্রথম পশু হইতেছে ব্রাহ্মণ। (ব্রহ্মা ইহার দেবতা); ব্রহ্মা হইতেছেন প্রজাপতি; যেহেতু যিনি মুখ্য (প্রধান) তাঁহাকে ধরিয়াই ব্যপদেশ অর্থাৎ শাব্দ উল্লেখ হইয়া থাকে। কাজেই প্রাজাপত্য যজ্ঞ বলিতে পুরুষমেধ যজ্ঞই বুঝায়। শ্রুতি মধ্যে ঐ যজ্ঞ প্রকরণেই সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দান, অগ্নি সমারোপণ এবং সন্ন্যাস বিধান করা হইয়াছে। সেখানে শ্রুতি মধ্যে এইরূপ আম্নাত হইয়াছে, "অতঃপর নিজ মধ্যে অগ্নিগুলি সমারোপণ করিয়া, সেই আরোপণ দ্বারা সূর্য্যের উপাসনা করিয়া যাহারা অপেক্ষা করিতেছে তাহাদের সহিত (?) বনে চলিয়া যাইবে; তখনই সেই পুরুষ দেবতা এবং মনুষ্যগণের জন্য সুস্থিত হন"।

এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন,—"আত্মমধ্যে অগ্নি সমারোপণ করিয়া সন্ন্যাসের জন্য পত্নীকে জানাইবে। ইহাতে তিনি বলিবেন, এই অগ্নিগুলিই নিজের যজ্ঞ। এই কারণে সেই পত্নীর মৃত্যু হইলে তাহাকেই অগ্নিগুলি দিয়া দেওয়া হয়; তাহাতেই অগ্নি সমারোপণ হইয়া যায়"। এইজন্য যাহার ভার্য্যার মৃত্যু হইয়াছে তাহার পক্ষেই প্রব্রজ্যা গ্রহণীয়, তাহার পক্ষে আর দারপরিগ্রহ অবশ্যকর্ত্তব্য নহে। এরূপ বলা কিন্তু সংগত নহে। কারণ, ভার্য্যার মরণ যদি পূর্ব্বে ঘটে তাহা হইলে "সেই ভার্য্যার অন্তিমক্রিয়া করিবার সময় তাহার উপর অগ্নিগুলিকে সমর্পণ করিয়া"—এই প্রকার নির্দ্দেশ আগেই দেওয়া হইয়াছে। বস্তুত এই গ্রন্থটী হইতেছে পৌরুষেয়। কাজেই আমাদিগকে উক্ত প্রকারে অনুযোগ করিবার কি আছে? (এই অনুচ্ছেদটীর ভাষ্যাংশ অসংলগ্ন।) ৩৮

(যিনি সর্ব্বভূতে অভয় দান করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া যান অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করেন সেই ব্রহ্মবাদী পুরুষের নিকট তেজোময় নিত্যপ্রকাশ লোক সকল অর্থাৎ ব্রহ্মলোক সুলভ হইয়া থাকে।)

(মেঃ)—গৃহস্থাশ্রমের নিন্দা দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের প্রশংসা করা হইতেছে। যজ্ঞে পশু বধ করা হয়। কোন কোন দার্শনিকগণের মতে, যে সমস্ত তৃণ-গুল্মাদির প্ররোহরূপ ধর্ম্ম আছে, অর্থাৎ যেগুলি বীজ হইতে অঙ্কুরিত হয় এবং কাটিয়া দিলে আবার গজায় সে সকলের মধ্যেই চৈতন্য আছে—সেগুলি সবই প্রাণবান্। কাজেই যজ্ঞের জন্য তৃণ-ওষধি প্রভৃতির যে ছেদন করা হয় তাহা 'ভূতভয়',—ঐ সমস্ত প্রাণবান্ পদার্থগণের পক্ষে তাহা ভয়স্বরূপ। যে ব্যক্তি অগ্নি আত্মসাৎ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান না থাকায় কোন প্রাণীরও ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। এইজন্য মূলে বলা হইয়াছে "সকল প্রাণীর প্রতি অভয়দান করিয়া" ইত্যাদি। ইহা দ্বারা এই কথা জানাইয়া দেওয়া হইল যে সন্ন্যাসীর পক্ষে অশুষ্ক (কাঁচা) তৃণ, পত্র প্রভৃতি গ্রহণ করা, ছেঁড়া অনুচিত। "তেজোময়" ইহার অর্থ নিত্যপ্রকাশ (জ্ঞানস্বরূপ)। যেখানে সূর্য্যের উদয় এবং অস্তময় (উদয় ও অস্ত) জ্ঞানগম্য হয় না। এইরূপ কথিত হইয়াছে "ইহার উর্দ্ধে সূর্য্য উদিতও হন না এবং অস্তও যান না"। উপনিষদের মধ্যে এই প্রকার সব বচন আছে। ৩৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কোন জীবেরই অণুমাত্রও ভয় জন্মে না, তিনি যখন তাঁহার সেই দেহ হইতে বিমুক্ত হন তখন তাঁহারও কাহারও নিকটে ভয় থাকে না।)

(মেঃ)—ঐ একই অর্থ পুনরায় অন্য ভঙ্গিতে বলা হইল। "দেহাদ্‌ বিমুক্তস্য" ইহার অর্থ যাঁহার বর্ত্তমান শরীরের পতন হয়। ৪০

(গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পবিত্র সমন্বিত হইয়া মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইবে। কোন কামনার বস্তু সম্মুখে আসিয়া পড়িলেও তাহাতে নিরপেক্ষ হইবে—আকৃষ্ট হইবে না।)

(মেঃ)—"পবিত্রোপচিতঃ"=মন্ত্র জপ, কুশ, কমণ্ডলু, কৃষ্ণাজিন প্রভৃতি সমন্বিত হইয়া,—। অথবা যাহাতে পবিত্রতা জন্মে সেই সমস্ত কৃচ্ছ্রব্রত যুক্ত হইয়া। "মুনিঃ"=মুনি হইয়া অর্থাৎ কথা কহা বন্ধ করিয়া, "সমুপোঢ়েষু"=কাহারও দ্বারা উপস্থাপিত, "কামেষু"=উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রভৃতি স্পৃহণীয় বস্তু সকল কিংবা সংগীতাদি ধ্বনি ঘটনাক্রমে যদি কর্ণগোচর হয় অথবা পত্রাদি যদি উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেগুলির প্রতি "নিরপেক্ষঃ"=অপেক্ষাশূন্য হইবে (আকৃষ্ট হইবে না)। অনেকক্ষণ ধরিয়া এইগুলিকে স্নেহযুক্ত দৃষ্টিতে দেখিবে না, কিংবা শ্রবণ করিবে না অথবা তাহাদের সহিত বসিবে না। ৪১

(নিজ সিদ্ধিলাভের জন্য সহায়রহিত হইয়া সকল সময়ে কেবল এককভাবেই বিচরণ করিবেন। যে ব্যক্তি একক থাকেন তাঁহার কামনা সিদ্ধ হয়; তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না, তাঁহাকেও কেহ ত্যাগ করে না।)

(মেঃ)—এই শ্লোকটীতে 'একারামতা' (এক-আরাম) বিধান করা হইয়াছে—একাকী থাকিয়া তৃপ্ত হইবে। "এক এব" ইহা দ্বারা বলা হইল যে, পূর্ব্বপরিচিতদের পরিত্যাগ করিবে। "অসহায়বান্‌"=আগে যাহারা ভৃত্য ছিল তাহাদেরও সংগে লইবে না। পরিচয়, সম্ভাষণ এবং অনুরাগ ও বিদ্বেষ বিহীন হইলে এইভাবে সর্ব্ববিষয়ে সমতা জন্মে। তাহা না হইলে এই ভৃত্যাদি যদি নিকটে থাকে তখন তাহাদের প্রতি এইরূপ মমতা জন্মিতে পারে যে, এ ব্যক্তি আমার আপন জন। এই প্রকার সংগই অবধির (আধি?) হেতু। যখন ইহা সম্পন্ন হইবে অর্থাৎ সংগ দ্বারা আকৃষ্ট না হইতে হইবে তখন "ন জহাতি"=তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না অর্থাৎ পুত্রাদি কোন কেহ তাঁহা দ্বারা পরিত্যক্ত হয় না। এই কারণে তিনিও "ন হীয়তে"= পুত্রাদি দ্বারা পরিত্যক্ত হন না অর্থাৎ তাঁহার নিকট পুত্রাদি বিয়োগজনিত দুঃখ উপস্থিত হয় না। তাহা না হইলে উহাদের প্রতি আসংগ জন্মিলে পুনরায় যখন উহাদের ত্যাগ করা হয় তখন গুরুতর দুঃখ জন্মে। তাঁহার নিকট কেহ মরে না এবং তিনিও কাহারও নিকট মৃত হন না। ৪২

(তিনি লৌকিক অগ্নির সংস্পর্শও বর্জ্জন করিবেন, তাঁহার কোন আশ্রয় অথবা বাসস্থান থাকিবে না। কেবল মাত্র অন্নের জন্য গ্রামে যাইবেন; সকল বস্তুতেই তাঁহার উপেক্ষা থাকিবে; তিনি কোন প্রকার সঞ্চয়ও করিবেন না। তিনি 'মুনি' অর্থাৎ বাক্‌সংযমী হইবেন এবং ভাবেতেও অর্থাৎ চিন্তাতেও সমাহিত বা একনিষ্ঠ হইবেন।)

(মেঃ)—সন্ন্যাসীর শ্রৌত অগ্নি যে থাকিবে না তাহা আগে বলা হইয়াছে, এক্ষণে এই শ্লোকটীতে বলা হইতেছে যে তাঁহার গার্হস্থ্য অগ্নিও (লৌকিক অগ্নিও) থাকিবে না। অথবা ইহা দ্বারা সন্ন্যাসীর পক্ষে পাকক্রিয়া নিষেধ করা হইল, এবং শীতাদি নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালিবার জন্য যে কাঠকুটা সংগ্রহ করা তাহাও নিষিদ্ধ হইল। "নিকেতঃ" অর্থ গৃহ। অন্ন সংগ্রহের জন্য গ্রামে এক রাত্রি মাত্র বাস করিতে পারিবেন। যখন প্রয়োজন সাধন করা হইয়া যাইবে তখন অবশিষ্ট সময় অরণ্যে বাস করিবেন। এই যে গ্রামে এক রাত্রি যাপন করা, ইহা গৌতম স্মৃতি মধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। গ্রাম যদি বনের নিকটেই হয় তাহা হইলে কেবল অন্নের জন্যই গ্রামে প্রবেশ করিবেন। আর গ্রাম যদি বন থেকে দূরে হয় তাহা হইলে গ্রামে মাত্র এক রাত্রি বাস করা চলিবে। দ্বিতীয় রাত্রিটী বনেই কাটাইতে হইবে। "উপেক্ষকঃ"= কমণ্ডলু প্রভৃতি অচেতন পদার্থ সকলেও উপেক্ষাযুক্ত হইবেন—সেগুলি নিজ আয়ত্ত করিবেন না

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিন্তু উপেক্ষাই করিবে। অথবা 'উপেক্ষক হইবে' ইহার অর্থ শরীরে যদি ব্যাধি জন্মে তাহা হইলেও তাহার প্রতিকার করিবে না, তাহা উপেক্ষা করিবে। কেহ কেহ "অসাঙ্কয়িকঃ" ইহার স্থলে "অ-সংকুসুকঃ" এইরূপ পাঠ ধরেন। 'সংকুসুক' ইহার অর্থ অস্থির; এই অস্থিরতা নিষেধ দ্বারা চিত্তবৃত্তির ধৈর্য্য সম্পাদন করিবার উপদেশ দিতেছেন। "মুনিঃ"=যিনি বাগিন্দ্রিয়কে সংযত করিয়াছেন। "ভাবসমাহিতঃ" ইহার অর্থ যিনি 'ভাবতঃ' অর্থাৎ মনেতেও সমাহিত (একনিষ্ঠ); মনের মধ্যে যে নানা প্রকার বিকল্প উপস্থিত হয় সেগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে। কেবল কথায় মাত্র সমাধিযুক্ত হইলে চলিবে না, কিন্তু ভাবেতেও (চিত্তেও) সমাহিত হইতে হইবে। ৪৩

(ভাংগা শরা অথবা 'খোলা' ধারণ করা, গাছের তলায় থাকা, ছেঁড়া মোটা কাপড় পরা, কোন সহায় সংগী না লওয়া, এবং সকল প্রাণীর প্রতি সমদর্শী হওয়া, এসব মুক্ত পুরুষের লক্ষণ—ইহা দ্বারা মুক্তি নিকটবর্ত্তী হয়।)

(মেঃ)—ভিক্ষাপাত্র এবং ভোজনপাত্র হইবে "কপালম্"=ভাংগা শরা বা 'খোলা'। "নিকেত"= বাসস্থান হইবে গাছের তলা। "কুচৈলম্"=মোটা ও ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা। "সমতা"=শত্রু, মিত্র কিংবা উভয় বহির্ভূত নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির প্রতি এবং নিজের প্রতি সমভাব। এগুলি সব "মুক্তস্য লক্ষণম্"=মুক্তের অর্থাৎ মুক্তির লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক বা সূচক;—। ইহা দ্বারা, মুক্তি যে অচিরপ্রাপ্য, শীঘ্রই লাভ করা যাইবে, তাহা বলা হইল। তাই বলিয়া যে কেবল এইগুলি দ্বারাই মুক্তিলাভ হয় তাহা নহে। ৪৪

(মৃত্যুকে অভিনন্দন জানাইবে না আবার জীবনকেও প্রশংসা করিবে না। ভৃত্য যেমন বেতন শোধ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করে সেইভাবে সময়ের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া থাকিবে।)

(মেঃ)—ইহা দ্বারা ক্লেশকাতরতা না থাকিবার কথা বলিয়া দেওয়া হইল। মরণ কামনা করিবে না; কিংবা অতিশয় জ্ঞান অর্জ্জন করিবার জন্য জীবন অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকাটাও প্রার্থনীয় বিবেচনা করিবে না। কিন্তু "কালমেব প্রতীক্ষেত"=কেবল কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে—যাহা যখন ঘটিবে তাহা তখন ঘটুক, এইরূপ চিন্তা করিবে। "যথা ভৃতকো নির্ব্বেশম্"=ভৃত্য যেমন বেতন লইয়া কাল প্রতীক্ষা করে—বেতনের বিনিময়ে যতক্ষণ প্রভুর নিকট থাকিবার কথা ততক্ষণ অপেক্ষা করে—একটী দিন আমায় ইহার কাজ করিতে হইবে, মাঝখানে বন্ধ দিলে পূর্ণ বেতন পাওয়া যাইবে না, সেইরূপ সংসার ক্ষয় হইলে (প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে) শরীর পাত হইবে, তাহার পর মোক্ষ হইবে,—এইভাবে কালক্ষেপ করিবে কিন্তু নিজ ইচ্ছানুসারে আচরণ করিতে থাকিলে তাহা হইবে না। ৪৫

(যেখানে পা ফেলা হইবে সেই স্থানটী কীটপতংগাদি জীবশূন্য রহিয়াছে ইহা দেখিয়া তখন সেখানে পা ফেলিবে, জলের মধ্যে কীটাদি জীব থাকিলে সেগুলি পাছে উদরস্থ হইয়া মারা পড়ে এই বিবেচনায় জল কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া পান করিবে. সত্য কথা বলিবে, মনে পূতভাব লইয়া কাজ করিবে।)

(মেঃ)—চক্ষু দিয়া পথটী ভালভাবে দেখিয়া—যে জায়গায় পা ফেলিলে কোন জীব উৎপীড়িত না হয় সেখানে পা ফেলিবে। 'সত্য কথা বলিবে' এইটুকু মাত্র বলিলেই চলিত তথাপি 'সত্যপূত' এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে এইজন্য যে, সকল সময়েই বক্তব্য বিষয়টী সত্য দ্বারা বিশেষিত, সত্যের দ্বারা অনুস্যূত হইবে। সর্ব্বদা 'মনঃপূত'=মনে মনে পবিত্রভাব হইবে—(চিন্তায় পবিত্র থাকিবে), পরদ্রব্যাদি সম্বন্ধে কোন চিন্তা কখনও করিবে না। ৪৬

(কেহ যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলে তাহা সহ্য করিবে, কাহারও অবমাননা করিবে না। আর এই দেহকে নিমিত্ত করিয়া ইহার জন্য কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না।)

(মেঃ)—শাস্ত্রলংঘন করিয়া যদি কেহ কথা বলে তাহা হইবে অতিবাদ; কিংবা অপ্রিয় কথা বলিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন অতিবাদ; তাহা "তিতিক্ষেত"=সহ্য করিবে অর্থাৎ পাল্টা আক্রোশ (তর্জ্জন-গর্জ্জন) করিবে না। এমন কি মনে মনেও ক্রুদ্ধ হইবে না;—এইজন্য পরবর্ত্তী শ্লোকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলিবেন 'কেহ আক্রোশ করিতে থাকিলেও তাহাকে ভাল কথা বলিবে';—। ইহা দ্বারা মানসিক চাঞ্চল্য নিবারণ করিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার প্রতি যে ভাল বাক্য বলিতেই হইবে, এরূপ বিধি নির্দ্দেশ করা হইতেছে না। কারণ, এরূপ হইলে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বাহিরে যদি ভাল কথা বলা হয় তাহা হইলে মনে এক রকম এবং কথায় আর এক রকম হইয়া মিথ্যাবাদী হইয়া পড়িতে হয়। "নাবমন্যেত"=কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না। গুরু প্রভৃতির পূজা লংঘন করিবে না। "ইমং দেহমাশ্রিত্য"=এই দেহ আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ এই দেহের জন্য;—। যদি কেহ শরীরে আঘাত করে তথাপি তাহার সহিত শত্রুতা করিবে না। আমার এ শরীর নষ্ট হইলেই কি আর থাকিলেই বা কি? আমার দেহ তেজোময় হউক এইরূপ ধ্যান করিবে। ৪৭

(কেহ যদি ক্রোধ প্রকাশ করে তথাপি তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিবে না, যদি কেহ তর্জ্জন গর্জ্জন করে তবুও তাহাকে ভাল কথা বলিবে; সপ্ত বিষয়ে যাহা স্খলিত হইতে পারে সেই প্রকার মিথ্যা কথা বলিবে না।)

(মেঃ)—'সপ্ত দ্বার' হইতেছে ধর্ম্মার্থ, ধর্ম্মকাম, অর্থকাম, কামার্থ, কামধর্ম্ম, অর্থধর্ম্ম এবং ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম-অর্থ-কাম)। এই সকল বিষয়ে যাহা 'অবকীর্ণ' অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে (স্খলিত হইয়া পড়ে); এইসকল বিষয়ে অসত্য কথা বলিবে না। কারণ এগুলি সব ভেদমূলক; আর সকল প্রকার ভেদই হইতেছে অসত্য। এইজন্যই এখানে "অনৃতাম্"= অসত্য, এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু মোক্ষ বিষয়ক (মোক্ষোপকারক) কথাই কেবল বলিবে। অথবা মস্তকস্থিত যে সাতটী ইন্দ্রিয় ছিদ্র আছে, সেগুলি বাক্-দ্বারস্বরূপ। অথবা ছয়টী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং সপ্তমতঃ বুদ্ধি—ইহারা যে যে বিষয় গ্রহণ করে সেই বিষয়েই বাগিন্দ্রিয় প্রবৃত্ত (সক্রিয়) হয়—কথা বলা হয়। অথবা কাহারও কাহারও মতে, সাতটী সুবন্ত বিভক্তি (শব্দ প্রয়োগের) সপ্ত দ্বারস্বরূপ। ৪৮

(আত্মতত্ত্ব বিষয়ে রতিযুক্ত হইয়া, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে, অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে না, কোন বিষয়ে স্পৃহাযুক্ত হইবে না। কেবলমাত্র নিজেই নিজের সহায় হইয়া পরমসুখ মোক্ষলাভ করিবার অভিলাষে ইহজগতে বিচরণ করিবে।)

(মেঃ)—যে একাগ্রতা দ্বারা আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করা যায় তাহাই অধ্যাত্ম; তাহাতে রতিযুক্ত হইয়া অর্থাৎ সেই অধ্যাত্মতত্ত্ব চিন্তায় রত হইয়া থাকিবে। 'নিরপেক্ষ'—ইহা পূর্ব্বে যে বিষয়টী বলিয়া আসা হইয়াছে তাহারই অনুবাদ বা পুনরুক্তি। ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি অপরাপর বিষয়ে ঐ নিরপেক্ষতা পালন করিবার জন্য উহা বলা হইয়াছে। 'নিরামিষঃ'=নিস্পৃহ। 'আমিষ' অর্থ মাংস; উহা দ্বারা লক্ষণা বলে স্পৃহা বোধিত হইতেছে; তাহার পর তাহার নিষেধ করা হইয়াছে। ঐ মাংসেতে প্রাণিগণের স্পৃহা অতি অধিক। বাকী কথাগুলি আগেই বলা হইয়াছে। ৪৯

(দৈব উৎপাত এবং গ্রহবৈগুণ্য প্রভৃতি জানাইয়া, কিংবা নক্ষত্রবিদ্যা অথবা অঙ্গবিদ্যার সাহায্যে কিংবা অনুশাসন দ্বারা অথবা শাস্ত্রীয় বাদ বিচার করিতে থাকিয়া তাহা দ্বারা ভিক্ষা লইবে না।)

(মেঃ)—উৎপাত=দিব্য (দ্যুলোক সম্ভূত), আন্তরিক্ষ (অন্তরিক্ষে—ভূমির ঊর্দ্ধ্বে সম্ভূত), কিংবা ভূমিসম্ভূত উপদ্রবসকল। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, গ্রহগণের উদয়, ধূমকেতুর আবির্ভাব, দিক্-দাহ, ভূমিকম্প প্রভৃতি ত্রিবিধ উৎপাত। ভিক্ষালাভের ইচ্ছায় এই সমস্ত বিষয়ের ফল নির্দ্দেশ করিবে না। 'নিমিত্ত' বলিতে গ্রহবৈগুণ্য প্রভৃতি বুঝাইতেছে। "নক্ষত্র-বিদ্যা"=আজ কৃত্তিকা নক্ষত্র, ইহা কর্ম্মের পক্ষে প্রশস্ত; ইহা যাত্রা করিবার উপযুক্ত নক্ষত্র ইত্যাদি প্রকার বিদ্যা। "অঙ্গবিদ্যা"=অঙ্গ অর্থ হস্তপদাদি অবয়ব; সুতরাং 'অঙ্গবিদ্যা' অর্থ কর-রেখা প্রভৃতি বিচার। "অনুশাসন"=রাজা অথবা তাঁহার প্রজাগণকে নির্দ্দেশ দেওয়া;—। যেমন, এইভাবে থাকা উচিত; ইহার সহিত সন্ধি করা উচিত; উহার সহিত যুদ্ধ করা দরকার; এরকম কাজ তুমি করিলে কেন? এরকম করিতেছ না কেন?—ইত্যাদি প্রকার যে নির্দ্দেশদান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহাই 'অনুশাসন'। "বাদ"=শাস্ত্রের অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য সিদ্ধান্ত পক্ষের পরিপোষক অনুকূল যুক্তি দেখান এবং বিপক্ষে দোষ উদ্‌ভাবন করা, অভিমানের ফলেই (পাণ্ডিত্যাভিমান-বশতই) এইরূপ করা হয়—(আমি শাস্ত্রার্থ অবগত আছি এই প্রকার অভিমান থাকার জন্যই ঐভাবে বাদে প্রবৃত্ত হয়)। ৫০

(যে গৃহ বহু তাপস, বহু ব্রাহ্মণ, বহু অন্নভোজী পক্ষী, বহু কুক্কুর এবং বহু ভিক্ষুক দ্বারা আশ্রিত হইয়াছে সন্ন্যাসী সে বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে যাইবেন না।)

(মেঃ)—"আকীর্ণম্"=পরিব্যাপ্ত। বহু প্রাণী যেখানে অন্নলাভের আশায় জড় হইয়াছে সেরূপ জায়গায় ভিক্ষা বর্জ্জন করিবে। ৫১

(কেশ, শ্মশ্রু এবং নখ কাটিয়া ভিক্ষাপাত্র, দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণ করিয়া কোন প্রাণীকে কোন সময়ে ক্লেশ না দিয়া সংযত হইয়া বিচরণ করিবেন।)

(মেঃ)—যে ভিক্ষাপাত্র ধারণ করা হইবে সেটী কিরূপ হইবে তাহা অগ্রে বলিবেন। দণ্ড তিনটী ; কারণ ঐ সন্ন্যাসী 'ত্রিদণ্ডী'। 'কুসুম্ভ' অর্থ কমণ্ডলু ; ইহার অর্থ স্বর্ণ কিংবা পুষ্পবিশেষ নহে। শ্লোকটীর শেষার্দ্ধের যাহা অর্থ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসা হইয়াছে। ৫২

(সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্র এবং জলপাত্র তৈজসদ্রব্যের হইবে না ; সেগুলি ছিদ্রযুক্তও হইবে না। যজ্ঞে যেমন চমস প্রভৃতি পাত্রগুলি শুদ্ধ করা হয় এগুলিও সেইভাবে জল দিয়াই শুদ্ধ করা চলিবে, ইহা স্মৃতিমধ্যে উক্ত হইয়াছে।)

(মেঃ)—"অতৈজসানি" ইহার অর্থ যাহা সুবর্ণাদি নির্ম্মিত নহে। "পাত্রাণি"=ভিক্ষাপাত্র এবং জলপাত্র। "নির্ব্রণানি" ইহার অর্থ ছিদ্র রহিত। "অদ্ভিঃ"=কেবল জল দিয়া শুদ্ধ করিবে যদি তাহাতে কিছু লাগিয়া না থাকে, যেমন চমস শুদ্ধ করা হয়। কিন্তু তাহাতে যদি কিছু লাগিয়া থাকে তাহা হইলে অন্য দ্রব্যের সাহায্যেও তাহা দূর করা যাইবে, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ৫৩

(লাউখোলা, কাঠের পাত্র, মাটীর জায়গা অথবা বাঁখারি বা চেঁচাড়ির তৈয়ারি ঠোল—এইসব-গুলির যে কোনটী সন্ন্যাসীর ভিক্ষাদিপাত্র হইবে, ইহা স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়া গিয়াছেন।)

(মেঃ)—'বৈদল' ইহার অর্থ বাঁশ প্রভৃতির বিদল (বাঁখারি বা চেঁচাড়ি) হইতে প্রস্তুত। "যতিপাত্রাণি"—ভিক্ষার জন্য এবং জলের জন্য সন্ন্যাসীর পাত্র। ৫৪

(একবারমাত্র ভিক্ষান্ন ভোজন করিবেন, বেশী সংগ্রহ করিবেন না। সন্ন্যাসী যদি ভিক্ষান্ন সঞ্চয়ে আসক্ত হন তাহা হইলে বিষয়েও আসক্ত হইয়া পড়িবেন।)

(মেঃ)—ভৈক্ষের কার্য্য বা প্রয়োজন যে ভোজন তাহাতেই এককালতা বিধান করা হইতেছে অর্থাৎ ভোজন একবারমাত্রই কর্ত্তব্য, কিন্তু ভৈক্ষ সংগ্রহ যে কেবলমাত্র একবার (এক বাড়ীতে) কর্ত্তব্য তাহা বলা হইতেছে না। যেহেতু দুইবার ভোজন করাটা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়াই এখানে অভিপ্রেত। একবার ভিক্ষাচরণ করিয়া দ্বিতীয় বারের জন্য তাহা অবশিষ্ট রাখিয়া ভোজন করিবে না। দ্বিতীয়বার ভোজনের প্রতিষেধ উহার জন্য। এইজন্য বলিলেন "ন প্রসজ্জেত বিস্তরে"। দ্বিতীয়বার ভোজনের জন্য অধিক আবশ্যক হয়। যিনি 'একারাম' তাঁহার পক্ষে ভৃত্যের জন্যও ভৈক্ষদ্রব্য অধিক লওয়া অনাবশ্যক। কেন অধিক ভৈক্ষ গ্রহণ করিবে না তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন এবং তাহার সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিতেছেন যে একবারমাত্র ভোজনেও যেন সৌহিত্য না হয় (খুব বেশীভাবে পেট ভরিয়া খাওয়া না হয়)। ৫৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যে সময়ে রন্ধনগৃহের ধূম বন্ধ হইয়া গিয়াছে, মূষল থামিয়া গিয়াছে, আগুন নিভিয়া গিয়াছে, বাড়ীর সকল লোকের খাওয়া হইয়া গিয়াছে এবং উচ্ছিষ্ট শরা প্রভৃতি পাত্রগুলি ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে তখন সন্ন্যাসী ভিক্ষা করিবেন।)

(মেঃ)—যে সময়ে সকল লোক ভোজন সমাধা করিয়াছে তাহাকে বলে 'ভুক্তবজ্জন' কাল। 'বিধূম' প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থও এইরূপ। 'শরাবসম্পাত' ইহার অর্থ উচ্ছিষ্ট শরাগুলি বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া; তাহাও যখন সমাপ্ত হইবে। এই সব কয়টী বিশেষণ দ্বারা ইহাই বলিয়া দেওয়া হইল যে প্রথম পাক কালে ভিক্ষা দিবার সময় যখন অতীত হইবে তখন ভিক্ষা করিতে হইবে। 'বিধূম' ইহা দ্বারা জানাইয়া দেওয়া হইল যে, গৃহস্থ দ্বিতীয়বার রন্ধন করিবার জন্য আয়োজন করিতেছে। "সন্নমুষল"—'সন্ন' অর্থাৎ কণ্ডনকর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিয়া সরাইয়া রাখা হইয়াছে মুষল (হামালদিস্তা, জাঁতা প্রভৃতি) যখন। ৫৬

(যদি ভিক্ষালাভ না হয় তাহা হইলে বিষাদগ্রস্ত হইবে না, আবার ভিক্ষালাভ হইলেও হর্ষ প্রকাশ করিবে না; কেবলমাত্র প্রাণযাত্রা যাহাতে নির্ব্বাহ হয় সেই পরিমাণ ভিক্ষা লইবে; ভিক্ষার পরিমাণ এবং ভিক্ষা সরাইয়া রাখা এসব দিকে আসক্তি থাকিবে না।)

(মেঃ)—পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময়ে যদি কোথাও ভিক্ষা পাওয়া না যায় তাহা হইলে 'বিষাদ' অর্থাৎ চিত্তমধ্যে খেদ জন্মিতে দিবে না। লাভ এবং অলাভ (ভিক্ষা পাওয়া এবং না পাওয়া) উভয় অবস্থাতেই হর্ষ কিংবা বিষাদ জন্মিবে না। 'প্রাণযাত্রিকী'=কেবলমাত্র প্রাণধারণ করিবার উপযুক্ত ভিক্ষার মাত্রা অর্থাৎ পরিমাণ হইবে। ইহা দ্বারা ইহাও দেখাইয়া দেওয়া হইল যে ভৈক্ষ সংগ্রহ সম্ভব না হইলে ফল, মূল ও জল যাহা অন্য কাহারও কর্ত্তৃক পূর্ব্বে গৃহীত হয় নাই তাহা দ্বারাই জীবনধারণ করিবে। 'মাত্রা' অর্থ ভিক্ষাদিপাত্র এবং দণ্ড প্রভৃতি, তাহাতে 'সংগ' অর্থাৎ যত্নসহকারে তাহা অর্জ্জন করা, ইহা হইতে 'বিনির্গত' অর্থাৎ নিবৃত্ত হইবে। কামনাশূন্য হইবে, ইহাই ফলিতার্থ। ৫৭

(যে ভিক্ষা পূজাসমাদরপূর্ব্বক লাভ করা যায় তাহা সর্ব্বপ্রকারে ঘৃণা করিবে; কারণ, পূজাসমাদরপূর্ব্বক ভিক্ষালাভে মুক্ত সন্ন্যাসীও বন্ধনপ্রাপ্ত হন।)

(মেঃ)—গৃহস্থ যাঁহাকে অর্চ্চনা (সমাদর) করিয়া যে ভিক্ষা দেন সেইটী 'অভিপূজিতলাভ'; সেই প্রকার ভিক্ষালাভটীকে "জুগুপ্সেত"=নিন্দা করিবে। আর এইজন্যই উহা নিন্দিত বলিয়া ঐ প্রকার নিন্দিত কর্ম্মও করিবে না। "সর্ব্বশঃ"=সকল সময়ে। একদিনও ঐরূপ ভিক্ষা গ্রহণ করিবে না। শ্লোকের শেষার্দ্ধটী নিন্দাত্মক অর্থবাদমাত্র। কারণ, বস্তুতঃপক্ষে যিনি মুক্ত হইয়াছেন তাঁহার পুনর্বন্ধ হইতে পারে না। ৫৮

(ইন্দ্রিয় সকল যে শব্দাদি বিষয়ের দ্বারা উৎপথে চালিত হয়, সেজন্য সেগুলিকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত অল্প অন্ন আহার এবং নির্জ্জন স্থানে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকা আবশ্যক।)

(মেঃ)—'রহঃ' ইহার অর্থ জনশূন্য স্থান; সেখানে দাঁড়ান অথবা বসিয়া থাকা উচিত; ইহা দ্বারা এই বিষয়টী দেখাইয়া দেওয়া হইল যে, ইন্দ্রিয় জয় হইতেছে একারামতার ফল। অথবা ইহা দ্বারা কুতূহলশূন্য হইবার কথা বলা হইল। যেখানে বহু মেয়ে-পুরুষের সমাগম হয়—তাহাদের সহিত নানাবিধ পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে ক্ষণকালও থাকিবে না। ৫৯

(ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে, রাগ-দ্বেষাদি দূরীভূত করিতে পারিলে এবং সকল জীবের প্রতি অহিংসাভাব পোষণ করিতে পারিলে মুক্তিলাভের অধিকারী হওয়া যায়।)

(মেঃ)—"ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন"=ইন্দ্রিয়গুলির নিরোধ দ্বারা;—। 'নিরোধ' ইহার অর্থ ইন্দ্রিয় সকলের স্ব স্ব গ্রাহ্যবিষয়ে যে প্রবৃত্তি (সক্রিয়তা) তাহার প্রতিবন্ধ অর্থাৎ বাধা। "অমৃতত্বায় কল্পতে"=অমৃতত্বলাভে সমর্থ (যোগ্য) হয়। আত্মজ্ঞান যেমন মুক্তির কারণ, ইহাও সেইরূপ মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়, ইহাই দেখাইয়া দিলেন। ৬০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(কর্ম্মদোষ হইতে মানুষের কিরূপ দুর্গতি হয়, নরকে পতন ঘটে এবং যমালয়ে নানাপ্রকার যাতনা পাইতে হয় তাহা লক্ষ্য করিবে—মনে মনে আলোচনা করিবে।)

(মেঃ)—দুঃখাত্মক সংসারের স্বরূপ নিরূপণ অর্থাৎ সাংসারিক বস্তুর অসারতা চিন্তা এবং পরমতত্ত্বের সত্যতা অবধারণ ; ইহাই পরমার্থভাবনা ; ইহা ভাবনা করার নামই পরমার্থ–ভাবনা–প্রসংখ্যান। ইহা দ্বারা দুঃখময় সংসারের স্বরূপ নিরূপণ করা যায়। এই প্রসংখ্যান না থাকিলে কিরূপে এই সন্ন্যাসী ব্যক্তি সন্ন্যাস, ভৈক্ষচর্য্যা প্রভৃতিজনিত যে শারীরিক ক্লেশ, যাহা বন্ধু, আত্মীয়বর্গ, স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ত্যাগ করিবার ফল তাহা গণনা (গ্রাহ্য) না করিয়া অবিরোধে স্বচ্ছন্দে ঐগুলি পালন করিয়া যাইতে পারেন? মানুষের নানাপ্রকার দুঃখবহুল গতি হয়, সেগুলি বড় কষ্টকর। নিষিদ্ধ অনুষ্ঠান, হিংসা, চৌর্য্য, পরদারপরায়ণতা, পরুষতা, পিশুনতা, অশুভ সংকল্প প্রভৃতি কর্ম্মদোষ হইতে ঐগুলি উৎপন্ন হয়। আবার উহার ফলে এই মনুষ্যলোকেই দারিদ্র্য, ব্যাধি প্রভৃতির আক্রমণে বিকলতা, বিহ্বলতা প্রভৃতি মানসিক অবস্থা জন্মে (ইহাও কম দুঃখদায়ক নহে)। পরলোকে "নিরয়ে"=নরকে পতন ঘটে অর্থাৎ মল-মূত্রাদিপূর্ণ অপবিত্র স্থানে কৃমি-কীটাদিরূপে জন্ম হয়। আর যমগৃহে কুম্ভীপাক প্রভৃতি যাতনা ভোগ করিতে হয়। ৬১

(প্রিয় বস্তুর যে বিয়োগ এবং অপ্রিয় বস্তু সকলের সহিত যে সংযোগ ঘটে, জরা দ্বারা যে অভিভূত হইতে হয় এবং ব্যাধি দ্বারা যে উৎপীড়িত হইতে হয়—এসকলও বিবেচনা করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বশ্লোকের 'অবেক্ষেত' এই ক্রিয়াপদটীর অনুষঙ্গ করিয়া এখানে অন্বয় হইবে, এইজন্য "বিপ্রযোগং" প্রভৃতি পদগুলিতে দ্বিতীয়া হইয়াছে। "প্রিয়" বলিতে পুত্র প্রভৃতি বান্ধবগণ; তাহাদের সহিত "বিপ্রযোগ",—তাহারা যদি অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। "অপ্রিয়" বলিতে শত্রু সকল বুঝায়; তাহাদের সহিত 'সংযোগ' অর্থাৎ যুদ্ধ-কলহাদি সংঘটন। "জরয়া"=জরা দ্বারা;—চতুর্থ বয়সে শরীরের যে অবস্থাবিশেষ উপস্থিত হয় তাহাই জরা; তাহা দ্বারা অভিভব ঘটা অর্থাৎ শরীরের আকার নষ্ট হইয়া যাওয়া, সামর্থ্য লোপ পাওয়া, ইন্দ্রিয় সকল বিকল (অকেজো) হইয়া পড়া, কাস, শ্বাস প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপ; সকলের নিকট অবাঞ্ছনীয় হইয়া থাকা, উপহাসভাজন হওয়া—ইত্যাদিগুলি হইতেছে জরাজনিত অভিভব। "ব্যাধিভিঃ চ উপপীড়নম্"=নানাপ্রকার ব্যাধি দ্বারা উৎপীড়িত হওয়া;—। ইহা জরা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেও কাহারও কাহারও ঘটিতে পারে। ৬২

(এই দেহ হইতে জীবাত্মার উৎক্রান্ত হওয়া—অতি কষ্ট পাইয়া বাহির হইয়া যাওয়া, পুনরায় মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করা এবং অসংখ্য যোনিতে যাওয়া-আসা করা—এগুলি সর্ব্বদা আলোচনা করিবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বোক্ত প্রকার অবস্থা সকল উপেক্ষা করিয়াও যদি কাহারও সংসারে প্রবল তৃষ্ণা (আকর্ষণ ও আসক্তি) থাকে তাহা হইলে সে সম্বন্ধে এই বিষয়গুলিও বিবেচনা করিবে, ইচ্ছা না করিলেও এগুলি অবশ্যই ঘটিবে;—। "দেহাৎ উৎক্রমণম্"=এই দেহ হইতে প্রাণ বিয়োগ ঘটিবে; সে যন্ত্রণা সহ্য করা বড় কঠিন। "গর্ভে চ সম্ভবঃ"=মাতৃগর্ভে জন্ম; সেখানে নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ, ইন্দ্রিয় সকল উদ্‌ভিন্ন হয় নাই, তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা, মাতৃজঠরে থাকায় মাতার আহার অতি শীতল কিংবা অতি উষ্ণ, পরিমাণে কম, অথবা অতি মাত্রায় হইলে তাহার ফলে পীড়া ভোগ করিতে হয়, বৈদ্যশাস্ত্রে সেই পীড়ার বিবরণ বলা আছে। "যোনিকোটিসহস্রেষু"=অসংখ্য যোনিতে, "সৃতীঃ"=গতি অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ জীবাত্মাকে তির্য্যক্, প্রেত, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, পশু প্রভৃতি গতি প্রাপ্ত হইতে হয়। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, অন্তরাত্মাকে বিভু (বিশ্বব্যাপী) এবং নিত্য বলা হয়। তিনি যখন নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তখন তাঁহার উৎক্রান্তি হইবে কোথা হইতে এবং কিরূপেই বা তিনি নানা যোনিতে গমন করিবেন? (কারণ তিনি সকল স্থানেই যখন বর্ত্তমান তখন এস্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া তাঁহার পক্ষে ত সম্ভব নহে।) আবার তিনি যখন নিত্য সর্ব্বকালেই বিদ্যমান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তখন তিনি যে গর্ভে উৎপন্ন হইবেন তাহাও সংগত হয় না। (কারণ, যাহা আগে বিদ্যমান থাকে না তাহাই উৎপন্ন হয়।) ইহার উত্তরে বলা হয়, কোন কোন দার্শনিকগণ এইরূপ বলেন যে, শরীর মধ্যে এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ জীবাত্মা অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ আকারে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকেন; পঞ্চ তন্মাত্র, (দশ ইন্দ্রিয়), মন, বুদ্ধি, অহংকার—এইগুলির সমষ্টিরূপ যে লিঙ্গশরীর তাহাই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে বলিয়া তিনি এতৎস্বরূপ; এই লিঙ্গশরীর পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে গমনাগমন করিতে পারেন (গমনটী বস্তুত তাঁহার না হইলেও, উহা পরিচ্ছিন্নপরিমাণ লিঙ্গশরীরের ধর্ম্ম হইলেও তাঁহারই ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়; (যেমন একটী কলসকে সরাইয়া লইয়া গেলে তাহার মধ্যস্থিত আকাশটীও ঐ কলসের সহিত সরিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়)। এই গমনটী তখন তাঁহারই ধর্ম্ম হইয়া পড়ে; ঐ লিঙ্গশরীর যখন মাতৃদেহে প্রবিষ্ট হয় তখন তাহার মধ্যে চৈতন্য শক্তিও প্রকটিত হয়। এইজন্য এই লিঙ্গশরীরের জন্ম, মরণ, গমন, আগমন প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি তৎপরিবেষ্টিত অন্তরাত্মাতেও আরোপিত হইয়া থাকে। অথবা সেই অন্তরাত্মার অভিব্যঞ্জক যে প্রাণ প্রভৃতি অবয়বগুলি দেহমধ্যে রহিয়াছে সেইগুলির উৎক্রমণ হইলে জীবাত্মাও উৎক্রান্ত হইতেছে, এইরূপ বলা হয়। তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা—প্রাণাদির উৎপত্তিই জীবাত্মার উৎপত্তিরূপে আরোপিত হয়। এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ কথা পুনরায় দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিব। ৬৩

(প্রাণিগণকে যে দুঃখসম্বন্ধ ভোগ করিতে হয় তাহা অধর্ম্ম হইতে জন্মে; আর ধর্ম্মরূপ পদার্থ হইতে অক্ষয় সুখ সংযোগ ঘটে।)

(মেঃ)—অধিক কি,—। 'অধর্ম্মপ্রভবং'=অধর্ম্ম হইতে প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার। "দুঃখযোগং"=দুঃখের সহিত যে যোগ অর্থাৎ পীড়া অনুভব। "ধর্ম্মার্থপ্রভবং"=যে ধর্ম্মের লক্ষণ আগে বলা হইয়াছে সেই ধর্ম্মরূপ যে অর্থ=পদার্থ, তাহা হইতে অক্ষয় সুখের সহিত সম্বন্ধ হয়। ইহাও সন্ন্যাসীর পক্ষে আলোচ্য বিষয়। এইগুলি বলিবার অভিপ্রায় এই যে পারিব্রাজ্য অর্থাৎ সন্ন্যাসই প্রধান ধর্ম্ম। ৬৪

(যোগের দ্বারা পরমাত্মার সূক্ষ্মতা অনুধাবন করিবে এবং উত্তম ও অধম নানাপ্রকার দেহে নানাবিধ ফলভোগ করিবার বিষয়ও আলোচনা করা কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—"যোগেন"=যোগের দ্বারা,—। মহর্ষি পতঞ্জলি যাহা লক্ষণাদি দ্বারা বলিয়া দিয়াছেন, চিত্তবৃত্তি সকলের স্থিরতা সম্পাদনরূপ সেই যোগের দ্বারা "পরমাত্মনঃ"=অন্তরাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের সূক্ষ্মতা অনুধাবন করিবে। শরীরাদি কিংবা প্রাণাদিকে আত্মা বলিয়া জানিবে না। কিন্তু আত্মা যে এই সমস্ত আন্তর এবং বাহ্য সকল প্রকার তত্ত্ব হইতেই পৃথক্, ইহা যোগপ্রভাবলব্ধ জ্ঞানবিশেষ দ্বারা অনুভব করিবে; এই প্রকার অর্থেই শ্লোকের এই অংশটীর তাৎপর্য্য। কারণ, স্থূলতা, সূক্ষ্মতা ইত্যাদি প্রকার কোন বিকল্পই আত্মার নাই। আবার, দেবদেহাদি "উত্তম" শরীর সকলের মধ্যে ইঁহার "উপপত্তি",—তিনি সর্ব্বগত অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী হইলেও শরীরের অধিষ্ঠাতা (চালক) হইয়া সুখ-দুঃখাদি ফল ভোগ করিয়া থাকেন,—। এইরূপ, তির্য্যক্, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির অধম দেহ সকলেও গমন করিয়া তাহার অধিষ্ঠাতা হইয়া ফল ভোগ করেন। যাঁহাদের মতে আত্মা এক তাঁহাদের মতেও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা সকল পরমাত্মারই বিভূতি মাত্র (নানাবিধ অভিব্যক্তি মাত্র)। অতএব এইভাবে পরমাত্মার গতি আলোচনা করিবে। ৬৫

(যে আশ্রমেই থাকা হউক না কেন কেহ যদি অলঙ্কারাদি বিভূষিত করিয়া দেয় তথাপি নিজ ধর্ম্ম পালন করিবে, সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন হইবে; বাহিরের কোন চিহ্ন যেমন দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ প্রভৃতি এগুলি ধর্ম্মোপার্জ্জনের কারণ হয় না।)

(মেঃ)—"ভূষিতঃ"=পুষ্প কিংবা সুবর্ণ বলয় প্রভৃতি আভরণে অলঙ্কৃত হইলেও,—। "চরেৎ ধর্ম্মং"=ধর্ম্ম পালন করিবে; 'ধর্ম্ম' বলিতে এখানে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর পক্ষে যাহা কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে, যেমন আত্মোপাসনা প্রভৃতি তাহা যত্নসহকারে করিতে থাকিবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আবার যে আশ্রমের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা পালন করা সেই আশ্রমীর কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র ত্রিদন্ড প্রভৃতি চিহ্নগুলি ধারণ করা হইয়াছে বলিয়া নিজেকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিবে না। আরও, সকল জীবের প্রতিই সমভাবাপন্ন হইবে। অনুরাগ, বিদ্বেষ এবং লোভ এগুলিকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে, ইহাই তাৎপর্য্য। তাই বলিয়া যতিলিঙ্গ দন্ড কমন্ডলু প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া যে অলঙ্কার ধারণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে তাহা নহে। ৬৬

(যদিও নির্ম্মলী ফল আবিল জলকে নির্দ্দোষ করিয়া দেয় বটে কিন্তু তাই বলিয়া ঐ ফলের নাম উচ্চারণ করিলেই যে জল নির্ম্মল হইয়া যাইবে তাহা নহে।)

(মেঃ)—কতক বৃক্ষের ফল (নির্ম্মলী ফল) যদি কলুষিত জলে ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে জল শুদ্ধ ও স্বচ্ছ হইয়া যায় বটে কিন্তু তাই বলিয়া সেই ফলের নাম উচ্চারণ করিলে যে জল নির্দ্দোষ হইয়া যাইবে তাহা নহে, কিন্তু তাহা অনুষ্ঠানসাপেক্ষ—ঐ ফলটীকে পিষিয়া জলে ফেলিয়া দিতে হয়। এইরূপ, সন্ন্যাসীর চিহ্নধারণটী ঐ ফলের নাম উচ্চারণ করিবার সমান। কিন্তু কেবলমাত্র উহা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয় না, যতক্ষণ না একারামতা, উপাসনা, সর্ব্বত্র সমদর্শন প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি পালন করা হয়। ইহা পূর্ব্ব শ্লোকের শেষাংশের অর্থবাদস্বরূপ। ৬৭

(রাত্রিকালেই কি আর দিবাভাগেই কি শরীর পীড়ার সম্ভাবনা ঘটিলেও মাটীর উপর খুব ভালভাবে দেখিয়া তবে চলিবে, ইহাতে বহু প্রাণী রক্ষা পাইবে।)

(মেঃ)—পূর্ব্বে "দৃষ্টিপূতম্" ইত্যাদি শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে এই শ্লোকটীর দ্বারা তাহারই প্রয়োজন দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে। "শরীরস্যাত্যয়ে" ইহার অর্থ নিজ শরীরের পীড়া হইলেও রাত্রিকালে এবং দিবাভাগে তৃণময় আস্তরণ শয়নের জন্য বিছাইয়া দেওয়া হইলেও সেই স্থানটী ভালভাবে না দেখিয়া তাহার উপর শরীর স্থাপন করা উচিত নহে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। অথবা এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী আছে যেগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম; সেগুলি শরীরের কোন অবয়বের সহিত সংযুক্ত হইবা মাত্রই মরিয়া যায়। তাহা যাহাতে না ঘটে সেইজন্য এইরূপ বলা হইল। ৬৮

(সন্ন্যাসী দিবাভাগেই কি আর রাত্রিকালেই কি অজ্ঞানপূর্ব্বক যে সমস্ত প্রাণীর বধ সাধন করেন তাহা হইতে বিশুদ্ধি লাভের জন্য স্নান করিয়া ছয়টী প্রাণায়াম করিবেন।)

(মেঃ)—"জন্তূন্" ইহার অর্থ ক্ষুদ্র জন্তু বুঝিতে হইবে। ইহা যে কেবল পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর পক্ষেই বিধি তাহা নহে। সেই সমস্ত প্রাণিগণের হিংসা হইতে যে পাপ জন্মে তাহার শুদ্ধির জন্য—এইভাবে শ্লোকটীর পদগুলির অন্বয় হইবে। ৬৯

(ব্রাহ্মণগণ যদি ব্যাহৃতি এবং প্রণব সহযোগে অন্তত তিনটী প্রাণায়ামও যথাবিধি করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ তপ জানিতে হইবে।)

(মেঃ)—এখানে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় উহা যে ব্রাহ্মণ জাতির পালনীয় ধর্ম্ম তাহা বলিয়া দেওয়া হইল। কেবল সন্ন্যাসীরই ইহা কর্ত্তব্য, এরূপ নহে। "ত্রয়োঽপি" ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইল যে তিনটী প্রাণায়াম অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহার বেশী যদি হয় তাহা হইলে অধিক ফল হইবে। "ব্যাহৃতি" বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে "ওঁকার পূর্ব্বিকা" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। "প্রণব" অর্থ ওঁকার; তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া। প্রাণায়াম করিবার সময় ইহা ধ্যান করিতে হয়। এই প্রাণায়াম তিন প্রকার; সেগুলির নাম হইতেছে কুম্ভক, রেচক এবং পূরক। ইহাদের মধ্যে 'কুম্ভক' এবং 'পূরক' বলিতে এইরূপ বুঝায়, মুখমধ্যসঞ্চারী এবং নাসিকামধ্যসঞ্চারী বায়ুর বহির্নির্গমন বন্ধ করিয়া আটকাইয়া রাখিলে হয় কুম্ভক; আর বাহির হইতে ভিতরে শ্বাস দ্বারা বায়ু টানিয়া লইলে হয় পূরক। আর শ্বাস গ্রহণ না করিয়া দেহ মধ্যবর্ত্তী বায়ুকে নাসাপথে নিরন্তরভাবে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কেবল বাহিরে ঠেলিয়া দেওয়ার নাম 'রেচক'। ইহার অবধি কিরূপ, কতক্ষণ করিতে হইবে তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। অথবা যতক্ষণ ঐরূপ করিলে পীড়া না হয় ততক্ষণ করা যায়। ৭০

(ধাতু সকল অগ্নিদগ্ধ করা হইতে থাকিলে সেগুলির মল সকল যেমন পুড়িয়া যায় সেইরূপ প্রাণ-বায়ুকে রুদ্ধ করিলে অর্থাৎ প্রাণায়াম করিলে ইন্দ্রিয় সকলের সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়া যায়।)

(মেঃ)—"ধাতূণাং"=স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু সকল, "ধ্মায়মানানাং"=অগ্নিদগ্ধ করা হইতে থাকিলে সেগুলি স্বর্ণ প্রভৃতি নিজ নিজ যথার্থ স্বরূপে পরিণত হয়, ইহা যেমন ঘটে সেইরূপ বিষয়-বস্তু দর্শন করিলে, ইন্দ্রিয় সকলের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে যে প্রীতি কিংবা পরিতাপ জন্মে তাহাতে যে পাপ সঞ্চিত হয় প্রাণ-বায়ুর নিরোধে তাহার দাহ হয়, তাহা দগ্ধ হইয়া যায়। কাজেই মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে প্রীতি এবং পরিতাপ এদুটী জিনিষই নিষিদ্ধ। কিন্তু যিনি বিষয়সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন, ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা না করিলেও যখনই কোন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইবে তখনই তাঁহার মধ্যে ঐ প্রীতিপরিতাপোৎপত্তি ঘটিয়া যাইবে; কারণ, তিনি যখন শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন তখন আকস্মিকভাবে শব্দ-স্পর্শাদি যাহাই তাঁহার নিকটস্থ হউক না কেন, তাহাই নিজ নিজ বস্তুশক্তিবলে তাঁহার চিত্তে কিছু না কিছু ঐ ভাব উৎপাদন করিবেই। এইজন্য এই দোষ দূর করিবার নিমিত্ত প্রাণায়াম কর্ত্তব্য। ৭১

(প্রাণায়াম দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দোষ সকল দগ্ধ করিবে, 'ধারণা' নামক যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা পাপ নষ্ট করিবে, 'প্রত্যাহার' নামক যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়সঙ্গ দূর করিবে আর পরমাত্মধ্যানের দ্বারা অনাত্মধর্ম্ম গুণত্রয়কে ছাড়াইয়া দিবে।)

(মেঃ)—"প্রাণায়ামৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকের প্রতিপাদ্য বস্তুটী আগেকার শ্লোকে দেখান হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এখানে 'দোষ' ইহার অর্থ রাগ-দ্বেষাদি; সেগুলিকে দগ্ধ করিবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, রাগ-দ্বেষাদি দোষ সকলকে প্রাণায়ামের দ্বারা কিরূপে দগ্ধ করা সম্ভব হয়? ঐ প্রাণায়ামগুলি দ্বারা পাপকে দগ্ধ করা যায়, এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত হয় বটে। কারণ, পাপের উৎপত্তি অদৃষ্ট (তাহা ইন্দ্রিয়বেদ্য নহে), তাহা কেবল শাস্ত্র নির্দ্দেশ অনুসারেই জ্ঞাত হওয়া যায়; এইরূপ ঐ পাপের নিবৃত্তিও অর্থাৎ ধ্বংসও (প্রমাণান্তরবেদ্য নহে কিন্তু শাস্ত্রৈকসমধিগম্য; কাজেই শাস্ত্রে যদি নির্দ্দেশ থাকে যে প্রাণায়ামের দ্বারা পাপের ধ্বংস হয় তাহা হইলে তাহা মানিয়া লওয়া যায়)। কিন্তু রাগ-দ্বেষাদি পদার্থগুলি প্রত্যক্ষবেদ্য—সকলেরই অনুভবগম্য। সুতরাং উহাদের নিবর্ত্ত্য-নিবর্ত্তকভাবও প্রত্যক্ষবেদ্যই হওয়া উচিত; সুতরাং তাহাকে শাস্ত্রৈকগম্য বলা উচিত নহে। (অর্থাৎ যাহা দ্বারা রাগ-দ্বেষাদির নিবৃত্তি ঘটে সেই নিবর্ত্তক পদার্থগুলি এবং সেই নিবৃত্তিটীও প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত; কারণ নিবর্ত্ত্য ঐ রাগ-দ্বেষাদিগুলি যখন প্রত্যক্ষগ্রাহ্যই হইয়া থাকে, তখন উহার নিবৃত্তিকে শাস্ত্রৈকবেদ্য বলিলে তাহা আর প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হয় না)। যদি এ সম্বন্ধে শাস্ত্র মধ্যে এইরূপ নির্দ্দেশ থাকে যে, যাহা বিরমণশীল (প্রাণায়াম দ্বারা যাহা নিবৃত্ত হইতে পারে) তাহাকেই প্রাণায়াম দ্বারা নিবৃত্ত করিবে, তাহা হইলে আর প্রামাণ্য কি থাকে? (অর্থাৎ ইহা দ্বারা কোন অজানা বিষয় শাস্ত্র দ্বারা বোধিত হইতেছে না, কাজেই সে সম্বন্ধে যে শাস্ত্র তাহা প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয় না)। (উত্তর,—) অতএব এখানে এই প্রকার অর্থই গ্রহণ করিতে হয় যে, রাগ-দ্বেষাদিবশতঃ যে অনিষ্ট (নিষিদ্ধ) আচরণ তাহাকেই 'দোষ' বলা হইতেছে। তাহার কার্য্যটীকে অর্থাৎ ঐ অনিষ্ট আচরণের কার্য্য বা ফল যে পাপ সেটীকে দগ্ধ করা হইলেই তাহাকেও দগ্ধ করা হয়। বস্তুতঃ সকল কর্ম্মই স্বভাবতই তৃতীয়ক্ষণে স্বরূপতঃ নষ্ট হইয়া যায়; কারণ কর্ম্মমাত্রই ক্ষণিক (তৃতীয়ক্ষণে বিধ্বংসী)। ইহাই এখানে দাহ পদটীর অর্থ; কিন্তু অগ্নি দ্বারা দাহ হইলে যেমন ভস্মীভাবপ্রাপ্তি ঘটে সেরূপ দাহ এখানে বিবক্ষিত নহে। আর তাহা হইলে ইহা পূর্ব্বশ্লোকবর্ণিত বিষয়টীরই অনুবাদ (পুনরুল্লেখ) স্বরূপ, বুঝিতে হইবে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্"='ধারণা' দ্বারা কিল্বিষ দগ্ধ করিবে;—। আচ্ছা, 'কিল্বিষ' শব্দটীর অর্থ ত পাপ; আর তাহাকেই ত দোষ বলা হয়। সুতরাং (ইহা আবার আলাদা করিয়া না বলিয়া) "প্রাণায়াম দ্বারা এবং 'ধারণা' দ্বারা দোষ সকলকে দগ্ধ করিবে", এইরূপ বলাই ত উচিত ছিল, আবার 'কিল্বিষ' বলিবার দরকার কি? অথবা 'কিল্বিষ' দগ্ধ করিবে, ইহাই না হয় বলা হউক, আবার 'দোষ' শব্দটী উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। এখানে 'দোষ' শব্দটী প্রয়োগ করিতেই হইবে; কারণ প্রাণায়াম দ্বারা যে বিশেষ-প্রকার পাপেরই দাহ হয়, ইহা ঐ বচনটী হইতে জানা যায়, কিন্তু উহা হইতে সকল প্রকার পাপের দাহ হয় না। আর 'দোষ' শব্দটী দ্বারা রাগ-দ্বেষাদি পদার্থ সকলই অভিহিত হয়। কাজেই, সেই দোষনিমিত্তক (দোষসম্ভূত) যে পাপ তাহাকেই যে ঔপচারিকভাবে 'দোষ' বলা হইতেছে, ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আচ্ছা, তাহাই যদি হয় তবে কেবল 'দোষ' এই কথাটীই না হয় প্রয়োগ করা হউক, আবার 'কিল্বিষ' পদটী প্রয়োগ করা কেন? (উহা ত অনাবশ্যক।) (উত্তর)—তাহা ঠিক; তবে কিনা, উহা শ্লোকটীর পাদপূরণ করিবার জন্য পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই ইহাতে দোষ হইবে না। এস্থলে এইরূপ অর্থ বোধিত হইতেছে যে, যে পাপ পূর্ব্ব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে প্রাণায়াম তাহার দাহক হয় (প্রাণায়াম দ্বারা তাহা দগ্ধ হয়), কিন্তু 'ধারণা'র ফলে এই হয় যে, পাপের কারণীভূত ঐ দোষসকলই উৎপন্ন হইতে পারে না, কাজেই উহা দোষের প্রতিবন্ধক হইয়া দোষের অনুৎপত্তি সাধন করিয়া থাকে।

আচ্ছা, এই 'ধারণা' পদার্থটী কি? (উত্তর)—বিষয়দর্শনাভিলাষে মন যখন আকৃষ্ট হয় তখন তাহাকে শম, যম (দম?) প্রভৃতি দ্বারা সংযত করিয়া ধরিয়া রাখা হয়, একটী বিশেষ স্থানে (বিষয়ে) তাহাকে সংযত করা হয়। (বিষয়গত দোষ-ভাবনা দ্বারা এরূপ করিতে হয়)। অগ্রে "অস্থিস্থূণাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যেরূপ চিন্তা করিবার বিষয় বলা হইয়াছে তাহাই হইতেছে বিষয়গত দোষ-ভাবনা। স্ত্রীলোকের মধ্যে কান্তি, লাবণ্য, তারুণ্য এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের সুচারুতা থাকিলে তদ্দর্শনে সেই স্ত্রীলোকের উপর অভিলাষ জন্মে। আর ঐ কান্তি-লাবণ্য প্রভৃতিগুলি সবিকল্পকরূপে প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য। বিকল্প সকল আবার মনেরই ধারা অর্থাৎ কল্পনাপ্রবাহ। কাজেই পূর্ব্বোক্ত বিকল্পগুলির বিরুদ্ধ বিকল্প দ্বারা ঐগুলিকে নিরুদ্ধ করা যায়। সেই বিরুদ্ধ বিকল্পটী হইবে এইরূপ,—এই যে স্ত্রীশরীর ইহা ত মূত্র এবং মলে পরিপূর্ণ। এই স্ত্রীশরীরটী বলয়, পরিচ্ছদভূষিত একটী দ্রব্যের সমান; কি আশ্চর্য্য! যাহা যত্নপূর্ব্বক পরিহার করা উচিত তাহাই কি পুরুষগণ বেশী করিয়া অভিলাষ করে। এই যে স্ত্রীসঙ্গে সুখলেশ লাভ হয় ইহাও ত এক প্রকার ভ্রান্তি! ঐ ভ্রমটী ত অল্পক্ষণ পরেই ভাঙ্গিয়া যায়! সেই স্ত্রীসঙ্গ করার ফল এই দাঁড়ায় যে দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়;—ইত্যাদিপ্রকার বিরুদ্ধ ভাবনা দ্বারা উহা নিরোধ করা যায়। ইহাকেই তৎপ্রসংখ্যান (তত্ত্বপ্রসংখ্যান?) বলা হয়। উত্তম ভোজন প্রভৃতির দিকে যে আকর্ষণ তাহাও এইভাবে বিরুদ্ধ ভাবনা দ্বারা দূর করিতে হয়। যেমন,—এই যে, চিনি, ঘৃতধারা, হৈয়ঙ্গবীন, পায়স প্রভৃতি দ্রব্য, আর ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য কিংবা অপকৃষ্ট অন্নাদি এগুলি সবই ত সমান, একজাতীয়; কারণ, শরীর ধারণ করাই (উহা খাইয়া বাঁচিয়া থাকাই) উহার ফল; আর সে বিষয়ে উহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব বা ভেদ নাই ত! উহার মধ্যে উৎকৃষ্ট অন্নটীর রসাস্বাদ জিহ্বার অগ্রে অতি অল্পক্ষণ মাত্রই বর্ত্তমান থাকে (পরক্ষণেই উবিয়া যায়); কাজেই উহার মধ্যে যে বিশেষত্বটী পৃথক্ প্রকারে প্রতীয়মান হয় তাহার ঐ যে ক্ষণকালীন প্রকাশ সেটী আকাশে যেমন 'গন্ধর্ব্বনগর' ক্ষণকালের তরেই আবির্ভূত হইয়া অন্তর্হিত হয় ঠিক সেইরূপই হইতেছে। এইরূপ, উত্তম স্পর্শ প্রভৃতির সম্বন্ধেও দোষ-ভাবনা করিতে হয়।

কেহ কেহ আবার বলেন,—জঠর মধ্যবর্ত্তী যে বায়ু মুখ এবং নাসাপথে গমনাগমন করে তাহাকে শরীরের কোন একটী স্থান বিশেষে—হৃদয়মধ্যবর্ত্তী আকাশ প্রভৃতি স্থলে যে অভ্যাসক্রমে ধারণ করিয়া রাখা তাহাকে বলে ধারণা। আচ্ছা, তাহ'লে প্রাণায়াম এবং এই ধারণার মধ্যে পার্থক্য কি? (উত্তর)—ব্যাহৃতি প্রভৃতির ধ্যান করিতে করিতে ইচ্ছামত বাহু, ললাট প্রভৃতি স্থানে যদি ঐ বায়ু ধারণ করা হয় তাহা হইলে তাহা হইবে ধারণা; আর প্রাণায়ামে কেবল বায়ু ধারণ নহে কিন্তু বায়ু রেচনও আছে; ইহাই উভয়ের বিশেষত্ব।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অন্য কেহ কেহ আবার, 'মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা' এইগুলিকে ধারণা বলেন।* (এইজন্য উক্ত হইয়াছে)—"মৈত্রী, কৃপা, মুদা এবং উপেক্ষা এগুলি সর্ব্বভূতে অবস্থাপিত করিতে পারিলে, প্রকাশ করিতে পারিলে এই 'ধারণা'গুলি ঐভাবে চিন্তাকারী পুরুষকে শীঘ্রই ব্রহ্মলোকে চালিত করিয়া থাকে"। ঐগুলির মধ্যে, 'মৈত্রী' হইতেছে কাহারও উপর বিদ্বেষ না থাকা; কিন্তু মৈত্রী অর্থ এখানে বন্ধুর প্রতি অনুরাগ নহে, কারণ উহা বন্ধস্বরূপ। 'কৃপা' অর্থ করুণা; ইহা চিত্তের ধর্ম্ম। দুঃখগ্রস্ত লোককে দেখিয়া—'আহা! কিভাবে এ ব্যক্তি এই দুঃখ হইতে উদ্ধার পাইবে!' এইভাবে অন্যের দুঃখ মুক্তি কামনার নাম 'করুণা'। 'মুদিতা' ইহার অর্থ শোক নিবৃত্তি; ব্যাধি প্রভৃতিজনিত দুঃখ কিংবা নরকাদি ভয় হইতে সঞ্জাত দুঃখ উপস্থিত হইলে যে শোক হয় তাহার নিবৃত্তি কিন্তু 'মুদিতা' ইহার অর্থ হর্ষ নহে; যেহেতু তাহা অনুরাগের কারণ হইয়া থাকে। আর 'উপেক্ষা' ইহার অর্থ বিষয়ে ঔদাসীন্য—তাহা অনুগ্রাহকই (উপকারকই) হউক অথবা অনিষ্টসাধকই হউক; ইহা প্রসিদ্ধ। অথবা, মনকে ব্রহ্মচিন্তায় ব্যাপৃত রাখিয়া হৃদয়াকাশ মধ্যে যে নিশ্চল করিয়া রাখা হয় তাহার নাম 'ধারণা'। (যোগদর্শনে ধারণা কি তাহার জন্য এই প্রকার লক্ষণই বলা হইয়াছে—"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা"—৩।১ সূত্র)।

"প্রত্যাহারেণ সংসর্গম্"=প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সঙ্গ দগ্ধ করিবে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সকলের যখন সম্বন্ধ ঘটে, তাহাতে যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রবণতা তাহাই সংসর্গ; সেই সংসর্গকে দগ্ধ করিয়া দেয় 'প্রত্যাহার'। ঐ বিষয়সঙ্গ হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে সরাইয়া লওয়া অথবা তাহার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা। রূপবতী নারী দেখিলে চক্ষু দুইটী যে তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে তাহা হইতে তাহাকে ফিরাইয়া লইতে হইবে, অথবা অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। সবকয়টী ইন্দ্রিয়কেই এইভাবে নিরুদ্ধ করিতে হয়; (ইহাই প্রত্যাহার)। এইরূপ করা হইলে ইহার ফলে যোগী পুরুষের সমাধি অপ্রতিহত (নির্বাধ) হইয়া থাকে। "ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্"=গুণসকল অনীশ্বর—ওগুলি আত্মধর্ম্ম নহে; পরমাত্মধ্যানের দ্বারা ঐ গুণ সকলকে অকেজো করিয়া দিবে। 'গুণ' বলিতে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটীকে বুঝায়; সেগুলি অনীশ্বর অর্থাৎ পরাধীন, চেতনের অধীন; (কারণ সেগুলি চেতনেরই প্রয়োজন যে ভোগ এবং অপবর্গ তাহা সম্পাদন করিবার জন্যই কার্য্যোন্মুখ)। পুরুষ যখন ঐ গুণের দিকে আনত (আকৃষ্ট) হইয়া পড়ে তখন তাহার এইরূপ অভিমান (অযথার্থ জ্ঞান) হইয়া থাকে যে 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' ইত্যাদি। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু পুরুষ সুখাদিরহিত—তাহার সুখও নাই এবং দুঃখও নাই; কারণ, পুরুষ নির্গুণ—(গুণত্রয় সম্বন্ধ বর্জ্জিত)। তথাপি পুরুষ যে নিজেকে সগুণ বলিয়া মনে করে তাহার এই অভিমানটীকে দগ্ধ করিয়া দিতে হয়। 'পুরুষ হইতেছে চিৎস্বরূপ (জ্ঞানস্বরূপ), আর প্রকৃতি হইতেছে গুণত্রয়াত্মিকা', এইভাবে গুণত্রয় এবং পুরুষের যে বিবেক জ্ঞান (পার্থক্য নিরূপণ) তাহা ধ্যান করিতে থাকিয়া দৃঢ় করিতে হয়। তাহা কিরূপে সম্পাদন করিতে হইবে? (উত্তর)—ধ্যানের দ্বারা। যাহার ধ্যান করা হইবে তাহা কি বস্তু? ইহারই জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকটী বলা হইতেছে;—। ৭২

(উচ্চনীচ নানা জাতীয় প্রাণীর মধ্যে এই অন্তরাত্মার যে গতি, যাহা অসংস্কৃতচিত্ত লোকের অনুভবযোগ্য নহে তাহা ধ্যানযোগে দর্শন করা কর্ত্তব্য।)

(মেঃ)—'অন্তরাত্মা' ইহার অর্থ অন্তর্যামী পুরুষ, তাঁহার গতি অর্থাৎ স্বরূপ যথাযথভাবে জানা উচিত। কেবল মনুষ্য জন্মেই যে সুখ-দুঃখাভিমান থাকে তাহা নহে কিন্তু "উচ্চাবচেষু"=উচ্চ-নীচ নানাবিধ "ভূতেষু"=প্রাণীর মধ্যে,—এমন কি তির্য্যক্, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি প্রাণীর মধ্যেও "অহং মম"='আমি—আমার' ইত্যাকার জ্ঞান রহিয়াছে; ইহা অবিদ্যা-সঞ্জাত; ইহাকে নিবৃত্ত করিতে হয়। অথবা, "এই যে আত্মা ইনি বিভু, অন্তরিক্ষলোক অপেক্ষাও বৃহৎ, দ্যুলোক অপেক্ষাও বৃহৎ, ইনি সকল লোক, নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাও বৃহৎ—সর্ব্ববিধ কামনা, সর্ব্ববিধ রস, সর্ব্বপ্রকার গন্ধ এবং সর্ব্বপ্রকার স্পর্শস্বরূপ ইনি; ইনি ক্ষুধাশূন্য, পিপাসাশূন্য"—এসমস্ত সুখ-দুঃখ শরীরেরই ধর্ম্ম—সেই আমি এই

*যোগদর্শনে "মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্" (১৷৩৩) সূত্র।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিচ্ছিন্ন শরীরের উপর অভেদ অভিমান করিয়া রহিয়াছি। কি আশ্চর্য্য কর্ম্মের প্রভাব যে, ইহা দ্বারা এই সর্ব্বব্যাপী, স্বাধীন অন্তরাত্মাও পরিচ্ছিন্ন এবং পরাধীনরূপে প্রতীয়মান হইতেছে! এই সমস্ত কর্ম্ম দুষ্ট প্রভুর ন্যায়; ইহা আমি করিব না। কেবল মাত্র বেতনগ্রাহী ব্যক্তি দায়ে পড়িয়া তাহার ঐ দুষ্ট প্রভুর কর্ম্ম যেভাবে কোন গতিকে সমাপ্ত করে আমিও কৃত কর্ম্মগুলি সেইভাবে কোন প্রকারে ভোগ করিয়া লই, সহ্য করিয়া যাই। কোনও ব্যক্তি কাহারও নিকট বেতন লইয়া যেমন সেই প্রভুর পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু তাহার সংস্পর্শে আসিয়া তাহাকে দুষ্টপ্রকৃতির লোক দেখিয়া এইরূপ মনে করে যে, 'এ লোকটী অতি দুর্দ্ধর্ষ, মারমুখো, দুর্ম্মুখ, কঠোরভাষী,—আমি আর ইহার পরিচর্য্যা করিব না; আমি ইহার নিকট যাহা কিছু বেতনাদি লইয়াছি সেইটা কেবল কোন গতিকে ইহার কাজ করিয়া দিয়া পরিশোধ করিয়া দিই';—এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে বসিয়া থাকিবে। 'যেসকল কর্ম্ম আগে করা হইয়া গিয়াছে সেগুলির ফল ভোগ করিয়া সমাপ্তি ঘটাইব; আর নূতন করিয়া কোন কর্ম্ম আরম্ভ করিব না'—এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে। 'এই ক্ষেত্রজ্ঞ জীব সকল কি পরমাত্মারই বিভূতিস্বরূপ অথবা ইহারা স্বতন্ত্র-স্বাধীন পৃথক্ সত্তাযুক্ত। বস্তুতঃ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তাযুক্ত এরূপ কোন পদার্থই নাই'—এই প্রকার ভাবনা উপনিষৎ পর্য্যালোচনা হইতে সুদৃঢ় করিয়া ধ্যান করিতে হইবে। অপর কেহ কেহ আবার এইরূপ বলেন,—। "ধ্যানযোগেন"=ধ্যান এবং যোগ=ধ্যানযোগ; সেই ধ্যানযোগ দ্বারা অন্তরাত্মার "গতিং সংপশ্যেৎ"=গতি নিরূপণ করিয়া উপাসনা করিবে; ধ্যানের দ্বারা এবং যোগের দ্বারা ইহা করিতে হইবে। অথবা ধ্যানের নিমিত্ত যোগ=ধ্যানযোগ; যোগ অর্থ চিত্তের স্থিরতা; তাহা সম্পাদন করিয়া 'আত্মার গতি নিরূপণ করিবে', ধারাবাহিক উপাসনা দ্বারা আত্মাকে অভিমুখ করিবে—অর্থাৎ আত্মা অবিনশ্বর অমৃতস্বরূপ, তিনি অপাপ (পাপ সংস্পর্শবর্জ্জিত), বেদান্ত মধ্যেই তাঁহার স্বরূপ অভিহিত হইয়াছে—সেই আত্মার স্বরূপ অবধারণ করিবে। "দুর্জ্ঞেয়ামকৃতাত্মভিঃ"=যাহাদের আত্মা (অন্তঃকরণ) অকৃত,—কৃত অর্থাৎ শাস্ত্রতত্ত্ব শ্রবণে সংস্কৃত=মার্জ্জিত হয় নাই তাহাদের পক্ষে ইহা জানা সম্ভব নহে। ৭৩

(যে ব্যক্তি সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন—তত্ত্বদর্শী তিনি কর্ম্মজালে বন্ধ হন না; কিন্তু যাহার সেই তত্ত্বদর্শন নাই সে লোক সংসার ভোগ করিতে বাধ্য হয়—জন্ম-মরণ চক্রমধ্যে আটকাইয়া যায়।)

(মেঃ)—পূর্ব্ব শ্লোকটীতে যে বিধি বলা হইল তাহারই ফল বলিতেছেন,—। "সম্যগ্-দর্শন"—এইমাত্র যাহা বলিয়া আসা হইল আত্মার সেই যে যথার্থ জ্ঞান—তাহা দ্বারা যিনি 'সম্পন্ন'—যিনি তাহা সাক্ষাৎকার করিয়াছেন,—। "কর্ম্মভির্ন নিবধ্যতে"=তিনি সংসারে অনুবর্ত্তন করেন না (তাঁহার আর জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার হয় না)। কারণ, সংসারের হেতু হইতেছে কর্ম্ম। আর তিনি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মগুলি ক্ষয় করিতেছেন সেগুলির ফল ভোগ করিয়া, অথচ নূতন করিয়া কোন ফলপ্রদ কর্ম্ম তিনি করিতেছেন না। (কাজেই কর্ম্ম না থাকায় তাঁহার সংসারও নাই)। ইহাদ্বারা কিন্তু একথা বলা হইতেছে না যে কর্ম্মনিরপেক্ষ কেবল জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। কিন্তু ইহাই বলা হইল যে, যিনি বিদান্তোপদিষ্ট আধ্যাত্মিক দর্শন বিরহিত কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তাঁহাকে সংসার গমন করিতে হয়। ৭৪

(অহিংসা দ্বারা, ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়সঙ্গ বর্জ্জন দ্বারা, বৈদিক কর্ম্মকলাপ দ্বারা, এবং উগ্র তপশ্চর্য্যা দ্বারা সেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।)

(মেঃ)—জ্ঞান এবং কর্ম্মের সমুচ্চয় (সাহিত্য) হইতে যে মুক্তি লাভ হয় এই শ্লোক দুইটী তাহারই জ্ঞাপক। পূর্ব্বশ্লোকে জ্ঞানকে মোক্ষের কারণ বলা হইয়াছে; আর এই শ্লোকটীতে কর্ম্ম সকলকে মোক্ষের কারণ বলা হইতেছে। (এইভাবে উভয়ের সমুচ্চয় বলা হইল)। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ বৈদিক কর্ম্মকলাপের ফলে সেই পরমপদ লাভ করা যায়? যেগুলি কাম্যকর্ম্ম, সেগুলির ফল উহা হইতে পারে না; কারণ, সেই সকল কাম্যকর্ম্মের উৎপত্তি বাক্যেই স্বর্গ প্রভৃতি ফলের উল্লেখ আছে। সেই শ্রুত ফলগুলিকে বাদ দিয়া যদি অন্য ফল কল্পনা করা হয় তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হইবে—যে কর্ম্ম যে ফলের হেতু নহে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহা হইতে সেই ফল জন্মিলে কার্য্য কারণভাবের ব্যবস্থা থাকিবে না। আর যদি সংকীর্ণ ফল (দুই প্রকার ফলকে মিশ্রিতভাবে) স্বীকার করা হয় তাহা হইলে তাহাও অনর্থক হয়। কারণ, উৎপত্তি বাক্যে যে ফল উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতেই বাক্যার্থ পরিপূর্ণ হইয়া যায় (অন্য কোন ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকে না); কাজেই ঐ কর্ম্মবিধায়ক বাক্য দ্বারা 'তৎপদপ্রাপ্তি' রূপ ফলটী আকাঙ্ক্ষিতই হয় না; সুতরাং বিধিবাক্যের দ্বারা অনপেক্ষিত—অনাকাঙ্ক্ষিত ঐ ফলটীর সহিত বিধিবাক্যের সম্বন্ধ হইবে কিরূপে? ইহার হেতু এই যে, বিধিবাক্যের সহিত যে পদগুলি পঠিত হইয়াছে সেই পদার্থগুলির পরস্পরের সহিত পরস্পরের অন্বয় হইলে তাহা দ্বারাই যদি বিধ্যর্থ ('কিং', 'কেন' এবং 'কথং') পূর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলে আর অন্য কোন পদার্থকে বিধিটী স্বীয় অর্থরূপে গ্রহণ করিবে না অর্থাৎ সেই অতিরিক্ত পদার্থটী আর বিধিবোধিত হইবে না। এই প্রকার আপত্তি হইলে ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। এখানে এইরূপ ফলবোধক স্বতন্ত্র শ্রুতিবাক্যই আছে; যেহেতু রহস্যবিদ্যাপ্রকরণে (উপনিষৎ-মধ্যে—) আম্নাত হইয়াছে "যজ্ঞের দ্বারা সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন"। অতএব সকল কাম্যকর্ম্ম হইতেই স্ববাক্যনির্দ্দিষ্ট ফল লাভ এবং পরমপদপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ এই উভয় প্রকার ফল পরস্পর বিরুদ্ধ হইবে না। এরূপ স্থলে একই যাগ দুইবার অনুষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে প্রয়োগভেদে (অনুষ্ঠানভেদে) স্বর্গ এবং অপবর্গরূপ ফলেরও ভেদ ঘটিবে—দুই প্রকার ফলই লাভ করা যাইবে। আর ঐ "যজ্ঞেন" ইত্যাদি বাক্যে কোন বিশেষ যজ্ঞের নামোল্লেখ নাই; কাজেই একথা বলা সংগত হইবে না যে, ঐ পরমপদপ্রাপ্তি নিত্যকর্ম্ম সকলেরই ফল, উহা কাম্যকর্ম্মের ফল নহে।

ইহাতে যদি বলা হয়—ঐ যে পরমপদপ্রাপ্তিরূপ ফল নিত্যকর্ম্মের সহিতই উহার সম্বন্ধ বলাই সংগত; কারণ নিত্যকর্ম্মের সহিত কোন ফলের উল্লেখ নাই; সুতরাং তাহা যদি ঐ ফলের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশেষিত) হয় তাহাতে কোন বিরোধ ঘটে না। কিন্তু কাম্য-কর্ম্ম সকল ঐ ফলের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইতে পারে না। আর নিত্যকর্ম্ম সকল যদি ঐ ফলের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় তাহা হইলে কেবল উহা দ্বারাই "যজ্ঞেন" ইত্যাদি বাক্যেরও বিষয়ত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ "যজ্ঞেন" ইত্যাদি বাক্যের ফলবোকতা ব্যাহত হয় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য, এখানে নিত্যকর্ম্মগুলির ফল উল্লেখের প্রয়োজন কি? কারণ, বৈদিক বাক্য সকল কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদক অর্থাৎ ক্রিয়াবিধায়ক। আর, বেদমধ্যে যদি কোন ফলবোধক পদ না থাকে তাহা হইলেও ঐ "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদি বাক্যের 'যাবজ্জীব' প্রভৃতি স্থলেও ঐ কর্ত্তব্যতা অবশ্যই বোধিত হইয়া থাকে, সেখানেও ফলের সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধ যে অবশ্য অপেক্ষিত তাহা নহে। সেরূপ স্থলে যদি কোন ফল কল্পনা করা হয় তাহা হইলে তাহা অধিক (অর্থাৎ বাক্যের অনাকাঙ্ক্ষিত) হয় বলিয়া তাহা বিধি বাক্যের সহিত অন্বিত হইয়া একই অর্থের প্রতিপাদক হয় না। কাজেই "যজ্ঞেন" ইত্যাদি বাক্যটী যখন কোন একটী বিবিক্ত (স্বতন্ত্র) বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না তখন উহা দ্বারা নিত্য এবং কাম্য সকল প্রকার যজ্ঞই বোধিত হয়—যজ্ঞ বলিলে যাহা কিছু বুঝায় তৎসমুদয়ই উহার বিষয় বা প্রতিপাদ্য হয়। আবার, এই পরমপদপ্রাপ্তি যে কেবল কাম্য-কর্ম্মগুলিরই ফল হইবে তাহাও বলা চলে না, কারণ ঐ কাম্যকর্ম্ম সকলের সহিত "অপবর্গকামঃ"=মুক্তিকামী ব্যক্তি (এই কর্ম্ম করিবে), এরূপ নির্দ্দেশ নাই। এইজন্যই পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২।২) শ্লোকে বলা হইয়াছে "কামাত্মতা প্রশস্ত নহে"। মহাভারত মধ্যেও তাই বলা হইয়াছে "হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ম্মানুষ্ঠানকালে কামনাযুক্ত হইয়া কর্ম্মফলের হেতু হইও না, আবার অকর্ম্মেতেও (শাস্ত্রীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করার দিকেও) যেন তোমার বুদ্ধি না হয়" ইত্যাদি। এই সমস্ত কারণে, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ ভেদদৃষ্টিরূপ দুষ্ট জলজন্তু পরিবেষ্টিত, যে লোক তৃষ্ণা (ফলাকাঙ্ক্ষা)-রূপ অবিদ্যায় আচ্ছন্ন, যাহার 'অহঙ্কার-মমকার' ('আমি-আমার' এই ধারণা) চলিয়া যায় নাই, সেজাতীয় লোক শাস্ত্রীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষিত ফল পাইবে; সেই ফল কিন্তু পরিমিত (অল্প এবং ক্ষণস্থায়ী)। পক্ষান্তরে মুমুক্ষু ব্যক্তি শাস্ত্র-বিহিত কোন বিশেষ ফল কামনা করেন না; তিনি কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিবশতঃই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। কাজেই অপরিমিত নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহাকে তিনি প্রাপ্ত হন। ইহাতে এরূপ আপত্তি করা কিন্তু সংগত হইবে না যে, শত শত যজ্ঞ রহিয়াছে; সেগুলি সব ত অনুষ্ঠান

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করা সম্ভব নহে? আবার অপবর্গকে ঐগুলির ফল বলিলে সবগুলিকেই 'অনারভ্যোপদিষ্ট' বলিতে হয়, অর্থাৎ কোন কর্ম্মই কোন ফলবিশেষে বিহিত হয় নাই, এইরূপ অর্থ স্বীকার করিতে হয়। (ইহা বলা ত সংগত নহে।) এরূপ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ 'দর্শন' (তত্ত্বজ্ঞান) সম্পাদিত হইলে তাহা দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়া যায় (অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে তাহার পর আর প্রত্যেকটী যজ্ঞ পৃথক্ পৃথক্ভাবে অনুষ্ঠান করিবার আবশ্যকতা থাকে না)। এইজন্যই পূর্ব্বশ্লোকে বলা হইয়াছে "যিনি সম্যক্-দর্শন সম্পন্ন—তত্ত্বদর্শী" ইত্যাদি। কাজেই জ্ঞানের দ্বারা—সকল যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে। এইজন্য মহাভারত মধ্যে বলা হইয়াছে—"অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানের দ্বারাই যজ্ঞ সম্পাদন করেন"। "কর্ম্মের প্রভাবে যে সকল লোক প্রাপ্ত হয়" এই প্রকারে সাধারণভাবে যে ফল নির্দ্দেশ আছে "স্বর্গকামঃ, পুত্রকামঃ" ইত্যাদিগুলিতে তাহারই বিশেষ স্বরূপ বলিয়া দেওয়া হইতেছে। যাহাদের অন্তঃকরণ অতীত অনাদি ভেদবুদ্ধি বাসনাময় হইয়া আছে তাহাদের প্রতি দৃষ্টফল যে পুত্র পশু প্রভৃতি যাহা বস্তুত অসত্য তাহারই লোভ দেখাইয়া প্রধান পুরুষার্থ যে মোক্ষ তাহাতে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করা সম্ভব হয়; বস্তুতঃপক্ষে ঐ ফল বলিয়া কিছু নাই (অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে সত্য সত্যই সেই সেই ফল প্রাপ্তি ঘটে তাহা নহে; কিন্তু ফলাসক্ত মানবকে ঐ ফল নির্দ্দেশ দ্বারা প্রলোভিত করা হয়, বড়িশমৎস্য ন্যায়ে আকৃষ্ট করিয়া এইভাবে মোক্ষের দিকে লইয়া যাওয়া হয়।) যেমন কোন বালককে পুষ্টিকর ঔষধ খাওয়াইতে হইলে সে যখন তাহা খাইতে চায় না তখন তাহাকে বলা হয় 'ঔষধটী খাও, তোমার শিখা (কেশগুচ্ছ) বাড়িয়া উঠিবে'; এখানে শিখা বৃদ্ধিটী বস্তুতঃ ঔষধ সেবনের ফল নহে সুতরাং ঐরূপ বলা সত্য নহে, তথাপি তাহাকে ঐ কর্ম্মে প্ররোচিত করিবার জন্য ঐরূপ বলা হয়; (সেইরূপ শাস্ত্রেও—"রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ"=স্বর্গ, পশু প্রভৃতি ফলের নির্দ্দেশ স্বরূপতঃ সত্য না হইলেও উহা কর্ম্মে পুরুষের রুচি বা প্রবৃত্তি সম্পাদন করে; বস্তুতঃ কর্ম্মের সত্য ফল হইতেছে অপবর্গ)।

এ সম্বন্ধে অপর এক সম্প্রদায়ের মতটী আবার এইরূপ,—। এই শ্লোকটীতে যে "কর্ম্মভিঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে ইহা দ্বারা 'নিত্য কর্ম্ম' সকলকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই নিত্য কর্ম্মগুলি যদি অনুষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে সেগুলি প্রত্যবায়ের হেতু হইয়া থাকে; এইভাবে সেগুলি মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং সেগুলি যদি অনুষ্ঠিত হয় তখন আর মোক্ষের প্রতিবন্ধক থাকে না। ইহা লক্ষ্য করিয়াই এখানে বলা হইয়াছে "বৈদিকৈশ্চৈব কর্ম্মভিঃ"=বেদবিহিত কর্ম্মকলাপের দ্বারা সেই পরমপদ লাভ করা যায়। সুতরাং ঐ সকল কর্ম্ম মোক্ষফলক বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট না হইলেও ক্ষতি নাই। (ঐগুলি মোক্ষপ্রতিবন্ধকের বিঘটকরূপে মোক্ষের কারণ)। "উগ্রৈঃ"=যাহা অতিমাত্রায় শরীরকে সন্তাপিত (ক্লেশযুক্ত) করে। "তৎপদম্"=তাঁহার পদ;—'তাঁহার' অর্থাৎ ব্রহ্মের; 'পদ' অর্থাৎ স্থান "সাধয়ন্তি"= প্রাপ্ত হন। অথবা 'তৎপদ' অর্থ তদীয় পদ অর্থাৎ তাঁহার যেরূপ অধিকার, যেমন স্বাতন্ত্র্য, সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি, সেগুলি তিনি প্রাপ্ত হন। (ইহা বেদান্তদর্শনের "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" ইত্যাদি ৪।৪।১৭ সূত্রে বলা হইয়াছে)। ৭৫

(এই দেহটা একটা ভূতের বাসা—ভূতের বাড়ী; দেহের হাড়গুলি তাহার স্থূণা অর্থাৎ খুঁটি; উহা স্নায়ুদ্বারা বদ্ধ; মাংস ও রক্ত তাহার উপরকার মাটী-গোবরের প্রলেপ-স্থানীয়; চামড়া ইহাতে দড়ি বা আবরণের কাজ করে—তাহা দ্বারা বাঁধা বা ঢাকা আছে; সেই ঘরটী আবার দুর্গন্ধযুক্ত, মলমূত্রপূর্ণ।)

(মেঃ)—বৈরাগ্য উৎপাদন করিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইতেছে;—। জোঁক প্রভৃতি ভূমি-মলসঞ্জাত প্রাণিগণের কৃমি-কীট-পতঙ্গাদি শরীরের কথা দূরে থাক (উহা ত স্বভাবতঃই অতিশয় ন্যক্কারজনক বটেই) কিন্তু এই যে মনুষ্যশরীর যাহা সকলের স্পৃহার বস্তু বলিয়া মনে হয়, যাহা পাছে নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া মানবগণ সতত সাবধান, তাহাও মলমূত্র বোঝাই একটী কুঁড়ে ঘরেরই সামিল। কিরূপে উহা ঐপ্রকার কুঁড়ে ঘরের সমান হইয়া থাকে তাহাই এক্ষণে নির্দ্দিষ্টভাবে দেখাইয়া দিতেছেন। অস্থি (হাড়)গুলি ইহার 'স্থূণা'র (খুঁটীর) সমান; তাহা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বারা ইহা আটকাইয়া আছে (খাড়া আছে); ইহা স্নায়ু দ্বারা বদ্ধ। মাংস এবং শোণিতদ্বারা উপরে প্রলেপ দেওয়া (লেপা) আছে। তাহার উপর দেহচর্ম্মের দ্বারা ইহা আবদ্ধ—বাঁধা আছে; অথবা তাহার উপরে আচ্ছাদন দেওয়া আছে (যেমন ঘর ছাওয়া থাকে—চাল দিয়া ঘরটী ঢাকা থাকে)। "পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ"=ইহা মূত্র ও পুরীষ (বিষ্ঠা) দ্বারা পূর্ণ। "ওদনস্য পূর্ণঃ" ইত্যাদি স্থলে যেমন ষষ্ঠী বিভক্তি হয় "মূত্র-পুরীষয়োঃ" এখানেও সেইরূপ ষষ্ঠী হইয়াছে। ৭৬

(ইহা জরা ও শোক দ্বারা আক্রান্ত; ইহা রোগের আয়তন ক্ষেত্র; ইহা আতুর ব্যধিগ্রস্ত; ইহা রজস্বল—ধূলিপূর্ণ অথবা রজোগুণবহুল; এই ভূতের বাসাটীকে ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।)

(মেঃ)—জরা; ইহা শরীরের অবস্থাবিশেষ, ইহা শেষ বয়সে শরীর ক্ষয় করিয়া দেয়। "আতুরং"=সকল সময়েই রোগগ্রস্ত। "রজস্বলম্"=(গৃহপক্ষে ইহার অর্থ ধূলিপূর্ণ); ইহা সকল পদার্থেই স্পৃহাযুক্ত; সেই সমস্ত পদার্থ যদি লাভ করা না যায় তাহা হইলে মহাদুঃখ; সমস্তই সহ্য করা হয়, কারণ উহার কোন প্রতিকার নাই, উহা নিবৃত্ত করা যায় না। অতএব এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া এই শরীরটাকে ত্যাগ করাই উচিত, (ইহার প্রতি মমতা না রাখাই কর্ত্তব্য)। ইহা 'ভূতাবাস'=(গৃহপক্ষে ভূতের বাসা; আর শরীরপক্ষে—) ভূতের অর্থাৎ পৃথিবীরই পরিণাম অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্যের পার্থিব (এবং জলীয়) অংশের পরিণাম যে মেদ, মজ্জা, শ্লেষ্মা, মূত্র, শুক্র এবং শোণিত এইগুলির ইহা আশ্রয় বা আধার; কারণ ঐগুলিই এই শরীরমধ্যে বাস করে, কিন্তু আত্মা ইহার মধ্যে বাস করেন না, যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপী। অতএব শরীরের প্রতি তৃষ্ণা (আকাঙ্ক্ষা) করা উচিত নহে। ৭৭

(বৃক্ষ যেমন নদীকূল পরিত্যাগ করে এবং পক্ষী যেমন বৃক্ষকে পরিত্যাগ করে সেইভাবে শরীরে মমতাশূন্য হইতে পারিলে, শরীর ত্যাগ করিয়া গ্রাহ অর্থাৎ হাঙ্গর-কুমীর সদৃশ এই যে শরীরাশ্রিত ক্লেশ তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।)

(মেঃ)—কুঁড়েঘরের সমান এই যে শরীর তাহার অন্যপ্রকার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন "নদীকূলম্" ইত্যাদি। ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিপ্রবেশাদি উপায় অবলম্বন করিয়া শরীর ত্যাগ করিতে হইবে না, কিন্তু তাহার উপর তৃষ্ণা করা উচিত হইবে না। নদীতীরস্থিত বৃক্ষের যেরূপ অবস্থা ঘটে (কোন এক সময়ে হঠাৎ পড়িয়া যায়) সেইরূপ এই শরীরের সম্বন্ধেও বলা যায়, যাহা পূর্ব্বে ভাবা হয় নাই সেইভাবেই হঠাৎ এক সময় ইহার পতন ঘটিবে, যখন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ক্ষয় হইবে। এইজন্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "মরণ বরণ করিবে না, মৃত্যু প্রার্থনা করিবে না" ইত্যাদি। তবে, যে পুণ্যাত্মা পুরুষ—অন্তর্জ্যোতিঃ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, যিনি প্রাণাদির গতিকে নিজবশে আনিতে পারিয়াছেন, যিনি মোহজনিত বিকার হইতে মনকে নিরুদ্ধ করিয়াছেন, তিনি পরমায়ু থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্বেই উৎক্রমণ করিতে পারেন—দেহত্যাগ করিতে পারেন, পক্ষী যেমন স্বেচ্ছায় বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া থাকে। "কৃচ্ছ্রাদ্ গ্রাহাৎ"—এখানে 'গ্রাহ' শব্দটীর অর্থ 'যাহা গ্রাহসদৃশ অর্থাৎ দুষ্ট জলজন্তুর সমান'। কারণ, গ্রাহ (দুষ্ট জলজন্তু) যেমন দুঃখের কারণ হয়, ইহাও সেইরূপ দুঃখের কারণ। "কৃচ্ছ্রাৎ" ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহার বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহারও যতদিন শরীর থাকিবে ততদিন 'কৃচ্ছ্র' হইবেই, কারণ ইহাই বস্তুশক্তি (বস্তুশক্তি স্বভাবতঃই প্রকাশ পায়—যেমন আগুন লাগিলে হাতটী পুড়িবেই)। আগে যে বিপ্রতিপত্তি (বিভিন্নমত) উত্থাপিত হইয়াছিল তাহারই উত্তরে এইরূপ বলা হইল। ৭৮

(প্রিয় বস্তুগুলি পূর্ব্বকৃত নিজ সুকৃতই সাধন করিয়া দিতেছে এবং অপ্রিয় বিষয়গুলি নিজ দুষ্কৃত অর্থাৎ পাপকর্ম্মগুলিই ঘটাইয়া দিতেছে, এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী ধ্যানযোগের দ্বারা সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।)

(মেঃ)—প্রীতি এবং পরিতাপ হইতে যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় বাহিরে তাহা হর্ষ এবং শোক প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পায়; তাহা এই উপায়ে পরিহার করিতে হইবে;—। কেহ যদি আমার কোন প্রিয় কর্ম্ম করে তাহা আমার সুকৃত অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মেরই ফল, কিন্তু এই ব্যক্তি যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আমার প্রতি স্নেহবশতঃ এই প্রিয় কর্ম্ম করিয়া দিতেছে তাহা নহে; আবার এ ব্যক্তি আমার শত্রুতা করিতে পারে যে তাহা নহে কিন্তু আমার পূর্ব্বকৃত পাপকর্ম্মই এই পীড়াদায়ক ফল প্রদান করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধ্যানযোগের দ্বারা চিত্তমধ্যে ঐপ্রকার ভাবনা করিবে। আর তাহা হইলে প্রিয়কারী ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ কিংবা অপ্রিয়কারী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ জন্মিবে না। যিনি এইরূপ ভাবনা করিতে থাকেন তিনি "সনাতনং"=শাশ্বত "ব্রহ্ম অভ্যেতি" =ব্রহ্ম অভিমুখে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাকে লাভ করেন; কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষৎ প্রভৃতির মধ্যে (এবং গীতার "শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে" ইত্যাদি শ্লোকে) বর্ণিত অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্যবধান সহকারে যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হন তাহা নহে—অর্চ্চিরাদি মার্গ ব্রহ্ম এবং তাঁহার মাঝখানে ব্যবধানরূপে থাকে না। এখানে "শাশ্বতং" এই বিশেষণটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে তাঁহার আর সংসারে পুনরাবৃত্তি ঘটে না। ৭৯

(যখন মানব সকল পদার্থের উপরই ভাবতঃ নিস্পৃহ হইয়া উঠে তখন সে ইহলোকে এবং পরলোকে শাশ্বত সুখলাভ করে।)

(মেঃ)—এই শ্লোকে চিত্তধর্ম্মের উপদেশ করা হইতেছে। স্পৃহার কার্য্য যে অভিলষিত বস্তু গ্রহণ করা তাহা কেবল পরিহার করিয়া যে নিস্পৃহত্ব লাভ হইবে এরূপ নহে কিন্তু স্পৃহা-রূপ কারণটীকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। "ভাবেন" এস্থলে 'ভাব' শব্দটী অন্তঃকরণ অথবা আত্মার ধর্ম্ম; ভাব অর্থ অভিলাষ অথবা অভিপ্রায়। "সর্ব্বভাবেষু" এখানে যে দ্বিতীয় ভাব শব্দটী রহিয়াছে ইহার অর্থ 'পদার্থ'। "সর্ব্বভাবেষু"=সকল পদার্থে, এখানে সর্ব্ব শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, শরীররক্ষার কারণস্বরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য যে পানভোজনাদি সেগুলিতেও স্পৃহা করা নিষিদ্ধ, তবে সেগুলিতে যে ইচ্ছা তাহা নিষিদ্ধ নহে। কারণ ইচ্ছা-পদার্থটী সকলেরই অবশ্যই জন্মিয়া থাকে, যেহেতু বুভুক্ষা, পিপাসা প্রভৃতি (ইচ্ছা) বস্তুস্বভাব-সিদ্ধ। আর ইচ্ছা পদার্থটী স্পৃহা হইতে ভিন্নই হইতেছে। স্পৃহা অনুরাগ হইতে জন্মে, দীনতা উহার নিমিত্ত বা কারণ; কিন্তু ইচ্ছা শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া, যে আহার পান-ভোজন দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা যখনই পরিপাক হইয়া যাইবে তখনই ভোজনাদিতে স্বতঃই ইচ্ছা জন্মিবে। ৮০

(সর্ব্বপ্রকার সংগ পরিত্যাগ করিয়া এই বিধি অনুসারে ধীরে ধীরে সকল প্রকার দ্বন্দ্ব-বিরহিত হইয়া তিনি কেবল ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থান করিতে থাকেন।)

(মেঃ)—"সংগাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বান্"=সর্ব্বপ্রকার সংগ পরিত্যাগ করিয়া,—। গো, অশ্ব, হস্তী, সুবর্ণ, দাস, ভার্য্যা, ক্ষেত্র, আয়তন প্রভৃতি বিষয়ে 'ইহা আমার' এইপ্রকার যে ধারণা বা জ্ঞান তাহাই সংগ। সেই সংগ ত্যাগ করিয়া এবং একারামতা অবলম্বন করিয়া,—এই সংগত্যাগটীকে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া তদনন্তর—"অনেন বিধিনা"=এই বিধি অনুসারে অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বলিয়া আসা হইল সেইগুলি ভিতরে এবং বাহিরে অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে "ব্রহ্মণি"=জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে "অবতিষ্ঠতে"=অবস্থান করেন, কর্ম্মসকল আর তাঁহাকে বন্ধ করিতে পারে না। "সর্ব্বদ্বন্দ্বৈঃ"=শুভ এবং অশুভ কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখাদিরূপ সকল দ্বন্দ্ব পদার্থের প্রভাব হইতে তিনি বিনির্ম্মুক্ত হন। ৮১

(পূর্ব্বে যাহা কিছু এই বলা হইল এগুলি সব ধ্যানিক—অর্থাৎ ধ্যানসম্পাদ্য। যিনি অধ্যাত্মতত্ত্ব বিদিত হন নাই সেরূপ কোন লোকই পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াকলাপের ফল লাভ করিতে পারেন না অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তি ঐ সকল ক্রিয়াকলাপের অযোগ্য বা অনধিকারী।)

(মেঃ)—"ধ্যানিক" ইহার অর্থ যাহা ধ্যান হইলে তবে সম্ভব হয়। অর্থাৎ ধ্যান করা হইলে তবে যাহা লাভ করা যায়। তাহা কি? এই যে অনন্তর (সবেমাত্র) "অভিশব্দিতম্"=বলিয়া আসা হইল—আভিমুখ্য সহকারে বলা হইল অর্থাৎ তাৎপর্য্যতঃ তাহা প্রতিপাদন করা হইল,—। নিজকৃত সৎকর্ম্ম এবং অসৎকর্ম্মকে প্রিয় এবং অপ্রিয়সংযোগের কারণ বলিয়া নিরূপণ করা;—। জ্বর যেমন পীড়াজনক হয়, অগ্নির নিকট যেমন যাওয়া যায় না অথচ তাহা দগ্ধও করে মানুষ যে আমার অপ্রিয়সাধন করে তাহাও সেইরূপ। আগুনে পুড়িয়া গেলে লোকে যেমন আগুনের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে না, অপ্রিয়কারী ব্যক্তিকেও ঠিক ঐরূপ মনে করিবে,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহার প্রতিষেন্ধা হইবে না, তাহার প্রতি বিরূপভাব পোষণ করিবে না। এইরূপ ভাব চিত্তে উদিত হওয়া তখনই সম্ভব যখন ধ্যানের ফলে চিত্ত একনিষ্ঠ হয়। সকল সময়েই এই ভাবটী মনে মনে অভ্যাস করা উচিত যে, এই যে সুখদুঃখ ইহা আমার নিজ কর্ম্মেরই ফল। রাজা সুখদান করিতে পারেন না এবং তিনিই যে আমাকে গ্রাম প্রভৃতি দান করেন তাহাও নহে। কিন্তু আমার আয়াস—আমার কর্ম্মপ্রভাবেই তাঁহার নিকট প্রথমে আমি উপস্থিত হই এবং ইহা লাভ করি। আমার যে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম তাহাই আমাকে এইসব দান করিতেছে,—রাজা দিতেছেন না। এইরূপ, রাজদণ্ড প্রভৃতি যে আমার উদ্বেগ জন্মাইয়া দিতেছে তাহা নহে, কিন্তু আমার নিজ কর্ম্ম সকলই আমাকে উদ্বেজিত করিতেছে, রাজা কিংবা অন্য কেহ তাহা করিতে সমর্থ নহে। এইপ্রকার ধ্যান—চিন্তা সদা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। আবার, সংসারে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য পূর্ব্বে "অস্থি-স্থূণম্" ইত্যাদি শ্লোকে যেরূপ বলা হইয়াছে সেরূপ চিন্তাও করা উচিত।

"ন হি অনধ্যাত্মবিৎ",—। এখানে 'অধ্যাত্ম' এই শব্দটীর অর্থ চিত্ত। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা যে ব্যক্তি বিদিত নহে, তাহা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানগোচর করে না, তাহা পুনঃ পুনঃ ভাবনা করে না, সে লোক "ক্রিয়াফলং ন উপাশ্নুতে"=ক্রিয়াফল প্রাপ্ত হয় না। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর পক্ষে যে ভৈক্ষচর্য্যা, গ্রামে একরাত্রি মাত্র বাস ইত্যাদি যে সমস্ত ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না—মোক্ষলাভ করে না। যতক্ষণ না পূর্ব্বোক্ত 'অস্থি-স্থূণ' ইত্যাদি ভাবনাদ্বারা সকল পদার্থে ভাবশুদ্ধিমূলক নিস্পৃহতা জন্মে, যতক্ষণ না নিজকৃত কর্ম্মের উপর ফলদাতৃত্ব নিরূপণ ও অর্পণ করিয়া ঠিক ঠিক ভাবে রাগদ্বেষাদি ত্যাগ করা হয় (ততক্ষণ ঐ 'ক্রিয়াফল' লাভ হয় না); কিন্তু যখন চিত্ত সদা সর্ব্বদা নিয়তই ঐ ভাবের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে তখনই ঐ মোক্ষফল লাভ করা সম্ভব হয়—উহা অকস্মাৎ হয় না কিংবা অকস্মাৎ এক আধবার ঐ ভাবের উদয় হইলে তাহাও কোন কাজের হয় না। অথবা এখানে "যদেতদভিশব্দিতম্" ইহা দ্বারা পূর্ব্বশ্লোকের 'ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে' এই অংশটীকে লক্ষ্য করা হইতেছে। 'ব্রহ্মে অবস্থান করা' কেবলমাত্র ক্রিয়ানুষ্ঠান হইতে লাভ করা যায় না; কিন্তু উহা 'ধ্যানিক'—ধ্যানসাধ্য। (ধ্যান করিতে হইলে ধ্যেয় পদার্থ আবশ্যক); সেই ধ্যেয় বস্তুটী কি? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন "ন হ্যনধ্যাত্মবিৎ" ইত্যাদি। আত্মাকে (প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে) অবলম্বন করিয়া যে গ্রন্থ আছে তাহা অধ্যাত্ম; সুতরাং 'অধ্যাত্ম' ইহার অর্থ আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদক বেদান্তাদি গ্রন্থ; তাহা যিনি ("ন বেদ")=না জানেন, সেই বেদান্তাদি গ্রন্থ যিনি বিদিত হন নাই তিনি 'অনধ্যাত্মবিৎ'। অথবা, 'অধ্যাত্ম' ইহার অর্থ, যাহা আত্মাকে অবলম্বন করিয়া নিষ্পন্ন হয়;—। এই আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং প্রাণাদি হইতে স্বতন্ত্র—এইগুলির ধ্বংস হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মাই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা এবং সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলভোক্তা, ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান তাহারই হয় যে লোক ভেদবুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া থাকে; কারণ, এই আত্মা সর্ব্ববিধপাপসম্বন্ধশূন্য, ইঁহাকে কোন দোষ অথবা কোন কার্য্যই স্পর্শ করে না, ইনিই একমাত্র 'সৎ' পদার্থ, এই আত্মাই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ, তাঁহা হইতে ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র অন্য কোন বস্তুই নাই। এই যে পৃথক্ত্ব অর্থাৎ ভেদ ইহা প্রতিভাস ছাড়া আর কিছু নহে—(ইহা প্রতিভাসাত্মক অর্থাৎ প্রতীতিমাত্রশরীর বা মিথ্যা)। হরি-সবর্ণ-সোদকাদি (?) উপনিষৎসকল যিনি না জানেন, একনিষ্ঠ, নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানরূপ ধ্যানের দ্বারা যাঁহার ভাব দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় নাই—সুদৃঢ় হয় নাই, সে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াকলাপের ফল অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। এইজন্য আহার-বিহারের সময় ছাড়া সদাসর্ব্বদা নিয়তই আত্মার ঐ স্বরূপ যাহা বেদান্তমধ্যে অভিহিত হইয়াছে তাহা ধ্যান করিতে হইবে।

অথবা, যদিও ইহা সন্ন্যাসের প্রকরণ—সন্ন্যাসবিষয়ক উপদেশই এখানে প্রতিপাদ্য তথাপি এখানে 'ক্রিয়াফল' এইরূপ নির্দ্দেশ থাকায় গৃহস্থ আশ্রমও ইহার লক্ষ্য হইতেছে—গৃহস্থের পক্ষেও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কারণ ঐ ক্রিয়াফলদ্বারা ক্রিয়ারই প্রাধান্য বুঝা যায়; (আর ক্রিয়া অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মকলাপ গৃহস্থাশ্রমেরই প্রধান বিষয়)। অতএব এস্থলে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ,—। গৃহস্থগণ যদি রহস্যবিদ্যা অর্থাৎ উপনিষৎ প্রতিপাদিত বিদ্যা না জানিয়া কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিতে থাকে অর্থাৎ তাহার উপর তত্ত্বদৃষ্টি না রাখিয়া কেবল বাহিরের অনুষ্ঠানটীমাত্র সম্পাদন করিতে তৎপর হয়—"উদ্‌গীথমধ্যে যাহা কিছু অনুস্যূত রহিয়াছে" ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্মমধ্যে যে উদ্‌গীথবিদ্যা প্রভৃতি রহিয়াছে যাহা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ছান্দোগ্য উপনিষৎ প্রভৃতির মধ্যে বেশী পরিমাণেই আম্নাত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়—সেই সমস্ত বিদ্যা অধিগত না করিয়া যদি কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান করা হয় তাহা হইলে ঐ কর্ম্মানুষ্ঠাতা ব্যক্তিরা যতই নিপুণ হউন না কেন—কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহাদের যতই অভিজ্ঞতা থাকুক না কেন, তাঁহারা সেই কর্ম্ম হইতে পরিপূর্ণ ফল অর্থাৎ চিরস্থায়ী ফল লাভ করিতে পারেন না। এই বিষয়টী ছান্দোগ্য উপনিষৎ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষৎ উভয়স্থলেই শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। (বৃহদারণ্যক উপনিষদে এইরূপ আম্নাত হইয়াছে যথা,—) "হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই 'অক্ষর'তত্ত্ব বিদিত না হইয়া যাগ করে, হোম করে কিংবা বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়াও তপস্যা করে তাহার সে সমস্ত কর্ম্মই—কর্ম্মের ফলই বিনশ্বর হইয়া থাকে"। এইরূপ (ছান্দোগ্য উপনিষদেও উপদিষ্ট হইয়াছে—) "লোকে বিদ্যাসহকারে (তত্ত্বদৃষ্টি লইয়া) যে কর্ম্ম করে, শ্রদ্ধা এবং উপনিষৎ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সহযোগে যে কর্ম্ম করে তাহাই সমধিক বীর্য্যবৎ—শক্তিশালী হয় অর্থাৎ তাহা অবিনশ্বর হয়"। আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ বিদ্যা উপদেশ করা হইয়াছে সেই বিদ্যা অবগত হইয়া যে লোক শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করে তাহারই সেই কর্ম্মের ফল অধিক হয়—অবিনশ্বর হয়। এইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষৎমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে,—"যাঁহারা এই তত্ত্ব বিদিত হইয়াছেন এবং এই যে সমস্ত বৈখানসগণ বনমধ্যে শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানকে তপঃ স্বরূপে উপাসনা করেন" ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রকরণে 'পঞ্চমী আহুতি' হইতে) যেভাবে পুরুষের উৎপত্তি হয় ইত্যাদি প্রকার বিদ্যার উপদেশ আছে তাহা বিশেষভাবে বিদিত হইয়া যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিতে থাকেন তাঁহারা 'অর্চ্চিঃ' প্রভৃতি পথে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন—ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, ইহা শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে। ৮২

(যজ্ঞপ্রতিপাদক, দেবতাপ্রতিপাদক এবং অধ্যাত্মবিষয়ক বেদ পাঠ করিবে, এবং যাহা বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ সেই জ্ঞানপ্রধান উপনিষদ্রূপ আধ্যাত্মিক বেদও সতত পাঠ করিবে।)

(মেঃ)—আত্মজ্ঞানলাভের জন্য যাহা ধ্যান করা উচিত তাহা এইভাবে উপদেশ করা হইল। কিন্তু বেদজপ অর্থাৎ বেদপাঠও যে আত্মজ্ঞানের সাধন তাহা এখনও বলা হয় নাই। এইজন্য সে সম্বন্ধে বিধি বলিতেছেন "অধিযজ্ঞম্" ইত্যাদি। এখানে কেবল বেদ জপ করিবারই বিধি বলা হইয়াছে অর্থাৎ বেদপাঠ করিলেই চলিবে, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমী প্রভৃতির পক্ষে বেদ অভ্যস্ত রাখিবার জন্য যে অধ্যয়ন বিধি আছে ইহা সেরূপ নহে। "অধিযজ্ঞম্" ইহার অর্থ যজ্ঞবিষয়ক বেদ অর্থাৎ বিধিবোধক ব্রাহ্মণভাগ। "আধিদৈবিকম্"=যাহা দেবতাসম্বন্ধে আম্নাত হইয়াছে অর্থাৎ দেবতা প্রতিপাদক মন্ত্রভাগ। "আধ্যাত্মিকম্" এটী ঐ 'আধিদৈবিক' অংশেরই বিশেষ বিশেষ স্থল (যেখানে যজ্ঞ-দেবতা প্রভৃতিকে নিজের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিবার বর্ণনা আছে); যেমন, "আমিই মনু হইয়াছিলাম", "আমি রুদ্ররূপে বিচরণ করি" ইত্যাদি। আবার, 'বেদান্ত' এই নামে যাহা অভিহিত হয়, কর্ম্ম এবং জ্ঞানের সমুচ্চয় (সাহিত্য) প্রতিপাদক সেই সমস্ত বেদবাক্য অধ্যয়ন করাও যে ব্রহ্মত্বলাভের কারণ, তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। ৮৩

(এই বেদব্রহ্মই অজ্ঞব্যক্তিগণের অবলম্বন, বিজ্ঞব্যক্তিগণেরও ইহাই অবলম্বন, যাঁহারা স্বর্গলাভ ইচ্ছা করেন তাহাদেরও ইহাই আশ্রয় এবং যাঁহারা অনন্তফলস্বরূপ মোক্ষ কামনা করেন তাঁহাদেরও ইহাই আলম্বন।)

(মেঃ)—এখানে "ইদম্" এই পদটী বেদনামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। সেই বেদও ব্রহ্ম। এইজন্য এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে—"শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম দ্বিবিধ ব্রহ্মই বিদিত হইতে হইবে; যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ বেদে নিষ্ণাত হইয়াছেন তিনি পরব্রহ্মলাভ করেন"। বেদ অধ্যয়নকে বলা হয় বেদবিজ্ঞান; আর সেই বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুষ্ঠান করা হইলে, যিনি তাহা করেন তিনি হন 'নিষ্ণাত'। পূর্ব্বশ্লোকে যে বেদাধ্যয়ন বিধি বলা হইয়াছে এই শ্লোকটী তাহারই অর্থবাদস্বরূপ। "অজ্ঞানাম্"=যাহারা বেদার্থবিৎ নহে তাহারা জপকর্ম্মাদিতে অর্থাৎ বেদপাঠে অধিকার লইয়া (বেদকে আশ্রয় করে)। ভগবান্ ব্যাসদেব জাপকগণেরও যে সিদ্ধি হয় অর্থাৎ বেদমন্ত্রাদি পাঠ করিয়াও যে সিদ্ধিলাভ করা যায় তাহা বলিয়া দিয়াছেন। অথবা, 'অজ্ঞ' ইহার অর্থ অনাত্মজ্ঞ। যাহারা শাস্ত্র হইতে আত্মতত্ত্ব অবগত না হইয়াও সেই আত্মোপাসনায় নিরত, তাহারা চিত্তের স্থিরতালাভ করিতে পারে নাই; বেদই তাহাদের শরণ (আশ্রয়)। বেদজপ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(পাঠ), বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং সেই অনুষ্ঠানের উপযোগী ততটুকু মাত্র বেদার্থজ্ঞান; ইহা থাকিলেই আর নরকভোগ করিতে হয় না এবং কীট-পতঙ্গাদিযোনিতেও জন্মিতে হয় না। "ইদমেব বিজানতাং"=যাঁহারা বিজ্ঞ তাঁহাদেরও এই বেদই শরণ। যাঁহারা বিদ্বান্ বেদ তাঁহাদের শরণ হইবে কিরূপে? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন "ইদমন্বিচ্ছতাং স্বর্গম্"=যাঁহারা স্বর্গলাভ করিতে ইচ্ছা করেন। যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডে অভিজ্ঞ, অথবা আত্মধ্যানে যাঁহাদের মন প্রতিষ্ঠিত হয় না, কাজেই তাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি ফল লাভ করেন। আর যাঁহারা আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, রাগদ্বেষাদিদোষ যাঁহাদের ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারা জ্ঞান এবং আত্মতত্ত্ব উপাসনায় নিরত তাঁহাদের "আনন্ত্যম্"=অনন্ত ফল মোক্ষ—তাঁহাদের আর সংসারে পুনরাবৃত্তি নাই। ফল কথা বেদ সকলেরই একমাত্র অবলম্বন,—অন্য পথ নাই। ৮৪

(এইভাবে আশ্রমবিহিত কর্ম্মকলাপের ক্রমিক অনুষ্ঠান সহকারে যে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস অবলম্বন করেন তিনি ইহলোকেই সমস্ত পাপ দূর করিয়া দিয়া পরব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—"ক্রমযোগেন" ইহার অর্থ ক্রম অনুসারে যে 'যোগ' অর্থাৎ অনুষ্ঠান;—আত্মজ্ঞান এবং কর্ম্ম ইহাদের সমুচ্চয় (সাহিত্য) সম্পাদন করিতে গেলে যে ক্রম অনুসারে আশ্রমবিহিত কর্ম্মকলাপ করিবার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ করিয়া, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। "বিধূয় পাপ্মানম্"=অশ্ব যেমন লোমের ধূলিগুলি ঝাড়িয়া ফেলে সেইরূপ আত্মজ্ঞান দ্বারা পাপ সকল দূর করিয়া। এইজন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে,—"পদ্মপত্রে যেমন জল লাগে না সেইরূপ এই আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষেও কোন পাপকর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না"। "পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি"—ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হইয়া যান; ইহা বিদ্যা এবং আশ্রমের ফলবিষয়ক বিধি। ৮৫

(সংযতস্বভাব যতিগণের পালনীয় এই ধর্ম্ম আমি আপনাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে, যাঁহারা 'বেদসন্ন্যাসিক' তাঁহাদের কর্ম্মযোগ বলিতেছি, শুনুন।)

(মেঃ)—বেদের 'সন্ন্যাস' অর্থাৎ ত্যাগ; তাহা যাঁহাদের আছে তাঁহারা 'বেদসন্ন্যাসিক'। এখানে 'বেদসন্ন্যাস' শব্দে কেবল বেদোক্ত যাগহোমাদিকর্ম্মের ত্যাগই বুঝাইতেছে, কিন্তু বেদপাঠ পরিত্যাগ করা বুঝাইতেছে না। আত্মধ্যান করা তাঁহাদের পক্ষে বিহিত—অবশ্যকর্ত্তব্য। যে সমস্ত কর্ম্ম ধনসাধ্য এবং শারীরিক ক্লেশসাধ্য, যেমন তীর্থযাত্রা, উপবাস করা প্রভৃতি সেগুলি তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু যেসমস্ত কর্ম্ম কেবল নিজের দ্বারাই সম্পাদিত হয়, যাহাতে অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা নাই, যেমন সন্ধ্যাজপ প্রভৃতি কর্ম্ম, সেগুলি তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। ইহা স্ব-স্থানে (দ্বাদশ অধ্যায়ে) আমরা দেখাইয়া দিব। এই শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধে সন্ন্যাস আশ্রমের উপসংহার করা হইয়াছে আর শেষার্দ্ধে 'বেদসন্ন্যাসিক' পুরুষের কর্ম্ম নিরূপণ করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। ৮৬

(ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতি—এই চারিটী পৃথক্ পৃথক্ আশ্রম, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমই ইহাদের মূল। এই চারিটী আশ্রমের সবকয়টীই শাস্ত্রনির্দ্দেশ মত পর পর অনুসরণ করা হইলে এগুলি ঐপ্রকার অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণকে পরমপদে চালিত করে।)

(মেঃ)—আচ্ছা, পূর্ব্বশ্লোকে ত প্রতিজ্ঞারূপে বলা হইল যে 'সন্ন্যাসিক'-কর্ম্ম সকলের উপদেশ দিব; সুতরাং তাহা না বলিয়া এখানে যে চারি আশ্রমের উল্লেখ করা হইতেছে ইহা ত প্রকরণের বহির্ভূত—আলোচ্য বিষয়ের বাহিরে পড়িতেছে? ইহার উত্তরে কেহ কেহ এইরূপ বলেন,—এই যে 'বেদসন্ন্যাস' ইহা স্বতন্ত্র একটী আশ্রম নহে, কিন্তু এটী এই আশ্রমচতুষ্টয়েরই অন্তর্ভুক্ত, ইহা দেখাইয়া দিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞার পর চারি আশ্রমের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহা (ঐ বেদসন্ন্যাস) কোন্ আশ্রমটীর অন্তর্ভুক্ত? (উত্তর)—উহা গৃহস্থাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ঐ 'বেদসন্ন্যাসিক' ব্যক্তির পক্ষে গৃহে বাস করিবার নির্দ্দেশ আছে। অন্য কেহ কেহ বলেন উহা প্রব্রজ্যার (চতুর্থাশ্রমের) অন্তর্ভুত। কারণ, উভয়ের মধ্যেই বিষয়সঙ্গ পরিত্যাগরূপ সমানতা বা সাদৃশ্য রহিয়াছে। বস্তুতঃ পুরুষধর্ম্ম গৃহস্থাশ্রম কিংবা যতিধর্ম্ম সন্ন্যাসাশ্রম কোনটীতেই ইহাকে অন্তর্ভূত করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, যাগাদিধর্ম্মে ইহার অধিকার নাই, কিন্তু ইহার নিজেরই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বিহিত হইয়া রহিয়াছে; তাহা উহারই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিধায়ক বিশেষ বাক্যের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু ঐ ব্যক্তি কোন আশ্রমেরই অন্তর্ভূত নহে, কিন্তু তিনি অনাশ্রমী। ইহাতে যদি বলা হয় যে, সম্বৎসরকাল অনাশ্রমী থাকিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এইরূপ যে বিধি আছে তাহার কি হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য, এই যে অনাশ্রমী থাকিবার ব্যবস্থা ইহা যখন শাস্ত্রবচন দ্বারাই বোধিত হইতেছে তখন ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার কথা আসে কোথা থেকে? অতএব এখানে 'এই যে বেদসন্ন্যাসিক ইনিও গৃহস্থাদিরই সমান' এইভাবে বেদসন্ন্যাসিক পুরুষের প্রশংসা করিবার জন্যই গৃহস্থাদি আশ্রমের উল্লেখ করা হইয়াছে। আর ইহা দ্বারা আশ্রম সকলের সমুচ্চয় পক্ষটীকে দৃঢ় করা হইল। গৃহস্থ আশ্রমেই এইগুলি অবস্থিত অর্থাৎ গৃহস্থ আশ্রমকে আশ্রয় করিয়া অপরাপর আশ্রমগুলি থাকে। এইজন্য বলা হইয়াছে "গৃহস্থপ্রভবাঃ";—। গৃহস্থ হইয়াছে 'প্রভব' অর্থাৎ অবস্থিতির হেতু যাহাদের এই প্রকার ব্যাসবাক্য হইতে 'গৃহস্থপ্রভব' শব্দটী সিদ্ধ হয়। ৮৮

(এই সব কয়টী আশ্রমের মধ্যেই গৃহস্থকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, কারণ গৃহস্থাশ্রম বেদবিধি দ্বারা বিহিত হইয়াছে এবং সেই গৃহস্থ আশ্রমই এই অপর তিনটী আশ্রমকে ভরণ করে।)

(মেঃ)—আচ্ছা, এখানে যাহা বলা হইল তাহা ত যুক্তিসংগত হইতেছে না। এখানে প্রতিজ্ঞা-বাক্যরূপে বলা হইয়াছে বেদবিধি দ্বারা গার্হস্থ্য আশ্রমের বিধান করা হইয়াছে আর অন্য তিনটী আশ্রম এই গৃহস্থেরই ভরণীয় (পালনীয়), কিন্তু এরূপ বলা ত সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, গার্হস্থ্য আশ্রমটী যখন প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারাই বিহিত হইয়াছে (এবং অন্য আশ্রমগুলি যখন উহার ভরণীয়) তখন তাহা দ্বারাই অপরাপর আশ্রমগুলিরও ত অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। অপরাপর আশ্রম-বিষয়ক যে সকল স্মৃতিবাক্য রহিয়াছে যেমন বানপ্রস্থের তপোবিষয়ক স্মৃতিবচনানিচয় (যেগুলি আগে বলা হইয়াছে) সেগুলি অপেক্ষা শ্রুতি প্রবল। ইহাতে যদি বলা হয়—'বেদশ্রুতি দ্বারা গৃহস্থাশ্রমের যে বিধান করা হইয়াছে উহা প্রত্যক্ষ বেদশ্রুতি দ্বারা বিহিত, কিন্তু অন্য আশ্রমগুলি বিধিবিহিত নহে', এরূপ সম্বন্ধ (পদ যোজনা) এখানে কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু, 'এই প্রত্যক্ষবিধান থাকা সত্ত্বেও গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ, কারণ অপর আশ্রমগুলিকে উহা ভরণ করিয়া থাকে' এই প্রকার সম্বন্ধ (পদ যোজনা) করিতে হইবে। ইহা "স ত্রীনেতান্" এই অংশটী দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করা যায়, কিরূপে ইহা সম্ভব হয়? কারণ অপরাপর আশ্রমগুলিও ত শ্রুতিবোধিত। অপরাপর আশ্রমগুলি যদি শ্রুতিবিহিত হয় তাহা হইলে "গার্হস্থ্য প্রত্যক্ষ বেদ-বিধানবোধিত" এই স্পষ্ট স্মৃতিটী বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আর ইহা ছাড়া অন্য প্রকার সম্বন্ধ (পদ যোজনা) করা ত সম্ভব নহে। ইহাতে যদি বলা হয় "গৃহী হইয়া বনবাসী হইবে এবং বনবাসী হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে" এই জাবালোপনিষৎ শ্রুতির বচনকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে যে গার্হস্থ্য প্রভৃতি সব কয়টী আশ্রমই শ্রুতিবিহিত। কিন্তু ইহাতে ঐ যে স্মৃতি-বিরোধ দেখান হইল তাহার ত পরিহার হইলই না। বস্তুতঃ, ঐ জাবালশ্রুতিটী আশ্রমবিষয়ক বিধি নহে। কারণ, ঐ শ্রুতিমধ্যে ত এরূপ নির্দ্দেশ নাই যে, 'বনে এইভাবে বিহার করিতে হইবে, বনস্থ হইয়া এই কর্ম্ম করিতে হইবে, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে এই সকল কর্ম্ম করিতে হইবে'। পক্ষান্তরে গৃহস্থের যাহা কিছু কর্ত্তব্য—অগ্ন্যাধ্যান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত সে সমস্তই প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা বিহিত হইয়াছে; অপরাপর আশ্রমের কর্ত্তব্যসকল কিন্তু সেভাবে শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হয় নাই। কেবল এখানে "গৃহী হইয়া" ইত্যাদি বচনে অন্য আশ্রমের নামটী উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র। অতএব গার্হস্থ্যকে সকল আশ্রমের মূল ('প্রভব') বলিয়া যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা পূর্ব্বাপরবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হইতেছে—পূর্ব্বে যে তপোবিষয়ক বচন সকল বলা হইয়াছে তাহার সহিত এক্ষণে এই যে বলা হইল "বেদশ্রুতিবিধানতঃ" ইহার বিরোধ হইতেছে বলিয়াই মনে হয়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। একথা সত্য যে, যে ব্যক্তি দার পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার পক্ষে অগ্ন্যাধান হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকল প্রত্যক্ষ শ্রুতি দ্বারা বিহিত হইয়াছে। (সুতরাং বিবাহ না হইলে যখন অগ্ন্যাধান করিতে পারা যায় না, কারণ শ্রুতিমধ্যে ঐরূপই নির্দ্দেশ আছে, আবার অগ্ন্যাধান না হইলে যখন কোন শ্রৌত কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না তখন বিবাহ কর্ম্মই গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রধান)। (প্রশ্ন)—আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তবে এ বিষয়টীও ত নিরূপণ করা আবশ্যক—এই বিবাহ কর্ম্মটীর প্রয়োজক কে? বিবাহটী কি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিধায়ক শ্রুতি দ্বারা প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিষয়ক যে সকল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রুতিবাক্য আছে সেইগুলিই কি বিবাহের প্রয়োজক? কারণ, শ্রুতিমধ্যে বলা হইয়াছে যে, সকল শ্রৌতকর্ম্মই পত্নীর সহিত অনুষ্ঠেয়—(পত্নীসহিতত্ব থাকিলে তবেই কর্ম্মে অধিকার কিন্তু একক অনুষ্ঠান করা চলিবে না)। অথবা, অপত্য উৎপাদন করিবার যে বিধি রহিয়াছে তাহাই বিবাহকর্ম্মের প্রয়োজক? অর্থাৎ যেহেতু অপত্য উৎপাদন করা শাস্ত্রবিহিত অতএব বিবাহ কর্ত্তব্য;—সুতরাং বিবাহটী অপত্যোৎপাদনবিধিপ্রযুক্ত, কিংবা দৃষ্ট পুরুষার্থই (কামই) কি বিবাহের প্রয়োজক? আচ্ছা, দৃষ্টপুরুষার্থ যে 'রাগ' (কাম) তাহা ত স্ত্রী সংগ্রহেরই প্রয়োজক হয়, কিন্তু তাহা বিবাহের প্রয়োজক হইবে কিরূপে? কারণ, যেটী না থাকিলে অপর যাহা নিষ্পন্ন হয় না সেটীই তাহার প্রয়োজক হইয়া থাকে। আর, যাহারা রাগযুক্ত (স্ত্রীসংগ লিপ্সু) তাহারা যদি কোন রকমে কোন একটী স্ত্রীলোককে সংগ্রহ করে তাহা হইলে তাহা দ্বারাই তাহাদের গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্মও নিষ্পন্ন হইয়া যাইবে। সুতরাং তাহার জন্য আবার বিবাহ কর্ম্মটীর অপেক্ষা কি—উহার আবশ্যকতা কি? (উত্তর)—তাহা সত্য। তবে, অন্য শাস্ত্র-বচনের দ্বারা স্ত্রীলোকমাত্রের সহিত সংসর্গ করাও যে নিষিদ্ধ হইয়াছে। উহা যদি নিষিদ্ধ না হইত তাহা হইলে এ কথা বলা চলিত যে, যে কোন একটী স্ত্রীর দ্বারা কাম চরিতার্থ হইবে এবং শাস্ত্রীয় কর্ম্মকলাপেরও অনুষ্ঠান করা যাইবে। কামজনিত যে খেদ (চিত্তচাঞ্চল্য) তাহা যে কোন স্ত্রীলোককে লইয়া চরিতার্থ হয় বটে—গম্যাস্ত্রীগমনে যেমন খেদনিবৃত্তি হয় অগম্যা-গমনেও সেইরূপই খেদ নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু কোন্ স্ত্রীলোক গম্যা এবং কোন্ স্ত্রীলোক অগম্যা তাহা একমাত্র শাস্ত্র হইতেই নিরূপিত হয়। এইজন্য যাঁহারা ধীরপ্রকৃতি (ধর্ম্মভীরু) তাঁহাদের ঐ কামরূপ স্বার্থটী বিবাহ বিনা সিদ্ধ হয় না, (কারণ অবিবাহিতা নারী অগম্যা); কাজেই এরূপস্থলে বেদ বিবাহের প্রয়োজক কি না, এরূপ আশঙ্কা হওয়া সংগতই বটে। (ফলিতার্থ এই যে, কাম যদি বিবাহের প্রয়োজক হয় তাহা হইলে আর বেদ তাহার প্রয়োজক হইতে পারে না, এইরূপ শঙ্কা হইলে বেদ গম্যাগম্যত্ব নিরূপণ করিয়া দেয় বলিয়া কামকে বিবাহের প্রয়োজক বলিলেও ফলতঃ বেদই বিবাহের প্রয়োজক হইয়া থাকে। সুতরাং কামই কি বিবাহের প্রয়োজক অথবা বেদই বিবাহের প্রয়োজক, এই প্রকার সংশয় হওয়া মোটেই অসংগত নহে)।

তাহাই যদি হয় তবে সবগুলির ত আর প্রয়োজকত্ব থাকে না অর্থাৎ 'কাম' যদি বিবাহের প্রয়োজক হয় তাহা হইলে অপত্যোৎপাদনবিধি এবং অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মের বিধিকে আর বিবাহের প্রয়োজক বলিবার আবশ্যকতা হয় না। (উত্তর, তাহা না হয় নাই হউক, কিন্তু) বিবাহ হইলে যখন কর্ম্মবিধি এবং অপত্যোৎপাদনবিধি প্রভৃতি সকলেরই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায় তখন উহার প্রয়োজক কে ইহা নিরূপণ করিয়া কি ফল হইবে? বিবাহের প্রয়োজক যে হয় হউক। কিন্তু এখানে আলোচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, গার্হস্থ্যই যদি প্রত্যক্ষ বেদ বিহিত হয় (আর অন্য আশ্রমগুলি যদি সে প্রকার না হয়) তাহা হইলে অন্য আশ্রমগুলির উপযোগিতা থাকে কিরূপে? —এই সংশয়ের আলোচনা করিবার প্রসঙ্গে এই যে বিবাহবিষয়ক প্রযুক্তিচিন্তা অর্থাৎ বিবাহের প্রয়োজক কে এই প্রকার আলোচনা তাহা এখানে কোন্ অংশের সহিত—কোন্ বিষয়ের সহিত সংলগ্ন? (উহা ত এখানে অপ্রাসঙ্গিকই হইতেছে?) ইহার উত্তরে বক্তব্য,—পূর্ব্বোক্ত সব কয়টী পক্ষ অর্থসিদ্ধ (তিনটী পক্ষ বিবাহের প্রয়োজক ইহা অর্থাপত্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিনটী পক্ষই বিবাহের প্রয়োজক হইতে পারে) ইহা সত্য বটে তবে ইহাদের যে কোন একটীর প্রয়োজকত্ব হইতে বিবাহ সিদ্ধ হইলে সেই বিবাহের দ্বারা অন্য দুইটী পক্ষেরও উপকার 'প্রসংগ' নিয়ম অনুসারে প্রাসঙ্গিকভাবে সিদ্ধ হইয়া যায়; কাজেই সে দুটীকে আর পৃথক্‌ভাবে প্রয়োজক বলিয়া কল্পনা করা যায় না। (অর্থাৎ 'কাম' যদি বিবাহের প্রয়োজক হয় তাহা হইলেও সেই বিবাহের দ্বারা প্রসংগন্যায় অনুসারে অপত্যোৎপাদনবিধির এবং অগ্নি-হোত্রাদিবিধিরও উপকার সাধিত হইয়া থাকে,—কারণ সেই বিবাহ হইতেই ঐ সকল কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইয়া যায়; কাজেই উহাদিগকে আর বিবাহের প্রয়োজক বলিবার দরকার হয় না।) যেমন,—লোকে জীবনধারণের প্রয়োজনেই ধান্য উৎপাদন করে বলিয়া ব্রীহি সকলের প্রয়োজক হয় জীবনধারণরূপ পুরুষার্থ; কিন্তু তথাপি ঐ ধান্য সকল যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়—যজ্ঞেরও উপকার করে (এজন্য যজ্ঞকে আর ধান্য উৎপাদনের প্রয়োজক বলা হয় না)। এইরূপ, জীবনধারণের প্রয়োজনেই লোকে ধন উপার্জ্জন করে, আবার সেই ধন যজ্ঞাদি কর্ম্মের উপকার সাধন করিয়া থাকে। তথাপি যজ্ঞাদি কর্ম্মকে ধনার্জ্জনের প্রয়োজক বলা হয় না। এইরূপ, বেদবিদ্যাবিহীন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্যক্তির শ্রৌতকর্ম্মে অধিকার নাই; সুতরাং কর্ম্মের জন্য বেদবিদ্যা আবশ্যক—বেদবিদ্যা শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের উপকার সাধন করে—তথাপি যজ্ঞাদি কর্ম্মকে বেদবিদ্যার প্রয়োজক বলা হয় না; কারণ, স্বাধ্যায় বিধি দ্বারাই বেদবিদ্যা সিদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া তাহাই উহার প্রয়োজক। সেইরূপ আলোচ্যস্থলেও 'কাম' হইতেই বিবাহ প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় বলিয়া কামই বিবাহের প্রয়োজক; সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মবিষয়ক বেদগুলিকে আর বিবাহের প্রয়োজক বলিয়া কল্পনা করা অনাবশ্যক। সুতরাং বিবাহ যদি অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবিধির দ্বারা প্রযুক্ত না হয় তাহা হইলে যে লোক বিবাহ করে নাই তাহার প্রতিও বানপ্রস্থাদিবিষয়ক ধর্ম্মগুলি প্রয়োজ্য হইতে পারিবে। আর তাহা হইলে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই যে ব্যক্তির কষায় (সংসারাসক্তি) পক্ক অর্থাৎ পরিপাকপ্রাপ্ত (জীর্ণ বা ক্ষয়প্রাপ্ত) হইয়াছে তিনি বিবাহ করিবেন না। আর তাহা হইলে দ্বিতীয়া (পত্নী-সহধর্ম্মিণী) না থাকায় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে তাঁহার অধিকার হইবে না। অতএব শ্রৌতকর্ম্মে তাঁহার অধিকার না থাকায় তাঁহাকে অন্য আশ্রম স্বীকার করিতে হইবে (তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারেন, বনস্থও হইতে পারেন। অতএব বিবাহের প্রয়োজক কে তাহা আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না)।

অন্য কেহ কেহ এস্থলে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন;—। এই বিবাহকর্ম্মটী ধনাদি উপার্জ্জনের সদৃশ নহে। কারণ, ধন বিনা জীবনধারণ সম্ভব নহে, যেহেতু ধনের দ্বারাই লোকে জীবনধারণ করে। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে একথা বলা চলে না; কারণ, স্ত্রীসংগ না থাকিলে যে জীবনধারণ অসম্ভব তাহা নহে। কাজেই দৃষ্ট প্রয়োজন যে 'কাম' তাহা যে নিয়মমত (অব্যাভিচরিত ভাবে) স্ত্রীসংগ্রহের প্রয়োজক হয় একথা বলা চলে না। অতএব ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার সিদ্ধির জন্যই বিবাহ আবশ্যক—তৎপ্রযুক্তই বিবাহ অর্থাৎ কর্ম্মবিধি সকলই বিবাহের প্রয়োজক। (যদি বলা হয় কর্ম্মে অধিকার না হয় নাই হইল, ক্ষতি কি? কিন্তু তাহাও সংগত নহে। কারণ) সকলের পক্ষে ইহা অবশ্যজ্ঞাতব্য যে ধম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে যাহাতে অধিকার জন্মে সেজন্য যত্ন করা উচিত। কারণ তাহা না হইলে মলমূত্র ত্যাগ করিলে লোকে যখন অশুচি হইয়া পড়ে, তখন তাহার শাস্ত্রীয়কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকে না। এইরূপ জননাদি-অশৌচ কালে কর্ম্মে অধিকার থাকে না, সুতরাং তখন নিত্যকর্ম্ম না করিলে বিধিলংঘনজনিত প্রত্যবায় হয় না। আর তাহাই যদি হয় তবে অশৌচান্তে শুদ্ধ হইবার জন্য কষ্ট করিতে যাইবে কেন? (কর্ম্মে অধিকার লাভ করিবার জন্যই লোকে শুদ্ধ হইতে প্রবৃত্ত হয়।) ইহাতে যদি বলা হয় যে, ঐ শুদ্ধি সম্পাদন কাজটীও শাস্ত্রবিহিত (এইজন্যই উহা করিতে হয়), তাহা হইলে বলিব, শুদ্ধ না হইলে কেবলমাত্র ঐ একটী বিধিকেই লংঘন করা হইবে, কিন্তু শুদ্ধ হইলে তাহার উপর যে হাজার বিধির চাপ পড়িবে তাহা আর তাহাকে লংঘন করিতে হয় না। (অর্থাৎ অশুদ্ধ থাকায় কোন কর্ম্মে অধিকার নাই; কাজেই সেই সমস্ত কর্ম্মবিধি আর তাহার উপর প্রয়োজ্য হয় না। আর তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিত্যকর্ম্ম সকল না করিলেও প্রত্যবায়ভাগী হইবে না। সুতরাং অধিকার সম্পাদন করিতে যাওয়া তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা। অতএব শুদ্ধ হইবার বিধান আছে বলিয়াই যে লোকে শুদ্ধি সম্পাদন করে তাহা নহে, কিন্তু কর্ম্মে অধিকারলাভ করিবার নিমিত্তই লোকে শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে)।

ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে—'আমি যাহাতে কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী হই' এইরূপ বিবেচনা করিয়া ঐ কর্ম্মাধিকার সম্পাদনের জন্য লোকের যত্ন করা কর্ত্তব্য—এইপ্রকার যে উপদেশ করা হইতেছে ইহা কোন্ বিধির অর্থ? —এবিষয়ে বিধি কি আছে? (যদি কোন বিধি না থাকে তাহা হইলে লোকে উহা করিতে প্রবৃত্ত হইবে কেন?) ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। অগ্নিহোত্রাদি-বিষয়ক যে সকল বিধি আছে সেগুলি কিন্তু সেই ব্যক্তির প্রতিই প্রয়োজ্য হইবে যাহার অগ্নিত্রয় আছে। অর্থাৎ যাহার আধানসিদ্ধ অগ্নি আছে কেবল তাহারই পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অবশ্য করণীয়। সুতরাং ঐ অগ্নিহোত্রাদিবিষয়ক বিধিগুলি দ্বারা কেবলমাত্র ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাই বোধিত হয় কিন্তু উহারা অগ্নিসকলের প্রয়োজক হয় না। (অর্থাৎ আধানসিদ্ধ তিনটী অগ্নি করা থাকিলে তাহাতে অগ্নিহোত্রাদি অবশ্য কর্ত্তব্য হয় বটে কিন্তু ঐ তিনটী অগ্নি উৎপাদন করিবার কর্ত্তব্যতা ঐ অগ্নিহোত্রাদিবিষয়ক শ্রুতিবাক্য দ্বারা বোধিত হয় না। যদি আধানসিদ্ধ অগ্নি থাকে তাহা হইলে অগ্নিহোত্রাদি অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই অগ্নিহোত্রাদি বিধিদ্বারা বোধিত হয় মাত্র, কিন্তু অগ্ন্যাধান যে কর্ত্তব্য তাহা ঐ অগ্নিহোত্রাদিবিষয়ক

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিধিদ্বারা বোধিত হয় না। কিন্তু যে লোক বিশেষ বিশেষ ফললাভের ইচ্ছায় কাম্যকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয় সে ঐ সকল কর্ম্মে নিজ অধিকার (ফললাভের যোগ্যতা) সম্পাদন করিবার জন্য অগ্নিগুলিরও আধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। (সুতরাং কাম্যকর্ম্ম সকলই অগ্নি-আধানের প্রয়োজক)। আর সেই অগ্নিত্রয় যখন আধানকর্ম্ম দ্বারা উৎপাদিত হয় তখন "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র কর্ত্তব্য" ইত্যাদি নিত্য কর্ম্ম সকলের বিধি সকলও সেই ব্যক্তির উপর আসিয়া উপস্থিত হয়। (অর্থাৎ তাহার যদি আধানসিদ্ধ অগ্নিত্রয় না থাকিত তাহা হইলে তাহাকে অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম সকল করিতে হইত না, কিন্তু অগ্নি যখন উৎপাদিত হইয়াছে তখন নিত্যকর্ম্মগুলিও তাহাকে করিতেই হইবে। এইজন্য নিত্যকর্ম্ম আধান-সম্পাদনের প্রয়োজক নহে)।* আবার পত্নী-সমন্বিত ব্যক্তিরই ঐ অগ্নি-আধান করিবার অধিকার। সুতরাং সেই লোকটী যেমন নিজেকে কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানের অধিকারী করিয়া তুলিবার জন্য অগ্নি-আধান করে—তাহাকে উহা করিতে হয়, সেইরূপ তাহাকে ঐ আধান সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বিবাহও করিতে হয়। কাজেই এইভাবে অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মেও অধিকার সম্পাদিত হয় বলিয়া নিত্য এবং কাম্য কোন বিধিরই অর্থ (নিত্যকর্ম্ম এবং কাম্যকর্ম্ম কোনটীই) ব্যাহত হয় না—কিন্তু অক্ষুণ্ণই থাকে। পক্ষান্তরে একথা বলা সঙ্গত হইবে না যে, নিত্য (অবশ্যকরণীয়) অগ্নিহোত্রাদিবিষয়ক শ্রুতি যেমন স্বার্থ যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম তাহার কর্ত্তব্যতা বোধিত করে বিবাহবিধিও সেইরূপ স্বার্থ (বিধির প্রতিপাদ্য বা বিধেয়) যে বিবাহ তাহার কর্ত্তব্যতা বোধিত করিবে; যেহেতু উহা (ঐ বিবাহ) হইতেছে একটী সংস্কারকর্ম্ম, বিশেষতঃ উহার কোন অধিকারও (ফলসম্বন্ধও) শ্রুতিমধ্যে উল্লিখিত হয় নাই।

প্রাচীনগণ এসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন;—। শ্রুতিমধ্যে ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ করিবার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। এসম্বন্ধে—"ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিলে তিনটী ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। এই শ্রুতিটীতে জন্মমাত্রনিমিত্তক অর্থাৎ জন্মিলেই ঋণ হইবে এইভাবে জন্মকেই ঐ ঋণবত্তার নিমিত্ত বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে জন্ম বলিতে যে দ্বিতীয় জন্ম উপনয়ন বুঝাইবে তাহা হইতে পারে না; কারণ সেরূপ বলিলে, উপনয়নের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত তাহাকে তির্য্যক্‌জাতীয় হইয়া থাকিতে হয়। তবে ঐ ঋণশ্রুতির সামর্থ্য হইতে (অর্থবোধকতা শক্তি হইতে) অবশ্য ইহা বোধিত হয় যে, জন্ম হইলেও যে পর্য্যন্ত বয়সে সে নিজ অধিকার (কর্ত্তব্যতা) সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে সেই পর্য্যন্ত বয়স বাদ দিয়া তাহার পরবর্ত্তী কাল হইতে সে ঐ ঋণশ্রুতির আমলে আসিবে—অর্থাৎ তখন থেকে তাহাকে ঋণী বলিয়া ধরিতে হইবে। আর তাহা হইলে তাহাকে বিদ্বান্ হইতে হয় (কেন না, তাহা না হইলে সে নিজ অধিকার বুঝিবে কিরূপে)। সুতরাং বিদ্বান্ অর্থাৎ অধীতবেদ হইবার পর যখন তাহার ঐ ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ করিবার অধিকার জন্মে তখন তাহাকে বিবাহে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কিন্তু বিবাহের জন্য কন্যা যাচ্ঞা করিয়াও যখন সে ব্যক্তি মাথার চুল সব পাকিয়া গেলেও কন্যা সংগ্রহ করিতে না পারে তখন তাহার বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমে অধিকার। যেহেতু সেই ব্যক্তিটী তখন এইরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকে যে, যৌবনকালেই লোকে বিবাহ করিবার জন্য কন্যা প্রার্থনা করে। আবার কৃষ্ণকেশ অবস্থাতেই (মাথার চুল পাকিয়া যাইবার পূর্ব্বেই) অগ্নি-আধান করিতে হয়; (যেহেতু ঐরূপ বিধানই "কৃষ্ণকেশঃ অগ্নীন্ আদধীত" এই বিধিবাক্যে বলা হইয়াছে)। কারণ, ঐভাবে একবার আধান করিবার পর যদি পত্নী মারা যায় তাহা হইলে মাথার চুল পাকিয়া গেলেও পুনরাধান করা যায়, তাহাতে দোষ হয় না; কিন্তু প্রথম আধানটী তখন করা চলে না। প্রাচীনগণ এইভাবে ঐ শ্রুতিটীর অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

"গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ"=গৃহস্থকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়; কারণ বেদবিহিত কর্ম্মকলাপের সহিত তাহার কর্ত্তৃত্ব-সম্বন্ধ রহিয়াছে। এইজন্য ইহাদ্বারা গৃহস্থ আশ্রমেরই শ্রেষ্ঠতা বলা হইতেছে।

---

*এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে কেবলমাত্র কাম্যকর্ম্মসকলই অগ্ন্যাধানের প্রয়োজক। আর স্মার্ত্ত এক সম্প্রদায় বলেন, কাম্য কর্ম্ম এবং অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্ম উভয়বিধ কর্ম্মই অগ্ন্যাধানের প্রয়োজক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"ত্রীনেতান্",—। গৃহস্থ আশ্রমের শ্রেষ্ঠতার অপর একটী কারণ এই যে, সে অপরাপর আশ্রমগুলিকে ভরণ করে (পোষণ করে); এইজন্য বলা হইয়াছে "গৃহস্থ জ্ঞানের দ্বারা এবং অন্নের দ্বারা অপরাপর আশ্রমগুলিকে পোষণ করে"। ৮৯

(সমস্ত নদনদী যেমন সাগরে আশ্রয়লাভ করে সেইরূপ সকল আশ্রমীরাই গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া থাকে।)

(মেঃ)—নদী—যেমন গঙ্গা প্রভৃতি; নদ—যেমন ভিদ্য (সিন্ধু?) প্রভৃতি। নদী এবং নদ আসলে একই পদার্থ হইলেও উহাদের আধারস্থলের (গতি পথের) কোন প্রকার অবস্থিতির ভেদ নিবন্ধন কিংবা উহাদের জলেরই আস্বাদের কিছু পার্থক্য নিবন্ধন (নদ এবং নদী এই প্রকার) ভেদ কল্পনা করা হয়। কিন্তু উহারা যে স্বরূপত এক তাহা রূঢ়ি অনুসারে জানা যায়। তবে যে ইহাদের লিঙ্গভেদ রহিয়াছে তাহাতে বক্তব্য ভার্য্যা ও দার এই দুইটী শব্দই পত্নীবাচক হইলেও একটী যেমন স্ত্রীলিঙ্গ এবং অপরটী পুংলিঙ্গ নদ ও নদী শব্দ দুইটীও সেইরূপ। "সংস্থিতিম্" ইহার অর্থ আশ্রয়। সমুদ্র যেমন সকল জলের আশ্রয় গৃহস্থও সেইরূপ সকল ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকারযুক্ত হইয়া থাকে। ৯০

(দ্বিজাতিগণ এই চারিটী আশ্রমেরই মধ্যে থাকিয়া প্রযত্নসহকারে সর্ব্বদা দশলক্ষণসমন্বিত ধর্ম্ম পালন করিবেন।)

(মেঃ)—পরে যে বিষয়টী বলা হইবে তাহা উপস্থাপিত করিবার জন্য এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। "দশলক্ষণকঃ"=দশটী লক্ষণ যাহার, এইভাবে বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে। 'লক্ষণ' ইহার অর্থ স্বরূপ। "সেবিতব্যঃ" ইহার অর্থ—সকল সময়ে অনুষ্ঠেয়। এগুলি যদিও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তথাপি এগুলির উপর প্রাধান্য দিবার জন্য পুনরায় বলা হইতেছে। আবার এই পুনরুক্তিদ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদকেই দৃঢ় করা হইল। ৯১

(ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটী হইতেছে ধর্ম্মের লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ।)

(মেঃ)—'ধৃতি' প্রভৃতিগুলি আত্মার গুণ। ধনাদির ক্ষয় হইলেও সত্ত্বকে অর্থাৎ মানসিক বলকে যে আশ্রয় করা হয় তাহাই 'ধৃতি'। ধনাদি যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াই থাকে তাহাতে কি আসে যায়? তাহা আবার অর্জ্জন করিতে পারা যাইবে। ইষ্টজনবিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারেও যে এইরূপ বিবেচনা করা হয় যেমন,—সংসারের এই গতি এইরূপই; এই প্রকার চিন্তা করিয়া এইভাবে যে চাঞ্চল্যপ্রাপ্ত চিত্তকে পূর্ব্ব অবস্থায় স্থাপন করা ইহাও 'ধৃতি'। 'ক্ষমা' ইহার অর্থ অন্যকৃত অপরাধ সহ্য করা; কেহ অপরাধ করিলে তাহাকে তদ্‌বিনিময়ে উদ্বেজিত করিবার জন্য কোন কিছু না করা। 'দম' ইহার অর্থ ঔদ্ধত্য না থাকা. বিদ্যা প্রভৃতি জনিত যে মদ (উদ্ধতভাব) তাহা ত্যাগ করা। 'অস্তেয়'—ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ (স্তেয়=চৌর্য্য না করা 'অস্তেয়')। 'শৌচ' অর্থ আহার প্রভৃতি বিষয়ে শুদ্ধতা। "ইন্দ্রিয়সংযম" ইহার অর্থ—যে সমস্ত বিষয় নিষিদ্ধ নহে সেগুলিতেও আসক্ত না হওয়া। 'ধী' অর্থ সম্যক্ জ্ঞান অর্থাৎ প্রতিপক্ষ বা ভ্রম সংশয় প্রভৃতি নিরাস করা। 'বিদ্যা' অর্থ আত্মজ্ঞান। ধী এবং বিদ্যা ইহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ইহাদের একটী কর্ম্মজ্ঞান এবং অপরটী অধ্যাত্মজ্ঞান। ইহাদের পাছে পুনরুক্তি ঘটে এইজন্য কেহ কেহ 'ধীর্বিদ্যা' এস্থলে 'ধীবিদ্যা' এইরূপ পাঠ স্বীকার করেন। ইহা কিন্তু সমীচীন নহে; কারণ উহাদের যে ভেদ আছে তাহা আগে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যটী প্রসিদ্ধার্থক অর্থাৎ 'সত্য' এটীর অর্থ প্রসিদ্ধ। 'অক্রোধ'=যে ক্রোধ উৎপন্ন হইতে পারিত তাহা উৎপন্ন না হওয়া। "ক্ষমা"—কেহ অনিষ্ট করিলেও তাহার অনিষ্ট না করা। ৯২

(যে সকল ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের এই দশটী লক্ষণ ভালভাবে অধ্যয়ন করেন এবং অধ্যয়ন করিয়া সেগুলি পালন করেন তাঁহারা পরমা গতি প্রাপ্ত হন।)

(মেঃ)—পূর্ব্বোক্ত বিধিরই ইহা ফলনির্দ্দেশ। অধ্যয়ন হইতে (অধ্যয়নের) এই যে ফলশ্রুতি বলা হইতেছে, ইহা অনুষ্ঠানের ফল নির্দ্দেশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। ৯৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত দশলক্ষণবিশিষ্ট ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া সমাহিত হইয়া যথাবিধি বেদান্ত শ্রবণ করতঃ ঋণ বিমুক্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।)

(মেঃ)—"সন্ন্যসেৎ অনৃণঃ",—যখন ত্রিবিধ ঋণ দূর করা হইয়া যায় তখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কাল উপস্থিত হয়, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য এইরূপ বলা হইয়াছে। ঋণ এবং প্রব্রজ্যার সমানকালতা থাকিলে প্রব্রজ্যায় অধিকার হয় না অর্থাৎ ঋণ অপাকরণ না হইলে—ঋণ যদি থাকিয়া যায় তাহা হইলে প্রব্রজ্যায় (বানপ্রস্থে) অধিকার জন্মিবে না। সন্ন্যাস সম্বন্ধেও এই একই কথা। "বেদান্তান্ বিধিবৎ শ্রুত্বা"=যিনি বেদান্তের অর্থ বিদিত হন নাই (উপনিষদের অর্থ অধিগত হন নাই)তাঁহার পক্ষেও সন্ন্যাস গ্রহণ করা চলিবে না। যদিও স্বাধ্যায়বিধির অর্থ সম্পাদন করিতে গেলে অর্থাৎ স্বাধ্যায়বিধিবশতঃ বেদাধ্যয়ন করিতে গেলে কর্ম্মবিধিবিষয়ক বেদ বাক্য সকলের অর্থজ্ঞান যেমন সম্পাদন করিতে হয় অর্থাৎ বেদার্থবিচার দ্বারা কর্ম্মবিষয়ক বেদবাক্য সকলের যেমন তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া অধীত বেদের অর্থজ্ঞানলাভ করিতে হয় সেই-রূপ বেদান্তবিষয়ক জ্ঞানলাভ করাও ঐ স্বাধ্যায়বিধি বোধিত বিষয়েরই অন্তর্গত, কারণ বেদান্তও স্বাধ্যায় শব্দের বাচ্য অর্থাৎ 'স্বাধ্যায়' বলিতে বেদান্ত পর্য্যন্ত বেদভাগই বোধিত হয়, তথাপি এখানে বেদান্তশ্রবণের কথা পুনর্ব্বার বলিবার ইহাই অভিপ্রায় যে উহা বিশেষভাবে অধ্যয়ন ও অর্থজ্ঞানলাভপূর্ব্বক আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহাতে 'তৎপর' অর্থাৎ আসক্ত থাকিতে হইবে।

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এখানে 'সন্ন্যসেৎ' এই শাস্ত্রটীর অর্থ কি? এই সন্ন্যাসটী কি? (উত্তর)—'ইহা আমার' এই প্রকার যে পরিগ্রহ ('ইহা আমার' এই প্রকার আগ্রহ) তাহা ত্যাগ করার নাম সন্ন্যাস। আচ্ছা, এখানে ইহা পুনরায় বলিবার প্রয়োজন কি? কারণ আগেই ত বলিয়া আসা হইয়াছে 'বেদসন্ন্যাসিক' ইত্যাদি। (উত্তর)—তাহা সত্য; তবে 'বেদসন্ন্যাস' হইতে সেখানে এই প্রকার অর্থ প্রতীত হয় যে, বেদের সন্ন্যাস অথবা বেদার্থের (বেদবিহিত কর্ম্মের) সন্ন্যাস। কিন্তু বৈদিক কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য যে প্রতিগ্রহ (দান গ্রহণ) প্রভৃতি করা হয় তাহা ত্যাগ করিতে বলা হয় নাই। (এইজন্য এখানে তাহাও ত্যাগ করিবার কথা বলা হইল)। জ্ঞানের যেখানে প্রাধান্য বলা হইয়াছে সেখানেও যে বেদাধ্যয়ন বিহিত তাহা "ইদমানন্ত্যম্ ইচ্ছতাম্" (৬।৮৪) এই শ্লোকাংশে বলিয়া আসা হইয়াছে। কিন্তু অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মগুলি দ্রব্যের সাহায্যে সম্পাদন করিতে হয়। কাজেই সন্ন্যাসহেতু সেই দ্রব্যের প্রতি যখন মমকার অর্থাৎ 'ইহা আমার' এই প্রকার মমতা ত্যাগ করা হইবে তখন আর সেই অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে না—তাহা ত্যাগই করিতে হইবে। আর, যে ব্যক্তির ভার্য্যা মারা গিয়াছে কিংবা যে ব্যক্তি পরনির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে কিংবা যে ব্যক্তি পুত্রের উপর ঐগুলি 'সম্প্রত্তি' (সমর্পণ) করিয়া দিয়াছেন তাঁহার পক্ষেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ঐ ত্যাগটী ধর্ম্ম হইবে। এসম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদে এইরূপ আম্নাত হইয়াছে—"যখন মনে করিবে নিজের প্রস্থান (মৃত্যু) নিকটবর্ত্তী তখন পুত্রকে এইরূপ বলিবে" ইত্যাদি। তখন 'অগ্নি-সমারোপণ' করাও বিহিত হইয়াছে। আবার, যে ব্যক্তি জরাগ্রস্ত হইয়াছে তাহার পক্ষেও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পরিত্যাজ্য হইবে। এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন "জরা দ্বারাই এই ব্যক্তি এই কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া থাকে" ইত্যাদি। কিন্তু সন্ধ্যাবন্দনা, নিত্যাগ্নিহোত্র (?) প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতে কোন দ্রব্য আবশ্যক হয় না সেগুলির অনুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ নহে, প্রত্যুত সেগুলিতে চরম-নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত) অধিকার থাকে। ৯৪

(সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া অজ্ঞাতসারে সম্পাদিত প্রাণিবধাদিকর্ম্মজনিত পাপ প্রাণায়মাদি দ্বারা ক্ষয় করিতে থাকিয়া সংযতভাবে বেদাভ্যাস করতঃ পুত্রের ঐশ্বর্য্যে—পুত্রের উপার্জ্জনে গ্রাসাচ্ছাদনলাভ করিয়া সুখে বাস করিবে।)

(মেঃ)—এখানে "বেদম্ অভ্যস্য" এইরূপ প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, বেদ ত্যাগ করিতে হয় না। ইহা পূর্ব্বে (৬।৮৬ শ্লোকে) দেখান হইয়াছে। "অভ্যস্য" ইহার বদলে "অভ্যস্যন্" এইরূপ শতৃপ্রত্যয়ান্ত পাঠও আছে। "পুত্রৈশ্বর্য্যে সুখং বসেৎ"=পুত্রের অধীনে সুখে বাস করিবে। যাহার পুত্র হইয়াছে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে "পুত্রৈশ্বর্য্যে" বলা হইয়াছে। পৌত্র প্রভৃতি অন্য কেহ যদি ঐ পুত্রস্থানাপন্ন হয় তাহা হইলেও ঐভাবে গৃহাভ্যন্তর-পরিত্যাগ করা সঙ্গত হইবে, (গৃহমধ্যে থাকিবে না, কিন্তু গৃহের বাহিরে থাকিবে), এইরূপ বলা হইয়া থাকে। ৯৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(যিনি এইভাবে কর্ম্মসন্ন্যাস করতঃ আত্মোপাসনায় নিযুক্ত থাকিয়া মানসিক স্পৃহাও বর্জ্জন করেন—মনের মধ্যেও যাঁহার বিষয়স্পৃহা উদিত হয় না তিনি সন্ন্যাসের দ্বারা পাপ ক্ষয় করিয়া পরমগতিলাভ করিয়া থাকেন।)

(মেঃ)—'স্বকার্য্য' অর্থাৎ সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য আত্মোপাসনা হইয়াছে 'পরম' অর্থাৎ প্রধান যাঁহার তিনি "স্বকার্য্যপরম"। "অস্পৃহঃ" ইহার অর্থ মনে মনেও কোন বিষয়ে স্পৃহা করা কর্ত্তব্য নহে। ৯৬

(ব্রাহ্মণের পক্ষে পালনীয় এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমরূপ ধর্ম্ম আমি আপনাদিগকে বলিলাম; ইহা পুণ্যজনক এবং পরলোকে অক্ষয় ফলপ্রদ। অতঃপর রাজধর্ম্ম বর্ণনা করিতেছি, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন।)

(মেঃ)—"চতুর্ব্বিধধর্ম্ম" ইহার অর্থ চারিটী আশ্রম। ব্রাহ্মণের পক্ষেই ইহার সব কয়টীই বিহিত। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, 'ব্রাহ্মণের পক্ষেই চারিটী আশ্রম বিহিত' ইহা বলা কিরূপে সংগত হয়? কারণ, উপক্রমবাক্যে অর্থাৎ চতুরাশ্রম বিষয়ক প্রকরণ যেখানে আরম্ভ করা হইয়াছে সেখানে (৬।১ শ্লোকে) বলা হইয়াছে "স্নাতক 'দ্বিজ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রয় এইভাবে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া" ইত্যাদি। এখানে উপক্রম (প্রারম্ভ) বাক্যটীতে 'দ্বিজ' বলা হইয়াছে। আর, এই দ্বিজ শব্দটীর অর্থ যে কেবল ব্রাহ্মণ নহে কিন্তু ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় তাহা অবধারিত; কারণ (ঐ অর্থটী সংকোচ করা তবেই সংগত হয় যদি আগে থেকেই উহার বিরোধী থাকে—উহার বিরুদ্ধ কোন অর্থ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু উহাই যখন প্রকরণের প্রথম বাক্য তখন) উহার বিরোধী কোন অর্থ আগে থেকে বিদ্যমান নাই। এইজন্য ঐ দ্বিজ শব্দটী 'অসঞ্জাতবিরোধী' হওয়ায় উহার অর্থের বাধা, সুতরাং সংকোচ করা সংগত হয় না। অতএব এস্থলে এই উপসংহার শ্লোকটীতে যে "ব্রাহ্মণস্য"=ব্রাহ্মণের পালনীয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, ইহা দৃষ্টান্তস্বরূপ,—ইহা দ্বারা বর্ণত্রয়কেই লক্ষ্য করা হইতেছে, এইরূপ বলাই ত সংগত। উপক্রম এবং উপসংহারের একবাক্যতা যদি না থাকে তাহা হইলে এখানে এরূপ বলিবার দরকার হয় না (যে 'ব্রাহ্মণ' শব্দটী বর্ণত্রয়েরই উপলক্ষণ)। কিন্তু যদি একবাক্যতা রাখিতে হয় তাহা হইলে উপক্রমে যে অর্থটী প্রতিপাদন করা হইয়াছে সেইটীকেই প্রবল বলিয়া ধরিতে হয়। (অভিপ্রায় এই যে, এখানে উপক্রম বাক্যে বলা হইয়াছে 'দ্বিজ'=দ্বিজাতি; আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণই দ্বিজাতি। কিন্তু উপসংহারে বলা হইয়াছে "ব্রাহ্মণস্য চতুর্ব্বিধঃ"=ব্রাহ্মণের পক্ষে চারিটী আশ্রম। ইহাতে সংশয় এই যে, উপক্রম বাক্যটী প্রবল, না উপসংহার বাক্যটীই বলবৎ। যদি উপক্রম বাক্যটী প্রবল হয় তাহা হইলে উপসংহার বাক্যের 'ব্রাহ্মণ' পদটীর অর্থ সংকোচ করিয়া উহার অর্থ 'ত্রৈবর্ণিক' বলিতে হয়। আর যদি উপসংহার-বাক্যটী বলবৎ হয় তাহা হইলে তাহার অনুরোধে উপক্রমবাক্যের 'দ্বিজ' পদটীর অর্থ সংকোচ করিয়া উহার অর্থ 'ব্রাহ্মণ', এইরূপ বলিতে হয়। এইপ্রকার সংশয়ের নিরাস কল্পে পূর্ব্বপক্ষ-রূপে বলা হইতেছে যে—উপক্রমবাক্যটীর অর্থই প্রবল; কারণ সেটী হইতেছে 'অসঞ্জাতবিরোধী'। আরও কথা, উপসংহার বাক্যটীকে যদি উপক্রমের সহিত একবাক্যতাযুক্ত না করা হয় তাহা হইলে প্রকরণটী উন্মত্তপ্রলাপবৎ উপেক্ষণীয় হইয়া পড়ে—কারণ এক বিষয়ে বলিতে আরম্ভ করিয়া অন্য বিষয়ে পর্য্যবসিত করা, সমাপ্ত করা, ইহাতে পূর্ব্বাপর সংগতি থাকে না। অতএব উপক্রম-বাক্যস্থ 'দ্বিজ' পদটীর অর্থই প্রবল। আর তাহা যদি হয় তবে—ভাষ্যমধ্যে "ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বমেতদ্ বিহিতম্"=ব্রাহ্মণের পক্ষেই ইহার সব কয়টী বিহিত, এরূপ ব্যাখ্যা করা সংগত হয় কিরূপে?)।

ইহার উত্তরে বক্তব্য,—। প্রকরণের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে কয়টী বাক্য থাকে সেগুলির সব কয়টীর মধ্যে একবাক্যতা থাকে। কাজেই সেই সমগ্র প্রকরণটী পর্য্যালোচনা করিয়া যে অর্থ নিরূপিত হয় তাহাই হইবে বাক্যার্থ—তাৎপর্য্যার্থ। এজন্য উপক্রমবাক্যে যে 'দ্বিজ' শব্দটী রহিয়াছে তাহাকে উপসংহারবাক্যের 'ব্রাহ্মণ' শব্দটীর অনুকূল করিয়াই ব্যাখ্যা করা উচিত। ইহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণের মধ্যে 'দ্বিজত্ব' আছে কিন্তু সকল দ্বিজের মধ্যেই ব্রাহ্মণত্ব নাই (যেহেতু ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইহারাও দ্বিজ বটে কিন্তু ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব নাই)। সুতরাং উপসংহারবাক্যে যে 'ব্রাহ্মণ' পদটী প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার মধ্যেও যখন দ্বিজত্ব রহিয়াছে তখন উপক্রম এবং উপসংহারের একবাক্যতা রাখিতে গেলে উপক্রমগত 'দ্বিজ' শব্দটীকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রাহ্মণার্থক ধরিলে অসংগত কিছু বলা হয় না। অতএব অন্বয়ী ('দ্বিজ' এই শব্দটীর যাহা অর্থ তাহার মধ্যেও যাহা অনুগত অর্থাৎ বিদ্যমান তাদৃশ) ব্রাহ্মণ পদটীতে লক্ষণা করা—উহাকে বর্ণ-ত্রয়ের উপলক্ষণ বলা সংগত নহে।

এইজন্য দেখা যায় যে মহাভারতমধ্যে শূদ্রেরও তিনটী আশ্রম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—। তথায় "কৃতকৃত্য=ধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা-সেবা কর্ত্তব্য" এইভাবে আরম্ভ করিয়া শেষকালে বলা হইয়াছে—শূদ্রের পক্ষে 'নিরামিষ আশ্রম' ছাড়া সব কয়টী আশ্রমই বিহিত"। 'নিরামিষ' ইহার অর্থ পারিব্রাজ্য অর্থাৎ সন্ন্যাস। কিন্তু এস্থলে এরূপ অর্থ করা উচিত হইবে না যে, 'শূদ্রের পক্ষে সব কয়টী আশ্রম পালনীয় নহে। কেবল, ব্রাহ্মণাদির শুশ্রূষা দ্বারা এবং অপত্য-উৎপাদন দ্বারা সে (শূদ্র) সকল আশ্রমেরই ফল লাভ করিয়া থাকে'। তাহা হইলে উহার অর্থ কিরূপ হইবে? (উত্তর)—উহার অর্থটী এইরূপ হইবে—দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষা করিতে থাকিয়া সে গৃহস্থ আশ্রম হইতেই সকল আশ্রমের ফল লাভ করে,—কেবলমাত্র সন্ন্যাসের ফল যে মোক্ষ সেটী ছাড়া অর্থাৎ সেটী লাভ করা যায় না। অতএব এই যে 'চাতুরাশ্রম্য'—চারিটী আশ্রমের বিধান, ইহা কেবল ব্রাহ্মণেরই ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণেরই পালনীয়, (ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাহারও সন্ন্যাসে অধিকার নাই)—ইহা স্থির হইল। ৯৭

ইতি ভট্টমেধাতিথি বিরচিত মনুভাষ্যের ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথশর্ম্ম শ্রীচরণান্তেবাসি-
শ্রীমৎক্ষেত্রমোহনবিদ্যারত্নাত্মজশ্রীভূতনাথশর্ম্মকৃত
মনুসংহিতার মেধাতিথিভাষ্যের বঙ্গানুবাদে
ষষ্ঠ অধ্যায়॥

পবগমু-৫৭/৮-৫৩২এফ-১হাঃ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार

पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा।

३०,७६४

Published by Dr. P. C. Lahiri, Principal, Sanskrit College, Calcutta, and Printed by S. Mukherjee, Superintendent, West Bengal Government Press, Alipore, Calcutta

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar